

পুয়োগ-চিত্তামণিঃ ।

অর্থাৎ

।কথানি অত্যুৎকৃষ্ট প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ ।

।মদ্রামনাথিক্য সেন কবিভূষণ-বিরচিত ।



হারীঃসংহিতা, বৈদ্যদীবন, পাচনচিকিৎসা, একাকরকোষ,

মদনবিনোদ প্রভৃতি গ্রন্থানামমুবাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিট্‌সরকার কবিরাজেন

অনুদিতং সংশোধিতক ।

কলিকাতা ।

১৪১ নং চিৎপুর রোড্ জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীনাথব ডট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।



সন ১২৯৮ সাল ।

বিজ্ঞাপন ।

বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদীয় (কবিরাজী) চিকিৎসার উপ-
তা দর্শনে তৎপ্রতি সাধারণের আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া
ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ বহুল প্রচারের
স্ব প্রয়োজন হইয়াছে । আমি এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া,
পূর্বে “মাধবমিদান, চক্রদত্ত, বৈদ্যজীবন, নাড়ীবিজ্ঞান ও
জ্ঞাননির্ণয়” নামক কতিপয় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গা-
ন সহ প্রকাশ করায়, তদ্বারা সাধারণের সমধিক উপকার
হইছে সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে আবার শ্রীমদ্ রামমাণিক সেন
ভূষণ বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” নামক আয়ুর্বেদীয়
গ্রন্থে “হারীত সংহিতা, বৈদ্যজীবন, পাচন
গ্রন্থ, একাকরকোষ, মননবিনোদ, প্রভৃতি” গ্রন্থসমূহের
বানক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিট্‌সরকার কবিরাজ মহাশয়
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, মূলানুবাদ সহ মুদ্রিত
রা জনসমাজে প্রকাশ করিলাম । ইহা দ্বারা যে সাধারণের
পথ উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য ; যে হেতু প্রথমতঃ
কার নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র, নেত্র প্রভৃতির পরীক্ষা, শারীরতত্ত্ব,
বিবরণ ও জ্বর হইতে বিষনোষ পর্য্যন্ত সমস্ত রোগেরই
গ্রন্থে প্রণালী ও অব্যর্থ আশু ফলপ্রসূ পাচন, বটী এবং
গাদি ও বিবিধ বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্র এই উভয়বিধ
মই অতি শ্রুতরূপে সংগ্রহপূর্বক এই “প্রয়োগ-চিন্তামণি”
খানি প্রণয়ন করিয়াছেন । আর দ্বিতীয়তঃ ইহার অনুবাদক
কবিরাজ মহাশয়ও অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চরক,
চত, বাগ্‌ভট্ট, ভাবপ্রকাশ, রসরত্নাকর, আত্রেয়সংহিতা
কতি কতিপয় প্রধান প্রধান আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে বহু
গার অত্যাধিক বিষয় সংগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থে সংযোজনা

করিয়া দিয়া ইহার কলেবর অতীব পরিপুষ্ট কারিয়া দিয়াছেন ।
এবং অনুবাদক অনুবাদ অত্যন্ত সরল, কঠিন শব্দের সহজ অর্থ,
দ্রব্য সমূহের প্রচলিত ভাষা নাম, কুটস্থলের তাৎপর্যার্থ, সমস্ত
গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন পূর্বক শুদ্ধিপত্র,
প্রশস্ত সূচীপত্র এবং সূচীপত্রের মধ্যে “গ্রন্থাতিরিক্ত বিষয়” এর
নিম্নভাগে গ্রন্থান্তর হইতে সংগৃহীত বিষয় গুলির তালিকা
করিয়া দিয়াছেন । তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থখানি অতি পুরাকালে
(আনুমানিক ২০০ দুইশত বৎসরের পূর্বে) প্রধান প্রধান আয়ু-
র্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং ভৈষজ্যরত্নাবলী, চক্রেদন্ত,
ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় চিকিৎসা বিষয়ক অতি উপ-
যুক্ত গ্রন্থ ।

একণে সমুদয় পাঠকগণ সমীপে আমার বিনীতভাবে
নিবেদন এই সে, তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশপূর্বক এই গ্রন্থখানি
আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া এতদ্বারা কিঞ্চিদাত্ত উপকার প্রাপ্ত
হইলে, আমি আমার সমুদয় পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান
করিব ।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে,
রাজধানী কলিকাতার মল্লিকট ঐকালীবাটস্থ খাতনামা সুপ্র-
সিদ্ধ কবিরাজ ঐকালীপ্রসাদ দত্ত মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত
প্রমত্তকুমার দত্ত কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় এই প্রোগ-চিত্রাংগনি
গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার সময় আমাকে অতি প্রাচীন একখানি
হস্ত লিখিত পুঁথি আদর্শ স্বরূপ প্রদানপূর্বক বিশেষ উপকার
করিয়াছেন । ইতি—

সাধারণ পুস্তকালয়
১১৫ নং চিৎপুররোড ।
কলিকাতা ।

}

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।		দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।	
আত্ম-প্রত্যক্ষ-ভৌতিক-দেবনমস্কারঃ	১	শারীর বিষয়ঃ	২৭
নাড়ী পরীক্ষামাহ	২	ততঃ কিয়ৎ শরীর সংখ্যামাহ	ঐ
তথাচাহ	৩	অথ গর্ভোৎপত্তিঃ	২৮
নাড়ী সংখ্যামাহ	ঐ	তথাচাহ	৩১
স্ত্রী পুরুষয়োৰ্ভেদেন নাড়ী পরী- ক্ষামাহ	৪	অথ দোষস্ত কারণমাহ	ঐ
ততো নাড়ী পরীক্ষামাহঃ প্রাচীনাঃ	৫	তত্র রোগাঃ	৩২
বাতাদীনাং ভেদেন নাড়াগতি- মাহ	ঐ	অথ জ্বরং পিত্ত নিদানম্	৩৩
নাড়া জ্বরাদি তক্ষণ জনিতাঃ গতিমাহ	৬	অথ সোম রোগ নিদানম্	ঐ
মূত্ৰা নাড়াঃ পরীক্ষামাহ	৭	তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।	
পূৰ্ণনাড়ী পরীক্ষা বিশেষঃ	১১	ততঃ চিকিৎসা যথা	৩৫
পরীক্ষাপ্রকরণমাহ	১১	জ্বর চিকিৎসা	ঐ
অথ মার্কণ্ডেয়ে	ঐ	যত্ন পানীয়ম্	৩৬
অথ গৌতমীয়ে	১১	জ্বরোৎপত্তি চিকিৎসা	৪৫
অথ জিহ্বাপরীক্ষা	১৪	জ্বরস্ত তাক্ষণ্যান্যবস্থানির্ণয়ঃ	৪৭
মূত্র পরীক্ষা	ঐ	সর্কজ্বরেষু	৪৯
মাসাপরীক্ষা	১২	অথ কফজ্বরে	৫০
আমাপরীক্ষা	১০	অথ পিত্তজ্বরে	৫৪
নেত্র পরীক্ষা	ঐ	অথ বাতিকজ্বরে	৫৬
অথ-আর্ন্তরপরীক্ষামাহ	১১	পঞ্চকোলাঃ	৫৭
রোগিবস্ত্র পরীক্ষা	১২	আরম্ভধাদিঃ	ঐ
রোগি পরীক্ষা	১০	শুভ চাদিঃ	ঐ
অথ দূতলক্ষণমাহ	১৪	বৃহৎ শুভ চাদিঃ	৫৮
শিক্ষাবোধগমাহ	১৫	ভূমিধাদিঃ	ঐ
তথাচাহ কুণ্ঠন্যস্ত লক্ষণম্	ঐ	দশমূলম্	৫৯
		মনাজ	ঐ
		চতুর্দশাঙ্গঃ	ঐ

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
বোড়শাজ:	৭০	পুশরেচনী শুড়িকা	১২
সপ্তদশাজ:	৭১	সর্বদক্ষ্মরোরস	৭
পিত্তলেশ্বররোহিণীদশাজ:	৭১	জ্বর কেশরী	১০
মৃত্তাদি:	৭১	মৃত্তাঞ্জুরোরস:	৮৪
মহৌষধাদি:	৭১	নবজ্বরাকুল:	৮৫
রাশাদি:	৭২	জ্বর ধুমকেতুরস:	৮৬
অথ জীর্ণজ্বরে	৭২	মৃতসঞ্জীবনো রস:	৭
নিমিষিকাদি:	৭২	জ্বরারি: রস:	৮৭
ভার্গাদি:	৭২	উদকমঞ্জুরী রস:	৭
অপর ভার্গাদি:	৭৩	চিন্তামণি:	৮৮
দাশাদি:	৭২	মহাজ্বর কুশোরস:	৭
বকুলমতে গ্নীহজ্বরে	৭৪	জ্বরাতী	৮২
জ্বরম্	৭৫	জ্বরস্তীবরী	৭
তত: প্রার্বণাপৌষধাতিকে	৭৬	যোগবাহিক জ্বরাজ্বরস্তী	৭
উৎপাতিতানং মূলিকায়ং ছেদন-	৭৬	জ্বরানি: রস:	২১
বহনমাহ	৭৬	পঞ্চাননো রস:	২২
অক্টোজ্বরপু:	৭৭	সর্বজ্বরহরলোহ:	৭
অপরাজিতধূপ:	৭৭	রহজ্বরাকুলো রস:	২৩
পিপ্পল্যাদিঃ স্তম্	৭৮	রহঃ সর্বজ্বরহরলোহ:	২৪
কীরবটপলকং স্তম্	৭৮	মহাসর্বজ্বরহরলোহ:	২৬
দশমূলী বটপলকং স্তম্	৭৮	রহজ্বরাকুললোহ:	৭
বাসাদিঃ স্তম্	৭৯	কিন্তুলেশ্বরো রস:	২৫
জ্বরে হৃদয়ানম্	৭৯	ভাস্মগ্রহ চূর্ণম্	৭
অজারকং তৈলম্	৭৯	স্বচ্ছন্দৈববো রস:	৭
চন্দনাদিঃ তৈলম্	৭৯	নবজ্বরতাকুল:	২২
সর্জ তৈলম্	৭৯	জ্বরমুরারি রস:	৭
অথ চূর্ণম্	৭৯	জ্বরস্তীবটিকা	১০০
কলারপুড়িকা	৭৯	জ্বরস্তীবটী	৭
গুণর্ণনং চূর্ণম্	৭৯	ত্রৈলোক্যদুশ্বরো রস:	৭
বটী প্রকিরা তথা	৭৯	তরুণজ্বরারি রস:	১০১
যথাহ	৭৯	প্রতাপমার্তণ্ডো রস:	৭
ইচ্ছাতেদী রস:	৭৯	নবজ্বরস্তীবটী	১০২
অপরেচ্ছাতেদী রস:	৭৯	নবজ্বরারি রস:	৭
গদমুরারীচ্ছাতেদী রস:	৭৯	বিদ্যাধরো রস:	৭
ভূতীর-ইচ্ছাতেদী রস:	৮০	গদমুরারি:	১০৩
ইচ্ছাতেদী শুড়িকা	৮০	নবজ্বরেতসিংহ:	৭
কলিশোরস:	৮১	জ্বরাকুলো রস:	১০৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
রবিশ্বন্দরো রসঃ	১০৪
অরগীষটী	১০৫
কলপাতক রসঃ	ঐ
মৃতসঞ্জীবনীষটী	১০৬
ত্রিনেত্র রসঃ	ঐ
অমৃতাদি-বটী	১০৭
পঞ্চবক্তৃ রসঃ	ঐ
পর্ণটী-রসঃ	ঐ
বাতিপিত্তাস্তক রসঃ	১০৮
বিশেষণ রসঃ	১০৯
ত্রিপুরতৈরব রসঃ	ঐ
নবজ্বররিপুঃ	১১০
শীতারি রসঃ	ঐ
চিন্তামণিঃ	১১১
শীতভঙ্গী রসঃ	ঐ
মেঘনাদ রসঃ	১১২
অমৃতমঞ্জরী	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	ঐ
ফুলবধুঃ	১১৩
দশতৈরবঃ	ঐ
বিদ্যাবল্লভ রসঃ	১১৪
বিষমজ্বরাকুললোহঃ	ঐ
স্বহৃৎচূড়ামণি রসঃ	১১৫
স্বহৃৎজ্বরচূড়ামণি	১১৬
ভাষ্কচূড়ামণি	১১৭
চূড়ামণি রসঃ	ঐ
জিদোষহারী রসঃ	১১৮
অঞ্জনতৈরবঃ	ঐ
জয়মঙ্গল রসঃ	১১৯
সর্বতোভক্ত রসঃ	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	১২০
স্বহৃৎচিন্তামণি রসঃ	১২১
জিদোষনীহারস্বৰ্যো রসঃ	১২২
মোহাভস্বৰ্যো রসঃ	ঐ
উন্নত রসঃ	১২৩
চাতুৰ্যকান্তকো রসঃ	ঐ
বদন-প্ররোগঃ	ঐ

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জ্যোহিকারি রসঃ	১১৩
পঞ্চানন রসঃ	১২৪
বিশেষণ রসঃ	১২৫
স্বহৃৎবিষমজ্বরাস্তক লোহঃ	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	১২৬
তৈলোকাচিন্তামণি রসঃ	১২৭
মহারাজবটী	ঐ
চন্দনানিলোহঃ	১২৮
অর্কনারীষরো রসঃ	১২৯
জ্বরারি-অজম্ব	ঐ
সম্মিপাতাস্তকো রসঃ	১৩০
সম্মিপাতস্বৰ্য্যঃ	ঐ
সিংহনাদ রসঃ	১৩১
সৌভাগ্যবটী	১৩২
কন্তুরীতৈরবঃ	ঐ
স্বহৃৎকন্তুরীতৈরবঃ	১৩৩
বেতাল-রসঃ	ঐ
সূচিকাতরণো রসঃ	১৩৪
স্বহৃৎঘাড়বানলো রসঃ	ঐ
প্রাণেশ্বরো রসঃ	১৩৫
তৈলোকাস্বন্দরো রসঃ	১৩৬
জ্বরাকুল-রসঃ	১৩৭
জ্বরারি-রসঃ	ঐ
শীতারি রসঃ	১৩৮
লোকনাথ রসঃ	১৩৯

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

জ্বরাতিসারাদিকারঃ	১৪০
কিরাতানিঃ	ঐ
কিরাতানিঃ	১৪১
বিড়ঙ্গানিঃ	ঐ
হ্রীবেরাদিঃ	ঐ
গুড় চ্যানিঃ	১৪২
উল্লীরাণিঃ	ঐ
পঞ্চমূল্যানিঃ	১৪৩
দশমূল্যানিঃ	ঐ

বিবরণ	
পাঠাদি:	
কলিঙ্গাদি:	
কাঞ্চিদি:	
নাগরাদি:	
মুস্তকাদি:	
ঘনাদি	
বিলপঞ্চকং	
পঞ্চমূল্যাদি:	
নাগরাদি:	
কলিঙ্গাদিগুড়িকা	
নারায়ণ চূর্ণ	
উৎপলাদি চূর্ণ	
কুটজপুটপাক:	
কুটজাবলেহ:	
বোদ্ধাদি: চূর্ণ	
মৃতসঞ্জীবনী-বটী	
আনন্দৈভরবো রস:	
অজ্ঞাটিকা	
কনকসুন্দরো রস:	
কনকপ্রভাটী	
বৃহৎকনকসুন্দরো রস:	
প্রাণেশ্বরো রস:	
মৃতসঞ্জীবনো রস:	
নাগরাদি চূর্ণ	
কাকগয়াগরো রস:	
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রস:	
অমৃতার্ণব রস:	

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অথাতীসারাদিকার:	
অপ্পশালপর্ণাদি:	
বৃহৎশালপর্ণাদি:	
পটোলাদি:	
জাতিকলাদি লেহ:	
অহিকেনবোগ:	
প্রাণিষাদি:	
গুড়বিলম্ব	

পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৪৭	ধান্যপঞ্চকং	১৪৭
ঐ	ধান্যচতুষ্কণ	ঐ
ঐ	অমথ্যা:	ঐ
১৪৮	নাগরাদি:	১৪৮
ঐ	কঞ্চটকাদি:	ঐ
ঐ	কুটজজ্বগাদি:	ঐ
১৪৯	কুটজাদি:	১৪৯
ঐ	কুটজাস্টক:	ঐ
১৫০	সমপ্রাদি:	ঐ
ঐ	নাভিপ্রলেপ:	১৫০
১৫১	কুটজাবলেহ:	ঐ
ঐ	রসাজ্জনাচ চূর্ণ	১৫১
ঐ	পথ্যাদিকাথ:	১৫২
১৫২	পাঠাদি চূর্ণ	ঐ
১৫৩	হরীতকাদিকঙ্ক:	ঐ
১৫৪	বৎসকাদি কাথ:	ঐ
ঐ	লোহাদি চূর্ণ	১৫৫
১৫৫	গন্ধাধর চূর্ণ	ঐ
১৫৬	দ্বিতীয় গন্ধাধর চূর্ণ:	ঐ
ঐ	বৃদ্ধগন্ধাধর চূর্ণ	ঐ
১৫৭	কুটজক্ষীর:	১৫৮
ঐ	শতাবরী কঙ্ক:	১৫৯
ঐ	শতাবরী মৃতক	ঐ
১৫৮	চন্দন কঙ্ক:	ঐ
১৫৯	গুণ্ডাংশ চিকিৎসা	ঐ
ঐ	চব্দাদি কাথ:	ঐ
১৬০	হিঙ্গাদি চূর্ণ	১৬০
	মুস্তাদিকষার:	ঐ
	ক্রিমিশত্রাদি:	ঐ
১৬১	চিত্রকাদিকষার:	ঐ
১৬২	পুনর্নবাদিকাথ:	১৬২
ঐ	বিলাদি লেহ:	ঐ
১৬৩	ত্রৈলোক্যবিজয়াদি লোহ:	ঐ
১৬৪	বিলাদি লেহ:	ঐ
ঐ	বড়ল মৃত:	ঐ
ঐ	ক্ষীরি মৃত:	১৬৫
১৬৫	হরীতকাদি চূর্ণ	১৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চাকেরী সূত্রঃ	১৮০	মথালারী চূর্ণঃ	১২৩
চতুঃসমোমোদকঃ	ঐ	মথালারী চূর্ণম্	১২৪
অকোষ্টবটকঃ	ঐ	মথালবঙ্গাদি চূর্ণঃ	১২৫
বিলু তৈলঃ	১৮১	গঙ্গাধর চূর্ণম্	ঐ
অষ্টিকেনাদি বটিকা	১৮২	ব্রহ্মজ্ঞাতাবরীমোদকঃ	১২৬
অতীমার বারগোরসঃ	ঐ	অষ্টপলঃ সূত্রঃ	১২৮
পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ	ঐ	নাগরাদাঃ সূত্রঃ	১২৯
কণাদাঃ লৌহঃ	১৮৩	ভূনিবাদি চূর্ণঃ	ঐ
লোকনাথো রসঃ	ঐ	নাগরাদা চূর্ণঃ	ঐ
দ্বিতীয়াষ্টিকেনবটিকা	১৮৪	পাঠাদা চূর্ণঃ	১৩০
মর্কটাসুন্দরো রসঃ	ঐ	কপিথাক্টকচূর্ণঃ	ঐ
মহাগন্ধকঃ	১৮৫	দাড়িমাটক চূর্ণম্	১৩১
		দ্বিতীয়গঙ্গাধর চূর্ণঃ	ঐ
		ব্রহ্মঙ্গঙ্গাধর চূর্ণঃ	১৩২
		মথালবঙ্গাদি চূর্ণঃ	ঐ
		মহালঙ্গাদা চূর্ণঃ	১৩৩
		ঐহনীগজেন্দ্র চূর্ণঃ	১৩৪
		টঙ্গাদি চূর্ণঃ	১৩৫
		ভিজুলাদি চূর্ণঃ	১৩৬
		কঞ্চটালেলঃ	ঐ
		দশমূলীশুড়ঃ	১৩৭
		কলাগণশুড়ঃ	১৩৮
		কুয়াশুড় কলাগণকঃ	ঐ
		ত্রিকলাদামোদকঃ	১৩৯
		অম্বিকুয়ারমোদকঃ	১৪০
		কুষ্ঠাদিমোদকঃ	১৪১
		জীরকাদিমোদকঃ	১৪২
		কন্দর্পমোদক	১৪৩
		মহাকামেশ্বরমোদকঃ	১৪৫
		দ্বিতীয় কামেশ্বরমোদকঃ	১৪৬
		অম্পচূক্রম্	১৪৭
		ব্রহ্মজ্ঞঃ	১৪৮
		ভক্তারিকটম্	ঐ
		মরিচাদাঃ সূত্রঃ	১৪৯
		মহাবট পলকঃ সূত্রঃ	১৫০
		বিলাদি সূত্রঃ	ঐ
		চাকেরী সূত্রঃ	১৫১

নবোদ্যায়ঃ ।

অথ ঐহনীমিকারঃ	১৮৬
তক্রম্ গুণকণ্ডমঃ	১৮৭
লুণ্ঠাদি পাচনঃ	১৮৮
মাতৃকাদি পাচনঃ	ঐ
নাগরাদিকষারঃ	ঐ
শালপর্ণাদিঃ	ঐ
অভরাতি কাথঃ	ঐ
দার্ব্যাদিঃ	১৮৯
নলাদিপঞ্চমূলী কাথঃ	ঐ
ব্যাগ্রাদি কাথঃ	ঐ
সৈন্ধবানি তক্রম্	১৯০
হিঙ্গাদি তক্রম্	ঐ
নাগরাদাঃ ক্ষৌরঃ	ঐ
বিলু কল্কঃ	ঐ
চিহ্নকাদি বটিকা	ঐ
লারী চূর্ণম্	১৯১
জাতিকলাদি চূর্ণা	ঐ
মুস্তকাদি চূর্ণঃ	১৯২
মর্কটরস চূর্ণম্	ঐ
মার্তাকী শুটিকা	ঐ
পঞ্চপল্লবম্	ঐ
শিবাণি চূর্ণঃ	১৯৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
চিত্রক স্মৃতঃ	২২১	স্বপ্ন বঙ্গভ	২৪৭
বিলুগর্ভ স্মৃতঃ	ঐ	স্বপ্ন প. ব.	২৪৮
ভট্টী স্মৃতম্	২২২	রাজবঙ্গভ:	ঐ
বিলু তৈলম্	ঐ	মহারাজ স্বপ্নবঙ্গভ:	২৪৯
দাড়িমাদ্য তৈলম্	২২৩	মহারাজ স্বপ্নতি বঙ্গভো রস:	২৫০
গ্রহণীমিহির তৈলম্	২২৪		
বৃহৎগ্রহণীমিহির তৈলম্	২২৬	সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।	
কণকসুন্দরো রস:	২২৭	অথার্শোদ্ধিকার:	২৫২
গ্রহণীকবাট:	ঐ	অঙ্গুরীগঠনং	২৫৩
গ্রহণীগঞ্জেন্দ্র বটিকা	২২৮	কুটজাদ্যঃ স্মৃতঃ	ঐ
অগ্নিকুমার:	২২৯	ষট্ পলকং স্মৃতঃ	২৫৪
হিরণ্যগর্ভপোটলী	ঐ	ব্যোষাদ্যঃ স্মৃতঃ	ঐ
সংগ্রহ গ্রহণীকবাট:	২৩০	সমশর্কর চূর্ণং	ঐ
স্বর্ণপর্পটী	ঐ	প্রাণদ্য গুড়িকা	ঐ
পঞ্চামৃতপর্পটী	২৩১	স্বহৃদ্বৃৎ বর্ণমোদক:	২৫৬
রসপর্পটী	২৩২	নাগার্জুনপ্রয়োগ:	২৫৭
বিজ্ঞানপর্পটী	২৩৬	নিত্যোদিতো রস:	২৫৮
কণাদিলৌহম্	ঐ	চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	ঐ
লবঙ্গাদি বটী	ঐ	তীক্ষ্ণমুখো রস:	২৬০
জাতিফলাদি বটী	২৩৭	পঞ্চাননোরস:	ঐ
গ্রহণীকবাটো রস:	ঐ	জাতীফলাদি বটীকা	২৬১
পূর্ণকলা বটী	২৩৮		
বজ্রকপাটো রস:	২৩৯	অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।	
জাতীকলো রস:	ঐ	অথার্শোদ্ধিকার:	২৬২
দীপ্যবঙ্গী রস:	২৪০	বড় বর্ণযোগ:	ঐ
গ্রহণীশর্ক লো রস:	২৪১	হরীতকী চূর্ণং	ঐ
বৈদ্যনাথ বটী	ঐ	ভাস্কর লবণং	ঐ
অগ্নিকুমারো রস:	২৪২	পথ্যাজয়ম্	২৬৪
গ্রহণীকপাটো রস:	২৪৩	চতুঃসমম্	ঐ
বিজ্ঞান বটিকা	ঐ	হিঙ্গু চূর্ণং চূর্ণম্	ঐ
বড়বামুখো রস:	২৪৪	অগ্নি স্মৃতম্	ঐ
গ্রহণীকপর্কপোটলী	ঐ	পথ্যাদিকং চূর্ণং	২৬৫
হংসপোটলী	ঐ	স্বহৃদ্বানল চূর্ণম্	ঐ
শঙ্খাদি বটী	২৪৫	রাজবঙ্গভোরস:	২৬৬
গ্রহণীকবাট:	ঐ	স্বহৃদ্বানল:	ঐ
গ্রহণীবজ্রকবাট:	২৪৬		
রসাজবটী	ঐ		

বিষয়

অজীর্ণকটক:
অপরাজীর্ণকটক:
ক্রমাদরস:
শঙ্খবটী
মহাশঙ্খবটী
অধিকুমারক:
বৃহদধিকুমার:
ভক্তপাকবটী

পৃষ্ঠা

২৬৭
ঐ
২৬৮
২৬৯
ঐ
২৭০
ঐ
২৭১

নবমোহধায়ঃ ।

অথ ক্রিমাধিকার:
শুভবমানী
পারিত্যকপত্রবরস:
বিভূজচূর্ণম্
পলাশবোণ:
বিভূজ সূতম্
ত্রিকলা সূতম্
বিভূজ তৈলম্
ধূসর তৈলম্
ক্রিমিহৃদ্যক:
ক্রিমিরিপুরস:
কীটমর্দোরস:

২৭৩
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২৭৪
ঐ
ঐ
২৭৫
ঐ
ঐ
২৭৬

দশমোহধায়ঃ ।

অথ পাণ্ডুকামলা হলী-

মকাধিকার:
পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা
দোষভেদেন চিকিৎসা বিধি:
সূত প্রয়োগ:
পৈতিক পাণ্ডুরোগস্ত চিকিৎসা
লৈঙ্গিক পাণ্ডুরোগস্ত চিকিৎসা
মণ্ডুরোগ:
ত্রিকলাদি কাথ:
হরীতকীপ্রয়োগ
মণ্ডুরোগ
কামলা চিকিৎসা
ত্রিকলাদীনাং বরস:

২৭৭
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২৭৮
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২৭৯
ঐ

বিষয়

ত্রিভণ্ডাদিচূর্ণং
মণ্ডুরোগ:
অজ্ঞানপ্রয়োগ
মণ্ডুরোগ:
হলীমক চিকিৎসা
অয়স্তিলাদিমোদক:
নবায়সচূর্ণং
পুনর্ণবামণ্ডুরম্
মণ্ডুরবজ্রবটক:
পাণ্ডুরনোরস:
হিমাগভলোহ:

পৃষ্ঠা

২৭৯
ঐ
২৮০
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২৮১
ঐ
২৮২
ঐ

একাদশোহধায়ঃ ।

অথ রক্তপিভাধিকার:
বাসৌষধম্
কঙ্ককলোস্তবরস:
মদরস্তাভিষ জ কাথ:
নীলোৎপলাদিচূর্ণম্
উড়ু স্বরাদি চূর্ণানি
বাসাখণ্ড কুম্ভাণ্ড
সমশর্করং লোহম্
মূর্দ্ধপ্রলেপ:
আমলাদ্যং লোহং
অর্কেশ্বরোরস:

২৮৪
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২৮৫
ঐ
ঐ
২৮৬
ঐ
ঐ
২৮৭

দ্বাদশোহধায়ঃ ।

অথ রাজবক্ষ্মাধিকার:
বৃহদামাবলেহ:
বৃহদ্রস্মদাদ্য তৈলং
লবঙ্গাদ্য চূর্ণম্
তালীশাদ্যোমদক:
মহাশৃঙ্গাঙ্কোরস:
যোষাদিলোহ:
করকেশরী
বৃহৎকন্দকমুন্দর:

২৮৮
ঐ
২৮৯
ঐ
২৯০
ঐ
২৯১
ঐ
ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।	
অথ কাসাধিকারঃ	২২৪
মশমূলী কষায়ঃ	ঐ
বাসিহলেহঃ	ঐ
চন্দ্রনাথ তৈলম্	২২৫
মরিচাদ্য চূর্ণম্	ঐ
সমশকর চূর্ণং	২২৬
এলাদি চূর্ণং	ঐ
রাজমুগাঙ্কঃ	ঐ
বরাটিকা প্রভেদঃ	২২৭
শান্তরীষটী	ঐ
পুরন্দরবটী	২২৮
কাসসংহার তৈরবঃ	ঐ
শৃঙ্গারাজঃ	২২৯

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ	৩০১
শিথিপুচ্ছাদিঃ	ঐ
কলিকল চূর্ণং	ঐ
মুখে ধারণং	ঐ
তিলাদি প্রলেপঃ	ঐ
শ্বাসকুঠারঃ	৩০২

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কক্ষ আহবাসিকারঃ	৩০৩
সৌরেশ্বরং সূতং	ঐ
মহাসৌরেশ্বরং সূতং	৩০৪
ত্রৈলোক্যবিজয় তৈলং	৩০৫
যোগরাজঃ	৩০৬
বীরভদ্র রসঃ	৩০৭
ব্রাহ্মবাণঃ	ঐ
শ্রীমদ্রামলোমরসঃ	৩০৮
লক্ষ্মীবিলাসোরসঃ	ঐ

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অথ শরভেদাধিকারঃ	৩১১
-----------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলিতকফলাদিঃ	৩১১
বদরীপত্রকক্ষম্	ঐ
মধুর হৃদম্	ঐ
সারস্বতং সূতম্	ঐ
কল্যাণাবলেহঃ	৩১২
যোগবাহকোরসঃ	ঐ

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অথারোচকাদিকারঃ	৩১৪
অম্লকাদিঃ	ঐ
কারব্যাদিঃ	ঐ
বিট্ চূর্ণাদিঃ	ঐ
অমৃতসুন্দরোরসঃ	ঐ

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

অথহৃদ্বাধিকারঃ	৩১৬
পর্পটিকাঃ	ঐ
শুভ্র চ্যাদিঃ	ঐ
জাতীধাত্রী	ঐ
এলাদিচূর্ণম্	ঐ
অম্লপথ বন্ধকলকারঃ	৩১৭
পদ্মকাদ্য সূতম্	ঐ
হৃদ্বিহরচূর্ণং	ঐ

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

তৃণাধিকারঃ	৩১৯
বাতিকতৃণাশক্তিক্রিয়া	ঐ
লৈঙ্গিকতৃণাশক্তিক্রিয়া	ঐ
লাজোদকাদিঃ	ঐ
গোস্তনাদিঃ	ঐ
ক্ষীরেশ্বরসাদিঃ	৩২০
আত্মাদিকষায়ঃ	ঐ
বটশুঙ্গাদিঃ	ঐ
কবলগ্রহণঃ	ঐ
গণ্ড বধারণম্	ঐ
বারিষম্	৩২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ্যাদৌদিকবার:	৩২১
রসশয্যস্ত ব্যবহার:	ঐ
শীতলজল:	ঐ
জলপ্রয়োজনঃ	ঐ
অতিজলপানশ্রদোষঃ	৩২২
মহোদধিরস:	ঐ
কুমুদেথরোরস:	ঐ

বিংশতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ মুচ্ছাদিকার:	৩২৪
মুচ্ছায়া: সাধারণ চিকিৎসা	ঐ
রক্তজ মদ্যজ বিষজ মুচ্ছানাং চিকিৎসা	ঐ
কোলমজ্জাদি:	ঐ
দুর্ভালভাকাথাদি:	৩২৫
অঞ্জনাди:	ঐ
অশ্বগন্ধারিষ্ট:	ঐ
সুধানিধিরস:	৩২৬

একবিংশতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ পানাত্যয়াধিকার:	৩২৮
বস্ত্রকরীষাদি:	ঐ
শস্ত্র চূর্ণম্	ঐ
কুম্মাণ্ড রস:	ঐ
শর্করাহ্রজম্	ঐ
রসামৃতম্	ঐ

দ্বাবিংশতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ দাহাদিকার:	৩৩০
দাহস্য সাধারণ চিকিৎসা	ঐ
ধন্যাক জলম্	ঐ

ত্রয়োবিংশতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

অথোন্মানাধিকার:	৩৩১
খেতোদ্যজ পানস:	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথোন্মানাধিকার রস:	৩৩১
নস্যাতাজ্জন	ঐ
চটীমাংসক্ষীরঃ	৩৩২
পানীয় কল্যাণ	ঐ
ক্ষীরকল্যাণো	ঐ
টৌতমঃ স্নাতম্	৩৩৩
শিবাস্নাতম্	৩৩৪
মহানারায়ণ তৈলম্	৩৩৫
ভূতভৈরবো রস:	৩৩৭
উন্মানাকুশো রস:	৩৩৮

অথ পান্মারাদিকারঃ ।

কুম্মাণ্ডক স্নাতম্	৩৩৯
পলঙ্কবাদ্যং তৈলম্	ঐ
ইন্দ্রব্রহ্ম বটী	ঐ

চতুর্বিংশতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ বাতব্যাধাধিকার:	৩৪১
বাতরোগস্য চিকিৎসা স্নাতম্	ঐ
বাতরোগস্য চিকিৎসা	ঐ
নিরামবাতস্য চিকিৎসা	ঐ
বিরেচকদ্রব্যং	৩৪২
যষা:	ঐ
মাংস রস:	৩৪৩
মাষাদিপয়:	ঐ
মাষবলাদি:	ঐ
দশমূলীকাথ:	৩৪৪
অশ্বপারমোনপিণ্ড:	ঐ
অশ্বগন্ধাস্নাতম্	৩৪৫
মহাহাগলাদ্য স্নাতম্	ঐ
হংসাদি স্নাতম্	৩৪৮
মাব তৈলম্	৩৪৯
অশ্বগন্ধা তৈলম্	ঐ
বিষ্ণু তৈলম্	৩৫০
কুঞ্জ প্রসারণী তৈলম্	৩৫১
সিদ্ধার্থ তৈলম্	৩৫২
স্বহং সিদ্ধার্থ তৈলম্	৩৫৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
বৃহৎশতপুষ্পাদি তৈলঃ	৩২৩	উকত্তভে সুপথানি	৩২০
মহাবিষ্ণু তৈলঃ	৩২৪	উকত্তভে কান্তকক্রিয়া	৩২১
মথানারায়ণ তৈলঃ	৩২৫	শিলাজত্বনাং প্রয়োগঃ	ঐ
মহামাঘ তৈলঃ	৩২৬	ভল্লাতকাদিঃ	ঐ
হিমশাগর তৈলঃ	৩২৭	পিপ্পলাদিঃ	ঐ
হরিভক্যাদি চূর্ণঃ	৩২৮	যোগত্রয়ম্	৩২২
বিভীতক্যাদি চূর্ণঃ	ঐ	চব্যাদি কঙ্কঃ	ঐ
রাস্না গুগগুলুঃ	ঐ	প্রলেপঃ	ঐ
ত্রয়োদশাঙ্গ গুগগুলুঃ	ঐ	কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্	ঐ
বাতারি রসঃ	৩৬০	সৈন্ধবদ্যং তৈলাদি	৩২৬
বাতগজাঙ্ঘ্রঃ	৩৬১	অথামবাতাধিকারঃ	ঐ
বৃহদ্বাতগজাঙ্ঘ্রঃ	ঐ	পঞ্চকোলাদিঃ	ঐ
তালকেশ্বরো রসঃ	৩৬২	রাস্না দশমূলম্	৩২৪
তালভৈরবী ও আনন্দ ভৈরবঃ	ঐ	রাস্না পঞ্চকম্	ঐ
শীতারি রসঃ	৩৬৩	নাগরং হৃতম্	ঐ
শীতবাতস্য লক্ষণঃ	ঐ	বৃহৎসৈন্ধবাদ্য তৈল	৩২৫
অথ বাতরক্তাধিকারঃ	৩৬৪	অলম্বুবাদ্যং চূর্ণঃ	ঐ
বৎসাদনীকাথঃ	ঐ	যোগরাজগুগগুলুঃ	৩২৬
বাসাদিকাথঃ	ঐ	সিংহনাদগুগগুলুঃ	৩২৭
মুণ্ডতিকা চূর্ণঃ	ঐ	রামবাণঃ	ঐ
গুড়হরীতকী	ঐ	অথ শূল্যধিকারঃ	৩২৯
গুড় চ্যাঃ কাথঃ	ঐ	শূল্যরোগস্ত চিকিৎসা	ঐ
গুড় চ্যাঃ স্বরসাদয়ঃ	৩৬৫	মাতুলুঙ্গরসশিগুকাথো	ঐ
পটোলাদিঃ	ঐ	আমশূলস্য চিকিৎসা	ঐ
লেপসেকৌ	ঐ	পঞ্চকোলাদিঃ	ঐ
প্রলেপঃ	ঐ	শতাবর্যাদি কাথঃ	৩৮০
কটুকাদি কঙ্ক	ঐ	ত্রিফলাদি কাথঃ	ঐ
গুড় চী হৃতঃ	৩৬৬	মধুক কাথঃ	ঐ
অমৃতাদ্যং হৃতঃ	ঐ	বলাদি কাথঃ	ঐ
দশপাকবলা তৈলম্	৩৬৭	হিঙ্গু কটক চূর্ণঃ	৩৮২
পিণ্ড তৈলম্	ঐ	হিঙ্গুাদি চূর্ণঃ	ঐ
গুড় চী তৈলম্	৩৬৮	ককটৈত্তিক শূল্য চিকিৎসা	ঐ
মহাপিণ্ড তৈলঃ	ঐ	পটোলাদি কাথঃ	ঐ
শাবিরাদ্যং তৈলঃ	ঐ	রসোন কঙ্কঃ	৩৮২
বাতরক্তান্তকো রসঃ	৩৬৯	বাতশিত্তজ শূল্য চিকিৎসা	ঐ
অথোকত্তভাধিকারঃ	৩৭০	এরুণ দ্বাদশকং	ঐ
উকত্তভস্ত সাধারণ চিকিৎসা	ঐ	পিপ্পলী হৃতঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বীজপুস্তক সূত্রঃ	৩৮৩	অন্তরীক্ষায়াঃ	৩২২
শূলগজেন্দ্র তৈলঃ	ঐ	অন্তকিয়া	ঐ
স্বহৃৎসারীকেল খণ্ডঃ	৩৮৪	পঞ্চশূল্যস্ত ক্রিয়া	ঐ
নারীকেল্যমুতঃ	৩৮৫	মস্তকটপলকং সূত্রঃ	৪০০
শূলসংহারকণ্ডঃ	৩৮৬	রসোনায়াঃ সূত্রঃ	ঐ
বিদ্যাধরাভঃ	৩৮৭	রক্তশূল্যস্ত চিকিৎসা	ঐ
শূলবজ্রিনী বটী	৩৮৮	ভ্রামাতক সূত্রঃ	৪০২
অথ পরিণামশূল্যধিকারঃ	৩২০	বচাদি চূর্ণঃ	ঐ
পরিণামশূল চিকিৎসা	ঐ	হিঙ্গাদিঃ	ঐ
শতাবরী মণ্ডঃ	ঐ	হিঙ্গাদি চূর্ণঃ	ঐ
সামুদ্রাদ্যঃ চূর্ণঃ	৩২১	প্রাণবল্লভো রসঃ	৪০৩
নারীকেলোষধিঃ	ঐ	শূল্যকালানলো রসঃ	৪০৪
সপ্তাশ্রুত লৌহঃ	৩২২	অথ হ্রস্বোগাধিকারঃ	৪০৫
তারি মণ্ডঃ	ঐ	বলাদ্যঃ সূত্রঃ	৪০৬
শূল্যপথ্যানি	৩২৩	ওজ্জাভ্রো রসঃ	ঐ
অথোদ্যবর্তনানাহাধিকারঃ	ঐ	হৃদয়ার্ণবো রসঃ	ঐ
সৌবর্চলাদ্যা মদিরা	ঐ	পঞ্চমারো রসঃ	৪০৭
হিঙ্গাদি বর্তিঃ	ঐ	অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ	৪০৮
কল বর্তিঃ	ঐ	ত্রিকণ্টকাদ্যঃ সূত্রঃ	৪০৯
শূল্যমূল্যঃ সূত্রঃ	৩২৪	অকুমারকুমারকং সূত্রঃ	ঐ
হিঙ্গাদি চূর্ণঃ	ঐ	অথ মূত্রামাতাধিকারঃ	৪১১
নারাচ চূর্ণঃ	ঐ	বকগাদ্যঃ সূত্রঃ	৪১৩
অথ শূল্যধিকারঃ	৩২৫	চিত্রকাদ্যঃ সূত্রঃ	৪১৪
শূল্যরোগস্ত সাধারণ চিকিৎসা	ঐ	অথ অশ্বাঘাতাধিকারঃ	৪১৫
কক শূল্য-পঞ্চমূলীকাথাদয়ঃ	৩২৬	বকগাদ্যঃ সূত্রঃ	ঐ
পিত্তশূল্যস্ত চিকিৎসা	ঐ	বকগাদিগণঃ	৪১৬
বিরেচন প্রয়োগঃ	ঐ	বীরতরাদি গণঃ	ঐ
পঞ্চশূল্যস্ত লক্ষণাণি	ঐ	জাতীকলাদ্য বর্গঃ	৪১৭
বাতশূল্যস্ত চিকিৎসা	ঐ	এলাদি কাথঃ	ঐ
তিলাজিঃ	৩২৭	কুলখাদ্যঃ সূত্রঃ	৪১৮
যমানী চূর্ণঃ	ঐ	বকগাদ্যঃ তৈলঃ	ঐ
শ্বেদ প্রয়োগঃ	ঐ	জিবিজ্রমো রসঃ	৪১৯
অন্তস্ত	ঐ	অথ প্রমেহাধিকারঃ	৪২০
শূল্যস্ত হিতকরী ক্রিয়া	৩২৮	দাড়িমাদ্যঃ সূত্রঃ	৪২৪
ককশূল্য সূত্রঃ	ঐ	বৃহদাড়িমাদ্যঃ সূত্রঃ	ঐ
যমানী-শূল্যী	ঐ	ত্রিকণ্টকাদ্যঃ তৈলঃ	৪২৫
বাতাদিদোষভেদেন চিকিৎসা	ঐ	ত্রিকণ্টকাদ্যঃ সূত্রঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিকটকাদ্যঃ সমকং	৪২৫	দরভক্ষ	৪২৯
ক্ৰোধোদ্যাদ্যঃ ৭ং	ঐ	উরোগ্রহনিদানং	ঐ
বিড়ঙ্গাদ্যঃ লৌহং	৪২৬	অথ ছড়ীচিকিৎসা	৪২০
যেহমুদারো রসঃ	ঐ	অথশোথাদিকারঃ	ঐ
বজ্রেশ্বরঃ	৪২৭	পুনর্নবাস্থতং	৪৫২
চন্দ্রপ্রভা বটী	ঐ	পঞ্চকোলাদ্যঃ স্তৃতং	ঐ
যোগীশ্বরো রসঃ	৪২৮	পুনর্নবালেহঃ	ঐ
যোগেশ্বরো রসঃ	ঐ	কঃসহরীতকী	৪৫৩
তালকেশ্বরঃ	৪২৯	পুনর্নবাদ্যঃ স্তৃতং	ঐ
অসাধ্যান্ধমূত্রবোগ লক্ষণং	ঐ	মাণকস্তৃতং	৪৫৪
অথ স্থৌল্যদোগ্গাধিকারঃ	৪৩০	শুষ্কমূলদ্যঃ তৈলং	ঐ
ব্যোষাদ্যশক্তুঃ প্ররোগঃ	ঐ	সমুদ্রেশোষ তৈলং	ঐ
লৌহরসারনং	৪৩১	শোথশার্দ্র তৈলং	৪৫৫
ত্রিকলাদ্যঃ তৈলং	৪৩২	বৃহচ্ছোথশার্দ্র তৈলং	ঐ
অমৃতাদ্যো গুগগুলুঃ	৪৩৩	ক্ষারশুড়িকা	৪৫৭
নবকোণ্ডগগুলুঃ	ঐ	শোথশার্দ্রলোরসঃ	ঐ
অথ সর্বোদরাধিকারঃ	৪৩৪	শোথোদরাধিকারঃ	৪৫৮
বিন্দু স্তৃতং	৪৩৬	অথবৃদ্ধিত্রাধিকারঃ	৪৫৯
নারায়ণ চূর্ণং	৪৩৭	সুরমাধিগণঃ	ঐ
উদরারি রসঃ	৪৩৮	বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যঃ তৈলং	৪৬২
বড়বাগ্নিমুখো রসঃ	৪৩৯	নিত্যানন্দো রসঃ	৪৬৩
ব্রহ্ম বটী	ঐ	অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাপটী-	
ইন্দ্র কপূরঃ	৪৪০	গ্রন্থার্ক দাধিকারঃ	ঐ
অথ প্রীত্বকদধিকারঃ	ঐ	তৃষী তৈলং	৪৬২
গুড়পিপ্পলী ও বৃহৎগুড়পিপ্পলী	ঐ	অমৃতাদ্যঃ তৈলং	ঐ
মহারোহিতকং স্তৃতং	৪৪১	ছুছুন্দরী তৈলং	৪৬৬
মানাদ্যশুড়িকা	৪৪২	শাখোটকাদ্যঃ তৈলং	৪৬৭
অর্কলবণং	৪৪৩	নিপুত্রী তৈলং	ঐ
অগ্নিমুখং লবণং	ঐ	ব্যোষাদ্যঃ তৈলং	৪৬৮
শিবাবটী	৪৪৪	গুঞ্জা তৈলং	ঐ
বহ্নিকুমারোরসঃ	ঐ	অথ স্রীপদাধিকারঃ	৪৭১
রোহিতকাদ্যঃ লৌহং	৪৪৫	বিড়ঙ্গাদ্যঃ তৈলং	৪৭২
বজ্রেশ্বরোরসঃ	ঐ	কনক তৈলং	৪৭৩
লোকনাথরসঃ	৪৪৬	মহাকনক তৈলং	ঐ
বৃহৎলোকনাথোরসঃ	ঐ	বৃহৎকনক তৈলং	৪৭৪
স্রীহরজকেশরী ত্র্যম্	৪৪৭	স্রীপদগজকেশরী রসঃ	৪৭৫
তাত্রৈবং	৪৪৮	নিত্যানন্দ রসঃ	৪৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ বিজ্ঞাধিকার:	৪৭৭	অথ শূকদোষাধিকার:	৪০৩
অথ শারীরত্রণ	৪৮০	অথ ভগ্নাধিকার:	৪০৬
মদোত্রণাধিকার:	ঐ	গন্ধতৈলং	৪০৮
তিলাকটক: ও ত্রিফলাগুগ্গুলু:	৪৮৩	লাক্ষাগুগ্গুলু:	৪০৯
বটিকাগুগ্গুলু:	৪৮৪	অথ কুষ্ঠাধিকার:	ঐ
করঞ্জাদ্যং সূতং	ঐ	পঞ্চকষায়:	ঐ
জাতিকাদ্যং সূতং	ঐ	নবকষায়:	৪১০
গৌরাদ্যং সূতং	৪৮৫	দ্রুগজ্জৈমিংহ:	৪১১
চন্দনাদ্যং যমকং	ঐ	শিত্রদ্রুগপাটিন লেপ:	ঐ
দুর্বাদ্যতৈলং ও সূতং	৪৮৬	শিত্রাবলেপ:	৪১২
কুষ্ঠাদ্যং তৈলং	ঐ	কুষ্ঠশিত্রনাশনোলেপ:	ঐ
বিপরীতমল্লতৈলং	ঐ	শিত্রলেপ:	ঐ
শুণবতীবর্ত:	৪৮৭	পঞ্চতিক্তকং সূতং	৪১৩
অমৃতশুড়িকাগুগ্গুলু:	৪৮৮	মহাখদিরাদ্যং সূতং	৪১৪
বিড়ঙ্গাদি বটিকাগুগ্গুলু:	ঐ	বজ্রকং সূতং	ঐ
অমৃতাগুগ্গুলু:	ঐ	গুগ্গুলু পঞ্চতিক্তকং সূতং	৪১৫
ত্রণরোগ	৪৮৯	মরিচাদ্যং তৈলং	৪১৬
অথ নাড়ীত্রণাধিকার:	৪৯০	বৃহৎ মরিচাদ্যং তৈলং	ঐ
স্বর্জিকাদ্যতৈলং	৪৯২	উশ্বততৈলং	৪১৭
কার্পাসতৈলং	৪৯৩	মহামিন্দুরাদ্যং তৈলং	ঐ
ভস্মাতকাদ্যং তৈলং	ঐ	ভাস্মতৈলং	ঐ
কুস্তাকাদ্যং তৈলং	ঐ	বিষতৈলং ও বাসাকদ্রুতৈলং	৪১৮
সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু:	৪৯৪	মহাধ্রুতৈলং	৪১৯
নাড়ীত্রণগজাঙ্কুশ:	ঐ	বৃহৎসোমরাজীতৈলং	৪২০
অথ ভগ্নদরাধিকার:	৪৯৫	কন্দর্পমার তৈলং	৪২১
বিষান্দনং তৈলং	৪৯৭	নিষাদিচূর্ণং	৪২২
করবীরাদ্যং তৈলং	ঐ	একাবংশতিকোগুগ্গুলু:	৪২৩
নিশাদ্যং তৈলং	ঐ	উদয়ভাস্কর:	৪২৪
নবকারিকোগুগ্গুলু:	ঐ	অমৃতাস্কুর লৌহং	ঐ
সপ্তবিংশতিকোগুগ্গুলু:	৪২৮	যোগরাজ:	৪২৫
রাবিতাণ্ডব:	ঐ	কুষ্ঠকুষ্ঠারোরস:	ঐ
রাবিতাণ্ডব:	৪২৯	তালকেথর:	৪২৬
অথ উপদংশাধিকার:	৪৩০	মহাতালকেথর:	ঐ
উপদংশাধিধূমং	৪৩১	মহাতালকেথরোরস:	৪২৭
ভূনিষাদ্যং সূতং	৪৩২	অথ শীতশিত্তোদর্দকোষ্ঠাধিকার:	৪২৮
আগারখুমাদ্যং তৈলং	ঐ	অথ অল্পশিত্তাধিকার:	৪৩০
রসশেখর:	ঐ	আক্ষাদ্যং সূতং	৪৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শতাবরী সূতং	৫৩২	কারতৈলং	৫৬৫
অবিপাকিকরং চূর্ণং	ঐ	শতাবরী তৈলং	৫৬৭
এলাদিমোদকঃ	৫৩৩	অথ নামারোগাধিকারঃ	৫৬৮
কুধাবতী গুড়িকা	ঐ	চিক্রকহরীতক	৫৬৯
ভাষুরসঃ	৫৩৪	শিখরীতৈলম্	৫৭০
লীলাবিলাগোরসঃ	৫৩৫	দূর্কাদ্যং তৈলং	ঐ
অম্লপিত্তলোকোরসঃ	ঐ	বোয়াদি চূর্ণং	ঐ
অথ বিমর্ষবিষ্ণোট আয়ুধিকারঃ	ঐ	অথ চকুরোগাধিকারঃ	৫৭১
অমৃতাদিপিচনং	৫৩৬	বাসকাদি ও বৃহদ্বাসকাদি	৫৭৪
ব্রহ্মাণ্ডং সূতং	৫৩৭	যড়ঙ্গ গুণ্ডুলু সূতং	৫৭৫
মহাপদ্মকং সূতং	ঐ	ত্রিফলাদ্যং সূতং	ঐ
কালাগ্নিকরোরসঃ	ঐ	মহাত্রিফলাসূতং	ঐ
বিমর্ষবিষ্ণোট আয়ুকামিদানং	৫৩৮	ভৃঙ্গরাজাদ্যং তৈলং	৫৭৬
অথ মর্ষাধিকারঃ	ঐ	হৃৎপবনতৈলং সূতং	ঐ
শর্করা প্রক্ষেপঃ	ঐ	চূর্ণাঙ্গনং ও চক্ষুপ্রভাবর্তিঃ	৫৭৭
অথ কুসরোগাধিকারঃ	৫৪০	চক্ষুদয়াবর্তিঃ	৫৭৮
চাক্ষুরী সূতং	৫৪৪	গজকেশরীবর্তিঃ	ঐ
মুখিকাদ্যং তৈলং	৫৪৫	তারকাদ্যাবর্তিঃ	ঐ
কনকতৈলং ও মঞ্জিষ্ঠাতৈলং	৫৪৮	সপ্তাযুতলৌহং	৫৭৯
কুসুমাদ্যং তৈলং	৫৪৯	অথশিররোগাধিকারঃ	ঐ
কুসুমাদ্যং তৈলং	ঐ	যক্ষাদ্যং সূতং	৫৮৫
বর্ণকং সূতং	৫৫০	ময়ূরাদ্যং সূতং	ঐ
দ্বিহরিত্রা তৈলং	৫৫১	বৃহস্পরকং সূতং	৫৮৬
গুণ্ডাতৈলং	৫৫২	এপোর্গুরীকাদ্যং তৈলং	ঐ
ভৃঙ্গরাজ তৈলং	ঐ	জীবকাদ্যং তৈলং	ঐ
মুহাদ্যং তৈলং	৫৫৩	শতাহ্বাদ্যং তৈলং	৫৮৭
চন্দনাদ্যং তৈলং	৫৫৫	দশমূলং তৈলং	ঐ
মহানীলতৈলং	৫৫৭	মহাদশমূল তৈলং	ঐ
অথ মুখরোগাধিকারঃ	৫৫৯	বৃহদশমূলং তৈলং	৫৮৮
কুষ্ঠাদ্যং চূর্ণং	৫৬১	সর্বদ্রব্যসুন্দরঃ	ঐ
কানীশাদ্যং চূর্ণং	ঐ	শিরঃশূলদিবজ্রিকা	৫৮৯
কাণকচূর্ণং ও পীতকচূর্ণং	ঐ	স্বর্ঘ্যোদররসঃ	ঐ
স্বপ্ন খদিরাদি গুড়িকা	৫৬৩	অথ প্রমররোগাধিকারঃ	৫৯০
বৃহৎখদিরাদি বটিকা	ঐ	মুদাদ্যং সূতং	৫৯১
সপ্তাযুত রসঃ	৫৬৪	পীতকল্যাণকং সূতং	ঐ
অথ কর্ণরোগাধিকারঃ	৫৬৫	অশোকাদ্যং সূতং	৫৯২
কিলাদ্যতৈলং	ঐ	পুষ্যাঘ্রগং চূর্ণং	৫৯৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	গ্রন্থাতিরিক্ত বিবরণ।	
অথ সৌমরোগাধিকারঃ	৫১৪		
ধাত্ত্বতঃ	ঐ	নাড়ীসংখ্যামাহ	৩
গগন্যুদিলোঃ	৫১৫	দ্বাসপ্ততি—বহাঃ।	ঐ
অথ বোনিব্রূপাদাধিকারঃ	৫১৬	তমোন্ত—সমুদ্রঃ ॥	ঐ
কলস্বতঃ	৫১৭	আপা—সপ্তাকন ॥	৩
ফলস্বতঃ	ঐ	সপ্ত—বিশ্বতাঃ ॥	ঐ
নীলোৎপলাদাঃ স্বতঃ	৫১৮	স্রপুক—বিমুচ্যত ॥	ঐ
ফারতৈলঃ	ঐ	স্রাপুং—নপুংসঃ ॥	ঐ
ভগশঙ্কোচঃ	৫১৯	অমন্য—সপ্তশেৎ ॥	ঐ
অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ	ঐ	নাডাঃ—ত্রয়লক্ষণঃ ॥	৫
অরোপায়ঃ ও মন্ত্রঃ যথা	৬০০	মন্দঃ—সপ্তাহভোবা ॥	১০
অথ দেবভাষ্যানঃ যথা	ঐ	পতিতঃ—কারণম্ ॥	ঐ
অথ নষ্টপুস্পিতায়াঃ	৬০১	বাতু—বিনির্দ্দিনেৎ ॥	ঐ
জিহ্বাদক্ষিতকোষ্ঠী	৬০৬	ভূলতা—ক্রম্ ॥	ঐ
পঞ্চদশাঙ্কিত কোষ্ঠী	ঐ	ক্ষণা—বর্জিতঃ ॥	ঐ
বজ্রকাঙ্ক্ষিকং	৬০৭	জহাতি—মুতিম্ ॥	১১
অশ্বগন্ধাবৃত্তং	ঐ	স্বস্থান—স্থিতিং ॥	ঐ
বৃহদশ্বগন্ধাবৃত্তং	৬০৮	আর্তিবপরীক্ষা সমস্ত	২১/২২
শ্রীপর্নীতৈলঃ	ঐ	তৃতীয়—ইচ্ছাভেদীরসঃ	৮০
কাশীশাদাঃ তৈলঃ	৬০৯	ইচ্ছাভেদী-গুড়িকা	ঐ
সৌভাগ্যশুষ্ঠী	ঐ	কক্শিশোরসঃ	৮১
মহাসৌভাগ্যশুষ্ঠী	ঐ	পুষ্পরেচনীগুড়িকা	৮২
বৃহৎসৌভাগ্যশুষ্ঠী	৬১০	সর্বদক্ষহৃদরোরসঃ	ঐ
জাতকলাদ্যাবটিকা	৬১২	জ্বরধূমকেতুরসঃ	৮৬
গর্ভবিলাসোরসঃ	ঐ	মহাসর্বজ্বরহরো লোহঃ	২৬
অথ বালরোমাধিকারঃ	৬১৩	হিম্বুলেথরোরসঃ	২৮
অশ্বগন্ধাবৃত্তং	৬১৭	ভস্মেশ্বর চূর্ণম্	ঐ
কুমারকল্যাণ স্বতঃ	ঐ	স্বচ্ছন্দভৈরবোরসঃ	ঐ
লাক্ষাদিতৈলঃ	৬১৮	নবজ্বরভাঙ্কশঃ	২১
শিশুচ্যুতচূর্ণকং	ঐ	জ্বরমুরারিরসঃ	ঐ
রজতাদিচূর্ণঃ	ঐ	জ্বরহী বটিকা	১০০
মহাগন্ধকঃ	৬১৯	জ্বরহী বটী	ঐ
বালকুমারোরসঃ	৬২০	ত্রৈলোক্যভূষুরোরসঃ	ঐ
অথ বিষাধিকারঃ	৬২১	তরুণজ্বরারিরসঃ	১০১
কালশৈলাশনিঃ	ঐ	প্রতাপমাত্তোরসঃ	ঐ
ঐহৃৎসদাধিঃ	৬২২	নবজ্বরহরীবটী	১০২
		নবজ্বরারিরসঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদ্যাধরো রসঃ	১০২	অতীসারবারণোরসঃ	১৮২
গদযুরারিঃ	১০৩	পূর্ণচন্দ্রোদরোরসঃ	ঐ
নবজরেন্তসিংহঃ	ঐ	১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা। ১৮৫ পৃষ্ঠা।	
হুতাশনোরসঃ	১০৪	নাগরাদি কষারঃ	১৮৮
রবিসুন্দরোরসঃ	ঐ	শালপর্ণাদিঃ	ঐ
অরম্মাবটী	১০৫	অভরাডিকাথঃ	ঐ
কম্পাতকরসঃ	ঐ	(নাগরাদ্যং কীরং) বাদে ১৮৯	
১০৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত		হইতে ১৯২ পৃষ্ঠা।	
সমাপ্ত		(নাগরাদ্যং সূতং) বাদে ১৯৯	
পিত্তাচার—ভিবগ্ভিঃ ॥	১৪৩	হইতে ২১১ পৃষ্ঠা।	
অরাতি—ধাত্তাঃ	ঐ	২১৫ হইতে ২২২ পৃষ্ঠা।	
কিরাতাদিঃ	১৪৪	বৃহদ্রহণী মিহির তৈলং	২১৬
বিড়ঙ্গাদিঃ	ঐ	২৩৭ হইতে (বৈদ্যানাথ বটী) বাদে	
গুড়ু চাদিঃ	১৪৫	২৫০ পৃষ্ঠা।	
১৪৭ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।		দুর্গাক্ষঃ—উচাতে।	২৫২
মুস্তকাদিঃ	১৪৮	যদ্বা—মর্শসৈঃ।	ঐ
ধনাদিঃ	ঐ	গুচ্ছা—পৈপ্তিকী।	ঐ
১৪৯ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।		সমস্ত—শোধনম্।	২৬২
১৫০ ঐ ঐ		ত্রিফলাঘৃতম্	২৭৩
কুটজাবলেহঃ	১৫২	বিড়ঙ্গতৈলম্	ঐ
১৫৪।১৫৫ পৃষ্ঠা।		ধুস্তুরতৈলম্	২৭৫
কনকপ্রভাবটী	১৫৬	ক্রিমিরিস্তরসঃ	ঐ
১৫৭।১৫৮ পৃষ্ঠা।		কটিমর্দোরসঃ	২৭৬
কাঞ্চণাঙ্গরোরসঃ	১৫৯	হরীতকী প্রয়োগঃ	২৭৮
১৬২ হইতে ১৬৬ পৃষ্ঠা।		মণ্ডু রোগঃ	ঐ
গুড়বিলম্	১৬৭	২৭৯ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।	
১৭১ হইতে (বড়ল যুতবাদে)		অঞ্জনপ্রয়োগঃ	২৮০
১৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।		নস্ত্রপ্রয়োগঃ	ঐ
বিলুতৈলং	১৮১	হলীমকটিকিৎসা	ঐ

স্বতীপত্র সমাপ্ত।

প্ৰয়োগ-চিন্তামণিঃ ।

প্ৰথমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বৰ্যন্ত্ৰৈভীৰ্দ্বেদ-নমস্কাৰঃ ।

অজং জনোদ্দেয়গময়ুদ্বিৰুদ্ধিদং
পৰং পৰানন্দরমোল্লসেফগম্ ।
অনাদিমাদিং পৰিচিন্ত্য যোগিনং
নতোহস্মি চিন্তোপশমাশিবং শিবম্ ॥

• যিনি জন্মরহিত, মনুষ্যের উদ্যোগরূপ সমুদ্বিৰুদ্ধিকারী এবং সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ :
যাঁহার নয়ন পৰম আনন্দ-রসরূপ উল্লাসে সতত উদ্ভাসিত ; যাঁহার আদি নাই
ও যিনি স্বয়ংই আদিভূত , এবং যাঁহাকে চিন্তা করিলে অশিব (অমঙ্গল)
সকল দূৰীভূত হয় ; এমন পৰমযোগী সেই শিবকে কামনেনে চিন্তা পূৰ্বক
প্ৰণাম কৰিতেছি ।

যচ্চাপাদানুজম্বাশুতোষ
ত্ৰীৰাজরাজেশ্বরতঃ প্ৰদিক্ৰম্ ।
সঙ্কিন্ত্য চিন্তামণিপীঠভিন্নং
প্ৰয়োগচিন্তামণি যাতনোমি ॥

• স্বয়ং আশুতোষ (শিব) ভগবান্ ত্ৰীপতিব যে পাদানুজম্বয় অৰ্চনা
কৰিয়াছেন, আমি কমলাপতি বিষ্ণুর ‘চিন্তামণি’ নামক রত্নাসনে
সংস্থাপিত সেই চরণযুগল চিন্তাপূৰ্বক এই “প্ৰয়োগ চিন্তামণি” নামক গ্ৰন্থ
খানি প্ৰকাশ কৰিতেছি ।

অথাসেব্য কালীপদাত্মোজমুখং
পৰং ব্ৰহ্মরূপং কিয়দংশমুপভূম্ ।
সমালম্ব্য চিন্তামণিনাম পূৰ্ণ-
প্ৰণালীং বিনিৰ্দ্ধয়তেষাং প্ৰাণি ॥

অনন্তর পরাংপর ব্ৰহ্মরূপ কালীপদানুজযুগল অৰ্চনা পূৰ্বক কতিপয়

গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ সুপ্রাণালীমতে এই “প্রয়োগ চিন্তামণি” নামক গ্রন্থ মৎ কর্তৃক প্রণীত হইতেছে ।

নচাস্তিশাস্ত্রাধ্যায়নং যেষাং

মনোহর্থদারিদ্রকুলারতানাম্ ।

নিতান্ত-সন্তোষচর্য ভবন্ত

প্রয়োগচিন্তামণি-চিন্তনেন ॥

যাঁহাদের মনোবৈকল্য ও অর্থদরিদ্রতার ব্যাকুলতা বশতঃ আত্মবর্ষদ-শাস্ত্রাধ্যায়ন জনিত জ্ঞানের অভাব আছে, তাঁহারা এই “প্রয়োগ চিন্তামণি” নামক গ্রন্থ খানি সমাক্ প্রকারে চিন্তা (অধ্যয়ন পূর্বক শিক্ষা) করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হউন ।

বিবিধবুধসভায়াং শব্দকল্লোলিতায়াং

সকলগুণিবিচারাং প্রজ্ঞসংজ্ঞারতায়াম্ ।

ইতিকৃতনবশাস্ত্রাশুদ্ধিমাশায়বৈদ্যো

হনুনয়তি বিধিতঃ শ্রীরামমাণিক্যসেনঃ ॥

বিবিধ পণ্ডিত পরিবেষ্টিত, শাস্ত্রতরঙ্গে তরঙ্গায়িত ও সকল গুণিগণের বিচার বিষয়িনী প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞগণে সমাপ্ছাদিত ; এমত সভায় মৎকর্তৃক নূতন শাস্ত্র “প্রয়োগ-চিন্তামণি” নামক এই গ্রন্থের অশুদ্ধি বিনাশের নিমিত্ত, “শ্রীরাম-মাণিক্য সেন” অভিধের বৈদ্য বিধিপূর্বক (করযোড়ে) অমুনয় করিতেছে ।

নাড়ীপরীক্ষামাহ ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

ততঃ কৰ্ম ভিষক্ পশ্চাজ্জ্ঞানপূর্বং সমাচরেৎ ॥

অনন্তর নাড়ীপরীক্ষা কথিত হইতেছে ।

(ভিষক্— চিকিৎসক, বৈদ্য ।)

চিকিৎসক প্রথমতঃ রোগীর কি প্রকার রোগ (জ্বর, অতীসার প্রভৃতি যে কোন রোগ) এবং সেই রোগ সাধা, অসাধা অথবা যাপ্য কি না , তাহা অতি সমাহিতচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবেন ; তৎপরে তাহার উপযুক্ত ঔষধ পরীক্ষা পূর্বক অর্থাৎ যে ঔষধ দ্বারা সেই রোগ উপশমিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন ।

নাড়ী জিহ্বাগ্রমূত্রাণাং বৈশিষ্যং প্রতিভাযুযঃ ।

নিদানান্যাবিশেষাচ্চ রোগং জানন্তি ধীভূতঃ ।

(প্রকৃতি— শারীরিক ও মানসিক বলাবল । ধীভূৎ— বুদ্ধিমান ।)

সামান্যগতঃ নিদানাদি দ্বারা যে প্রকারে রোগসমূহের এবং রোগীর জীবিত কালের পরীক্ষা হইয়া থাকে, সেই রূপ সাংক্ষেপিক নিয়মামুসারে নাড়ী

জিহ্বা, নেত্র, মূত্র ও আর্তব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ব্যাধি, প্রতিভা (শারীরিক ও মানসিক বলাবল) এবং জীবিত কালের নির্ণয় করিবেন ।

তন্মাদৌ রচ্যতে নাড়ী জিহ্বাঃ মূত্রসম্ভবা ।

পরীক্ষ্য সূগমাক্রম্য গ্রন্থাদেব যথামতি ॥

এই হেতু প্রথমেই মদীয় বুদ্ধির অমূলক স্বখবোধার্থে বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্বক নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র প্রভৃতির পরীক্ষা যৎকর্তৃক বর্ণিত হইতেছে ।

তথাচাহ ।

আদৌ সর্বেষু রোগেষু নাড়ীজিহ্বাঃ সম্ভবাম্ ।

পরীক্ষাং কারয়েদ্বৈদ্যাঃ পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ ॥

অন্য প্রকার ।

চিকিৎসক সর্বাঞ্চে রোগীর নাড়ী, জিহ্বা, নেত্র এবং মূত্র পরীক্ষা করিবেন, অধিকন্তু স্ত্রীলোকদিগের আর্তব পরীক্ষাও করা কর্তব্য । এতদ্বারা রোগের সামতা, নিরামতা এবং সাধ্যাসাধ্য, যাণ্য প্রভৃতি লক্ষণ সকল বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া, তৎপরে চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইবেন ।

নাড়ীসংখ্যামাহ ।

সার্বত্রিকটোনাডো হি স্তূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্ ।

নাভিকন্দ নিবদ্ধান্তা স্তির্বাগূর্দ্ধা যথঃ হিতাঃ ॥

নাড়ীর সংখ্যা কথিত হইতেছে ।

নাড়ীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মানব-দেহে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী অবস্থিত । ঐ নাড়ীগুলি নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি শরীরের উর্দ্ধদিকে, কতকগুলি অধোদিকে এবং কতকগুলি বক্রভাবে গমন করিয়াছে ।

দ্বাসপ্ততি সহস্রন্ত তাসাং স্তূলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

দেহে ধমন্যাঃ ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাবহাঃ ॥

উল্লিখিত সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর মধ্যে ৭২০০০ বাহ্যতর হাজার নাড়ী স্থূলতর ও প্রধানরূপে গণনীয় । ইহারা কর্ণ, ভ্রু, চক্ষু জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ার বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করে ।

তাসান্ত সূক্ষ্মশুমিরানি শতানিসপ্ত

প্যাস্তানি ঘৈরসকৃদন্নরসং বহুদ্রিঃ ।

আপ্যায্যতে বপুরিদং হি নৃণামমীবা

যন্তপ্রবত্তিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রৈঃ ॥

উক্ত বাহ্যতর হাজার স্থূল নাড়ীর মধ্যে নাভিশত নাড়ী সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ।

যেমন শত শত নদীর জল আসিয়া সমুদ্র পরিপূরিত হয়। তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যী সামগ্রীর সারভূত রস, ঐ সম্বিত্ত্র ধমনীসমূহ দ্বারা বাহিত হইয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ ও শরীর পোষণ করে।

আপাদতঃ প্রত্যগাত্ম মনোবশেষ

মামস্তকাদপি চ নাভিপূঃস্থিতেন ।

এতমুদঙ্গ ইব চর্ম্মচয়েন নদ্ধং

কায়ং নগামিহ শিরা শতসপ্তকেন ॥

ফিতার ত্রায় চর্ম্মসমূহে বদ্ধ উক্ত ৭০০ সাতশত ধমনী পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিতেছে।

সপ্তশতানাম্ মধ্যে চতুরধিকা বিংশতিক্ষু টাঃ ।

তাসামেকা পরীক্ষণীয়া দক্ষিণকরচরণবিন্যস্তাঃ ॥

উক্ত সাতশত ধমনীর মধ্যে ২৪ টী স্পন্দনশীল। তন্মধ্যে এক একটী করিয়া দুই হস্তে এবং দুই পদে যে ৪ টী নাড়ী আছে, তাহার এক একটী পরীক্ষা, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ হস্তগত একটী ও দক্ষিণ পাদগত একটী এবং স্ত্রীদিগের বাম হস্তগত একটী ও বামপাদগত একটী পরীক্ষা করিবেন।

স্ত্রীপুরুষয়ো র্তেদেন নাড়ীপরীক্ষামাহ ।

স্ত্রীণাং বামকরে নাড়ীং পুরুষাণাঞ্চ দক্ষিণে ।

পরীক্ষেত ভিষক্ সম্যক্ ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুচ্য চ ॥

স্ত্রী ও পুরুষভেদে নাড়ীর পরীক্ষা।

স্ত্রীদিগের বামহস্তের এবং পুরুষদিগের দক্ষিণহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। নাড়ী পরীক্ষা কালে একবার স্পর্শ করিয়া ত্যাগ করিবেন, আবার ধরিবেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ নাড়ী ধরিয়া চিকিৎসক সম্যক্ প্রকারে পরীক্ষা করিবেন।

স্ত্রীপুংসোশ্চিহ্নভেদেন নাড়ীং পশ্যেদ্ বিচক্ষণঃ ।

স্ত্রীচিহ্নে স্ত্রীক্লীবং বিদ্যাৎ পুংচিহ্নে পুংনপুংসকং ॥

নপুংসকদিগের স্ত্রীপুরুষের চিহ্নভেদে অর্থাৎ স্ত্রী আকৃতি নপুংসকের বাম-ভাগের এবং পুরুষ আকৃতি নপুংসকের দক্ষিণভাগের নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

অনন্যমতিকো বৈদ্যাঃ সংযমিতেন্দ্রিয়স্তথি ।

অঙ্গুলিভিস্ত তিসৃভি নাড়ী মবহিতঃ স্পর্শেৎ ॥

চিকিৎসক অনন্যমনাঃ ও ইন্দ্রিয় সংযত হইয়া তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা অব-হিত চিত্তে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

প্রথম-অধ্যায়।

নাড্যাঃ স্থানভেদাদাতিক্রমেণ বাতাদিলক্ষণমাহ।

আদৌ চ বহতে বাতে। মধ্যে পিত্তং তথৈবচ।

অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকা জ্বরলক্ষণং ॥

নাড়ীর গতিভেদে তিন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা ;—তর্জ্জনী নিবেশস্থানে, তর্জ্জনী দ্বারা বায়ুর গতি, মধ্যমা নিবেশস্থানে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা পিত্তের গতি, এবং অনামিকা নিবেশস্থানে অনামিকা দ্বারা কফের গতি জানা যায়।

ততো নাড়ীপরীক্ষামাহঃ প্রাচীনাঃ।

করম্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যা ধমনীজীবনাক্ষিণী।

তচ্চেষ্ঠয়াসুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্য পণ্ডিতৈঃ ॥

প্রাচীন মুনিগণ কর্তৃক নাড়ী পরীক্ষা বিবরণ।

(কর—হস্ত। অঙ্গুষ্ঠমূল—বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়া। ধমনী—নাড়ী বা শিরা। তচ্চেষ্ঠা—সেই নাড়ীর স্পন্দন। কায়—শরীর।)

করের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে ধমনী আছে, তাহার স্পন্দন দ্বারাই জীবন আছে বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিতগণ শরীরের সুখ দুঃখ তাহার স্পন্দন দ্বারাই অবগত হইয়া থাকেন।

বাতাদীনাং ভেদেন নাড্যা গতিমাহ।

নাড়ীধত্তে মরুৎকোপে জলৌকাঃ সর্পয়োগতিম্।

কুলিঙ্গকাকমণ্ডু কগতিং পিত্তপ্রকোপতঃ ॥

হংসপারাবতগতিং ধত্তে শ্লেষ্মাপ্রকোপতঃ।

লাবতিভির বর্তীরগমনং সন্নিপাততঃ ॥

বাতাদিভেদে নাড়ীর গতি।

(মরুৎ—বায়ু। জলৌকা—জোক। কুলিঙ্গ—চড়ুই পক্ষী। মণ্ডুক—ভেক। পারাবত—কবুতর। বর্তীর—সালীক।)

বায়ুর প্রকোপে নাড়ী জলৌকা ও সর্পের গতির স্থায় গতিবিশিষ্ট হয়। পিত্তের প্রকোপে কুলিঙ্গ, কাক ও ভেকের গতির স্থায় গতিবিশিষ্ট হয়। কফের প্রকোপে ধমনী রাজহংস ও কপোতের গতির সূক্ষ্ম গতিবিশিষ্ট হয়। এবং সন্নিপাতাশ্রিত ধমনী লাব, তিত্তির ও সালীক পক্ষীর গতির স্থায় গতিবিশিষ্ট হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

কদাচিৎস্বন্দগমনা কদাচিৎস্বেগবাহিনী।

দ্বিদোষকোপতো জ্ঞেয়া নিহন্তি স্থানবিচ্যুতা ॥

হিত্তাহিত্তা চলতি যা সা স্মৃতাপ্রাণনাশিনী।

অতিস্ফীতা শীতলা চ জীবিতং হন্ত্যাসংশয়ঃ ॥

হুই দোবের প্রকোপ হইলে নাড়ী কখন মন্দগামিনী ও কখন বেগবর্তী হয়। নাড়ী স্থান হইতে বিচ্যুত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। থাকিয়া থাকিয়া যে নাড়ী চলে, তাহা প্রাণনাশিনী বলিয়া জানিবে। অতিক্রীণা ও শীতলা (মৃদুগামিনী) নাড়ী ও জীবন বিনাশ করে।

জ্বরপ্রকোপে ধমনী সোক্ষা বেগবর্তী ভবেৎ।

কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবর্তীক্ৰীণা চিন্তাভয়াপ্লুতা ॥

মন্দাগ্নেঃ ক্রীণধাতোশ্চ নাড়ীমন্দবহা ভবেৎ।

অসূকপূর্ণা ভবেৎ কোষা গুরুসীমা গরীয়সী ॥

লঘী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তুথা বলবর্তী মতা।

চপলাক্ষুধিতস্যাসৌ তৃপ্তস্য বহতি স্থিরা ॥

সুস্থিরস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবর্তী মতা ॥

(অশ্বকু—রক্ত। সামা—আমমংযুত।)

জ্বরের কোপে এবং কান ও ক্রোধ দ্বারা নাড়ী উত্তপ্ত ও বেগবর্তী এবং চিন্তা ও ভয় দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে ক্রীণা হয়। মন্দাগ্নি ও ক্রীণা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীর গতি মন্দতরা হয়। রক্তপূর্ণা নাড়ী উত্তপ্ত ও গুরু এবং আমের দ্বারাও নাড়ী গুরু হয়। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী কখন মন্দগামিনী কখন বা বেগবর্তী হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চলা, তৃপ্ত (তৃপ্ত, ক্ষুধা অথবা অজ্ঞ-বিধ অমুখে পীড়িত নয়) ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা এবং সুখী ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা ও বলবর্তী হয়।

নাড়্যা দ্রব্যাদিভক্ষণজনিতাঃ গতিমাহ।

অর্শশ্চ মধুরৈশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।

চিপীটকৈ ভৃষ্টদ্রব্যৈঃ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥

কুশ্মাণ্ডমূলজৈশ্চ নাড়ী মন্দগতির্ভবেৎ।

উপবাসাদ্ভবেৎ ক্রীণা নাড়ী চ দ্রুতবাহিনী ॥

শার্কৈঃ কদলকৈশ্চাপি গুরুঃ স্নিগ্ধাচ নাড়িকা।

সন্তোগৈশ্চ ভবেৎ ক্রীণা জ্ঞেয়া দ্রুতগতিস্তথা ॥

মাংসৈঃ স্থিরবহা নাড়ী দ্রুতৈঃ শীতা বলীয়সী।

ওঠৈঃ কীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥

নাড়ীর দ্রব্যাদি ভক্ষণ জনিত গতি বলা হইতেছে।

(চিপীটক—টিড়া। ভৃষ্টদ্রব্য—ভাজা জিনিস। কুশ্মাণ্ড—কুমড়া। কদলক—রক্তা, কলা। সন্তোগ—স্ত্রীসহ কামজনিত সুখভোগ। কীর—দুগ্ধ।)

অন্ন ও মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী মন্দগামিনী এবং চিপীটক ও ভৃষ্ট-দ্রব্য ভোজন দ্বারা স্থিরা ও মৃদুপ্রবাহিনী হয়। কুশ্মাণ্ড ও উৎপলাদির মূল-

প্রথম-অঙ্কার ।

জাত দ্বা তক্ষণে নাড়ী মন্দগতি এবং উপবাস দ্বারা নাড়ী ক্ষীণ ও ক্রত-
বাহিনী হয় । শাক ও কদলী তক্ষণ দ্বারা ধমনী শুষ্ক ও স্নিগ্ধা এবং ক্রীমিভোগ
দ্বারা ক্ষীণ ও ক্রতগতি হয় । নাড়ী মাংস সেবন দ্বারা স্থিরবহা, দুঃখ দ্বারা
অত্যন্ত যুগ্মগামিনী এবং গুড়, ফেণ, দুগ্ধপান ও শিত দ্বারা স্থিরা ও মন্দ-
গামিনী হয় ।

মৃত্যু-নাড্যাঃ পরীক্ষামাহ ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে হৃঙ্গুলে যদি নাড়িকা ।

প্রহরাদ্বাদ্বিহৃত্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্ ॥

মৃত্যু-নাড়ী-পরীক্ষা ।

যদ্যপি নাড়ী মণিবন্ধ ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা
এই তিন অঙ্গুলির কোন অঙ্গুলিতেই নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত না হয় ; তবে
অর্দ্ধপ্রহরের পর নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইবে ।

সার্কদ্বয়ঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা ।

প্রহরৈকাদ্বিহৃত্য মৃত্যুর্জায়তে নাত্রসংশয়ঃ ॥

আর যদি তর্জ্জনী নিবেশ স্থান হইতে ১॥ আড়াই অঙ্গুলি অন্তরে অর্থাৎ
অনামিকার শেষার্দ্ধ ভাগে মাত্র নাড়ী স্কুরিত হয়, তাহা হইলে একপ্রহরের
পর রোগীর মৃত্যু অবশুসম্ভাবী জানিবে ।

দ্বাঙ্গুলাদ্বাহ্যতো বাপি মধ্যে রেখা বহির্ঘদা ।

সার্ক প্রহরতো মৃত্যুরবশ্যং জায়তে নৃণাম্ ॥

যদি অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে দুই অঙ্গুলি বাহিরে নাড়ী ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ
মধ্যমাঙ্গুলী স্পর্শ স্থানের বহির্দেশে স্পন্দন অনুভূত হয়, তবে ১১ দেড়প্রহরের
মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটিবে ।

মধ্যে রেখা সমা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা ।

তমৈব.মরণং সদাঃ প্রহরৈকাদ্বিহর্তবেৎ ॥

মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশ স্থানে নাড়ী যদ্যপি নিষ্পন্দিত ভাবে অবস্থান করে,
তাহা হইলে রোগী নিশ্চয়ই এক প্রহরের পর মৃত্যু মুখে পতিত হয় ।

সর্ব্বাঙ্গুলব্যাপিকা তু যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা ।

চতুর্ভিঃ প্রহরৈহৃত্য নাস্তি তস্য নসংশয়ঃ ॥

তিনটী অঙ্গুলি অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি
নিবেশ স্থানের কোন স্থানেই যদি নাড়ীর স্কুরণ অনুভূত না হয়, তবে চারি
প্রহরের পর নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইবেক । কোন প্রকার চিকিৎসাতেই
তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না ।

সদা চাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা ।

প্রহরৈঃ পঞ্চভির্নৈশ্চ মরণং তস্য নির্দিশেৎ ॥

যদ্যপি তিনটী অঙ্গুলির কোন অঙ্গুলির নিবেশ স্থানে সৰ্বদাই নাড়ী নিস্পন্দিত ভাবে থাকে ; অর্থাৎ আদৌ নাড়ীর স্পন্দন অমুভূত না হয়, তবে পঞ্চ প্রহরের পর রোগী কালক্রমে নিশ্চিতি হয় ।

সপাদাঙ্গুলিতে নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চল ।

ষষ্ঠৈশ্চ প্রহরৈশ্চ ত্র্যাজ্জৈরস্তস্য বিচক্ষণৈঃ ॥

যদ্যপি তর্জ্বণীর সর্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশস্থানে নাড়ী নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করে, আদৌ স্পন্দন অমুভব করা না যায় এবং মধ্যমাঙ্গুলীর অবশিষ্ট পাদদ্বয়ে এবং অনামিকার সর্বাংশে নাড়ীর স্কুরণ অমুভব হয় ; তাহা হইলে ছয় প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী ।

দ্ব্যঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী বক্রগা যদি বা ভবেৎ ।

যরণং তস্য জানীয়াৎ সপ্তভিঃ প্রহরৈবু দৈধঃ ॥

তর্জ্বণী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী বক্র-ভাবে অবস্থান করে, তবে সাত প্রহরের পর অবশ্য রোগীর মৃত্যু ঘটে ।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী মন্দা মন্দা যদি ভবেৎ ।

অষ্টভিঃ প্রহরৈশ্চ ত্র্যাজ্জৈর্দ্বিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

তর্জ্বণী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদ্যপি নাড়ী মন্দ মন্দগমনে স্পন্দিত হয়, তবে অষ্ট প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী ।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী যদি তিষ্ঠতি শীতলা ।

প্রহরৈর্নবভিস্তস্য যরণং নিশ্চিতং ভবেৎ ॥

যদি তর্জ্বণী ও অনামিকা এই উভয়ের অভ্যন্তরে মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশ-স্থানের নাড়ী শীতল অমুভূত হয়, তাহা হইলে নয় প্রহরের পর নিশ্চয় রোগীর জীবন নষ্ট হয় ।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী তিষ্ঠতি নিশ্চল ।

প্রহরৈর্দশভিজ্জৈর্যো যুত্বাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

যদি তর্জ্বণীর চতুর্থাংশ পরিত্যাগপূর্বক অবশিষ্ট পাদদ্বয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার নিবেশস্থলে নাড়ী নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, তবে ১০ দশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে ।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী সোকাভিজায়তে ।

প্রহরৈ রুদ্রসংখ্যৈশ্চ যুত্বাস্তস্য বিনির্দিশেৎ ॥

যদি তর্জ্বণীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদদ্বয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে নাড়ী উষ্ণতার সহিত স্পন্দিত হয়, তবে একাদশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

পাদেনাঙ্গুলিমধ্যে তু নাড়ী শীতলতা ভবেৎ ।

দ্বাদশপ্রহরৈর্মৃত্যুস্তস্যাজ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥

যদি তর্জ্ঞনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে নাড়ীর শীতলতা অহুত হয়, তবে দ্বাদশ প্রহরের পর রোগী কালকবলে পতিত হয় ।

• • অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি ।

ত্রিপূর্বদশভির্ষাঠৈর্মরণং জায়তে ধ্রুবম্ ॥

যদ্যপি তর্জ্ঞনী নিবেশস্থানের অর্দ্ধাংশ শীতল হয়, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে শীতলতা অহুত না হয়, তবে ত্রয়োদশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয় ।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোফা বেগবতী ভবেৎ ।

প্রহরৈর্বেদচন্দ্রৈশ্চ মৃত্যুজ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥

যদ্যপি তর্জ্ঞনী নিবেশস্থানের নাড়ীর অর্দ্ধাংশ উষ্ণতার সহিত সবেগে স্পন্দিত হয়, আর অপর অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিরা নাড়ীর উষ্ণতা ও বেগবদ্ধা অহুত হয়, তাহা হইলে চতুর্দশ প্রহরের পর রোগীর জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি ।

প্রহরৈস্তিথিসংখ্যৈশ্চ মরণং নির্দিশেদুধঃ ॥

যদ্যপি তর্জ্ঞনীর অর্দ্ধাংশ ব্যাপিরা নাড়ীর চঞ্চলতা অহুত হয়, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিরা নাড়ীর চঞ্চলতা অহুত না হয়, তবে পঞ্চদশ প্রহরের পর রোগীর জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে ।

পাদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সহসা যদি তিষ্ঠতি ।

ষোড়শপ্রহরৈর্মৃত্যু পঞ্চত্রয়ং নির্দিশেদুধঃ ॥

যদি তর্জ্ঞনীর সর্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলীর চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিরা নাড়ী হঠাৎ ধামিরা যায়, তাহা হইলে ১৬ ঘোল প্রহরের পর রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ।

পাদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোফা বেগবতী ভবেৎ ।

চতুর্ভির্দিবৈসমস্তম্ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

তর্জ্ঞনীর সমস্ত এবং মধ্যমার চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিরা যদ্যপি নাড়ী অজস্র উষ্ণতার সহিত তীব্রগতি বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, তবে চারি-দিবসের পর রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুদ্বারায় নিপতিত হয় ।

এবং সূক্ষ্মাদিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ।

স্বর্গেইপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥

বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এবস্থিৎ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মরূপে নাড়ীর বিষয় অবগত হইবেন । এই নাড়ী-বিষয়িনী-বিদ্যা স্বর্গেও দুর্লভা, অতএব ইহা অতীব যত্ন সহকারে প্রচেষ্ট্যভাবে রাখিবেন ।

মন্দং মন্দং কুটিলং কুটিলং স্পন্দতে যন্ত নাড়ী ।

তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চসপ্তাহতো বা ॥

যে রোগীর নাড়ী মুহু অথচ বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, সে রোগী পাঁচ দিন অথবা সপ্তদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রেচ্চ যঃ পুমান্ ।

শামাতি বিষয়স্তস্য ন কিঞ্চিদ্ব্যত্যাকারণম্ ॥

উচ্চস্থান হইতে পতন, সন্ধিস্থান ভঙ্গ এবং অতিরিক্ত মৈথুন বা যক্ষ্মা-রোগ প্রযুক্ত ঋতু ক্ষীণ হইলে, যাহাদের নাড়ী অস্বাভাৱ লক্ষণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; তাহাদের জীবনের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাংক্রান্তে চ নির্গদাঃ ।

ভবন্তি নিশ্চলা নাড়্যো ন কিঞ্চিভূত দুষণম্ ॥

অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত, শোকপ্রাপ্ত ও হিমাভিভূত ব্যক্তির নাড়ী স্পন্দনশূন্য হইলেও কিছুমাত্র দোষাবহ হয় না ।

যা তুচ্চকা স্থিরা নাড়ী যাচেয়ং মাংসবাহিনী ।

যা চ সূক্ষ্মা চ বক্রা চ তামসাধাৎ বিনির্দ্দেশেৎ ॥

অস্বাভাৱ নাড়ীর লক্ষণ বলা যাইতেছে ।

যে নাড়ী উচ্চতর। অর্থাৎ স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগতা এবং মন্দগামিনী, যে নাড়ী মাংসপরিবেষ্টিতবৎ বোধ হয় এবং যে নাড়ী সূক্ষ্ম অথচ বক্রভাবে স্পন্দিত হয় ; সে নাড়ী অস্বাভাৱ লক্ষণসংযুক্ত বলিয়া জানিবে ।

ভুলতা ভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ ।

বিনীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং প্রবম্ ॥

(ভুলতা—কিঞ্চিলুক, কেঁচো । ভুজগ—সর্প ।)

যে রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং নাড়ী মহীলতা (কেঁচো) ও সর্পের ভাৱ কৃশ, অতিশয় মল্লং অথচ বক্রগামিনী এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয় ; সে একমাস জীবিত থাকিয়া পরমাসে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

ক্ষণাদগচ্ছতি বেগেন শান্ততাং গচ্ছতি ক্ষণাৎ ।

সপ্তাহান্তমরণং তস্য যদ্যঙ্গঃ শোথবর্জিতঃ ॥

যে রোগীর শরীরে শোধ নাই, অথচ নাড়ী কণেক তীব্রবেগে ও কণেক মৃদুবেগে প্রবাহিত হয় ; তাহার সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি করুহা ।

• ন স জীবিত যাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে যুতিম্ ॥

যদ্যপি করুগতা নাড়ী স্বস্থান (মণিবন্ধ) হইতে অর্দ্ধঘন পরিমিত স্থান ছাড়িয়া যায়, তবে রোগী তিন দিনের মধ্যে কালকবলে পতিত হয় ।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা ।

জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি স্থিতিঃ ॥

• যাহার নাড়ী মণিবন্ধ হইতে স্থলিত হয় এবং বক্ষঃস্থলে নিরতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার ঐ জ্বালা পর্য্যন্ত প্রাণ থাকে অর্থাৎ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোঞ্চতা ভবেৎ ।

সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরস্থা রোগবর্জিতা ॥

যে ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধা, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণা এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বেগবতী হয় ; তাহাকে সম্পূর্ণরূপে রোগবর্জিত বলিয়া জানিবে ।

তৈলাভ্যঞ্জে প্রসুপ্তে বা ভোজনান্তে তথৈব চ ।

তদা ন জায়তে নাড়ী যথা দুর্গতমানদী ॥

নাড়ী পরীক্ষার নিয়িতকাল বলা যাইতেছে ।

তৈল (তৈল, ঘৃতাদি স্নেহবস্তু) মর্দন আস্তে, নিদ্রিত অবস্থায় এবং ভোজনান্তে, নাড়ী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইবে না ; যেহেতু যেমন দুর্গমা নদীর প্রত্যভিমুখে গমন হ্রঃসাধ্য, সেই প্রকার ঐ সকল অবস্থায় নাড়ীর গতির প্রতি বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না ।

সদ্যঃ স্নাতস্য ভুক্তস্য ক্ষুভ্ধ্বাতপসেবিনঃ ।

ব্যায়াম ক্লান্তদেহস্য সম্যঙ্ নাড়ী ন বুধ্যতে ॥

ইতি নাড়ীপরীক্ষা সমাপ্তা ।

স্নানান্তে, আহারান্তে এবং ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত-ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে ; কারণ উক্ত অবস্থা সমুদয়ে নাড়ীর গতি সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় না ।

ইতি নাড়ীপরীক্ষা সমাপ্ত ।

পুনর্নাড়ীপরীক্ষাবিশেষঃ ।

বিলসতিমণিবন্ধে ঐন্দিরদুষ্ঠভাগে

তদধরণমিতাভিস্রাবুলীভিনিপীড়্য ।

স্ফুরণ সম্বন্ধতায়ী নাড়িকায়ঃ পরীক্ষা

পদমন্তব্যটিকাধোঃস্মৃষ্ঠভাগে তথৈব ॥

পুনর্যার বিশেষ প্রকার নাড়ী পরীক্ষা বলা যাইতেছে ।

করগ্রন্থির রক্তাঙ্গুলির মূলভাগের নিম্নদেশে যে নাড়ী মুহূর্মুহঃ স্পন্দিত হইতেছে, তিনটি অঙ্গুলি (তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা) দ্বারা নিপীড়ন-করতঃ সেই নাড়িকার স্ফুরণ পরীক্ষা করিবেন । পাদদ্বয়ের গুল্ফদেশের অধঃপ্রান্তস্থ অঙ্গুষ্ঠ মূলগত নাড়ীও উক্ত প্রকারে পরীক্ষণীয় ।

পরীক্ষা প্রকরণমাহ ।

ঈষদ্বিনত্ৰয়তকুর্পরভাগভাজি

হস্তে প্রসারিতকরেঙ্গুলী সঞ্চর্যেব ।

অঙ্গুষ্ঠমূলমধিপশ্চিমবামভাগে

নাড়ীং প্রভঞ্জন-গতিং সততং পরীক্ষেৎ ॥

(কুর্পর-রক্তাঙ্গুলির সমস্থত্রী হস্তপঞ্জার নিম্নে যে "মণিবন্ধ" নামক স্থান আছে, তাহার পূর্বপার্শ্ব নাড়ীর অবস্থিতির স্থান । প্রভঞ্জনগতি-বায়ুরগতি ।)

যোগীর প্রসারিত হস্তের কুর্পর স্থানকে ঈষৎ বিনতভাবে ধারণপূর্বক অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা অর্থাৎ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা ; এই তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা কোমলভাবে পীড়ন করিলে প্রথম যে গতি অহুভূত হয়, তাহাই বায়ুর গতি । ইহা নিয়তই পরীক্ষণীয় ।

অথ মার্কণ্ডীয়ে ।

বাতেন বক্রা স্ফুরতি প্রগাঢ়ং

গত্যা জলৌকাঃ প্রতিমা চ পিত্তাং ।

ক্রতং বহেদ্বা বকবদ্রুজতি

কফেন হংসীব তু মন্দযানা ॥

বাতাদিক্রমে নাড়ীর গতি বলা যাইতেছে ।

বাতাপ্রিতা নাড়ী বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, পিত্তাপ্রিতা জলৌকার গতির স্থায় গতিবিশিষ্ট হয় এবং কফাপ্রিতা নাড়ীবকপক্ষীর সদৃশ অতীব ক্রতবেগে অথবা রাজহংসের স্থায় অত্যন্ত মৃদুভাবে প্রবাহিত হয় ।

অতু্যগ্রা ঘনবাতেন অতিশীঘ্রা চ পিত্তলা ।

অতিহিরা কফবতী না নাড্যত্যন্তপিচ্ছলা ॥

অত্যন্ত বায়ুর আধিক্যে নাড়ী উগ্রগামিনী হয়, অত্যন্ত পিত্তাধিক্যে অতীব ক্রতগত এবং সাতিশয় কফাধিক্যে নাড়ী অত্যন্ত পিচ্ছলা (মন্থরগামিনী) হয় ।

আদৌপিত্তং কফো মধ্যো অনামায়াং প্রভঞ্জনঃ ।

ক্ষুটং বিকাশতে নাড়ী জ্বাতব্যা. মা চিকিৎসকৈঃ ॥

নাড়ীর গতিভেদে তিন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।—যথা তর্জনী নিবেশস্থলে তর্জনী দ্বারা পিত্তের গতি, মধ্যমা নিবেশস্থানে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা কফের গতি এবং অনামিকা নিবেশস্থানে অনামিকা দ্বারা বায়ুর গতি বুঝিতে পারা যায় ।

বায়ুর্ষদাহনামিকার্যাং স্বগত্যা পরিপূরিতঃ ।

শ্লেষ্মাপিত্তং শ্রবেৎকিঞ্চিৎ কেবলং বাতমাদিশেৎ ॥

যদি বায়ু স্বীয় গতি দ্বারা অনামিকা অঙ্গুলিতে পরিপূরিত হয় এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত অল্পমাত্র পরিক্ষুট হয়, তবে কেবল মাত্র বায়ুর প্রকোপ বলিয়া জানিবে ।

মধ্যমায়াং প্রশস্তায়াং কফঃ শ্রবতি পূরিতঃ ।

বাতপিত্তং শ্রবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং কফমাদিশেৎ ॥

যদ্যপি মধ্যমা অঙ্গুলিতে স্বগতি দ্বারা শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় এবং কিঞ্চিৎমাত্র বায়ু ও পিত্ত পরিক্ষুট হয়; তাহা হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ বলিয়া জানিবে ।

তর্জন্যাঞ্চ যদি পিত্তং স্বগত্যা পরিপূরিতম্ ।

কফবাতৌ স্পৃশেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং পিত্তমাদিশেৎ ॥

ইতি বশিষ্ঠমতম্ ।

তর্জনী অঙ্গুলিতে স্বীয় গতি দ্বারা পিত্ত পরিপূর্ণবোধ এবং কফ ও বায়ু অল্পমাত্র পরিক্ষুট হইলে, কেবলমাত্র পিত্ত প্রকুপিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে ।

ইতি বশিষ্ঠ মত সমাপ্ত ।

অথ গৌতমীয়ে ।

বামনাড়ী দীর্ঘরেখা বাহুমূলে চ স্পন্দতে ।

জীবেৎ পঞ্চশতং বর্ষং নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥

নাড়ীর গতি দ্বারা জীবিত কালের নির্ণয় ।

যাহার বামহস্তগত নাড়ী দীর্ঘরেখাবিশিষ্ট ও বাহুমূলে স্পন্দিত হয়, সে পঁচাত্তর বৎসর জীবিত থাকে ।

দীর্ঘাকার। বামনাড়ী কর্ণমূলে চ স্পন্দতে ।

জীবেৎ পঞ্চশতং সার্কিং ধনিকো ধার্ম্মিকো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির বামহস্তগত নাড়ীকা দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট ও নাড়ী কর্ণমূলে

স্পন্দিত হয়, সে ব্যক্তি সাড়ে পঁচিশত বর্ষকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত ধনী ও ধার্মিক হয় ।

বামনাড়ী স্বম্পরেখা হনুমূলে চ স্পন্দতে ।

পঞ্চবর্ষাধিককৈব জীবনং নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি প্রয়োগ চিন্তামণৌ নাড়ীপরীক্ষাবিবরণম্ ।

যাহার বামহস্তস্থ নাড়ী স্বম্প রেখাবিশিষ্ট এবং হনুমূলে প্রচলিত হয়, সে পঁচিশত বৎসরের অধিক কালও নিঃসংশয়ে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ প্রমুখো নাড়ী পরীক্ষা বিবরণ সমাপ্ত ।

অথ জিহ্বাপরীক্ষা ।

জিহ্বা পীতা খরস্পর্শা স্ফুটিতা মারুতাধিকা । .

রক্তশ্চাবা ভবেৎ পিভে কফাৎ শুক্লা দ্রবা ঘনা ॥

অনন্তর জিহ্বা পরীক্ষা বলা যাইতেছে ।

বাতাধিক্যে জিহ্বা পীতবর্ণ, খরস্পর্শ ও স্ফুটিত (বিদারিত) হয় । পিত্ত-প্রকোপে রক্তবর্ণ ও শ্চাববর্ণ (কৃষ্ণপীতাদি মিশ্রিত জঘন্য বর্ণ) হয় । এবং স্নেহাধিক্য হইলে অত্যন্ত শুক্লবর্ণ ও সাতিশয় দ্রব অর্থাৎ চট্‌চটের আশ হইয়া থাকে ।

কৃষ্ণাপিসংস্ফুটা শুষ্কা সন্নিপাতাত্মিকা তু সা ।

মিশ্রিতে মিশ্রিতা জ্ঞেয়া লিপ্তলক্ষণয়াশ্রিতা ॥

সন্নিপাত অর্থাৎ এককালীন বায়ু, পিত্ত ও কফ ; এই ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, গোজিহ্বার আশ স্ফুটিত (কণ্টা স্নাতবৎ) ও শুষ্ক হইয়া থাকে । আর মিশ্রিত দোষে মিলিত লক্ষণ সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ দ্বিদোষে দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ এবং ত্রৈদোষিক রোগে দোষত্রয়ের লক্ষণাশ্রিত হইয়া থাকে ।

ইতি জিহ্বা পরীক্ষা সমাপ্ত ।

অথ মূত্রপরীক্ষা ।

পাশ্চাত্ত্ব রজনী যামে ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে ।

উথাপ্য রোগিনং বৈদ্যো মূত্রোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ ॥

আদ্যধারীন্তু সংত্যজ্য মধ্যধারাসমুদ্ভবম্ ।

শুভে কাচময়ে পাত্রে কৃত্বা মূত্রং পরীক্ষয়েৎ ॥

অতঃপর মূত্র পরীক্ষা বর্ণিত হইতেছে ।

চিকিৎসক ৪ চারি দণ্ডকাল রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে রোগীকে উথাপন

করাইয়া মূত্র ত্যাগ করাইবেন । প্রথম কিঞ্চিৎ পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হইলে ; তৎপরে মধ্য অবস্থায় যে মূত্র নিগত হইবে, তাহাই নির্দল কাচপাত্রে ধারণ-পূর্বক পরীক্ষা করিবেন ।

ভাস্করোদয়বেলায়াং প্রকাশস্থানকে দ্বিতম্ ।

লোলসিত্তা পুনঃ সম্যক ততো মূত্রং পরীক্ষয়েৎ ॥

সূর্যের উদয় হইলে প্রকাশ (অনারত) স্থানে উক্ত মূত্র রাখিবে । তৎপরে সেই মূত্র পুনঃ পুনঃ সম্যক প্রকারে চালিয়া (হস্তদ্বারা দোলাইয়া) পরীক্ষা করিবে ।

তৃণেনাদ্রায় তৈলম্ বিদ্যুৎ মূত্রে কৃতে সতি ।

জায়তে বুদ্বুদো যত্র বিকারঃ সোহস্তু পিত্তজঃ ॥

স্নিগ্ধং শ্যাবারুণছায়ং বাতামূত্রং প্রজায়তে ।

তাবদূর্দ্ধঞ্চ বধ্নাতি তৈলবিদ্যুতন্তথা ॥

মূত্রং স্লেষ্মাণি জায়েত সমং পল্লবারিণা ।

তৃণে করিয়া একবিদ্যুৎ তৈল মূত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, যদ্যপি সেই তৈল-বিদ্যুৎ বুদ্বুদাকৃতি ধারণ করে ; তবে পিত্ত প্রকোপ বলিয়া জানিবে । যদি তৈলবিদ্যুৎ মূত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলে বুদ্বুদাকৃতি না হইয়া ছায়াবিশিষ্ট হইয়া প্রসারিত হয়, এবং সেই ছায়াটী দেখিতে স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রকোপ জানিবে । যদ্যপি তৈলবিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিলে মূত্রের উপরিভাগে সম্পূর্ণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, প্রসারিত হইয়া না পড়ে, তবে স্লেষ্মার প্রকোপ জানিবে । আর স্লেষ্মার প্রকোপে মূত্র পল্লবস্ব (কর্দমমিশ্রিত) জলের স্তায়ও হয় ।

দক্ষিণম্যাং তথা জেয়া, যথাযোগ্যাং ক্রমাদ্রবেৎ ॥

বারুণ্যাং এসরেদ্বিন্দুঃ সুখারোগ্যাং প্রচক্ষতে ।

উত্তরম্যাং তথারোগ্যাং জানীয়াদ্যাধিপীড়িতে ॥

মূত্রে তৈলবিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিলে যদ্যপি মূত্রাধারের দক্ষিণদিকে সেই ছড়াইয়া পড়ে, তবে কফ প্রকোপের লক্ষণ সংযুক্ত হয় অর্থাৎ তৈলবিদ্যুৎ মূত্রের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং কর্দমাক্ত জলের স্তায় দেখায় ।

পশ্চাৎ যথাযোগ্য পরীক্ষা বলা হুইতেছে । যথা ;—পাত্রে পশ্চিম ও উত্তরদিকে তৈলবিদ্যুৎ প্রসারিত হইলে, রোগী সুখে আরোগ্যলাভ করিতে পারে ।

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং সফেণং কফরোগিণাম্ ।

রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বে মিশ্রিতং ভবেৎ ॥

মূত্র বাতাক্ষিপ্যে পাণ্ডুবর্ণ (পীত শুক্ল মিশ্রিতবর্ণ),

এবং পিত্তাধিকো রক্তবর্ণ আর দ্বিদোষে বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম প্রভৃতি দ্বিদো-
ষের মিলিত লক্ষণ সংযুক্ত হয় ।

ঐশান্যাৎ বর্দ্ধতে বিন্দুঃ ক্রবৎ মাসে বিনশ্যতি ।

আগ্নেয়াক্ষ তথা জ্যেয়ং নৈঋত্যাং প্রসরেদধদা ॥

চিত্রিতঞ্চ ভবেৎ পশ্চাৎ ধ্রুবং মরণনির্দিশেৎ ।

বায়ুবাৎ প্রসরেবিন্দুঃ সুধাপীতোহপি নশ্যতি ॥

মূত্রাধারে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, যদ্যপি সেই মূত্র ঐশানকোণে,
অগ্নিকোণে, নৈঋতকোণে অথবা বায়ুকোণে, তাহা প্রসারিত হয়, এবং পশ্চাৎ
বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে রোগী সুধাপান করিলেও তাহার মরণ
অবশ্যস্তাবী জানিবে ।

দ্রবতে মজ্জতে বিন্দুঃ প্লবতে চ মুমূর্ষুতাম্ ।

বিকাশিতং হলং কূর্ম্মং মৈব বিকারসংযুতম্ ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির মূত্রে তৈলবিন্দু প্রক্ষেপ করিলে, সেই মূত্র দ্রবীভূত, নিম-
জ্জিত ও প্লাবিত হয় এবং বিকৃত হইয়া হলাকৃতি বা কূর্ম্ম (কচ্ছপ) সদৃশ
আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কারণমণ্ডলং বাপি নরং মস্তকবজ্জিতম্ ।

পাত্রখণ্ডঞ্চ খজাঞ্চ খরপুচ্ছসমন্বিতম্ ॥

শরঞ্চ লগুড়ঞ্চৈব তথৈব ত্রিচতুষ্পাথম্ ।

বিন্দুরূপং ভবেজ্জুষ্কং ন কুৰ্য্যাত্তৎ প্রতিক্রিয়াম্ ॥

(কারণ-মণ্ডল—বাপি, পেটারির স্থায় গোলাকার । খর-কর্দভ । শর-
বাণ । লগুড় লাঠি । জুষ্ক-প্রাপ্ত । প্রতিক্রিয়া-চিকিৎসা ।)

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদি সেই তৈলবিন্দু কারণ সদৃশ গোলা-
কৃতি, মস্তকবহীন নরাকৃতি অথবা পাত্রখণ্ড, খজা, গর্দভের পুচ্ছ, শর, বর্ষি
ত্রিপথ বা চতুষ্পাথের স্থায় আকার ধারণ করে ; তবে সে রোগীর চিকিৎসা
করিবে না ।

হংসপারাবতাকারং কলমধ্বজচামরম্ ।

ছত্রঞ্চ তোমরং হর্ম্মাং বৈবর্ত্যং দৃশ্যতে যদা ॥

আরোগ্যঞ্চ তদা জ্যেয়ং ধ্রুবং কার্য্য প্রতিক্রিয়াম্ ।

(ধ্বজ—নিশান । তোমর—অস্ত্রবিশেষ । হর্ম্মা—অটালিকা । বৈবর্ত্য
ঘূর্ণিতবৎ আবর্ত ।)

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইলে, যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু হংস, কপো
কলম, ধ্বজ, চামর, ছত্র, তোমর অথবা অটালিকার স্থায় আকারবিশিষ্ট
কিছা বিবর্ত্ততা (ঘূর্ণিতবৎ) দৃষ্ট হয় ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে রোগী আরো-
—

তৈলবিন্দুর্যদা মুত্রে চালনীসদৃশো ভবেৎ ।

কুলদোষং ধ্রুবং জ্বেয়ং প্রেতদোষসমুদ্ভবম্ ॥

যাহার মুত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে চালনী সদৃশ আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রেতদোষ সমুদ্ভূত কুলদোষ বলিয়া জানিবে ।

নরাকারঞ্চ জনয়েৎ কিংবা স্যাগ্নাস্তকদ্বয়ম্ ।

ভূতদোষং বিজানীয়াৎ ভূতবিদ্যাং সমাচরেৎ ॥

মুত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইলে যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু মুত্রসহ মিলিত হইয়া মনুষ্যাকৃতি অথবা দুইটা মস্তকের আয় হয়, তবে ভূতদোষ বলিয়া জানিবে, অতএব উহাতে ভূতাপসারণ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে ।

মুত্রেণ সার্ক্কং মিলিততৈলং বিন্দুঃ প্রজায়তে ।

সিদ্ধার্থতৈলসদৃশং মুত্রং সাদামপিভজে ॥

তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ শ্যামবুদ্ধদমংযুতঃ ।

বাতপিভোদ্রবং মুত্রং জ্ঞাতব্যঞ্চ ভিষগ্বিরৈঃ ॥

(সিদ্ধার্থ—স্বৈত সর্ষপ ।)

মুত্র মধ্যে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু মুত্রের সহিত মিলিত হইয়া সর্ষপ তৈল সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, তবে আমপিত্ত দোষ জানিবে । আর সেই তৈলবিন্দু শ্যামবর্ণ বুদ্ধদমংযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে, বাতপিভের প্রকোপ জানিবে ।

তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ চতুর্দিক্ বিসর্গতি ।

শ্লেষ্মবাতৈ ভবেন্মুত্রং সৌবীরেণ সমং যথা ॥

পাণ্ডুরং শ্লেষ্মপিত্তে চ পিত্তে চৈব পরীক্ষয়েৎ ।

সন্নিপাতেন কৃষ্ণঞ্চ বহুবর্ণঞ্চ জায়তে ॥

মুত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সৌবীর (কঁজি) সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে, শ্লেষ্মবাতের প্রকোপ, পাণ্ডুবর্ণ হইলে শ্লেষ্মপিত্ত ও পিত্তের প্রকোপ এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধদাকৃতি ধারণ পূর্বক মুত্রের উপরিভাগে ভাসমান থাকিলে, ত্রিদোষের প্রকোপ বলিয়া জানিবে ।

তৈলবিন্দুর্যদা ক্ষিপ্তো বুদ্ধদোৰ্দ্ধং ভবেত্তথা ।

শ্বেতধারা মহাধারা পীতধারা মহাজ্বরঃ ॥

রক্তধারা দীর্ঘরোগাঃ কৃষ্ণা চ মরণান্তিকা ॥

যে ব্যক্তির মুত্রে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দু বুদ্ধদাকৃতি হইয়া উপরিভাগে ভাসমান থাকে এবং সেই মুত্র শ্বেতবর্ণ বা পীতবর্ণ সদৃশ ও দীর্ঘ ধারাবিশিষ্ট হয়,

আর যাহার বহুকালস্থায়ী রোগাবস্থায় মূত্রের দ্বারা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার মূত্র গম্বকট জানিবে ।

সৌবীরেণ সমং স্বচ্ছং মাতুলুঙ্গরসপ্রভম্ ।

পানীয়সদৃশং মূত্রং প্রপাকরহিতং ভবেৎ ॥

(সৌবীর—কাজী । মাতুলুঙ্গ—ছোলঙ্গ বা টাবানেবু । পানীয়—জল ।)

যে মূত্র মাতুলুঙ্গের রস সদৃশ অতীব স্বচ্ছ অথবা জলের তায় হয় ; তাহা প্রপাক রহিত জানিবে ।

বাতাত্মজ্বরমানঃ স্যানধো বহুল এব চ ।

তৈলতুলাং ভবেন্মূত্রং নিত্যং সহজপিত্তজম্ ।

কফাৎ পলুলপানীয়তুলাং মূত্রং প্রজায়তে ॥

বাতজ্বরে মূত্র পাত্রেের নিম্নে (তলে) বহু পরিমাণে মসীভূত হয় । পিত্তজ্বরে তৈল সদৃশ এবং কফজ্বরে কর্দমাক্ত জলের তায় হইয়া থাকে ।

পিত্তবাতোদ্রবং মূত্রং শ্বেতং রক্তং প্রজায়তে ।

বাতশ্লেষ্মোদ্রবং মূত্রং ঘনং শ্বেতং প্রজায়তে ॥

তৈলতুলাং ভবেন্মূত্রং পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ।

রক্তবাতেন রক্তং স্যাৎ কৌমুত্তং পিত্ততো ভবেৎ ॥

মূত্র বাতপিত্তজ্বরে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ হয় । বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘন ও শ্বেতবর্ণ, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে তৈল সদৃশ, বাতরক্তদোষে রক্তবর্ণ এবং পিত্ত প্রকোপে কৌমুত্ত (উষাপুষ্পের তৈল) সদৃশ হইয়া থাকে ।

অধোবহুলমারক্তং মূত্রমালোকাতে ঘদা ।

বদন্তি তদতীসারলিঙ্গং তল্লিঙ্গবেদিনঃ ॥

অতীসার রোগীর মূত্র পাত্রেের অধোভাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন ।

জলোদরভবং মূত্রং ভবেদমৃতকণোপমম্ ।

অজামূত্রসমং মূত্রং জীর্ণজ্বরসমুদ্ভবম্ ॥

জলোদর রোগে মূত্র হৃদের কণা সংস্কৃতবৎ এবং জীর্ণজ্বরে ছাগমূত্রের বর্ণ বিশিষ্ট হয় ।

মূত্রঞ্চ কৃষ্ণতাং যাতি ক্ষয়রোগো ঘদা ভবেৎ ।

ক্ষয়রোগাদ্ভবেৎ শ্বেতমসাধ্যং তচ্চ নির্দিশেৎ ॥

ক্ষয়রোগের প্রারম্ভে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষয়রোগ সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিলে, সেই মূত্র আবার শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে । এই অবস্থায় উক্ত ক্ষয়রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে ।

প্রবর্ততে তদা মূত্রং স্নিগ্ধং তৈলসমপ্রভম্ ।

আহার উদরস্থচ জীর্ণং বাতি যদা কিল ॥

উদরস্থ আহারীয় ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে, তৎকালে মূত্র তৈল সদৃশ স্নিগ্ধ
অবস্থায় প্রবর্তিত হয় ।

উর্দ্ধং পীত মধোরক্তং মূত্রং চৈদ্রোগিণো ভবেৎ ।

পিত্তপ্রকৃতিসত্ত্বত সন্নিপাতস্য লক্ষণম্ ॥

বাতাধিকে সন্নিপাতে কৃষ্ণমধ্যং ভবেত্তথা ।

কফাধিকে সন্নিপাতে শুক্রমধ্যং ভবেত্তদা ॥

পিত্তপ্রকৃতিক সন্নিপাতে মূত্রের উপরিভাগ পীতবর্ণ ও অধোভাগ রক্ত-
বর্ণ, বাতপ্রকৃতিক সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং কফপ্রকৃতিক সন্নি-
পাতে মূত্রের মধ্যভাগ শুক্রবর্ণাভ হয় ।

ষস্যেকুরসসঙ্কাশং মূত্রং নেত্রে চ পিঞ্জরে ।

রসাধিক্যং বিজানীয়াৎ নির্দিশেৎ তত্র লক্ষণম্ ॥

রসাধিক্যে মূত্র এবং নেত্র ও পিঞ্জরও (পাঁজরাও) ইকুরসের স্রাব বর্ণ
বিশিষ্ট হয় ।

পীতস্ততো পরিচ্ছায়ং কৃষ্ণং বুদ্ধদসংযুতম্ ।

মূত্রং প্রস্রুতিদোষেণ সন্দেহো নাস্তি কশ্চন ॥

নিরামদেহং স্বচ্ছঞ্চ শ্বেতঞ্চাপি প্রজায়তে ॥

ইতি মূত্রপরীক্ষা ।

প্রস্রুতির দোষে মূত্র পীতবর্ণ, প্রতিবিম্ববৎ স্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ এবং বুদ্ধদ সং-
যুক্ত হয় । এবং নিরাম অবস্থায় অতীব স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ।

ইতি মূত্র-পরীক্ষা সমাপ্ত ।

অথ নাসাপরীক্ষা ।

শুক্রা শুক্লা গুরুঃ শ্রাবা লিপ্তা সুপ্তাচ নাসিকা ।

নাসিকামন্তবিরতা সংরতা পীড়কামুতা ॥

সশূলী ক্ষুটিতা নাসা মরণায় ভবেৎ নৃণাম্ ॥

ইতি নাসাপরীক্ষা ।

• নাসাপরীক্ষা ।

নাসিকা শুক্রবর্ণ, শুষ্ক, গুরু, শ্রাববর্ণ, পরিলিপ্তবৎ (চট্ চটে) অথবা
সুপ্তবৎ (অসাড়) বিস্তৃতবৎ, কিম্বা সঙ্কুচিত, পীড়কাসংযুক্ত, বেদনামুক্ত এবং
ক্ষুটিত হইলে, মৃত্যু অবশ্যপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ।

ইতি নাসা পরীক্ষা সমাপ্ত ।

প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ ।

অথাস্তপরীক্ষা ।

বাত্তে লবণমাস্ত্রং স্ত্রাৎ পিত্তে তিক্তং কফে মধু ।

দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বজং জৈয়ং সন্নিপাতে ত্রিলিঙ্গকম্ ॥

ইতি আস্তপরীক্ষা ।

আস্ত (মুখ) পরীক্ষা বলা যাইতেছে ।

বাতাধিকো মুখ লবণরসসংযুক্ত, পৈতিকো তিক্তরসযুক্ত এবং স্নেহায় প্রকোপে মধুররসাক্ত হয় । আর দ্বিদোষে দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বাতপিত্তে লবণমিশ্রিত তিক্তরসাক্ত, বাতস্নেহে লবণ ও মধুর রসাক্ত এবং পিত্তস্নেহায় তিক্তরসসংযুক্ত মধুর রসাস্বাদ এবং ত্রিদোষে ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণ অর্থাৎ লবণ, তিক্ত ও মধুর এই তিন রসেরই আস্বাদ অনুভূত হয় ।

ইতি আস্তপরীক্ষা সমাপ্ত ।

অথ নেত্রপরীক্ষা ।

রৌদ্রে রক্তে চ ধূম্রাভে নয়নে তারচক্রে ।

অথাভ্যন্তরকৃষ্ণাভে ভবতো বাতরোগিণঃ ॥

নেত্র পরীক্ষা ।

বাতপ্রকোপে রোগীর চক্ষুর রৌদ্রবর্ণ, কৃষ্ণ, ধূম্রবর্ণ, চক্ৰলতাবিশিষ্ট এবং অভ্যন্তর ভাগ কৃষ্ণবর্ণাভ হয় ।

পিত্তকোপে তু পীতাভে ভবতঃ পিত্তকোপতঃ ।

সংতপ্তে ভবতো দীপমালোকয়িতু মীক্ষণে ॥

পিত্ত প্রকোপে চক্ষু পীতবর্ণাভ এবং প্রদীপ দর্শন করিলে অতীব সমুপ্ত হয় ।

জ্যোতির্হীনে চ শুক্রাভে জলপূর্ণে মগোরবে ।

মন্দাবলোকনে নেত্রে ভবতঃ কফকোপতঃ ॥

কফের প্রকোপে নেত্র জ্যোতির্বিহীন, শুক্রবর্ণাভ, জলপূর্ণ, অত্যন্ত গুরু এবং যুহু (অস্পষ্ট) দর্শী হয় ।

তন্নামহাকুলে স্ত্র্যমে নিভূর্ণে ক্ষত্ররক্ষকে ।

রক্তবর্ণে চ সততং বিকৃতে ঘোরতারকে ॥

ক্ষণাভূমীলিতে চৈব ক্ষণাদেবনিমীলিতে ।

বিলুপ্তকৃষ্ণতারে চ বহুবর্ণে চ তৎক্ষণাৎ ॥

ভবতো নয়নে চৈখং সন্নিপাতেবিশেষতঃ ॥

চক্ষুর সন্নিপাতে (ত্রিদোষে) তন্মহাকুলিত, স্ত্র্যমবর্ণ, কোটিরাগত, কৃষ্ণ, শুষ্ক, সতত বিকৃত, ঘোর তারা বিশিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত, ক্ষণে ক্ষণে নিমীলিত, কৃষ্ণতারার বিলুপ্ত এবং তৎক্ষণাৎ বহুবর্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয় ।

সৌম্যো দৃষ্টি প্রসন্নাত্তে প্রকৃত্যা চ মনোরমে ।

নেত্রে কথয়তঃ শীত্রেং শ্রেয়াংসি খলু রোগিণঃ ॥

ইতি নেত্রপরীক্ষা ।

চক্ষুঃস্বাভাবিক অবস্থার সৌম্যদৃষ্টি, প্রাকৃতিক আভা সন্নিবিষ্ট ও মনোরম দর্শনশীল হয় । সর্ব্বথা চক্ষুর অবস্থা দ্বারা শীত্রেই রোগীর শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হয় ।

নেত্র-পরীক্ষা-সমাপ্ত ।

অথ আর্তব পরীক্ষামাহ ।

মিথ্যাচারেণৈব স্ত্রীণাং প্রভুক্ষেণার্ভবেন চ ।

জায়ন্তে বিবিধা রোগা স্ত্রীয়াঃ পরীক্ষয়েৎ ॥

আর্তব পরীক্ষা ।

অনিয়মিতরূপে আহার বিহার করিলে স্ত্রীদিগের আর্তব সংদূষিত হইয়া বিবিধ রোগ উৎপাদন করে, একারণ স্ত্রীদিগের সর্ব্বাঞ্চে আর্তব পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।

মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ভবং ।

ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ ॥

স্ত্রীদিগের রজোরক্ত একমাসে সঞ্চিত ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও বিগন্ধি হইয়া যথাকালে বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া ধমনী দ্বারা যোনিমার্গে আনীত ও নির্গত হয় ।

তদ্বর্ষাদ্বাদশাং কালে বর্তমানমসৃক্ পুনঃ ।

জরাপক শরীরীণাং যতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥

স্ত্রীদিগের এই আর্তব বার বৎসর বয়সের সময় প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ হইয়া, শরীরের জীর্ণতাদি অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রযুক্ত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নিবৃত্ত হয় ।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধা যাপঞ্চাশৎ সমাঃস্ত্রিয়ঃ ।

মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ভবং অব্যেৎ ॥

স্ত্রীদিগের দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত স্বাভাবিক নিরমাস-সারে প্রতিমাসেই যোনি দ্বারা আর্তব নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

রজঃ শ্রবতি যস্মিন্ স ঋতুকালঃ প্রকীর্তিতঃ ।

অতস্তস্তালক্ষণস্ত বৈশিষ্ট্যাং কথ্যতেহধুনা ॥

পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মদুঃখবিজাং ।

নরকামাং প্রিয়কথাং শ্রবতু কাকিমূর্ছজাম্ ॥

ক্ষুরদুজকুচ শ্রোণি নাভ্যরু জঘনক্ষিচং ।

হর্ষেৎসুক্যাপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি ॥

জীলোকের আর্তব নিঃসরণ কালকে ঋতুকাল বলে । এই ঋতুকালে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে । যথা ;—মুখ-কান্তি হর্ষগন্তীর ও মলাক্ত, দন্তপংক্তিও মলসম্বিত, কামবিহ্বলচিত্ত, পুরুষ সংসর্গে ইচ্ছা, গর্ভাশয়ের শিথিলতা, কুক্ষির অলসতা, কেশসমূহের বিশৃঙ্খলতা, বাহু, স্তন, নিতম্ব, নাভি, উরু, জঘন ও ক্ষিদ্দেশ ক্ষুরিত হয়, পরন্তু রক্তশলা কামিনী, প্রিয়ভাষিনী, হর্ষান্বিতা ও ঐৎসুক্যযুক্তা হয় ; এই সকল লক্ষণান্বিতা নারীকে ঋতুমতী বলিয়া জানিবে ।

সুরেন্দ্রগোপসংকাশং স্নিগ্ধঞ্চ মধুগন্ধি চ ।

অপিচ্ছিল মশীতঞ্চ যদ্বাসো ন বিরজ্যতে ॥

মাসান্নিপিচ্ছদাহার্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ ।

নৈবাতি বহ্নাত্যম্প মার্ভবং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥

ইতি আর্তবপরীক্ষা ।

জীর্ণের আর্তব যদি ইন্দ্রগোপের (রক্তবর্ণ কীটবিশেষের) তুল্য রক্তবর্ণ হয় এবং স্নিগ্ধ, মধুরগন্ধযুক্ত ও অপিচ্ছিল হয়, অপিচ উহা শীতল না হয়, এবং ঐ রজোরক্ত দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে রক্তের দাগ উঠিয়া যায়, এবং প্রতিমাগে পাঁচ রাত্রি ব্যাপিয়া অপিচ্ছিল ও দাহ-বেদনা-রহিত অনধিক অধচ অনম্পভাবে আর্তব নিঃসৃত হয় ; তবে সেই আর্তব বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে ।

ইতি আর্তব পরীক্ষা সমাপ্ত ।

অথ রোগিবস্ত্র-পরীক্ষা ।

জ্বরব্যাপ্তশরীরস্ত উম্মা ভবতি দারুণঃ ।

ঐ উম্মা বহি রাপোতি বস্ত্রে তিষ্ঠতি নিশ্চয়ঃ ॥

রোগীর-বস্ত্র-পরীক্ষা ।

জ্বরসংযুক্ত ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দারুণ উম্মা সমুদ্ভূত হইয়া, তাহা শরীরের বাহ্যদেশে (সর্কাঙ্গে) অবস্থিতি করে ; অতএব উক্ত উম্মা রোগীর পরিহিত বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে ।

তদ্বস্ত্রং শ্রাণতো জ্ঞাত্বা পৃথগ্ধ্বন্দ্বত্রয়াণিচ ।

সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো জানীয়াদ্বস্ত্রলক্ষণাৎ ॥

অতএব চিকিৎসক রোগীর সেই বস্ত্র আশ্রাণ পূর্বক, তদ্বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বাতিক, পৈতিক, স্নৈমিক, বাতপৈতিক, বাতস্নৈমিক, পিত্ত-স্নৈমিক কিম্বা সান্নিপাতিক ; ইহাদের যে কোন প্রকার রোগ এবং সেই রোগ নাশ কি অসাধ্য, অথো তাহার নির্ণয় করত পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন ।

বাত্তেন ত্রাণং কুসুমং পৈত্তিকে মৎস্তমেবচ ।

শ্লেষ্মি বাসো ভবতি চ কচিৎ কর্দমগন্ধতুলাং

এতদ্বন্দ্বং ভবতি নিয়তং তৈস্ত্রয় স্তিসৃভির্বা

• জাতবাং ত্রাণতো বা স্মৃতিঃ স্মৃতিষ্মাজতে রাজযোগ্যঃ ॥

স্মৃতি ভিষগ্গণ রোগীর বস্ত্রে পুষ্পগন্ধ অমুভূত হইলে বাতিক, মৎস্তগন্ধ অমুভূত হইলে পৈত্তিক, কর্দমবৎ গন্ধ থাকিলে শ্লেষ্মিক আর দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ অমুভব হইলে দ্বিদোষজ অর্থাৎ পুষ্প ও মৎস্তের গন্ধে বাত-পৈত্তিক, পুষ্প ও কর্দমের গন্ধে বাতশ্লেষ্মিক ও মৎস্ত ও কর্দমের গন্ধে পিত্ত-শ্লেষ্মিক, এবং দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণে (পুষ্প মৎস্ত ও কর্দম এককালীন এই তিনের গন্ধের অমুভবে) সান্নিপাতিক রোগ বলিয়া জানিবেন।

যদাবস্ত্রে ভবেদাঙ্কঃ সহিতো জলকর্দমঃ ।

তদা দীর্ঘো ভবেদ্ভোগী ত্রিয়তে শবগন্ধকঃ ॥

ইতি রোগিবস্ত্রপরীক্ষা ।

যদ্যপি রোগীর পরিধান বসনে জলমিশ্রিত-কর্দমের গন্ধ অমুভূত হয়, তবে সেই রোগী দীর্ঘকাল ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, আর বস্ত্রে শবগন্ধ অমুভূত হইলে, রোগী নিশ্চয় কালের করাল কবলে নিপতিত হয়।

ইতি রোগীর বস্ত্র-পরীক্ষা সমাপ্ত ।

অথ রোগিপরীক্ষা ।

বালস্ত খলু মোহাদ্বা প্রমাদত্বান্ন বুধ্যতে ।

উৎপদ্যমানং প্রথমং রোগং শত্রু মিবা বুধঃ ॥

রোগিপরীক্ষা ।

বালকগণ, (মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম অজ্ঞ শিশুরা) মূঢ় ব্যক্তিরূপে (মোহপ্রাপ্ত বা বুদ্ধিজ্যেষ্ঠ) এবং প্রমত্ত (ক্ষিপ্ত অথবা ধন, ধাত্ত, পুত্রাদি বিরোগ হেতু জ্ঞানহীন বা দুঃখিত) ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বভাববশতঃ, প্রকৃতির বিকৃতি প্রযুক্ত অথবা অগ্রাহ্য কারণেই হউক, প্রথম উৎপদ্যমান রোগকে অর্থাৎ রোগ জন্মিবার প্রথম অবস্থায় উহাকে বিষম শত্রু (ভয়ানক অপকারী বা প্রাণনাশক) বলিয়া জ্ঞান করে না।

ন মূঢ়োলভতে সংজ্ঞাং যাবত্তাবন্ন পীডাতে ।

পীড়িতস্ত মতিং কুর্যাৎ পশ্চাৎ স ব্যাধিনিগ্রাহে ॥

অথ পুত্রাংশ্চদারাংশ্চবন্ধু নাহুয় ভাষতে ।

সর্বস্বেনাহপি মেকশ্চিদ্ভিষগানীয় দীয়তাম্ ॥

ইতি রোগিপরীক্ষা ।

যুত্ব্যক্তিগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাধিকর্ষক বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া মর্মান্বিতক অমহ যন্ত্রণা না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই লংজালাত (যত বা চেষ্টা) করিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্যাধিদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন সেই রোগ নিবারণ করিবার জন্ত মনোযোগ সহকারে বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। একারণ তদনন্তর পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কাতরোক্তিতে তাহাদিগকে বলে যে, “আমি বয়বাল্যে সর্বস্বাস্ত হইলেও তোমরা, আমার এই রোগ বিনাশার্থে চিকিৎসায় পারদর্শী একজন উপযুক্ত চিকিৎসক আনিয়া দেও।”

ইতি রোগি পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ দূতলক্ষণমাহ।

দূতেনোক্তাহিবাণীখলুদশগুণিতরাশিচক্রেণমিশ্র।
পশ্চাদেকীকৃতাচৈত্রিকটজ নযুতা সপ্তভাগাবশেষা
চন্দ্রেবহৌশরেবাবিষমপদগতানাস্তিলাভঃকদাচিৎ;
যুগ্মেবেদেরমেবাসকলশুভকরং লভাতেত্যন্তমৌখ্যম্।
শূন্যমরণং বোধ্যম্ ॥

ইতি দূতলক্ষণম্।

দূতলক্ষণ।

বাণী—কথা। রাশিচক্র—দ্বাদশ সংখ্যা অর্থাৎ ১২। চক্র ১ সংখ্যা। বহ্নি—৩ সংখ্যা। শর—৫ সংখ্যা। যুগ্ম—২ সংখ্যা। বেদ—৪ সংখ্যা। রস—৬ সংখ্যা।

রোগীর উপস্থিত রোগ চিকিৎসা করিবার জন্ত যে ব্যক্তি চিকিৎসক আনয়নার্থে গমন করে, তাহাকে দূত বলে। ঐ দূত চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া যে সকল কথা বলিবে, তাহার সংখ্যা করিয়া উক্ত সংখ্যাকে ১০ দশ দিয়া গুণ করিবে; তৎপরে তদগুণিত সংখ্যাতে ১২ যোগ করিয়া মিলিত সংখ্যাকে ৭ সাত দিয়া ভাগ দিলে, ভাগাবশিষ্ট দ্বারা রোগীর শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ ভাগাবশেষ ১, ৩ বা ৫ হইলে রোগীর সুস্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। ২, ৪ অথবা ৬ অবশিষ্ট থাকিলে রোগী সস্তর সুস্থ হইতে পারে। এবং ভাগাবশেষ শূন্য হইলে অর্থাৎ অবশিষ্ট কিছুই না থাকিলে রোগীর মরণ অবধারিত।

উদাহরণ। দূত চিকিৎসককে বলিল “সস্তরই আস্থান, ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছে” অক্ষর সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৮ হইল, ১০ দিয়া গুণ করিলে ১৮০ হয়, উহাতে ১২ যোগ দিলে ১৯২ হইল; এক্ষণে এই ১৯২ সংখ্যাকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে ২৭ বার যাইয়া ৩ অবশিষ্ট রহিল। সুতরাং ইহাদ্বারা বোধ হইল: রোগীর স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার সমস্ত জানিবে।

$$\begin{array}{r} ১৮ \times ১০ \\ \hline ১৮০ + ১২ \\ \hline ১৯২ \end{array}$$

ভাজ্যং
ভাজকং ৭) ১৯২ (২৭ ভাগফলং
১৮

৫২

৪২

ভাগাবশিষ্টম্ ৩

অনেন যোগিণোহম্বাস্থ্যং জানীয়াৎ ।

ইতি দূতপরীক্ষা সমাপ্ত ।

শিক্ষাযোগমাহ ।

অপরিচ্ছেদতাং যাতি চৈকবৈশেষ্যা-চিন্তনে ।

কিং পুনঃ পরবৈশেষ্যাং চিন্তামণৌ মনীষিণাম্ ॥

শিক্ষাযোগ ।

মনে একটী বিষয় চিন্তা করিলে, তৎকালে যুগপৎ অত্র আর কোন বিষয় কিছুতেই মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না । অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এমত ব্রহ্ম যে, একটী বিষয় শিক্ষা করিতে যথোচিত কষ্ট করিতে হয় । সুতরাং সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আয়ত্ত করা কিছুতেই সম্ভবনীয় নহে । একারণ বলি-য়াছি যে, আমার এই চিন্তামণি গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও পণ্ডিতগণের অযত্নের বা অশিক্ষার বিষয় হইবে না ।

কিয়ল্লক্ষণ মজ্ঞাত্বা চিকিৎসা দুঃখদা ভবেৎ ।

তেনৈব চ সমাসেন যদুক্তং তদিহোচ্যতে ॥

পরন্তু পাঠকদিগের ইহা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, নাড়ী, জিহ্বা এবং যুত্রের তারতম্য ভেদে নিরাময়তা ও সাময়তার লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে মাত্র যিনি অবগত আছেন ; তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া ক্লেশ ভোগের অর্থাৎ আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতার কারণ । একারণ প্রথরধীশক্তিসম্পন্ন মহা মহো-পাধ্যায়সর্বাযুর্বেদবেত্তা কণাদ প্রভৃতি মহাভাগ মুনিগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থ সমূহ হইতে সারাংশ গ্রহণ পূর্বক সুখবোধার্থে সংক্ষেপে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি ।

তথাচাহ কুর্বেদ্যস্ত লক্ষণম্ ।

নাড়ী জিহ্বাগ্রযুত্রাদেলক্ষণং যো ন বিদতি ।

সারসত্যাত্ত জন্তু নাং স বৈদ্যো ন চ শোভনঃ ॥

কুবেদ্যের লক্ষণ।

যিনি নাড়ী, জিহ্বা, নেত্র, মূত্র এবং আর্তবের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। এবং উহাদের লক্ষণ দ্বারা যে ব্যক্তি রোগ নিরূপণ করিতে অসমর্থ; তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল প্রাণিগণের জীবন বিনাশের নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব এবং স্ত্রুত বৈদ্য প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

নিদানান্যবিশেষাত্ত্ব লোকদ্রুণজ্যাবিস্তৃতঃ।

ঔষধপ্রক্রিয়াগ্রন্থে নোচ্যতে হধিকশঙ্কয়া ॥

ইতি ঐরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিতো নাড়ীজিহ্বা-

মূত্রাদেবৈশেষ্যবিবরণং নাম প্রয়োগ-চিন্তা-

মণৌ প্রথমোহধ্যায়ঃ।

এই প্রয়োগ চিন্তামণি নামক ঔষধ-প্রক্রিয়া-গ্রন্থে, রোগ লক্ষণের নিদান, মূত্র এবং শারীরাদি বিষয় অত্যন্ত বিস্তৃত প্রযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে বিবৃত হইল না।

ইতি ঐরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত “প্রয়োগ চিন্তামণি”

গ্রন্থে নাড়ী, জিহ্বা, মূত্রাদির “বৈশেষ্য বিবরণ”

নামক প্রথম-অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শারীর-বিষয়ঃ ।

বিনা শরীরে রোগস্থ স্থিতিরেব ন গম্যতে ।

শারীরস্থান মালম্য ততঃ কিক্লিগ্নিগদ্যতে ॥

শারীর-বিষয় ।

শরীর ব্যভীত ব্যাধির অবস্থিতি নাই অর্থাৎ রোগ জীবের দেহকে আশ্রয় পূর্বক কষ্ট প্রদান করে । একারণ শারীর-স্থান অবলম্বন পূর্বক মৎ কর্তৃক কিয়ৎ বিষয় কথিত হইতেছে ।

সৃষ্টিলক্ষণ-নির্দিষ্টে ব্রহ্মণে জ্ঞায়তে পরৈঃ ।

সমূলং নোচ্যতে নুনং গ্রহগৌরবশঙ্কয়া ॥

রোগ সমূহের উৎপত্তি ও লক্ষণ নির্দেশক ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে অপরোপর মুনিগণ যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন । গ্রহ বিস্তার আশঙ্কায় সে সকল বিষয় আয়ুর্পুর্বিক বর্ণিত হইল না ।

ততঃ কিয়ৎ শরীর-সংখ্যামাহ ।

স্হাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজো নবলক্ষকঃ ।

কৃমিজো রুদ্রলক্ষস্ত পক্ষকো দশলক্ষকঃ ॥

পশ্বাদীনাং ত্রিংশলক্ষ শচতুল্লক্ষস্ত বানরঃ ।

ততোহপি মানুষ্যং প্রাপ্য কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকঃ ॥

শুভ্রাঃ সাহস্রকং প্রাপ্য ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্ ।

কতিপয় শরীর সংখ্যা কথিত হইতেছে ।

স্হাবর শরীর ২০ লক্ষ, জলজ ১ লক্ষ, ক্রিমিজ ১২ লক্ষ, পক্ষক (পক্ষ-সংযুক্ত) ১০ লক্ষ, পশ্বাদি ৩০ লক্ষ, বানর শরীর ৪ লক্ষ, কুৎসিত মানুষ্য দেহ ২ লক্ষ এবং শুভ্র ব্রাহ্মণাদির শরীর সহস্র প্রকার জানিবে ।

উক্তমে চোক্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ ।

স এব আত্মবাতী স্তাৎ পুনর্যাস্ততি যাতনাম্ ॥

যে উৎকৃষ্ট প্রাণী (মনুষ্য) শব্দটোপন অবস্থায় উৎকৃষ্ট প্রাণীর (স্বজাতির) সাহায্য না লইয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করেন না, সে আত্মবাতী রূপ মহাপাপী হয়, এবং জন্মান্তরে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ।

স্বাবরাতিশরীরঃ স্তাদুৎপন্নো যথাসম্ভবঃ ।

রোগচিকিৎসামপি গৌরবান্ন প্রপঞ্চিতম্ ॥

দেশবিশেষেইপি বিষয়ভ্রাস্ত ।

স্বাবরাতি শরীর যথাসম্ভব উৎপন্ন হয় । রোগের চিকিৎসাও দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হেতু, এম্ব বাহ্যিক প্রযুক্ত এম্বলে তৎসমুদয় কথিত হইল না ।

অথ গর্ভোৎপত্তিঃ ।

কামান্মৈথুনসংযোগাৎ শুক্রশোণিতসম্ভবঃ ।

গর্ভঃ সংজায়তেনার্য্যাসঃ সংজাতো বা ন উচ্যতে ॥

গর্ভোৎপত্তি বিবরণ ।

কামপ্রযুক্ত সঙ্গমাভিলাষী স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংযোগে, পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীর শোণিত ; এই উভয় মিশ্রিত হইয়া নারীদিগের গর্ভ উৎপন্ন হয় । কিন্তু কখন কখন উল্লিখিত সংযোগাদিসত্ত্বেও বিশেষ কারণ বশতঃ গর্ভোৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা ঘটে । এক্ষণে গর্ভোৎপাদনাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে ।

দৈবসংযোগাদক্ষয়োহব্যয়ো ভূতাত্মা সত্ত্বরজ-
স্তমোভির্দেবাসুরগন্ধর্ব্বপিশাচৈরন্যৈ বায়ুনা প্রেব্য-
মানো লঘুতনো গর্ভো য মনু প্রবিশতি, প্রবিষ্টঃ
মনু শুক্রশোণিতাবভিরুজ্য স্থিরীভবতি । অতঃ
পঞ্চ মহাভূত রসাদ্বহল মুপগচ্ছতি । পৃথিবী
হসতি তেজঃ প্রচরতি বায়ু বিভজ্যতে আকাশং
বর্ষতে ।

দৈব সংযোগ বিধায়ক ক্ষয়শীল অথচ অক্ষয়, এতাদৃশ কোন একটা ভূতাত্মা ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অন্ততম গুণাশ্রয়ী দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচাদি কোন একটা ভূতযোনি, বায়ু কর্তৃক গর্ভে প্রবেশ করত শুক্র ও শোণিতকে সংক্রমণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করে । তদনন্তর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের আশ্রয়ীভূত হইলে, ক্রমান্বয়ে রস (জল) হইতে বহুগুণ গ্রাপ্ত হয়, এবং পৃথিবী হাস্য, তেজঃ, (অগ্নি) দীপ্তি, বায়ু অঙ্গবিভাগ এবং আকাশ বর্ষণ (ভূমিতীকরণ) প্রদান করিয়া থাকে ।

প্রথমে মাসি কললং দ্বিতীয়েহস্থিত্বাপুয়াৎ ।

তৃতীয়ে মাসে পিণ্ডস্ত চতুর্থৈহক্লবিভাগতা ॥

পঞ্চমে স্থান্ননঃ সত্যং বর্ষে বুদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ।

সপ্তমে সর্ব্বসম্পূর্ণো গর্ভো ভবতি নিশ্চলঃ ॥

পুরুষের শুক্র ও নারীর শোণিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া গর্ভের প্রথম মাসে

কলল (শুক্র ও শোণিত সংযোগে বৃদ্ধ দাকৃতি গর্ভোৎপাদ্য বস্তু) আকার ধারণ পূর্বক দ্বিতীয় মাসে অস্থিত প্রাপ্ত হয় । তৃতীয় মাসে মাংসপিণ্ডাকৃতি হইয়া, চতুর্থ মাসে অঙ্গসমূহের বিভাগতা জন্মে । পঞ্চম মাসে চিত্তের হৈর্ষ্য ও বর্ষ মাসে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মিয়া, সপ্তম মাসে গর্ভ সম্পূর্ণ হইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে ।

রাজশুণৈর্গর্ভাহাভূতৈঃ সূক্ষ্মৈশ্চ সদ্ভূগৈশ্চতৈঃ ।

মাতুরাহারতো গর্ভঃ ক্রমাৎ কুক্ষৌ বিবর্জ্যতে ॥

রাজশুণ সম্পন্ন, সূক্ষ্ম ও সদ্ভূগত পঞ্চ মহাত্ম কর্ষক মাতার (গর্ভিণীর) আহার ক্রমে গর্ভবতীর কুক্ষিদেহে গর্ভ উত্তরোত্তর বর্জিত হইতে থাকে ।

আহারাগারচেটোভির্ষাদুশীভিঃ সমন্বিতৌ ।

স্রীপুংসৌ সম্প্রযুজ্যত তয়ো গর্ভোহপি তাদৃশঃ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ যে প্রকার আহার, আচার ও চেটায় (কার্যশীলতায়) সমন্বিত হইয়া সুরতপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, তৎকর্ষক গর্ভ ও তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে ।

মাতাপিত্রোরনাচারাত্ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ ।

বাতাদীনাং প্রকোপেন গর্ভো বৈকৃতমাপু রাত্ ॥

পিতা মাতার অনাচার, পূর্বজন্মকৃত অপকর্ম্ম (পাপ) ও বাতাদির প্রকোপ বশতঃ গর্ভ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

সর্পরশ্মিককুশ্মাণ্ডা নানাবিকৃতয়শ্চ যে ।

গর্ভাদ্যাশ্বে স্ত্রিয়শ্চাপি জেরাঃ পাপকৃতা ভৃশম্ ॥

স্ত্রীদিগের সর্প, রশ্মিক (বিছা) ও কুশ্মাণ্ড (কুমড়া) প্রভৃতির আকৃতি বিশিষ্ট যে সকল গর্ভ উৎপন্ন হয় ; তাহী অতীব পাপকৃত বলিয়া জানিবে ।

যুগ্মেষু চ দিনেষামাং ভবেদম্পতরং রজঃ ।

সংযোগান্ত্র যা গচ্ছেৎ পুমাংসং সা প্রসূরতে ॥

স্ত্রীদিগের যুগ্ম (যোড়া) দিনে অম্পপরিমাণে রজঃ নিঃসৃত হইলে, তৎকালে পুরুষ সহসংযোগ ঘটিলে গর্ভ হইলে, তদ্বারা পুরুষই প্রসূত হয় ।

অযুগ্মেষু দিনেষামাং ভবেদ্বতরং রজঃ ।

সংযোগান্ত্র যাগচ্ছেৎ সা স্ত্রী কন্যাং প্রসূরতে ॥

অযুগ্ম (বিযোড়া) দিবসে নারীগণের বহুতর পরিমাণে রজঃ নিগত হইলে, এবং তৎসময়ে পুরুষ সহ সঙ্গত হইয়া গর্ভ উৎপন্ন হইলে, তদ্বারা কন্যা প্রসূত হয় ।

শুক্লাধিকত্বাৎ পুরুষঃ প্রমদা চ রজোধিকাৎ ।

শুক্লশোণিতসাম্যাচ্চ জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞিততঃ ॥

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সঙ্গমে উৎপাদিত শুক্লশোণিতের মধ্যে শুক্লের ভাগ অধিক হইলে গর্ভে পুরুষ, রজোভাগ অধিক হইলে স্ত্রী এবং উভয়ের (শুক্ল ও রজের) সমতা হইলে ষণ্ড (ক্লীব) সমুদ্ভূত হয় ।

বীজোহন্তবায়ুনা ভিন্নো দ্বৌ বীজৌ কুক্ষিমাশ্রিতৌ ।

যোনৌ স্মাতাং দ্বিধা চৈব চতুর্দ্ধা বহুধাপি বা ॥

বীজ (গর্ভোৎপাদ্য বস্তু) নারীদিগের গর্ভাশয়ে, আভ্যন্তরিক বায়ু দ্বারা পৃথক্কৃত হইয়া, কুক্ষিদেশকে আশ্রয়পূর্বক ছই, তিন, চারি অথবা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যোনিমার্গে অবস্থান করে । এই কারণ প্রযুক্তই এককালে ষমজ বা তদধিক সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে ।

চতুর্থেইপি ততঃ স্মাতা শুক্রমান্যা যা বা শুচিঃ ।

ইচ্ছন্তীভর্তৃসদৃশং পুত্রং পশ্যেৎ পুরঃপতিম্ ॥

রজস্বলা নারীগণ প্রথম রজোনির্গমনের চতুর্থ দিবসে স্নানকরতঃ শুদ্ধ-ভাবে সম্মুখে পতিকে দর্শনপূর্বক তৎ (স্বামী) সদৃশ পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বামীর নিকটে গর্ভার্ধে শুক্র (বীজ) কামনা করিবেক ।

পূর্বং পশ্যেদ্ ঋতুস্মাতা ষাদৃশং নরমঙ্গনা ।

তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্তৃরি দর্শয়েত্ততঃ ॥

অঙ্গনাগণ ঋতুদিবসে স্নানপূর্বক তৎকালে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তির আকৃতিবিশিষ্ট পুত্রই প্রসব করিয়া থাকে অতএব স্নানান্তে প্রথমেই পতিকে দর্শন করিবে । নচেৎ কিছুতেই পতি সদৃশ সন্তান জন্মে না । অর্থাৎ সেই সময়ে পতিকে দর্শন ব্যতীত তৎ (স্বামী) সদৃশ সন্তান উৎপন্ন হয় না ।

আহারমাপ্নোতি যদা ন গর্ভং

শোষণং সমাপ্নোতি পরিদ্রবয়া ।

সাত্ত্বী প্রসূতে সূচিরেণ গর্ভং

পুষ্টা যদা বর্ষঙৈরপি স্মাতং ॥

এতাদৃশি ভবেচ্চৈব শরীরে রোগসম্ভবঃ ।

জায়তে ন প্রকোটৈস্তু ককপিভানিলৈর্বিনা ॥

যে সময়ে যে নারীর গর্ভ (গর্ভস্থজীব) যথোচিত আহার প্রাপ্ত না হয়, তৎকালে সেই গর্ভ শুষ্কতা অথবা পরিদ্রবতা (অপুষ্টতা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই স্ত্রী অনেক কাল বিলম্বে অর্থাৎ গর্ভপুষ্ট হইতে বর্ষাধিক সময় লাগিলেও, তৎকালে গর্ভ (সন্তান) প্রসব করে । স্ত্রীদিগের বায়ু পিত্ত বা

তথ্যচাহ ।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈবস্মাত্ত্বাচ্চিৎকণঃ ।

অনুক্রমশি নোবাণাং লিঙ্গৈব্যাধি মুপাচরেৎ ॥

বায়ু, পিত্ত বা কফ এই তিন দোষের একটাকে অবলম্বন না করিয়া ব্যাধি কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না । একারণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ রোগজ্ঞাপক নিদানে কোন দোষের উল্লেখ না থাকিলেও লক্ষণ দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়া ব্যাধি নিবারণার্থে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন ।

কফপিত্তানিলাঃ পূর্বমধ্যান্তেষু ব্যবহিতাঃ ।

দেহাহোরোত্রিবয়সাং সন্ধিশপি কফানিলৌ ॥

মানবগণের দেহ ও বয়ঃক্রম এবং দিবা ও রাত্রির পূর্বভাগে কফ, মধ্য-ভাগে পিত্ত, অন্তে বায়ু এবং উহাদের সন্ধিস্থলে কফ ও অনিল দুইটাই অধিক পরিমাণে অবস্থিত থাকে ।

বৈয়োঃপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বাল মধ্যম বৃদ্ধতঃ ।

আশোড়ষাত্তবেদ্যালৌ যাবৎ ক্ষীরান্য বর্তকঃ ॥

মধ্যমঃ সপ্ততিং যাবৎ পরতো বৃদ্ধ উচ্যতে ।

বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মামধ্যাহ্নে পিত্তমেব চ ॥

ভুরিষ্ঠৌ বর্দ্ধতে বায়ুর্দ্ধে সংবীক্ষ্য যোজয়েৎ ॥

মহ্ময়গণের বয়ঃক্রম তিন প্রকার । বাল্য, মধ্যম (যৌবন) ও বার্দ্ধক্য (জরা) । তদ্ব্যতীত ১৬ বোড়ল বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন (মধ্যম) এবং তৎপরবর্তী বয়সকে বার্দ্ধক্য বলা যায় । মানবগণের এই বাল্যকালেই শ্লেষ্মা, মধ্যমকালে পিত্ত এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বর্দ্ধনশীল থাকে । সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই সমস্ত বিশিষ্টপ্রকারে পর্য্যালোচনা পূর্বক রোগীর চিকিৎসার্থে ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন ।

অত্র দোষস্য কারণমাহ ।

গুরু মধুর রসাতিস্নিগ্ধ দৃষ্ণেন্দু ভক্ষ-

দ্রবদধি দিননিদ্রা পুগ সর্পিঃ প্রপঠৈঃ ।

তুহিম-পতন-কালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ

প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে ।

অনন্তর দোষসমূহের কারণ বলা যাইতেছে ।

গুরুদ্রব্য, মধুর দ্রব্য, রসাল দ্রব্য, অতিস্নিগ্ধবস্তু, দৃষ্ণ ও ইচ্ছাকণ, দ্রবদ্রব্য ও দধি সেবন, দিবানিদ্রা, পুগ (সুপারী) ও সর্পিঃ (সূত) ভোজন করিলে এবং শিশির-পতন সময়ে, দিবসের পূর্বভাগে (প্রাতঃকালে), ভোজনান্ত সময়ে ও বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয় ।

কটুমোক্ষ বিদাহি তীক্ষ্ণবর্ণ ক্রোধোপবাসাতপ-
স্রীসম্পর্কতিলাতসীদধিসূরাশুক্রান্নালাদিভিঃ।

ভুক্তে জীর্ঘ্যতি ভোজনে চ শরদিঐশ্ব্রে সতি প্রাণিনাং-
মধ্যাহ্নে চ তথাক্ষীরাত্ৰসময়ে পিত্তপ্রকোপং ব্রজেৎ ॥

কটু (বাল) দ্রব্য, অন্ন (টক) দ্রব্য, উষ্ণ (গরম) দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য,
তীক্ষ্ণদ্রব্য ও লবণরসযুক্ত বস্তু ভক্ষণ, ক্রোধ, উপবাস, আতপ (রৌদ্র) সেবন,
স্রীসন্তোগ, তিল ও অতসী (মসিনা), দধি, সূরা (মদ) ও আরনাল
(কাঁজি) সেবনে, ভোজনকালে, ভুক্তবস্তু পরিপাক সময়ে, শরৎ ও ঐশ্ব-
কালে, মধ্যাহ্ন ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পিত্তের প্রকোপ হয়।

বায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপতনাদুজ্জ্বলক্ষ্মাজ্জাগরাৎ-

বেগানাঞ্চ বিধারণাদতিশুচ্যৈশ্চৈতাদতিত্ৰাসতঃ।

রুক্ষ ক্ষোভ কষায়িত্ত কটুকৈরেভিঃ প্রকোপং ব্রজে-

দ্বায়ুর্বারিধরাগমে পরিণতে চাহ্নে পরাহ্নেপি চ ॥

বায়াম, অপতর্পণ (অভোজন বা মানসিক দুঃখ) উচ্চস্থান হইতে
পতন, অঙ্গাদিভঙ্গ, ধাতুক্ষয়, জাগরণ, মল মুত্রাদির বেগধারণ, অত্যন্ত শোক,
শীত, অতিত্ৰাস, ক্ষোভপ্রযুক্ত, রুক্ষদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুবস্তু সেবন করিলে,
মেঘোদয়কালে, দিবসের শেষভাগে (প্রদোষকালে) এবং রাত্রির অন্ত্যভাগে
(শেষরাত্রিতে) বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

তত্র রোগাঃ।

জ্বরাতিসারো গ্রহণী চার্শোহজীর্ণ বিস্মৃচিকা।

সালসক বিলম্বী চ কুমিরকৃ পাণ্ডু কামলা ॥

হলীমকং রক্তপিত্তং রাজযক্ষ্মা উরঃক্ষতঃ।

কাসো হিক্কা সহশ্বাসৈঃ স্বরভেদস্তুরোচকঃ ॥

ছর্দিশূল্যা চ মূর্ছা চ রোগাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।

দাহাখ্যস্ত্বপরোন্মাদোহপস্মার শচানিলাময়ঃ ॥

বাতরক্তমুরস্তত্ত্ব আমবাতোহথশূলরুক্।

পৈত্তিকং শূলমানাহ মুদাবর্তো হি গুল্মরুক্ ॥

কদ্রোগো মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতস্তথাশ্মরী।

প্রমেহ মধুমেশাশ্চ পীড়কা চ প্রমেহজা ॥

মেদোদোষোদরং শোথো বৃদ্ধিশ্চ গলগণ্ডকঃ।

গণ্ডমালাপটী গ্রন্থিরকৃ দঃ স্রীপদন্তথা ॥

বিদ্রুধি ব্রণশোথো চ দ্বৌ ব্রণৌ ভয়নাড়িকে।

ভগন্দরোপদংশো চ শুকদোষস্ত্রয়াময়ঃ ॥
 শীতপিত্তমুদর্যক কোষ্ঠৈকবাস্পপিত্তকঃ ।
 বিসর্পশ্চ সবিস্ফোটঃ সরোমাস্তী মন্থরিকা ॥
 ক্ষুদ্রাস্য কর্ণ নাসাক্ষি শিরঃ স্ত্রী বালকাময়ঃ ।
 বিষক্কেতি রসায়ণো বাজীকরণ মেব চ ॥
 প্রয়োগচিন্তামণৌ হি মৎকৃতেহস্মিন্ নবগ্রন্থে ।
 ভ্রাতব্যশ্চায়মুদ্দেশো রুধিনিশ্চয়সংগ্রহে ॥

রোগসমূহের সংখ্যা ।

জ্বর, অভীমার, গ্রহণী, অর্শঃ, অজীর্ণ, বিবৃটিকা (ওলাউঠা), অলমক,
 বিলম্বিকা, ক্রিমিরোগ, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, রক্তপিত্ত, রাজবক্ষ্মণ, উরঃ-
 ক্ষত, কাস, হিকা, শ্বাস, স্বরভেদ, অরোচক, ছর্দি, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, পানাত্যয়,
 দাহ, উন্মাদ, অপস্মার, বায়ু, বাতরক্ত, উকৃত্ত, আমবাত, শূল, পিত্তশূল,
 আনাহ, উদাবর্ত, গুল্ম, হস্ত্রোগ, গুরুক্ষ, গূত্রামাত, অশ্মরী, প্রমেহ, মধু-
 মেহ, প্রমেহজনিতপীড়কা, মেনোরোগ, উদর, শোথ, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা,
 অপচী, গ্রন্থি, অর্কদ, (আন্) স্নীপদ (গোদ), বিদ্রুগি, ত্রণশোথ, দ্বিত্রণ,
 ভয়, নাড়ীত্রণ, সর্দোত্রণ, ভগন্দর, উপদংশ, শুকদোষ, শীতপিত্ত, উদার্ক্য,
 কুষ্ঠ, অল্পপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট, রোমাস্তী (হান্), মন্থরিকা (বহুস্ত্রোগ),
 ক্ষুদ্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, চক্ষুরোগ, স্ত্রীরোগ, বালরোগ ও
 বিষরোগ ; এই সকল ব্যাধির নিবারক ঔষধ এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ
 সমূহ এই রুধিনিশ্চয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবেক ।

অথ জ্বরংপিত্তনিদানম্ ।

বাতেন দুষিতং পিত্তং পিত্তরুদ্ধং ককাম্রিতে ।

রসদ্রুষ্টিমিতি জ্বরং জ্বরংপিত্তমুদাহৃতম্ ॥

অনন্তর জ্বরংপিত্তনিদান বলা বাইতেছে ।

বায়ুদ্বারা দুষিত পিত্ত, পিত্ত কর্তৃক ককাম্রিতে হইলে রস দ্রুট
 হয়, ইহাকেই জ্বরংপিত্ত বলিয়া জানিবে ।

অথ সোমরোগনিদানম্ ।

প্রসঙ্গশ্রমশোকৈশ্চ গরদোষাভিচারতঃ ।

আপঃ সর্বশরীরস্থা মুত্রশ্রোতঃ প্রপদ্য বৈ ॥

নির্গন্ধো নীরুজঃ স্বচ্ছ সিতবারিনিভাঃ সিতাঃ ।

অবস্তি চাতিমাত্রস্ত ন শক্নোতি মুদ্রুর্বলা ॥

বেগং ধারয়িতুং তত্র ন বিদতি মুখং কচিৎ ।

শৈথিল্যং শিরসশ্চৈব মুখতালুবিশোধনম্ ॥

প্রলাপো মুচ্ছা জ্জ্বা চ ত্বক্ চ রুক্ষম্বাপ্নুতা ।

রোগঃ সোম ইতি স্ত্রীণাং নিত্যং নিশ্চেত তৎক্ষণাৎ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত্তে “রোগ

পরীক্ষা বিবরণং” নাম প্রয়োগচিন্তামণৌ

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

সোমরোগ নিদান ।

অত্যন্ত পুরুষ গৎসর্গ, শোক, পরিশ্রম, বিষদোষ এবং অভিচার ; এই সকল কারণে স্ত্রীদিগের সর্বশরীরগত জলীয় ধাতু মূত্রমার্গ দ্বারা নির্গত, বেদনাহীন, শুষ্ক, নির্মলবারিসদৃশ অথচ শীতল ও স্বেতবর্ণরূপে অধিক পরিমাণে জাব হয় ; রোগিণী অসহনশীলা এবং বলহীনা হয় ; বেগধারণ করিতে সমর্থ হয় না ; মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শুষ্কতা, প্রলাপ, মুচ্ছা, জ্জ্বা (হাই) এবং চর্ম্ম অত্যন্ত রুক্ষ হইলে সোমরোগ বলিয়া জানিবে । স্ত্রীদিগের “সোম” নামক ধাতু নির্গত হয় বলিয়া সোমরোগ বলে ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত্তে “প্রয়োগ

চিন্তামণি” গ্রন্থে “রোগ পরীক্ষা বিবরণ”

নামক দ্বিতীয়-অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ।



ততশ্চিকিৎসা যথা।—

আমুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।

শঠৈবঃ কষায়ৈ হোমাদৈঃ ক্রমোণাস্ত্যামুপূজিতা ॥

• অনন্তর রোগ সমূহের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

চিকিৎসা তিনপ্রকার। যথা ;—আমুরী, মানুষী এবং দৈবী। শাস্ত্রাদি (অস্ত্রাদি) দ্বারা চিকিৎসাকে আমুরী, কষায়াদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসাকে মানুষী এবং জপ, হোমাদি দ্বারা চিকিৎসাকে দৈবী চিকিৎসা বলে। এই চিকিৎসাত্রয় উত্তরোত্তর অগুণ্য অর্থাৎ আমুরী চিকিৎসা হইতে মানুষী চিকিৎসা উৎকৃষ্ট এবং মানুষী চিকিৎসা হইতে দৈবী চিকিৎসা উৎকৃষ্ট।

দেশবিশেষে ভিষজামন্ত্রচিকিৎসাহতোহত্র মোচ্যতে।

পাচনাদিঃ স্নাতং ক্ষীরং তৈলং চূর্ণং বটীভূতা ॥

ভিষগুগণদেশবিশেষে অস্ত্র চিকিৎসারও প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার (অস্ত্র চিকিৎসার) উল্লেখ করা হইল না। ইহাতে পাচনাদি, স্নাত, ক্ষীর (দুগ্ধ), তৈল, চূর্ণ ও বটী প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসার বিষয় কথিত হইল।

কালাকালং সমাগম্য চিকিৎসেত যথাক্রমম্।

আদিশব্দাদ্যথাযোগং রুজিধারণৌবধমস্ত্রোপলেপাদি ॥

• চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া কালাকাল বিবেচনা পূর্বক যথাক্রমে পাচনাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। “পাচনাদি” এই শব্দে আদি শব্দ বলায়, রোগা-হুসারে ধারণৌবধ (যে ঔষধ অঙ্গ বিশেষে ধারণ করিলে রোগ আরোগ্য হয়), মন্ত্র এবং প্রলেপাদিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

• জ্বর চিকিৎসা।

কালাকাল-সমাগমন-বিশেষেণ নবজ্বরেতি বক্তব্যম্।

যথাক্রমশব্দেন পাচনস্নাতাদি রপ্য হৃদিকারোক্তা-
নুস্তেন চিস্ত্যঃ ॥

জ্বর চিকিৎসা ।

নবজ্বরে কালাকাল সমাগমন (প্রকৃতি) বিশেষ দ্বারা উহার চিকিৎসা প্রণালী কথিত হইল । এবং যথাক্রম শব্দ দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, নব-জ্বরে অধিকারামুসারে উক্ত অথবা অমুক্ত পাচন, হৃতাদিও ব্যবহার্য্য ।

নবজ্বরে দিবাস্তপ্ন স্নানাত্যক্তান্ন মৈথুনম্ ।

ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকবায়াত্শচ বিবৰ্জয়েৎ ॥

নিদান পরিভাগ ।

নবজ্বরে দিবানিত্রা, স্নান, অজ্ঞান (অঙ্গে তৈলাদি মর্দন) গুরু আহার, (নবজ্বরে গুরু আহারের নিষেধ, কিন্তু লঘু আহারের বিধান আছে । একারণ এস্থলে ইহাই বুদ্ধিয়া লইতে হইবে ।) মৈথুন (স্ত্রীসন্তোগ), ক্রোধ, প্রবাত (প্রখলবায়ু কিবা পূর্ষদিকের বায়ু সেবন) ব্যায়াম (পরিশ্রম) এবং কষায় বস্ত্র সেবন (তকণজ্বরে কষায় রস দ্রুত দ্রব্য প্রয়োগ করিলে, উহা পরিপাক না হইয়া রোগীর মলরোধ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের অবরোধে জন্মাইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে, এই কারণে কষায় দ্রব্য সেবন নিষেধ) পরিভাগ করা উচিত । (এস্থলে দিবানিত্রাদি যে করেকটা পরিভাগ্য বলিয়া কথিত হইল, কেবল তাহাই যে জ্বরের কারণ (নিদান) এমত নহে, অর্থাৎ উহাদের সমানধর্ম্মীও জ্বরের কারণ বলিয়া জানিবে । নবজ্বরে দিবানিত্রাদি পরিভাগ্য করিতে বলিবার কারণ এই যে, যে সকল আহার ব্যবহারাদি রোগের নিদান (কারণ), সে সকল পরিহার না করিলে রোগ কিছুতেই উপশমিত হয় না । যে হেতু এবিধ আহার বিহারাদি দ্বারা দোষের (বায়ু পিত্তাদির) বল বৃদ্ধি পাইয়া আরোগ্য সহজে প্রতিবন্ধকতা ঘটে, একারণ এমতস্থলে চিকিৎসক কোনও প্রকার ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আশামূরূপ ফললাভ করিতে সক্ষম হন না । অতএব আহার বিহারাদি রূপ যে কোন প্রকার নিদানই হউক না, প্রথমতঃ তৎসমুদায় পরিভাগ্য করিবে । এমন কি অনেক সময়ে কেবল মাত্র নিদান পরিভাগ্য করিয়াই রোগ হইতে নিষ্কৃত হওয়া যায় । এই নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিদান পরিভাগ্যকেও একপ্রকার চিকিৎসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এবং চিকিৎসার অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, সকল প্রকার চিকিৎসার প্রথমে নিদান পরিভাগ্য রূপ চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন । এই কারণে নবজ্বরে দিবানিত্রাদি পরিভাগ্য ।

জ্বরে লজ্জনমেবাদা বুপদিষ্ঠ হুতে জ্বরাৎ ।

ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকাম শোক শ্রমোত্তুবাৎ ॥

উপবাস-বিধি ।

ক্ষয় (ধাতু ক্ষয় অথবা যক্ষ্মা রোগ), নিরাম বায়ু (বায়ু দুইপ্রকার—সাম বায়ু ও নিরামবায়ু । সহ+আম=সাম ; আম শব্দের অর্থ অপক্করস, অতএব সামবায়ু শব্দে অপক্করসসংযুক্ত বায়ু । যে বায়ুর সহিত আম অর্থাৎ অপক্করস নাই, তাহাকে নিরাম বায়ু বলে) । ভয়, ক্রোধ, এবং পরিশ্রম ; এই সমুদয়

কারণভ্রাতীত অস্ত্র কোন কারণে ছুর হইলে, প্রথমতঃ উপবাস করাই উচিত। উপবাস শব্দে যে সাধারণতঃ অনাহার অর্থ বুঝায়, এখানে তাহা নহে। কারণ নিদান পরিবর্জন বিধিতে গুরু আহারের নিষেধ এবং লঘু আহারের যে বিধান আছে; এস্থলে উপবাস বা লঙ্ঘন অর্থে সেই লঘু আহার বুঝিতে হইবে। মণ্ড, পেয়াদি এবং তৎসদৃশ সাদু, এরাকট প্রভৃতি লঘু আহারের মধ্যে গণনীয়।

আমাশয়স্থো হত্বান্নি সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্ ।

বিদধাতি জ্বরং নোষস্তন্মাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ ॥

সাম দোষ (অপকরসংযুক্ত বিকৃতিপ্রাপ্ত, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) আমাশয়ে অবস্থান পূর্বক প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, তৎপরে ঘর্ষবাহী ও রসবাহী স্রোতঃ সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই কারণেই জ্বরের প্রথম অবস্থায় উপবাস বা লঙ্ঘন দিবার বিধান হইয়াছে।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনে নোপপাদয়েৎ ।

বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোহয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥

উপবাস এতদূর উপকারী হইলেও, যাহাতে রোগীর শরীর দুর্বল হইয়া না পড়ে, এমন ভাবে উপবাস দেওয়া কর্তব্য। কারণ যে আরোগ্যের নিমিত্ত চিকিৎসার নিয়ম, বলই তাহার প্রধান আশ্রয়; অর্থাৎ বল ব্যতীত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা অতি কম।

তত্ত্ব মারুত ক্ষুভ্ৰুক্ষামুখশোষ ভ্রমাব্রিতে ।

কার্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্তিগ্যাং ন দুর্বলে ॥

বায়ু প্রধান, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোষযুক্ত ও ভ্রমসংযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গর্তিগী ও দুর্বল ব্যক্তিকে উপবাস দিবে না।

বাতযুক্তপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে ।

হৃদয়োদগারকণ্ঠাস্ত শুদ্ধৌ তত্ত্বা ক্রমে গতে ॥

স্বেদে জাতিত রূঢ়ৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে ।

কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাঅনি ॥

সম্যক্ প্রকারে (আবশ্যকানুযায়ী) উপবাস করান হইলে, রোগীর মল, মুত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, হৃদয়ের ভার দূর, বিশুদ্ধ উদগার, ঘর্ষ, আহারে কচি, কণ্ঠ ও মূত্রের পরিষ্কারতা, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, অসহ্য ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং অন্তঃকরণের প্রশান্ততা হয়। এই সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর উপবাস দেওয়া উচিত নহে; যেহেতু এই সকল লক্ষণ প্রকাশের পরেও লঙ্ঘন দিলে, অতিরিক্ত উপবাসের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে।

পৰ্বভেদোঃ ক্ষয়দৃশ্য কাসঃ শোষো মুখশ্চ চ ।

ক্ষুধ্বিনাশো রুচিস্থকা দৌৰ্বল্যাং শ্রোত্ৰেনৈত্রয়োঃ ॥

মনসঃ সম্রমোহভীক্স দুৰ্দ্ধবাত স্তমো হৃদি ।

দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লজ্জনেহতিক্রুতে ভবেৎ ॥

অতিরিক্ত উপবাস করান হইলে, রোগীর পৰ্বভেদ (দৃষ্টিহলে ডক্কবৎ বেদনার অমৃভব), অঙ্গবেদনা, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধার নাশ (ক্ষুধার অভাব), পিপাসা, দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দৌৰ্বল্য, চিত্তচাঞ্চল্য, অত্যন্ত উৰ্দ্ধবাত (হিকা, শ্বাস, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ প্রভৃতি বায়ুপ্রধান লক্ষণ সমূহ) মোহ এবং শরীর ও জঠরাগ্নির দুৰ্বলতা উপস্থিত হয়। পৰ্বভেদ প্রভৃতি অতিরিক্ত লক্ষণ গুলি অতিশয় ভয়াবহ, কারণ উহার দ্বারা প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা। এহেতু এই লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবা মাত্রেই চিকিৎসা করা কর্তব্য অর্থাৎ উহার প্রতিকারার্থে বলকারক ঔষধ এবং যথোপযুক্ত আহার প্রদান পূর্বক শরীরের ক্ষতিপূরণ করা উচিত এবং হিকা শ্বাসাদি প্রতিকূলে ঔষধ প্রয়োগও আবশ্যিক। অতিরিক্ত উপবাস দ্বারা স্নেহের ক্ষয় এবং বায়ুর আধিক্য প্রযুক্ত এহলে উৰ্দ্ধবাতশযে উদ্যার বিশেষ না বুঝাইয়া হিকা, শ্বাস, কর্ণে অব্যক্তধ্বনি ও জ্বস্তা (হাই) প্রভৃতিই বোধ করাইতেছে।

সদ্যোভুক্তশ্চ বা জাতে জ্বরে সম্তপর্ণোথিতে ।

বমনং বমনাহ্নশ্চ শস্তমিত্যাহ বাভটঃ ॥

বমন-বিধি ।

বাভট বলেন—যদি আহারের অব্যবহিত পরেই জ্বর, অথবা সম্তপর্ণ দ্বারা (রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি কারক ক্রিয়া দ্বারা) জ্বর উপস্থিত হয়, তবে রোগীকে যত্ন সহকারে বমন করাইবে। কিন্তু সর্বত্র রোগী বমনের যোগ্য কি না তাহা দেখিবে। অর্থাৎ তিমিররোগ, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর ও স্থূল রোগাক্রান্ত; ক্ষতক্ষীণ ও কুশব্যক্তি; অর্থাৎ প্রমেহ ও আক্ষেপক বায়ুরোগগ্রস্ত এবং তরুণ গর্ভিণী প্রভৃতিকে বমনের অযোগ্য বলিয়া জানিবে।

কক প্রধানানুৎক্রিষ্টানু দোষানামাশয়স্থিতানু ।

বুদ্ধা জ্বরকরানু কালে বম্যানাং বমঠৈন হ্নরেৎ ॥

যদি রোগীর আমাশয়স্থদোষে স্নেহের বাহুল্য দর্শিত হয়, এবং বিবমিষা (বমনচ্ছা) থাকায় আপনা হইতেই নির্গত হইবে বলিয়া অমৃভূত হয়; তবে নবজ্বরী কি জীর্ণজ্বরী বমনের যোগ্য সকল ব্যক্তিকেই যথা সময়ে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের কারণ হৃত্ত এই সকল দোষের বাহির করান কর্তব্য।

অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণেশ্বরে ।

অদোষাং শাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্ ॥

পূর্বোক্তাধিষ্ঠিত লক্ষণ সকল না ঘটিলে, নবজরীকে যত্নপূর্বক বমন করা-ইলে, প্রবল হ্রস্বোগ, শ্বাস, আনাহ (মলমূত্রের রোধজনিত উদরে অসহ্য বেদনা) এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে ।

ত্বাযতে সলিলং চোক্ষং দদ্যাৎ দ্বাতকফজ্বরে ।

যদ্যোথৈ পৈত্তিকে চাপ শীতলং তিত্তকং স্ন্যতম্ ॥

জল-প্রদান-বিধি ।

বাতজ্বরে, কফ জ্বরে এবং বাত-শ্লেষ্মজ্বরে উষ্ণজল, এবং পিত্তজ্বরে ও মদপান জনিত রূক্ষজ্বরে তিত্ত দ্রব্যের সহিত পাক করা জল পান করিতে দিবে । বাতপিত্ত জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং ত্রিদোষজ্বরে কি প্রকার জল পান করিতে হইবে, মূলে তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে ও ত্রিদোষজ্বরে উষ্ণ জল এবং বাতপিত্তজ্বরে তিত্ত বস্তুর সহিত সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে । এ স্থলে ইহাও অবগত থাকা উচিত যে, জ্বররোগীর তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, জলপান করিতে দেওয়া সাতিশয় কর্তব্য ; কিন্তু কর্তব্য বলিয়া অধিক পরিমাণে দিবে না । রোগী যত সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, ততই ভাল । কিন্তু একেবারে জল বন্ধ করাও অত্যন্ত দোষ-জনক । কারণ, আহার না করিয়া কিছুকাল জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জলাভাবে অত্যাশ্রয়কালের নিমিত্তও জীবন ধারণ করা অতীব সূকঠিন । পিপাসার সময়ে জল না পাইলে নানা প্রকার যন্ত্রণা, পরে মোহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এবং সেই মোহই চিরমোহে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট করে ।

জল উষ্ণ করিবার নিয়ম—উষ্ণ জল প্রস্তুত করিতে হইলে, যে পরিমাণ জল সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, তাহার অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ব্যবহার করিবে । দিবসের সিদ্ধ জল রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ জল পুনঃ দিবসে ব্যবহার করিবে না ।

দীপনং পাচনকৈব জ্বরস্ত মুভয়ঞ্চ তৎ ।

শ্রোতস্মাৎ-শোধনং বলাৎ রুচিশ্বেদপ্রদং শিবম্ ॥

নাক্ত উভয়বিধ জল অগ্নিবর্দ্ধক, আম (অপক) রসের পরিপাক, অম্ল বিনাশক, প্রজ্বাব (মূত্র নিঃসারণ) ও ঘর্ম্মাদি দ্বারা শ্রোতঃ সমূহের পরি-
হারক এবং রুচি ও ঘর্ম্ম-জনক ।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্ ।

মুস্ত পপ্প টকোশীর চন্দ্রবোদীচ্যনাগরৈঃ ।

শূতনীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে ॥

যড়ঙ্গ-পানীয় ।—

(মুখ্য—মুখা । পৰ্পটিক—ক্ষেত্ৰপাপ্ড়া । উল্লী—বেণার মূল । চন্দন—
রক্তচন্দন । উল্লীচা-বাল্য । (পাথরকুচি) । নাগর—শুঠা ।

মুখা, ক্ষেত্ৰপাপ্ড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বাল্য এবং শুঠ এই ছয়টি অব্য-
লমুদায়ে ২ দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূৰ্বক কুটিত করতঃ ৫ চারিসের জলে
সিদ্ধ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া ১/২ দুইসের মাত্র
অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে । তৎপরে শীতল হইলে পান করিতে দিবে ।
৬ ছয়টি বস্তু দ্বারা এই জল প্রস্তুত হয় বলিয়া, ইহাকে যড়ঙ্গ-জল বা যড়ঙ্গ-
পানীয় বলে । এই যড়ঙ্গ-পানীয় পিপাসা ও জ্বর, উভয়েরই শান্তি করিয়া
থাকে ।

মুখ্য-ভেষজ-সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শুরূপে জ্ঞেয় ।

তোষপেয়াদি সংস্কারে নিদোষং তেন ভেষজম্ ॥

পরে কথিত হইবে যে, তরুণ জ্বরে সপ্তাহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ,
অর্থাৎ এস্থলে জলের সহিত মুখ্য প্রভৃতি ঔষধ যোগ করিয়া জ্বরের হৃতনা-
বস্থায় সপ্তাহ মধ্যেই ব্যবস্থা করা হইল । পরন্তু কিঞ্চিৎ পরেও মণ্ড, পেয়াদি
সহযোগে পিপুল, শুঠ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগের ও ব্যবস্থা করা যাইবেক ।
অতএব বাহার নিষেধ, তাহারই বিধান, এই পরস্পর বিপরীত নিয়ম কেমন
করিয়া সম্মত হইতেছে । এই বিরোধের মীমাংসার জগৎ এই কথা বলা
যাইতে পারে যে, হৃতনজ্বরে যে সপ্তাহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগের নিষেধ আছে,
তাহা মুখ্য ঔষধ সম্বন্ধে জানিবে ; সকল প্রকার ঔষধ সম্বন্ধে নহে । অর্থাৎ
গৌণ (অপ্রধান) ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে । সুতরাং জল বা মণ্ডাদি
সংস্কারের (শোধনের) নিমিত্ত জল বা মণ্ডের সহিত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ
করা যায়, সে সকল অপ্রধান বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না । যে
সকল ঔষধ জল বা মণ্ডাদি শোধনার্থ প্রযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে সেবনার্থে
ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে মুখ্য ঔষধ বলা যায় । উপবাস বা বালুকাস্বেদ
ভক্ষণার্থে প্রয়োগ করা হয় না বলিয়া, উহা মুখ্য ঔষধমধ্যে গণ্য নহে । আর
যে সমস্ত ঔষধ জল বা মণ্ডাদির শোধনার্থ জল বা মণ্ডাদির সহযোগে ব্যবহৃত
হয়, তাহাদিগকে অপ্রধান অর্থাৎ গৌণ ঔষধ বলা যায় ।

যদপ্যু শূতশীতানু যড়ঙ্গাদি প্রযুক্ত্যতে ।

কর্মমাত্রং ততো দত্তা সাধয়েৎ প্রাশ্নিকে হস্তমি ।

অর্দ্ধশূতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বোধো ॥

যড়ঙ্গ পানীয়, কষার (ক্কাথ), সাধ্য মণ্ড, পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে,
কি পরিমাণে ঔষধ ও জল লইতে হয় ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞানের জগৎ একটী
নিয়ম বলা যাইতেছে । যড়ঙ্গ জলে এবং মণ্ডাদি, ঘৃষ ও মাংস রসাদিতে
যে সকল ঔষধীয় ঔষধ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, তাহাদের সমুদায়ে

২-দুইতোলা লইয়া /৩ চারি সের জলে সিদ্ধ করতঃ /২ দুই সের অবশিষ্ট থাকিলে নামাইবে । পরে বস্ত্র দ্বারা সেই জল ছাঁকিয়া পানার্থে অথবা মণ্ড, পেয়াদি পাক করিবার জন্য ব্যবহার করিবে ।

বমিতং লজ্জিতং কালে যবাণুভিরুপাচরেৎ ।

যথাক্ষৌষধসিদ্ধান্তির্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ ॥

আহার-বিধি ।

রোগীকে অবস্থানুসারে কখন কেবল বমন, কোন সময়ে কেবলমাত্র উপবাস অথবা কোন সময়ে বমন ও উপবাস ; এই উভয়ও প্রয়োগ করিতে হয় । এই বমন, উপবাসাদি দ্বারা তাহার সামদোষ (অপক্করস সংযুক্ত বাত, পিত্ত, ক্লেমা) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করিতে দিবে । কিন্তু কোন প্রকার গুরু আহার প্রদান করিবে না । কারণ আহার-দোষে রোগীর পুনর্ব্বার অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । একারণ আহাৰীম বস্ত্র লঘু অন্নসারে প্রথমে মণ্ড, তৎপরে পেয়া এবং তদন্তর বিলেপী প্রদান কর্তব্য । কিন্তু ঐ মণ্ড, পেয়া প্রভৃতির যাহাতে যে প্রকার ঔষধ দিবার নিয়ম আছে, সেই সেই ঔষধ সহ মণ্ডাদি পাক করিয়া লইতে হইবেক । এবং ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিবে যে, উপবাস ও বমনের অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রথমতঃ মণ্ড, তৎপরে পেয়া এবং তদন্তর বিলেপী আহার করিতে দিবে ।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলী নাগরৈঃ শৃতাম্ ।

পিবেৎ জরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্রানপ্পাণি রাদিতঃ ॥

(পিপ্পলী—পিপুল । নাগর—শুঠী । লাজ—খৈ ।)

জ্বরিত ব্যক্তি প্রথমতঃ পিপ্পলী ও শুঠীর সহিত খৈর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে । কারণ—এই মণ্ড জ্বরনাশক এবং অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হইয়া থাকে । সুতরাং জ্বর-রোগী অল্প ক্ষুধাতেও এই লাজ-মণ্ড (খৈর মণ্ড) ব্যবহার করিতে পারে ।

পেয়ায়া রক্তশালীনাং পার্শ্ববন্তিশিরোরুজি ।

শ্বদংষ্ট্রা কণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ ॥

(রক্তশালি—ধাত্ত বিশেষ । বন্তি—মূত্রাশয় । শ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর ।)

জ্বরিত ব্যক্তির পার্শ্বদ্বয়, বন্তিদেশ এবং মন্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্তশালির অর্থাৎ রক্তশালি নামক ধাত্তের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে অহারার্থে প্রদান করিবে । এই মণ্ড অতীব জ্বর-নাশক ।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শূতাং জরী ।

বৃদ্ধীকা পিপ্পলীমূল চব্যামলকনাগরৈঃ ॥

(বৃদ্ধীকা—কিস্মিন্ বা মনেকা । চব্য—চৈ । আমলক—বাসক ।)

জ্বরিত ব্যক্তির কোষ্ঠ বন্ধ (দান্তবদ্ধ) হইয়া উঠিলে (পেটে) বেদনা উপ-

হিত হইলে, কিস্মিস্, পিপুলের মূল, চৈ, বাসক এবং শুঠ। এই সকল দ্রব্যের সহিত রক্তশালি ধাতুর তণ্ডুলের (চাউলের) মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সাহায্যার্থে প্রদান করিবে।

পঞ্চমূল্য লবীয়ন্তা ওষ্যাত্তাং সধান্যায়।

কণয়া যুব পেয়াদি সাধনং স্যাদবথাক্রমম্॥

বাতপিত্তে বাতকে ত্রিদোষে শ্লেষ্মাপিত্তজ্জ্বে।

যবাগুঃ স্ত্রিত্রিদোষদ্বী ব্যাত্রী হ্রঃস্পর্শ গোক্ষুরৈঃ॥

(ধাত্ত—ধনে। কণা—পিপুল। ব্যাত্রী—কণ্টকারী। হ্রঃস্পর্শ—হ্রালতা।)

লবীয়ন্তী পঞ্চমূল্য অর্থাৎ লঘু বা স্বল্প পঞ্চমূল। যথা;—শালপানী (ছালানী), চাকুলে (পিঠানী); ব্যাকুড় (রহতী), গোক্ষুর ও কণ্টকারী; এই ৫ পঁচটী। ওষ্যাত্তাং পঞ্চমূল্য অর্থাৎ মহৎ পঞ্চমূল। যথা;—বেল, শোণা, গান্তারী (গামাইর), পাকল এবং গণিয়ারী; এই ৫ পঁচটী।

বাতপিত্তজ্বরে জ্বরিত ব্যক্তিকে স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড়, গোক্ষুর ও কণ্টকারী; এই কয়েকটী দ্রব্য দ্বারা সাধিত যুব বা মণ্ডাদি আহার করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মাজ্বরে মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, গান্তারী, পাকল ও গণিয়ারী; এই ৫ পঁচটী দ্রব্যের মূলের ছাল দ্বারা সাধিত যুব বা মণ্ডাদি আহার করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে ধনিয়া ও পিপুলের সহিত দাইল সহযোগে যুব অথবা চাউল সহযোগে মণ্ড প্রস্তুত পূর্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ্বরে দশমূল অর্থাৎ পূর্বোক্ত শালপানী, চাকুলে প্রভৃতি ৫পঁচটী অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেল, শোণা প্রভৃতি ৫পঁচটী অর্থাৎ মহৎ পঞ্চমূল; এই ১০ দশটী দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত রক্তশালি ধাতুর চাউলের পেয়া কিবা দাইল সহযোগে সাধিত যুব রোগীকে পান করিতে দিবে।

অধিক্ত ত্রিদোষজ্বরে (সান্নিপাতিকজ্বরে) কণ্টকারী, হ্রালতা ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যত্রয় সহযোগে প্রস্তুত রক্তশালির মণ্ড, পেয়াদিও রোগীকে আহার করিতে দিবে। ইহাও ত্রিদোষজ বা সান্নিপাত জ্বরনাশক।

কর্ষার্জ্জ্বে বা কণা শুষ্ঠ্যঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।

বিনীত পাচয়েন্ মুক্তগা বারি প্রস্থেন চাপরাম্॥

কল্ক সাধ্য যবাগু সাধনেন নিরক্ষম্।

(কর্ষার্জ্জ্বে—১ একডোলা। কণা—পিপুল। কল্কদ্রব্য—যে সকল ঔষধ যুব, পেয়াদি পাক করিতে হয়। বারি—জল। প্রস্থ/২ দুইসের।)

কল্ক দ্বারা মণ্ডাদি, যুবাদি (যুব, মাংসাদি) পাক করিতে হইলে, কি পরিমাণ জল ও ঔষধ দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার নিয়ম।

ঔষধ সকল বীৰ্য ভেদে তিন প্রকার। যথা;—তীক্ষ্ণবীৰ্য, মধ্যবীৰ্য এবং

মুহুরীষ্য। পিপুল, মরিচ, শুষ্ঠী প্রভৃতিকে তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ; বেল, শোণা, পাকল, পিঁয়াজী প্রভৃতিকে মধ্যবীৰ্য্য এবং আমলকী, কিসুম্বিন্দু, হরীতকী প্রভৃতিকে মুহুরীষ্য ত্রব্য বলে। যবাগু অর্থাৎ মণ্ডপেয়াদিতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে, তাহা তাক্সবীৰ্য্য হইলে ২ হুইতোলা, মধ্যবীৰ্য্য হইলে ৪ চারিতোলা এবং মুহুরীষ্য ত্রব্য হইলে ৮ অক্টতোলা লইবে। এই নিয়মে ঔষধত্রব্য সকল অঙ্গপারিমিত জলের সহিত বাটিয়া লবণ চূর্ণ করিয়া ৮ চারিসের জল সহ বোমে, রোগীর সহজকালীন অভ্যাসের চতুর্থাংশ (৪ চারিতোলের ২ ভাগ) পরিমাণ চাউল এহণপূর্বক, তাহা অঙ্গপ জল সহ বাটিয়া অথবা চূর্ণীকৃত করিয়া ১৪ গুণ জলে মণ্ড, ৬ গুণ জলে পেয়া এবং ৪ গুণ জলে বিলেপী পাক করিতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন মণ্ড পেয়াদির লক্ষণ দেখিতে পাইবে, তখন নামাইয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

বড়ঙ্গ-পরিভাবৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মত।

যবাগু মুচিভাদুক্ত। চতুর্ভাগকতাং বদেৎ ॥

ক্কাথ সাধ্যা যবাগু (মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী) প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঔষধ ক্কাথ, বড়ঙ্গ-পানীয়ের বিধানানুসারে প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ পিপুল, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ত্রব্যের ২ তোলা, বেল গণিয়ারী প্রভৃতি মধ্যবীৰ্য্য ত্রব্যের ৪ তোলা অথবা আমলকী, হরীতকী, কিসুম্বিন্দু প্রভৃতি মুহুরীষ্য ত্রব্যের ৮ তোলা এহণ-পূর্বক ৮ চারিসের জল সহযোগে গন্ধ করতঃ ২ হুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহা পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। তৎপরে রোগীর আভ্যা-নিক চাউলের চতুর্থাংশ এহণপূর্বক অঙ্গপারিমিত জল সহ বাটিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া, ঐ চূর্ণীকৃত চাউল, ঔষধ ১৪ গুণ পরিমাণে পূর্বোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত ক্কাথ সহ মণ্ড, ৬ গুণ ক্কাথ সহ পেয়া এবং ৪ চারিগুণ ক্কাথ সহযোগে বিলেপী প্রস্তুত করিবে।

পূর্বে কথিত হইল যে, মণ্ড, পেয়াদি প্রস্তুত করিবার জন্য আভ্যানিক তণ্ডুলের চতুর্থাংশ লইতে হইবে। এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে কথিত হই-তেছে। যথা :—যে ব্যক্তি যে পরিমাণে চাউলের অন্ন সহজ অবস্থায় আহার করিয়া থাকে, মণ্ডাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সেই চাউল লইতে হইলে, ঔষধ ৪ চারিতোলের ২ ভাগ এহণ করিতে হয়। মণ্ডাদির তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া (শুঁড়া করিয়া) লওয়া আবশ্যিক।

সিক্ধকৈ রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্ধ-সম্বিতঃ ।

যবাগু বহুসিক্ধা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রব্য ॥

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর লক্ষণ ।

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম যবাগু। কোন কোন স্থানে যবাগু বৈদ্য কেবল মাত্র পেয়াই বুঝায়। তণ্ডুল ও জল দ্বারা সারিত বস্ত্র সিক্ধ (সিটে থাকণা) বিহীন হইয়া অত্যধিক ভরল হইলে মণ্ড, অঙ্গপ সিক্ধ সংস্কৃত

অথচ অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ থাকিলে পেন্সা এবং অধিক সিক্ত ও অল্পপরিমাণে তরল পদার্থ থাকিলে বিলেপী বলা যায়।

অনুৎ পঞ্চাশে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।

মণ্ডশ্চতুর্দশগুণে যবাগুঃ ষড়্গুণেহস্তসি।

মণ্ড, পেন্সাদির পাকার্থে যে জল ব্যবহৃত হয়, সেই জলের চাউলের ৫ পাঁচ গুণ জলে অন্ন, ১১ উনিশ গুণ জলদ্বারা মণ্ড, ১১ গুণ জলে (যবাগু) পেন্সা এবং ১ গুণ জল দ্বারা বিলেপী প্রস্তুত করিতে হয়।

পাংশুধানে যথা রুক্ষিঃ ক্লেদয়ত্যতিকর্দমম্।

তথা শ্লেষ্মনি সংরুদ্ধে যবাগুঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনী।

শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, কোন প্রকার রোগে যবাগু প্রদান করিবে না। কারণ ঐ শ্লেষ্মাবস্থায় যবাগু ব্যবহার করিলে, শ্লেষ্মা পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন কোন স্থানে খুলিরাশিতে রুক্ষি পতিত হইয়া অত্যন্ত কর্দম হইয়া সেই স্থানকে পঙ্কময় করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্লেষ্মা-ধিক রোগে যবাগু প্রযুক্ত হইলে, শ্লেষ্মা রুক্ষি পাইয়া রোগীকে বিপদাগম করিয়া ফেলে।

মদাত্যয়ে মদানিত্যে ঐষ্মে পিত্তকফাভ্যকে।

উর্দ্ধগে রক্তপিণ্ডে চ যবাগু রহিতা জ্বরে।

মদাত্ম্য রোগীর জ্বরে, মদ্যপায়ীর জ্বরে, মদ্যপান জনিত জ্বরে, ঐষ্ম-কালোদ্ভূত জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মাধিক জ্বরে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিণ্ড রোগে পেন্সাদি প্রয়োগ করিলে অতীব অহিত ঘটিয়া থাকে।

তত্র তর্পণ যোবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।

জ্বরপঠৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্।

দ্রবণোলোড়িতান্তে স্যু স্তপর্ণং লাজশক্তবঃ।

পূর্বোক্ত মদাত্ম্য রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিম্বিস, দোড়িম (বেদানা), ও খজ্জুর (পিণ্ড খজ্জুর) প্রভৃতি জ্বরস্থ ফল সমূহের রসে খৈর চূর্ণ এবং তদনুরূপ মধু ও শর্করা (ইকু চিনি) মিশ্রিত করিয়া প্রথমতঃ আহার করিতে দিবে। এবাবিধ খাদ্যকে “তর্পণ” বলে। এইরূপ অবস্থায় কিম্বিস প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ পরিমাণে ১০ এক ছটাক, জল ১/২ সের এবং অবশিষ্ট ১০ অর্দ্ধ সের জ্ঞানিবে। এবং উক্তসাধিত ১০ জলে খৈ চূর্ণ ৪ চারি তোলা এবং মধু ২ তোলা মিশ্রণ পূর্বক রোগীকে পান করিতে দিবে।

প্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।

মুদগযুবৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফ-সমুথিতে।

স এব মিতরা যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ।

অত্যন্ত পরিশ্রম, উপবাস এবং বায়ু, এই তিন প্রকার কারণে জ্বর হইলে,

জরের মুক্তন ও পুরাতন উভয়বিধ অবস্থাতেই মাংস রনের (মাংস কাথের) সহিত অন্ন (উক্ত অর্থাৎ ডাত) আহার করিতে দিবে। এবং স্নেহজ্বরে মুদগা দাইলের ঘূষের সহিত অন্ন এবং পিত্তজ্বরে ঐ মুগের ঘূষ সহ শর্করা (ইস্টিচিনি) সমেত অন্ন আহার করিতে দিবে।

• হ্রস্বমূলকযুষস্ত কফবাতাত্মকে হিতঃ ।

নিম্নকুলকযুষস্ত হিতঃ পিত্তকফাত্মকে ॥

বাতস্নেহজ্বরে কচি মুলার ঘূষের সহিত অন্ন এবং পিত্তস্নেহজ্বরে মিন-পাতা ও পটোল পত্রের (পল্‌তার) ঘূষ সহ অন্ন সেবন করিতে দিবে। এ স্থলে ঔষধ দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা, মুগের দাইল ১০ একছটাক বা ১০ অর্দ্ধ পোয়া এবং জল ১/২ দুই সের লইবে। ইহার অর্দ্ধ সের পরিমাণে অবশিষ্ট রাখিয়া নামাইয়া লইবে। যেখানে কেবল মাত্র ঔষধের উল্লেখ আছে, কিন্তু দাইলের উল্লেখ নাই, সে স্থলে ঘূষ পাক করিতে হইলে দাইল গ্রহণ করিতে হইবেক। এবং সেই দাইল যবাগুর তণ্ডুলের নিয়মামুসারে গ্রহণ করিবে।

মুদগান্নমূরাং শ্চণকান্ কুলখান্ সমুক্রুতকান্ ।

আহারকালে যুষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥

জ্বর রোগীকে আহার কালে মুগ, মূহুর, চণক (ছোলা বা বুট) ও বনমুগ ; এই সকল দাইলের ঘূষ প্রদান করিবে।

পটোলপত্রং বার্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্ ।

কর্কোটকং পপটিকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্ ।

পত্রং গুড়ুচ্যাং শাকার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥

পটোলপত্র (পল্‌তা), বার্তাকু (বেগুন), কুলক (পটোলকল), কার-বেল্লক (করলা উচ্ছে), কর্কোটক (কঁকরোল), পপটিক (ফেত্‌পাপড়া), গোজিহ্বা (গুজিয়া শাক), বালমূলক (কচি মূলা) এবং গুড়ুচীর (গুলঞ্চের পত্র) ; এই সমস্ত দ্রব্যের শাক পাক করিয়া জ্বররোগীকে আহারকালে ভোজন করিতে দিবে।

জ্বরিনোহরুচি-চিকিৎসা ।

জ্বরিতো হিতমশ্নীরাদ্ যদ্যপ্যাসাহরুচি র্ভবেৎ ।

অন্নকালে হৃভুগ্ণানঃ ক্ষীরতে ত্রিয়তেঽথবা ॥

অকচির চিকিৎসা ।

জরিত ব্যক্তের আহারে অকচ হইলেও, তাহাকে অনাহারে রাখিবে না অথবা কচি জম্বাইবার জন্ত সুপথ্য দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে না। সুপথ্য হিতকর দ্রব্যই ভোজন করিতে দিবে। কারণ-জ্বররোগী আহার সময়ে যথেষ্ট পথ্য আহার করিয়া দ্রব্য ভোজন করিতে না পাইলে, তাহার শরীর ক্রমশঃ অনাহারীর দ্যায় ক্ষীণ হইতে থাকে। এবং সুপথ্য দ্রব্য ভোজন করিলে,

রোগ বলপ্রাপ্ত হইয়া রোগীর বল ধ্বংস করিতে থাকে। একারণে রোগ-
ব্যক্তির জীবন হইতে মুক্তি লাভ করণ হইতে থাকে, যতদূর দিন দিবসলব্ধ প্রযুক্ত
অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

অরুচী মাতুলুঙ্গস্য কেশরঃ সাজ্যসৈন্দবম্।

শাত্রী দ্রাক্ষ সিতানাং বা কঙ্কধাসোন ধারয়েৎ ॥

জ্বররোগীর আহারে অকচিৎ হইলে মাতুলুঙ্গের কেশর (ছোলক, টাৰা বা
কলয়া লেবুর কেশর) হুত ও মৈন্দব লবণ সহযোগে মিশ্রিত করিয়া মুখে
রাখিবে। কিম্বা শাত্রী (আমলকী), দ্রাক্ষা (কিসমিস্) ও শর্করা (ইছটানি)
একত্র করিয়া মুখে রাখিবে।

সাতত্যাং স্বাদুভাবাদ্ধা পথাং ব্বেষ্যত্বেয়াগতম্।

কম্পনা-বিধিভিত্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্ৰক্ষয়েৎ পুমঃ ॥

যদ্যপি প্রতিদিন এক দ্রব্য আহার করায়, অথবা স্বাহারসের অভাব
(বিশ্রাম) প্রযুক্ত থাকায় প্রতি বিদেব (অপ্রজ্ঞা) জন্মে। তাহা হইলে
কম্পনাহসারে নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত পূৰ্ব্বক
রোগীকে ভোজন করিতে দিবে। যে প্রকারে খাদ্য দ্রব্য রোগীর মুখপ্রিয়
হয়, চিকিৎসকের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতিশয় আবশ্যক। যে হেতু
অনাহারে রোগীর জীবন পর্যন্ত হুংস হইতে পারে।

জ্বরিতঃ জ্বরমুক্তঃ বা দিনান্তে ভোজয়েন্নবু।

শ্লেষ্মকরে বিরুদ্ধোহ্য বা লবাননলস্তদা ॥

জ্বররোগীকে অথবা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে দিনান্তে (মধ্যাহ্নকালে) লবু আহার
প্রদান করিবে। যে হেতু ঐ সময় শ্লেষ্মার ক্ষয় হইয়া জঠরাগ্নির উষ্ণতা এবং
বল বৃদ্ধি হয়; একারণ উক্ত সময়ে আহার প্রদান করিলে, অবিলম্বে পরি-
পাক হইয়া মহৎ উপকার সংসাধিত হয়। এবং অজীর্ণ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা
থাকে না। কিন্তু বাহার উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই জ্বরের উত্থেক হয়,
তাহার পক্ষে মধ্যাহ্ন কালের অপেক্ষা না করিয়া জ্বরের সময়ে যথা পরিমাণে
আহার প্রদান করিবে।

গুরুভিষান্দ্যাহ্নকালে চ জ্বরী মাদ্যাত্ কথঞ্চন।

নহিতম্যাহিতঃ তুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা ॥

জ্বররোগী গুরুপাক দ্রব্য (পিকক, মটকাদি), অভিব্যাদি-দ্রব্য (ক্লেন
জনক উঁড়ুল, দধি প্রভৃতি) আহার করিলে; জ্বরের সময়ে আহার না করিয়া
অধিক পরে আহার করিলে এবং অজ্বরের অর্থাৎ জ্বরের উত্থেক না হইলেও
তৎসময়ে ভোজন করিলে, বিশেষ প্রকার অহিত ঘটিবার সম্ভাবনা। যেহেতু
কলাবহার অহিত ভোজন করিলে আর রক্তের অথবা পরিণামে জ্বর-
পাথরের স্ফাটন ঘটিয়া থাকে।

লঙ্ঘনং শ্বেদনং কালো যবাগুতিভুক্তকৌ রসঃ ।

পাঁচনান্যবিপকানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে ।

সবজ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস), শ্বেদক্রিয়া (উপায় বিশেষ দ্বারা শরীরে উত্তাপ প্রদান), কাল (অষ্টাহকাল—আট দিন পর্যন্ত), যবাগু (মণ্ড পৈয়া ও বিলেপী) আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সহযোগে তিত্তরস সেবন। এই সমস্ত সামদোষের পরিপাক অর্থাৎ উপবাসাদি প্রক্রিয়া করিতে করিতে সাত দিন গত হইলে, অপকদোষের পরিপাক হইয়া থাকে; এবং তাহা হইলে জ্বরস্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সুবিধা ঘটে ও সম্বর রোগীরও রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা হয়।

জ্বরস্ত তারুণ্যাদ্যবস্থা-নির্ণয়ঃ ।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমার্হস্যনীবিণঃ ।

মধ্যং দ্বাদশরাত্রস্ত পুরাতনমতঃ পরম্ ।

জ্বরের তরুণ, মধ্যম ও পুরাতন (জীর্ণ) অবস্থা নির্ণয় ।

বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সুবিধার্থে অবস্থাবিশেষে জ্বরকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যথা;—১ তরুণজ্বর, নূতনজ্বর বা নবজ্বর; ২ মধ্যজ্বর এবং ৩ পুরাতনজ্বর, পুরাণজ্বর বা জীর্ণজ্বর। জ্বরোৎপত্তির প্রথম দিবস হইতে সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর, অষ্টম দিন (অষ্টাহ) হইতে দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত মধ্যজ্বর এবং দ্বাদশ দিবসের পর অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসের পরবর্তী স্থায়ী জ্বরকে পুরাতন বা জীর্ণজ্বর বলা যায়। সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বরের তাকণ্য অবস্থা বলিবার প্রয়োজন এই যে, অগ্নিত ব্যক্তির আমাশয়গত সামদোষ (অপকরস যুক্ত বায়ু, পিত্ত ও কফ) উপবাস কালে আহারহানীয় হয়; একারণ জঠরাগ্নিও অপর পাচ্য দ্রব্যের অভাব হেতু ঐ অপক দোষকেই ক্রমশঃ পরিপাক করিতে থাকে। এবং সামদোষের পরিপাক হইয়া উদরিক অগ্নিবলও বৃদ্ধি পাইয়া ধাতুগত-অধিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। সুতরাং ধাতুগত অগ্নির বলে ধাতুস্থ আমরসেরও পরিপকতা হয়। এই অবস্থা প্রায়ই সপ্তাহ মধ্যে ঘটে বলিয়া অষ্টাহকে নিরাম (আম বা অপকরস বিহীন) কাল বলে।

পাঁচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়রেন্তুতম্ ।

জ্বরিতং বড়হেতুতে লঘুত্বং প্রতিভোজিতম্ ॥

সপ্তমদিবস পর্যন্ত জ্বরের তরুণ অবস্থা থাকায়, তাহাতে উপবাসাদি চিকিৎসার বিধান করা হইল। তৎপরে অস্ত্রবিধ ব্যবহার প্রয়োজন বশতঃ তাহার বিধি কথিত হইতেছে। সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন (মণ্ড, পয়াদি) সেবন করাইয়া, অষ্টম দিনে লঘু অন্ন এবং পাচন বা শমন করার

যদ্বারা দোষের পরিপাক হয় তাহাকে পাচন এবং যদ্বারা দোষ (বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কক বা আমরস) বিরচিত বা উদ্ভিক্ত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাহাকে শমন বা সংশমন কষায় বলে। বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে কষায় শব্দের বহু প্রকার অর্থ হয়, তবে এখানে সঙ্গতানুযায়ী তিনটি অর্থের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১ম অর্থ ক্কাথ; ইহা জরের তরুণ অবস্থায় ব্যবহৃত হয় নহে, কারণ জরের তরুণাবস্থায় ক্কাথ প্রয়োগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও স্লেষ্মা উৎক্ষিপ্ত হইয়া রোগীর শোচনীয় অবস্থা ঘটায়। ২য় অর্থ—কষায় রস; ইহাও তরুণ জরে নিষিদ্ধ। যে হেতু কষায় রস গুরু, শীতগুণ যুক্ত, বায়ু বর্ধক এবং মল, মূত্র রোধ করে। সুতরাং জরিত ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইলে জরের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ জরের বেগ বর্ধিত হইয়া অহিত সংসাধন করিয়া থাকে। ৩য় অর্থ—স্বরস, ক্কাথ, বল্ক, শীত ও কাট। ইহার মধ্যে স্বরস, কল্ক প্রভৃতিই প্রয়োজন্য। তরুণজরে ষড়ঙ্গ-পানীয়ের বিধান করিয়া পুনরায় ক্কাথের নিবেদন করায়, ইহা বুঝিতে হইবে যে,—ক্কাথের ষোলগুণ জল সহযোগে চতুর্ভাগাবশিষ্ট রাখিয়া যে ক্কাথ করা হয়, তাহা নহে; অর্থাৎ প্রদত্ত জলের অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং ইহা লঘু পাক বশতঃ রোগীকে সেবন করাইলে অশুভ করিবার সম্ভাবনা নাই; অথচ জরের উপশম হয়।

সপ্তাহাৎ পরতোহস্তকে সাত্মে সাত্মে পাচনং জ্বরে।

নিরামে শমনং স্তকে সাত্মে নৌষধমাচরেৎ ॥

সপ্তাহ পরে অর্থাৎ অষ্টমদিবসে জ্বররোগীর অন্তর্ক সামান্যতার অর্থাৎ আমরস পরিপাক হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে অপকরস কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া গুপ্তভাবে আছে কিনা, এমত সন্দিদ্ধ অবস্থায় পাচন (দোষের পরিপাক) ঔষধ প্রদান করিবে। এবং সম্পূর্ণ নিরাম অবস্থায় (যখন দেখিবে আমরস আদৌ নাই) সংশমন কষায় প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্তক সামান্যতার (আমরস প্রচুর পরিমাণে নিশ্চিতরূপে অবস্থিত থাকিলে) পাচন কি শমন, কোন প্রকার কষায়ই প্রয়োগ করিবে না। কারণ এতাদৃশ অবস্থায় অপকরস পরিপাক না হইয়া জরের বেগ বর্ধন করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রকৃত অর্থ স্থির হইল যে, যতদিন পর্যন্ত জরিত ব্যক্তির আমরস পরিপাক না পাইবে, তাহার মধ্যে শমন কষায় দেওয়া কর্তব্য নহে। এবং সাত দিবসের পূর্বেও আমরস পরিপাক পাইলে, তাহাতেও সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত; পাচন (দোষের পরিপাক) ঔষধ তদবস্থায় প্রয়োগ করা অনর্থক মাত্র। সুতরাং “অষ্টাহ” শব্দ উপলক্ষ্য মাত্র। (যদ্বারা শব্দের আধুনিক অর্থ ব্যতীত অন্তর্বিধ সঙ্গত অর্থও প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে উপলক্ষ্য বলে।) এখানেও অষ্টাহ শব্দে কেবল অষ্ট দিন মাত্র না বুঝাইয়া, ইহার প্রতিশ্রুতিক অর্থ সহিত নিরাম জরের নিরাম কালকেও বুঝাইতে হবে।

তীয়-অধ্যায়ঃ ।

লালা প্রমেকো হস্তাস হৃদয়াশুদ্ধারোচকাঃ ।

তন্মালম্যবিপাকস্য-বৈরম্যং গুরুগাত্রতা ॥

ক্ষুন্নশো বহুমূত্রত্বং শুক্লতা বলবান্ জ্বরঃ ।

আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাভিত্র ভেষজম্ ।

ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্ ॥

আমজ্বরের লক্ষণ ।

লালাজ্বাব, বিবমিষা (বমনেচ্ছা), হৃদয়ে ভারবোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিপাক (উদরস্থ আহারীয় দ্রব্যের অজীর্ণতা) এবং দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) অপকৃতা, শরীরের গুরুতা, মুখের বিরসতা, আহারে অনিচ্ছা, প্রজ্বাববাহল্য, শরীরের জড়তা ও জ্বরের বেগাধিক্য ; এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের শুদ্ধ সাম্যবস্থায় অর্থাৎ আমজ্বরে লক্ষিত হয় । এতদবস্থায় কোন প্রকার সং-শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না ; যেহেতু তাহা দ্বারা জ্বরের কোন উপশম না হইয়া বরঞ্চ বেগ বর্দ্ধিত করে ।

যুদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ ।

পক্ষং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥

আমরস পরিপাকের লক্ষণ ।

জ্বরের বেগ মৃদু, শরীরের লঘুতা, দোষের (বায়ু, পিত্ত, ক্লেম্বার) অক্লিকৃদ্ধতা (চলাচলের অপ্রতিবন্ধকতা) এবং মলের নির্গমন ; এই সকল লক্ষণ অবলোকিত হইলে, আম (অপক) রসের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া, জ্বররোগীকে এতদবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

সর্বজ্বরেষু ।

নাগরং দেবকাস্থিঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ম্ ।

দদ্যাৎ প্যচনকং পূর্বং জ্বরিতায় জ্বর্যাপহম্ ॥

সর্বজ্বরে ।

(নাগর—শুষ্ঠী । দেবকাস্থি—দেবদাক । যত্রাক—ধনে । বৃহতীদ্বয়—ব্যাকুড় ও কণ্টকারী) ।

শুষ্ঠ, দেবদাক, ধনিয়া, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারী ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমুদারে ২ হইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক কুটিত করতঃ ৥০ অর্দ্ধ-সের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে ; যখন দেখিবে ৮০ অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বান্দিয়া জলীয়ভাগ গ্রহণ করিবে । এই জ্বরনাশক পাচন (কাথ) প্রথমে সকলপ্রকার জ্বরে ব্যবহার্য্য ।

পীতাম্বু লজ্জিতঃ ক্ষীণোহজীর্ণো ভূক্তঃ পিপাসিতঃ ।

ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনং যথেষ্টরং ॥

প্ররোগ-চিন্তামণিঃ।

ঔষধ সেবনের সময় নির্দেশ।

যে ব্যক্তি জলপান অথবা অন্ন আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে; কাণ-শরীরবিশিষ্ট ব্যক্তি, লজ্জিত (উপবাসী), অজীর্ণরোগী এবং তৃষ্ণার্তব্যক্তির পক্ষে; সংশোধন, সংশমন প্রভৃতি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বীৰ্য্যাধিকং ভবতি ভেষজ মনহীনং-

হন্যাভ্যুদাময় মসংশয় মাশু চৈব।

তদ্বাল রুদ্ধ যুবতী যুত্ৰভিশ্চ পীতং-

গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ।

শীত্ৰং বিপাকমুপযাতি বলং নহিংস্তা-

দনারতং ন চ মুহূৰ্দনান্নিরেতি।

প্রাগ্ভুক্তসেবিত মহৌষধ মেতদেব,

দদ্যাচ্চ রুদ্ধ শিশু ভীৰু বরাজ্ঞানাভ্যঃ।

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতঞ্চ তথৌষধংসশেষেহ্নে।

ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যান্যরোগাংশ্চ।

আহার পরিপাকান্তে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহার বল(বীৰ্য্য) অ-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শীত্ৰই উপকার দর্শিয়া থাকে। যেহেতু আহারবি-ঔষধ কোন প্রকার আবরণে আবরিত হইতে না পারায়, সম্বর স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া সম্যকপ্রকারে যথোচিত ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, এবং কোষ্ঠদেশকেও সম্পূর্ণরূপে শোধন করে। ঔষধ জীর্ণ হইতে না হইতে ভোজন করিলে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরেই ঔষধ সেবন করিলে, সেই ঔষধ দ্বারা কোন প্রকার উপকার সংসাধিত হয় না, বরঞ্চ উহা অত্যান্ন রোগ উৎপাদনের মূলীভূত কারণ হয়। কিন্তু বালক (শিশু), রুদ্ধ, যুত্ৰ (কোমলপ্রকৃতি), ভীক, বরাজ্ঞনা (উত্তমা নারী) ও যুবতী নারীদিগকে কোন মতে ভোজনবিহীন ঔষধ সেবন করিতে দিবে না। কারণ—ভোজনবিহীন ঔষধসেবন করিলে, তদ্বারা উহাদের অন্তর্গনি ও দুর্বলতা উপস্থিত হয়। এই হেতু ঐ সকল ব্যক্তিকে ভোজনের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে ঔষধ সেবন করাইবে। কারণ আহারের প্রাক্কালে উহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইলে অথবা ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরেই ভোজন করিতে দিলে, ভুক্ত ঔষধ অন্ন (ভক্ষিত আহারীয় বস্তু) দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, মুখ দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গমনের কথা বলহানির সম্ভাবনা থাকে না।

অনুলোমোদনিলঃ স্বাস্থ্যং কুত্ৰকা হুমমস্কতা।

লঘুত্বমিদ্ভির্যোদ্যারশুদ্ধির্জীর্ণে বিধাকৃতঃ।

জীর্ণ ঔষধের লক্ষণ ।

ঔষধ সম্যক্ প্রকারে পরিপাক পাইলে, বায়ুর অম্ললোমতা (স্বীয় পথে স্বাভাবিক গমন), শরীর ও মনের প্রশমতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, দেহের লঘুতা, ইন্দ্রিয় সকল পরিষ্কার এবং উদার বিশুদ্ধ হয় ।

ক্লমো দাহোহঙ্গসদনং ভ্রমো মুচ্ছা শিরোরুজা ।

অরতি বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥

ভুক্ত ঔষধ সম্যক্ প্রকারে জীর্ণ না হইলে, দেহের ক্লান্তি, অঙ্গাদি দাহ; অঙ্গের অবসন্নতা, ভ্রমবোধ, মুচ্ছা (মোহ), মস্তকবেদনা, অরতি (চিন্তের অস্থিরতা ও অপ্রবৃত্তি) এবং বলহানি ঘটিয়া থাকে ।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ ।

ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥

উত্তমস্ত পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে ।

জঘন্যস্ত পলার্দ্ধেন স্নেহকাথৌষধেষু চ ॥

ঔষধের পরিমাণ নির্ণয় ।

ঔষধের পরিমাণের স্থিরতা নাই । অর্থাৎ চিকিৎসক দোষ (বাত, পিত্ত ও স্নেহ), অগ্নি, শারীরিক ও মানসিক বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য (তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, মধ্যবীৰ্য্য অথবা মৃদুবীৰ্য্য কি না) এবং কোষ্ঠ (ক্রুরকোষ্ঠ, মধ্যকোষ্ঠ অথবা মৃদুকোষ্ঠ কি না) ; এই সকল বিষয় যথানীতি বিচার পূর্বক ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিবেন । ঔষধের পরিমাণ অল্প বা অধিক ; এই উভয় প্রকার দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিষয়তা ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ অল্প মাত্রায় ঔষধ প্রযোজিত হইলে, রোগের উপশম হয় না ; এবং অধিক মাত্রায় প্রযোজিত হইলে অন্তর্বিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় । একারণ ঔষধের পরিমাণ যাহাতে উপযুক্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে । যাহার অগ্নি ও বল অধিক, তাহাকে স্নেহ (তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা) ও কাথ্যবস্ত একপল (৮ তোলা) পরিমাণে, যাহার বল ও অগ্নি মধ্যম, তাহাকে ৩ তিনকর্ষ (৬ তোলা) এবং অল্প বল ও অঙ্গাণ্মিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ২ দুই কর্ষ (৪ তোলা) মাত্রায় ঔষধ প্রদান করিবে । কিন্তু এক্ষণে কাথ্য বস্তু এনিয়মে ব্যবহৃত হয় না । প্রচলিত পরিমাণানুসারে ৮০ রুতি পরিমিত তোলার ২ তোলা, জল অর্কসের এবং শেষ অর্কপোরা ; এই নিয়মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কর্ষাদৌ তু পলং যাবদদ্যাত্ বোড়শিকং জলম্ ।

ততস্ত কুড়বং যাবতৌষমন্টগুণস্তবেৎ ॥

চতুগুণমতশ্চোদ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং ভবেৎ ।

কাথ্যদ্রব্যপলে কুর্ষ্যাৎ প্রস্থাদিকং পাদশেষিতম্ ॥

২ দুইতোলা (১৬ আটতোলা পর্যন্ত) কাথ্যদ্রব্যে ১৬ ষোলগুণ জল, (১৬ কলসের) পর্যন্ত কাথ্যদ্রব্যে ৮ গুণ জল এবং তদুর্দ্ধ প্রস্থ

প্রভৃতি কাথ্যক্রম্যে ৪ গুণ জল দিবে । কিন্তু প্রবলান্নি ব্যক্তির জন্ত কাথ্যক্রম্যে ১ পল লইতে হইলে ২ সের জল দিয়া অর্দ্ধসের শেষ রাখিবে ।

দ্বাত্রিংশমাষকৈর্ মাষ শ্চরকস্ত তু তৈঃ পলম্ ।

অষ্টচত্বারিংশতা স্ত্রাৎ সূত্রতস্ত তু মাষকঃ ॥

দ্বাদশভিধান্যমাবৈশ্চতুষষ্ঠ্যা তু তৈঃ পলম্ ।

এতচ্ তুলিতং পঞ্চ-রক্তি-মাষাত্মকং পলম্ ॥

চরকার্দ্ধপলোন্মানং চরকে দশরক্তিকৈঃ ।

মাবৈঃ পলং চতুষষ্ঠ্যা যদ্তুবেত্তু তথেরিতম্ ॥

তস্মাৎ পলং চতুষষ্ঠ্যা মাষকৈর্ দশরক্তিকৈঃ ।

চরকানুমতং বৈদ্যৈ শিকিৎসাসুপযুক্ত্যতে ॥

পরিমাণ ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরক ও সূত্রত ; এই উভয়ের লিখিত পরিমাণ অধিক প্রচলিত ; কিন্তু প্রচলিত হইলেও সূত্রতের মাত্রাপেক্ষা চরকের মাত্রা অধিক বলিয়া, চিকিৎসকগণ চরকের মাত্রাই ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই হেতু এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধের বিষয় কথিত হইল, তৎসমুদায় চরকের মতানুযায়ী মাত্রাতেই প্রয়োগ করা কর্তব্য । চরকের মতে ৩২ বলিশ মাষকে (মাষ-কলায়ে) ১ এক মাষা, ৪৮ আটচলিশ মাষায় ১ পল (৮ তোলা) ; সূত্রত মতে ১২ বার মাষকে ১ এক মাষা এবং উহার ৬৪ চৌষটি মাষায় ১ এক পল (৮ তোলা) । চরক এবং সূত্রতের মাত্রার প্রভেদ এই যে, চরকের ১০ দশ রক্তিতে যে মাষা ; সূত্রতের ৫ পাঁচ রক্তিতে সেই মাষা হয় । সূত্রত চরকের অর্দ্ধপল সূত্রতের ১ পলের সমান অর্থাৎ চরকের মাত্রা সূত্রতের দ্বিগুণ মাত্রার সমান । এই গ্রন্থে যে মাত্রা ব্যবহৃত হইবে, তাহা ৮০ অশীতি রক্তিতে তোলা এবং ৬৪ চৌষটি তোলায় ১ সের বুঝিতে হইবে ।

পরিমাণের ক্রম ।

৩০ পরমাণু ... ১ ত্রসরেণু, ধ্বংসী ।

৬ ত্রসরেণু ... ১ মরীচি ।

৬ মরীচি ... ১ সর্ষপ ।

৬ সর্ষপ ... ১ যব ।

৩ যব ... ১ গুগ্গা, রক্তি ।

১০ রক্তি ... ১ মাষক (মাষা), হেম, ধামক ।

৪ মাষা ... ১ শান (অর্দ্ধতোলা), নিকায়ক, ধরণ ।

২ শান ... ১ কবার্দ্ধ (১ তোলা), স্রংজ্ঞক, বটক, কোল ।

১ কবার্দ্ধ ... ১ কর্ধ (২ তোলা), স্রবর্ণ, অক্ষ, কিকিৎ, বিড়ালপদক, পিচু, পানিতল, উড়ু ধর, তিস্তুক, কবড়গ্রহ ।

১ কর্ধ ... ১ অর্দ্ধপল (৪ তোলা), গুক্তি, অষ্টমিকা ।

চুতীর-অধারঃ ।

- ১ তোলা ... ১ পল (৮ তোলা), মুক্তি, প্রকৃষ্ণ, চতুর্ধিকা, বিধ, বোড়শিকাও ।
- ২ পল ... ১ প্রস্থত (১৬ তোলা বা ৮ কর্ঘ) প্রস্থতি ।
- ২ প্রস্থত ... ১ কুড়ব (অর্দ্ধ সের বা ৩২ তোলা), অঞ্জলি, অষ্টমান ।
- ২ কুড়ব ... ১ মানিকা, শরাব (সের), ৮ পল (৬৪ তোলা) ।
- ২ শরাব ... ১ প্রস্থ (১/২ সের), ১৬ পল ।
- ৪ প্রস্থ ... ১ আঢ়ক (৮ সের), পাত্র, কংস, ভাজন (৬৪ পল) ।
- ৪ আঢ়ক ... ১ দ্রোণ (৩২ সের বা ২৫৬ পল), ঘট, কলস, উমান, ললুন ও অর্ঘণ ।
- ২ দ্রোণ ... ১ হর্প (৬৪ সের), কুন্ত ।
- ২ হর্প ... ১ দ্রোণী, বৃহদ্রোণী (১২৮ সের) ।
- ৪ দ্রোণী ... ১ খারী (১০২৬ পল) বা (৫১২ সের) ।
- ১০০ পল ... ১ তুলা ।
- ২০ তুলা ... ১ ভার (২০০০ পল) ।

মাষা, শান, তিন্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, দ্রোণ ও খারী ; ইহার উত্তরোত্তর চতুর্গুণ ।

অথ কফজ্বরে ।

কেশরং মাতুলুঙ্গম্ মধু সৈন্ধব সংযুতম্ ।

জিহ্বাতালু গল ক্রোম শোষে মূর্চ্ছিত্ত দাপয়েৎ ।

সিন্ধুবারদলকাথং শোষণং হি কফজ্বরে ॥

কফজ্বর-চিকিৎসা ।

মাতুলুঙ্গের (হোলঙ্গ বা টাবা নুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া ; জিহ্বা, তালু, এবং ক্রোম (পিপাসা স্থান) শুষ্ক হইলে, রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিবে ।

সিন্ধুবারদল (নিসিন্দাপাতা) ২ তোলা, জল ১০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ ১০ চারি আনা পরিমাণে পিপুলচূর্ণ । এই কাথ কফজ্বর-রোগীকে পান করিতে দিবে ।

কৌদ্রোপকুলা সংযোগঃ কাস শ্বাস জ্বরাপহঃ ।

প্লীহনং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাক্ প্রশস্ততে ॥

পিপুলচূর্ণ মধুসহ সংযুক্ত করিয়া লেহন পূর্বক সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা এবং হিক্কা নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ইহা বালকদিগের কফজ্বরে অতীব হিতকর ।

অর্থ পিত্তজ্বরে ।

একঃ পৰ্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর বিনাশনঃ ।

কিং পুনৰ্হদি যুক্তোত চন্দনোদীচ্যানাগরৈঃ ॥

পিত্তজ্বর-চিকিৎসা ।

এক মাত্র ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়ার ক্কাথ অথবা স্বরস দ্বারাই পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।
অধিকন্তু তৎসহ রক্তচন্দন, বালা এবং শুষ্ঠ সমস্তে ২ তোলা, জল /১০ অর্দ্ধ-
সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া । এই ক্কাথ দ্বারা যে পিত্তজ্বর আরোগ্য হইবে, তৎ-
সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি ? ।

বিশ্বামু পৰ্পটোশীর ঘন চন্দন সাধিতম্ ।

দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃচ্ছর্দিজ্বরদাহনুৎ ।

পৰ্পটায়ত ধাত্রীণাং ক্কাথঃ পিত্তজ্বরাপহঃ ॥

(বিশ্ব—শুষ্ঠী । অল—বালা । ঘন—মুখা ।)

শুষ্ঠ, বালা, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, মুখা বেণারমূল এবং রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য
সমুদায়ে ২ তোলা গ্রহণ পূর্বক /১০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১০ অর্দ্ধ
পোয়া থাকিতে নামাইবে । এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া, ঐ ক্কাথ
শীতল করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, ছর্দি (বমি), জ্বর এবং দাহ ও
পিপাসা নিবারিত হয় ।

ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, অমৃত (গুলঞ্চ) এবং ধাত্রী (আমলকী) ; এই কয়েকটা
দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা গ্রহণ পূর্বক /১০ অর্দ্ধ সের জল সহ পাকপূর্বক অর্দ্ধ
পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া ঐ ক্কাথ রোগীকে সেবন
করাইলে সত্ত্বর পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।

ব্যুধিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃপীতং সশর্করম্ ।

অন্তর্দাহং শময়ত্যচিরাদ রপ্ররুচমপি ।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তম্ ক্রিয়াং শীতাতং সমাচরেৎ ॥

পূর্বদিবসে রাত্রি ২ তোলা ধনে কুটিত করতঃ /১০ অর্দ্ধ পোয়া জলে
ভিজাইয়া রাখিবে, পর দিন ঐ ব্যুধিত (বাসী) জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া অল্প
পরিমাণে ইচ্ছা চিনির সহযোগে পিত্তজ্বর-রোগীকে পান করাইলে, অত্যন্ত
অসহ অন্তর্দাহ সত্ত্বর নিবারিত হয় ।

পিত্তজ্বরে শরীর তাপিত হইয়া অসহনীয় গাত্রদাহ জন্মিলে, নিম্নলিখিত
শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা নিঃসংশয়ে দূরীভূত হয় ।

বিদারী দাঁড়িমং লোপ্রন্দধিখং বীজপূরকম্ ।

এতিঃ প্রদিশ্যমুর্দ্ধানং তৃড্‌দাহার্ভম্ দেহিনঃ ॥

বিদারী (ছমি কুম্বাণ্ড), লোপ্র (লোধ), দধিখ (করেতবেল) এবং
বীজপূরক (ছোলদনেবুর কেশর) ; এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক রাড়িষের

রসের ঈহিত বাটিয়া মস্তকে (ব্রহ্মতালুতে) প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বরজনিত পিপাসা এবং দাহ অতি দুরার নিবারিত হয় ।

স্বতভূফাঙ্গপিষ্টাচ ধাত্রী লেপাচ্চ দাহহুৎ ।

অন্নপিষ্টৈঃ সূশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ ॥

আমলকী যুতে ভর্জন করিয়া (ভাজিয়া) অন্ন (কাঁজি) সহ পেষণপূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত দাহ নিবারিত হয় ।

পলাশ বৃক্ষের কোমল পাতা কাঁজির সহিত বাটিয়া পিপাসিত ও দাহাজ্ঞ ব্যক্তির মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক জ্বালা) নিবারিত হয় ।

বদরী-পল্লবোথেন ফলেনারিষ্টকশ্চ চ ।

কালেয়চন্দনানন্তা যষ্টিবদরকাঞ্জিকৈঃ ।

সন্নতৈঃ স্যাচ্ছিরোলেপস্তৃষ্ণাদাহার্তিশান্তয়ে ॥

বদরীপল্লব (কুলপাতা) প্রথমতঃ অল্পপরিমাণে কাঁজির সহিত পেষণ-পূর্বক, পরে অধিক পরিমাণে কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া মশ্বন করিতে থাকিবে । মশ্বন করিতে করিতে যখন ফেণা উঠিবে, তখন সেই ফেণা গাত্রে মর্দন করিলে পিত্তজনিত জ্বালার শান্তি হয় ।

কুলপাতার ছায় নিষ্পত্রের ফেণা প্রস্তুত করিয়া গাত্রে লেপন করিলেও পিত্তজ্বরজনিত জ্বালার উপশম হয় ।

কালেয় (কালিয়া কাষ্ঠ), রক্তচন্দন, অনন্ত (অনন্তমূল), যষ্টি (যষ্টিমধু) এবং কুলফল ; এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্বক কাঁজির সহ বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বরজনিত তৃষ্ণা ও জ্বালার উপশান্তি হইয়া থাকে ।

উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাত্র-

কাংস্যাদি পাত্রে প্রণিধায় নাভৌ ।

তত্রানুধারা বহুলং পতন্তী-

নিহন্তি দাহং তুরিতং সূশীতা ॥

জ্বরিত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে (চিৎকরিয়া) শায়িত করিয়া, তাহার নাভিদেশে তাত্র, কাংসাদিপাত্র (বাটী, ঘটী আদি) স্থাপনপূর্বক, ঐ পাত্রে উচ্চস্থান হইতে অধিক পরিমাণে শীতল জল ঢালিবে । ঐ জল উষ্ণ হইলে তাহা কেলিয়া দিয়া পুনর্ব্যার শীতল জল ঢালিবে, ঐ প্রকার তিন চারিবার করিলে অতি দুরার পিত্তজ্বর-জনিত অসহ জ্বালাও নিবারিত হইবে, তাহাতে কিছুকাত্ৰ সংশয় নাই । জল ঢালিবার সময়ে অত্যন্ত সাবধানে জল ঢালিবে, যেন বিন্দুমাত্র জল রোগীর গাত্রে পতিত না হয় ।

ন পিভেন বিনাদাহো ন কস্পো বায়ুনা বিনা ।

রাভটস্য প্রতিজ্ঞেয়ং বিনাজীর্ণেন নগদঃ ॥

বাভট বলিয়াছেন যে, পিত্ত ব্যতীত দাহ, বায়ু ব্যতীত কম্প এবং অজীর্ণতা দোষ না ঘটিলে কিছুতেই কোন রোগই উৎপন্ন হইতে পারে না।

অথ বাতিকজ্বরে ।

নাগরং পিপ্পলীমূলং গুড়ুচী বাতিকজ্বরে ।

দদ্যাৎ পাচনকং পূর্বং লিঙ্গে সপ্তম-বাসরে ॥

শুঠ, পিপুলমূল এবং গুলঞ্চ ; এই ত্রয়ত্রয় সমুদায়ে ২ হুইতোলা অহ্নপূর্বক / ॥০ অর্দ্ধসের জলে পাক করিতে থাকিবে ; যখন দেখিবে / ১০ হুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া, পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া মিটে বাদ দিয়া উহার কাথ অহ্ন করিবে। এই কাথ (পাচন) বাতিকজ্বরে সপ্তমদিবসে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্না রক্ষাদনী দারু সরলং মৈলবালুকম্ ।

কষায়ঃ শর্করা ক্ষৌদ্রযুক্তো বাত জ্বরাপহঃ ॥

(রক্ষাদলী বন্দা, পরগাছা বা চিলে। এই গাছ আশ্র প্রভৃতি রক্ষের উপরি উৎপন্ন হয়, কদাচ মাটিতে হয় না এবং নীত ঋতুতে ইহার রক্তবর্ণ পুষ্প হয়। দারু—দেবদারু। সরল—সরলকাষ্ঠ। এলবালুকা—গন্ধদ্রব্য বিশেষ। ক্ষৌদ্র—মধু)।

রাস্না, পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ এবং এলবালুকা ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমুদায়ে ২ হুইতোলা অহ্নপূর্বক / ॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই পাচন সহ মিকিতোলা ইক্ষুচিনি ও মিকিতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া বাতজ্বরীকে সেবন করিতে দিবে।

প্রক্ষেপঃপাদিকঃ কাথ্যাং স্নেহে কল্কসমো মতঃ ।

পরিভাষা মিমামন্যে প্রক্ষেপেপ্যুচিরে যথা ॥

* কর্ণশূর্ণশ্চ কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্বশঃ ।

দ্রবশুক্ত্যা স লেচ্যাঃ পাতব্যশ্চ চতুর্দ্বিঃ ।

মাত্রাক্ষৌদ্র স্নাতাদীনাং স্নেহকাথেষু চূর্ণবৎ ॥

কাথে (পাচনে) যে দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহার মাত্রা কাথের চারিভাগের একভাগ মাত্র। এবং স্নাত তৈলাদি স্নেহ বস্তুতে প্রক্ষেপ দিতে হইলে, তাহা কল্কের সমান দিবে। কিন্তু কোন শুষ্ক চূর্ণাদি দ্রব্য স্নাত, মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য সহ লেহন বা পান করিতে হইলে ; তবে চূর্ণ দ্রব্য যদি একপল (৮ তোলা) হয় এবং উহা স্নাতাদির সহিত লেহন করিতে হয়, তাহা হইলে স্নাত, মধু প্রভৃতি তরলবস্তু শুদ্ধি মাত্রায় (অর্থাৎ চূর্ণ দ্রব্যের অর্ধেক পরিমাণে ৪ তোলা) দিবে এবং পান করিতে হইলে স্নাতাদি দ্রব্য-দ্রব্যের চতুর্গুণ পরিমাণে দিবে। কিন্তু এক্ষণে এবিধ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ কাথবস্তু সমুদায়ে ২ তোলা, প্রক্ষেপবস্তু অর্দ্ধতোলা এবং

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

ঔষধ, জীবা, আদি দ্রব্য ২।৩ মাষার অনধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয় । কারণ-অধুনা মানবগণের দ্বািত্ত্বাদি পূর্বকালোপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াছে, সুতরাং ঔষধ মাত্রায় অধিক বশতঃ তাহা অসহ্য বিধার্ন অর্জীর্ণ হইয়া অপকার ঘটাইতে পারে ।

বিল্বাদি পঞ্চমূলী চ শুভ্র চ্যামলকে তথা ।

• কুন্তম্বুরসমো হ্রেষ কষায়ো বাতিকো জ্বরে ॥

বেল, শোণা, গাজীর, পাঙ্কল, গণিয়ারী, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনিয়া ; এই সকল দ্রব্য সমস্তে ২ দুইতোলা গ্রহণ পূর্বক অর্কসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অর্কপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্রাথ রোগীকে পান করিতে দিলে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চকোলঃ ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরম্ ।

দীপনীয়ঃ স্নাতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥

পঞ্চকোল পাচন ।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা ও শুঠ ; এই ৫ পঁচটী দ্রব্য একত্রিত হইলে পঞ্চকোল পাচন বলা যায় । ইহা সমুদারে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক অর্কসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্কপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া জ্বররোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই পঞ্চকোল পাচন অমি-সন্দীপক এবং কফ ও বায়ুনাশক । বিশেষতঃ এই ক্রাথ বালকদিগের পক্ষে অতীব উপকারী ।

আরথ্বাদিঃ ।—

আরথ্ব গ্রন্থিক মুস্ততিক্তা-

হরীতকীভিঃ কথিতঃ কষায়ঃ ।

সাম্যে সশূলে কফবাতযুক্তে-

জ্বরে হিতো পাচনো দীপনশ্চ ॥

• আরথ্বাদি পাচন ।

আরথ্ব (সোদালকল), গ্রন্থিক (পিপুলমূল), মুখা, তিত্তা (কটুকী) এবং হরীতকী এই কয়েকটিকে আরথ্বাদি বলা যায় । এই সকল দ্রব্য সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্বক অল্প কুড়িত করতঃ ॥০ জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্রাথ গ্রহণ করিবে । এই আরথ্বাদি পাচন বেদনা এবং কফ ও বাতসংযুক্ত জ্বরের সাম্যবস্থার প্রযুক্ত হইলে আম-রসের (অপকরসের) পরিপাক ও জঠর অগ্নিকে সন্দীপিত করে ।

শুভ্র চ্যাদিঃ ।—

শুভ্র চী নিষধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্ ।

[৮]

এরোগ-চিহ্নাধিঃ।

এষ সৰ্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ু চ্যাতিস্ত দীপনঃ ।

ক্লান্তারোচকচ্ছর্দিপিপাসাদাহনাশনঃ ॥

গুড়ু চ্যাতি পাচন ।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন ; এই পাঁচটি ঔষধকে গুড়ু-চ্যাতিগণ বলে । ইহা সমস্তে ২ হুইতোলা, জল অর্ধসের এবং অবশিষ্ট অর্ধ-পোয়া । এই গুড়ু চ্যাতি পাচন সর্বপ্রকার জ্বর-নাশক, অগ্নিবর্ধক এবং ক্লান্ত (বমনেচ্ছা), অরোচক, ছর্দি, পিপাসা ও অন্তর্দাহ বিনাশ করে ।

বৃহদ্গুড়ু চ্যাতিঃ ।—

গুড়ু চী চন্দনং পদ্মং নাগরেন্দ্রযবাসকম্ ।

অভয়ারথধোদীচ্য পাঠা ধান্যক রোহিণীঃ ॥

কষায়ং পায়রেদেতৎ পিপ্পলীচূর্ণ-সংযুতম্ ।

কাসখাসহরং তন্মী পিপাসা দাহনাশনম্ ॥

বিমূত্রানিলবিস্তৃত্ত্রিদোষশমনং পরম্ ।

গুড়ু চ্যাতিগণো হ্যেষঃ পাচনো দীপনঃ পরঃ ॥

বৃহদ্গুড়ু চ্যাতি পাচন ।

গুড়ু চী, রক্তচন্দন, পদ্ম (পদ্মকাষ্ঠ), নাগর (শুষ্ঠী), ইন্দ্র (ইন্দ্রযব), যবাসক (হুয়ালতা), অভয়া (হরীতকী), সোণালুকল, উদীচ্য (বালা), পাঠা (আকান্দীলতা), ধান্যক (ধনে) এবং রোহিণী (কটুকী) ; এই সকল ঔষধকে বৃহদ্গুড়ু চ্যাতিগণ বলে । এই সকল বস্তু সমুদায়ে ২ হুইতোলা লইয়া অর্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই গুড়ু চ্যাতি পাচন চারি আনা পিপুল চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে কাস, খাস, তন্দ্রা, পিপাসা ও দাহ বিনাশ করে । এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুর বিকটনাশ, ত্রিদোষের (বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার) প্রশমন, আমরসের পরিপাক ও অগ্নির সন্দীপন করে ।

ভুনিষাদিঃ ।—

ভুনিষং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ।

কটুকার্যযুতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্ ॥

কষায়ং পায়রেদেতৎ পিত্তশ্লৈষ্মজ্বরপহম্ ।

দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দিকাসহং পার্শ্বশূলনুৎ ॥

ভুনিষাদি পাচন ।

ভুনিষ (চিরাতা), রক্তচন্দন, মুস্তা, পটোলপত্র (পলতা), কটুরোহিণী (কটুকী), কটুকারী, অমৃতা (গুলঞ্চ), ভার্গী (বামনহাটী), শুষ্ঠী, ইন্দ্রযব এবং হুইতোলা ; এই সকল ঔষধকে ভুনিষাদি বলে । ইহা সমস্তে ২ হুইতোলা,

জল অর্কসের, শেষ অর্কপোয়া । এই ক্রাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর এবং দাঁহ, ভৃশ্মা, অকচি, বমি, কাস, হৃদয়বেদনা এবং পার্শ্বশূল নিবারিত হয় ।

দশমূলম্ ।—

বিল শ্চোণাক গান্তারী পাটলা গণিকারিকা ।

দীপমং কৃকবাতস্বং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥

শালপর্ণী পুশ্পির্ণী রহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।

বাতপিত্তহরং রসাং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥

উভয়ং দশমূলম্ সন্নিপাতকুরাপহম্ ।

কাসে শ্বাসে চ তন্নায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্ততে ॥

পিপ্পলী-চূর্ণ-সংযুক্তং কণ্ঠহৃদগ্রহনাশনম্ ॥

দশমূল পাচন ।

মহৎ পঞ্চমূল ।—বিশ্ব, শ্চোণা, গান্তারী, পাটলা (পাটল) এবং গণিকারিকা (গণিয়ারী) ; এই পাঁচটীকে মহৎ পঞ্চমূল বলা যায় । ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্কসের এবং শেষ অর্কপোয়া । এই ক্রাথ অগ্নিদীপক এবং কক ও বায়ুনাশক ।

স্বপ্প পঞ্চমূল ।—শালপাণী, পুশ্পির্ণী (চাকুলে), ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই ৫ পাঁচটীকে স্বপ্প পঞ্চমূল বলে । ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্কসের এবং শেষ অর্কপোয়া । এই ক্রাথ সেবনে রোগীর বাত ও পিত্ত নাশ এবং বলবর্দ্ধন করে ।

দশমূল ।—উপযুক্ত মহৎ পঞ্চমূল এবং স্বপ্প পঞ্চমূল, এই দুইটী একত্রিত করিলে দশমূল পাচন বলে । এই দশমূল পাচন সন্নিপাত (ত্রিদোষজ) জ্বর বিনাশক এবং শ্বাস, কাস, তন্না ও পার্শ্বশূলে সুপ্রশস্ত । অধিকন্তু পিপ্পলের চূর্ণ সহযোগে দশমূলের ক্রাথ পান করিলে কণ্ঠবেদনা ও হৃদয়বেদনার শান্তি হয় ।

নবাজঃ ।—

বিশ্বায়তাক ভূনিমেষঃ পঞ্চমূলী সমন্বিতৈঃ ।

কৃতঃ কষায়ো হস্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্ ॥

নবাজ ।

বিশ্ব (শুষ্ঠী), গুলঞ্চ, অন্ড (মুখা), চিরতা ও পঞ্চমূলী (স্বপ্প পঞ্চমূল) অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; এই ১ নবটী একত্রিত হইলে নবাজ বলা যায় । ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্কসের এবং শেষ অর্কপোয়া । এই ক্রাথ সেবন করিলে বাতপিত্তিক জ্বর সম্বর বিনষ্ট হয় ।

চতুর্দশাজঃ ।—

চিরজ্বরে বাতকফোলগে বা-

ত্রিদোষজ্ঞে বা দশমূলমিশ্রঃ ।

কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ-

শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিরতা বিমিশ্রঃ ॥

চতুর্দশাঙ্গ ।

দশমূল (বেল, শোণা, গাস্তারী, পাকল, গণিয়ারী ; শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী ও ব্যাকুড়) এবং কিরাততিক্তাদিগণ (চিরতা, শুঠ, মুখা ও গুলঞ্চ) ; এই ১৪ চৌদ্দটি দ্রব্যকে চতুর্দশাঙ্গ বলে। ইহা সমুদায়ে ২ দুই-তোলা গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ বাতকফোলুণ চির (বহুকালীয়) জ্বরে এবং ত্রিদোষজ্ঞ (সাম্মিপাতিক) জ্বরে প্রশস্ত। পরন্তু রোগীর উদরে মলবদ্ধ থাকিলে, কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্তু ত্রিরতা (তেউড়ী) চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ষোড়শাঙ্গঃ ।—

ত্র্যমণ দশমূল শঠী ভার্গী ছিন্নোদ্ভবঃ ক্বাথঃ ।

গীতঃ শময়তি সহসা হ্রস্বায়ং সন্নিপাতহরঃ ॥

ষোড়শাঙ্গ ।

ত্র্যমণ (শুঠ, পিপুল ও মরিচ), দশমূল (বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাস্তারী, শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী), শঠী, ভার্গী (বামনহাটী) এবং ছিন্না (ছিন্নরুহা অর্থাৎ গুলঞ্চ) ; এই ১৬ বোলটি দ্রব্যকে ষোড়শাঙ্গ বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সেবন করিলে সাম্মিপাতিক জ্বর সহসাই (অতি-শীঘ্রই) আরোগ্য হয়।

সপ্তদশাঙ্গঃ ।—

ভার্গীপুষ্করমূলঞ্চ রাস্না বিল্বং যমানিকা ।

নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলী চাম্পু সাক্ষয়েৎ ॥

সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং স্বপার্শ্বানাহমূলিনাম্ ।

কাসখাসায়িমন্দত্রং তন্দ্রী চ বিনিবর্ততে ॥

সপ্তদশাঙ্গঃ ।

ভার্গী (বামনহাটী), পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), রাস্না (অভাবে পরগাছা), বিল্ব, যমানিকা (জৈন), নাগর (শুঠ), পিপ্পলী এবং দশমূল (বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাস্তারী ; শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) ; এই ১৭ সপ্তদশটি দ্রব্য একত্রিত করিলে সপ্তদশাঙ্গ বলা যায়। ইহা সমস্তে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ ।

এই সীতদশাঙ্গ কাথ গান্ধিপাতিক জ্বরে প্রয়োগ করিলে হৃদেদনা, পার্শ্বশূল, অকান্ধ, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং তজ্জা নিবারিত হয় ।

পিভল্লেন্নহরোইষ্টাদশাঙ্গঃ ।—

নিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাঙ্ক-

তিভল্লেন্দ্রবীজধনিকৈভকণা-কষায়ঃ ।

তন্দ্রী প্রলাপ কসনারুচি মোহ-

শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি ॥

পিভল্লেন্নহর-অষ্টাদশাঙ্গ ।

নিম্ব (নিমছাল), দারু (দেবদারু), দশমূল (বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গান্ধারী, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টিকারী এবং ব্যাকুড়), মহৌষধ (শুষ্ঠী), অঙ্গ (মুখা), তিত্তা (চিরতা), ইন্দ্রবীজ (ইন্দ্রযব), ধনিকা (ধনে) এবং ইভকণা (গজপিপ্পলী) ; এই ১৮ অষ্টাদশটি দ্রব্যকে অষ্টাদশাঙ্গ বলে । ইহা সমুদায়ে ২ হুইতোলা গ্রহণপূর্বক /১০ অর্দ্ধসের জলে পাক করিতে থাকিবে ; যখন দেখিবে /১০ হুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুম্বী হইতে নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ পিভল্লেন্নহর-জ্বরে প্রযোজ্য । আর ইহা সেবন করিলে তজ্জা, প্রলাপ, কাস, অকচি, মোহ এবং শ্বাসাদি সংযুক্ত সকলপ্রকার জ্বরই আশু বিনষ্ট হয় ।

মুস্তাদিঃ ।—

মুস্তামলকে বিশৌষধং কণ্টকারী চ কাথঃ ।

পীতঃ কণাযুক্তঃ সমধু বিষমজ্বরং হন্তি ॥

বিষমজ্বরে-মুস্তাদি ।

মুখা, বাসক, শুষ্ঠী এবং কণ্টকারী ; এই কয়েকটিকে মুস্তাদিগণ বলে । ইহা সমুদায়ে ২ হুইতোলা গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সিকিতোলা পিপুলচূর্ণ ও সিকিতোলা মধু সহ সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ।

মহৌষধাদিঃ ।—

মহৌষধায়তানুস্তচন্দনোশীরধান্যকৈঃ ।

কাথতৃতীয়কং হন্তি শর্করামধু-যোজিতঃ ॥

তৃতীয়কজ্বরে-মহৌষধাদি ।

শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, মুখা, রক্তচন্দন, বেণারমূল এবং ধনিয়া ; এই সকল বস্তু সমস্তে ২ হুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করিয়া অবশিষ্ট /১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সিকিতোলা ইন্ধুচিনি এবং সিকিতোলা মধু সহযোগে সেবন করিলে তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয় ।

রাস্নাদিঃ ।—

রাস্নাধাত্রী হিরা দারু পথ্যা নাগরসাদিতঃ ।

সিতামধুযুতঃ কাথ শ্চাতুর্থক-নিবারণঃ ॥

চাতুর্থকজ্বরে-রাস্নাদি ।

রাস্না, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী এবং শুষ্ক ; এই সকল দ্রব্য একত্রে ২ ছইতোলা মাত্র লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিতে আরম্ভ করিবে । যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া চতুর্থাংশ মাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধ-পায়া অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুঙ্গী হইতে নামাইবে এবং পরিষ্কার বস্ত্র-দ্বারা ছাঁকিয়া নিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সিকিতোলা নভা (ইকুচিনি) ও সিকিতোলা মধু সহ প্রযুক্ত হইলে চাতুর্থকজ্বর নিবারিত হয় ।

অথ জীর্ণজ্বরে ।

নিদিক্খিকাদিঃ ।—

নিদিক্খিকা নাগরকামৃতানাং

কাথং পিবেন্নিষ্প্রিতপিপ্পলীকম্ ।

জীর্ণজ্বরারোচক কাস শূল-

খাসাগ্নিমান্দ্য জ্বরপীড়িতেষু ॥

হস্ত্যর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তেনোপযুক্ত্যতে ॥

জীর্ণজ্বরে (পুরাতনজ্বরে)-নিদিক্খিকাদি ।

নিদিক্খিকা (কটকারী), শুষ্ঠা ও গুলঞ্চ ; এই মিলিত দ্রব্য ত্রয়কে নিদিক্খিকা-দি বলে । ইহা সমস্তে ২ ছইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাথ-গ্রহণ করিবে । এই কাথ সিকিতোলা পিপ্পলচূর্ণ সহযোগে জীর্ণ জ্বরে প্রয়োগ করিলে, অকচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বর শীঘ্রই নিবারিত হয় । আরম্ভ এই কাথ লভ্যাকালে সেবন করিলে গ্রীবার উর্দ্ধগত পীনসাদি রোগসমূহ বিনষ্ট হয় ।

ভার্গ্যাদিঃ ।—

ভার্গ্যক পুষ্করক পপট শৃঙ্গবের-

পথ্যা কণামু দশমূলকৃতঃ কষায়ঃ ।

সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাতানু ।

জীর্ণজ্বরশরথু বহিসাদান্যরোগানু ॥

ভার্গ্যা-দি পাচন ।

ভার্গ্য (কামনহাট), পুষ্করক (অভাবে কড়), কপটপাতা, শর-

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ ।

বের, (শুষ্ঠা), হরীতকী, কণা (পিপুল), বালি ও দশমূল (বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাভীর, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী) ; ইহাদিগকে ভার্গ্যাদি বলে । ইহা সমস্তে ২ হুইতোলা গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলসহ পাক করিতে আরম্ভ করিবে । যখন দেখিবে অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া মিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই ভার্গ্যাদি পাচন সময়ে বিষমজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, পুরাতনজ্বর, শোথ, অগ্নি মান্দ্য এবং অত্যাধিকার নিবারণ করে ।

অপরভার্গ্যাদিঃ ।—

ভার্গ্যাসা শুভ্রা চ পিপ্পলী মুস্তকন্তুথী ।

পৌষ্করং নাগরকৈব পপটিং দশমূলকম্ ॥

এষ ভার্গ্যাদিকঃ খ্যাতঃ কষায়ো জ্বরনাশনঃ ।

প্লীহানং যকৃতং গুল্মামুদরং বিষমজ্বরং ।

জ্বরং ধাতুগতং হস্তি কাসশ্বাসাদিসম্ভবম্ ॥

অপর ভার্গ্যাদি পাচন ।

বামনহাটী, বাসক, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, মুখা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শুষ্ঠা, ক্ষেতপাপড়া, বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাভীর, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য একত্রে ২ হুইতোলা মাত্র লইয়া ॥• অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে উহার চতুর্থভাগ অর্থাৎ দুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথদ্বারা প্লীহা, যকৃত, গুল্ম, উদর, বিষমজ্বর এবং শ্বাস, কাসাদি সংযুক্ত সমস্তাদি ঘোরতর ধাতুগতজ্বর সমস্ত আরোগ্য হয় ।

দাস্যাদিঃ ।—

দাসী দারুকলিঙ্গলোহিতলতাশ্যামকপাঠাশঠী ।

শৌণ্ডীশীর্ষকিরাতকুঞ্জরকণাভ্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ ॥

বজ্রী ধান্যকনাগরাক্ষরলশিগ্রমুসিংহাশিবাঃ ।

• বঙ্গী পপটি দর্ভমূল কটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ ॥

ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিত মৈকাহিকং দ্বাহিকম্ ।

শীতং হস্তি ক্ষয়োদ্রবঞ্চ বিষমং চাতুর্থকং ভৌতিকম্ ॥

কামশোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং তৃট্ছর্দিযুক্তং নৃণাম্ ।

ষোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে হৃস্তরে ॥

দাস্যাদি পাচন ।

দাসী (নীলনিষ্ঠী), দারু (দেবদারু), কলিঙ্গ (ইঞ্জর), লোহিতলতা

(মঞ্জিষ্ঠা), শ্রামক (শ্রামালতা, অভাবে অনন্তমূল), পাঠা (আব্দানন্দ), শর্শী, শৌশী (পিপ্পলী), বেণারুমূল, চিরতা, কুঞ্জরকণা (গজপিপুল), ত্রাশ্বিকো (বলালতা), পদ্মকাষ্ঠ, বজ্রী (হাড়ভাজা), ধনে, শুঠ, মুখা, সরলকাষ্ঠ, শিগু (সজিনার ছাল), বালা, সিংহা, (ব্যাকুড়), শিবা (হরীতকী), ব্যাত্রী (কণ্টকারী), ক্ষেত্‌পাপড়, দর্ভমূল, (কুশমূল), কটুকা (কটুকী), অনন্তা (অনন্তমূল), গুলঞ্চ এবং পুষ্করমূল (অভাবে কুড়); ইহাদিগকে দান্তাদিগণ বলে। এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ হইতোলা গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া অবশিষ্ট অর্ধপোয়া মাত্র আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া উহার কাথ গ্রহণ করিবে। এই কথায় সেবন করিলে ধাতুগত বিষমজ্বর, ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, শীতজ্বরজ্বর, ধাতুক্ষয়জনিত জ্বর, বিষমচাতুর্থকজ্বর, ভৌতিকজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর, তৃণজ্বরজনিত জ্বর, ছর্দিজ্বরজ্বর এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। এই যোগটী পুরাকালে যুনিগণ কর্তৃক হস্তর জীর্ণজরে কথিত হইয়াছে।

বকুলমতে-প্লীহজ্বরে ।

কণাচূর্ণং মধুযুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনম্ ।

বুকাগ্রং যকৃতং পাণ্ডু ক্রিমিশোথহরং পরম্ ॥

বকুলমতে-প্লীহাজ্বরে ।

সিকিতোলা পিপুলচূর্ণ সিকিতোলা মধুসহ সেবন করিলে প্লীহাজ্বর, বুকাগ্র (অগ্রমাস), যকৃত, পাণ্ডু, ক্রিমি এবং শোথরোগ নিবারিত হয়।

প্লীহাদরে চ শ্বয়থৌ জ্বরেষু বিবিধেষু চ ।

বাতরক্তে মহাবোরে শুক্রস্তন্তে ক্ষয়োদ্রবে ।

শম্মতে শর্করা শ্রেষ্ঠা গুড়ু চীদন্তুসন্তবা ॥

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসা ধ্রুতং সর্বজ্বরাপহম্ ॥

গুলঞ্চের চিনি (পালো) প্রত্যহ সিকিতোলা কিয়ৎ পরিমাণে হুন্ধ, মধু, অথবা ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিলে প্লীহা, উদর, শোথ, বিবিধপ্রকার জ্বর, বাতরক্ত ও ধাতুক্ষয় জনিত শুক্রস্তন্ত নিবারিত হয়।

জয়ন্তীর মূল স্বত্রদ্বারা মস্তকের কেশে বন্ধনপূর্বক ধারণ করিলে সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

কর্ম সাধারণং জছাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকৌ ।

আগস্তুরনুবন্ধো হি প্রায়সো বিষম জ্বরে ॥

চিকিৎসকগণ তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে সাধারণ ক্রিয়া (দৈবব্যপাক্রিয় অর্থাৎ কুপ্তাহাদি শান্তির নিমিত্ত স্বভায়ন, জপ, ধোমাদি, বলি, উপহার এবং নিকিরাপাশ্রয় অর্থাৎ বিক্রত দোষের (বাণ্যপিভাদির) উপশমার্থে কাথ, চূর্ণাদিঃ

এই উভয়বিধি চিকিৎসাই) প্রয়োগ করিবেন। যেহেতু বিষমজ্বরে প্রায়ই নাগজজ্বরের অনুবন্ধ থাকে অর্থাৎ অতিচার, অতিশাশাদি দোষের সংঘটন দ্বারাই অধিক সময়ে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। একারণ বিষমজ্বরাস্তিত্ব তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে কেবল মাত্র যুক্তিমূলক সাধারণ (জ্বরনাশক পাচনাদি) চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকারের আশা করা অসম্ভব, সুতরাং অতিচার, অতিশাশাদি প্রধঃসের নিমিত্ত জপ, হোম ও বলি উপহারাদি প্রয়োগ করিবেন।

কাকজজ্বা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাজ্জলিঃ ।
পৃথক্পর্ণ্যপ্যপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরাজাক্ষমম্ব ॥
এষামন্যতমং মূলং পূর্ব্যোগোদ্ধৃত্য যত্নতঃ ।
রক্তশূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ ॥

কাকজজ্বা (কেউয়াঠেঙ্গা), বলা (বেড়েলা), শ্যামালতা, ব্রহ্মদণ্ডী (বামনহাটী), কৃতাজ্জলি (লজ্জাবতীলতা), পৃথক্পর্ণা (চাকুলে), অপামার্গ (আপাওঁ গাছ) এবং ভৃঙ্গরাজ, এই ৮টী জ্বরের যে কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্বক রোগীর মস্তকে, গলে অথবা হস্তে বন্ধন করিয়া দিলে ঐকাহিক জ্বর (পালাজ্বর) বিনষ্ট হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্ত্রভিঃ ।

বদ্ধা রবৌ দিনে তুর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্ব ॥

অপামার্গের মূল ৭ সাতগাছি লোহিত সূত্র দ্বারা রবিবারে কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর অতিশীঘ্রই নিবারিত হয়।

সমুদ্রশোভরে তীরে কুমুদো নাম বানরঃ ।

তস্ম স্মরণ যাত্রেণ মুকুটৈকাহিকং জ্বরম্ব ॥

সমুদ্রের উত্তর তীরে “কুমুদ” নামক একটী বানর বাস করিয়া থাকে, একবার মাত্র তাহার নাম স্মরণ করিলে ঐকাহিক জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এতন্মুদ্রং জ্বরহরং ধারণাং শিরসি ধ্রুবম্ব ।—

“ওঁ ক্ষং হং ঋ ফং হং ফট্ নমঃ” ।—

অনেন উল্লকাদিসরেণ যোগান্তদ-

কৌত্তরশতমন্ত্রিতেন সিদ্ধিঃ ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উল্লকাদি সর সহযোগে অকৌত্তরশত ১০৮ বার কোন ভূর্জপত্রে (অভাবে তালপত্রে বা কদলীপত্রে কিংবা কাগজে) লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিলে নিশ্চিত সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

মন্ত্র ।—ওঁ ক্ষং হং ঋ ফং হং ফট্ নমঃ

ততঃ প্রার্থনাপৌষধান্তিকে ।

ওঁ নমস্তে মৃতসঞ্জীবিত্তে বলবীৰ্য্য-বিবর্দ্ধিনি ।
 বলমায়ুষ্ট মে দেহি পা পাম্মে জহি দূরতঃ ॥
 যেন ত্বাং খলতে ব্রহ্মা যেন ত্বাং খলতে ভৃগুঃ ।
 যেন ইন্দ্রে২থ বরুণ স্তেন ত্বামুপচংক্রমে ॥
 তেনাহং খলয়িষ্যামি মন্ত্রপুতেন পাণিনা ।
 ওঁ মাতস্তে মাত্ৰি জাততেজোবীৰ্য্যোহন্যথা ভবেৎ ॥
 অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি মম কার্য্যাকরী ভব ।
 মম কার্য্যে কৃতে সিদ্ধে ততঃ স্বৰ্গং গমিষ্যসি ॥

“ওঁ দ্রীং চণ্ডে ক্লং ফট্ স্বাহা” ।

অনেন মন্ত্ৰেণাশ্রমসংযতম্ ॥

ঔষধান্তিকে প্রার্থনা যোগ্য মন্ত্ৰের অর্থ ।

ওং হে বলবীৰ্য্যবিবর্দ্ধিনি ! মৃতসঞ্জীবিনি ! তোমাকে নমস্কার । তুমি আমাকে বল ও আয়ুঃ প্রদান কর এবং পাপ হইতে দূরে রাখ । যে কারণে ব্রহ্মা তোমাকে সমাদর করিয়াছেন, ভৃগু যজ্ঞপূৰ্ব্বক ভক্তি করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ও বরুণদেবও অতীব সমাদরে ব্যবহার করিয়াছেন ; আমিও সেই কারণে কামমনে যজ্ঞ ও ভক্তি সহকারে মন্ত্রপুত হস্ত দ্বারা তোমাকে উত্তোলন করিতেছি । হে মাতঃ ! যেন ইহার সঞ্জাত তেজঃ ও বীৰ্য্য অব্যর্থ হয় । হে কল্যাণি ! আমার শুভ কার্য্যাকরী হইয়া, এক্ষণে এইস্থানে অবস্থান কর এবং আমার কার্য্য সিদ্ধ হইলে, তৎপরে স্বর্গে গমন করিও ।

এবং “ওঁ দ্রীং চণ্ডে ক্লং ফট্ স্বাহা” এই মন্ত্রটী দ্বারা আশ্রম-সংযম করিবে ।

আশ্রমে ত্রিদিনং শুদ্ধং নিহিতং বীৰ্য্যধ্বং ভবেৎ ।

অৰ্কপুষ্যায়াং সৰ্বে ঔষধা উৎপাটান্তে ॥

উৎপাটিত ঔষধ সকল ৩ তিন দিবস রৌদ্রে শুদ্ধ করিলে অতীব গুণশালী হয় । সকল প্রকার ঔষধ সূর্য্য-সংযুক্ত পুষ্যাশ্রমত্রে উৎপাটন (উত্তোলন) করিবে ।

উৎপাটিতানাং মূলিকার্যাং ছেদনবন্ধনমাহ ।

“ওঁ রক্তে চামুণ্ডে ওরু ওরু অমুকস্য

সৰ্ব্বজ্বরকাচবন্ধং হং ফট্ স্বাহা” ॥

অনেন মন্ত্ৰেণ মুষিকাংছেদয়েৎ ।

পরমন্ত্ৰেণ বেটরিত্বা উক্তস্থানে বন্ধয়েৎ

উৎপাটনেপ্যনৈকান্তে প্রজাতে মন্থযুক্তিতঃ ।

সংগ্রাহমৌষধং সিদ্ধৈর্নৈন্দ্রবতি কঠিবৎ ॥

“ও রক্তে চাণুও ওক ওক অমুকস্ত সর্বজ্বর কাটবন্ধং হং ফট্ স্বাহা” এই মন্ত্রটী দ্বারা উৎপাটিত ঔষধ সকলের মূল ছেদন পূর্বক অপর মন্ত্র দ্বারা ঐ ঔষধ সমূহকে সেই স্থানে উত্তমরূপে বেঁটন পূর্বক বন্ধন করিবে। ঔষধ সকল উৎপাটন পূর্বক সংগৃহীত হইয়া মন্ত্র ও যুক্তি সহকারে প্রযুক্ত না হইলে, উহা কাঠবৎ হয় ; অর্থাৎ কোন প্রকার উপকার দর্শায় না ।

অষ্টাঙ্গ-ধূপঃ । -

পলঙ্কবা নিষপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী ।

সর্বপাঃ সযবাঃ সর্পি ধূপনং জ্বরনাশনম্ ॥

অষ্টাঙ্গ-ধূপ ।

পলঙ্কবা (গুগ্গুলু), নিষপত্র, বচা (বচ), কুষ্ঠ (কুড়কাঠ), হরীতকী, সর্বপা, ঘব এবং গব্যাস্ত ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক অগ্নিতে জ্বালাইলে যে ধূম উদ্ভূত হয়, তাহা উপায় বিশেষ দ্বারা (সম্মুখে দ্রব্যগুলি অগ্নিতে জ্বালাইতে জ্বালাইতে ধূম উদ্ভাবিত হইলে, সেই ধূমসহ রোগীকে এক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয়) রোগীর শরীরে ধূম লাগাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

পুর ধ্যাম বচা সর্জ নিষার্কাগুরুদারুভিঃ ।

সর্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্ষ্যোয়মপরাজিতঃ ॥

অপরাজিত-ধূপ ।

পুর (গুগ্গুলু), ধ্যাম (গন্ধতণ, অভাবে বেণার মূল), বচ, সর্জ (ধুমা), নিষপত্র, অর্ক (আকন্দের মূল), অগুরু চন্দন এবং দেবদারু কাষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উৎখিত হইবে, তাহা শরীরে লাগাইলে সকল প্রকার জ্বর দূরীভূত হয় ।

বৈড়ালম্বা শরুদেবাজ্যং বেপমানস্য ধূপনে ।

মধুনা জ্বরঞ্চ শীত্ৰং শেফালী-দলজো রসঃ ॥

বিড়ালের বিষ্ঠা অগ্নিতে পোড়াইয়া ধূম প্রস্তুতপূর্বক শরীরে সংলগ্ন করিলে কাম্পজ্বর প্রশমিত হয় ।

শেফালিকা পত্রের (সিউলী পাতার) রস মধু সহ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর অতিশীঘ্র নিবারিত হয় ।

অজাজী গুড়-সংযুক্তা বিষম-জ্বর-নাশিনী ।

অগ্নিসাদগুয়েৎ স্যাক বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

অজাজী (ক্রমজীরা অর্থাৎ সাজীরা) নিকিতোলা পরিমাণে চূর্ণ করতঃ তাহার সহ গুড় সহ সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য এবং বাত সকল নিবারিত হয় ।

পিপ্পল্যাদ্যং স্মৃতম্ । -

পিপ্পল্যাশ্চন্দনং মুস্ত মুশীরং কটুরোহিণী ।

কলিঙ্গক স্তামলকী শারিবাহতিবিষাশ্হিরা ।

দ্রাক্ষামলকবিলানি ত্রায়মাণা নিদিশ্চিকা ।

সিদ্ধমৈতৈভূতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি ।

ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং হলীমকম্ ॥

অঙ্গাভিতাপ মগ্নিক বিষমং সন্নিঘচ্ছতি ।

পিপ্পল্যাদ্য মিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে ॥

পিপ্পল্যাদ্য-স্মৃত ।

পিপুল, রক্তচন্দন, মুখা, বেণামূল, কটুকী, ইন্দ্রযব, তামলকী (ভুই-আমলা), শারিবা (অনন্তমূল), অতিবিষা (আতাইচ), শাসপাণী, কিসমিস বাসক, বিব, বলাড়ুমুর এবং কটকারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একমের গ্রহণপূর্বক পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া কুড়িত (খেত করিবে । তৎপরে ৪ চারিসের গব্যসূত ঐ সকল কুড়িত দ্রব্যসহ মিশ্রিত করিয়া ৬ ঘোলমের জলসহ পাক করিতে থাকিবে । তদনন্তর সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া সূতের শেষপাকের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইলে, চুটী হইতে নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, মিটে বাদ দিয়া সূত গ্রহণ করিবে । কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মদ্বারা এই সূত পাকের বিধান আছে । এই পিপ্পল্যা-স্মৃতদ্বারা জীর্ণজ্বর (পুরাণজ্বর), ক্ষয় (ধাতুক্ষয় বা যক্ষ্মা), কাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ববেদনা, হলীমক, অঙ্গসস্তাপ ও বিষমাম্বিতা দূরীভূত হয় ।

যত্রাধিকরণে নোক্তি র্গণে স্যাৎ স্নেহসম্বিধৌ ।

তর্ভ্রব কল্কনিষ্যুহাবিষ্যতে স্নেহবৈদিনা ।

এতদ্বাক্যবলেনৈব কল্কসাধ্যং পরং স্মৃতম্ ॥

যে স্থলে অধিকার মধ্যে তৈল ও সূতাতিস্নেহপাকে কল্ক বা ক্রাথাদি স্পষ্টরূপে লিখিত থাকে না ; সে স্থলে স্নেহবিৎ চিকিৎসকগণ কল্ক ও ক্রাথ উভয়েরই প্রয়োগ বিধান করেন । সুতরাং এই পিপ্পল্যা-স্মৃতে লিখিত দ্রব্য সমূহ কল্করূপে এবং উহাদের ক্রাথ উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে ; কিন্তু এখানে তাহা হইবে না । পরন্তু মতান্তরে কথিত আছে যে, স্নেহাদি পাক বিধানে নির্দিষ্ট দ্রব্য সমূহের ক্রাথ বা কল্ক ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলে, সেই দ্রব্য সকল কল্করূপে অথবা উহাদের ক্রাথ ইহার যে কোন একটি ব্যবহার করা যায় ; সুতরাং পিপ্পল্যা-স্মৃতে ক্রাথ হউক বা কল্কই হউক, কোন একটি ব্যবহার করিলেই হইতে পারে । কিন্তু এখানে তাহাও হইবে না ; এই সূতের দ্রব্যসমূহ কল্করূপেই প্রয়োগ করিতে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ স্নেহসাধনে দ্রব্য

সকলের কাথ (কবায়) রূপে সাফাৎ সম্বন্ধ নাই ; কল্করূপেই নেকট্য সম্বন্ধ থাকে । সুতরাং এই পিপ্পল্যাদ্যত কল্কসাধ্য, কাথসাধ্য নহে ।

জলস্নেহৌষধানাস্ত প্রমাণং যত্র নেন্নিতম্ ।

তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুৰ্গুণম্ ।

দ্রবকার্যোহপি চাহনুত্তে সৰ্ব্বত্র সলিলং যতম্ ॥

যে স্থলে স্থিত তৈলাদি স্নেহের পরিমাণ লিখিত না থাকে, তথায় স্নেহ-দ্রব্য /৪ চারিসের এবং যে স্থলে কল্কদ্রব্যের পরিমাণ লিখিত না থাকে, সে স্থলে কল্ক স্নেহের চতুৰ্থাংশ ব্যবহার করিতে হয় । আর যেখানে দ্রব (তরল) দ্রব্যের পরিমাণ সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকে, সেখানে তরলবস্তু স্নেহের ৪ চারিগুণ দিতে হইবে এবং দুধের মাত্রা স্থির না থাকিলে, স্নেহের সমান দুধ দিবে । কিন্তু যে স্থলে অত্র প্রকার তরল বস্তু দিবার বিধান না থাকে, সে স্থলে স্নেহের ৪ চারিগুণ দুধ প্রয়োগ করিতে হয় । আর দ্রব দ্রব্যের আদৌ উল্লেখ না থাকিলে, স্নেহ সৰ্ব্বত্র কেবল জল দিবার বিধান আছে ।

স্থত-তৈল-গুড়াদীংশচ নৈকাহাদবতারয়েৎ ।

ব্যবিতাস্ত প্রকুর্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ ॥

স্থত, তৈল, গুড়াদির পাক একদিবসের মধ্যেই শেষ করা বিধেয় নহে উহা ব্যবিত (বাসী) করিয়া পাক শেষ করিয়া লইবে । কারণ তাহা হইলে উহার গুণ অধিক হইয়া বিশেষ উপকার সংসাধন করে ।

স্নেহকল্কে যদাঙ্গুল্যা বর্তিতো বর্তিবদ্ভবেৎ ।

বহৌ ক্ষিপ্তে চ নোশঙ্কস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দিশেৎ ॥

শঙ্কব্যাপরমে প্রাপ্তে ফেণস্যোপরমে তথা ।

গন্ধ-বর্ণ-রসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাदिশেৎ ॥

স্থতস্যৈব বিপক্ষস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ।

ফেণোতিমাত্রং তৈলস্য শেষং স্থতবদাদিশেৎ ॥

• স্নেহপাকসিদ্ধির বা শেষপাকের লক্ষণ ।

স্থতের মুচ্ছাপাক দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু তৈলের মুচ্ছাপাকের বিধি আছে । মুচ্ছাপাকের বিষয় তৈল পাকের প্রকরণ স্থলে বলা যাইবে । স্থলে স্থত, তৈল, গুড়াদির শেষপাকের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে । স্নেহ (স্থতাদিতে) কল্ক প্রদানপূর্বক জল বা দুধাদি দিয়া মন্দ মন্দ অগ্নি সন্তা পাক করিতে থাকিবে । তৎপরে যখন স্থতাদির মধ্যস্থ কল্ক (সিটে) তুলি অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে, বর্তির (বাতির) আঁয় হইবে, ও ঐ কল্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চড় চড় প্রভৃতি শব্দ না হয়, এবং স্নেহপাককালে যে একপ্রকার শব্দ হয় ও ফেণোদম হয়, তাহার নিবৃত্তি এবং স্নেহে যে বস্তু দ্রব ওয়া যায়, স্নেহে সেই সেই বস্তুর গন্ধ, বর্ণ, রস (আম্বাদ) প্রভৃ

প্রয়োগ-চিকিৎসাবিধিঃ ।

পলকি হয় ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে, ঘূতে কি তৈলেঞ্জিল নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে । এমনত অবস্থায় ঘূতাদিতে স্নায় বাল না দিয়া নামাইবে এবং পরিষ্কার একখানি বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিতে গুলি দিয়া ঘূতাদি স্নেহ গ্রহণ করিবে । এই পাককে চলিত ভাষায় লোকে লঘুপাক বলিয়া থাকে । ঘূতপাক ও তৈল পাকের এক প্রকারই লক্ষণ, যে প্রভেদ এই যে, তৈলে শেষকালের সময়ে অধিক পরিমাণে ফেণোদায় হইয়া থাকে ।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘূতম্ । -

পঞ্চকোটৈঃ সসিদ্ধুতৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্ ।

সর্পিঃ-প্রস্থং শূতং প্লীহবিষমজ্বরগুল্মুঃ ॥

অত্র দ্রবান্তরেহনুত্তে ক্ষীরমেব চতুগুণম্ ।

দ্রবান্তুরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ ॥

ক্ষীর ষট্‌পলক ঘূত ।

গব্যঘূত ৮ চারিসের । পিপুল, পিপুলের গুল, চৈ, রক্ত চিতার গুল, শুঠ সৈন্ধব লবণ ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮তোলা (একপল) করিয়া গ্রহণপূর্বক গমরূপে জলদ্বারা ধোত ও কুটিত করিয়া, উল্লিখিত ঘূতসহ ১৬ বোলসের ভীর দুগ্ধসহিত পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, চুল্লী হইতে নামিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিতে বাদ দিয়া ঘূত গ্রহণ করিবে । ৬ ছয়টী দ্রব্য পল করিয়া লইয়া ক্ষীর (দুগ্ধ) সহ ঘূতপাক করিয়া লওয়া যায় বলিয়া, একে “ক্ষীর-ষট্‌পলক” ঘূত বলে । এই ঘূত সেবনে প্লীহা, বিষমজ্বর এবং গুল্ম-গ বিনষ্ট হয় । এই ঘূতে অত্র কোন প্রকার দ্রব (তরল) দ্রব্যের উল্লেখ না দিয়া, দুগ্ধ ঘূতের চতুগুণ দিতে হইল । কিন্তু অত্র দ্রব দ্রব্যের উক্তি কলে, দুগ্ধ ঘূতের সমান পরিমাণে দিতে হইবে ।

দশমূলী ষট্‌পলকং ঘূতম্ । -

দশমূলীরৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরৈঃ পঞ্চকোলিকৈঃ ।

সক্ষীরৈহন্তি তৎসিদ্ধং জ্বর-কাসাগ্নিমন্দতাঃ ।

বাতপিত্তকফব্যাদীন্ প্লীহানকাপি পাণ্ডুতাম্ ॥

দশমূলী ষট্‌পলক ঘূত ।

গব্যঘূত ৮ চারিসের । পিপুল, পিপুলের গুল, চৈ, রক্তচিতার গুল, শুঠ, গর (সোরা) ; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল (৮তোলা) পরিমাণে লইয়া তৎপরতঃ তাহা এবং দশমূলের কাথ ১৬ বোলসের ও দুগ্ধ ৮চারিসের ; এই দ্রব্যসমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে শেষ পাকের দৃষ্ট হইলে নামাইয়া ঘূত গ্রহণ করিবে । দশমূলের কাথ এবং ৬ ছয়টী দ্রব্যসম্প্রদে ৬পল লইয়া ঘূত পাক করায়, ইহার নাম “দশমূলীষট্‌পলক” ঘূত ।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ।

এই দ্রব্য জ্বর, অগ্নিশান্দ্য, কাস, বাতিক, পৈত্তিক ও মৈদ্বিক রোগ, স্নীহ এবং গাণ্ডরোগ নিবারণ করে।

কাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

বিশেষরূপে কিছু উল্লেখ না থাকিলে কাথ্য দ্রব্যে (যে দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে) ৮ গুণ জল দিয়া তাহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিতে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিবে। ঐ জলীয়ভাগকেই কাথ বলে, উহার অপর নাম কযায়, পাচন ও নির্যুহ।

কাথ্যাচ্চতুগুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুগুণম্।

স্নেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কল্কস্ত স্নেহপাদিকঃ।

চতুগুণন্তু ষট্গুণং দ্রবদ্বৈগুণ্যতো ভবেৎ ॥

তৈল-স্বতাদি পাক সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম।

যে পরিমাণ কাথ্য দ্রব্যের উক্তি থাকিবে, তাহাতে জল দিয়া কাথ করিবার জন্ত পাক করিতে হইলে, সেই বস্তুর পরিমাণের ৪ চারিগুণ মাত্রায় জল তাহাতে দিতে হইবে এবং ঐ জল তরল দ্রব্য বলিয়া ৪ চারিগুণের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ আটগুণ দিতে হয়। অর্থাৎ ৪ চারিসের কাথ্য দ্রব্যে ৩২ বত্রিশসের জল দিয়া পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এইজন্ত মূলে উক্ত আছে যে, পাদস্থ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহা স্নেহের (তৈল স্বতাতির) ৪ চারিগুণ হইবেক। আর কল্কদ্রব্যও স্নেহ বস্তুর (স্বত তৈলাদির) ৪ গিকি অর্থাৎ ৪ চারি ভাগের ১ একভাগ গ্রহণ করিতে হয়।

পঞ্চ প্রভৃতি যত্র স্ম্য দ্রবাণি স্নেহসম্বিধৌ।

তত্র স্নেহ-সমান্যাত্তরবর্বাচ্ ৮ স্যাচ্চতুগুণম্ ॥

যে স্নেহদ্রব্যে (তৈল অথবা স্বতে) ৫ পাঁচটী অথবা তাহার অধিক প্রকার দ্রবদ্রব্য (তরলবস্তু) প্রদান করিতে হয়, তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান জানিবে। কিন্তু ৫ পাঁচটীর কম হইলে, স্নেহ বস্তু অপেক্ষা তরল দ্রব্য সমুদায়ে চতুগুণ দিয়া পাক করিতে হয়।

বাসান্যং স্নতম্। -

বাসাৎ শুভ্রচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।

পত্না তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥

পিপ্পলী মুস্ত মৃদ্বীকা চন্দনোপলনাগৈঃ।

কল্কীকুঠৈশ্চ বিপচৈঃ স্নতং জীর্ণং রাপহম্ ॥

বাসান্য-স্নত।

বাসক, গুলক, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রায়মাণা (বলা,

লতা) এবং স্বাসক (দ্রুতালতা) ; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ১৪ চারিসের লইয়া ৩২ সের জলসহ পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। প্রথমে ১৪ সের গব্যস্বতে কঙ্কুার্থে পিপুলমূল, মুখী, কিসমিস, রক্ত-চন্দন, নীলোৎপল এবং শুষ্ঠা ; এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে ১ একসের মাত্র গ্রহণ-পূর্বক অগ্নি কুটিত করিয়া স্বতে প্রদান করিয়া পাক করিবে। তৎপরে পূর্বোক্ত কাথ ৮ সের এবং গব্যদুগ্ধ ৮ আটসের ঐ স্বতে প্রদানপূর্বক যথা-নিয়মে পাক করিতে থাকিবে ; পরে শেষপাকের লক্ষণ সকল উদিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইবে এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া স্মিটে বাদ দিয়া স্বত গ্রহণ করিবে। এই বাসাদাস্বত চারি আনা পরিমাণে প্রতিদিবসে একবার করিয়া গরম দুগ্ধের সহ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর (পুরাতন-জ্বর) দূরীভূত হয়।

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ সর্পিঃ ক্ষীরং বিরোচনম্ ।

ষড়্ভুহে ষড়্ভুহে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য চ ॥

জ্বর-রোগীকে পেয়াদি দিয়ার নিয়ম ।

কাল এবং ব্যাধি বিবেচনা করিয়া জ্বর-রোগীকে প্রতি ৬ ছয় দিন অন্তর পেয়া, কষায়, স্বত, দুগ্ধ এবং বিরোচন প্রদান করা কর্তব্য ।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদম্বতোপমম্ ।

তদেব তরুণে গীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥

জ্বরে দুগ্ধ ব্যবহার ।

জীর্ণজ্বরে (পুরাতনজ্বরে) রোগীকে দুগ্ধ পান করাইলে, তাহা অমৃতের স্তার মহোপকার সাধন করে ; কিন্তু এই দুগ্ধই আবার তরুণ জ্বরে প্রযুক্ত হইলে বিষবৎ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ সংযুক্ত জীর্ণজ্বরেই দুগ্ধ ব্যবস্থের ; ঐ পুরাতন জ্বর স্লেষ্মাধিক হইলে, তাহাতে দুগ্ধ বিধেয় নহে। যেহেতু দুগ্ধে স্লেষ্মাবর্দ্ধক গুণ থাকায়, পুরাতন জ্বরের স্লেষ্মাধিক্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তাহাতে অবশ্য বিশেষ অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। একারণ বায়ুনাশক অথবা পিত্তনাশক কোন প্রকার ঔষধের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া পুরাতনজ্বরীকে পান করিতে দিবে।

কাসাচ্ছ্রুমাংশিরঃশূলাংশিরাশ্চিরজ্বরী ॥

মুচ্যতে জ্বরিতঃ গীত্ৰা পঞ্চমূলীশূতং পয়ঃ ॥

শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড় (বহতী), গোক্ষুর ও কটকারী ; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ২ হুই তোলা গ্রহণপূর্বক ১৬ তোলা দুগ্ধ এবং ৬৪ তোলা জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহা রোগীকে সেবন করাইলে কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ববেদনা ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

রুশ্টীর বিলু বর্ধাতু পয়শ্চোদকমেব চ ।

পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টস্তু ন্তদ্বি সর্বজ্বরোপহম্ ।

রক্তপূর্ণবা ও শ্বেতপূর্ণবা এবং বেলছাল ; এই ত্রয়ত্রয় সমস্ত ২ তোলা লইয়া অম্প কুটিয়া ১৬ তোলা দুগ্ধ এবং ৬৪ তোলা জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা হাকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

শীতকোষ্ঠে জ্বরে ক্ষীরং যথাস্থৈরৌষধৈঃ শূতম্।

• এরওমূলসিদ্ধিয়া জ্বরে সপারিকর্তিকে ॥

জ্বর-রোগীর গৃহদেশে কর্তনব্যং বেদনা থাকিলে, উক্ত বেদনা নাশক যথা-যোগ্য ঔষধের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উক্ত অবস্থায় অথবা শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। কিম্বা এরওমূলের (ভেরেণ্ডামূলের) সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করাইলেও উক্ত বেদনা নিবারিত হয়।

জ্বরিত্যে বহুদোষেভ্য উর্দ্ধকাধশ্চ বুদ্ধিমান্।

দদ্যুৎ সংশোধনং কালে কম্পে যদুপদেক্ষ্যতে ॥

জ্বরে বমন ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ।

জ্বর-রোগীর শরীরে বহু দোষ আবদ্ধ থাকিলে, তাহা বমন অথবা বিরেচন-দ্বারা নির্গত করান উচিত। কিন্তু অম্প দোষ থাকিলে কদাচ বমন বা বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। চরক-সংহিতার কম্পস্থানে যে সকল বমন ও বিরেচনকারক ঔষধের উল্লেখ আছে; বমন ও বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে যথোচিত সময়ে তাহা বমন বা বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সম্বেহান্ সাবগাহনান্।

বিভজ্য শীতোকৃতান্দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥

তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।

লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণঞ্চ বর্দ্ধতে ॥

পুরাতনজ্বর-রোগীকে অভ্যঙ্গ (তৈলাদিমর্দন), প্রদেহ (প্রলেপ), স্বেহ পান (স্নাতাদি পান) এবং অবগাহন (স্নান) প্রদান করা কর্তব্য। কিন্তু চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত তৈলাদি শীতল বা উষ্ণগুণশালী দেখিয়া ব্যবহার করিতে দিবেন। অর্থাৎ উষ্ণতা হেতু জ্বর হইলে শীতবীৰ্য্য-তৈলাদি এবং শীততা বশতঃ জ্বর হইলে, উষ্ণবীৰ্য্য তৈলাদি প্রয়োগ করিবেন। এই সন্মুদায় যথাযোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে বহির্মার্গগতজ্বর শীঘ্রই নিবৃত্ত হয় এবং শরীরের সুখোদয় ও বল, বর্ণ প্রভৃতি সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যানকটুগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাতোয়ং চতুশ্চ গম্।

ক্ষীরাবশেষঃ কর্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্রয়ং বিধিঃ ॥

ক্ষীর (দুগ্ধ) পাকের নিয়ম।

ক্ষীর পাক করিতে হইলে, দ্রব্য হইতে দুগ্ধ ৮ অঙ্কগুণ পরিমাণ এবং দুগ্ধ অপেক্ষা জল ৪ চারিগুণ অধিক দিয়া, পাক করিতে করিতে যখন সমুদায়

জ্বল শুষ্ক হয়। ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়।

রসোন কল্কং তিলতৈলমিঞ্জঃ

যোঃশ্রীতি নিত্যং বিষমজ্বরার্থঃ ।

বিমুচ্যতে সোঃপ্যচিরেণ বাতা-

মরৈঃ প্রকোটৈপস্ত সুঘোররূপৈঃ ॥

বিষমজ্বর-পীড়িত ব্যক্তি যদ্যপি প্রতিদিন ৮-১০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা পরিমাণে রসোন বাটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈলসহ সেবন করে, তাহাহইলে সে অতিশীঘ্রই বাতাদিজনিত ঘোরতর প্রকোপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

অঙ্গারকং তৈলম্ । -

মূৰ্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বৈ মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্বাবারুণী ।

ব্রহ্মতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী ॥

আরনালাটকেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

তৈলমঙ্গারকং নাম সর্বজ্বরবিমোক্ষণম্ ॥

অঙ্গারক তৈল ।

মূৰ্বা (সূচমুখী), লাক্ষা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ইলুবাকগীর মূল (রাখালশলা বা মামালাড় রমূল), ব্যাকুড়, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটা-মাংসী এবং শতাবরী; এই সমুদয় কল্কদ্রব্য সমস্তে ১ একসের পরিমাণে লইয়া ৮ চারিসের তিলতৈল সহ কিছুদিন পাক করিবে; (অর্থাৎ এক দিবসে তৈলের শেষ পাকের বিধান না থাকায়, অন্ততঃ ১ এক মাস ব্যাপিয়া পাক সমাপ্ত করিতে হয়। এবং মধ্যে মধ্যে ২৪ দিন অন্তর অগ্নিসংযোগে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে শেষ পাক নিষ্পন্ন করিয়া লইতে হয়।) পরে ১৬ ষোলসের কাঁজি দিয়া পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইবে এবং বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই অঙ্গারক তৈল সকলপ্রকার জ্বর নাশক।

তৈলপাকের নিয়ম ।

যত পাকাপেক্ষা তৈল পাকে কয়েকটী অতিরিক্ত নিয়ম অবলম্বন করা হয়। যতে কেবল কল্কপাক ও দ্রব্যপাক; এই দুইটী মাত্র পাক করিতে হয়। তৈলে একটী পাক অধিক আছে; উহা আবার ২ দুইপ্রকার। যথা;—কটাপাক ও মূৰ্বাপাক। কটাপাক—প্রথমতঃ তৈল কটাছে (কড়ায়) চালিয়া চুল্লীর উপর রাখিয়া যত অগ্নি সংযোগে পাক করিতে থাকিবে; যখন তৈল ফোঁসবিহীন হইয়াছে দেখিবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে; এই পাককেই কটাপাক বলে। মূৰ্বাপাক—কটাপাককৃত তৈলে কিয়ৎ পরিমাণে কাঁচা

হরিত্রা (হরদ্রুণ) জলসহ পেষণপূর্বক প্রদান করিবে ; এবং তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠাদি পদার্থ (কল্ক) সকল কুটিত করিয়া, কিঞ্চিৎ জলের সহিত উক্ত তৈলে প্রদান-পূর্বক তৈলের ৪ চারিগুণ জল তাহাতে দিয়া, পুনর্বার পাক করিতে লাগিবে এবং অল্প পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিতে চুন্নী হইতে নামাইবে । ইহাকে মুচ্ছাপাক বলা যায় । তৈলভেদে মুচ্ছাপ্রবোরও (তৈলের মুচ্ছাপাকার্থে তৈলে যে সকল দ্রব্য দিতে হয়, তাহাদের) কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে ।

তিলতৈলের মুচ্ছাপাকের দ্রব্য ।

মাজিষ্ঠা, হরিত্রা, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেয়ারমূল, বটের নান্না (বুরি), হৃৎমুখী ও বালা ।

সর্ষপতৈলের মুচ্ছাপাকের দ্রব্য ।

আমলকী, হরিত্রা, মুখা, বেলছাল, দাড়িমছাল, কৃষ্ণজীরা (মাজীরা), নালুকা, বালা, নাগেশ্বর পুষ্প, বহেড়া ও মাজিষ্ঠা ।

• এরও (ভেরেণ্ডা) তৈলের মুচ্ছাপ্রব্য ।

মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, ধনে, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, জরন্তীপত্র, বালা, বহুখজ্জুর, বটের বুরী, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, নালুকা, শুঠী, কেয়ারমূল, দধি, ও কাঁজি । প্রথমে হরিত্রা, ও মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে অন্যান্য দ্রব্য দিতে হইবে ।

মুচ্ছাপ্রবোর পরিমাণ ।

তৈলের পরিমাণের ষোড়শাংশ (ষোল ভাগের এক ভাগ) মঞ্জিষ্ঠা এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ (চারি ভাগের একভাগ) লইতে হয় । অর্থাৎ তৈল /৪ চারিসের হইলে মঞ্জিষ্ঠা উহার ষোড়শাংশ অর্থাৎ /১০ এবং হরিত্রা প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার সিকি অর্থাৎ /১০ এক ছটাক ধরিয়া লইতে হইবে । সকলপ্রকার তৈলেই এবিধ নিয়ম জানিবে ।

চন্দনাদ্য তৈলম্ ।—

চন্দনং চিত্রকং সিংহী মুস্তকঞ্চ সনাগরম্ ।

কাকোলী ত্রায়মাণা চ ধাত্র্যশীরং নিশা বীরা ॥

এতান্যর্দ্ধপলাংশানি সৌম্যবারে সমাহরেৎ ।

কীর্মাঢ্যক-সমায়ুক্তং সর্পিসৌহর্দ্রত্বাং পচেৎ ॥

বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন তৈলমর্দ্বত্বাং পচেৎ ।

চাতুর্থক-জ্বরে শস্তমুশাদে বিবমজ্বরে ॥

চন্দনাদ্য তৈল ।

রক্তচন্দন, রক্তচিতার মূল, ব্যাকুড়, মুখা, শুঠী, কাকোলী, বলাভূমুর, আমলকী, বেগারমূল, হরিত্রা এবং শতাবরী ; এই সকল দ্রব্য বুধবারে উত্তোলন করিয়া, কল্কার্থে প্রত্যেকে অর্দ্ধপল (৪ তোলা) পরিমাণে গ্রহণ-

পূর্বক ১৬ সের দুগ্ধ সহযোগে অর্দ্ধতুলা (৫০ পল) পরিমাণে তৈল তৈল পাক করিবে। বৃদ্ধবৈদ্যাগণের উপদেশানুসারে এই চন্দনাতৈলে ১৬১০ ছর-সের একপোরা তৈলই ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। এই তৈল চাতুর্ধক-জ্বরে, উন্মাদে ও বিষমজ্বরে সুপ্রশস্ত।

সর্জ তৈলম্।—

সর্জ কাঞ্চিক সংসিদ্ধং তৈলং শীতামুষদিতম্।

জ্বর-দাহাপহং লেপাৎ সদ্যো বাতার্তিদাহনুৎ ॥

সর্জতৈল।

ধূনা, কাঁজি এবং শীতল জল সহযোগে তৈল পাক করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে (মর্দন করিলে) সদ্যই জ্বর, দাহ এবং বাতজনিত দাহ নিবারিত হয়।

অথ চূর্ণম্।

কলায়-গুড়িকা।—

কলায়-চূর্ণ ভাগদ্বৌ লৌহচূর্ণশ্চ চাপরঃ।

কারবেল্ল-পলাংশানাং রসেনৈব বিমর্দয়েৎ ॥

কর্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্নরঃ।

মণ্ডানুপানাৎ সা হন্তি জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্।

চূর্ণ-প্রকরণ।

কলায়-গুড়িকা।

(কলায়—মটর কলাই। কারবেল্ল—করলা উচ্ছে। কর্ষ—২ তোলা)।

২ দুই ভাগ কলায়চূর্ণ ও ১ ভাগ লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া ১ পল করলা উচ্ছের রসে মর্দন করিয়া কর্ষ (২ তোলা) মাত্রায় গুড়িকা (বটিকা) প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটিকা প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া, তৎপরে মণ্ড অম্লপান করিলে পিত্ত-সমুদ্ভূত জ্বর আরোগ্য হয়।

সুদর্শনং চূর্ণম্।—

ত্রিফলা রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগ্মং তথা।

ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুড়ুচী ধন্ব্যাসকম্ ॥

কটুকী পপ্পটী মুস্তা ত্রায়মাণা চ বালকম্।

নিম্বং পুষ্করমূলকং চব্যাং পত্রং পটোলকম্ ॥

জীবকর্ষভকৌ চৈব মধুযষ্টি চ বৎসকঃ।

ষমানীন্দ্রযবৌ ভার্গী শিণুবীজং সুরাঞ্জিকা ॥

বচা ত্বক্ পত্রকোশীর চন্দনাতিবিষা বলাঃ।

শালপর্ণী শুল্লিপর্ণা বিড়ঙ্গং তগরন্তথা ॥

চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ লবঙ্গং বংশলোচনা ।
 পুণ্ডরীকঞ্চ কাকৌলী পত্রক জীতিপত্রকম্ ।
 তথা তালীশপত্রঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।
 সৰ্ব্বচূর্ণস্ত চাক্ষিংশকৈরাতং প্রক্ষিপেদবুধঃ ॥
 এতৎ সুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষজয়াপহম্ ।
 জ্বরাংশ নিখিলান্ হন্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥
 পৃথক্ দ্বন্দ্বাগন্তজাংশচ ধাতুহান্ বিবমজ্বরান্ ।
 সন্নিপাতোদ্ভবাংশচাপি মানসানপি নাশয়েৎ ॥
 শীতজ্বরৈকাহিকাংশচ তন্নাং দাহং ভ্রমিং তৃষাম্ ।
 শ্বাসং কাসঞ্চ পাণ্ডুত্বং হৃদ্রোগং হন্তি কামলাম্ ॥
 ত্রিক-পৃষ্ঠ-কটী-জানু-পার্শ্বশূলনিবারণম্ ।
 শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সৰ্ব্বজ্বর-নিবর্তয়ে ॥
 সুদর্শনং যথা চক্রং দানবানাং বিনাশনম্ ।
 তদ্বজ্জ্বরাণাং সৰ্ব্বেষামিদং চূর্ণং বিনাশনম্ ॥

সুদর্শন চূর্ণ ।

(ত্রিকলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া । রজনীযুগ—হরিদ্রা, দাক-
 হরিদ্রা । কণ্টকারীযুগ—ব্যাকুড় ও কণ্টকারী । ত্রিকটু—শুঠ, পিপুল, মরিচ ।
 ঐশ্বিক—পিপুলমূল । মূৰ্ব্বা—স্ফচমুখী । ধন্ব্যাসক—হরালতা । পপটী—
 ক্ষেতপাপড়া । জায়মাগা—বলালতা । বালক—বালা, পাথরকুচি । পুষ্কর-
 মূল—অভাবে কুড় । জীবক—অভাবে গুলঞ্চ । ঋষভক—অভাবে বংশ-
 লোচন । বংশক—কুরচিহ্নাল । ভাগী—বামনহাটী । শিগু—সজিনা । ত্বক্—
 দাকচিনি । পত্রক—তেজপাতা । সুরাক্ষিকা—সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা । বলা—
 বেড়েলা । পুশ্পিগণী—চাকুলে । দেবকাষ্ঠ—দেবদাক । কৈরাত—চিরতা ।
 ত্রিক—পৃষ্ঠবংশধর অর্থাৎ ঘাড় । অম্বু—জল । দানব—দৈত্য । তগর—
 তগরপাহুকা ।)

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, কণ্টকারী, ব্যাকুড়
 পিপুল, শুঠ, মরিচ, পিপুলমূল, স্ফচমুখী, গুলঞ্চ, হরালতা, কটকী, ক্ষেত
 পাপড়া, মুখা, বলালতা, বালা, নিম্বপত্র, কুড়, চই, পটোলপত্র, (পলতা)
 জীবক, ঋষভক, যক্তিমধু, কুরচিহ্নাল, যমানী, ইন্দ্রধব, বামনহাটী, সজিনাবীজ
 সৌরাষ্ট্রমাটি, বচ, দাকচিনি, তেজপত্র, বেনারমূল, রক্তচন্দন, আতইস, বেড়েলা
 শালপানী, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাহুকা, রক্তচিটারমূল, দেবদাক, লবঙ্গ
 বংশলোচন, পুণ্ডরীকাকাঠ, কাকৌলী, তেজপত্র, জীতিপত্র এবং তালীশপত্র
 এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ কর্ক চৰ্ণ করিয়া : এবং এই চৰ্ণ স-

স্তের অর্কে পরিমাণে চিত্তাহ্ব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম
সুদর্শনচূর্ণ। এই সুদর্শন চূর্ণ বাত, পিত্ত, কক, বাতজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, সৈন্ধ্যিক-
জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, বাতসৈন্ধ্যিকজ্বর, পিত্তসৈন্ধ্যিকজ্বর, আগ-
ন্তজ্বর, ধাতুহবিষমজ্বর, শীতজ্বর, মানসিকজ্বর, ঐকাহিকজ্বর, তন্দ্রা, দাহ,
অনি, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, হ্রোগ, কামলা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটীশূল,
জ্ঞানশূল এবং পার্শ্বশূল নিবারণ করে। সকল প্রকার জ্বর নিবারণ করিবার
নিমিত্ত ইহা শীতল জল সহ সেবন করিবে। বিহ্বল সুদর্শন চক্র যেমন দানব-
বিগকে বিনাশ করিয়াছিল, তদ্রূপ এই সুদর্শন চূর্ণ সকল প্রকার জ্বরকে
বিনাশ করে।

বটী প্রক্রিয়া যথা।—

আদৌ বিরেচনং কার্য্যং ন চ ক্রীণে কদাচন।

ক্রীণদেহে বালকে বা রেচনং প্রাণনাশনম্॥

বটীপ্রক্রিয়া। যথা—

(বিরেচন বা রেচন—যে ঔষধে দান্ত হইয়া উদর পরিশুদ্ধ হয়।)

ক্রীণব্যক্তির প্রতি কদাচ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যেহেতু
ক্রীণদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এবং বালককে বিরেচন করাইলে, তাহাদের প্রাণ
নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

যথাহ।

বাল-রুদ্ধ-কৃশ-ক্রীণ-পীনসার্ত-ভয়ান্কিতাঃ।

রুদ্ধ-শোষ-তৃষ্ণা-যুক্তা গর্ভিণী চ নবজ্বরী ॥

অথো গচ্ছতি যস্যাসৃক্ স্মৃতিকাতঙ্কপীড়িতাঃ।

নৈতে বিরেকযোগ্যা স্মারণ্যোবাঞ্চ বলাবলম্ ॥

নবজ্বরে প্রয়োক্তব্যো যে যোগা ভেদকারকাঃ।

তে তথৈব বিনির্দেষ্ঠা বীক্য দেহমলাদিকম্ ॥

অত্রপ্রকার কথিত আছে। যথা—

বালক, রুদ্ধ, কৃশব্যক্তি, ক্রীণব্যক্তি, পীনস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ভয়ান্কিত
ক্তি, রুদ্ধব্যক্তি, শোষ ও তৃষ্ণা সংযুক্ত গর্ভিণী, নবজ্বরী, স্মৃতিকারোগা-
ন্তা নারী এবং যাহার রক্ত অধোমার্গ (গুহ) দিয়া নির্গত হয় ; এই সকল
ক্তি এবং বলাবলানুসারে অপর ব্যক্তিগণও বিরেচনের অযোগ্য। নবজ্বরে
সকল ভেদকারক (বিরেচক) যোগ (ঔষধ) প্রয়োগ করিবার বিধান আছে,
এই দেহ, মলাদি বিবেচনা করিয়া রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিবে।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।—

তুলাং পারদটকণং সমরিচং তুলাঞ্চ গন্ধকজ্ঞপা।

বিষা চ দ্বিগুণা ততো নবজ্বণং লৈগালচূর্ণং বিপেং ॥

শুভ্রৈকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েৎ ।

যাবন্মোকজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যাদনম্ ॥

ইচ্ছাভেদী রস ।

(টুকণ-সোহাগার ঠৈ । পারদ-পারা । বিখা-শুষ্ঠী । জৈপাল-জয়পাল বীজ । গুঞ্জা-রক্তিকা । ওদন-অন্ন ।)

পারদ, সোহাগা, মরিচ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ, শুষ্ঠী ২ ভাগ এবং জয়পাল বীজ ১ ভাগ ; এই সমুদায় বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম ইচ্ছাভেদী রস । এই ইচ্ছাভেদী রস এক বটী শীতল জলের সহিত সেবন করিলে ইচ্ছানুসারে বিরেচন হয় । এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ (গরম) জলপান না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিরেচন হইতে থাকে । এই ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে, দধির সহিত অন্ন পথ্য করিতে দিবে ।

অপরেচ্ছাভেদী রসঃ ।—

জৈপালাক্টৌ দ্বিকৌ গন্ধ স্ত্রিশুষ্ঠী মরিচং দ্বিকম্ ।

একমৃতঃ সোহাগৈকৌ গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃতাম্ ॥

শূলব্যাদি ত্রয়ো গুল্মাঃ কুষ্ঠাষ্টাদশ পিত্তজাঃ ।

ভগন্দরাদিষ্মদ্রোগাঃ সর্বে নশান্তি ভক্ষণাৎ ॥

অপর ইচ্ছাভেদী রস ।

মতান্তরে ইচ্ছাভেদী রস কথিত হইতেছে । ৮ আট ভাগ জয়পাল বীজ, ২ দুই ভাগ গন্ধক, ৩ তিন ভাগ শুষ্ঠী, ২ দুই ভাগ মরিচ, পারদ একভাগ এবং সোহাগা একভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া এক রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহাকেও ইচ্ছাভেদী রস বলে । এই ঔষধ সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হয় এবং শূলরোগ, বাতিকগুণ্ডা, পৈত্তিকগুণ্ডা, স্নৈয়িকগুণ্ডা, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ, পৈত্তিকরোগ সকল, ভগন্দর ও হ্রদ্রোগ প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যাদি বিনষ্ট হয় ।

গদমুরারীচ্ছাভেদী ।—

রস বলি গগনার্ক শুদ্ধতালং বিষঞ্চ

ত্রিফলা ত্রিকটুকন্তুটুকণং ভৃঙ্গমেভিঃ ।

সমমিহ জয়পালোদ্ভূতচূর্ণং বিষর্দ্যা

দ্বিনিশমনিশমেতদ্ভ্রাজোখবারা ॥

ভবতি গদমুরারিঃ স্বেচ্ছয়া ভেদকোহয়ম্

হয়তি সকলরোগান্ সন্নিপাতানশেষান্ ।

ইহ হি ভবতি পথাং মৎস্য-মাংসাদি-সর্বং

স্বতবিলোড়িতমশ্মিন্ ভোজনঞ্চ ভুরিদেয়ম্ ॥

গদমুরারীচ্ছাভেদী ।

(রস—পারদ । বলি—গন্ধক । গগন—অভ্র । তাল—হরিताल । ত্রিকলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া । ত্রিকটুক—শুঠ, পিপুল ও মরিচ । টঙ্গ—মোহাগা । অর্ক—তাম্র । অনিশ—সতত ।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিताल, বিষ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপ্পলী, শুঠী, মোহাগার খৈ ও ভৃঙ্গরাজ ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক এক এক ভাগ এবং এই সকল দ্রব্য সমষ্টির সমান পরিমাণ জয়পাল বীজ লইয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত নিরন্তর ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দন করিবে । এবং এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম “গদমুরারি-ইচ্ছাভেদী রস” । এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছাময়্যারী ভেদ হয় এবং সন্নিপাতাদি সর্বপ্রকার ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় । আর ইহা সেবন করিয়া বিরচন হইলে, মৎস্য মাংসাদি সকল প্রকার বস্তু স্বতসহ মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে পথা সেবন করিবে ।

তৃতীয়—ইচ্ছাভেদী রস ।—

শুষ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধক টঙ্গম্ ।

জৈপালা স্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

ইচ্ছাভেদী দ্বিগুণঃ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ

যাবন্তশ্চুল্লুকাঃ পীতা স্তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ ।

তক্রোদনং খাদিতব্য মিচ্ছাভেদী যথেষ্টয়া ॥

তৃতীয়-ইচ্ছাভেদী রস ।

(শুষ্ঠী—শুঠ । রস—পারা । টঙ্গ—মোহাগা । জৈপাল—জয়পাল । চুল্লুক—গণ্ডুষ । তক্র—ঘোল ।)

শুঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও মোহাগার খৈ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ এক এক ভাগ এবং জয়পাল বীজ ৩ তিন ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ (শুড়া) করিবে । এই চূর্ণ ২ দুই রতি পরিমাণে ইক্ষুচিনির সহযোগে সেবন করিলে ইচ্ছাময়্যারী বিরচন হয় । ইহাকে ইচ্ছাভেদী রস বলে । এই ঔষধ সেবন পূর্বক যত গণ্ডুষ জল পান করা যায়, ততবার দান্ত হইয়া থাকে । ইহা সেবন করিয়া বিরচন হইলে, আর ইচ্ছাময়্যারী তক্র সহ অন্ন ভোজন করিবে ।

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা ।—

পারদং গন্ধকং কুর্ঘ্যাৎ সৌভাগ্যং পিপ্পলী সমং ।

সমানি জয়পালানি ক্রিয়ন্তে রেচনায় চ ।

শীতেন রেচয়েৎ সমাশুক্ষেপনৈব প্রশাম্যতি ॥

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা ।

পারুল, গন্ধক, সৌভাগ্য (টঙ্কণ) ও পিপ্পলী ; এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক সকল দ্রব্যের সমান জয়পাল বীজ চূর্ণ করতঃ, মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য অম্লপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া থাকে । ইহাকে ইচ্ছাভেদী গুড়িকা বলে । এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পানাদি শৈত্যক্রিয়া করিবে । কিন্তু উষ্ণ আচরণ করিলে দান্ত বন্ধ হয় ।

ক্লান্তিশো রসঃ ।—

অভয়াচূর্ণমাদায় নূতনৈর্জয়পালকৈঃ ।

পঞ্চমাংশেন মিলিতৈঃ স্নু হীক্ষীরেণ মর্দিতাঃ ॥

গুড়িকাস্তম্যাঃ কর্তব্য্য বর্তুলাশ্চণকপ্রভাঃ ।

একৈকস্যাম্য টঙ্কম্য রৈচনৈশ্চ রসৈস্তদা ॥

ক্লান্তিশো ন চ দাহঃ স্যার চ মুচ্ছা ভ্রমঃ ক্রমঃ ।

বেগতঃ সারয়েদেষা বিশেষাদামনানিনী ॥

নিরুহেণ তথা নৈব তথা বিন্দুয়তেন চ ।

ত্রিরত্যা ন তথা রেচ্যা যথাস্যাৎগুড়িকোস্তম্য ॥

অতিশুদ্ধং ভবেদেহমতিপ্রবলমুত্তমম্ ।

অতিরূপমতিপ্রোচমত্যাঙ্করদুত্তমম্ ॥

বিষ্টন্তে গুড়িকা দেয়া চোদরে দারুণাময়ে ।

অধোদেশেষু সর্বেষু গুদেষু চ মহৌষধিঃ ।

দীয়েতে ক্ষীরতে চামঃ কামকায়-বিবর্দ্ধনঃ ॥

ক্লান্তিশ রস ।

(অভয়া—হরিতকী, স্নু হী—মনসাসিজ । ক্ষীর—তাহার আঠা । বর্তুলা—গোলাকার । চণক—বুট । টঙ্ক—চতুর্মাষক পরিমাণ । নিরুহ—মল নিঃসরণার্থে পিচ্কারী বিশেষ । বিষ্টন্ত—উদরে গুড়গুড়া শব্দ । গুদ—গুহ ।)

উত্তমরূপে হরিতকী চূর্ণ করিয়া ঐ হরিতকী চূর্ণের পঞ্চমাংশ নূতন জয়পাল বীজে চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মনসাসিজের ছদ্মের সহ উত্তমরূপে মর্দন-পূর্বক চণক (৪ মাষা) প্রমাণ গোলাকার বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন এই বটিকার এক একটী বটী, সেবন করিলে দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম, ক্লান্তিবোধ, বিশেষ-বৃদ্ধি আঘাতাদি সমূলে বিনাশ করে । ইহাকে “ক্লান্তিশ রস” বলা যায় । ইহা সেবন করিলে যেমন সুখে বিরেচন হয় ; নিরুহণ (পিচ্কারী), বিন্দুয়ত ও গুড়িচূর্ণ প্রয়োগেও সে প্রকার পরিহাররূপে বিরেচন হয় না । এই ক্লান্তিশ

রস সেবনে বিরচন হইলে, তদ্বারা দেহ শুদ্ধ, সমগ্রিক বলশালী, অত্যন্ত সুন্দর ও সুবৃদ্ধ এবং রোগীর আয়ুঃবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিকট, দাক্ষ, উদর-
বদন, অধোদেশগত সকলপ্রকার রোগ এবং গুহরোগসমূহে ইহা মহৌষধি।
এই ঔষধ সেবন দ্বারা আমদোষ ক্ষর প্রাপ্ত হইয়া শরীরের দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।—

দেবদালী স্বর্ণপুষ্পং গুড়েন বটকীকৃতম্।

গুদমধ্যে প্রদেয়ৈষা পাতয়েচ্চ মহাগদম্ ॥

অধশ্চ সামায়াতি পুনঃ সা দীয়েতে গুদে।

প্রক্ষাল্য বারিণা চৈষা বারং বারং প্রযচ্ছতি ॥

অনেন ক্রমযোগেন মলমামং বিরচনম্।

জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ম্ ॥

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

(দেবদালী—হস্তিঘোষক, ঘোষাকল। স্বর্ণপুষ্প—সোণালু।)

ঘোষাকল, সোণালুকলের মজ্জা ; এই দুইটি দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক
উহাদের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মর্দনপূর্বক লঘাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার
এক একটা বটী গুহ মধ্যে প্রবেশ করাইলে, উত্তমরূপে দাস্ত হইয়া নানাবিধ
অসাধ্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং অন্য কোন প্রকার বিকট ঔষধ উদর
মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিলে, তাহাও এই ঔষধ সেবন দ্বারা আমের সহযোগে বিরে-
চন হইয়া নিঃসৃত হইয়া যায়। এই ঔষধে একবার বিরচন হইলে গুহদেশে জল-
দ্বারা ধৌত করিয়া পুনর্বার অপর আর একটা বটী গুহদেশে প্রবেশ করা-
ইবে। এবং প্রকারে জলদিয়া গুহদেশ পুনঃ পুনঃ ধৌত করতঃ বটিকা প্রদান
করিলে, আম ও মল বিরচিত হইয়া দেহ বিশুদ্ধ, সুন্দর কাস্তিবিশিষ্ট ও
নিরাময় হয়।

সর্বাক্ষয়দরো রসঃ।—

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকং বিষকং জয়পালকম্।

কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকম্ ॥

অস্ত্র মাত্রা প্রয়োক্তব্য্য গুণ্ডাভ্রয়সম্য ততঃ।

সর্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ ॥

নাশয়েৎ শ্বাসকাসঞ্চ হৃগ্নিসাদং বিশেষতঃ।

ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পূর্বং রসঃ সর্বাক্ষয়দরসঃ ॥

সর্বাক্ষয়দর রস।

(শুদ্ধসূত—শোধিত পারদ। কটুত্রয়—মরিচ, পিপূল ও তাম্র। ত্রিফলা—
আমলকী, হরীতকী, বহেড়া। টঙ্গণ—সোহাগা।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়শাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এবং লোহাণী ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে এই পুর্ক উত্তমরূপে রূপ করিয়া জলসহ মর্দন পুর্বেক ৩ তিনরাতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । ইহাকে সর্ষাপ অম্লের রস বলে । ইহার এক ঘটিকা সেবন করিলে পদ্রিকার রূপে বিরোচন হইয়া দেহে বিশুদ্ধ হয় । এই ঔষধ সকল প্রকার অরোগ, শ্বাস ও কাস ; বিশেষতঃ আমবাত ও অগ্নিমান্দ্যে অতীব প্রশস্ত । এই সর্ষাপঅম্লের রস পূর্বকালে ত্রৈফল কর্জুক নির্মিত হইয়াছে ।

জ্বরকেশরী ।—

শুদ্ধশুতং বিষং ব্যোষং গন্ধস্ত্রিফলমেব চ ।
জয়পালং সমং কুর্যাৎ ভৃঙ্গতোয়েন মর্দয়েৎ ॥
বটিকাং গুণ্ডমাজ্জান্ত রুত্না বৈদ্যাঃ প্রযত্নতঃ ।
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাক প্রশস্যতে ॥
নারিকেলানুনা বাপি সর্ষজ্বর-বিনাশিনী ।
নারিকেলজলং শস্তং ত্রিকর্ষক পিবেদনু ॥
সিতয়া চ সমং পীত্বা পিত্তজ্বর বিনাশিনী ।
মরিচেন চ পীতা সা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ ॥
পিপ্পলী-জীরকাভ্যাস্ত দাহজ্বরবিনাশিনী ।
বিষমজ্বর-ভূতোথং জ্বরপীহানমেব চ ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণকু শ্বয়থুক সুদারুণম্ ।
শূলব্যাদি ত্রয়োণ্ডলুা কুষ্ঠাষ্টাদশপিত্তজান্ ॥
জ্বরকেশরী নামেয়ং তরুণ-জ্বরনাশিনী ॥

জ্বরকেশরী ।

.(শুত—পারদ । ব্যোষ—ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠ, পিপুল, মরিচ । গন্ধ—গন্ধক । ত্রিফল—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া । ভৃঙ্গতোয়—ভৃঙ্গরাজের স্বরস । সর্ষপ—সরিষা । শ্বয়থু—শোথ । ত্রিকর্ষ—৩ তোলা । সিতা—চিনি । জীরক—জীরা ।)

শোধিত পারদ, শোধিত বিষ, শুঠী, পিপ্পলী, মরিচ, শোধিত গন্ধক, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী এবং জয়শাল ; এই সমুদয় বস্তু প্রত্যেকে সমান ভাগে এই পুর্কক ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দনপূর্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা বালকদিগকে সেবন করাইতে হইলে এক সর্ষপ আকার বটী করা বিধেয় । এই ঔষধ নারিকেলের জলের সহিত সেবন করিয়া, পাক ৩ তোলা নারিকেলের রস পান করিবে । ইহাতে সকল প্রকার অর-

রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ইচ্ছাচিনির সহিত সেবন করিলে শিথিলতার আশ্রয় হয় ;
ও মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, পিপুলচূর্ণ অথবা জীরা
চূর্ণ সহ সেবন করিলে দাইজ্বর, ভূতোথিতজ্বর, গ্ৰীহা, অগ্নিমন্দতা, অজীর্ণ,
সুদাক্ষণ শোথ, শূল, শূলজনিত অজীর্ণতা, ত্রিবিধ গুল্ম, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ
এবং পিত্তজ্বর রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ তরুণজ্বর নাশক জ্বরকেশরী
নামে বিখ্যাত।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ । —

বিষমৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্পলীকণাম্ ।
গন্ধকম্য তথা ভাগং ভাগং ম্যাং টঙ্কম্য বৈ ॥
সর্বত্র সমভাগং স্যাদ্ধিস্থূলন্তু দ্বিভাগিকম্ ।
জয়ীরস্য রসেনাত্র ভাব্যং হিঙ্গুলশোধিতে ॥
রসশেচং সমভাগং স্যাদ্ধিস্থূলং নেষাতে তদা ।
গোমূত্র-শোধিতকাত্র বিষং সৌবীর-শোধিতম্ ॥
শুক্কেচং সমভাগং ম্যাং সৌবীর-শোধিতকরেৎ ।
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদগামানবটীকরেৎ ॥
রসশেচং সমভাগং স্যাদ্ধিস্থূলং নেষাতে তদা ।
মৃত্যুরূপং জ্বরং হস্তি শূলপাণিঃ স্বয়ং রসঃ ॥
মৃত্যুর্বিনির্জিতো যস্মাৎ তেন মৃত্যুঞ্জয়রসঃ ।
অব্যক্তঃ সিদ্ধিদঃ শুদ্ধো রোগহ্নঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥
যশঃপ্রদঃ শিবঃ সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ স্মৃতঃ ।
মধুনা লেহনং : প্রাক্তং সর্বজ্বর-নিবৃত্তয়ে ॥
দধ্যদকানুপানেন বাতজ্বর-নিবহ্নঃ ।
আদ্রকস্য রসে পানং দারুণে সান্নিপাতিকে ॥
জয়ীর-দ্রবযোগেন চাজীর্ণ-জ্বর নাশনঃ ।
অজাজীণ্ডসংযুক্তং বিষমজ্বর নাশনম্ ॥
তীত্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে ।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্য পূর্ণে বটি চতুষ্টয়ম্ ॥
স্ত্রীবালা রুদ্ধে ক্ষীণে চ অর্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা ।
অতিরুদ্ধে চ ক্ষীণে চ শিশৌ চাম্পবয়স্যপি ॥
দুর্ধ্যমাত্রা প্রদাতব্য ব্যবস্থা সারনিশ্চিতা ।
নবজ্বরে প্রদানে চ বামৈকান্নাশয়েজ্জ্বরম্ ॥

মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ গ্রবম্ ।
সপ্তাহাৎ সন্নিপাতোৎখং জ্বরাজীর্ণকমঙ্গকং ॥

মৃত্যুঞ্জয় রস ।

(কণা-চূর্ণ। টঙ্কণ-সোহাগা। জ্বরী-জ্বারী নেবু। সৌবীর-
কাজী। সৌর-স্ব্যাতপ। খল্ল-ঔষধ মাড়িবার খল। শূলপানি-
মহাদেব। তুর্ষা-চতুর্থাংশ। নিবর্হণ-বিমাশক। আর্দ্রক-আদা।
অজাজী-কৃষ্ণজীরা। বাম-প্রহর। দধ্যদক-দধিরমাত্।)

বিষ, মরিচ, পিঙ্গলী, গন্ধক এবং সোহাগা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে
এক এক ভাগ, এবং হিজুল ২ দুই ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্বক জলসহ খলে
পেষণ করতঃ মুদ্রা (মুগের দাইলের সদৃশ) প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে।
জ্বরীরসে হিজুল শোধন করিবে। ইহাতে ১ এক ভাগ পারদ প্রদান করিলে
হিজুল দিতে হয় না এবং গোমুত্র দ্বারা বিষ সংশোধন করিয়া লইবে।
এই ঔষধ মৃত্যুশ্বরূপ জ্বরকে বিনাশ করে এবং মৃত্যুকে জয় করে বলিয়া
ইহাকে “মৃত্যুঞ্জয়রস” বলে। এই মৃত্যুঞ্জয় রস সকল প্রকার রোগে সিদ্ধি-
প্রদ, দেহভুক্তি কারক, সর্ববিধ রোগ নাশক, কীর্ত্তিবর্দ্ধক, যশঃপ্রদায়ী এবং
সাক্ষাৎ শিব (মহাদেব) স্বরূপ শিব (মঙ্গল) জনক। ইহা মধুর সহিত
লেহন পূর্বক সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। আদার রসের সহিত
সেবন করিলে ইহাতে সাম্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। দধির মাতের সহযোগে
সেবন করিলে ইহা বাত নিবারণ করে। জ্বরীর রসের সহিত সেবন করিলে
অজীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরা ও ইক্ষুগুড় সহযোগে সেবনে ইহা বিষমজ্বর
নষ্ট করে। লোকের যৌবনকালে অতি তীব্র যৌবনজ্বর হইলে, পূর্ণ-
মাত্রায় অর্থাৎ ইহার ৪ চারিটী বটী পর্য্যন্ত সেবন করিবে। স্ত্রীলোক, বালক,
বৃদ্ধ এবং ক্ষীণদেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্দ্ধমাত্রায় অর্থাৎ ২ দুইবটী সেবন
করাইবে। এবং অতি বৃদ্ধ, অতি ক্ষীণ ও অতি শিশুদিগকে একটী মাত্র
বটীকাই প্রদান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মহাঘোর নবজ্বর, এক
প্রহরের মধ্যে ; মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর তিনরাত্রের মধ্যে এবং সাম্নিপাতিক
জ্বর এক সপ্তাহ মধ্যে বিনষ্ট হয়।

নবজ্বরাস্তু শঃ ।—

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রস-গন্ধ-হিজুলান্,
নৈকুত্তবীজান্যথদন্তীব্যারিণা ।
পিষ্টাম্য ঔণ্ডাভিনবজ্বর্যাপহ',
জলেন চার্কসিতরা প্রযোজিতা ॥

নবজ্বরাস্তু শঃ ।

(রস-পারদ। গন্ধ-গন্ধক। নৈকুত্তবীজ-দন্তীবীজ। সিতা-ইক্ষুচিনি)
পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, হিজুল ৩ তিনভাগ এবং দন্তীবীজ

চারিভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক দস্তার কাখে উৎসর্গরূপে মর্দন করিয়া ৩ দিনরাত্রি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নবজরে অর্থাৎ জ্বরের প্রথম অবস্থায় অর্ধেক পরিমাণ ইচ্ছাচিনি মিশ্রিত করিয়া জল-ইয়োগিকে সেবন করিতে দিবে।

জ্বর-ধুমকেতু রসঃ।—

অদ্যাং সমং স্মৃতসমুদ্রকেন-

হিসুলগন্ধং পরিমর্দ্য যামম্।

নব জ্বরে বল্ল-যুগং দ্বিষত্-

মাদ্রি মুনায়ে জ্বরধুমকেতুঃ ॥

জ্বরধুমকেতু।

শোধিত পারদ, সমুদ্রকেনা, হিসুল এবং গন্ধক; এই দ্রব্য চতুর্ভুজ সমভাগে গ্রহণ পূর্বক ১ প্রহরকাল খলে পেষণপূর্বক মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ২ হুইদিন পর্য্যন্ত আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া ৪।৫ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জ্বরধুমকেতু বলে। এই ঔষধ এক বজ্র (৩রতি) পরিমাণে সেবন করিলে সকল প্রকার তরুণজ্বর বিনষ্ট হয়।

স্মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।—

শানো পারদগন্ধো চ কণা চ কটুকী তথা।

প্রত্যেকং পিচুভাগেন ভাবয়েদ্ধি রসন্ততঃ।

কুলস্য কারবেল্লস্য রসৈশ্চ সপ্ত-তোলকৈঃ।

স্মৃতসঞ্জীবনো নাম রসো গুণ্ডাচতুর্ভুজম্ ॥

জ্বরং হন্তি মহাঘোরং দ্বন্দ্বজং সত্রিদোষজম্।

বাতিকং পৈতিককৈব সদাহং শ্লেষ্মিকং শ্রিয়ে ॥

ঐকাহিকং দ্বিতীয়াহং তৃতীয়কচাতুর্থকো।

হন্তি সর্বান জ্বরান ঘোরান্ দির্নৈকেন মহেশ্বরী ॥

পথ্যং যথেষ্পিতং ভক্ষং শাল্যন্নং সশীতং দধি।

নাতঃ পরতরং কশিচৎ বিদ্যাতে জ্বরকর্মণি ॥

স্মৃতসঞ্জীবন রস।

শান-৪ চারিমাষা অর্থাৎ অর্ধ তোলা। কটুকী-কটুকী। পিচু-কর্ষ ২২ তোলা। কুল-পটোলপত্র, পল্ভা। কারবেল্ল-করেলা উচ্ছে। ক-তোলা।)

পারদ, গন্ধক, পিচুভূজ, কটুকীভূজ; এই দ্রব্য চতুর্ভুজ প্রত্যেকে একতোলা। দ্বিগুণ পিচুভূজের ২ হুইতোলা করিয়া ক্রমাৎ করিবে। এবং পারদ প্রত্যেক দ্রব্য সমানরূপে ৭ লাভাভাগে পিচুভূজ রসে এক বজ্রতোলা

করেলা উচ্ছেদ রসে ভাবনা দিবে । উদনস্তর স্বর্ষাতপে শুষ্ক করিয়া ৪ চারি রতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম মৃতসঞ্জীবন রস । দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরীকে বলিলেন, হে প্রিয়ে ! এই মৃতসঞ্জীবন রস বাতিকঙ্কর, পৈতিকঙ্কর, লৈঙ্গিকঙ্কর, বাতপিত্তকঙ্কর, বাতশ্লেষ্মকঙ্কর, পিত্তশ্লেষ্মকঙ্কর, সান্নিপাতিকঙ্কর, দাহসংযুক্তকঙ্কর, ঔকাহিকঙ্কর, দ্ব্যাহিকঙ্কর, তৃতীয়কঙ্কর, এবং চাতুর্থকঙ্কর প্রভৃতি সকলপ্রকার অতি ভয়ানক ঘোরতর জ্বর সমূহ এক দিক সের মধ্যেই বিনাশ করে । এই ঔষধ সেবন করিয়া যথেষ্ট শালিধাত্তের অন্ন, শীতল দ্রব্য ও দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করা যায় । জগতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই ।

জ্বরারিঃ রসঃ ।—

রসো বলিস্ত্রিকটুকং জয়পালাময়ত্বচম্ ।
কিরাততিক্তকং মুস্তং সমভাগং প্রকম্পয়েৎ ॥
নিঙুণ্ডাদ্রিসৈর্ভাব্যং ভক্ষয়েৎ রক্তিকাদ্বয়ম্ ।
আচ্ছাদ্য যত্নতো বৈদৈর্য্যাবদবর্ষসুতিভবেৎ ॥
যামার্কাদেহিনাং তন্তু জরো মুকৃতি নিশ্চয়ঃ ॥

জ্বরারি রস ।

(রস—পারদ । বলি—গন্ধক । ত্রিকটু—শুঠ, পিপুল ও মরিচ । আম্র-কুড় । জ্বক্—দারুচিনি । কিরাততিক্তক—চিরাতা । নিঙুণ্ডী—শেফালিক অর্থাৎ সিউলী ।)

পারদ, গন্ধক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জয়পাল, কুড়, দারুচিনি, চিরাতা এবং মুখা ; এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্বক চূর্ণ করিবে । তারপরে ৩৪ দিন শেফালিকা পত্রের রসে ও আদার রসে মর্দন পূর্বক ২৬ই রতি প্রমাণ বটীক প্রস্তুত করিবে । ইহার ১ এক বটীকা রোগীকে সেবন করাইয়া বর্ষজীবন হওয়া পর্যন্ত রোগীর সর্বদা যত্ন দ্বারা যতপূর্বক আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে রোগী জ্বর হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ইহার নাম জ্বরারি রস ।

উদকমঞ্জরী রসঃ ।—

সুতো গন্ধউষ্ণঃ সোষণং স্যাদেতৈস্তল্যাং শর্করাং যৎস্যাপিতৈঃ ।

ভূয়োভূয়ো ভাবয়েত্তু ত্রিরাত্রং,

বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরম্য ব্যজা ।

সিকেষেবং ঝারিণা তক্র-ভুজ্যং,

চূর্ণিকাং পথ্যসেব প্রদিক্তব ।

প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ ।

অম্লরোগং হন্তি সাম্যং প্রবাতং

পিত্তাধিক্যে মূৰ্দ্ধি বারি-প্রয়োগঃ ।

উদক মঞ্জরী রস ।

(সূত-পারদ । গন্ধ-গন্ধক । উষণ-মরিচ । শর্করা-ইক্ষুচিনি । বঙ্গ-রতি । শূন্যবের-আদা । তক্র-ঘোল । চূর্ণিকা-শর্করু অর্থাৎ ছাড়ু স্থানে দেখান শৈ ।)

পারদ ১ এক মাষা, গন্ধক ১ এক মাষা, টঙ্গণ ১ এক মাষা ও মরিচ ১ এক মাষা এবং ইক্ষুচিনি ৪ মাষা ; এই সকল বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ দিন রাত্রি পুনঃ পুনঃ রোহিতমশ্বের পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিবে । অত্যন্ত উষ্ণতা অহুত হইলে শরীরে জল সিঞ্চন এবং তক্রসহ সেধানের শৈ পথ্য করিতে দিবে । পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলের পটী দিবে । এই ঔষধ সেবন দ্বারা অম্লরোগ, সামজ্বর ও বাতজ্বর বিনষ্ট হয় । ইতি উদক-মঞ্জরী রস ।

চিন্তামণিঃ ।

তালকং শুক্তিকাচূর্ণং শিথিগ্রীবং সমাংশকম্ ।

সংপিষ্য কারয়েৎ সর্বং চক্রিকা সদৃশং শুভম্ ॥

শরাবেহপি হিতং রাত্নৌ পুটেদ্যাজপুটেন চ ।

স্বাদি শীতল মুদ্রত্য ভক্ষয়েন্মামষাঋকম্ ॥

শর্করা-সহিতং সেবাং সর্বজ্বরহরং পরম্ ॥

চিন্তামণিঃ ।

(তালক-হরিতাল । শুক্তিকাচূর্ণ-নিম্বকভস্মচূর্ণ । শিথিগ্রীব-তুঁতে চক্রিকা-রক্তি । শরাব-মুগ্ধরপাত্রবিশেষ, শরা ।)

হরিতাল, শুক্তিচূর্ণ ও তুঁতেভস্ম ; এই ত্রয়্য সকল সমানভাগে গ্রহণপূর্বক পেষণ করত ; চক্রিকা সদৃশ বটী করিয়া রাহিতে গজপুট দ্বারা শরাব সংপুটে পুটপাক দিবে । ভগ্ননস্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণপূর্বক ১ একমাষা পরিমাণে শর্করা সহ সেবন করিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয় ।

মহাজ্বরাকুশো রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষং তুলাং ধূর্তকীজং ত্রিভিঃ সমম্ ।

চতুর্গাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুণ্ডাদ্বরং হিতম্ ॥

জয়ীরস্য চ মজ্জাভিরাজ কস্য রসৈষু তম্ ।

মহাজ্বরাকুশো নাম জ্বরাকুশনিম্নদনঃ ॥

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকম্ ।

বিষমঞ্চ ত্রিদোষোপাং হন্তি সর্বং ন সংশয়ঃ ।

মহাজরাকুশ ।

পারদ, গন্ধক ও বিষ ; এই ত্রয়ত্রয় প্রত্যেকে ১ একতোলা, ধূর্তবীজ, (ধূতুরার বীজ) ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, পিপ্পলীচূর্ণ ৪ চারিতোলা এবং শুষ্ঠীচূর্ণ ৪ চারিতোলা ; এই সমস্ত ত্রয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ীরের মজ্জার রসে ও আদার রসে মর্দন করিয়া ৪।৫ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম মহাজরাকুশ । ইহা সেবন করিলে ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, ত্র্যাহিকজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বিষমজ্বর এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয় ।

জয়াবটী ।—

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিষ-পল্লবম্ ।

বিড়ঙ্গমষ্টমং সর্বং ছাগী-মূত্রৈঃ সমং সমম্ ॥

চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা ॥

জয়াবটী ।

বিষ, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা, হরিদ্রা, নিষপত্র, বিড়ঙ্গ, ও জয়ন্তীমূল ; এই সকল ত্রয়া সমভাগে গ্রহণ পূর্বক ছাগী মূত্রসহ পেষণ করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম জয়াবটী । এই জয়াবটী সেবন করিলে, সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

জয়ন্তী বটী ।—

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশ-পত্রকম্ ।

মরিচং পিপ্পলী নিষং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্ ॥

বটিকা পূর্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা ॥

জয়ন্তী বটী ।

বিষ, আক্নাডি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিষপত্র ও জয়ন্তীপত্র ; এই সকল ত্রয়া সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক ছাগীমূত্র সহ বাটিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

যোগবাহিক জয়াজয়ন্তী ।—

জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরোপহা ।

মুদগামলক-যূষেণ পথ্যং দেয়ং দ্ব্যতং বিনা ॥

জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্র-মরিচান্বিতা ।

সন্নিপাতজ্বরং হন্তি রুমশ্চানন্দভৈরবঃ ॥

জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরনুদ্ব যতৈঃ ।

সর্বদ্বয়ং মধুবোষণং গবাং মুত্রেন শীতকম্ ॥
 চন্দনম্ কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরানহা ।
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেণ চ কাশজিৎ ॥
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পাণ্ডু বিনাশিনী
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ ॥
 অশ্বরীং হন্তি নো দ্বিত্বং দূহকচ্ছং সমুদ্ভবম্ ।
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ গোমুত্রেণ যুত্বং পিবেৎ ॥
 হস্ত্যাশু কাকণং কূটং ত্রৈপেন চ তদ্ববম্ ।
 বিনিক্ষং কেতকীলং শিখী ত্রোয়েন পায়য়েৎ ॥
 রত্নী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাঙ্করং ।
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা সর্বমেহনুৎ ॥
 লোথ্রং মুস্তাভরাভূলাং কট্ফলঞ্চ জলৈঃ সহ ।
 কাথয়িত্বা পিবেচ্চান্ন মধুনা সর্বমেহনুৎ ॥
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ ওড়ৈঃ কোকজলৈঃ সহ ।
 ত্রিদোষখং হরেদণ্ডলুং রসো বানন্দভৈরবঃ ॥
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ হন্তি শুষ্ঠা ভগন্দরম্ ।
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেন গ্রহণীং প্রনুৎ ॥
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশচানন্দভৈরবঃ ।
 রক্তপিভে ত্রিদোষোথে শীততোয়েন পায়য়েৎ ॥
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশাক্যানুৎ ।
 জয়ন্তী বা জয়া বাথ সূচীং স্তন্যেন চাঞ্জমম্ ॥
 শ্রাবণং সর্বদোষোথং মাংসরুদ্ধিক্ নাশয়েৎ ॥

বোগবাহিক জয়াজয়ন্তী ।—

(ক্ষীর—দুগ্ধ। মুস্তা—মুগের দাইল। আমলক—আমলকী। ক্ষৌদ্র—
 মধু। বোষ—ত্রিকটু। মাক্ষিক—মধু। কষায়—কাথ। তণ্ডুলোদক—চাউলের
 জল। বিনিক্ষ—৪ মাষা। কট্ফল—কাঁকড়া। তক্র—ঘোল। শীততোয়—
 শীতলজল। ভৃঙ্গদ্রাব—ভীমরাজের স্বরস। নিশাক্য—রাত্র্যঙ্কতা। শ্রাবণ—
 কর্ণরোগ। কেতকী—কেয়াপুষ্প)।

জয়াবটী অথবা জয়ন্তীবটী হৃৎকের সহযোগে সেবন করিলে পিত্তজ্বর জ্বর
 বিনষ্ট হয় এবং উক্ত জ্বরে এই জয়াবটী বা জয়ন্তী বটিকা সেবন করিয়া মুগের
 বৃষ অথবা আমলকীর বৃষ পথ্য করিবে ; কিন্তু উক্ত বৃষে কদাচিত্ হৃত প্রদান
 করিবে না। উক্ত জয়াবটী এবং জয়ন্তী বটী এবং “আনন্দভৈরবরস” নামক

বটী মরিচা ও মধুসহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয় । জ্বর বা জ্বরন্তী বটী স্বতের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর তিরোহিত হয় । মধু ও ত্রিকটুর সহ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর ; গৌমূত্র সহযোগে সেবন করিলে শীতজ্বর জ্বর ; রক্তচন্দনের কাথ সহ সেবন করিলে রক্তপিত্তজনিতজ্বর ; মধুসহ সেবনে কাস রোগ ; দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ; তণ্ডুলোদক সহিত সেবন করিলে অশ্বরী ও মূত্রকৃচ্ছ ; বৃগামূত্র সহ সেবনে অথবা প্রলেপে “কাকণ” নামক কুষ্ঠ-ব্যাধি ; ও চারিমাষা কেয়ারমূলের সহিত জল সহযোগে বাটিয়া সেবন করিলে সুরামেহ এবং মধুসহ সেবনে সকল প্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয় । উক্ত জ্বরবটী বা জ্বরন্তী বটিকা সমভাগ লোথ, হরীতকী, মুখা ও কটুকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাথ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ঐ জ্বর বা জ্বরন্তীবটী অথবা “আনন্দভৈরবরস” উষ্ণজল সংযুক্ত ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে ত্রৈদোষিক গুল্ম ; শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবনে ভগন্দর ; তক্রসহসেবন করিলে গ্রহণীরোগ ; উক্ত জ্বরবটী, বা জ্বরন্তী-বটী অথবা “আনন্দভৈরবরস” শীতল জলের সহিত সেবন করিলে দ্বিদোষজ রক্তপিত্ত ; ভৃঙ্গরাজের স্বরস সহ সেবন করিলে এবং শুষ্ক দুগ্ধের সহ উক্ত বটীর যে কোনদী ঘর্ষণপূর্বক চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাত্রাক্ষতা ও সর্বদোষজ কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় । এমন কি উক্ত বটীদ্বয় দ্বারা সকল প্রকার রোগ নিবারিত হইয়া শরীরে বলোপায় ও মাংস বৃদ্ধি হয় ।

জ্বরান্নিঃ রসঃ ।—

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং টঙ্কং সমাংশিকম্ ।
 সর্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং শুদ্ধমভ্রকম্ ॥
 লৌহেন লৌহদণ্ডেন নিগুণ্ডাঃ স্বরসেনচ ।
 মর্দয়েদন্যহুতঃ পশ্চাৎ মরিচ সূততুলাকম্ ॥
 পর্গেন সহ দ্বাতব্যং রসং রক্তিপ্রমাণতঃ ।
 সর্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরান্নিরূদাহুতঃ ॥
 কাসং শ্বাসং তথা ঘোরং বিষমাখ্যং তথা বম্বিম্ ।
 ধাতুশূং মজ্জগং মেদোগতমহিগতং জ্বরম্ ॥
 রক্তগং মাংসগং হন্তি দাহং সর্কান্নমাশ্রম্ ॥

জ্বরান্নিরস ।—

(টঙ্ক—সোহাগা । অভ্রক—অভ্র । স্বরস—কাঁচা দ্রব্য পেষণ করিলে যে রস বহির্গত হয়, তাহাকে সেই দ্রব্যের স্বরস বলে । নিগুণ্ডী—নিমিন্দা । হুত—পারদ । পর্গ—তাম্বুল । অশনি—বজ্র) ।

পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ, সোহাগা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সম-ভাগ এবং লৌহ ও অভ্র পারদাদি দ্রব্য চতুর্ভুজের সমান গ্রহণপূর্বক

সমুদায় দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রণপূর্বক লৌহখলে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দার রসে মর্দন করিবে । তৎপরে উহাতে পারদ তুল্য একভাগ মরিচ নিক্ষেপ করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস, ঘোর বিষমজ্বর, বমি, দাহ, ধাতুগত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেদোগত জ্বর, অস্থিগত জ্বর, রক্তগত জ্বর ও মাংসগত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চাননো রসঃ ।—

শস্ত্রোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যোদ্ভরক্তং রবিঃ ।

পাক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুতং ভাগাঙ্কিমং খ্যাবিতম্ ॥

খাদেৎ খলুবিমর্দিতং রবিজলৈশ্চৈঞ্জকমাত্রাং দদেৎ ।

সিংহোহরং জ্বরং হস্তি দর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ ॥

পঞ্চাননরস ।

(শস্ত্রোঃ কণ্ঠবিভূষণ—বিষ । দৈত্যোদ্ভ—গন্ধক । রক্ত—হিঙ্গুল । রবি—তাম্র । পাক্ষৌ—চারিভাগ । অর্ক—আকন্দ) ।

বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ এবং তাম্র ১ ভাগ ; এই দ্রব্য সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া আকন্দ মূলের রস দিয়া খলে পেষণপূর্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা জ্বররূপ হস্তীর মর্প দলনে সিংহ স্বরূপ ।

সর্বজ্বরহরলৌহঃ ।—

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোমং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা ।

শ্রেয়নী পিপ্পলীমূলমুশীরং সুরদারু চ ॥

কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা ।

শোভাঞ্জনস্য বীজানি মধুকং বৎসকং সমম্ ॥

লৌহতুলাং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।

সর্বজ্বরহরং লৌহং সর্বরোগং বিনাশয়েৎ ॥

বাতিকং পৈত্তিককৈব শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।

দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্বঞ্চ জ্বরং জয়েৎ ॥

প্লীহানং মরুতং গুল্মাং সার্মবাতং সূদারুণং ।

অর্শাংশি ঘোরমুদরং মুচ্ছাং পাণ্ডুং হলীমকং ॥

অতীসারং গ্রহণীঞ্চ যক্ষ্মাণং বাতরোগঞ্চ ।

শীতং কম্পং বিষং দাহং ঘর্মসুতি বমিভ্রমান্ ॥

হৃন্মাসমরুচিং তন্দ্ৰাং কাসং শ্বাসং ক্রিমিতুখা ।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ ।

রক্তপিত্তমজ্জীর্ণস্ত মন্দাগ্নিং শোথমেব চ ॥
 হিক্কাং মণ্ডলকং কুষ্ঠং উদৰ্দ্ধকং বিনাশয়েৎ ।
 বল্যং পুষ্তিকরং রুঘাং সৰ্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ ॥
 সৰ্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাষিতম্ ॥

সৰ্ব্বজ্বরহর লৌহ ।—

(চিত্রক—রক্তচিতার মূল । ব্যোম—ত্রিকটু । শ্রেয়সী—গজপিপ্পলী ।
 উল্লী—বেণারমূল । সুরদাক—দেবদাক কাঠ । কিল্কিততিক্তক—চিরাতা ।
 বাল—বাল। কটুক—কটুকী । শোভাজ্ঞন—সজিনা । মধুক—যক্ষিমধু ।
 রংসক—কুটজ) ।

রক্তচিতার মূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুখা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদাক, চিরাতা, বাল, কটুকী, কন্টকারী, সজিনার বীজ, যক্ষিমধু এবং কুটজত্বক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণ করিবে, এবং ইহাদের সমষ্টির তুলা লৌহ গ্রহণপূর্বক তৎসহ মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া বাটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহাকে সৰ্ব্বজ্বরহর লৌহ বলে । এই সৰ্ব্বজ্বরহর লৌহ সকল প্রকার রোগ বিনাশক । এই ঔষধ সেবন করিলে বাতিক জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক-জ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, বিষম জ্বর ও ধাতুগতজ্বর পরাজিত হয় । স্বয়ং চন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, এই সৰ্ব্বজ্বরহরলৌহ ঔষধ সেবন করিলে স্নীহা, যকৃৎ, গুল্ম, সূদারুণ আমবাত, অশ্বঃ, ঘোরতর উদররোগ, মুচ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, অতীসার, গ্রহণী, যক্ষ্মা, শোথ, নীত, কন্ধ্যা, বিষ, দাহ, ঘর্ম্মজ্বাৰ, বমি, জ্বম, বিবমিষা, অকচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ক্রিমি, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, হিক্কা, মণ্ডলকুষ্ঠ, বাতব্যাধি ও উদৰ্দ্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া বল, পুষ্টি ও তেজস্বিতা বর্দ্ধিত হয় ।

রহজ্জ্বরাস্কুশো রসঃ ।—

পারদং গন্ধকং তাত্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ ।
 বঙ্গং লৌহং মাস্কিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা ॥
 , যতাত্রং গৈরিকং তুথং টঙ্কগন্ধন্তিবীজকম্ ।
 সৰ্ব্বান্যেতানি দ্রব্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
 জয়ীর বিজয়া চিত্র তুলসী তিস্তিড়ীরসৈঃ ।
 এভির্দিনত্রয়ং ভাব্যং নিৰ্জ্জনে রৌদ্রসংকুলে ॥
 চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুকাঞ্চ কারয়েৎ ।
 মন্দাগ্নিদীপনীটৈব সৰ্ব্বজ্বরবিনাশিনী ॥
 বৃন্দজং সৰ্ব্বজ্ঞৈব চিরকালসমুদ্ভবম্ ।

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ জ্বরন্তুথা ॥

চাতুর্থকং তথা ত্র্যগ্র সামদোষ-সমুদ্ভবম্ ।

সর্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

রহং জ্বরাস্কুশো নায রমোহয়ং মুনিভাষিতঃ ॥

রহজ্বরাস্কুশরস ।

(তাল—হরিতাল । মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক । স্বর্ণর—একপ্রকার মুক্তিকা-
ত ধাতুদ্রব্য । মনঃশিলা—মন্‌হাল । গৈরিক—গেরীমাটী । ত্র্যগ্র—ত্রেতে ।
স্তিড়ী—তেঁতুল । চণ—কলার । ভাস্কর—সূর্য্য । তিমির—অন্ধকার ।
হয়—ভাঙ্, সিদ্ধি, সাধনা) ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণর,
শিলা, অভ্র, গৈরিক, মোহাগা এবং দন্তীবীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে
গান সমান গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ (পুঁড়া) করিবে । তদনন্তর জমীর, ভাঙ্, রক্তচিহ্ন,
সমী ও তিস্তিড়ী ; ইহাদের রসে ৩ তিন দিবস ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণ
টকা প্রস্তুতপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ জঠরাগ্নি সন্দীপক
ং সর্বজ্বর বিনাশক ; এবং দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক, বহুবালস্থারী, ঐকাহিক,
হিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও আমদোষজ জ্বর নাশ করে । যেমন সূর্য্যদেব
ন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার জ্বর শিনষ্ট হয় ।
ই হেতু মহাত্ম মুনিগণ কর্তৃক ইহাকে “রহজ্বরাস্কুশরস” নাম প্রদত্ত হইয়াছে ।

রহং সর্বজ্বরহরে। লৌহঃ ।—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব তাম্রমল্লঞ্চ মাক্ষিকম্ ।

হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ণমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥

স্বতং কান্তং পলং দেয়ং সর্বমেকীকৃতং শুভম্ ।

বক্ষ্যমানৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্ ॥

কারবেল্ল রসেনৈব দশমূল রসেন চ ।

পপ্পাট্যাশ্চ কষায়েণ ত্রিফলাক্বাথকং তথা ॥

শুভ্রুচ্যাঃ স্বরসেনৈব নাগবল্লীরসেন চ ।

কাকমাটীরসেনৈব নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥

পুনর্নবাত্রিক্রান্তোভির্ভাবনাং পরিকম্প্য চ ।

রক্তিকা দি ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েদ্বটিকাং ভিষক্ ॥

শুভ্রপিপলীসংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী ।

জ্বরমষ্টবিধং হন্তি জীর্ণজ্বরহরং পরম্ ॥

বারিদোষকৃ বিবিধং নানাদোষোদ্ভবং তথা ।

সততাদিহ্বরং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
 ক্ষয়োদ্রবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবন্তথা ।
 অভিঘাতজ্বরকৈব অভিচারকমেব চ ॥
 ভূতাবেশজ্বরকৈব ঋক্ষদোষোদ্রবন্তথা ।
 শীতপূর্বং দাহপূর্বং ত্রিদোষং বিষমজ্বরং ॥
 প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দনারীশ্বরন্তথা ।
 অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমং ত্র্যাহিকং তথা ॥
 এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষাচ্ছিন্ন ন সংশয়ঃ ।
 স্নীহজ্বরে তথা কানে চাতুর্থকবিপর্যায়ৈ ॥
 শালায়ং তক্রমহিতং ভোজয়েদ্ গুড়মংযুতম্ ।
 কংকারপূর্বকং সর্বং বর্জ্যনীয়ং ন সংশয়ঃ ॥
 মৈথুনং বর্জ্যয়েত্তাবদযাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ।
 সর্বজ্বরহরং লৌহং দুগ্ধভং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 রহং সর্বজ্বরহর লৌহ ।

(মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক । হিরণ্য—স্বর্ণ । তার—রৌপ্য । তাল—হরি-
 তাল । কষ—১ তোলক । পল—৮ তোলক । বক্ষামাণ—পশ্চাৎ কথি-
 তম্ । কারশেল—করেলা উচ্ছে । পূর্ণা—ক্ষেত্ৰপাপ্ড়া । কষায়—কাথ ।
 নাগবল্লী—তাম্বুল, পর্ণলতা । নিপুণ্ড্রী—নিমিন্দা । আর্দ্রকান্তঃ—আদার
 রস । বারিদোষ—জলদোষ । বিড়—বিটলবণ । মৈথুন—স্ত্রীসহবাস) ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল ; এই
 সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কান্তলৌহ ৮ আঁটতোলা ; সকল
 দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া করলা, দশমূলী, ক্ষেত্ৰপাপ্ড়া, ত্রিফলা,
 গুলঞ্চ, তাম্বুল, কাকমাচী, নিমিন্দা, পুনর্নবা ও আদা ; ইহাদের প্রত্যেকের
 রসে ৭ সাতদিবস করিয়া ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেণপূর্বক ১ এক রক্তি-
 কাদি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বটিকা ইক্ষুগুড় ও পিপুলচূর্ণ সহ
 সেবনে বার্ষিক বর্ধিত হয় ; এবং অষ্টবিধজ্বর, জীর্ণজ্বর, জলদোষজ্বর, অত্যা-
 দোষজাতজ্বর, সন্ততাদি-সাধ্যাসাধ্য জ্বর, ধাতুক্ষয়জনিত জ্বর, যক্ষ্মারোগোদ্ভূত-
 জ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর, ভূতাবেশোদ্ভূত জ্বর, নক্ষত্রদোষজ্বর,
 অভিঘাত জ্বর, অভিচার জ্বর, অভিভ্যাস জ্বর, বিষমজ্বর, ত্র্যাহিক, শীতপূর্ব,
 দাহ, ত্রিদোষজ্বর, বিষমজ্বর, প্রলেপক জ্বর, মর্দনারীশ্বর জ্বর, স্নীহজ্বর, চাতু-
 র্থকজ্বর, চাতুর্থক বিপর্যায় জ্বর, পাণুরোগ, কামলারোগ, এবং মন্দ্যগ্নি প্রভৃতি
 উৎকট ব্যাধি সকল ৭৥ সাড়ে সাত দিবসের মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । এই ঔষধ
 সেবন করিয়া শালি তণ্ডুলের অন্ন বিটলবণ ও তক্র সহ ভোজন করিবে । এই
 ঔষধ ব্যবহারকালে যে সকল বস্তুর নামের প্রথম অক্ষর “ক”কার আছে, সেই

প্রয়োগ-চিকিৎসামণিঃ ।

কল দ্রব্য কদাচিত্ ভোজন করিবে না । যথা : কদলী, কর্কোটক ইত্যাদি । ই ঔষধ সেবন করিয়া যত দিন রোগী বলবান্ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্নান-হাস পরিভাগ করিবে । ইহার নাম সৰ্ব্বজ্বরহর লৌহ । ইহা অত্যন্ত দুর্দভ-ষধ ।

মহা সৰ্ব্বজ্বরহরলৌহঃ ।—

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্ ।

তোলৈকং ত্রিফলা ব্যোমং বিড়ঙ্গং মুস্তকন্তথা ॥

শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বৈ চ ধান্যকম্ ।

আদ্র্ ক-স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্বিষক্ ॥

গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কুর্যাদুক্ষয়েদাদ্র্ ক-দ্রবৈঃ ।

সৰ্ব্বজ্বরহরলৌহং মহাজ্বর-বিনাশনম্ ॥

বাতিকং পৈত্তিককৈব শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।

বিষমজ্বর ভূতোখং জ্বরপ্লীহানমেবচ ॥

মাসজং পক্ষজকৈব জ্বরং সংবৎসরোথিতম্ ।

মহাগ্নি-দীপককৈব জ্বরানাং কুলনাশনম্ ॥

মহা সৰ্ব্বজ্বরহর লৌহ ।

জারিত লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, আমলকী ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, শুষ্ঠী ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, যুথী ১ তোলা, গজপিপ্পলী ১ তোলা, পিপুলমূল ১ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, দাধহরিদ্রা ১ তোলা এবং ধনিয়া ১ তোলা ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার ১ বটিকা করিয়া প্রতি দিবস আদার রসের সহিত সেবন করিলে মহাজ্বর, বাতিক জ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, একমাসিক জ্বর, পাক্ষিক-জ্বর, সংবৎসরোথিত জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয় ।

বৃহজ্জ্বরাস্তকলৌহঃ ।—

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা ।

হেমভস্ম তু পার্দৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যালৌহকম্ ॥

অভ্রং শিলাজতুঁকৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকম্ ।

কেশরাজমপ্যামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকম্ ॥

বরাদ্রবল্কলকৈব পিপ্পলীমূলমেবচ ।

সৈন্ধবঞ্চ বিড়াকৈব ওড চীচর্ণ মেবচ ॥

কণ্টকারী রসোনঞ্চ ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্ ।
 চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দাক্ষীন্দ্রমবমেব চ ॥
 কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ ।
 দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদাদ্রক-রসৈঃ ॥
 মাষাঙ্কিং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্মধুনা মধুরীকৃতম্ ।
 জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজম্ ॥
 সাধাসাধ্যং বিচারোক্ত নৈব কার্য্যং ভিষগ্বৈরৈঃ ।
 অন্তর্দ্ধাতুগতকৈব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ভূতোখং শ্রমজং চৈব সন্নিপাতং জ্বরং তথা ।
 অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়ো তমঃ ॥
 গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পঃ পলায়তে ।
 তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে ॥
 বলদং পুষ্টিদকৈব যন্দাগ্নেৰ্নাশনং পরম্ ।*
 বীৰ্য্যাস্তত্তকরকৈব কামলা-পাণ্ডু নুদ্বেবেৎ ॥
 সদা তু রমতে নারীং ন বীৰ্য্যং ক্ষয়নো ভবেৎ ।
 প্রমেহান্ বিংশতিকৈব গ্রহণীং বিবিধান্তথা ॥
 অনুপানবিশেষেণ সর্বব্যাদিঃ বিনাশয়েৎ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানান্তক লৌহ ।

(রস—পারদ । গন্ধ—গন্ধক । তোলক—তোলা । জাতী—জায়ফল ।
 কোষফল—জয়িত্রী । হেমভস্ম—স্বর্ণভস্ম । কেশরাজ—কেশুর্ঘ্য । অপা-
 মার্গ—আপাণ্ডু । ফলত্রিক—ত্রিকলা । বরাজকল্কল—দাকচিনি । জীরক-
 দ্বয়—জীরা ও কৃষ্ণজীরা (মাজীরা) । দেবকাষ্ঠ—দেবদাককাষ্ঠ । ধাত্তক—
 ধনিয়া । দাক্ষী—দাকহরিদ্রা । বাল—বালা) ।

পারদ, গন্ধক, জাতিফল, জয়িত্রী ; এই দ্রব্য চতুর্কর প্রত্যেকে ১ এক
 তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ এক তোলা, রৌপ্য ১৫ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ১০ অর্দ্ধতোলা,
 অত্র ১ তোলা, শিলাজতু ১৫ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ১ তোলা, মুখা ১ তোলা,
 কেশুর্ঘ্য ১ তোলা, অপামার্গ ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা,
 আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, দাকচিনি ১ তোলা, পিপুলমূল ১ তোলা,
 সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, বিটলবণ ১ তোলা, গুলঞ্চ ১ তোলা, কণ্টকারী ১ তোলা,
 রসুন ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীরা ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা (মাজীরা) ১
 তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা, দেবদাক ১ তোলা, দাকহরিদ্রা ১ তোলা, ইন্দ্র-
 বী ১ তোলা, চিরাতা ১ তোলা এবং বালা ১ তোলা, আর মরিচ ২ তোলা,
 এই সকল বস্তু চূর্ণ করতঃ আহার রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে । এই দ্রব্য

অর্দ্ধমাষা পরিমাণে মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে । ইহাতে শূল ও চিরকালীন নানাবিধ জ্বর বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ প্রদানকালে রোগের সাধ্যা-সাধ্য বিবেচনা করিবে না । ইহা দ্বারা অন্তর্ধাতুগতজ্বর, ভূতোষজ্বর, প্রযুক্তনিত-জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার অসাধ্য জ্বর স্বর্ষ্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হয় । যেমন গরুড়কে দর্শনমাত্র সর্পগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ এই ঔষধের প্রসাদে সকল প্রকার জ্বর নীত্র তিরোহিত হয় । বিশেষতঃ রোগীর বলোপচর ও খাতুর পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে । এবং অগ্নিশান্দ্য, পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনদ্বারা বীৰ্যাস্তম্বন হয়, সতত স্ত্রীসন্তোগ করিলেও বীৰ্যক্ষয় হয় না এবং বিংশতিবিধ প্রমেহ ও নানাবিধ মূত্ররোগ নিবারিত হয় । এমন কি অমূপান বিশেষে সেবন করিলে এই ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গুলেশ্বরো রসঃ ।—

তুল্যাংশং মর্দয়েৎ খল্লৈ পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষং ।

দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বর-নিরন্তয়ে ॥

হিঙ্গুলেশ্বর রস ।

পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ ; এই ত্রয়ত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক খলে করিয়া উত্তমরূপ পেষণ করিবে । এই ঔষধ ২ হইরতি প্রমাণ অম্প মধুর সহিত সেবন করিলে বাতজ্বরের নিরন্তি হয় ।

ভস্মেশ্বরচূর্ণম্ ।—

ভস্মবোড়শনিক্ষং সাদারণ্যোপলকোত্ত্ববং ।

নিক্ষত্রয়ঞ্চ মরিচং বিষনিক্ষঞ্চচূর্ণয়েৎ ॥

অয়ং ভস্মেশ্বরো নাম সান্নিপাতকনিহন্তা ।

পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদাদ্রকস্য রসেন তু ॥

ভস্মেশ্বর চূর্ণ ।

(নিক্ষ—অর্দ্ধতোলা । আরণ্য—বন্য । উপলক—ঘুটে) ।

শুষ্ক গোময় (গোবর) ভস্ম ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ১১০ দেড়তোলা এবং বিষ অর্দ্ধতোলা ; এই সকল ত্রয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ৫ রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয় ।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ ।—

তাত্রভস্ম বিষং হেমঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ ।

গুঞ্জার্কং সান্নিপাতাদি নবজ্বরহরং পরং ॥

আদ্রাধু-শর্করা-সিন্দুযুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ ।

হিঙ্গুল-শর্করা-সিন্দুযুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ ।

স্বচ্ছন্দৈতরব রস ।

(হেম—ধূতুরা । গুণ্ডা—রক্তিকা । আর্দ্রাঙ্কু—আদার স্বরস । শর্করা—
চিনি । শিকু—সৈন্ধবলবণ । দ্রাক্ষা—কিস্মিস্ বা মনেকা । সিতা—চিনি) ।

তাত্ত্বভূষ্ম ও বিষ সমভাগে গ্রহণ পূর্বক ধূতুরার রসে ১০০ শতবার
ভাবনা দিয়া অর্দ্ধবৃতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক বটী
আদার রস, চিনি ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর
বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষু, কিস্মিস্, শর্করা ও দধি
কচির নিমিত্ত পথ্য দিবে ।

নবজ্বরেভাস্কু শঃ ।—

সগন্ধটঙ্কং রসতালকঞ্চ,
বিমর্দয়েদ্ভাবয়েন্মীনপিঠৈঃ ।
দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাৎ,
রস্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যম্ ।
নবজ্বরেভাস্কু শ নামধেয়ঃ,
ক্ষণেন ধর্মোদগমমাতনোমি ॥

নবজ্বরাস্কুশ ।

(গন্ধ—গন্ধক । টঙ্ক—সোহাগা । রস—পারদ । তালক—হরিতাল ।
মীন—মৎস্ত । বল্ল—ওরতি । রস্তাক—বেগুণ । তক্র—ঘোল । নবজ্বর—
ইভ—অক্ষুশ—নবজ্বররূপ হস্তীর অক্ষুশ স্বরূপ) ।

গন্ধক, টঙ্কণ, পারা ও হরিতাল এই ; দ্রব্য চতুর্ভুজ সমভাগে গ্রহণ পূর্বক
২ দিবস পর্য্যন্ত রোহিত মৎস্তের পিত্তের সহিত মর্দন করিয়া ওরতি পরি-
মাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী সেবন করিলে ক্ষণকাল
মধ্যে ধর্মোদগম হইয়া জ্বরের নিবৃতি হয় । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে
বার্তাকী ও ঘোলের সহযোগে অন্ন পথ্য দিবে ।

জ্বরমুরারিরসঃ ।—

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং যোষ্যৎ টঙ্কণং নাগরাভয়া ।

জয়পালসমায়ুক্তং সদ্যোজ্বর-বিনাশনম্ ॥

জ্বরমুরারি রস ।

(যোষ—ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুঠী) । নাগর—শুঠী । অভয়া—
হরিতকী) ।

হিঙ্গুল, বিষ, মরিচ, শুঠী, পিপুল, সোহাগা, শুঠ ও হরিতকী ; এই সকল
দ্রব্য সমভাগে এবং ইহারেই সকলের সমান জয়পাল বীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য
—যায় চূর্ণ করিয়া জল—পেধন পূর্বক ওরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত

করিবে । রোগীর অবস্থানসারে বিবেচনা পূর্বক অন্নপানের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বর নিবারিত হয় ।

টীকা । —

একোভাগো রসাচ্ছ দ্বাটৈচ্ছলেয় পিপ্পলী শিবা ।

আকারকরভোগন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ ॥

ফলাণি চেন্দ্রবারুণ্যা শ্চতুর্ভাগমিতা অমী ।

একত্র মর্দয়েচ্চূর্ণ মিস্রবারুণিকারসৈঃ ॥

মায়োন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ ।

ছিন্নারমানুপানেন জ্বরস্বী বটিকা মতা ॥

জ্বরস্বী বটীকা ।

(রস—পারা । শৈলেয়—শৈলজ । শিবা—হরীতকী । আকারকরভ—আকারকোরা । গন্ধ—গন্ধক । কটুতৈল—সর্ষপতৈল । ইন্দ্রবারুণী—রাখালশশা (মামালাড়) । ছিন্না—গুলঞ্চ ।)

শোধিত পারা ১ ভাগ, শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকারকোরা, কটু-তৈলে শোধিত গন্ধক ও রাখালশশার ফল ; এই সকল দ্রব্য মিলিত ও চারিভাগ, উক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলি চূর্ণ করতঃ মিশ্রিত করিয়া রাখালশশার রসে মর্দন পূর্বক ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিয়া গুলঞ্চের রস সহ সেবন করিলে সদ্যোজ্বর বিনষ্ট হয় ।

জ্বরস্বীবটী । —

রসং গন্ধকং দরদং জৈপালং ক্রমবর্দ্ধিতং ।

দস্তী রসেন সংপিব্য বটীং গুঞ্জামিতাং কুর্ঘ্যাৎ ॥

প্রভাতে সিতরাসার্দ্রমশিতা শীতবারিণা ।

একেন দিবসেনৈবা নবজ্বরহরী ভবেৎ ॥

জ্বরস্বীবটী ।

(দরদ—হিজুল । অশিতা—ভক্ষিতা । শীতবারিণা—শীতলজলেন ।)

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিজুল ৩ ভাগ ও জয়পালবীজ ৪ ভাগ ; এই সমস্ত বস্তু একত্রিত করিয়া দস্তীর রসে পেষণ পূর্বক ১ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিয়া, প্রাতঃকালে শীতল জল সহযোগে ইচ্ছাচিনির সহিত সেবন করিলে, একদিবসের মধ্যেই নবজ্বর বিনষ্ট হয় ।

ত্রৈলোক্যভূমুরো রসঃ । —

সূতাকংগন্ধচপলা জয়পালতিক্তা-

সংমদ্য বজ্রীপয়সা মধুনা দ্বিগুণঃ ।

ত্রৈলোক্যডুমুরোরসোহভিনবজ্বরসঃ ॥

ত্রৈলোক্যডুমুর রস ।

(স্কৃত—পারা । অর্ক—তাত্র । চপলা—পিপুল । তিত্তা—কটকী । বিষতিন্দুকজ—মধুরতিন্দুক (গাব) ফল । বজ্রীপয়ঃ—মনসাসীজের আঠা) ।

পারা, তামা, গন্ধক, পিপুল, জয়পালবীজ, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী ও গাব ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্বক সীজের দুখে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে অতি সম্বর নবজ্বর বিনষ্ট হয় ।

তরুণজ্বরারিরসঃ ।—

জৈপালগন্ধং বিষপারদঞ্চ,

তুলাং কুমারী স্বরসেন পিষ্টং ।

অস্য দ্বিগুণাদি সিতোদকেন,

খ্যাতো রসোহয়ং তরুণজ্বরারিঃ ॥

দাতব্য এষোহহনি পঞ্চমে বা,

ষষ্ঠেহথবা সপ্তম এব বাপি ।

জাতে বিরেকে বিজিতঃ জরঃস্যাৎ,

পটোলমুদগাযু-নিষেবণেন ॥

তরুণজ্বরারি-রস ।

জয়পালবীজ, গন্ধক, বিষ ও পাঁচা ; এই দ্রব্য চতুর্দশ সমভাগে গ্রহণ পূর্বক স্নতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী চিনির জলের সহিত জরিত ব্যক্তিকে জরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে নবজ্বর নিবারিত হয় । ইহা সেবনের পরে রোগীকে পটোলের বা মুগের ঘৃষ পথ্য দিবে ।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ ।—

বিষ হিঙ্গুল জৈপাল টঙ্গং ক্রমবর্দ্ধিতং ।

রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যোজ্বর-বিনাশকঃ ॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস ।

১ ভাগ বিষ, ২ ভাগ হিঙ্গুল, ৩ ভাগ জয়পালবীজ এবং ৪ ভাগ সোহাগা ; এই দ্রব্য চতুর্দশ একত্রিত করিয়া রোগীর অবস্থা বিশেষে অল্প-পান বিরেচনাক্স সেবন করাইলে সদ্যই জ্বর বিনষ্ট হয় ।

নবজ্বর-হরী বটী ।—

রসগন্ধো বিষং শুষ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ ।

পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজং চ শোধিতং ॥

চূর্ণমেবাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পী রসৈঃ পুটেৎ ।

বটীং মাষনিভাং কুৰ্যাৎ ভক্ষয়েন্ন তনে জ্বরে ॥

নবজ্বরহরী বটী ।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত বিষ, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরী-
তকী, বহেড়া (বিভীতক), আমলকী এবং শোধিত দন্তীবীজ ; এই সমস্ত
দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ দ্রোণপুষ্পীর (ঘল্ঘসের বা হল্কসার) রস
দ্বারা মর্দন পূর্বক পুটেপাকে প্রস্তুত করিয়া ১ এক মাষকলায় সদৃশ বটী
প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে নবজ্বর নিবারিত হয় ।

নবজ্বরারি রসঃ ।—

এক ভাগো রসো ভাগদ্বয়ঞ্চ শুদ্ধং গন্ধকং ।

গরলম্য ত্রয়ো ভাগা শচতুর্ভাগা হিমাবতী ॥

জৈপালক পঞ্চভাগো নিম্বুদ্রব-বিমর্দিতঃ ।

কুমিষ্ম-প্রমিতা বট্যাঃ কার্য্যাঃ সর্বজ্বরচ্ছিদঃ ॥

শৃঙ্গবেরেণ দাতব্য্য বটিকৈকা প্রতিদিনে ।

জীর্ণজ্বরে তথাজীর্ণে সমেবা বিষমেহ পি বা ॥

জ্বরং সর্বং নিহন্ত্যসৌ দাবো বনমিবানলঃ ॥

নবজ্বরারি রস ।

(গরল—বিষ । নিম্বু—নারাদী নেবু । কুমিষ্ম—বিড়ঙ্গ । শৃঙ্গবের—আদা ।
দাব—রুক্ষে রুক্ষে পরস্পর ঘর্ষণে উৎপন্ন বনাগ্নি । হিমাবতী—স্বর্ণক্ষীরী) ।

শোধিত পারা ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, শোধিত গরল (মর্প-
বিষ) ৩ তোলা, স্বর্ণক্ষীরী ৪ তোলা এবং জয়পাল ৫ তোলা ; এই দ্রব্য
সমুদায় নারাদী নেবুর রসে মর্দন করিয়া বিড়ঙ্গের সদৃশাকার বটী প্রস্তুত
করিবে । ইহার এক একটা বটী আদার রসের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে
জীর্ণজ্বর, সামজ্বর এবং সম, বিষম প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।
যেমন দাবাগ্নি বনসমূহ দহ করে, তজপ ইহা সকল জ্বরের নিহন্তা ।

বিদ্যাধরো রসঃ ।—

রসোগন্ধস্তাত্রং ত্রিকটু কটুকী টঙ্গণ বরাঃ ।

ত্রিহৃদন্তী হেমদ্রাঘণিবিষমেতৎ সমমিদং ॥

সমশ্লেস্তলাং স্যাদ্ধিমল জয়পালান্দ্রব-রজঃ ।

ততঃ স্নুক্কীরেণ প্রচুরমুদিতং দন্তীমলিলৈঃ ॥

দ্বিগুণ্যস্য প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলং ।

ভরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণী গুদকীলোদুবরুজঃ ॥

যরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমথ সামং ক্রিমিগদং ।

প্লীহানং বিবদ্ধং প্রবলমপি বিদ্যাধরোরসঃ ॥

বিদ্যাধর-রস ।

(বরা—ত্রিফলা । হেম—ধূতুর । ছামনি—আকন্দ । স্নুক—সীজ ।
মকং—বায়ু ।)

পারা, গন্ধক, তামা, ত্রিকটু, কটকী, মোহাগা, ত্রিফলা, তেউড়ী, দস্তী,
ধূতুরা, আকন্দ এবং বিষ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ঐ সকল দ্রব্য সম-
স্তির তুলা জয়পালবীজ গ্রহণ পূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া মনসাসীজের
দুগ্ধ দিয়া উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক দস্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে
বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে তরুণজর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী,
অর্শ, বাতশূল, অজীর্ণ, ক্রিমিরোগ, নিবদ্ধ ও প্লীহা প্রভৃতি প্রবল ব্যাধি
সকল নিবারিত হয় ।

গদমুরারিঃ ।—

রস বলি শিললৌহ যোষ তাত্রাণি ।

তুল্যান্যথ সদরদ নাগং ভাগমেতৎ প্রদিশ্যৎ ॥

ভবতি গদমুরারিচাস্য গুণ্যদ্বয়ং বৈ ।

ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মাম জ্বরাত্মং ॥

গদমুরারি ।

(বলি—গন্ধক । শিলা—মনঃশিলা (ছন্দো রক্ষণার্থে শিল ইতি হ্রস্ব),
দরদ—হিঙ্গুল । নাগ—সীসা ।)

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, ত্রিকটু, তাত্র, হিঙ্গুল ও সীসা ; এই
সমস্ত দ্রব্য তুলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক জলসহ বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা
করিবে । ইহা সেবনে এক দিবসের মধ্যেই তরুণজর বিনষ্ট হয় ।

নবজ্বরেভসিংহঃ ।—

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং লৌহং তাত্রঞ্চ সীসকং ।

মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥

অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ং ।

শুদ্ধবেরানুপানেন দদ্যাৎ গুণ্যদ্বয়ং ভিষক্ ॥

নবজ্বরে মহাঘোরে যাকুতে গ্রহণীগদে ।

নবজ্বরেভসিংহোহয়ং সর্বত্রোণে প্রযোজয়েৎ ॥

নবজ্বরেরতসিংহ।

(বিশ্ব—শুষ্ঠী। ঝাসর—দিবস।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীস, মরিচ, পিঙ্গলী এবং শুষ্ঠী; এই ঔষধ সকল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, তৎসহ উক্ত সমুদায় ঔষধের অর্দ্ধেক বিষ মিশ্রণ পূর্বক ২ দুই দিবস পর্য্যন্ত মর্দন পূর্বক ২ রতি প্রমাণে বটিকা করিয়া, আবার রসের সহিত সেবন করিলে ঘোরতর নবজ্বর, বাতরোগ ও এহনী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

হুতাশনো রসঃ।—

নাগরং কর্ণমাত্রঞ্চ টঙ্গণং কর্ককদ্বয়ং।

মরিচং সার্ককং স্যাণ্ডাবদন্ধ বরাটকম্ ॥

বিষং কর্কচতুর্থাংশং সর্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।

রসো হুতাশনো নাম্না খাদ্যো গুণ্ণামিতো জ্বরে ॥

হুতাশন রস।

(নাগর—শুষ্ঠী। বরাটক—কপদক, কড়ি)।

শুষ্ঠী ২ তোলা, টঙ্গণ ৪ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, এবং শোধিত বিষ ১০ অর্দ্ধতোলা; এই ঔষধগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর উপশমিত হয়।

রবিসুন্দরো রসঃ।—

দ্বিভাগতালেন হতঞ্চ তাম্রং,

রসঞ্চ গন্ধঞ্চ সমীনমায়ুঃ।

বিষং সমঞ্চ দ্বিগুণঞ্চ তাম্রং,

ত্রিসপ্তবারেণ দিবাকরাংশৌ ॥

বিষদ্য চারিষ্ট রসেন চূর্ণং,

গুণ্ণৈকদন্তং সিতয়াসমেতং।

জ্বরাস্তকোহয়ং রবিসুন্দরাখ্যো,

জ্বরান্নিস্ত্যাক্ষবিধান্ সমস্তান্ ॥

রবিসুন্দর রস।

(তাল—হরিতাল। মীন—রোহিত মংস্ত্র। আয়ুঃ—তাহার পিত।

ত্রিসপ্ত—২১। দিবাকর—সূর্য। অংশ—তাহার কিরণ অর্থাৎ রৌদ্র।

চারিষ্ট—নিম্বপত্র।)

দ্বিগুণ হরিতাল দ্বারা মারিত তাম্র ১ তোলা, শোধিত পারা ১০ অর্দ্ধ-তোলা, গন্ধক ১০ অর্দ্ধতোলা, রোহিত মংস্ত্রের পিত ১০ অর্দ্ধতোলা এবং বিষ ১০ অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত ঔষধ ২১ একষিংশতিবার নিম্বপাতার রসে ভাবনা করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হবে। ইহার এক

একটী বটী ইকুচিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ।

জ্বরগ্রীবটী ।—

শুদ্ধ জৈপাল টঙ্কন্তু কট্টীটঙ্কদ্বয়োন্মিতং ।

গৈরিকং টঙ্কমেকঞ্চ কল্যানীরেণ মর্দয়েৎ ॥

কলায়সদৃশী কার্ঘ্যা বটীকা তাক্ ভক্ষয়েৎ ।

শীতলেন জলৈনৈব বটী জীর্ণজ্বরাপহা ॥

জ্বরগ্রীবটী ।

(জৈপাল—জরপালবীজ । কট্টী—পিপুল । টঙ্ক—১০ অর্দ্ধতোলা । গৈরিক—গেরীমাটী । কল্যা—হরীতকী । কলায়—মাষকলায় ।)

শোধিত জরপালবীজ ১০ অর্দ্ধতোলা, পিপুল ১ একতোলা, গেরীমাটী ১০ অর্দ্ধতোলা ; এই দ্রব্যত্রয় গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করতঃ হরীতকীর রসে মর্দন করিয়া কলায় সদৃশ বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ শীতল জল সহযোগে সেবন করিলে সর্বপ্রকার জীর্ণ বা পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয় ।

কম্পতরুরসঃ ।—

শুদ্ধং শঙ্করশুক্ৰ মক্ষতুলিতং মারারিনারীরজ-

স্তবভাবদ্রুমা পতিক্ষু টগলালঙ্কারবস্ত্রস্বতম্ ।

তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবত্তথা টঙ্কণং ।

শুষ্ঠীদ্ব্যাক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিকৃপাল-সংখ্যাকম্ ॥

বিষাদিবহু নি শিলোপরিষ্ঠাৎ বিচূর্ণয়েদ্বাসমি শোধয়েচ্চ ।

ততস্ত খল্লৈ রসগন্ধকৌ চ চূর্ণকতদ্ যামযুগং বিমর্দ্য ॥

কম্পতরু নর্মিধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ ।

সমীরণ শ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঠৈককা ॥

আদ্র কৈন সমমেষ ভঙ্কিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরং ।

শ্বাস্যকাস মুখশোষ শীততা বহ্নিমান্দ্য বিস্মৃচীশ্চ নাশয়েৎ ॥

নস্যে লেপে হরতি শিরোহর্ত্তিং কফবাতজাং ।

মোহং মহান্তমপি চ প্রলাপং ক্ষবথুগ্রহম্ ॥

কম্পতরুরস ।

(শঙ্করশুক্ৰ — পারদ । মারারি নারীরজঃ — গন্ধক । উমা পতিক্ষু টগলা-
লঙ্কার — কালকুট বিষ । বিমলা — স্বর্ণমাক্ষিক । কণা — পিপ্পলী । দিকৃপাল-
সংখ্যা — ৮ অষ্ট । অক্ষ — ২ তোলা । সমীরণ — বায়ু । বহ্নিমান্দ্য — মন্দায়িতা ।
ক্ষবথু — হৃচ্চী, হাঁচি) ।

শোধিত পারদ ২ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, কালকুট (কৃষ্ণসর্পের বিষ) ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা। মোহাগার খৈ ২ তোলা, শুষ্ঠী ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং মরিচ ৮ তোলা। প্রথমতঃ পান্না ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া খলে দুই প্রহর পর্যন্ত মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ; এবং বিষাদি দ্রব্যগুলি শিলার উপরি চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া জলসহ এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধকে “কল্পতরু রস” বলে। ইহা আদার রমের সহিত সেবন করিলে বায়ুরোগ, শ্লেষ্মারোগ, বায়ু ও কফ জন্ম জ্বর, শ্বাস, কাশ, মুখশোথ, শীতবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও বিস্মৃতিকা (ওলাউঠা) নিবারিত হয়। উহা নস্ট্রো ও প্রলেপে ব্যবহার করিলে বায়ু বা কফ কর্তৃক শিরঃপীড়া, অত্যন্ত মোহ, প্রলাপ ও হাঁচির কষ্টতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃতসঞ্জীবনী-বটী।—

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টক্কণং মৃতশূলকং ।
 ধুস্তুরস্য বীজানি চ হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্ ॥
 এতানি সমভাগানি দির্নৈকং বিজয়াদ্রবৈঃ ।
 মর্দয়েচ্চর্ণকাকারা কর্ভব্যা বটিকাথ মা ॥
 ভক্ষণীয়োহিপাতব্যো রবিমূল-কষায়কঃ ।
 মৃতসঞ্জীবনী নাম্না সন্নিপাত-জ্বরান্তকুৎ ॥
 মৃতসঞ্জীবনী বটী ।

(মৃতশূলক—মারিত তাম্র। বিজয়া—সিদ্ধি, ভাঙ। চণক—ছোলা বা বুট। রবিমূল—আকন্দমূল)।

বিষ, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গন্ধক, মোহাগা, মারিত তাম্র, ধুস্তুরার বীজ ও হিঙ্গুল ; এই বস্তু সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক সিদ্ধি বা ক্রাথে এক দিবস ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ; তাহার এক এক বটী আকন্দমূলের ক্রাথ অনুপানে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিনত্র-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকং ।
 ত্রিভিস্তল্যৈর্গবাং ক্ষীরৈর্মর্দয়েদাতপে খরে ॥
 মর্দয়েদ্দিনমেকস্ত নিষ্ঠুপ্তী শিগুজদ্রবৈঃ ।
 বিধায় গোলন্তং গোলমন্ধমুষাগতং পচেৎ ॥
 ত্রিধামং বালুকাযন্তে ততঃ খলে বিচূর্ণয়েৎ ।
 অষ্টমাংশং বিষং তত্র ক্ষিপেৎ তেনাপি মর্দয়েৎ ॥
 ত্রিনেত্রাখ্যা রসো হ্যেব দেয়ো গুণ্যদ্রব্যোন্মিতঃ ।

পঞ্চকোল-কষায়েণ ছাগীদুগ্ধেন বা সহ ॥

রসেনানেন ভুঞ্জেন সন্নিপাত-জ্বরো মহান্ ।

সংক্ষয়ং ব্রজতি ক্ষিপ্রং কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥

জিনেত্র রস ।

(ক্ষীর—দুগ্ধ । আতপ—রৌদ্র । নিষ্ঠুগী—নিমিত্তা । শিগু—সজ্জিনা ।
ত্রিষামু—৩ প্রহর) ।

শোধিতপারা, শোধিতগন্ধক ও মারিততাত্র ; এই ত্রব্যত্রয় সমানভাগে
গ্রহণপূর্বক, ইহাদের সমান গাভীর দুগ্ধে মর্দন করিবে। অনন্তর খরতর
রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় নিমিত্তা ও সজ্জিনার ক্কাথে এক দিবস মর্দন
করিবে। তৎপরে উহাকে পিণ্ডাকৃতি করিয়া একটী অক্ষগুহার মধ্যে রাখিয়া
বালুকাযন্ত্রে তিনপ্রহর জ্বাল দিবে। পরে খলে পেষণ করতঃ চূর্ণ করিয়া,
উহার ৮ ভাগের ১ ভাগ বিষ সহ মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী করিবে।
ইহার এক এক বটী পঞ্চকোলের ক্কাথ অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন
করিলে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

অমৃতাদি-বটী ।—

অমৃত-বরাটক-মরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগযোজিতৈরাচিতা ।

বটিকা মুদগসমানা কফত্রিদোষাগ্নিমান্দ্যহরী ॥

অমৃতাদি বটী ।

অমৃত (বিষ) ২ ভাগ, কড়িতম্ব ৫ ভাগ এবং মরিচ ২ ভাগ ; এই সকল
একত্রিত করিয়া জলের সহিত বাটিয়া মূণের সমান বটী করিয়া সেবন
করিলে কফ, ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্যতা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পঞ্চবক্তু-রসঃ ।—

গন্ধেশ-টঙ্কং মরিচং বিষং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ ।

দিনং সংযদ্বিতং শুষ্কং পঞ্চবক্তু রসো ভবেৎ ॥

আদ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ ।

সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদোষনাশনঃ ॥

পঞ্চবক্তু রস ।

(গন্ধ—গন্ধক । দ্রব—পারদ) ।

গন্ধক, পারা, মোহাগা, মরিচ ও বিষ ; এই সকল ত্রব্য সমভাগে গ্রহণ-
পূর্বক ধুতুরাপাতার রসে একদিন মর্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা ১ রতি
পরিমাণে আদার রসের সহিত সন্নিপাত জ্বরে প্রয়োগ করিলে, ঘোরতর
ত্রিদোষ দূরীভূত হয় ।

পপটী-রসঃ ।—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্যং হৃদয়রসেন চ ।

স্বতঃ তাত্র লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ কিপেৎ
 লৌহপাত্রে চ রিপচেৎ চালয়েৎ লৌহচাটুনা ।
 তৎস্বিপেৎ কদলীপত্রে গোমর্যোগরি সংস্থিতে ॥
 পশ্চাচ্চ চূর্ণয়েৎ খলে নিম্ণুণ্ডা ভাবয়েদ্দিনং ।
 জয়ন্তী ত্রিফলা কন্যা বাসা ভার্গী কটুত্রিকৈঃ ॥
 ভৃঙ্গাদ্বিমূলমুণ্ডীভিত্তাবয়েদ্দিন-সপ্তকং ।
 অঙ্গারৈঃ শ্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পপটীখ্যা মহারসঃ ॥
 চতুস্তৃণামিতং ভক্ষ্যং সম্যক্ শ্লেষ্মহরং জয়েৎ ।
 পথ্যা-শুষ্ঠামৃতা-কাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ ॥

পপটীরস ।

(ভৃঙ্গ-ভীমরাজ । লৌহচাটু-লোহার দাস্তী (হাতা) ; কন্যা-স্বত
 কুমারী । বাসা-বাসক । ভার্গী-বামনহাটী । অগ্নি-চিতা । মুণ্ডী-মুণ্ডীরি
 পথ্যা-হরিতকী । অমৃতা-গুলঞ্চ) ।

পারা ১ভাগ এবং গন্ধক ১ভাগ লইয়া ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া মর্দন করিবে
 পরে পারা ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে মারিত তাত্র ও লৌহভস্ম একত্র
 করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং পাককালে ঘন ঘন লোহার হাতা দ্বার
 খুঁটিবে । পাকশেষ হইলে গোময় উপরি কলার পাতা রাখিয়া, তত্পরি ঐ
 ঔষধ চালিবে । এই রূপ করিলে উহা পপটীবৎ হইবে, তৎপরে ঐ পপটী
 খলে চূর্ণ করিয়া মিসিম্ভার স্বরস দিয়া এক দিবস ভাবনা দিবে এবং তৎপরে
 জয়ন্তী, ত্রিফলা, স্বতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল
 ও মুণ্ডীর রসে ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সেক দিয়া লইবে
 ইহার নাম পপটীরস । এই ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে
 শৈশ্বিক-জ্বর সমূলে বিনাশ পায় । এই ঔষধের অমৃপানার্থে হরিতকী
 শুষ্ঠী ও গুলঞ্চের কাথ সেবন করিবে ।

বাতপিত্তান্তক-রসঃ ।—

স্বতস্তুতাজ্রমুস্তার্ক তীক্ষ্ণমাক্ষিক তালকং ।
 গন্ধকং মর্দয়েৎ তুলাং যক্তিদ্রাক্ষায়তরসৈঃ ॥
 খাত্ত্রী শতাবরীজাটৈঃ দ্রবৈঃ কীরবিদারিভৈঃ ।
 দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিভকোদ্রযুতা বটী ॥
 বাষ্মাত্রং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ং ।
 দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোথং বাতপিত্তান্তকো রসঃ ॥
 পিত্তাকীরং পিবেচ্চান্ন যক্তিকাথ-সিতাযুতম্ ॥

বাতপিত্তাস্তক রস ।

(অর্ক—তাত্র । তীক্ষ্ণ—লৌহ । মাক্ষিক—অর্গমাক্ষিক । তালক—হরি-
তাল । যষ্টি—যষ্টিমধু । ক্ষীরবিদারী—ভূমিকুস্মাণ্ড । সিতা—শর্করা) ।

পারদতন্ত্র, অত্র, মুখা, তাত্র, লৌহ, অর্গমাক্ষিক, হরিতাল এবং গন্ধক ;
ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক যষ্টিমধু, কিস্মিস্, গুলঞ্চ,
আমলকী, শতমূলী এবং সাদা ভূঁইকুমুড়া ; এই সকলের প্রত্যেকের রসে
এক দিবস করিয়া ভাবনা দিয়া ও রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে ।
ইহার এক একটা বটী চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতপৈত্তিক জ্বর,
দাহ, তৃষ্ণা, জ্বম ও শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া
চিনির সহিত দুগ্ধ অথবা যষ্টিমধুর কাথ চিনির সহিত পান করিবে ।

বিশেষ্বর-রসঃ ।—

ব্রহ্মসুতাকর্তীক্ষক তালং গন্ধকং কটফলং ।
মেবশৃঙ্গী বচা শুষ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকং ॥
ধান্যকং মর্দয়েতুল্যাং পর্পটোথ-দ্রবৈর্দিনং ।
মর্দ্যং মাষং লিহেৎ ক্ষৌদ্রেঃ কফপিত্ত-মদাত্যয়ে ॥
রসো বিশেষ্বরো নাম প্রোক্তো নাগার্জ্জুনেন চ ।
কাকমাচীরসং চান্ন সৈন্ধবেন যুতং পিবেৎ ॥

বিশেষ্বর রস ।

(অর্ক—তাত্র । তীক্ষ্ণ—লৌহ । মেবশৃঙ্গী—মেচাশৃঙ্গীর গাছ । ভার্গী—
বামনহাটী । পথ্যা—হরীতকী । বালক—পাথরকুচি বা বালা । ক্ষৌদ্র—মধু) ।

পারদতন্ত্র, তাত্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটফল, মেবশৃঙ্গী, বচ, শুষ্ঠী,
বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনিয়া ; এই সমস্ত দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া
উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এক দিবস ক্ষেত্ৰপাণ্ডার রসে ভাবনা দিয়া এক-
মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । ইহার এক বটী মধুর সহিত সেবন
করিলে, অথবা কাকমাচীর রস এবং সৈন্ধবের সহিত পান করিলে কফ, পিত্ত
ও মদাত্ম্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । বিখ্যাত নাগার্জ্জুন মুনি কর্তৃক এই
ঔষধ উক্ত হইয়াছে ।

ত্রিপুরভৈরব-রসঃ ।—

বিষটক বলি শ্লেচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্বহু ।
দন্ত্যমুর্মদিতং বাষং রসত্রিপুরভৈরবঃ ॥
বল্যো ব্যোষণে চাদ্রস্ত রসেন সিতয়াথবা ।
দন্তো নবজ্বরং হন্তি মাদ্যামানিলশোথহা ॥

হস্তিশূলং সবিষ্টোদ্রমর্শাংসি কুমিজানু গদানু ।

পথ্যং তক্রেণ তুঞ্জীত রসেহম্বিনু রোগহারিণি ॥

ত্রিপুরভৈরব রস ।

১ ভাগ বিষ, ২ ভাগ সোহাগার খৈ, ৩ ভাগ গন্ধক, ৪ ভাগ সৈন্ধ (তাত্র) এবং ৫ ভাগ দস্তীবীজ : এই সমুদায় দ্রব্য এক প্রহর পর্য্যন্ত দস্তীর স্বরসে মর্দন করিবে । ইহা আদার রস, ইক্ষুচিনি, শুঠ, পিপুল বা মরিচ সহ সেবন করিলে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, শোথ, শূল, বিষ্টকাজীর্ণ, অর্শ : এবং কুমিরোগ সমূহ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া তক্র সহ অন্ন পথ্য করিবে ।

নবজ্বর-রিপুঃ ।—

তাত্র পাত্রচয়ং প্রতাপ্য বহুশো নির্বাণ্য পঞ্চায়তে,
গোমূত্রেহগ্নিজলে বলিদ্ধিগুণিতং স্লেচ্ছেন পিষ্টেন চ ।

লিপ্তা । নপ্তয়দংশুকৈরথপুনঃ সামুদ্র-যামং পচেৎ,
যন্ত্রে লাবণিকে নবজ্বর-রিপুঃ স্যাদ্গুঞ্জয়া সম্মিতঃ ॥

নবজ্বর রিপু ।

(পঞ্চায়ত—তুষ্ণ, দধি, ঘৃত, চিনি ও মধু ; এই পঞ্চবস্তু মিশ্রিত পদার্থ ।
স্লেচ্ছ—তাত্র । যুৎ-অংশুক—যুগ্মবস্ত্র । অগ্নিজল—চিতার কাথ) ।

তাত্রপাত্রকে পোড়াইয়া বহুবার পঞ্চায়ত, গোমূত্র ও চিতার কাথে নির্বাণিত করিয়া চূর্ণ করিবে । তৎপরে উক্ত তাত্রচূর্ণ ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র করিয়া মৃত্তিকা-সংলিপ্ত বস্ত্র দ্বারা লিপ্ত একটা মূষার মধ্যে রাখিয়া এক প্রহর লবণ-যন্ত্রে পাক করিবে । ইহা ১ রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর বিনষ্ট হয় ।

শীতারি-রসঃ ।—

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং টঙ্কণঞ্চ সমং সমং ।
পারদাদ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জিতং ॥

সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্ত্বগ্ভস্ম শর্করাপি চ ।
প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জয়ীরৈর্মর্দয়েদিনং ॥

দ্বিগুঞ্জা তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরপহঃ ।

রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ ॥

শীতারিরস ।

(চিঞ্চা—তিস্তীড়ী । শর্করা—বিষ । সূতক—পারা) ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, সৈন্ধব, মরিচ, তিস্তীড়ি স্বগ্ ভস্ম এবং বিষ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং পারদের দ্বিগুণ তুষ বর্জিত জৈপাল গ্রহণপূর্বক

সমুদায় ঔষ্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া এক দিবস জ্বষীরের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম-জ্বর ও শীতজ্বর জ্বর বিনষ্ট হয় ।

চিন্তামণিঃ ।—

রসবিষগুন্ধক টঙ্গণ তাক্স যবক্ষারকং ব্যোমং ।

তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রেঃ শতং বারান্ ॥

সংমর্দ্য রক্তিমিত-বটিকা কার্য্যা ভিষগ্ভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ ।

শুষ্ঠীপিষ্টেন সমমেকাং দ্বৈ বাধবা তিশ্রঃ সং প্রাশ্য ॥

নারিকেলজল মনুপেয়ং সেবয়েৎ,

সৈন্ধবং জীরং তরুপথ্যং প্রয়োক্তবাং ।

প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণজ্বরং বিবিধঞ্চ ॥

প্লীহানং চাধ্মানকং কাসং শ্বাসং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ ।

চিন্তামণিরসোহয়ং কিল শ্বয়ং ভৈরবেণ নির্দিষ্টঃ ॥

চিন্তামণি ।

পারা, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাক্স, যবক্ষার (সোরা), শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ; এই সকল ঔষ্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একশতবার মধুর সহিত মর্দন করিয়া ৪ চারিরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার ১২ বা ৩ বটী রোগীকে শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করাইয়া নারিকেলের জল অনুপান দিবে । এবং সৈন্ধব লবণ, কৃষ্ণজীরা ও তরু পথ্যস্বরূপ প্রদান করিবে । এই ঔষধ দ্বারা সাম্মিপাতিক জ্বর, বিবিধপ্রকার জীর্ণজ্বর, প্লীহা, উদরাগ্নান, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় । শ্বয়ং ভৈরবদেব (মহাদেব) এই ঔষধ স্বজন করিয়াছেন ।

• শীতভঙ্গী রসঃ ।—

রসহিঙ্গুলগন্ধক জৈপালং মর্দিতং ত্রিভিঃ ।

দন্তিকাথেন সংমর্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ ॥

নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্যামমাত্রকং ।

আদ্রক-স্বরসেনাপি দাপয়েদ্রক্তিকারয়ং ॥

শর্করা দধিভক্তক পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ ।

শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুমুদারসৌ হিতৌ ॥

শীতভঙ্গীরসো নাম সর্কজ্বরকুলান্তরুৎ ॥

শীতভঙ্গীরস ।

পারা, হিঙ্গুল, গন্ধক ও জৈপাল ; সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ৩ বার দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । ইহার

এক একটী বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিলে মহা ঘোরতর নবজ্বর একপ্রহর মধ্যেই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনি, দধি, ভক্ত (অন্ন), নীতলজল, ইক্ষু ও যুগের ঘৃষ পথ্য প্রদান করিবে। এই ঔষধ সকল প্রকার জ্বর বিনাশ করে।

মেঘনাদ-রসঃ ।—

আরংকাংশুং যুতং তাম্রং দ্বিভিস্তল্যাস্তু গন্ধকং ।
রসেন মেঘনাদস্য পিষ্টা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
সংচূর্ণ্য পর্ণরসেন দাতব্যো বিষমাপহা ।
অত্র মাত্রা দ্বিগুণা স্যাৎ পথ্যং দ্রুন্ধোদনং হিতং ॥
পঞ্চায়তপলকৈকম্নুপানং প্রযোজয়েৎ ॥

মেঘনাদরস ।

(আর—পিষ্টল । মেঘনাদ—তণ্ডুলীরশাক (টাপানটে) । পর্ণ—শান) ।
পিষ্টল ১ তোলা, কাঁসা ১ তোলা, তাম্রা ১ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা, এই দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া নটেশাকের রসে মর্দন পূর্বক গজপুটে পাক করিবে। অনন্তর উক্ত ঔষধ চূর্ণ করতঃ ২ রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দুধ বা চ তোলা পঞ্চায়তের সহিত অন্ন পথ্য করিবে।

অমৃতমঞ্জরী ।—

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্গং পিপ্পলী বিষমেবচ ।
জাতীকোষং সমং সর্বং জয়ীরাদ্বিবির্মদিতং ॥
গুণ্ডাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি প্রদেয়ং সান্নিপাতিকে ।
কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্বজ্বরবিনাশনঃ ॥

অমৃতমঞ্জরী ।

হিঙ্গুল, মরিচ, মোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও জয়িত্রী ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে এহণপূর্বক জয়ীরের রসে মর্দন করিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী রোগীকে সেবন করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণি রসঃ ।—

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্তবীজস্ত তৎসমং ।
দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্নিক ব্যোষচূর্ণস্ত তৎসমং ॥
জয়ীরস্য চ মজ্জাভিরাদ্রকস্য রসৈরযুতং ।
অম্লপানুপানেন বটীং জ্বরে দেয়াৎ প্রযত্নতঃ ॥
গুণ্ডাদ্বয়ং বটীং খাদেৎ সদ্যোহন্নং ব্যাপোহতি ।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ ।

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ॥
 ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থক-বিপর্যায়ং ।
 অমাধ্যক্ষাপি মাধ্যক্ষ জ্বরকৈবাতিদ্রুস্তরং ॥
 অগ্নিমান্দ্যেহপ্যজীর্ণে চ আপ্যানেহনিল-সম্ভবে ।
 অতিমারৈ হৃদ্বিতে চ অরোচক-নিপীড়িতে ॥
 জ্বরান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ।
 চিন্তামণিরমো নাম সর্বজ্বরং বাপোহতি ॥

চিন্তামণিরম ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ ও ধূতুরা (ধূত) বীজ ; এই সকল দ্রব্য
 প্রত্যেকে এক একভাগ এবং তাত্র, চিতা, পিপুল, শুঠ ও মরিচ প্রত্যেকে ২
 দুইভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া জ্বীরের মজ্জা এবং আদার
 রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত পূর্বক সেবন
 করিলে মদোজ্বর, বাতজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর,
 ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, চাতুর্থক প্রভৃতি মাধ্যমাধ্য সকল প্রকার অতি
 দ্রুস্তর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বায়ুজ্বর আপ্যান, অতীমার, হৃদ্বি ও অরোচক
 নিবারিত হয় । এই ঔষধ সেবন করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের স্থায়
 সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

কুলবধুঃ ।—

শুদ্ধসূতং সূতং তাত্রং সূতং নাগং মনঃশিলা ।
 তুথকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দয়েৎ ॥
 দ্রবৈরুত্তরবারুণ্যাশচণমাত্রা বটী কৃত্য ।
 সান্নিপাতঃ নিহন্ত্যাশু নসামাত্রাণ দারুণং ॥
 এবা কুলবধূর্নাম জলে স্নক্টা প্রযোজয়েৎ ॥

কুলবধু ।

(শুদ্ধসূত—শোধিতপারদ । নাগ—সীম । তুথক—তুঁতে । উত্তরবারুণী-
 গোরক্ষচাকুলে) ।

বিশুদ্ধ পারদ, মারিত তাত্র, সীমা, মনঃশিলা ও তুঁতে ; এই সকল দ্রব্য
 তুল্যভাগে গ্রহণপূর্বক গোরক্ষচাকুলের রসে একদিন মর্দন করিয়া, রৌদ্রে
 শুষ্ক করতঃ চণক মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে । এই বটী জলে ঘর্ষণ করিয়া
 নস প্রহণ করিলে ভয়ানক সান্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

নস্তভৈরবঃ ।—

সূতসূতাকর্কটীকায়িৎ টঙ্কণং খর্পরং সমং ।

সর্বোষমর্কদুগ্ধেন দিনঞ্চ মর্দয়েদিনং ॥

অর্কক্ষীরযুতং নশ্তং সন্নিপাতহরং পরং ॥

নশ্ততৈরব ।

(যুতযুত—রসসিন্দূর । অর্ক—তাত্র । তৌল—লৌহ । অগ্নি—চিতা ।
টঙ্গ—সোহাগার থৈ । বোষ—ত্রিকটু । অর্কক্ষীর—আকন্দের আঠা ।)

রসসিন্দূর, তাত্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার থৈ, খর্ণর এবং ত্রিকটু : এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে অহ্নপূর্বক আকন্দের দুগ্ধে এক দিন মর্দন করিয়া লইবে । এই ঔষধ আকন্দের ক্ষীরের সহিত নশ্ত অহ্ন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর মাত্র বিনষ্ট হয় ।

বিদ্যাবল্লভ-রসঃ ।—

রসো ম্লেচ্ছ শিলা তালশচন্দ্রদ্ব্যর্কভাগিকাঃ ।

পিষ্টা তান্ সুষবী তৌরৈস্তাত্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ ॥

ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকা-মধ্যগং পচেৎ ।

ক্ষু টন্তো ত্রীহয়ো যাবত্তংশিরঃশ্বাঃ শঠৈঃ শঠৈঃ ॥

সকুর্গা শর্করা যুক্তং দ্বিবল্লং সংপ্রযোজয়েৎ ।

নাশয়েৎ বিষমাখ্যঞ্চ তৈলান্নাদি বিবর্জয়েৎ ॥

বিদ্যাবল্লভরস ।

(রস—পারা । ম্লেচ্ছ—তামা । শিলা—মনঃশিলা । তাল—হরিতাল ।
চত্র—১ ভাগ । অগ্নি—৩ ভাগ । অর্ক—১২ ভাগ । সুষবী—করেলা উচ্ছে ।
বল্ল—৬ রতি । শরাব—শরা) ।

১ ভাগ পাঁরা, ২ ভাগ তাত্র, ৩ ভাগ মনছাল এবং ১২ ভাগ হরিতাল একত্রিত করিয়া করেলা উচ্ছের পাতার রসে মর্দন করিয়া একটি তাত্রপাত্রে পূরিবে ; অনন্তর বালুকাপূর্ণ যুগ্ম শরাবে রাখিয়া পাক করিতে থাকিবে ; এবং পাক সমাপ্তি জানিবার জন্ত সেই শরাবোপরি কতকগুলি ধাতু রাখিয়া দিবে । যখন দেখিবে যন্ত্রস্থ ধাতু ফুটিতে লাগিবে, তখন পাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া নামাইবে, এবং শীতল হইলে চূর্ণ করতঃ ৬ রতি পরিমাণে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া তৈল ও অন্ন দ্রব্যাদি ভোজন নিষেধ জানিবে ।

বিষমজ্বরাস্কু শ-লৌহঃ ।—

রসে যুক্তং দুগ্ধভক্তং সনীরং তক্র ভক্তকং ।

অজাদুগ্ধং কেবলং বা স্থতং বা সাধিতং হিতং ॥

রক্তচন্দনহ্রীবের পাঠোশীর কণাশিবা ।

নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমস্থিতং ॥

লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্ঞরান্ ।

মিলিত-সমস্ত-চূর্ণসমং লৌহং । .

বিষমজ্ঞরাক্লুশ লৌহ ।

(অজা—ছাগী । হ্রীবের—বালা । পাঠা—আকন্দীলতা । উল্লী—বেণার-মূল । শিবা—হরীতকী । নাগর—শুষ্ঠী । উৎপল—শুঁ দিলাল । ধাত্রী—আমলকী । ত্রিমদ—মুখা, চিতা ও বিড়ঙ্গ) ।

রক্তচন্দন, বালা, পাঠা, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুষ্ঠী, উৎপল, আমলকী, মুখা, চিতা এবং বিড়ঙ্গ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দনপূর্বক শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ববিধ বিষমজ্ঞর বিনষ্ট হয় । এই ঔষধে দুগ্ধ অন্ন, সজল তৃক্ণ অন্ন কিম্বা কেবলমাত্র ছাগদুগ্ধ অথবা পাক করা ঘৃত অতীব হিতজনক ।

বৃহচ্চুড়ামণি রসঃ ।—

কস্তুরিকা বিক্রম রৌপ্য লৌহং,

তালং হিরণ্যং রসসিন্দুরঞ্চ ।

সুবর্ণসিন্দুরলবঙ্গমৌক্তিকং,

চোচং ঘনং মাক্ষিক রাজপট্টং ॥

গোক্ষুর জাতীফল জাতীকোষং,

মরিচ কপূর শিখিগ্রীবঞ্চ ।

প্রগৃহ্য সর্বং হি সমং প্রযত্না-

দথাস্থগন্ধা দ্বিগুণং হি বৈদ্যঃ ॥

বক্ষ্যমাণেষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং মুনিসংখ্যয়া ।

নিশুণ্ঠী-ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকটকৈঃ ॥

তদ্বীৰ্য্যং কথয়িষ্যামি বাতিকং পৈত্তিকং জ্বরং ।

কফোদ্ভবং ত্রিদোষোথং ত্রিদোষজনিতস্তথা ॥

সততং সন্ততং হন্তি তৃতীয়কচাতুর্থকৌ ।

ঐক্যাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ বিষমং ভুতসত্ত্ববং ॥

নাশয়েদচিরাদেব ক্লমমিত্তাশনিৰ্যথা ।

চুড়ামণিরসো হ্যেব শিবেন পরিভাষিতঃ ॥

বৃহচ্চুড়ামণিরস ।

(কস্তুরিকা—মৃগনাভি । বিক্রম—প্রবাল । তাল—হরিতাল । হিরণ্য—স্বর্ণ । চোচ—দাকচিনি । সুবর্ণসিন্দুর—মকরহুজ । ঘন—মুখা । মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক । রাজপট্ট—বিরটিদেশীয় হীরক । শিখিগ্রীব—তুঁতে । বি-

শুণ্ডী—নিমিন্দা। ফঞ্জিকা—বামনহাটী। রবিমূল—আকন্দের মূল। ত্রিক-
ণ্টক—গোকুর। ইজ্ঞাশনি—ইজ্ঞদেবের বজ্র। শিব—মহাদেব। মুনিমংখ্যা—
৭ বার)।

কন্তুরী, প্রবাল, রূপা, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর, লবঙ্গ, দাক্ষিণি, জায়ফল, জয়িত্রী, মুখা, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরকাগোকুর, মরিচ, কপূর এবং তুতে; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে এক একভাগ; আর অশ্বগন্ধা ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া নিমিন্দা, বামনহাটী, বাসক, আ-
কন্দমূল ও গোকুর; ইহাদের প্রত্যেকের কাছে সমানভাৱে করিয়া ভাবনা দিয়া
সুখ্যাতপে শুখাইয়া ২ ভূই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার
এক এক বটী সেবন করিলে বাতিক জ্বর, পৈথিক জ্বর, শৈল্পিক জ্বর, বাত-
পৈথিক জ্বর, বাতশ্লেষ্ম-জ্বর, পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, সন্তত জ্বর,
সন্তত জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, বিষম জ্বর, ভূতোথ-
জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর দিনষ্ট হয়। যেমন ইজ্ঞদেবের বজ্র হামস্ত হক্ষকে
বিনাশ করে, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগ সমূহকে নষ্ট করে। এই রহস্য ডামণি-
রম স্বয়ং শিব কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

রহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ।—

সুবর্ণসিন্দূরং স্বর্ণং লৌহং তারং যুগাঙ্কজং ।

জাতীফলং জাতীকোমং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকং ॥

কপূরং গগনঐকব চোচং মূলতালকং ।

প্রত্যেকং কর্হমানন্ত তুরঙ্গঞ্চ দ্বিকারিকং ॥

বিক্রমং ভস্মসূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা ।

রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্বং সঞ্চূর্ণ্য যত্নতঃ ॥

খলে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্তিতৈঃ ।

নিশুণ্ডী ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ ॥

জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥

রহজ্জ্বরচূড়ামণিরস ।

(সুবর্ণসিন্দূর—স্বর্ণসিন্দূর। তার—রৌপ্য। যুগাঙ্কজ—কন্তুরী। ত্রিক-
ণ্টক—গোকুর। গগন—অভ্র। চোচ—দাক্ষিণি। মূল—তালমূলী।
তালক—হরিতাল। কর্হ—২ তোলা। তুরঙ্গ—গন্ধক। বিক্রম—প্রবাল। ভস্ম-
সূত—রসসিন্দূর। মৌক্তিক—মুক্তা। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। রাজপট্ট—
কান্তপাষণ (হীরক)। শিখিগ্রীব—তুঁতিয়া। নিশুণ্ডী—নিমিন্দা। ফঞ্জিকা—
বামনহাটী)। রবি—আকন্দ)।

স্বর্ণসিন্দূর, সোণা, লৌহ, রৌপ্য, যুগনাভি, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ,
গোকুর, কপূর, অভ্র, দাক্ষিণি, তালমূলী, হরিতাল; এই সমস্ত দ্রব্য

প্রত্যেকের ২ তোলা এবং গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক ও তুঁতে ; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা ; এই দ্রব্যগুলি সমুদায় গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, বামনহাটী, বাসক, আকন্দমূল এবং গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী সেবন করিলে সাধ্য, অসাধ্য, যাঁপাদি অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয় ।

ভানুচূড়ামণিঃ ।—

সুবর্ণং রসসিন্দূরং প্রবালং বঙ্গমেব চ ।
লৌহং তাত্রং তেজপত্রং যমানী বিশ্বভেষজং ॥
মৈন্ধবং মরিচং কুষ্ঠং খদিরং দ্বিহরিদ্রকং ।
রসাক্ষণং মাক্ষিকঞ্চ সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা রক্তিদ্বয়প্রমাণতঃ ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় সর্বজ্বরকুলান্তকং ॥

ভানুচূড়ামণি ।

(যমানী—জৈন । কুষ্ঠ—কুড় । দ্বিহরিদ্রক—হরিদ্রা ও দাকহরিদ্রা । মা-ক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক) ।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাত্র, তেজপত্র, যমানী, শুষ্ঠী, মৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, রসাক্ষণ ও স্বর্ণমাক্ষিক ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করতঃ জল সহ বাটিয়া ২ দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ, তাহার এক একটী বটী প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

চূড়ামণি-রসঃ ।—

স্বতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকং ।
শূলং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্বমেকত্র যোজয়েৎ ॥
জলেন পৃষ্ঠা বটিকা কার্য্যা বলপ্রমাণতঃ ।
ধাতুস্বং সন্নিপাতোথং জ্বরং বিষমসত্ত্বং ॥
কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতস্তথা ।
কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্বাঙ্গসত্ত্বং ॥
শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলং গলগ্রহং ।
বাতপিত্তসমুদ্ভূতাং গ্রহণীং সর্বসত্ত্ববাং ॥
আম্বাতকটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাং ।
অশাণ্ডি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছাদিকঞ্চযং ॥

তৎসর্বং মাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাস্মুরান্ ।

চূড়ামণিরসো হ্যেব শিবেন পরিকীর্তিতঃ ॥

চূড়ামণিরস ।

(তার-রৌপ্য । শুষ্ক-তাম্র । তীক্ষ্ণ-লৌহ । বল-২ রতি) ।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ এবং অভ্র ; এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্বক জল সহ বাটিয়া ২ ঘুই রতি প্রমাণে বটী প্রস্তুত পূর্বক সেবন করিলে ধাতুস্থ জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, কামজ্বর, শোকমজ্জ্বত জ্বর, কাস, শ্বাস, নানাবিধ শূল, অঙ্গবেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্ত সমুদ্ভূত ও ত্রৈদোষিক গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, মন্দ্যগ্নি, বিষচিকা, অশঃ, কামলা, গ্রমেহ এবং মুত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয় । যেমন কমলাপতি বিষ্ণু স্ফুদর্শনচক্র দ্বারা সমস্ত অসুরকে বিনষ্ট করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ মহাদেব কর্তৃক সমস্ত রোগ বিনাশার্থে এই চূড়ামণিরস কথিত হইয়াছে ।

ত্রিদোষহারী-রসঃ ।—

রসবলি শিলালতাপ্য তুথোদধি-

মলটঙ্ক নিকুন্তজায়তাখ্যম্ ।

বিলুলিতমিহ পিত্ততন্ত্রিধা স্যাৎ,

রুধিরগতঃ শিরসি ত্রিদোষহারী ॥

ত্রিদোষহারী রস ।

(রস—পারাদ । বলি—গন্ধক । আল—হরিताल । শিলা—মনঃশিলা । তাপ্য—স্বর্ণমাক্ষিক । তুথ—তুঁতে । উদধিমল—সমুদ্রের ফেণা । টঙ্ক—সোহাগার খৈ । নিকুন্তজা—আতইচ । জায়তা—গুলঞ্চ । রুধির—শোণিত ।)

পারদ, গন্ধক, মনছাল, হরিताल, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, সমুদ্রের ফেণা, সোহাগার খৈ, আতইচ ও গুলঞ্চ ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক পঞ্চপিত্ত দ্বারা (শূকর, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূর ; এই পাঁচপ্রকার জন্তুর পিত্ত দ্বারা) তিনবার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে রক্তগত মলকৃষ্ণ ত্রিদোষ বিনষ্ট হয় ।

অঞ্জনভৈরবঃ ।—

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকং ।

সর্কৈশ্চিশ্ণুগিতং জম্ববারিণা চ সুপেষিতং ॥

নেত্রাঞ্জনেন হস্ত্যাশু সর্কোপদ্রবনুদ্রুতং ॥

অঞ্জনভৈরব ।

(সূত—পারদ । তীক্ষ্ণ—লৌহ । কণা—পিপ্পলী । গন্ধ—গন্ধক । জম্ব-

পারকী লৌহ, পিপ্পলী ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং জয়পালবীজ সকল দ্রব্যের ত্রিগুণ লইয়া, একত্র মিশ্রণপূর্বক জামীরের রসে মর্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রবসংযুক্ত সকলপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয় ।

জয়মঙ্গল-রসঃ ।—

ভস্মসূতাব্রকং তারং মুণ্ডভীক্ষারমাক্ষিকং ।
বহিষ্টঙ্গণ সবোষং সমং সংমর্দয়েদ্দিনং ॥
পাঠা নিষ্ঠুগিকা যষ্টি বিলম্বুল-কষায়কৈঃ ।
ততো ঘূষাগতং রুদ্ধা বিপচেৎ ভুধরে পুটে ॥
মার্ষিকং দশমূলস্য কষায়েণ প্রযোজয়েৎ ।
অঞ্জেননাথবা নস্যো সন্নিপাতং জয়েদ্ধুবং ॥

জয়মঙ্গল রস ।

(ভস্মসূত—রসসিন্দূর । তার—রৌপ্য । মুণ্ডভীক্ষ—মুণ্ডলৌহ । আর—পিভল । মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক । বহি—চিতা । ব্যোষ—ত্রিকটু । পাঠা—আক্লাদি ।)

রসসিন্দূর, অত্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, পিভল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, মোহাগা ও ত্রিকটু ; এই দ্রব্য সকল সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক আক্লাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বিলম্বুলের ক্কাথে এক দিবস মর্দনপূর্বক ঘূষামধ্যে পূরিয়া ভুধর যন্ত্রে পুটপাক করিবে । এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে দশমূলের ক্কাথের সহিত অঞ্জন বা নস্ত্র দিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয় ।

সর্বতোভদ্র-রসঃ ।—

বিশুদ্ধং গগনং গ্রাহ্যং দ্বিকষং শুদ্ধগন্ধকং ।
তোলকং তোলাকান্ধকং হিঙ্গুলোথরসন্তথা ॥
কপূরং কেশরং মাংসী তেজপত্রং লবঙ্গকং ।
জাতীকোষফলকৈব সূক্ষ্মলা করিপিপ্পলী ॥
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ ধাতকী চোচ মুস্তকং ।
হরীতকী মরিচঞ্চ শৃঙ্গবের বিভীতকং ॥
পিপ্পল্যামলককৈব শাগভাগং বিচূর্ণিতং ।
সর্বমেকীকৃতং পিষ্টা বটীং কুৰ্যাদ্বিগুঞ্জিকাং ॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন মধুনা সিতয়াপি চ ।
রোগং জাত্বানুপানঞ্চ প্রাতঃ কুৰ্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
হস্তি-মন্দানিলান্ সর্বানামদোষং বিমুচিকাং ।

পিত্তশ্লেষ্মাভবং রোগং বাতশ্লেষ্মাভবন্তুথা ॥
 আনাহং মুত্রকৃচ্ছ্রং সংগ্রহগ্রহণীং বমিৎ ।
 অল্পপিত্তং শীতপিত্তং রক্তপিত্তং বিশেষতঃ ॥
 চিরজ্বরং পিত্তভবং ধাতুহিং বিষমজ্বরং ।
 কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং কামলাং পাণ্ডুমেবচ ॥
 সর্বলোকহিতার্থায় শিবেন ভাষিতঃ পুরা ।
 সর্বতোভদ্রনামায়ং রসঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥

সর্বতোভদ্র রস ।

(গগণ-অভ্র । তোলক-তোলা । কেশর-নাগকেশর । মাংসী-জটামাংসী । স্ফৈয়লা-ছোটএলাচি । করিপিপ্পলী-গজপিপুল । কুষ্ঠ-কুড় । ধাতকী-ধাইফুল । চোচ-শুড়ঙ্গক । মুস্তক-নাগরমুখা । শৃঙ্গবের-শুষ্ঠী । বিভীতক-বহেড়া । আমলক-আমলকী । শাণ-অর্দ্ধতোলা । সিতা-শর্করা । মহেশ্বর-মহাদেব, শিব ।)

অভ্র ৪ চারিতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, হিঙ্গুলোথ পারদ ১০ অর্দ্ধতোলা এবং কপূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতিফল, জয়ন্তী, ছোটএলাচি, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইফুল, দাওচিনি, মুখা, হরীতকী, মরিচ, শুষ্ঠী, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া জলগ্রহণ বাটিয়া ২ হুই রাত প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ পান, মধু ও শর্করা সহ অথবা প্রাতঃকালে রোগানুসারে অল্পপানবিশেষে সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিসৃষ্টিকা, পিত্তশ্লেষ্মাজত্র ও বাতশ্লেষ্মাজত্র রোগ, আনাহ, মুত্রকৃচ্ছ্র, সংগ্রহগ্রহণী, বমি, অল্পপিত্ত, শীতপিত্ত, রক্তপিত্ত, জীর্ণজ্বর, পৈতিকজ্বর, ধাতুগতজ্বর, বিষমজ্বর, পঞ্চবিধ কাস (বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, ক্ষতজত্র ও ধাতুক্ষয় নিমিত্তক ; এই পঞ্চবিধ কাস), কামলা এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হয় । জগতের সমস্ত লোকের হিতার্থে মহাদেব কর্তৃক এই ঔষধটী কথিত হইয়াছে । এই সর্বতোভদ্র রস রোগ বিনাশে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদৃশ বলিয়া জানিবে ।

চিন্তামণি রসঃ ।—

রসং গন্ধং বিষং শূলং মৃতমাত্রং ফলত্রিকং ।
 দ্রব্যণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লৈ বিমর্দয়েৎ ॥
 দ্রোণপুষ্পী রসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদ্বস্ত্রগালিতং ।
 চিন্তামণিরসো হ্রৈব অজীর্ণে শস্যতে সদা ॥
 জ্বরমৃকবিধং হস্তি সর্বশূলহরঃ পরঃ ।

চিন্তামনি রস ।

(শূলু—তাম্র । ফলত্রিক—ত্রিফলা । দ্রাঘণ—ত্রিকটু । দ্রোণপুষ্ণী—
ঘল্ঘসে বা হল্কস । আর্দ্রকবারি—আদার রস ।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, অভ্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ এবং দন্তীবীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্বক খলে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দ্রোণপুষ্পের রসে ভাবনা দিবে । তদনন্তর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে । ইহা আদার রসের সহিত ১ এক রতি বা ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ, অষ্টবিধ জ্বর (বাতিকজ্বর, পৈতিকজ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, বাতপৈতিকজ্বর, বাতশ্লেষ্মিকজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর ও আগন্তুকজ্বর ; এই অষ্টবিধ জ্বর) এবং সর্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয় ।

বৃহচ্চিন্তামনি-রসঃ ।—

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকং ।

হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিক্রমং ॥

মুক্তা মাংসিক কানীশং শিলা চ টঙ্গকং সমং ।

কপূরঞ্চ সমং দত্তা ভাবনা সপ্তসপ্তকং ॥

ভার্গী বাসা চ নিষ্ঠুগী নাগবল্লী জয়ন্তিকা ।

কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা ॥

আর্দ্রকঞ্চ ততো দদ্যাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকং ।

চিন্তামনি রসো নাম সর্বজ্বর-বিনাশনঃ ॥

বাতিকং পৈতিকঞ্চৈব শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।

দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুহৃৎ জ্বরং জয়েৎ ॥

কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগং হলীমকং ।

প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

বৃহচ্চিন্তামনি রস ।

(রস—পারা । তার—রৌপ্য । হিরণ্যক—সোণ । বিক্রম—প্রবাল ।
মাংসিক—স্বর্ণমাংসিক । কানীশ—ধাতুকানীশ (হিরাকমবিশেষ) । ভার্গী—
বামনহাটী । নিষ্ঠুগী—নিসিন্দা । নাগবল্লী—তাম্বুল । আর্দ্রক—আদা ।
জয়ন্তিকা—জয়ন্তী । কারবেল্ল—করেলা উচ্ছে । শক্রাশন—বিজয়া, সিদ্ধি,
সম্বিদা বা ভাঙ্ক ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাংস্য, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাংসিক, ধাতুকানীশ, মনঃশিলা, মোহাগা ও কপূর ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, কুরলা, সিদ্ধি, পটোল, পুনর্নবা ও আদা ; এই সকল দ্রব্যের স্বরসে ৭ সাত

বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ হুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম রুহচিন্তামণি রস । এই ঔষধ সেবন করিলে বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, ধাতুগতজ্বর, বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, মীহা, অগ্রমাস এবং যকৃৎ প্রভৃতি রোগসকল বিনষ্ট হয় ।

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো-রসঃ ।—

রসেন গন্ধং ত্রিগুণং কুশানু-
রসৈ বিমর্দ্যথ দিনানি যথৈঃ ।

রসাষ্টভাগং ত্রুতঞ্চ দত্ত্বা,
বিমর্দয়েদ্বহ্নিজ্বলেন কিঞ্চিৎ ॥

পিত্তৈস্ত সস্তাবিত এষ দেয়-

ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ ॥

ত্রিদোষনীহারসূর্য্য রস ।

(কুশানু—চিতা । ঘর্ম্ম—রৌদ্র । অমৃত—মিঠাবিষ । বহ্নি—চিতা । পিত্ত-
মংশ, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ; এই পঞ্চপ্রকার জন্তুর পিত্ত । নীহার—
হিম ।)

১ একভাগ পারা এবং ৩ তিনভাগ গন্ধক একত্রিত করিয়া কিয়দ্বিবস
চিতার রসে মর্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । তৎপরে তাহার সহিত ৮
আটভাগ মিঠাবিষ মিলিত করিয়া চিতার রসে কিঞ্চিৎ মর্দনপূর্ব্বক, মংশ,
শূকর, ময়ূর, ছাগ এবং মহিষ ; এই পঞ্চ জন্তুর পিত্তে পাঁচবার ভাবনা দিয়া
৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটা বড়ী আদার রসের
সহিত সেবন করিবে । যেমন সূর্য্যদেব নীহারসমূহ বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই
ঔষধ ত্রিদোষ নষ্ট করিয়া থাকে ।

মোহাক্ষসূর্য্যো-রসঃ ।—

গন্ধেশৌ লশুনাত্তোভিমর্দয়েদ্ যামমাত্রকং ।

তস্তোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎপ্রতিবোধকং ॥

মরিচেন সমায়ুক্তং হস্তি তন্দ্রাপ্রলাপকং ॥

মোহাক্ষসূর্য্য রস ।

(গন্ধ—গন্ধক । দেশ—পারা । লশুন—রসুন । অস্তঃ—তাহার রস । যাম-
প্রহর ।)

গন্ধক এবং পারাদ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক, রসুনের রস দ্বারা ১ এক
প্রহরকাল মর্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ রসুনের রসের সহিত
প্রয়োগ করিলে রোগীর চৈতন্য এবং মরিচচূর্ণ সহযোগে নশ্ত দিলে

উন্মত্ত-রসঃ ।—

রসগন্ধক তুল্যাংশং ধুস্ত্ররফলজৈবৈঃ ।

মর্দয়েদ্বিনমেকস্ত তুল্যাংশং ত্রিকটুং ক্ষিপেৎ ॥

উন্মত্তরসো নামকঃ নস্যো স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ ॥

উন্মত্ত রস ।

পাৰা এবং গন্ধক সমভাগে অহণপূৰ্বক একদিন পর্য্যন্ত ধুতুরা ফলের রসে মর্দন করিবে । তৎপরে তাহাতে সমান পরিমাণে শুঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, নস্ট্রে প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

চাতুর্থকাস্তকো-রসঃ ।—

শিলাতুখং হরিতালং গন্ধকঞ্চ শঙ্খচূর্ণং ।

সমাংশং মর্দয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুমারীরসভাবিতম্ ॥

শরাব-সংপুটে কৃত্বা পশ্চাদাগজপুটে পচেৎ ।

কুমারী স্বরসেনৈব বল্লমাত্রা বটী কৃত্বা ॥

দত্ত্বা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ ।

মরিচ স্নাতযোগেন তক্রং পীত্বা চরেদ্বটীম্ ॥

এতয়া ছর্দিঃ সন্তুয় জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি ॥

চাতুর্থকাস্তক রস ।

(শিলা—মনঃশিলা । তুখ—তুঁতে । কুমারী—স্নাতকুমারী । শরাব—শরা । বল্লমাত্রা—৩ রতি । তক্র—ঘোল । ছর্দি—বমন ।)

মনঃশিলা, তুঁতে, হরিতাল, গন্ধক এবং শঙ্খচূর্ণ ; এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে অহণপূৰ্বক স্নাতকুমারীর রসে মর্দন করিবে । তদনন্তর শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুট দ্বারা পাককরত, পুনর্ব্বার স্নাতকুমারীর রসে মর্দনপূৰ্বক, ৩ রতি পরিমাণে বড়ী-প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর ও শীতজ্বর বিনষ্ট হয় । ইহা তক্রপানপূৰ্বক মরিচচূর্ণ ও স্নাত সহযোগে এক বটিকা সেবন করিলে রোগীর বমন হইয়া শীঘ্রই জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে ।

বমন-প্রয়োগঃ ।

কুমারীমূলকর্ষৈকং পিবেৎ কোষজলেন হি ।

জ্বরং হন্তি বিষমস্ত বমনেন চিরন্তনম্ ॥

বমন প্রয়োগ ।

স্নাতকুমারীর মূল ২ দুইতোলা পরিমাণে অহণপূৰ্বক জষদ্রব্য জল সহ-যোগে সেবন করিলে, রোগীর বমন হইয়া চিরকালীন বিষমজ্বরও বিনষ্ট হয় ।

ত্র্যাহিকারি-রসঃ ।—

রসেন গন্ধং শঙ্খঞ্চ শিখিগ্রীবঞ্চ পাদিকম্ ।

গোজিহ্বর্য জয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলীযৈশ্চ ভাবয়েৎ ॥

প্রত্যেকং সপ্তসপ্তধা শুক্লং তুণ্ডাচতুষ্টয়ম্ ।

জরগেন যুতেনাদ্যাৎ ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে ॥

ত্র্যাহিকারি রস ।

(রস—পারা । গন্ধ—গন্ধক । শঙ্খ—শাঁখ । লিখিত্রীব—তুঁতে ।
পাদিক—চতুর্থাংশ । গোজিহ্বা—গোজিহ্বালতা । তণ্ডুলীয়—নটেশাক ।
জরগ—জীরা ।)

পারা, গন্ধক এবং শঙ্খচূর্ণ ; এই ত্রব্যত্রয় প্রত্যেকে ২ তোলা এবং তুঁতে
১০ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া গোজিহ্বাশাক, নটেশাক এবং জয়ন্তী-
শাক ; এই ত্রব্যত্রয়ের স্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে । এই ঔষধ জীরা
চূর্ণ ও গব্যামৃত সহযোগে প্রতি দিবস ৪ চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে
অতি মত্তর ত্র্যাহিকজ্বর বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চানন-রসঃ ।—

রসকং তালকং তুথং টঙ্গণং রসগন্ধকম্ ।

তুল্যাংশং সুষবীতোয়ৈর্মর্দয়েদযামযুগ্মকম্ ॥

কৃত্বা গোলং তাত্রপাত্রে নাধোবক্ত্রেন রোধয়েৎ ।

স্থালীং যুৎকপটে লিপ্ত্বা পচেৎ চুল্ল্যাং দিনং ততঃ ॥

তচ্ছীতং তাত্রভস্মাপি গৃহীয়াৎ সুরসাজলৈঃ ।

যামং মর্দ্যাং ততো বল্লং তুলসীমরিচৈযুতম্ ॥

হন্তি সর্বং জ্বরং ঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্ ।

ধাত্রীকল্কেন বা যুক্তং দাহাখ্যাং বিষমং জয়েৎ ॥

পথাং ক্ষীরোদনং দদ্যাৎ মুদগাযুষং শর্করম্ ।

ধাতুশ্চে চ জ্বরে দেয়ং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥

অয়ং পঞ্চাননো নাম বিষমজ্বর নাশনঃ ॥

পঞ্চানন রস ।

(রসক—খর্পর । তালক—হরিताल । টঙ্গণ—সোহাগা । সুষবী—করলা-
উচ্ছে । যামযুগ্ম—২ গ্রহর । অধোবক্ত্র—নিম্নমুখ । যুৎ—মাটি । কপটি—
হিমবস্ত্র । স্থালী—খাঁড়ী । চুল্লী—উনন । সুরসা—তুলসী । ধাত্রী—আম-
লকী । কল্ক—আর্দ্র বস্ত্র জল সহ পেষণ করিয়া লইলে কল্ক বলা যায় ।
ক্ষীর—দুগ্ধ । শর্করা—চিনি । ক্ষৌদ্র—মধু । পঞ্চানন—মহাদেব ।)

খর্পর, হরিताल, তুঁতে, সোহাগার ধৈ, পাড়া এবং গন্ধক ; এই ত্রব্য
সমুদায় তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্বক ২ ছই গ্রহর পর্য্যন্ত করলার স্বরসে মর্দন
করিয়া, শিথাকৃতি করতঃ একটা খাঁড়ির ভিতরে রাখিবে । এবং একটা তাত্র-

পাত্র দ্বারা সেই হাঁড়িটা ঢাকিবে। তদনন্তর হাঁড়িটী মুখের বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপিয়া চুল্লীর উপরি রাখিয়া অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিয়া একদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ সকল এবং কিঞ্চৎ তাত্রভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক এক গ্রহর পর্য্যন্ত তুলসীপত্রের রসে মর্দন করিবে। এই ঔষধ ৩ তিনরতি পরিমাণে মরিচচূর্ণ ও তুলসীপত্রের রস সহযোগে সেবন করিলে সকলপ্রকার ঘোরতর বিষমজ্বর ও সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। আমলকীর কল্ক সহযোগে সেবন করিলে দাহসংযুক্ত বিষমজ্বর নিবারিত হয়। এবং পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাতুগতজ্বর দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন অথবা চিনির সহিত যুগের দাইলের ঘৃষ পথ্য করিবে। ইহার নাম পঞ্চানন রস। ইহা সর্ব্বজ্বর বিনাশক।

বিশেষশ্বর-রসঃ ।—

দরদং গন্ধকং সূতং তুল্যাংশং মর্দয়েদ্দ্রবৈঃ ।
অশ্বখৈজস্ত্র্যহং পশ্চাদ্রবৈঃ কানকমূলজৈঃ ॥
নিদিম্বিকা রসৈঃ কাকমাটিকায়াঃ রসৈঃ পুনঃ ।
দ্বিগুণ্যং বা ত্রিগুণ্যং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥
রাত্রিভ্বরং নিহন্ত্যাশু নান্না বিশেষশ্বরো রসঃ ॥

বিশেষশ্বর রস ।

(দরদ—হিজুল । সূত—পারা । কানক—ধুতুরা । নিদিম্বিকা—রহতী ।)

হিজুল, গন্ধক ও পারা ; এই তিনটী দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্রিত করিয়া অশ্বখরক্ষের ছালের রসে, ধুতুরার মূলের রসে, রহতীর রসে এবং কাকমাটীর রসে ক্রমাগত ৩ তিনদিবস মর্দন করিবে। রোগীর রোগের অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক এই ঔষধ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি পরিমাণে দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। এই “বিশেষশ্বর রস” নামক ঔষধ রাত্রিগত জ্বর বিনাশ করে।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তক-লৌহঃ ।—

শুদ্ধসূতং তথাগন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাং ।
মতসূতং হেমতারং লৌহমভ্রঞ্চ তাত্রকং ॥
তালমস্ত্রং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালকং ।
সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
নিগুণ্ডী নাগাবল্লী চ কাকমাটী সপর্ণটী ।
ত্রিকলা কারবেল্লঞ্চ দশমূলী পুনর্নবা ॥
শুভ্রুটী স্বকশ্চাপি সড়ঙ্গকেশরাজকঃ ।
এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্ ॥

গুণ্ণামাত্রাং বটীং কুৰ্ঘ্যাং শাস্ত্রবিং কুশলো ভিষকঃ
 পিপ্পলীগুড়কেনৈব লিহেচ্চ বটিকাং শুভাং ॥
 জ্বরমষ্টবিধং হস্তি নিরামং সামমেব বা ।
 সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবন্তথা ॥
 সততাদি জ্বরং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ।
 অভিঘাতাভিচারোথং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মিষমজ্বরাস্তক লৌহ ।

(মৃতমৃত—রসসিন্দূর । হেম—স্বর্ণ । তার—রৌপ্য । তালসন্ধ—হরি-
 তালভস্ম । নাগবল্লী—পর্ণলতা । পর্ণটী—ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া । কারবেল্ল—করেল।
 গুড়টী—গুলঞ্চ । রসক—বাসক । ভৃঙ্গ—ভীমরাজ । কেশরাজক—কেশুৰ্ঘ্যা ।
 প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পারা ও বিশুদ্ধ গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত
 করিবে ; তৎপরে ঐ কজ্জলী, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র,
 হরিতালভস্ম, বঙ্গভস্ম, মুক্তা, প্রবাল এবং স্বর্ণমাস্কিক ; এই দ্রব্য সমুদায়
 সমান পরিমাণে এহণপূৰ্বক চূর্ণ করিবে । তদনন্তর ঐ চূর্ণিত বস্তু সকল এক-
 ত্রিত করিয়া নিমিন্দা, পান, কাকমাটী, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, আম্বলা, হরীতকী,
 বহেড়া, করলা, দশমূলী, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসক, ভৃঙ্গরাজ এবং কেশুৰ্ঘ্যা,
 এই সকলের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন পর্যন্ত ভাবনা দিয়া ১ একরতি প্রমাণ
 বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সহযোগে লেহন-
 পূৰ্বক সেবন করিলে অষ্টবিধ নিরামজ্বর, সামজ্বর, সপ্তধাতুগতজ্বর, নানাবিধ
 দোষোদ্ভূতজ্বর, সততাদি সাধ্যাসাধ্যজ্বর, অভিঘাতজ্বর এবং অভিচার নিমি-
 ত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

চিন্তামণি-রসঃ ।—

হাটিকং রজতং তালং মুক্তা গন্ধকপারদৌ ।
 ত্রিকটু কুনটী চৈব কস্তুরী চ পৃথক্ সমং ॥
 জলেন বটিকা কার্যা দ্বিগুণ্ণাফলমানতঃ ।
 চিন্তামণিরসো হ্যেব জ্বরাস্তানাং নিবৃন্তনঃ ॥

চিন্তামণি রস ।

(হাটিক—স্বর্ণ । রজত—রৌপ্য । তাল—হরিতাল । ত্রিকটু—শুষ্ঠী,
 পিপ্পলী ও মরিচ । কুনটী—মনঃশিলা ।)

সোণা, রূপা, হরিতাল, মুক্তা, পারা, গন্ধক, ত্রিকটু, মনছাল ও কস্তুরী ;
 এই সকল দ্রব্য সমভাগে এহণপূৰ্বক চূর্ণ করিয়া জলের সহিত পেষণকরতঃ
 ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে অষ্টবিধ
 জ্বর সময়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রৈলোক্যাচিন্তামনি-রসঃ ।—

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং তারমন্ডকং ।
 লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকদ্বয়সম্মিতং ॥
 ভস্মসূতং মণ্ডকঞ্চ সর্বং মর্দ্যন্তু কন্যায়া ।
 ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ ॥
 ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মাঞ্চাপি প্রমেহনুৎ ।
 জীর্ণজ্বরহরশ্চায়ং উন্মাদস্তু নিকৃন্তনঃ ॥
 সর্বরোগহরশ্চাপি বারিদোষনিবারণঃ ॥

ত্রৈলোক্যাচিন্তামনি রস ।

(তার—রৌপ্য । ভস্মসূত—রসসিন্দূর । কন্যা—স্বতকুমারী । বারিদোষ—
 জলদোষ ।)

স্বর্ণভস্ম ৩ তিনভাগ, রৌপ্য ২ দুইভাগ, অত্র ২ দুইভাগ, লৌহ ৫ পাঁচ
 ভাগ, প্রবাল ৫ পাঁচভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ এবং রসসিন্দূর ৭ সাতভাগ ;
 এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্বতকুমারীর রস দ্বারা মর্দনপূর্বক ছায়ায়
 শুষ্ক করিবে । তদনন্তর ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহার
 এক একটী বটী ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্রমেহ,
 জীর্ণজ্বর এবং উন্মাদ প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয় । এবং জলদোষও
 নিবারিত হইয়া থাকে ।

মহারাজ-বটী ।—

রসগন্ধকমন্ডকং প্রত্যেকং কর্ষমস্মিতং ।
 রুদ্ধদারক বঙ্গঞ্চ লৌহ কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ ॥
 স্বর্ণং তাত্রং কপূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষপাদিকং ।
 শক্রাশনং বরী চৈব খেতসজ্জলবঙ্গকং ॥
 কোকিলাক্ষং বিদারী চ মূষলী শূকশিখিকং ।
 জাতিফলং তথা কোষং বলা নাগবলা তথা ॥
 মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ ।
 পিষ্টা চ বটিকা কার্য্যা চতুঃশ্লো প্রমাণতঃ ॥
 মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে ।
 ধাতুহাংশ্চ জ্বরান্ সর্বান্ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥
 বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।
 জ্বরং মানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ন্তথা ॥
 বলপুষ্তিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা ।

ন চ শুক্রক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ ॥

উর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সূদারুণং ।

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকং ॥

মহারাজ-বটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্বদা ॥

মহারাজ বটী ।

(রস—পারা । কর্ষ—২ তোলা । রুদ্ধদারক—বিস্তাড়ক । কর্ষপাদিক—
এক কর্ষের ১ অর্থাৎ ১০ অর্দ্ধতোলা । শক্রাশন—সিদ্ধি । বরী—শতমূলী ।
শ্বেতমর্জ্জ—শ্বেতধূনা । কোকিলাক্ষ—তালমাখনা । বিদারী—ভূমিকুস্মাণ্ড ।
মূলী—তালমূলী । শূকশিষ্যিক—আলকুশী । বলা—বেড়োলা । নাগবলা—
গোরক্ষচাকুলে ।)

পারা, গন্ধক এবং অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা ; রুদ্ধদারকবীজ, বঙ্গ এবং
লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা ; মোণা, তামা ও কপূর প্রত্যেকে ১০ অর্দ্ধতোলা ;
সিদ্ধি, শতাবরী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কোকিলাক্ষ, ভূমিকুস্মাণ্ড, তালমূলী, শূক-
শিষ্যী, জাতিকল, জয়িত্রী, বেড়োলা এবং গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেকে ১০ সিকি
তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমূলীর রসে মর্দনপূর্বক
৪ চারি রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ প্রাতঃকালে মধুর
সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবারিত হয় । এবং এই ঔষধ দ্বারা ধাতুগত
সর্ববিধ জ্বর, বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, নানাবিধ সান্নিপাতিক-
জ্বর, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয় । ইহাতে শরীরের বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত
হয় এবং প্রতিদিবস স্ত্রী সহ মৈথুনের শক্তি বর্দ্ধিত হয় । কদাপি শুক্র ক্ষয়-
প্রাপ্ত হয় না, উর্দ্ধসন্নিপাত এবং শ্লেষ্মজ্ঞাত সূদারুণ বায়সিকল, কামলা, পাণ্ডু,
প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ সমুদায় বিনষ্ট হয় । ইহার নাম মহারাজ-
বটী । এমন কি এই ঔষধ রাজার সেবনযোগ্য ।

চন্দনাদি লৌহঃ ।—

রক্তচন্দনহ্রীবের পাঠোশীর কণা শিবা ।

নাগরোৎপল ধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতম্ ॥

লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্ ॥

চন্দনাদি লৌহ ।

(হ্রীবের—বালা । পাঠা—আকান্দীলতা । উশীর—বীরণ (বেগার মূল) ।
কণা—পিপুল । শিবা—হরীতকী । নাগর—শুষ্ঠী । উৎপল—নীলমুদি,
অভাবে কুড় । ধাত্রী—আম্বলা । ত্রিমদ—বিড়ঙ্গ, চিত্রতা ও মুখা ।)

রক্তচন্দন, বালা, আকাদি, বেগারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুষ্ঠী, নীলোৎ-
পল, আম্বলা, বিড়ঙ্গ, চিত্রতা ও মুখা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং
লৌহ ১২ ভাগ একত্র মিশ্রণপূর্বক জলসহ মর্দন করিয়া ৩১৪ রতি প্রমাণে
বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে ।

অর্দ্ধনারীশ্বরো-রসঃ ।—

সমৌ শুদ্ধৌ রসগন্ধৌ বিষং গ্রাহকং তৎসমং ।
তৎসমং জৈপালং গ্রাহং মরিচকং চতুৰ্গমং ॥
ত্রিফলায়া রসৈমর্দ্যং ভাবনা পঞ্চধা তথা ।
জয়ীরাণাং দ্রবৈবর্নশ্চমেকস্মিন্নামিকাপুটে ॥
শরীরার্দ্ধগতং ঘোরং জ্বরং হস্তি ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসঃ শত্ৰুপ্রকীর্তিতঃ ॥

অর্দ্ধনারীশ্বররস ।

পারা ১ একভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ২ দুইভাগ, জয়পাল ২ দুইভাগ এবং মরিচ ৪ চারিভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার রসে মর্দন-পূর্ব্বক ৫ পাঁচবার ভাবনা দিবে । এই ঔষধ জয়ীরের রসের সহিত এক নাগিকাতে নষ্ট গ্রহণ করিলে, অর্দ্ধশরীরগত ঘোরতর জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে । স্বরং শত্ৰু (মহাদেব) এই ঔষধ আধিকার করিয়াছেন ।

জ্বরারি-অভ্রম্ ।—

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষকৈব সমং সমং ।
দ্বিগুণং ধূর্তবীজকং বোষং পঞ্চগুণং মতং ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কাফ্যা দ্বিগুঞ্জিকা ।
অনুপানং প্রয়োক্তবাং যথাদোষানুসারতঃ ॥
অভ্রং জ্বরারি নামেদং সর্বজ্বর বিনাশনং ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্কান্ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্ ।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মগ্রমাংসং মশৌথকং ॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দানলমরোচকং ।
নাশয়েন্নাত্ৰ সন্দেহো বৃক্ষমিত্ত্রাশনির্ব্যথা ॥

জ্বরারি-অভ্র ।

(রস—পারা । গন্ধ—গন্ধক । ধূর্তবীজ—ধূস্তুরবীজ । বোষ—ত্রিকটু) ।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ১ এক ভাগ ; ধূস্তুরবীজ ২ দুইভাগ ও ত্রিকটু ৫ পাঁচভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দনপূর্ব্বক দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । রোগীর দোষানুসারে অনুপান বিশেষে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহার নাম জ্বরারি অভ্র । ইহা সকল প্রকার জ্বর বিনাশ করে ; যেমন ইন্দ্র দেবের বজ্র, সমূহ বৃক্ষকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ এই জ্বরারি অভ্র বাতিকজ্বর,

পৈত্তিকজ্বর, শ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, ধাতুগত সকল প্রকার বিষমজ্বর, গ্ৰীহা, যকৃৎ, শূল, অগ্রমাস, শোথ, হিকা, শ্বাস, কাস, মন্দাঘ্নি ও অরোচক প্রভৃতি রোগসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে ।

সন্নিপাতান্তকো-রসঃ ।—

শুদ্ধসূতঃ সমো গন্ধঃ দরদং শুদ্ধ খর্পরং ।

রসস্য দ্বিগুণো দেয়ো যুততাত্ত্ব্যম্বেতমৌ ॥

ভৃঙ্গরাজ্জবৈৰ্ভাব্যং প্রত্যহং ভাবনা পৃথক্ ।

দাতব্যং তচ্চতুৰ্গুণমাদ্র্ কস্য রসৈঃ সহ ॥

সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতান্তকো রসঃ ॥

সন্নিপাতান্তকরস ।

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও খর্পর ; এই দ্রব্য চতুৰ্ভুজের প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং পারদের দ্বিগুণ মারিততাম্র ও অম্বেতম লইয়া, একত্রিত করণ-নস্তর, ভৃঙ্গরাজের রসে পৃথকরূপে ৭ সাতদিনব্য ভাবনা দিবে । এই ঔষধ চারি-রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাতরোগ বিনষ্ট হয় ।

সন্নিপাতসূচ্যঃ ।—

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্য,

তৎপাদভাগং রবিতার হেম ।

ভস্মীকৃতং যোজয়েন্নর্দয়িত্বা,

দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ষে ॥

বিষঞ্চ দন্তাদ্র্জকলা প্রমাণং,

মৎস্যাদি-পিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ ।

বল্লদ্রব্যাণ্য দদীত বহ্নি-

কটুত্রয়াদ্র্জব মৎ প্রযুক্তম্ ॥

তৈলেন চাভ্যাঞ্জনমেব কুৰ্য্যাৎ,

স্নানং জলেনাপি চ শীতলেন ।

যাবদ্রুবেদুঃসহশীতমস্য,

যুত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ ॥

পথ্যং যদীহা পরিজায়তেহস্য,

মরিচখণ্ডং দধিভস্ককঞ্চ ।

স্বপ্নং দদীতাদ্র্জক মৎস্যশাকং,

দিনান্তরং স্নানবিধিঞ্চ কুৰ্য্যাৎ ॥

সন্নিপাতস্বৰ্ঘ্য ।

(গন্ধ—গন্ধক । রবি—তাম্র । তার—রৌপ্য । হেম—স্বর্ণ । বহ্নিরস—
চিতারস্বরস । স্বৰ্গ—স্বৰ্ঘ্যাতপ । বল্লদ্রয়—ওরতি । পুরীষ—বিষ্ঠা) ।

একভাগ পারা ও দুইভাগ গন্ধক একত্রিত করিয়া, উত্তমরূপে মর্দন করতঃ
কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । তৎপরে উহার পারা ও গন্ধক ; এই উভয়ের চতু-
র্থাংশ সমভাগে তাম্রভস্ম, রৌপ্য ও সোণা মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে
উত্তমপ্রকারে তিন দিবস মর্দিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । তদনন্তর ঐ
সমস্ত ঔষধের অর্দ্ধপরিমাণে বিষ তৎসহ মিশ্রণ পূর্বক, পূর্ববৎ মৎস্ত আদি
পঞ্চ প্রকার জন্তুর পিত্তদ্বারা ভাবনা দিয়া ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত
করিবে । ইহার একএক বড়ী চিতার ক্কাথ ও ত্রিকটু চূর্ণ সহযোগে রোগীকে
সেবন করাইবে । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর সর্বশরীরে তৈল মর্দন
করতঃ শীতল জলে তাহাকে স্নান করাইবে ; এবং রোগীর দুঃসহ শীত,
মলমূত্র নিঃসরণ ও শরীরে সাতিশয় কম্প উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে
শীতল জলে রাখিবে । রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মরিচ, চিনি, দধি,
অন্ন, আদা, মৎস্ত ও শাক অল্প পরিমাণে ভোজন করিতে দিবে । এবং এক
এক দিন অন্তর রোগীকে স্নান করিতে দিবে ।

সিংহনাদ-রসঃ ।—

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিঃক্ষিপেৎ ।
শুদ্ধসূতং সমং চান্নং ভাগীদ্রাবং তয়োঃ সমং ॥
নিষ্ঠুণ্ডাঃ পল্লবোথক তুলাং তুলাং প্রদাপয়েৎ ।
পচেন্দ্বগ্নিনা তাবদম্বাবৎ শুষ্কং দ্রবং দ্বয়ং ॥
বিষপাদযুতং সোহরং সিংহনাদরসোত্তমঃ ।
গুণ্যামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাত-জ্বরান্তকঃ ॥
অনুপানং শিবেদ্ব্যস্ত্রীকাতং পুষ্করচূর্ণিতম্ ॥

সিংহনাদ রস ।

গন্ধক লৌহপাত্রে করিয়া যুহু অগ্নি সন্তাপে গলাইবে ; পরে সেই জ্বী-
ভূত গন্ধকে উহার সমান পরিমাণে পীরদ ও অভ্র এবং উহার (সেই গন্ধ-
কের) দ্বিগুণ মাত্রায়, সমভাগ নিম্নলি পাতার রস ও বামনহাটীর রস
নিক্ষেপ করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলীয়ভাগ শুষ্ক না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
যুহু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে । তদনন্তর উক্ত পাককৃত ঔষধ গ্রহণপূর্বক,
তৎসহ পূর্ব প্রদত্ত গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ মিশ্রণ পূর্বক উত্তম-
রূপে মর্দিত করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই সিংহনাদ

সহ সেবন করিলে, সত্ত্বর সন্নিপাতরোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বর-
জ্বরের একটী মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।

সৌভাগ্য-বটী ।—

সৌভাগ্যাত্মক জীরপঞ্চলবণ ব্যোষাভয়াক্ষামলা-

নিশ্চন্দ্রাভ্রক শুদ্ধগন্ধক রসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ ।

নিষ্কণ্ঠীয়ুগ ভৃঙ্গরাজক রূষাপামার্গপত্রোন্নয়ন-

প্রত্যেক স্বরসেন সিদ্ধাঙ্কুড়িকা হস্তি ত্রিদোষোদয়ম্ ॥

যেষাং শীতমতীবদেহমখিলং শ্বেদদ্রব্যাঙ্গীকৃতং

নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুদ্রং মনঃ ।

শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্ছাকুচিভৃৎ জ্বরং

তেষাং বৈ পরিস্কৃত্য মৃত্যুবদনাং প্রত্যানয়েজ্জীবনম্ ॥

সৌভাগ্যবটী ।

(সৌভাগ্য—সোহাগা । অমৃত—বিষ । পঞ্চলবণ—মৈন্ধলবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ, ঐন্দ্রিদলবণ ও সচললবণ । ব্যোষ—ত্রিকটু । অভয়া—হরীতকী । অক্ষ—বহেড়া । আমল—আমলকী । চন্দ্র—কপূর । রূষ—বাসক । যুগভৃঙ্গ-রাজ—ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ । বলাস—কফ) ।

সোহাগা, বিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কপূর, অভ্র, গন্ধক ও পারা ; এই দ্রব্য সমুদায় তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, বাসক ও অপামার্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক পৃথক তাবনা দিয়া ২ ভূইরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে । যাহাদের শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, যাহারা ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত, যাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে এবং যাহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে ; তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শূল, শ্বাস, ক্ষেমা, কাস, মূর্ছা, অঙ্কুচি ও জ্বর বিনাশ করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রোগীর জীবন প্রত্যানয়ন করে ।

কন্তুরীভৈরবঃ ।—

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্কং জাতীকোষফলন্তথা ।

মরিচং পিপ্পলীচৈব কন্তুরীচ সমং সমং ॥

রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে ॥

কন্তুরীভৈরব ।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জিরী, জাতিফল, মরিচ, পিপ্পলী ও কন্তুরী ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক খলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে । এবং এই ঔষধ ২ ভূইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, রোগীকে সেবন

ব্রহ্মকস্তুরীভৈরবঃ ।—

মৃগমদ শশিসূর্যা ধাতকী শূকশিখী-

কনক রজত মুক্তা বিক্রম লৌহপাঠাঃ ।

ক্রিমিরিপু ঘনবিশ্বাতোয়তালভ্রধাত্রী-

রবিদলরনপিক্তঃ কস্তুরীভৈরবোহরম্ ॥

কস্তুরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্বস্বর বিনাশনঃ ।

আদ্রকম্য রসঃ পেয়ো বিষমজ্বরকুস্তনঃ ॥

দ্বন্দ্বজং ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্ ।

অভিচারকৃতাংশৈশ্চ তথা শুক্রকৃতান্ পুনঃ ॥

নিহন্যাদ্রুক্ষগাদেব ডাকিন্যাণ্যমুতাংশ্চ হি ॥

ব্রহ্ম কস্তুরীভৈরবঃ ।

(মৃগমদ—কস্তুরী । শশী—কপূর । সূর্যা—তাম্র । ধাতকী—ধাইফুল । শূকশিখী—আলকুশী । কনক—স্বর্ণ । রজত—রৌপ্য । বিক্রম—প্রবাল । পাঠা—আকন্দাদি । ক্রিমিরিপু—বিড়ঙ্গ । ঘন—মুখা । বিশ্বা—শুষ্ঠী । তোয়—বাল। । ভাল—হরিताल । ধাত্রী—আমলা । রবিদল—আকন্দেব পাঠা) ।

মৃগনাভি, কপূর, তাম্র, ধাইফুল, শূকশিখী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকন্দাদি, বিড়ঙ্গ, মুখা, শুষ্ঠী, বাল।, হরিताल, অভ্র ও আমলকী ; এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণপূর্বক আকন্দ পাতার রসে মর্দন করিয়া, শুষ্ক করতঃ ২।৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর, বিষমজ্বর, দ্বন্দ্বজ্বর, ভৌতিকজ্বর, কামাদি সম্ভূতজ্বর, অভিচার জ্বর, শুক্রস্রবজ্বর এবং ডাকিনী প্রভৃতি ভূতবানির আশ্রয়জনিত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

বেতাল রসঃ ।—

রসং গন্ধং বিষকৈব মরিচালং সমাংশিকং ।

শিলায়াং মর্দয়েস্তাবদ্যাবজ্জারিত কজ্জলং ॥

গুঞ্জামাত্রং প্রয়োক্তবাং হরেদ্বাদশসংজ্ঞকং ।

সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণং ॥

দন্তপংক্তির্দূঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে ।

চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিযোজয়েৎ ॥

মানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু ।

শতজরকৃতি বেতালো হৃদয়তঃ নিবারকঃ ॥

বেতালরস ।

(আল—হরিতাল । গ্রাম—সমুহ) ।

পারা, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল : এই সকল দ্রব্য তুলা পরিমাণে লইয়া শিলায় মর্দন করিতে করিতে যখন কঙ্জলীগদুশ হইবে ; তখন ঐ ঔষধ ১২২টি পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইবে । এই ঔষধদ্বারা সাধা, অসাধা দ্বাদশ প্রকার ঘোরতর সন্নিপাতছর বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে রোগীর দন্তসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া (আঁটিয়া যায়, আদৌ খোলা যায়না অর্থাৎ দাঁতকপাটী লাগে) চক্ষুদুঃখভ্রান্ত (ঘূর্ণিত বৎ) হয়, ইন্দ্రిয়চয় বিকল হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান, লিঙ্গদেহ ও মোহগ্রস্ত হয়, এমন রোগীকেই এই ঔষধ সেবন করাইলে সাময়িক ফল দর্শিত হয় । এমন কি এই বেতালরস যমদূতকে পর্য্যন্ত নিবারণ করিয়া থাকে ।

সূচিকাভরণো-রসঃ । —

রসগন্ধক নাগক বিষং স্থাবর জঙ্গমং ।

মাৎস্য বারাহ মায়ূর ছাগপিঠৈর্বিভাবয়েৎ ॥

সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ সূভাবিতঃ ।

সূচিকাশ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতনিবহঁণঃ ॥

সূচিকাভরণ রস ।

(রস—পারা । নাগ—সীসা । স্থাবরবিষ—মিঠাবিষ । জঙ্গমবিষ—কৃষ্ণ-সর্পবিষ । সূচিকা—সূচ) ।

পারা, গন্ধক, সীসা, স্থাবরবিষ ও জঙ্গমবিষ, এই দ্রব্য সমুদায় সমান-ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপে মৎস্য, বরাহ, মায়ূর ও ছাগল ; এই জন্তু চতুষ্টয়ের পিতে ভাবনা দিবে । সূচিকার অগ্রভাগ দিয়া অর্থাৎ অণু পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া, এই ঔষধের নাম সূচিকাভরণ রস । স্বয়ং ভৈরব (মহাদেব) কর্তৃক এই ঔষধ কথিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা সকল-প্রকার সন্নিপাতিক রোগ বিধ্বস্ত হইয়া থাকে । এই ঔষধ ব্যতীত ঘোরতর সন্নিপাতাশ্রিত রোগীর জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য । এই “সূচিকাভরণ” নামক ঔষধটী যে সন্নিপাত ক্ষেত্রীয় রোগীর পক্ষে অব্যর্থ, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বহুবার অনুভব করিয়া থাকেন । কিন্তু এই সূচিকাভরণরস প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের অতীব সাবধান হওয়া কর্তব্য ; যেহেতু এই যোগে বিষের ভাগই অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রোগীর প্রতি মাত্রার একটু অর্থাৎ বিন্দুমাত্র বেশী হইলে, রোগীর জীবন নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

রহদ্বাডবানলো-রসঃ । —

সূতকং গন্ধককৈব হরিতালং মনঃশিলা ।

অত্রকং বৎসশাভক দারুজঙ্গমজং বিষং ॥

জৈপালাং সার্ক্ণতকং সৰ্ব্বং সৰ্কুণ্য মৰ্দয়েৎ ।
 মাংস্য মাহিষ মায়ুর ছাগপিঠৈর্বিভাবয়েৎ ॥
 বটিকাং শীততোয়েন কুৰ্ঘ্যাৎ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ ।
 বড়বানলো নামায়ং নারিকেল জলেন বৈ ॥
 ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ভো মৃত্যুস্তস্যামুখো ভবেৎ ॥

বৃহদ্বাদানলরস ।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ (কাঠবিষ), দাক্ষমুখ
 ও জঙ্গমবিষ ; এই দ্রব্য সমুদায় প্রত্যেকে ২ দুইতোলা এবং জয়বীজ ১৫০
 দেড়শত গ্রহণপূর্বক একত্র চূর্ণ করতঃ মৎস্ত, মাহিষ, ময়ূর ও ছাগ ; এই জন্তু
 চারিসীর পিত্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া, ১ এক রতি পরিমাণে
 বটিকা প্রস্তুত করিবে । সন্নিপাত পীড়িত রোগীকে শীতল জল অথবা নারি-
 কেলের (ডাবের) জল সহযোগে এই ঔষধ সেবন করাইলে, তাহার মৃত্যু
 পলায়ন করে । ইহাও সন্নিপাত ক্ষেত্রের এক মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।
 যারতর অবস্থায় ইহা সেবনীয় ।

প্রাণেশ্বরো-রসঃ ।—

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং সূতাক্ষং বিষসংযুতং ।
 সমস্তং মৰ্দয়েন্ভালমূলনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ ॥
 পূরয়েৎ কুপিকান্তেচ সন্নিরোধ্য বিশোধয়েৎ ।
 সপ্তভিন্নভিত্তিকা বস্ত্রে বেষ্টিয়িত্বা তু শোধয়েৎ ॥
 পুটেৎ কুস্তীপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ।
 গৃহীত্বা কুপিকায়শ্চ মৰ্দয়েচ্চ দিনান্ততঃ ॥
 অজাজী জীরকং হিঙ্গু সজ্জিকাকটঙ্গৈর্যুতং ।
 গুগ্গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা ॥
 মুরিচং পিপ্পলীচৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ ।
 এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে ॥
 নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরং ।
 দদ্যান্নবজ্বরে তীত্রে কোষ্ণং বারি পিবেদমু ॥
 প্রাণেশ্বরো রসোন্নান্না সন্নিপাতা প্রকোপজিৎ ।
 শীতজ্বরে দাহপূর্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে ॥
 বাহ্নিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুৰ্ঘ্যচ্চন্দনলেপনং ।

তাবদেব প্রশমনো নানাতিসারনাশনঃ ॥

ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ ॥

প্রাণেশ্বররস ।

(কুপিকা—কাচকুপিকা । অজাজী—কুম্ভজীরা । সর্জিকা—মাচিকার (মাজীমাটী) । যবক্ষার—সোরা । নাগবল্লী—পর্ণলতা । স্বাস্থ্য-আরোগ্য) ।
পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ এবং বিড় অর্দ্ধভাগ , একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমুলার রসে মর্দন করিবে । তৎপরে একটী কাচকুপিকার মধ্যে পূরিয়া ঐ কুপী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা ৭ সপ্তবার বেটন করিবে ; এবং কুভীপাক-দ্বারা পুটপাক করিয়া নামাইয়া, শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে । তদনন্তর এই ঔষধ খলে করিয়া মর্দিত করতঃ, পরে এক দিন পর্য্যন্ত কুম্ভজীরা, জীরা, হিণ্ডু, মাচিকার, মোহাগার খৈ, গুগগুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জলবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ, ঔস্তিদলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পলী ; সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ইহাদের কাথে ৭ সাতবার ভাণ্ডা দিয়া, ৭ সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ৫ পাঁচরতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয় । তীব্রতর নবজ্বরে ইহা সেবন করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণ জল পান করিতে হয় । ইহার নাম প্রাণেশ্বর রস । এই প্রাণেশ্বর রস সন্নিপাত প্রকোপ জয় করে । শীতজ্বর, দাহজ্বর, গুল্ম, শূল এবং ত্রিদোষ-বিকারেও এই ঔষধ প্রয়োক্তব্য । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইচ্ছানু-যায়ী পথ্য প্রদান করিবে । এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে । এই প্রাণেশ্বর রস সেবনে নানাবিধ অতীসার বিনষ্ট হয় এবং রোগী নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো-রসঃ ।—

রসগন্ধকয়োর্ম্যসৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ ।

শক্রঞ্চ সুষবীকৈব ধুস্তুরকেশরাজকং ॥

দেবদানী জয়ন্তীচ তথা মণ্ডুকপর্ণিকা ।

এবাং পত্ররসৈঃ শানৈঃ শিলায়াং বল্লয়েৎ পুনঃ ॥

শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা ত্বনেকা রাজিকোপমা ।

ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকং ॥

তপ্তেতু মারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ ।

তদা বটী ন কার্য্যা তু, তদা খাদ্যাতু রক্তিকা ॥

ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ ॥

ত্রৈলোক্যসুন্দররস ।

(শক্র—কুটজ । সুষবী—তালমূলী । দেবদানী—ঘোষাকল । রাজিকা—
খেতমর্ষপ । মণ্ডুকপর্ণিকা—খুলকুড়ি) ।

।০ সিকিতোলা পায়। এবং ।০ সিকিতোলা গন্ধক একত্র করণান্তর মর্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে সেই কজ্জলী কুটজ, তালমূলী, ধুতুর, কেশর্যা, ঘোষাকল, জয়ন্তী ও খুলকুড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ৥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তদ্বারা মর্দনপূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, রাই সর্বপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা প্রবলতর সান্নিপাতিক জ্বর দূরীভূত হয়। রোগীর শরীরে অধিক তাপ থাকিলে, ইহা সেবন করাইয়া, তাহাকে নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। কিন্তু তাপকালীন ঔষধের পরিমাণ সর্বপ্রমাণ আকার না করিয়া, ১ রতি প্রমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের নাম ত্রৈলোক্যাম্বুদর রস। ইহা সান্নিপাতজ্বর নিবারণ করিয়া থাকে।

জ্বরাস্কুশ রসঃ ।—

খণ্ডিতং হারিণং শৃঙ্গং জ্বালামুখী রসৈঃ সমম্ ।

রুদ্ধা ভাণ্ডে পচেচ্চূল্যাং যামযুক্তান্ততো নয়েৎ ॥

অষ্টাংশত্রিকটুন্দদ্যানিষ্কমাত্রস্ত ভক্ষয়েৎ ।

নাগবল্লীরসৈঃ সার্কং বাতপিত্তজ্বরাপহম্ ॥

অয়ং জ্বরাস্কুশো নাম রসঃ সর্বজ্বরাপহঃ ॥

জ্বরাস্কুশ রস ।

(জ্বালামুখী—সূর্যাবর্ত (হড়হড়ে) । ত্রিকটু—শুঠ, পিপুল, মরিচ। নিষ্ক—।০ অর্দ্ধতোলা । নাগবল্লী—তাম্বুললতা) ।

খণ্ডিত হরিণ শৃঙ্গ ও জ্বালামুখীর রস সমভাগে গ্রহণপূর্বক একটা ভাণ্ড মধ্যে পূরিয়া ২ হুইপ্রহর পর্যন্ত অগ্নিসংযোগে জাল দিবে। তদনন্তর উত্তোলন করিয়া, তৎসহ তাহার অষ্টাংশ (৪ ভাগ) ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিলে, বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরারি-রসঃ ।—

পারদং রসকং তালং তুথং টঙ্গণ গন্ধকং ।

সর্বষেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্যা রসৈর্দর্দিনং ॥

মর্দয়েল্লৈপয়েন্তেন তাত্ত্রপাত্রোদরস্তিষক্ ।

অঙ্গুল্যর্দ্ধপ্রমাণেন ততো রুদ্ধা চ তন্মুখং ॥

পচেত্তং বালুকাষন্তে ক্ষিপ্তা ধান্যানি তন্মুখে ।

ষদা ক্ষুটন্তি ধান্যানি তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

ততো নয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তাত্ত্রপাত্রোদরং ভিষক্ ।

রসং জ্বরারি নামানং বিচূর্ণ্য মরিচৈঃ সমম্ ॥

[১৮]

মাইষকং পৰ্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্নাশয়েজ্জরান্ ।

ত্রিদিনৈর্বিষমং তীত্রমেতদ্বিত্ৰিচতুর্থকং ॥

জরারিসম্ ।

(রসক—খর্পর । তাল—হরিতাল । কারবেলা—করলা । ভিষক—
বৈদ্য) ।

পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, মোহাগা এবং গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক একদিবস করলার রসে মর্দন করিবে । পরে উহা একটি তাম্রপাত্রে তিতরে পুরিবে এবং সেই তাম্রপাত্রটী মৃত্তিকা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুলি স্থূল করিয়া লেপিবে । তদনন্তর ঐ তাম্রপাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া, বালুকাস্ত্রে পাক করিবে । পাককালে ঐ যন্ত্রের উপরি ধাত্বক্ষেপণ করিবে ; যখন ঐ ধাত্ব ফুটিতে লাগিবে, তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া নামাইবে । পরে শীতল হইলে, তাম্রপাত্রের তিতর হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে । এই ঔষধ সমভাগ মরিচচূর্ণ সহ ১ একমাষা পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবন করিলে, তিন দিবসের মধ্যে ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর প্রভৃতি অতি তীব্রতর বিষম জ্বর সকল নিবারিত হয় ।

শীতারি-রসঃ ।—

তালকং তুথকং তাম্রং রসগন্ধমনঃশিলাঃ ।

কর্ষং কর্ষং প্রয়োক্তব্যং মর্দয়েত্রিকলামুভিঃ ॥

গোলং ন্যসেৎ সংপুটকে পুটে দদ্যাৎ প্রযত্ততঃ । .

ততো নীত্বার্কদ্বন্ধে বজ্রীদ্বন্ধে সপ্তধা ॥

কাথেন দন্ত্যাঃ শ্যামায়া ভাবয়েৎ সপ্তধা পুনঃ ।

মাষমাত্রং রসং দিব্যং পঞ্চাশন্মরিচৈষু তম্ ॥

গুড়ুদ্যানককৈষব তুলসীদলযুগ্মকম্ ।

ভক্ষয়েৎ ত্রিদিনং ভক্ত্যা শীতারিৎ তুলভং পরম্ ॥

পথ্যং তৃষ্ণোদনং দেয়ং বিষমং শীতপূর্বকং ।

দাহপূর্বং হরত্যাশু তৃতীয়কচতুর্থকৌ ॥

দ্ব্যাহিকং সততকৈষব বৈবর্ণ্যঞ্চ নিষচ্ছতি ॥

শীতারিসম্ ।

হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, পারা, গন্ধক এবং মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক ত্রিকলার কাথে মর্দন করিয়া গোলক করিবে । এবং শরাবসংপুটে রাখিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিবে । তদনন্তর অর্কদ্বন্ধে ও সিদ্ধদ্বন্ধে সাতবার এবং দন্তীয় ও শ্যামালতার কাথে সাতবার ভাবনা দিবে । একমাষা পরিমাণে ৫০ পঞ্চাশটী গোলমরিচ, গদ্যানক (গদগতি) পরিমাণে গুড় ও ২ হুইটী তুলসীপত্র সহ ভক্তি সহকারে

তিনদিবস এই শ্রেষ্ঠ ও হৃলভ শীতারিরস সেবন করিবে । এই ঔষধে বৃক্ষ সহ
অন্ন পথা দিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে শীতপূর্বক ও দাহপূর্বক বিষমজ্বর
বিনষ্ট হয় ; এতদ্ভিন্ন তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, দ্যাহিকজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে ।
যাত্রা ইহা অপেক্ষা কম করা উচিত ।

লোকনাথ-রসঃ ।—

শুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ সূতো ভাগদ্বয়মিতো ভবেৎ ।
তথা গন্ধস্থ ভাগো দ্বৌ কুর্যাৎ কজ্জলিকাং দ্বয়োঃ ॥
সূতাচ্চতুর্গুণেষেব কপর্দেষু বিনিঃক্ষিপেৎ ।
ভাগৈকং টঙ্গণং দত্ত্বা গোক্ষীরেণ বিমর্দয়েৎ ॥
তথা শঙ্খস্য খণ্ডানাং ভাগান্যাকৌ প্রকম্পয়েৎ ।
ক্ষিপেৎ সর্বং পুটস্যান্তশ্চূর্ণলিপ্তশরাবয়োঃ ॥
গর্ভে হস্তোন্মিতে ধৃত্বা পচ্যঙ্গপুটেন চ ।
স্বাক্ষশীতং সমুদ্ধৃত্য পিষ্টা তৎসর্বমেকতঃ ॥
ষড়্গুণ্যাসংমিতঞ্চূর্ণ্যমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ ।
স্বতেন বাতজে দদ্যাদ্ভবনীতেন পৈপ্তিকে ॥
ক্ষৌদ্রেণ কফজে দদ্যাদতীমারে ক্ষয়ে তথা ।
অরুচৌ গ্রহণীরোগে কার্ষ্যে মন্দানলে তথা ॥
কাসশ্বাসেষু গুল্মেষু লোকনাথরসং ভিষক্ ।
তস্যোপরি স্নাতান্নঞ্চ ভুঞ্জীতকবলত্রয়ং ॥
মধুে ক্ষণৈকমুভানঃ শরীতানুপধানকে ।
অনল্পমন্নং সস্বতং ভুঞ্জীত মধুরং দধি ॥
প্রায়েণ জাঙ্গলং মাংসং প্রদেয়ং স্নতপাচিতং ।
সুদৃষ্টভক্তং দদ্যাচ্চ জাতেহ্মণৌ সাক্ষ্যভোজনং ।
সস্বতান্ মুদাবটকান্ ব্যাঞ্জনেষবচারয়েৎ ।
তিলামলককল্কেন স্নাপয়েৎ সর্পিষাথবা ॥
অভ্যাঞ্জেৎ সর্পিষা চ স্নানং কোকিলেশ চ ।
বার্তাকুং সফরীং চিঞ্চাং ত্যজেদ্ব্যায়ামমৈথুনে ॥
কচিৎশৈলং ন গৃহীয়াৎ ন বিলং কার্ষ্যে লুপ্তং ।
মদ্যং সন্ধানকং হিঙ্গু শুষ্ঠী মাষমম্বুজিকাঃ ।
কুয়াণ্ডরাজিকাকোলং কাঞ্জিকৈব বর্জয়েৎ ।

ত্যজেদযুক্তনিদ্রাঞ্চ কাংশ্চপাত্রে চ ভোজনং ॥
 ককারাদিযুতং সর্বং ত্যজেৎ শাকফলাদিকং ।
 গ্রাহ্যেহয়ং লোকনাথস্ত শুভে নক্ষত্রবাসরে ॥
 পূর্ণাতিথৌ সিতেপক্ষে জাতে চন্দ্রবলে তথা ।
 পূজয়িত্বা লোকনাথং কুমারীং ভোজয়েত্ততঃ ॥
 দানং দত্ত্বা দ্বিঘটিকামধ্যে গ্রাহ্যো রসোত্তমঃ ।
 রসাত্ত জায়তে তাপস্তদা শর্করয়া যুতম্ ॥
 সত্ত্বং গুড়ুচ্যা গৃহীয়াৎশলোচনয়া যুতং ।
 খজুরং দাড়িমং দ্রাক্ষা ইক্ষুখণ্ডাংশ্চ দাপয়েৎ ॥
 অরুচৌ নিস্তম্বং ধান্যং স্নতভৃষ্টং সশর্করং ।
 দদ্যাৎ তথা জ্বরে ধান্যং গুড়ুচীকাথমাহরেৎ ॥
 উশীরং বাসককাথং দদ্যাৎ সমধুশর্করং ।
 রক্তপিণ্ডে কক্ষে শ্বাসে কাসে চ স্বরসংক্ষয়ে ॥
 অগ্নিভৃষ্টং জয়াচূর্ণং মধুনা নিশি দীয়তে ।
 নিদ্রান্যাশেহতীসারে চ গ্রাহ্যং পাবকক্ষয়ে ॥
 সৌবর্চ্চলাভয়াক্ষণ্যচূর্ণমুষ্ণোদকৈঃ পিবেৎ ।
 শূলেহজীর্ণে তথা কৃকা মধুযুক্তা জ্বরে হিতা ॥
 প্লীহোদরে বাতরক্তে ছর্দিয়াং চৈব গুদাস্কুরে ।
 নাসিকাসুতরক্তেষু রসং দাড়িমপুষ্পজম্ ॥
 দুর্ব্বায়াঃ স্বরসং নস্যো প্রদদ্যাচ্ছর্করাশ্রিতম্ ।
 কোলমজ্জাকণাবহিঁপক্ষভন্মসশর্করং ॥
 মধুনা লেহয়েচ্ছর্দিহিক্বাকোপপ্রশান্তয়ে ।
 ইত্যয়ং লোকনাথোক্তরসঃ সর্বরুজাং জয়েৎ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতো প্রয়োগ-চিন্তামণৌ

জ্বরাদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি তৃতীয়োধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

লোকনাথরস ।

(কপর্দ—কড়িতাম্র । উষণ—পিপুল । নবনীত—ননী, মাখন । ফোড়—
 মধু । বটক—বড়া । সর্পিঃ—স্নত । কোক—ঈষদ্রক্ষ । বার্তাকু—বেগুণ ।
 জফরী—পুটিমাছ । কারবেলুক—করলা । সন্ধানিক—কাঁজি । মাষ—মাষ-

কলাই—রাজ্জিকা—খেতসর্বপ। কোল—কুল। সিত—শুক্র। লোকনাথ—মহাদেব। কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা। ঘটিকা—ঘণ্টা। দ্রাক্ষা—কিসমিস। খণ্ড—খাঁড়গুড়। উশীর—বীরণমূল। জয়া—সিদ্ধি। পাবক—অগ্নি। সৌবর্চল—সচললবণ। অভয়া—হরীতকী। কৃষ্ণা—পিপুল। কণা—পিপুল। বর্হিপক্ষ—ময়রপুচ্ছ)।

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পারদ ও বিশুদ্ধ গন্ধক প্রত্যেকে ২ হুইভাগ এইগপূর্বক ধলে মর্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহাতে পারার চতুর্গুণ চড়িতস্ম এবং ১ ভাগ মোহাগার খৈ মিশ্রণপূর্বক গোহৃদ্ধ দ্বারা মর্দিত করিবে। তদনন্তর তৎসহ শঙ্খখণ্ড ৮ আটভাগ মিশাইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি গর্যবসংপুটে রাখিয়া, শরাবদ্বয় চূণের দ্বারা লেপন করিয়া ১ হস্ত পরিমিত ভর্তে গজপুটে পাক করিবে। পরে নীতল হইলে সেই ঔষধ সকল শরাব ইতে উত্তোলন করতঃ, একত্র উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া ও ময়রতি পত্রিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা ২২ উনত্রিশটী পিপুল ও য়তসহ বাতজরোগে, নবনীত সহ পৈতিকরোগে এবং মধুসহ ক্ষজরোগে প্রয়োগ করিবে। অতীসার, ক্ষয়, অকচি, গ্রহণী, কৃষ্ণতা, মন্দাগ্নি, আম, কাস ও গুল্মরোগেও ইহা মধুসহ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ সেবনের পর ৩ তিন গ্রাম হুতায় ভোজন করিবে। এবং মাথায় বালিশ না দিয়া ক্ষণকাল চিং ইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। হুত সহিত অন্নরহিত অন্ন এবং মধুর সহিত ঘি ভোজন করিবে। জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইলে, হুতসহ জ্বাঙ্গলমাংস (মৎস্য, ক্ষুণ্ণাদির মাংস) পাক করিয়া এবং দুগ্ধসহ অন্ন সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে। হুত যুগের বড়া ব্যঞ্জনের সহিত দিবে। তিল বা আমলকীর কল্ক অথবা ত মাথিয়া উষজ্জলে স্নান করিবে। তৈল, বিলু, করলাউচ্ছে, বেগুন, খুটিমাছ ও তেঁতুল কদাচিত্ত ও ভোজন করিবে না। ব্যায়াম, মৈথুন ও পরিহার্য্য। মৎস্য, আসব, হিজু, শুষ্ঠী, মাষকলায় ও মন্থরের দাইল, কুম্বাণ্ড, এইসর্বপ, কুল ও ক্লাজি পরিবর্জন করিবে। অযুক্তনিদ্রা, কাংশপাত্রে ভোজন ও ককার আদি শাক ও ফল পরিত্যাগ করিবে। শুভ নক্ষত্র ও দনে, শুক্রপক্ষে ও চন্দের বৃদ্ধি সময়ে, লোকনাথের (মহাদেবের) পূজা করিয়া, কুমারী ভোজন করাইয়া দানাদি করতঃ, ২ হুই ঘটিকার মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ লোকনাথুরস ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবনান্তে শরীরে সস্তাপ উপস্থিত হইলে, শর্করাসহ গুল্মের রস অথবা বংশলোচন সেবন করিবে। এবং খজুর, দাড়িম, দ্রাক্ষা ও ইক্ষুখাঁড় ভোজন করিবে। অকচিতে নিম্বয় ধনিয়া হুতে ভাজিয়া, চিনির সঙ্গে এবং জরে ধনে ও গুল্মের ক্কাথ সেবন করিবে। ক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, কফ ও স্বরক্ষয়রোগে উশীর ও বাসকের ক্কাথ মধু ও চুনির সহিত ; নিদ্রানাশ, অতীসার, গ্রহণী ও মন্দাগ্নিতে সিদ্ধি ভাজিয়া পাক করিয়া, তাহা মধুর সহিত রাত্রিতে এবং শূল, অজীর্ণ, জ্বর, প্লীহা, উদর, পাতরক্ত, হৃদ্বি ও অর্শোরোগে সচললবণ, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ মধু সহ-বাগে সেবন করিবে। নাসিকা দিয়া রক্তজাব হইলে দাড়িম পুপের

রস ও দুর্জার রস চিনির সহ মিশ্র গ্রহণ করিবে। এবং ইহা কুলের আঁটির ,
শাঁস, পিপুল, ময়ূরপুচ্ছতন্ত্র, শর্করা ও মধুসহ লেহন পূর্বক সেবন করিলে
হৃদি ও হিকা প্রশমিত হয় ।

ইতি ত্রীরাশমণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

জরাদিকার সমাপ্ত ।

তৃতীয়-অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

জ্বরাতিসারাদিকারঃ ।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোজ্জ্বরাতিসার-
স্তৃথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ ।
দোষস্য দুষ্যস্য সমানভাবো-
জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্ভিঃ ॥

অনন্তর জ্বরাতিসার চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজ্ঞাত অতীসার অথবা অতীসার মধ্যে জ্বর হইয়া,
দায (বায়ু, পিত্ত ও কফ) এবং দুষ্যের (রস, রক্তাদির) সমান ভাব হয়,
তাহা হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায় ।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সান্নাং শৃতাং নরঃ ।

• পৃথ্বিপর্ণী বলা বিলু নাগরোৎপল ধান্যকৈঃ ॥

(সান্না—দাড়িমান্নাদির রস সংযুক্ত । পৃথ্বিপর্ণী—চাকুলে বা পীঠানি ।
লা—বেড়েলা । বিলু—বেলশুঠ । নাগর—শুঠী । উৎপল—নীলোৎপল,
অভাবে কুড় । ধাতক—ধনে) ।

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ, শুঠ, নীলোৎপল ও ধনিয়া ; এই সমস্ত দ্রব্য
দমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে । তদনন্তর সেই কাথ দ্বারা সাধিত পেয়া
প্রস্তুত করতঃ, তাহাতে দাড়িম, বেদানা প্রভৃতির রস মিশ্রণপূর্বক জ্বরাতি-
সার রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

কিরাতাদিঃ ।—

কিরাতাঋত্নতাবিশ্বচন্দনোদীচ্যবৎসকৈঃ ।

শোখাতিসারশমনং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্ ॥

কিরাতাদি ।

কিরাতা, মুখা, গুলঞ্চ, শুঠী, রক্তচন্দন, বালা, ইন্দ্রযব ; এই দ্রব্য সমুদায়
সমস্তে মিলিত ২ হুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক /১০ অর্কসের জলের
দ্বারা মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিসংযোগে জ্বালদিয়া পাক করিতে থাকিবে ।
৩২পরে যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া /১০ অর্কপোয়া মাত্র অবশিষ্ট
আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে ; এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা

ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ শোথসংযুক্ত অতীসার-
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিশেষতঃ ইহা জ্বররোগীর অতীব উপকারী ।

কিরাতাদিঃ ।—

কিরাতাকায়তোদীচ্যমুস্তচন্দনধান্যকৈঃ ।

শোথাতিসারতৃদ্ দাহ শমনো জ্বরনাশনঃ ॥

কিরাতাদি ।

চিরাতা, মুখা, গুলঞ্চ, বালা, মুখা, রক্তচন্দন ও ধনিয়া ; এই দ্রব্য সমুদায়
সমভাগে ২ ভুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জল সহ পাক করিয়া,
অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । তৎপরে ছাকিয়া সিটে বাদ
দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । ইহা সেবন করিলে শোথ, অতীসার, দাহ, পিপাসা
এবং জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গাদিঃ ।—

বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্তং দারুপাঠাকলিঙ্গকং ।

মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশনম্ ॥

বিড়ঙ্গাদি ।

(অতিবিষা—আতইচ । মুস্ত—মুখা । দারু—দেবদারুকাঠ । পাঠা—
আকান্দিলতা । কলিঙ্গক—ইন্দ্রযব) ।

বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুখা, দেবদারু, পাঠা এবং ইন্দ্রযব ; এই সকল দ্রব্য
সমভাগে সমস্তে ২ ভুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে
সিদ্ধ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া ১০ ভুইছটাক মাত্র
অবশিষ্ট আছে ; তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার মক
বস্ত্র দিয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া কাথ (জলীয়ংশ) গ্রহণ করিবে । এই
কাথ ১০ সিকিতোলা মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে, অল্পদিনের মধ্যে
শোথসংযুক্ত অতীসার দূরীভূত হয় ।

হ্রীবেরাদিঃ ।—

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত বিলুধন্যাক নাগরৈঃ ।

পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্ ।

সরক্তং হস্ত্যতিসারং সঙ্করং বাথ বিজ্বরম্ ॥

হ্রীবেরাদি ।

(হ্রীবের—বালা (পাথরকুচি) । অতিবিষা—আতইচ । বিলু—বিলু-
পেষিকা (বেলশুঠ) ।

বালা, আতইচ, মুখা, বেলশুঠ, ধনিয়া ও শুঠী, এই সকল দ্রব্য সমান
পরিমাণে সমুদায়ে ২ ভুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া,
অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া,

ক্ৰাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্ৰাথ সেবন করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বদ্ধতা এবং শূলবৎ বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে । এবং আয় (অপকমল) দোষের পরিপাক সিদ্ধ হয় । আর রোগীর জ্বর সংযুক্ত অথবা বিজ্বর অবস্থার অতীসার ও রক্তাতিসার বিনষ্ট হয় ।

শুভ্র চ্যাদিঃ ।—

শুভ্র চ্যাদিবিষা ধান্য শুষ্ঠীবিল্বাঙ্গবালকৈঃ ।

পাঠা ভূমিস্ব কুটজ চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ ॥

কষায়ঃ শীতলঃ পৈয়ো জ্বরাতিসারশান্তয়ে ।

হস্তাসারোচকচ্ছর্দি পিপাসা দাহনাশনঃ ॥

শুভ্র চ্যাদি ।

(শুভ্র চ্যাদি—শূলক । অতিবিষা—আতইস । ধাত্ত—ধনিয়া । বিল্ব—বেলশুষ্ঠ । বালক—বাল । পাঠা—আকাদি । ভূমিস্ব—চিরতা । কুটজ—কুর্চি । চন্দন—রক্তচন্দন । উশীর—বীরণ (বেণারমূল) । পদ্মক—পদ্মকাষ্ঠ । কষায়—পাচন । হস্তাস—বিবমিষা) ।

শূলক, আতইচ, ধনে, শুষ্ঠী, বেলশুষ্ঠ, বাল, মুখা, পাঠা, চিরতা, কুটজ, রক্তচন্দন, বেণারমূল এবং পদ্মকাষ্ঠ ; এই দ্রব্য সমুদায় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ হুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধমের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে, জল শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া ছাকিয়া ক্ৰাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্ৰাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতীসার, বমনেচ্ছা, অরোচক, ছর্দি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয় ।

উশীরাদিঃ ।—

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেবজম্ ।

সমঙ্গা ধাতকী লোত্রং বিলং দীপন পাচনম্ ॥

হস্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং শান্তিবেদনম্ ।

শশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্ ॥

উশীরাদি ।

(উশীর—বীরণমূল । বালক—বাল । বিশ্বভেবজ—শুষ্ঠী । সমঙ্গা—মঞ্জিষ্ঠা কিন্তু এখানে বরাহক্রান্ত । ধাতকী—ধাইফুল । লোত্র—লোধ । শশোণিত—রক্তসংযুক্ত ।)

বেণারমূল, বাল (পাথরকুচি), মুখা, ধনিয়া, শুষ্ঠী, বরাহক্রান্ত, ধাইফুল, লোধ এবং বেলশুষ্ঠ ; এই সমস্ত দ্রব্য সমতাগে সমুদয়ে ২ হুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক, অর্দ্ধমের জলের সহিত দিশণপূর্বক চুল্লীতে উঠাইয়া, অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়া পাক করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে, জল শুষ্ক

হইয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুঙ্গী হইতে নামাইবে; এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, গিটে বাদ দিয়া জলীয়ংশ (কাথ) এহণ করিবে। এই পাচন অগ্নিসম্মীপক ও আমদোষের পরিপাকক। এবং ইহা সেবন করিলে অকচি, মলের পিচ্ছিলতা, অপকৃতা ও অত্যন্ত বেদনাসংযুক্ত বিবদ্ধতা এবং রোগীর সজ্বর বা বিজ্বর অবস্থার রক্তসংযুক্ত অতীসার নিবারিত হয়।

পঞ্চমূল্যাদিঃ ।—

পঞ্চমূলী বলা বিলু গুড়ুচী মুস্তনাগরৈঃ ।
 পাঠা ভূনিষ হ্রীবেরকুটজত্বক্ ফলৈঃ শৃতম্ ॥
 হস্তি সর্বানতীসারান্ জ্বরদোষান্ বমিং তথা ।
 শূলোপদ্রবং শূলং কাসং হস্ত্যাশু দ্রুস্তরম্ ॥
 পঞ্চমূলী তু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কনিয়সী ।
 মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা ॥

পঞ্চমূল্যাদি ।

(পঞ্চমূলী—স্বপ্পমূল অর্থাৎ শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী। বলা—বেড়েলা। বিলু—বেলশুঠ। পাঠা—আকুনাতি। ভূনিষ—চিরতা। হ্রীবের—বালা। কুটজত্বক্—কুর্চিরছাল। কুটজফল—ইন্দ্রযব)।

শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী, বেড়েলা, মুখা, বেলশুঠ, গুলঞ্চ, শুঠী, পাঠা, চিরতা, বালা, কুর্চি, ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২২হইতোলা মাত্র এহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া নামাইবে। এবং ছাকিয়া গিটে বাদ দিয়া উহার কাথ এহণ করিবে। এই কাথ সেবন করিলে সকলপ্রকার অতীসার, জ্বরদোষ, বমি, অতি প্রবল শূলবৎ বেদনা, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। শালপানী, চাকুলে আদি স্বপ্পমূল পিত্তাধিক্যজরে অতীব উপকারী; আর বেল, শোণা, আদি মহৎ পঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মাতুর রোগীর পক্ষে নিরতিশয় হিতকর বলিয়া জানিবে।

দশমূল্যাদিঃ ।—

দশমূলী কষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ ।
 জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে এহণীগদে ॥

দশমূল্যাদি ।

দশমূলী অর্থাৎ বেল, শোণা, পাকুল, গণিয়ারী, গাভারী, শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কন্টকারী এবং গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমান পরিমাণে সমস্তে ২তোলামাত্র এহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া গিটে বাদ দিয়া কাথ এহণপূর্বক, সেই কাথ ২ তোলা পরিমাণে শুষ্ঠীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জ্বর, অতীসার ও

দোষাংশ সংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় । এক্ষণে শুষ্ঠী, মরিচ, পিপুল প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য সকল উক্ত (২ তোলা) পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া ব্যবহার করা উচিত নয় । যেহেতু অধুনা মানবগণের ধাতু, বল, বীৰ্য্য ও মেধা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা বার্ত্তি সমুদায় অতীব ক্ষীণ ; সুতরাং তীক্ষ্ণবীৰ্য্য বস্তু সকল এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, উপকার না হইয়া, বরঞ্চ অসহ্যতা ও অপাক জন্মাইয়া সমধিক অপকার সাধন করে । অতএব উক্ত মাত্রায় পরিবর্তে বল, বীৰ্য্য, অগ্নি প্রভৃতি বিবেচনাপূৰ্ব্বক ॥০ অৰ্দ্ধতোলা বা তাহারও হ্রাস পরিমাণে ব্যবহার করিবে ।

পাঠাদিঃ ।—

• পাঠৈন্দ্রযব ভূনিয়মুস্তপপটিকায়তাঃ ।

জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহোষধাঃ ॥

পাঠাদি ।

পাঠা, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুখা, ক্ষেতপাপ্ড়া, গুলঞ্চ ও শুষ্ঠী ; এই সমুদায় যন্ত সমভাগে সমস্তে ২ ভূইতোলা মাত্র গ্রহণপূৰ্ব্বক ॥০ অৰ্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, অৰ্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ লইবে । সেই ক্কাথ ১০ সিকিতোলা বা ১৬০ ছয়আনা পরিমিত শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে অরসংযুক্ত আমাতীসার (আমাশয় রোগ) বিনষ্ট হয় ।

কলিঙ্গাদিঃ ।—

• কলিঙ্গাতিবিষাশুষ্ঠী কিরাতামুযবাসকং ।

জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবিকম্পনঃ ॥

কলিঙ্গাদি ।

(কলিঙ্গ—ইন্দ্রযব । অতিবিষা—আতইচ । কিরাত—চিরতা । অশ্বু—বালা । যবাসক—ভূরালভা) ।

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুষ্ঠী, চিরতা, বালা এবং ভূরালভা ; এই দ্রব্য সকল সমান পরিমাণে সমস্তে ২ ভূইতোলা মাত্র গ্রহণপূৰ্ব্বক ॥০ অৰ্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করিয়া, অৰ্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্কাথ পান করিলে জ্বরাতিসার সংযুক্ত সন্তাপ নিঃসংশয়ে দূরীভূত হয় ।

ক্কাথদ্বয়ং ।—

বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী ।

শ্বদংক্রোপিপ্পলী ধান্যং বিলুং পাঠা যমানিকা ॥

দ্বাবপোতো সিদ্ধযোগো শ্লোকাক্টেনাভিভাষিতো ।

• জ্বরাতিসারশমনো বিশেষাদাহনাশনো ॥

ক্কাথদ্বয় ।

(বৎসকের ফল—ইন্দ্রযব । দারু—দেবদারুকাষ্ঠ । রোহিণী—কটকী ।

শ্বদংষ্ট্রী—গোক্ষুর। ধান্য—ধনে। পাঠা—আকামিলতা। বৈমানিকা—
(জৈন) ।

ইজ্জয়ব, দেবদাক, কট্‌কী এবং গজপিপুল ; এই ত্রয়া চতুর্কর সমস্তে
সমানাংশে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট
অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া, মিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ (কাথ) গ্রহণ
করিবে। এই কাথ সেবন করিলে জ্বরাতিসার নিবারিত হয় ; বিশেষতঃ ইহা
দাহ বিনাশে অতীব উপযুক্ত ।

গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বিল্ব, পাঠা এবং যমানী , এই ত্রয়া সমুদায় তুলা-
পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র লইয়া, অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক
করিয়া, অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথও
পূর্ববৎ জ্বরাতিসার ও দাহ বিনাশক ।

নাগরাদিঃ ।—

নাগরামৃত ভূনিম্ব বিল্ববালক বৎসকৈঃ ।

সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতিসার-হজ্জলং ॥

নাগরাদি ।

শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুষ্ঠ, বালা, কুর্চি, মুখা, আতাইচ ও বেণার-
মূল ; এই সকল ত্রয়া তুলাভাগে সমস্তে ২ তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের
জলসহ পাক করতঃ, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া রাখিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই
কাথ জ্বর ও অতিসার বিনাশক ।

মুস্তকাদিঃ ।—

মুস্তকবিল্বাতিবিষা পাঠা ভূনিম্ববৎসকৈঃ ।

মকরন্দগর্ভঘূক্তো জ্বরাতিসারো জয়েদ্ ঘোরো ॥

মুস্তকাদি ।

(ভূনিম্ব—চিরতা । বৎসক—কুটজ । মকরন্দ—মধু) ।

মুখা, বেলশুষ্ঠ, আতাইচ, পাঠা, চিরতা, কুর্চি ; এই ত্রয়া সকল তুলা-
পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ
করতঃ, অবশিষ্ট ১/৮ দুইছটাক মাত্র থাকিতে নামাইয়া কাথ লইবে। সেই
কাথে ১০ সিকিতোলা বা তদপেক্ষা হূন বা কিঞ্চিদধিক পরিমাণে মধু মিশ্রণ-
পূর্বক সেবন করিলে জ্বর ও অতীসাররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

ঘনাদিঃ ।—

ঘনজলপাঠাতিবিষা পথ্যাংপলধান্য রোহিণী বিষ্টৈঃ ।

সেন্দ্রধবৈঃ কৃতমস্তঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি ॥

ঘনাদি ।

(ঘন—মুখা । জল—বালা । পথ্যা—হরীতকী । উৎপল—নীলগুঁড়ী,
অভাবে কুড় । ধান্য—ধনে) ।

মুখী, বালা, আক্‌নাদি, আতইস, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনিয়া, কটকী, ইন্দ্রযব এবং শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় সমস্তে ২ তোলা লইয়া, অর্দ্ধসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন করিলে জ্বরযুক্ত অতীসার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বিলুপঞ্চকম্ ।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলাবিলুং সদাড়িমং ।

বিলুপঞ্চকমিত্যেতৎ কাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ॥

অতীসারে জ্বরে ছর্দিয়াং শম্যতে বিলুপঞ্চকং ।

বিলুপঞ্চক ।

(শালপর্ণী—শালপানী । পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে । বলা—বেড়েলা । বিলু—বেলশুঁঠ) ।

শালপানী, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ এবং দাড়িমের ছাল । এই পাঁচটিকে বিলুপঞ্চক বলা যায় । এই বিলুপঞ্চক সমস্তে সমান পরিমাণে ২ ছই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক ॥০ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহার কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ, জ্বর, অতীসার ও ছর্দিরোগে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকারী হয় ।

পঞ্চমূল্যাদিঃ ।—

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের শৃঙ্গাটকঞ্চটং ঘন ।

জম্বুদাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ু চিকা ॥

পাঠাবিলু সমঙ্গা চ কুটজত্বক্ ফলং তথা ।

ধান্যকং ধাতকীকাথং বিষাজীরক-সংযুতং ॥

পিবেৎ জ্বরাতিসারে চ সরন্তে বাপ্যরক্তকে ।

অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চামাধ্যো সর্বরূপকে ॥

পঞ্চমূল্যাদি ।

(পঞ্চমূলী—শালপানী, চাকুলে, গোকুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী । শৃঙ্গবের—শুষ্ঠী । শৃঙ্গাট—শীড়েড়া, পানীফল । কঞ্চট—কাঁড়াদাম । ঘন—মুখা । জম্বু—জাম । বলা—বেড়েলা । বাল—বালা । গুড়ু চিকা—গুলঞ্চ । পাঠা—আকনাদী । বিলু—বেলশুঁঠ । সমঙ্গা—বরাহক্রান্তা । বিষা—অতিবিষা) ।

শালপানী, চাকুলে, গোকুর, রহতী, কণ্টকারী, শুষ্ঠী, পানীফল, কঞ্চট, মুখা, জম্বুপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, পাঠা, বেলশুঁঠ, বরাহক্রান্তা কুণ্ডলি ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল এবং ধনিয়া ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া নামাইবে । এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া কাথগ্রহণ

করিবে । এই কাথ ১০ সিকিতোলা আতইচ ও ১০ সিকিতোলা জীরাণী সহ সেবন করিলে, শতশতযোগ (ঔষধ) দ্বারাও পরিতাক্ত সকলপ্রকার অসাধ্য রক্তসংযুক্ত বা রক্তবিহীন জ্বরাতিসার নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে ।

নাগরাদিঃ ।—

নাগরাতিবিষামুস্ত ভূনিষায়তবৎসকৈঃ ।

সর্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্বাভীসারনাশনঃ ॥

যুতক্ষীরতৈলমপ্যনুপযোগিত্বাদত্র নোক্তং ॥

নাগরাদি ।

শুষ্ঠী, আতইচ, মুখা, চিরতা, গুলঞ্চ এবং কুর্চি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে সমস্তে ২ ছইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক, অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্ধপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া জলীয়-ভাগ (কাথ) গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন করিলে সকলপ্রকার জ্বর ও সর্ববিধ অভীসার সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

যুত, ক্ষীর (দুধ) ও তৈল ঔষধ জ্বরাতিসারে অনুপযোগী হেতু, এস্থলে তদ্বিষয় কিছুমাত্রও উল্লিখিত হইল না ।

কলিঙ্গাদি-গুড়িকা ।—

কলিঙ্গ বিলু নিষাত্র কপিথং সরসাজ্ঞনং ।

লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কটফলং শুকনাসিকাং ॥

লোত্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকং ।

পিষ্টা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥

ছায়াশুকান্ পিবেৎ ক্ষিপ্ৰং জ্বরাতিসারশান্তয়ে ।

রক্ত প্রসাধনা হেতে শূলাতিসারনাশনাঃ ॥ ।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা ।

(কলিঙ্গ—ইক্ষরব । বিলু—বেলশুষ্ঠ । কপিথ—কয়েৎবেল । হ্রীবের—বালা । কটফল—কায়ফল । শুকনাসিকা—কেওয়ারু গী । লোত্র—লোধ । মোচরস—মিষুল-আঠা । বটশুঙ্গক—বটের বুরী । তণ্ডুলতোয়—চালুনী-জল । বটক—বটিকা । অক্ষ—২ তোলা । ক্ষিপ্ৰ—শীঘ্র) ।

ইক্ষরব, বেলশুষ্ঠ, নিষপত্র, আত্রপত্র, কয়েৎবেল, রসাজ্ঞন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, বালা, কটফল, শুকনাসিকা, লোধ, মোচরস, শঙ্খ, ধাতকী, বটের বুরী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তণ্ডুল জলদ্বারা বাটিয়া, ২ তোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এবং সেই বটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, সেবন করিলে জ্বরাতীসার, রক্তাতিসার এবং শূলসংযুক্ত অভীসার শীঘ্রই নিবারিত হয় ।

নারায়ণচূর্ণম্ ।—

গুড়ুটী রুদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলমুখা ।
 বিড়ঙ্গাতিবিষাক্ষব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্ ॥
 শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্বমেকত্র কারয়েৎ ।
 সর্বচূর্ণসমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্র্যচোহপি চ ॥
 গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্বিষজায়রঃ ।
 শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জয়ং তথা ॥
 জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকং ।
 মন্দানলং প্রমেহঞ্চ শূলকাপি ত্রিদোষজম্ ॥
 নারায়ণেন কথিতং জনানাম্ হিতকাম্যয়া ॥

নারায়ণচূর্ণ ।

(গুড়ুটী—গুলঞ্চ । রুদ্ধদার—বিস্তাড়ক । শক্রাশন—সিদ্ধি । নারায়ণ—
 বিষ্ণু) ।

গুলঞ্চ, বিস্তাড়ক, ইক্ষয়ন, বিড়ঙ্গ, আতুইস, ভৃঙ্গরাজ, শুষ্ঠী এবং সিদ্ধি ;
 এই ঔষধগুলি প্রত্যেকে সমানান্তরে লইয়া চূর্ণ করিবে । তৎপরে ঐ সমস্ত
 চূর্ণ ঔষধের সমান কুটজের ছাল চূর্ণ করতঃ, উহার সহিত মিশ্রিত করিবে ।
 চিকিৎসক এই চূর্ণ ঔষধ ইক্ষুগুড় বা মধুসহ রোগীকে লেহন দ্বারা সেবন
 করাইলে, শোথ, চিরকালোৎপন্ন দুর্জয় রক্তাতিসার, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস,
 পাণ্ডুরোগ, হলীমক, মন্দায়ি, প্রমেহ এবং সকল প্রকার শূলরোগ নিবারিত
 হয় । এই যোগাটী মনুষ্যদিগের হিতার্থে স্বয়ং নারায়ণ কর্তৃক কথিত হই-
 য়াছে ।

উৎপলাদিচূর্ণং ।—

উৎপলং দাড়িমং ত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ ।

পিবেন্তু লতোয়েম জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥

উৎপলাদিচূর্ণ ।

নীলোৎপল, দাড়িমের ছাল এবং পদ্মকেশর ; এই ঔষধত্রয় সমভাগে
 গ্রহণপূর্বক তণ্ডুল জলসহ পেষণ করিয়া, সেবন করিলে সকলপ্রকার জ্বরা-
 তিসার নিবারিত হয় ।

কুটজপুটপাকঃ ।—

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজস্ত দধ্ন-

মাদায় তৎক্ষণমতীব চ প্রোক্ষয়িত্বা ।

জম্বু পলাশ পুটে তণ্ডুল তায়সিক্তং,

বদ্ধং কুশেন চ বহির্ধনপঙ্কলিপ্তম্ ॥

সুশ্বিন্মেতদবগীড়্য রসং গৃহীত্বা,
 ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে বিদদ্যাৎ ।
 কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ,
 সৰ্ব্বাতীমার হরণে স্বয়মেব রাজা ॥
 স্বরসম্য গুরুত্বেন পুটপাকে পলং পিবেৎ ।
 পুটপাকস্য পাকোহয়ং বহিরারক্তবর্ণতা ॥

কুটজ পুটপাক ।

শ্লিষ্ণু অথচ ঘন (স্থূল) কাঁচা এমত কিয়ৎপরিমাণে কুটজের ছাল গ্রহণপূর্বক, তগুলজলের সহিত বাটিয়া, জামপত্রের বা পলাশপত্রের পুটমধ্যে পুরিবে । তদনন্তর কুশ দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধনপূর্বক, সেই ঔষধ বদ্ধ পুটলীর বহির্দেশে কর্দম দ্বারা লিপ্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করিবে । তৎপরে সেই শ্লিষ্ণু অর্থাৎ পাককরা ঔষধকে পীড়নপূর্বক তাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া, সেই রস মধুর সহিত অতীমার রোগীকে পান করিতে দিবে । এই যোগটী কৃষ্ণ অত্রিপুত্র কর্তৃক পূজিত অর্থাৎ সাতিশয় যত্নসহকারে নিম্নলিখিতরূপে অতীমার রোগনাশক রূপে কথিত হইয়াছে । এই ঔষধ সকলপ্রকার অতীমার হরণে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

পুটপাকে স্বরসের গুরুত্বহেতু স্বরস ঔষধ একপল (৮ তোলা) পরিমাণে সেবন করিবে । ঔষধ বদ্ধ এবং কর্দমাক্ত পুট অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করিতে যখন দেখিবে যে, উহার বহির্ভাগটী ঈষৎ রক্তবর্ণ (অম্পলাল) হইয়াছে ; তখন পুটপাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া, সেই ঔষধবদ্ধ পুটটী অগ্নি হইতে উত্তোলন করিবে । এবং খুলিয়া তাহা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে ।

কুটজাবলেহঃ ।—

কুটজ ত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
 তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্ ॥
 দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ ।
 পাঠা সমজাবিলুঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা ॥
 দাড়িমাতিবিষা লোদ্রং শালুলীবেষ্ট সজ্জকং ।
 রসাজ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা ॥
 প্রত্যেকমেবাং কর্ধাংশং নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্ ।
 শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্কং বিনিক্ষিপেৎ ॥
 সর্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্বরূপিণীং ।
 রক্তসত্তিং জ্বরং শোথং বমিশর্শোগদং তৃষাং ॥

●অম্লপিভং তথাশূলমগ্নিমান্দাং নিষচ্ছতি ।

অতীসারে গ্রহণ্যঞ্চ অয়ং দৃষ্টফলঃ সদা ॥

কুটজাবলেহ ।

জোণ-৩২ সের। পাঠা-আকান্দী। সমঙ্গা-বরাহকাস্তা। শাল্মলী-বেষ্ট-শেচরম। সর্জক-ধুনা)।

কুবুচিগুলের ছাল ১২। সাড়ে বারসের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট ১৬ ষোলসের মাত্র রাখিয়া নামাইবে, এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া জলীয়াংশ কাথ গ্রহণ করিবে। এবং সেই কাথের সহিত ২২। আড়াইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন আকাদিমূল, বরাহকাস্তা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মুখা, দাড়িমফলের ছাল, আতাইচ, লোধ, মোড়রস, ধুনা, রসাজন, ধনিয়া, বেণারগূল এবং বালা; এই দ্রব্য সমুদায়ের চূর্ণ এতথেকে ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে ২ পল (১৬ তোলা) মধু তৎসহ মিশ্রিত করিয়া, একটা স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। ইহা ১ তোলা মাত্রার ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, গ্রহণী, রক্তশ্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শো-রোগ, ভৃষ্ণা, অম্লপিভ, শূল, অগ্নিমান্দা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধটী অতীসারে ও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করিয়া, অনেক-বার বিশেষরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ব্যোষাদ্যাং চূর্ণম্ ।—

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্ব তুণ্ডিষ্য মার্কবম্ ।

চিত্রকং রোহিণী পাঠাং দার্দ্রীমতিবিষাং সমাং ॥

শ্লক্ষচূর্ণীকৃতান্ মর্কান্ তত্ত্বলাং বৎসকত্বং ।

সর্বমেকত্র সংযুজ্য প্রপিবৈস্তণ্ডুলাম্বুনা ॥

মক্ষৌদ্রয়া লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজং ।

তৃণাক্রচিপ্রশমনং জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥

কামলা গ্রহণী দোষান্ গুল্মাপ্রীহানমেব চ ।

প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

মর্কচূর্ণসমং কুটজবল্কলমূলচূর্ণং,

মিলি, চূর্ণমনুরূপং চতুণ্ডগৈন তণ্ডুল জলেন পিবেৎ ।

অথবা দ্বিগুণেন মধুনা লিহেৎ ॥

ব্যোষাদ্যচূর্ণ ।

(ব্যোষ—ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠা, পিপ্পলী ও মরিচ। বৎসকবীজ—ইন্দ্রযব।
নিম্ব—চিরতা। মার্কব—ভৃঙ্গরাজ। চিত্রক—রক্তচিতারমূল। রোহিণী—

কটকী । পাঠা—আবনিধি । দাক্ষী—দাক্ষরিত্রা । অতিবিবান—আতুৰ ।
স্নানচূর্ণ—অতিসূক্ষ্ম গুঁড়া । কোজ—মধু, মৌ ।)

শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইঞ্জব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতারমূল, কটকী, আবনিধিমূল, দাক্ষরিত্রা, আতইস ; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ বারতোলা করিয়া গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সুন্দররূপে পেষণ করিবে । এবং এই দ্রব্য সকলের সমান কুরচিমুলের ছাল চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ এক মাষা হইতে ৪ চারিমাষা পর্য্যন্ত চতুর্গুণ তণ্ডুল জল অথবা দ্বিগুণ মধুসহ সেবন করিবে । এই ঔষধ পরিপাচক ও সংগ্রাহী । এবং তৃষ্ণা, অতীসার, অকচি, জ্বর, প্রমেহ, গ্রহণী, শূল্য, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, কামলা এবং শোথ বিনষ্ট করিয়া থাকে ।

মৃতসঞ্জীবনী বটী ।—

মাগধী বৎসনাভক তয়োস্তল্যক হিঙ্গুলং ।

মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দিতা ॥

মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী ।

পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতিসারনাশিনী ॥

বিসৃগ্যাং সান্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদ্রুস্তরে ॥

মৃত সঞ্জীবনী বটী ।

(মাগধী—পিপুল । বৎসনাভ—কাঠবিষ । মূলক—মূলা) ।

পিপুল ১ একভাগ, বিষ ১ ভাগ এবং হিঙ্গুল ২ দুইভাগ ; এই দ্রব্য সমুদায় জামীরের রসে মর্দন করিয়া, মূলকবীজের আয় বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ শীতল জলসহ সেবন করিলে জ্বরাতিসার, বিসৃচিকা এবং সান্নিপাতিক দ্রুতর বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ।

আনন্দভৈরবো-রসঃ ।—

হিঙ্গুলক বিষং ব্যোষং টঙ্গণং গন্ধকং সমং ।

জম্বীররসসংযুক্তং মর্দয়েদ্ যামিকদ্বয়ং ॥

কাস শ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে ।

অপস্মারেহনিলে মেহেহপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে ॥

গুণ্যামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ ॥

আনন্দভৈরবরস ।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, মোহাগা, গন্ধক ; এই দ্রব্য সকল তুলাপরিমাণে লইয়া জামীরের রসের সহিত ২ দুইপ্রহর কাল মর্দন করিবে । পরে একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, অতীসার, গ্রহণী, সান্নিপাতিকরোগ, অপস্মার, বায়ুরোগ, মেহ, অজীর্ণ এবং মান্দ্যগিতা বিনষ্ট হয় ।

অভ্র-বটিকা ।—

অথ শুদ্ধস্যা সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্যা চ ।
 প্রত্যেকং কর্ধমানস্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈর্বিধিণা ॥
 ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ ।
 কেশরাজস্যা ভৃঙ্গস্য নিগুণ্ডাশ্চিহ্নকস্যা চ ॥
 ঐশ্বসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা ।
 মণ্ডুকপর্ণাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্যা চ ॥
 শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পৰ্ণসম্ভবং ।
 দাপয়েদ্দ্রুমতুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্ ॥
 রসতুল্যং প্রদাতবাং চূর্ণং মরিচসম্ভবং ।
 দেয়ং রসার্দ্ধভাগঞ্চ চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং ॥
 শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ।
 শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥
 কলায়পরিমাণান্তু খাদয়েত্তান্তু যত্নতঃ ।
 দৃষ্টা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাব্যাপ্তপানতঃ ॥
 হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং ।
 পরং বাজীকরং শ্বেঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধকঃ ॥
 জ্বরে চৈবাতিমারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ।
 নাতঃ পরতরঃ শ্বেঠো বিদ্যাতেহভ্ররসায়নাৎ ॥
 ভোজনে শয়নে পানে নাস্তাত্র নিয়মঃ ক্ৰটিৎ ।
 দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং গ্রাহ্যং নাগার্জ্জুনো মুনিঃ ॥

অভ্রবটিকা ।

পারা, গন্ধক এবং অভ্র ; এই ত্রয়া সমুদায় প্রত্যেকে ২ হুইতোলা পরিমাণে
 গ্রহণ করিবে । অনন্তর পাঁচ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলীপ্রস্তুত করিবে ।
 এই কজ্জলীর সহিত অভ্র ও সমভাগ ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে ।
 তৎপরে এই মিশ্রিত ত্রব্যের সহিত কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতামূল,
 ঐশ্বসুন্দরক (গিমেশাক), জয়ন্তী, খুলকুড়ী, সিদ্ধি (ভাঙ্), শ্বেত অপরা-
 জিতা, এবং পান ; এই সকলের প্রত্যেকের স্বরস ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২
 তোলা, এবং সোহাগা ১ এক তোলা একত্র মিশ্রণপূর্বক শিলাতে উত্তম-
 রূপে মর্দন করিবে । তদনন্তর স্বর্ঘ্যাতপে শুষ্ক করতঃ কলায় পরিমাণে
 বটিকা প্রস্তুত করিয়া, রোগীর বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনার পরিমাণ
 ও অন্নপানের কণ্ঠনাহুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ

সেবন করিলে ক্ষরকাস, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মারোগ, জ্বর ও অতীসার নিবারিত হইয়া শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় । জ্বরাতীসারে এই ঔষধ হইতে শ্রেষ্ঠতর রসায়ন ঔষধ আর নাই । এই ঔষধ সেবন করিলে ভোজন, শয়ন ও পানাদিবিষয়ে কোনপ্রকার নিয়মবদ্ধ থাকিবার আবশ্যকতা নাই । ইহাতে দধি ভোজন একান্ত প্রয়োজন । স্বয়ং নাগার্জুন মুনি এই ঔষধটী আবিষ্কার করিয়াছেন ।

কনকসুন্দরো-রসঃ ।—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং টঙ্গণং পিপ্পলী বিষং ।

কনকশ্চ চ বীজানি সমাংশং বিজয়া দ্রবৈঃ ॥

মর্দয়েদ্ যামমাত্রস্ত চণমাত্রা বটী কৃত্য ।

ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ ॥

অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ ॥

কনকসুন্দররস ।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, মোহাগার খৈ, পিপ্পলী, বিষ ও ধুতুরার বীজ : এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণপূর্বক সিদ্ধিপত্রের রসে একপ্রহর কাল মর্দিত করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অতীসার বিনষ্ট হয় ।

কনকপ্রভা-বটী ।—

স্বর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং.

কণা টঙ্গণকং বিষঞ্চ ।

গন্ধং জয়াতিদ্বির্বসং বিসর্দ্য,

গুঞ্জাপ্রমাণং বটিকাং বিদধ্যাৎ ॥

এষাতিসারগ্রহণীং জ্বরান্নি-

মান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভেয়ং ।

দধ্যোদনং ভোজ্যমনুসংবারি,

মাংসং ভক্ষণভিত্তির লাবকানাং ॥

কনকপ্রভাবটী ।

(স্বর্ণবীজ—ধূতুরাবীজ । মরালপাদ—খুলকুড়ি) ।

ধুতুরাবীজ, মরিচ, খুলকুড়ি, পিপুল, মোহাগা, বিষ, গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে একদিন মর্দিত করিয়া, এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া দধিসহ ভোজন ; লাব, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস পথ্য এবং আম্র (ঈষদ্রক্ষ) জল পান করিবে ।

রহং কনকসুন্দরো রসঃ ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণান্তুথ্য ।

স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দিনাদ্বিকং ॥

সুতত্বল্যং স্নতকাজ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ ।

চাস্য ঔঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকং ॥

রহং কনকসুন্দররসঃ ।

পারা, গন্ধক, মরিচ, মোহাগা ও ধুস্তুরবীজ ; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্বক বামনহাটীর স্বরসে ২ দুইপ্রহর কাল মর্দিত করিবে । তদনন্তর উহার সহিত পারার সমান পরিমাণে অভ্র মিশ্রিত করিয়া ২ দুই-রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে অতি উগ্রতর পৈত্তিক অতীসার নিবারিত হয় ।

প্রাণেশ্বরো রসঃ ।—

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকং ।

যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ধদ্বন্দ্বকং ॥

কর্ধমেকং যবক্ষারং হিঙ্গুপটুকপঞ্চকং ।

বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জরসকঞ্চাশ্মিতং ॥

স্বষ্টা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ ।

জ্বরমতীসারঞ্চাপি বিবিধং নাশয়েদ্রোগং ॥

প্রাণেশ্বররসঃ ।

পারা, গন্ধক, অভ্র, মোহাগার থৈ, শতপুষ্পক (শলুফা), যমানী এবং জীরা ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা ; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ দুইতোলা ; সমুদায় দ্রব্যগুলি পৃথক পৃথক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মর্দন করতঃ ১ মাষা মাত্রার বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বটিকা সেবনে জ্বরাতীসার প্রভৃতি নানাবিধরোগ বিনষ্ট হয় ।

স্নতসঞ্জীবনো রসঃ ।—

রসগন্ধো সমো গ্রাহ্যো সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ ।

সর্বত্বল্যং স্নতকাজ্রং মর্দ্যং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ ॥

সর্পাক্ষাশ্চ দ্রবৈর্ধ্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ ।

ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুষ্ঠী জীরক বালকং ॥

যমানী ধান্যকং বিলুং পাঠা পথ্যা কণাস্বিতং ।

কুটজস্য ত্রুচং বীজং কপিথং বালদাড়িমং ॥

প্রত্যেকং কর্ষষাত্রং স্যাৎ কুষ্ঠিতং কাথয়েজ্জলৈঃ ।
 চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতং ॥
 অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্বোক্তং মর্দিতং রসং ।
 রুদ্ধা তবালুকাযন্ত্রে কণং যুদ্ধয়িত্বা পচেৎ ॥
 যুতসঞ্জীবনো নাম চাস্য শুষ্ণাচতুষ্টয়ং ।
 দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ ॥
 ষট্ প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ধুবং ॥
 যুতসঞ্জীবনরস ।

(মর্পাক্ষী—রাস্না । বালক—বাল্য । ধাত্বক—ধনে । কপিথ—কয়েদবেল) ।
 পারা ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, বিষ ১ একতোলা এবং অভ্র ২ নয়তোলা ; এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রসে পেষণপূর্বক রাস্নার রসে একপ্রহর কাল মর্দন করিবে । এই প্রকারে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে । তদনন্তর ধাইফুল, আতাইস, মুখা, শুষ্ঠী, জীরা, বাল্য, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঠ, আক্লাদি, হরীতকী, পিঙ্গলী, কুরচির ছাল, ইন্দ্রযব, কদবেল, দাড়িমছাল এবং বাল্য ; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিবে । ঐ জলের চতুর্ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, সেই কাথের সহিত পূর্বোক্ত দ্রব্যসকল তিনদিবস ভাবনা দিয়া, বালুকাযন্ত্রে মুহু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে । এই ঔষধ ৪ চারিরতি প্রমাণে রোগীর অবস্থা বিবেচনা-পূর্বক অল্পপানবিশেষে সেবন করাইলে সাধ্য, অনাধ্য প্রভৃতি সকল প্রকার অতীসার বিনষ্ট হয় ।

নাগরাদি-চূর্ণম্ ।—

নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা ।
 যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী ॥
 ধাতকীভ্রষবৌ বিলুং পাঠা মোচরসং সমং ।
 চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহং ॥
 অতীসারং জ্বরং বাপি গ্রহণীং পাণ্ডুদোষক ।
 ক্রিমীংশ্চ রক্তাতিসারং হস্তি চূর্ণমিদং পরং ॥

নাগরাদিচূর্ণ ।

শুষ্ঠী, আতাইস, মুখা, দেবদারু, পিঙ্গলী, বচ, যমানী, বাল্য, ধনিয়া, কুরচির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আক্লাদি এবং মোচরস ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অতীসার, জ্বর, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয় ।

কারুণ্যসাগরো-রসঃ ।—

ভস্মসূতাঙ্গিধাগন্ধং যথা দ্বিত্বং সূতাল্লকং ।
 দিনং সার্বপট্টলেন পিষ্টা যামং বিপাচয়েৎ ॥
 রসৈর্মার্কবলুলোথৈঃ পিষ্টা যামং বিপাচয়েৎ ।
 ত্রিফারং পঞ্চলবণ বিষবোয়াম্বিজীরকৈঃ ॥
 সবিড়্জৈস্তল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ ।
 মাষমাত্রং দদীতাস্ত ভিষক্ সর্বাতিসারকে ॥
 সঙ্করে বিঙ্করে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে ।
 নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে ॥
 অনুপানং বিনাপোষ কার্যাসিদ্ধিং করিষ্যতি ॥

কারুণ্যসাগররস ।

১ একভাগ রসসিদ্ধুর, ২ দুইভাগ গন্ধক এবং ৪ চারিভাগ অভ্র একত্র করিয়া ১ এক দিবস সরিষার তৈল দ্বারা মর্দন করিবে। তদনন্তর বালুকা-ষস্ট্রে অথবা মৃৎপাত্রে এক গ্রহণকাল পাক করিয়া, পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দন করিয়া আবার পূর্ববৎ এক গ্রহণকাল পাক করিবে। পরে যবক্ষার, মোছাগা, মাচিফার, মৈন্ধবলবণ, উদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ, সচল-লবণ, বিটলবণ, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ ; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক এক এক ভাগ গ্রহণপূর্বক পূর্বোক্ত ঔষধ সহ মিলিত করিয়া, উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক এক মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে অতীসার, জ্বর, শূল, শোথ, গ্রহণী এবং সান্নিপাতিক রোগসমূহ নিবারিত হয়। অনুপান ব্যতিরেকেও এই ঔষধ সম-ধিক ফলোপধায়ক হয়।

সিদ্ধ প্রাণেশ্বরো রসঃ ।—

গন্ধেশালং পৃথগ্বেদ ভাগমন্যচ্চ ভাগিকং ।
 সর্জি টঙ্ক যবক্ষারঃ পট্টৈব লবণানি চ ॥
 বরা ব্যোমেষুদ্রবীজানি দ্বিজীরাম্বি যমানিকা ।
 মুহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা চ চূর্ণিতা ॥
 সিদ্ধ প্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ ।
 মার্ষিকং ভক্ষয়েদধ্বা নাগবল্লীদলৈরুতং ॥
 উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলদ্বয়ং ।
 জ্বরাতীসারে বিহিতং কেবলে বা জ্বরেহপি চ ॥
 জ্বরে ত্রিদোষজে ধোরে গ্রহণ্যামৃগাময়ে ।
 বাতরোগে তথা শূলে চাতীসারে ত্রিদোষজে ॥

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর ।

(গন্ধ—গন্ধক । ঈশ—পারদ । মর্জি—মাচিফার । যবক্ষার—সোরা । বরা—ত্রিফল । (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) । ব্যাঘ—ত্রিকটু (শুঠী, মরিচ, পিঙ্গলী) । ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব । দ্বিজীরা—শ্বেতজীরা ও কৃষ্ণজীরা । বীজমার—বিড়ঙ্গ । শতপুষ্পা—শলুফা । নাগবল্লা—তাম্বুললতা) ।

গন্ধক চারিভাগ, পারা চারিভাগ, অভ্র চারিভাগ ও মাজিমাটী, মোহাঙ্গা, যবক্ষার, মৈন্ধবলবণ, সচললবণ, ঔদ্ভিদলবণ, বিটলবণ, মামুদ্রলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠী, পিঙ্গলী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, বমানী, হিজুল, বিড়ঙ্গ, এবং শলুফা ; এই সমুদায় প্রত্যেকে এক একভাগ ; এই সকল দ্রব্য পৃথক পৃথক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে । এবং জলসহ বাটিকা একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বড়ী পানের রস ও দধিসহ সেবন করিলে জ্বর, জ্বরাতিসার, ত্রিদোষজ-জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, বাতরোগ, শূল ও ত্রৈদোষিক অতীসার-রোগ নিবারিত হয় । এই ঔষধ সেবনান্তে দেড়পোয়া উষ্ণজল পান করিতে দিবে । এই ঔষধটী জ্বরাতিসার, অতীসার ও রক্তাতিসারে প্রয়োগ করিয়া অসংখ্যবার উপকার পাওয়া গিয়াছে ।

অমৃতার্ণব-রসঃ ।—

হিজুলোথো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্কং শঠী ।
 ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং যুগ্মপ্রিয়া ॥
 প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগদুগ্ধেন পেষিতং ।
 মাতৈক্যে বটিকা কাথ্যা রসো হয়মমৃতার্ণবঃ ॥
 একৈক্যং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ গহনানন্দভাবিতাম্ ।
 ধান্যজীরকযুগ্মেণ বিজয়া মালবীজতঃ ॥
 মধুনা ছাগদুগ্ধেন যুগ্মেন শীতবারিণা ।
 কদলীমোচকরসৈঃ কঞ্চট দ্রবজেন বা ॥
 অতীসারং নিহন্ত্যগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা ।
 দোষত্রয়-সমুদ্ভূত মুপসর্গ সমন্বিতম্ ॥
 শূলঘ্নো বহির্জননো গ্রহণ্যর্শো বিকারজিৎ ।
 অল্পপিত্তপ্রশমনঃ কাসাঘ্নো গুল্মনাশনঃ ॥

ইতি ঐরামমাণিক্য সেন বিরচিতো প্রয়োগচিন্তামণো
 জ্বরাতীসারাদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অমৃতার্থবরস ।

(যুগপ্রিয়া—আতইচ । বিজয়া—ভাঙ) ।

হিঙ্গুলোথ পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শর্গী, ধনিয়া, বালা, মুখা, আকাদি, জীরা, আতইচ ; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিবে । পরে ঐ চূর্ণিত বস্তু সমুদায় একত্র করিয়া, ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ একমাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ধনিয়ার ঘৃষ, জীরার ঘৃষ, সিদ্ধি, শালবীজ, মধু, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল-জল, কলামোচাররস অথবা কাঁচড়ার রসের সহিত সেবন করিলে সমস্ত উপ-সর্গের সহিত একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ সকলপ্রকার অতীসার বিনষ্ট হয় । এবং এই ঔষধ শূলশ্র, অগ্নিদীপক, গ্রহণী ও অর্শোবিকার নাশক, অঙ্গপিত্তের শাস্তিকারী, কাসাপহারক ও গুল্ম-বিনাশক ।

ইতি ত্রীমমণিকা সেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি”

গ্রন্থে জরাতিসার চিকিৎসা সমাপ্ত ।

চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অথাতীসারাদিকারঃ ।

।।মপক্ৰমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ ।

অতঃ সৰ্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পঞ্চামলক্ষণম্ ॥

অতঃপর অতীসার-চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

প্রথমতঃ অতীসার রোগের আম লক্ষণ ও পক্ৰ লক্ষণ অবগত হওয়া উচিত । কারণ-যদি আমাতিসারে পক্ৰাতিসারের ক্রিয়া অর্থাৎ ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা যায় ; অথবা পক্ৰাতিসারে আমাতিসারের ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যায় , তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে । অতএব অতিসারে সর্বপ্রথমেই আম ও পক্ৰ লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া, পশ্চাৎ তদনুসারে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবে ।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্ত্রমাদৌ পাচনমেব বা ।

কার্য্যস্যানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনং ॥

লঙ্ঘনমেকং নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ ।

সমুদীর্ণং দোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়তাপি বা ॥

অতীসার রোগের আমাবস্থায়, প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপে লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত । তদনন্তর লঙ্ঘনান্তে মণ্ড, পেয়া, যবাগু প্রভৃতি প্রকৃষ্ট অথচ লঘুপাক দ্রব্যসকল ভোজন করান বিধেয় । অতীসার রোগে যে সকল দ্রব (তরল) পদার্থ ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে । তাহা কেবলমাত্র দুগ্ধাদি অবিহিত অনিষ্টকর দ্রব্যসম্বন্ধে নিষেধ জানিবে ; অর্থাৎ পেয়া, যবাগু প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে ।

বলবান্ রোগীর পক্ষে লঙ্ঘনের তুল্য শ্রেষ্ঠতর অন্য ঔষধ আর কিছুই নাই । যেহেতু লঙ্ঘন দ্বারা দোষের শাস্তি ও পরিপাক হইয়া থাকে ।

হ্রীবেন্নশৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত পপটকেন বা ।

মুস্তোদীচ্য শূতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে ॥

(হ্রীবেন্ন—বালা । শৃঙ্গবেন্ন—শুঠ । পপটক—কেওপাপড়া । উদীচ্য—বালা ।)

লাজ ১ একতোলা, শুঠ ১ একতোলা কিয়া মুখা ১ একতোলা, ক্ষেৎ-
পিপড়া ১ একতোলা অথবা মুখা ১ একতোলা ও বালা ১ একতোলা লইয়া,
অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এবং
কুকিয়া মিটে বাদ দিয়া ক্রাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্রাথ পান করিলে অতী-
সার রোগীর পিপাসা নিবারিত হয়।

যুক্তৈব্লকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘুনান্নানি ভোজয়েৎ ।

ঔষধ-সিদ্ধ পেয়া-লাজানাং শক্তবোহপ্যতিসারহিতাঃ ॥

বস্ত্র-প্রসূত মণ্ডঃ পেয়া চ মসুরবৃষশচ ॥

(লঘু অন্ন—মণ্ড, পেয়াদি। ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধার ক্ষীণ। লাজ—খৈ।)

নিয়মিতরূপ লঙ্ঘন দ্বারা রোগী ক্ষুধায় কাতর হইলে, তাহাকে লঘু অন্ন
ভোজন করাইবে। এবং ধাতুপঞ্চক বা পঞ্চকোলাদি সিদ্ধ পেয়া, খৈ চূর্ণের
শত্ৰু (ছাতু), বস্ত্র পরিসূত মণ্ড, বস্ত্র পরিসূত পেয়া ও মসুরবৃষ ; এই সকল
পথা ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্বমামাতিসারিণে ।

দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জময়ন্ত্যাময়ান্ বহুন্ ॥

শোথ-পাণ্ডাময়প্লীহ-কুষ্ঠ-গুল্মাদির জ্বরান্ ।

দণ্ডকালসকাগ্নানগ্রহণ্যর্শোগদাংস্তদা ॥

আমতিসার-রোগীকে প্রথমাবস্থায় কোনপ্রকার ধারক ঔষধ (যে ঔষধ
দ্বারা মল রোধ হয় অর্থাৎ উপস্থিত মল-ভেদ বন্ধ হইয়া থাকে) প্রয়োগ করা
কর্তব্য নহে। যেহেতু ধারক ঔষধ দ্বারা দোষসমূহ বদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু,
প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আত্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি
নানাবিধ রোগ উৎপাদিত হয়।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা শূলং যোহতিসার্যাতে ।

অভয়া পিপ্পলী কঠৈকঃ সূখোদৈকস্তং বিপাচয়েৎ ॥

যদ্যপি অতীসার-রোগীর বদ্ধ মল অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, এবং
উদরে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা থাকে ; তাহা হইলে হরীতকী ও পিপুল সমভাগে
গ্রহণপূর্বক ঔষদ্রুপ জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।
ইহাতে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

শূলী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘী সৈব বিপর্যয়াৎ ।

শতুনামাশু জীর্ঘ্যোত যদুত্বাদবলৈহিকা ॥

খইয়ের শুঁড়া উষ জলে অক্ষণ (আলোড়নপূর্বক মর্দন) করিয়া,
পিণ্ডাকার করতঃ অতীসার রোগীকে আহাৰ করিতে দিবে। ঐ পিণ্ড যদ্যপি
অত্যন্ত কঠিন হয়, তাহা হইলে উহা অত্যধিক গুরুপাক হইয়া থাকে ; এবং
তাহার বিপরীত অর্থাৎ যুহ হইলে লঘুপাক হয়। অতএব অবলেনহনযোগ্য

পিণ্ডিকা প্রস্তুত করিয়া, অতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কারণ-কোমলতা নিবন্ধন উহা শীত্ৰই পরিপাক হইয়া থাকে ।

স্বপ্পশালপর্ণ্যাদিঃ ।—

শালপর্ণাবলাবিলৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা ।

দাড়িমাল্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ॥

স্বপ্পশালপর্ণ্যাদি ।

শালপানী, বেড়েলা, বেলশুঠ ও চাকুলের সহিত সাধিত পেয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত অতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদিঃ ।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা ।

বলাশ্বদংষ্ট্রা বিল্বানি পাঠা নাগর ধান্যকং ॥

এতদাহারসংযোগে হিতঃ সৰ্ব্বাতিসারিণে ॥

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি ।

(শালপর্ণী—শালপানী । পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে । বৃহতী—বাকুড় । বলা—বেড়েলা । শ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর । পাঠা—আক্‌নাদি । নাগর—শুঠ । ধাতুক—ধনে ।)

শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঠ, আক্‌নাদি, শুঠ ও ধনিয়া ; এই সমুদায় বস্তুর সহিত পাক করা মণ্ড, পেয়াদি অতীসার রোগীর পক্ষে অতীব হিতজনক ।

যবাগু মুপভৃঞ্জানো ন তু ব্যাঞ্জনমাচরেৎ ।

শাকমাংসফলৈষুক্তা যবাত্তোহম্লাশ্চ তুষ্করাঃ ॥

অতীসার রোগীর পক্ষে একমাত্র যবাগুই সুপথ্য বলিয়া জানিবে । কিন্তু যবাগুর সহিত কোনপ্রকার ব্যাঞ্জনাদি সেবন করা উচিত নহে । কারণ—শাক, মাংস এবং ফলযুক্ত যবাগু অল্পপাক ও দুপাচ্য হইয়া থাকে ।

ধান্যপঞ্চক সংসিদ্ধো ধান্যবিশ্বকৃতোহথবা ।

আহারো ভিষজা যোজ্যো বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাং ॥

বাতপিত্তে পঞ্চমূল্যা কফে বা পঞ্চকোলকৈঃ ॥

বাতশ্লেষ্মাতিসার-পীড়িত ব্যক্তিকে পঞ্চান্নিধিত ধাত্তপঞ্চকের সহিত অথবা ধনিয়া ও শুঠের সহিত সংসাধিত পেয়া সেবন করিতে দিবে । আর বাতপিত্তাতিসার রোগে স্বপ্পপঞ্চমূলী দ্বারা এবং শ্লেষ্মাতিসার রোগে জ্বরাধিকারোক্ত পঞ্চকোলের সহ সাধিত পেয়া অতীব হিতজনক বলিয়া জানিবে ।

ধান্যোদীচ্য-শূতং তোরং তৃকাদাহাতিসারনুৎ ।

আভ্যাষেব সপাঠাভ্যাং সিদ্ধমাহারমাচরেৎ ॥

ধনিয়া এবং বালা ; এই উভয়ের সহিত সিদ্ধ করা জল পিপাসা, দাহ ও অতীসার বিনাশক । জরে কথিত ষড়্জ পানীয়ের জায় এই জল প্রস্তুত করিতে হয় । অপর ধনিয়া, বালা ও আকাদি ; এই ৩ তিনটি বস্তুর সহিত সংসাধিত পেয়াও অতীসার-রোগীর পক্ষে সাতিশয় হিতকর ।

দোষাঃ সূত্রিচিহ্না যস্য বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতাঃ ।

• অতীসারায় কম্পান্তে ভুয়স্তান্ সংপ্রবর্তয়েৎ ॥

যে ব্যক্তির পূর্ব সঞ্চিত দোষত্রয় (বাত, পিত্ত ও কফ), আহারীয় ভুক্ত দ্রব্যের স্ফীকতাশ্রযুক্ত অতিশয় রুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অতীসার রোগ উৎপাদন করে, তাহার সেই দোষ স্বয়ং নির্গত হইলেও বিরোচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহা সত্ত্বর নিঃসারিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

পক্কোহমকৃদতীসারো গ্রহণী-মার্দবান্দ যদা ।

প্রবর্ততে তদা কার্য্যঃ কিং প্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ ॥

গ্রহণীর (অগ্ন্যাধিষ্ঠান নাড়ীবিশেষের) মূহুতাবশতঃ পক্কাতীসার রোগে যখন অবিরত পুরীষ (বিষ্ঠা বা মল) নির্গত হইতে থাকিবে । তৎকালে অতি শীত্র ধারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সেই মল রোধ করিবে । যেহেতু অধিক পরিমাণে মল নির্গত হইলে, রোগী সাতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে । সুতরাং তদ্বারা বিষম অনর্থ ঘটাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

বিলুচুতাস্থি-নির্ঘাহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্র-শর্করঃ ।

নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিং ॥

(বিলু—বেলশুঠ । চুতাস্থি—আত্মের কচি আঁটি । নির্ঘাহ—ক্কাথ । ক্ষৌদ্র—মধু । বৈশ্বানর—অগ্নি । আহুতি—হোমার্থে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি বস্তু ।)

একতোলা বেলশুঠ এবং একতোলা আত্মকেনী (আঁবের কসী) গ্রহণ-পূর্বক অর্দ্ধমের জলগহ্ন সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ; এবং ছাকিয়া মিটে বাদ দিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্কাথ ১০ সিকিতোলা মধু ও ১০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি সহ মিশ্রিত করিয়া অতীসার রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যেমন অগ্নি হোমকারীর প্রদত্ত আহুতিকে প্রাপ্তিমাত্র উহা গ্রহণপূর্বক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ক্কাথ সেবনমাত্রই রোগীর বমিসংযুক্ত অতীসার বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।

পটোলাদিঃ ।—

পটোল যবধন্যাক ক্কাথঃ পেয়ঃ সূনীতলঃ ।

• “ শর্করা মধুসংযুক্ত শ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ ॥

পটোলাদি ।

পটোলপত্র (পল্‌তা), যব ও ধনে ; এই ত্রয়ত্রয় মিলিত ২ তোলা মাত্র

এহণপূর্বক অর্কসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্কপোয়া রাখিয়া নামাইবে। এবং ছাকিয়া ক্কাথ এহণপূর্বক তৎসহ ২৫ইয়াবা মধু ও ২৫ইয়াবা ইক্ষুচিনি মিশ্রণ করিয়া, সেবন করিলে অতীসার ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

জাতিফলাদি-লেহঃ।—

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমম্বিতঞ্চ,
জীরঞ্চ টঙ্গণযুতমুষিভিঃ প্রণীতং ।
এতানি মাক্ষিক মিতামহিতানি লীঢ়া,
আমাতিসারমখিলং গুরুমাশু হস্তি ॥

জাতিফলাদি লেহ।

(জাতীফল—জায়ফল । ত্রিদশপুষ্প—লবঙ্গ ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা এবং মোহাগার খৈ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এহণপূর্বক চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুতকরতঃ, প্রবল আমাতিসার-রোগীকে লেহনপূর্বক সেবন করিতে দিলে, সকলপ্রকার আমাতিসার আশু নিবারিত হয়।

অহিফেনযোগঃ।—

গুণ্ণামিতমহিফেনং ছাগদুগ্ধেন যুগ্মানং ।
অতিসারং বহুবোগং নিবায়ত্যাশু নিশ্চিতং ॥
অহিফেনাতিযোগেন নাতিসারো নিবর্ততে ।
কিন্তুস্য বহুভির্যোগৈর্না যতোহম্মত এব সঃ ॥

অহিফেনযোগ।

১ এক রতি অহিফেন (আকিঙ্ক) ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বহুবোগ সংযুক্ত সর্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়। অহিফেন একবারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, কোনপ্রকার উপকার হয় না ; বরঞ্চ তাহাতে অপকার হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু অতি অপ্ৰমাত্রায় পুনঃপুনঃ (বারে বারে) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দাড়িমাদিঃ।—

কষায়ো মধুনা পীতস্বচো দাড়িম বৎসকাৎ ।
সদ্যো জয়েদতীসারং শোণিতং স্নদারুণং ॥

দাড়িমাদি।

কচি দাড়িমফলের ছাল ১ একতোলা এবং কুর্চিমুলের ছাল ১ একতোলা এহণপূর্বক অর্কসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্কপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এবং ছাকিয়া লিটে বাদ দিয়া ক্কাথ এহণ করিয়া, তাহাতে মধু ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্কাথ সেবন করিলে হ্রস্ববার রক্তাতিসার সম্বর নিবারিত হয়।

গুড়বিলম্ব ।—

গুড়েন খাদিতং বিলং রক্তাতীসারনাশনং ।

আমশূল-বিবদ্ধম্ কুক্ষিরোগ-নিবারণম্ ॥

গুড়বিল্ ।

কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত কিছু পরিমাণে মধু বিল্ (পোড়া বেল) ভক্ষণ করিলে রক্তাতীসার, আমশূল, বিবদ্ধ ও কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হয় ।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্ককং ।—

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিলুম্বে চ ।

আমশূলং বিবদ্ধম্ পাচনং বহ্নিদীপনম্ ॥

ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তিকে নাগরং বিনা ॥

ধান্যপঞ্চক ।

ধনে, শুঠ, মুখা, বাল্য ও বেলশুঠ ; এই ত্রয়সকল সমভাগে সমস্তে ২ হুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক ১।০ অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া, অবশিষ্ট ১।০ অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইবে, এবং ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথে ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্র মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, আমজ্বলিত শূল ও বিবদ্ধ আম নষ্ট হইয়া, দোষের পরিপাক ও আশ্রয় দীপ্তি রুদ্ধি পায় ।

ধান্যচতুষ্ক ।

পূর্বোক্ত ধান্যপঞ্চকের মধ্য হইতে শুঠী বাদ দিয়া, অবশিষ্ট ৪ চারি ত্রয়ের অর্থাৎ ধনে, মুখা, বাল্য ও বেলশুঠের পূর্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া, রোগীকে সেবন করাইলে পৈত্তিক অতিসার বিনষ্ট হয় ।

প্রমথ্যাঃ ।—

পিপলীং নাগরং ধান্যং তুতিকমভয়াং বচাম্ ।

ত্রীবের ভেদমুস্তামি বিলুনাগর ধান্যকৈঃ ॥

পৃথ্বীপর্ণী-স্বদংক্রৈ চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা ।

তিশ্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকাক্টৈরতিসারিণাম্ ॥

ককে পিভে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সংজ্ঞাঃ প্রমথ্যা জাতব্যা যোগে দীপনপাচনে ॥

প্রমথ্যা ।

(নাগর—শুঠী । ধাতু—ধনে । তুতিক—যমানী । অভয়া—হরীতকী ।)

১। পিপুল, শুঠ, ধনিয়া, যমানী, হরীতকী ও বচ ; এই সকল ত্রয় সমভাগে ২ তোলামাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহার কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন করিলে ককজ্বর অতিসার নিবারিত হয় ।

২। বালা, মুখা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধনিয়া ; সমভাগে সমস্তে ৩ তোলা-মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ অর্ধপোয়া মাত্র শেষ থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ সেবন করিলে পৈত্তিক অতীসার নিবারিত হয়।

৩। গোকুর, চাকুলে, বরাহক্রান্তা এবং কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ বাতিকাতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পূর্বোক্ত ৩ তিনটী যোগ প্রমথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই যোগত্রয় দোষের পরিপাচনে ও অগ্নিদীপনে অতীব উপযুক্ত।

নাগরাদিঃ ।—

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্য নাগরৈঃ ।

তুণ্ডা শূলাতিসারদ্বং পাচনং দীপনং লঘু ॥

নাগরাদি ।

শুঠী, আতইস ও মুখা অথবা ধনিয়া ও শুঠী ; সমভাগে সমস্তে ২ দুই-তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক ১০ অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট ১০ অর্ধপোয়া রাখিয়া নামাইবে। তদনন্তর ছাকিয়া গিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ দোষের পরিপাচক, অগ্নিপ্রদীপক ও লঘু এবং তুণ্ডা, অতিসার ও শূলবৎ বেদনা বিনাশ কারক।

কঞ্চটকাদিঃ ।—

কঞ্চটকজম্বুদাড়িম শৃঙ্গাটকপত্রবিলুহীবেরম্ ।

জলধর নাগরসহিতং গন্ধামপি বেগিনীং রুদ্ধ্যাৎ ॥

কঞ্চটকাদি ।

(কঞ্চটক—কাঁচড়াদাম । জম্বু—জাম । শৃঙ্গাটক—পানীফল । হ্রীবের—
বালা । জলধর—মুখা । নাগর—শুঠী ।)

কাঁচড়া, জম্বুত্বক, দাড়িমের ছাল, শৃঙ্গাটকপত্র, বেলশুঠ, বালা, মুখা এবং শুঠী ; এই সকল বস্তু সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধ-সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কাথ লইবে। এই কাথ সেবন করিলে অতীব দ্রুতশ্রোতোবাহিনী নদীর ত্রায় অতি প্রবল বেগবান অতীসারও নিবারিত হয়।

কুটজত্বগাদিঃ ।—

কুটজত্বক ফলং মুস্তং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

অতীসারং জয়েদাশু শকরা মধুযোজিতঃ ॥

কুটজভগাদি ।

কুব্জিছাল, ইজ্জব এবং মুখা ; এই ত্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট ১/১০ অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্কাথ ১০ সিকিতোলা মধু ও ১০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে, প্রবল অতীসারও আশু নিবারিত হয় ।

কুটজাদিঃ । —

কুটজাতিবিশামুস্তং হরিদ্রা পর্ণিনীদ্বয়ম্ ।

সংযোদ্রণকরং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ॥

কুটজাদি ।

কুটজছাল, আতাইস, মুখা, হরিদ্রা, শালপাণী এবং চাকুলে ; এই সকল ত্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক ১/১০ অর্ধসের জল সহযোগে পাককরতঃ, অবশিষ্ট ১/১০ দুইছটাক মাত্র রাখিয়া চুপ্পী হইতে নামাইবে । এই ক্কাথ ১০ সিকিতোলা মধু এবং ১০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার শীঘ্রই নিবারিত হয় ।

কুটজাষ্টকঃ । —

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ বালকম্ ।

লোদ্র চন্দন পাঠাশচ কষায়ং মধুনা পিবেৎ ॥

সাম্যে মশূলে রক্তে চ পিচ্ছাত্ত্রাবে চ শস্যতে ।

কুটজাষ্ট ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ ॥

কুটজাষ্টক ।

কুব্জিছাল, দাড়িমের ছাল, মুখা, ধাইফুল, কচিবেল, বালা, লোধ, রক্তচন্দন এবং আক্নাদি ; এই সকল ত্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইরে এবং একখানি পরিষ্কার সৰু বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্কাথ ১০ চারি আনা মধুসহ পান করিলে, শূলবেদনা সংযুক্ত আমাতিসার, রক্তাতিসার এবং আমের পিচ্ছিলতা ও আব নিবারিত হয় । ইহাকে কুটজাষ্টক বলা যায় । ইহা সকল প্রকার অতিসার-বিনাশক ।

সমঙ্গাদিঃ । —

সমঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিশ্বং ত্রীবের ধাতকী ।

কুটজত্বক্ ফলং বিল্ ক্কাথঃ সর্ব্বাতিসারমুৎ ॥

সমঙ্গাদি ।

বরাহকান্তা, আতাইস, মুখা, শুঠী, বালা, ধাইফুল, কুরচির ছাল, ইজ্জব

এবং বেলশ'ঠ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে এহণপূর্বক /১০ অর্কসের জলের সহিত পাক করতঃ /১০ অর্কপোয়ামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ; এবং ছাকিয়া কাথ এহণ করিবে । এই কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার অভীসার রোগ বিনষ্ট হয় ।

দলোথঃ স্বরসঃ পীতো হিজ্জলস্য সমাঙ্গিকম্ । .

জয়ন্ত্যামমতীসারং কাথো বা কুটজত্বচঃ ॥

হিজ্জলপত্রের স্বরস অথবা কুর্চি ছালের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার আমাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে ।

বটারোহন্তু সংপিষ্য শ্লক্ষুং তণ্ডুল-বারিণা ।

তং পিবেৎ তক্রসংযুক্ত মতীসার রুজাপহম্ ॥

বটের স্বক্ষ্ম স্বক্ষ্ম কঁড়ি তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া, তক্রসহ মিশ্রণপূর্বক সেবন করিলে, অভীসার এবং তজ্জনিত বেদনা সমূহ নিবারিত হয় ।

নাভিপ্রলেপঃ । —

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্ ।

আর্দ্রকস্য রসেনাশু পূরয়েন্ নাভিমণ্ডলম্ ॥

নদীবোগসমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥

নাভিপ্রলেপ ।

অভীসার রোগীর নাভিমণ্ডলের চতুর্দিকে আমলকী বাটিয়া তদ্বারা রক্ত-কার আলবাল (আলি) দিবে এবং তাহার মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে । ইহাতে নদীবোগসদৃশ অতি প্রবল বেগনীর অভীসারঃ বারিত হয় ।

কুটজাবলেহঃ । —

শতং কুটজ মূলস্য ক্ষুণ্ণং তোরায়ণে পচেৎ ।

কাথে পাদাবশেষে হস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ ॥

মৌবর্চল যবক্ষার বিভট্টৈস্কব পিপ্পলী ।

ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্ ॥

লিছাদ্বদরমাত্রস্ত শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্ ।

পক্যপক মতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ॥

দুর্বারং গ্রাহীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্ ॥

কুটজাবলেহ ।

১২০ মাড়োয়ারসের কুর্চিমূলের ছাল উত্তমরূপে কুটিত করতঃ ৬৩ চৌষাট্ট সের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ ঘোলসের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চূড়ী হইবে

নামাইয়া, ত্রকধানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিতে গুলি বাদ দিয়া, জলীয়-ভাগ কাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সচললবণ, সোরা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইজ্রযব ও কৃষ্ণজীরা ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ১৬পল অর্থাৎ ১/২ ভূইসের মাত্র লইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণিত করিবে। পরে এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি পূর্বপ্রস্তুত কাথের সহিত মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে হাতা দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে লেহবৎ হইয়া আসিয়াছে তখন চূর্ণা হইতে নামাইবে। ইহাকে কুটজাবলেহ বলে। ইহা বদর (কুল) প্রমাণ মাত্রায় শীতল করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, নানাবিধ বর্ণসংযুক্ত ও দাক্ষণ বেদনা সমন্বিত পক্ষাতিসার, আমাতিসার, ব্রক্ষার-গ্রহণীরোগ ও প্রবাহিকারোগ নিবারিত হয়।

শল্লকী বদরী জম্বু শিয়ালাত্মাজ্জ্বলনত্বং ।

পীতা ভৃক্ষেন মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ রক্ত-বিনাশনাঃ ॥

(শল্লকী—গিমূল। বদরী—কুল।)

গিমূলমূলের ছাল, কুলছাল, জামের ছাল, শিয়াল রক্তের ছাল, আঁবের ছাল, অর্জুনছাল ; ইহাদের যে কোন একটী বাটিয়া ভৃক্ষ ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, সকলপ্রকার রক্তাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

রসাজ্জনাদি-চূর্ণম্ । —

রসাজ্জনং চাতিবিষং কুটজস্য ফলত্বম্ ।

ধাতকী শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেত্তুলবারিণা ॥

ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রণুদতি রক্তাতিসারমূল্যম্ ॥

রসাজ্জনাদি চূর্ণ।

রসাজ্জন, আতইস, ইজ্রযব, কুরচিমূলের ছাল, ধাইফুল এবং শুষ্ঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া, তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবন করিলে, অতি প্রবল রক্তাতিসার শীঘ্রই নিবারিত হয়।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা ।

দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং বিনশতি ॥

ইক্ষুচিনি, মধু ও রক্তচন্দন বাটা সমভাগে তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, দাহ, তৃষ্ণা ও প্রমেহ সদ্যই নিবারিত হইয়া থাকে।

মধুমুতং নবনীতং লিহেদ্বা সিতয়া সহ ।

নাগকেশর-মিলিতং রক্তসংগ্রহণং পরং ॥

মধুপাদং সিতাঙ্কীংশং নবনীতং চতুর্ভুগং ॥

মধু। • সিকিতোলা ও ইক্ষুচিনি । • সিকিতোলা ২ ভূই তোলা নবনীত সহ।

অথবা নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ॥ অর্দ্ধতোলা ২ তোলা নবনীতসিহ সেবন করিলে, রক্তভেদ নিবারিত হয় ।

পথ্যাদি-ক্কাথঃ । —

পথ্যাদারু বচা মুঠৈশ্চুর্নাগরাতিবিষাশ্রিতৈঃ ।

আমাতিসারনাশায় ক্কাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ ॥

পথ্যাদিক্কাথ ।

(পথ্য—হরীতকী । দারু—দেবদারুকাষ্ঠ । বচা—বচ ।)

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুখা, শুষ্ঠী ও আতইচ ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ হুই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্কাথ সেবন করিলে সকল প্রকার আমাতিসার নিবারিত হয় ।

পাঠাদি-চূর্ণং । —

পাঠাহিস্রু জমোদোত্রা পঞ্চকোলাহ্বজং রজঃ ।

উষ্ণাঘ্নু পীতং সরুজং জয়ত্যাঘ্নং সৈন্ধবং ॥

পাঠাদিচূর্ণ ।

আকনাদি, হিঙ্গু, বনযমানী, বচ এবং পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতা ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ, সেই চূর্ণসহ সৈন্ধবলবণ মিশ্রণপূর্বক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বেদনা-সংযুক্ত আমাতিসার নিবারিত হয় ।

হরীতক্যাди-কল্কঃ । —

হরীতকী সাত্তিবিষা হিঙ্গু সৌবর্জলং বচা ।

সৈন্ধবঞ্চাপি সংপিষ্য পান্নয়েদ্রুঞ্চাবারিণা ॥

আমাতিসার হরোহ্ময়ং পাচয়িত্বা চিকিৎসতি ।

আমাতিসার-রোগো হি যদ্যোভেন ন শাম্যতি ॥

ন তং যোগশতেনাপি চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ ॥

হরীতক্যাди কল্ক ।

হরীতকী, আতইচ, হিঙ্গু, সৌবর্জললবণ, বচ এবং সৈন্ধবলবণ ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে লইয়া, উষ্ণ (গরম) জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার বিনষ্ট হয় । এই যোগ (ঔষধ) দ্বারা যদি রোগীর আমা-তিসার রোগ নিবারিত না হয়, তবে শত শত যোগ দ্বারাও চিকিৎসা করি-লেও সে রোগীর কিছুমাত্র কল হইবে না ।

বৎসকাди-ক্কাথঃ । —

বৎসকাতিবিষা বিলং মুস্তক বালকং শষ্ঠী ।

অতীসারং জয়েৎ সামং চিরজং রক্তশূলজিৎ ॥

বৎসকাদি কাথ ।

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঠ, মুখা, বালা এবং শর্গী ; এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে সমস্তে ২ ছইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ
করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র রাখিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন
করিলে শূলমংযুক্ত চিরকালোৎপন্ন আমাতিসার ও রক্তাতিসার নিবারিত
হয় ।

লোপ্রাদি-চূর্ণম্ ।—

লোপ্রঃ ধাতকী বিলুং মুস্তাত্রাস্থিকলিঙ্গকম্ ।

পেবেৎ মাহিষতক্রেণ পক্কাতিসারনাশনং ॥

লোপ্রাদি চূর্ণ ।

লোধ, ধাইফুল, বেলশুঠ, মুখা, আত্মের আগীর শাঁস এবং ইন্দ্রযব ; এই
সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ, মাহিষ তক্র সহ সেবন করিলে পক্কাতিসার
বিনষ্ট হয় ।

গঙ্গাধর-চূর্ণম্ ।—

মোচরস মুস্তা নাগর পাঠারলু ধাতকীকুসুমৈঃ ।

চূর্ণমথিতসমেতং রুগদ্ধি গঙ্গাপ্রবাহমপি সদ্যঃ ॥

গঙ্গাধর চূর্ণ ।

মোচরস, মুখা, শুষ্ঠী, আকনাদি, অরলু (শোণাছাল) এবং ধাইফুল ;
সমভাগে ইহাদের চূর্ণ মথিত (তক্রভেদে অর্থাৎ নির্জল দধি বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া
লইলে যাহা হয়, তাহা) সহ সেবন করিলে, জলবৎ মলভেদও আশু নিবা-
রিত হয় ।

দ্বিতীয়-গঙ্গাধর-চূর্ণং ।—

মুস্তা বৎসকবীজং মোচরসো বিলু ধাতকী লোপ্রঃ ।

শুড়মথিত সং প্রযুক্তং গঙ্গামপি বেগবাহিনীং রুদ্ধ্যৎ ॥

দ্বিতীয় গঙ্গাধর চূর্ণ ।

মুখা, ইন্দ্রযব, মোচরস, বেলশুঠ, ধাইফুল ও লোধ ; এই দ্রব্য সকল
সমভাগে চূর্ণ করতঃ ইক্ষুশুড় ও মথিতের সহিত সেবন করিলে, জলের আয়
প্রবাহমান মলভেদও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

রুদ্ধ-গঙ্গাধর-চূর্ণং ।—

মুস্তারলুক শুষ্ঠীতি ধাতকী লোপ্রবালকৈঃ ।

বিলু মোচরসাভ্যাক পাঠেন্দ্রযব বৎসকৈঃ ॥

আত্মবীজং সমক্কাতিবিষায়ুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ ।

যশু তণ্ডুল পানীরং পীতং হস্তি প্রবাহিকং ॥

হস্তি সর্কানতিসারান্ গ্রহণীং হস্তি বেগতঃ ।

রুদ্ধং গজাধরং চূর্ণং রুদ্ধাং গীর্কানবাহিনীং ॥

রুদ্ধ গজাধর চূর্ণ ।

(মুস্ত—মুখা । অরলু—শোণাপাটা । বালক—বালা । বিলু—বেলশুঠ । সমজা—বরাহক্রান্তা ।)

মুখা, শোণাচ্চাল, শুঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঠ, মোচরস, আক্-
নাদি, ইজ্জব, কুর্চিছাল, আত্রেয় আটির শাঁস, বরাহক্রান্ত এবং আতইচ ;
এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও চাউলের জলের সহিত সেবন করিলে
প্রবাহিকা, সকলপ্রকার অতীসার, গ্রহণী এবং জলবৎ মলভেদ নিবারিত হইয়া
থাকে ।

অঙ্কোলমূলকঙ্ক স্তপুলপয়সা সমাক্ষিকঃ পীতঃ ।

সেতুরিব বারিবেগং ঝটিতি নিরুদ্ধাদতীসারং ॥

অঙ্কোল (আঁকড়) রুকের মূল পেষণ করিয়া, চাউলের জল ও মধুসহ
সেবন করিলে, সেতু (বাঁধ) দ্বারা যেমন জলের বেগ নিবারিত হয় ; তদ্রূপ
ইহা দ্বারা অতীসার নিরূত হইয়া থাকে ।

কঙ্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করা পঞ্চভাগিকঃ ।

আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যোহতীসারনাশনঃ ॥

১ একভাগ কৃষ্ণতিল এবং চারিভাগ ইন্ধুচিনি একত্র মিশ্রণপূর্বক ছাগ-
হুকের সহিত পান করিলে, সদ্যই রক্তাতিসার নিরূত হইয়া থাকে ।

কৃষ্ণমৃগধুকং লোদ্রং কোটজং তপুলাম্বুনা ।

পীতমেকত্র সর্ফোদ্রং রক্তসংগ্রাহণং পরং ॥

কৃষ্ণমৃগধুক, লোধ ও ইজ্জব ; সমভাগে চাউলের জলসহ
বাটিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবারিত হয় ।

কুটজফীরং ।—

নিষ্কাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ,

সম্যক্ পলদ্বিতয়মধু চতুঃশরাবে ।

তৎ পাদশেষং সলিলে খলু শোষণীয়ং,

ফীরে পলদ্বয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ ॥

প্রক্ষিপ্য মাষকানকৌ মধুনস্তত্র শীতলে ।

রক্তাতিসারী তৎ পীত্বা নৈরুদ্ধাং কিপ্রমাণুয়াৎ ॥

কুটজফীর ।

কুটজের মূলের ছাল উত্তমরূপে ধোত করিয়া কুটিত করিবে । তদনন্তর
১৪ চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে করিতে বধন দেখিবে চতুর্থাংশ

অর্থাৎ ১ একসের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহার সহিত ছাগদুগ্ধ ২ পল (১৬ তোলা) মিলিত করিয়া, পুনর্বার অগ্নিসংযোগে জাল দিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । পরে শীতল হইলে ৮ মাষা মধুমিশ্রিত করিয়া রক্তাতিসার রোগীকে পান করিতে দিবে । ইহাতে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে ।

শতাবরীকল্কো দ্ব্যতঞ্চ ।—

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুক্ত জয়েৎ ।

রক্তাতিসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং দ্ব্যতং বরং ॥

শতাবরীকল্ক ও শতাবরীদ্ব্যত ।

শতাবরীর কল্ক দুগ্ধ সহযোগে সেবন করিয়া দুগ্ধার ভোজন অথবা শত-মূলীর বল্ক ও স্বরস দ্বারা যথানিয়মে দ্ব্যতপাক করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয় ।

চন্দনকল্কঃ ।—

পীতং যধুমিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা ।

রক্তাতিসারজিহ্বতপিত্ততৃড্‌দাহমেহনুৎ ॥

চন্দনকল্ক ।

মধু, চিনি এবং শ্বেতচন্দন সমভাগে পেষণপূর্বক চাউলের জল সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, পিপাসা এবং দাহ নিবারিত হয় ।

গুদভ্রংশ চিকিৎসা ।—

কোমল পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করাস্থিতং ।

পত্নিশ্চিত্য নির্দিষ্টং ন তস্য গুদ-নির্গমঃ ॥

গুদভ্রংশ-চিকিৎসা ।

পদ্মের নূতন কোমলপত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ, ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই গুদভ্রংশ আরোগ্য হয় ।

চব্যাদি-ক্কাথঃ ।—

চবাং সাতিবিষা মুক্তং বালবিলং সনাগরং ।

বৎসক ত্বক্ ফলং পথ্য। ছর্দিগ্লেম্বাতিসারনুৎ ॥

• চব্যাদিক্কাথ ।

চই, আতইচ, মুখা, কচিবেল, শুঠ, কুর্চিছাল এবং হরীতকী ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে সমস্তে দুইতোলা মাত্র এহণপূর্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া, অর্দ্ধপোরা মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ; এবং ছাকিয়া ক্কাথ এহণ করিবে । এই ক্কাথ পান করিলে বমি এবং গ্লেম্বজন্ত অতীসার নিবারিত হয় ।

হিঙ্গুদি-চূর্ণঃ ।—

হিঙ্গু সৌবর্জলং বোষমভয়াতিবিষা বচা ।

পীতমুখামুনা চূর্ণমেবাং শ্লেষ্মাতিসারনুৎ ।

হিঙ্গুদিচূর্ণ ।

হিঙ্গু, সৌবর্জললবণ, পিপুল, শুঠ, মরিচ, আতইস এবং বচ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফাতিসার নিবারিত হয় ।

মুস্তাদি-কষায়ঃ ।—

মুস্তা চাতিবিষা মূৰ্বা বচা চ কুটজ সমাঃ ।

এবাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারনুৎ ॥

মুস্তাদি কষায় ।

মুখা, আতইস, মূৰ্বা (সূচীমুখী), বচ এবং কুর্চিছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে ; এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । তৎপরে শীতল হইলে, সেই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজ্ঞাত অতীসার বিনষ্ট হয় ।

ক্রিমিশত্রাদিঃ ।—

ক্রিমিশত্রবচাবিলু পাঠাধন্যাক কটফলং ।

এবাং কাথং ভিষগদন্যাদতীসারে দ্বিদোষজে ॥

ক্রিমিশত্রাদি ।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঠ, আকনাদি, ধনিয়া এবং কটফল ; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ হুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া জলীরাংশ কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন করিলে দ্বিদোষজ্ঞাত অর্থাৎ বাতৈপিত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক অতীসার নিবারিত হয় ।

চিত্রকাদি কষায়ঃ ।—

চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বালবিলুং সনাগরং ।

বৎসকত্বক্ ফলং পথ্যা বাতশিষ্ঠাতিসারনুৎ ॥

চিত্রকাদিকষায় ।

চিতা, আতইস, মুখা, কচিবেল, শুঠ, কুর্চিছাল, ইজ্রযব এবং হরীতকী ; এই সমুদয় বস্তু সমান পরিমাণে লইয়া, অর্ধসের জল সহযোগে পাকপূর্বক অবশিষ্ট অর্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ সেবন করিলে বাতৈপিত্তিক অতীসার বিনষ্ট হয় ।

পুনর্নবাদি-ক্ৰাণ্ডঃ । —

পুনর্নবৈশ্বযবঃ পাঠা ত্রীফলাতিবিষা-ঘনাঃ ।

কথিতা সোমণাঃ পীতাঃ শোখাতিসারনাশনাঃ ॥

পুনর্নবাদিক্ৰাণ্ড ।

পুনর্নবা, ইশ্রযব, আকনাদি, বেলশুঠ, আতইচ এবং মুখা; এই সকল দ্রব্য সমানমাত্রায় সমস্তে ২ তোলা অহণপূর্বক অর্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া মিটেগুলি পরিত্যাগ-পূর্বক জলীয়ভাগ ক্ৰাণ্ড অহণ করিবে। এই ক্ৰাণ্ড ১০ চারি আনা মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে, শোখাতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিলাদি-লেহঃ । —

বিলা মোচরস লোধ ধাতকীপুষ্প চুতফলবীজ সংযুতাং ।

ভক্ষয়েদতিবিষাবলেহিকাং সিন্ধুবৈগমপি দুর্ধরং ধ্রুবং ॥

বিলাদিলেহ ।

বিলা, মোচরস, লোধ, ধাইফুল, আতবীজ এবং আতইচ; এই সকল দ্রব্য দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অত্যন্ত দুর্মিবার অতিসারও নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যবিজয়াদি-লৌহঃ । —

ত্রৈলোক্যবিজয়া জাতীফলে তুল্যে কলিঙ্গকে ।

গৃহীত্বা দ্বিগুণং শ্রেষ্ঠো লৌহঃ সর্ব্বাতিসারহৃৎ ॥

ত্রৈলোক্যবিজয়াদিলৌহ ।

সিদ্ধি ও জাতীফলের তুল্য পরিমাণ ইশ্রযব অহণ করতঃ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়।

বিলাদ্যবলেহঃ । —

বিলাপেষীণ্ডুতং লোধং তৈলং মরিচ সংযুক্তং ।

লীঢ়া প্রবাহিকাক্রান্তঃ সত্ত্বরং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥

বিলাদ্যবলেহ ।

বেলশুঠ, পুরাতন গুড়, লোধ, তিলতৈল, এবং মরিচ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, পেষণপূর্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

বড়ঙ্গমুতং । —

বৎসকস্য চ বীজানি দার্ব্যাক্ষ তুচ উত্তমাঃ ।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরক লাক্ষা কটুক-রোহিণী ॥

ষড়্ভি রেতৈর্দ্ব্যতং সিদ্ধং পেয়ামণ্যবচারিতম্ ।
অতীসারং জয়েৎ শীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্ ॥

২. দ্ব্যতং ।

গব্যস্বত ৮ চারিসের । কদ্বার্থ ইন্দ্রযব, দাক্ষহরিত্রার ছাল (ছালের অভাবে কাষ্ঠ), পিপুল, শঠ, লাক্ষা এবং কটকী, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের মাত্র লইয়া কুটিত করতঃ ঘূতে প্রদান করিবে এবং ঘূতের ৪ চারিশুণ অর্থাৎ ১৬ সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে । পরে শেষ পাকের লক্ষণ সকল বিশেষরূপে লক্ষিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে । এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পেয়া বা যণ্ডের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত অতীসার পর্যাস্ত ও নিবারিত হয় । এই ঘৃত ১০ একসিকি হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্যাস্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

ক্ষীরি-ঘৃতং ।—

ক্ষীরি-দ্রুম্যভীরু রসে বিপ্লবং,
তৈজ্জশ্চ কলৈকঃ পয়সা চ সর্পিঃ ।
সিতা পলার্কং মধু পাদযুক্তং,
রক্তাতিসারং শময়ন্ত্যাদীর্ণম্ ॥

ক্ষীরিঘৃত ।

ঘৃত ৮ চারিসের । বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতস (বা পারীশ) ; এই ৫ পাঁচটী বৃক্ষের ছাল অথবা এই পাঁচটীর যে কোন একটী বৃক্ষের ছাল ৮ আটসের পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে কুটিত করিয়া, ৩২ বত্রিশসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৮ আটসের মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ; এবং ছাকিয়া সিটেগুলি পরিভাগপূর্বক সেই ক্বাথ (জলী-রাংশ) উক্ত ৮ চারিসের ঘৃত মধ্যে প্রদান করিবে ; এবং শতগুলীর রস ৮ চারিসের ও দুগ্ধ ৮ চারিসের তাহাতে দিয়া পাক করিবে । অর্থাৎ প্রথমতঃ কল্কের নিমিত্ত বটাদির ছাল ১ একসের ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্ত ক্বাথ দিয়া পাক করিতে থাকিবে । পরে উহাতে শতগুলীর রস, তদনন্তর দুগ্ধ দিয়া ক্রমে ক্রমে পাক করিতে থাকিবে । পরে ঘৃত হইতে সিটে-গুলি ছাকিয়া পরিভাগপূর্বক তাহাতে ২ ছইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে । তদনন্তর স্নেহপাকোক্ত পাকসিদ্ধির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে নামাইয়া, ১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঘৃত ১০ একসিকি হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অতিপ্রবল রক্তা-তিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে ।

জীর্ণৈহ্মতোপমং ক্ষীরমতীসারে বিশেষতঃ ।

ছাগন্তুভ্বেষট্ঠকঃ সিদ্ধং পেয়ং বা বারিমাধিতম্ ॥

বহুকালহারী পুরাতন অতীসার-রোগে ছাগদুগ্ধ অমৃতের দ্বারা অতীব

উপকারী । বিশেষতঃ অতীসার নাশক ঔষধের সহিত পাক করা, অথবা ৩ তিনগুণ জলসহ সিদ্ধ করা হাগুহুজ্জ অতীসারে মহোপকার সংসাধিত করে ।

বালং বিলুং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্ ।

লিহাদ্বাতে প্রতিহতে শূলেন সপ্রবাহিকে ॥

কচিপোড়াবেল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ এক তোলা, পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধ আনা, শুষ্ঠীচূর্ণ দুই আনা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে তিল তৈল ; এই ত্রব্য গুলি সমস্তই একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিবদ্ধবাত এবং শূলবেদনা সমন্বিত প্রবাহিকা (আমাশয় রোগ) নিবারিত হয় ।

পয়সা পিপ্পলী-কল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ ।

ত্র্যাহারির্বাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥

অর্দ্ধ পোয়া হাগুহুজ্জের সহিত অর্দ্ধ তোলা পিপুলের গুঁড়া, অথবা ১০ সিকি ভরি মরিচের গুঁড়া দিবসে ২।৩ বার করিয়া তিন দিবস পান করিলে, চিরকালব্যাপিনী প্রবাহিকাও (আমাশয় রোগ) নিবারিত হয় ।

কল্কঃ স্যাদ্ধালবিল্বানাং তিল-কল্কশ্চ তৎসমঃ ।

দধ্নঃ সরাস্রস্নেহাচাঃ সদা হন্যাং প্রবাহিকাম্ ॥

কচিপোড়া বেলের শস্য ১ এক তোলা, তিলবাটা ১ এক তোলা এবং দধির সর ১ এক তোলা ; এই সকল ত্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকার শাস্তি হইয়া থাকে ।

বিলোষণং গুড়ং লোহুং তৈলং লিহাং প্রবাহনে ॥

বেলশুষ্ঠ, মরিচ এবং লোধকাষ্ঠ সমভাগ চূর্ণ করিয়া, উক্ত চূর্ণ ১০ এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তিলতৈলের সহিত লেহনপূর্বক সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবারিত হয় ।

দধ্না সমায়েণ সমাক্ষিকেন,

ভূঞ্জীত নিশ্চারক-পীড়িতস্ত ।

সুতপ্তকুপ্য কথিতেন বাপি,

ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন ॥

(মাস্কিক—মধু । নিশ্চারক—প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ । কুপ্য—লৌহ । শীত—শীতল ।)

প্রবাহিকা দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি মধুর সহিত সারযুক্ত দধি সেবন করিলে, রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। অথবা হুজ্জমধ্যে সুতপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া, সেই হুজ্জ শীতল হইলে, উক্ত হুজ্জের সহিত পূর্বোক্ত বেলশুষ্ঠ, মরিচ ও মধু প্রভৃতি বস্তু সহযোগে সেবন করিলেও প্রবাহিকা রোগ হইতে মুক্ত

দীপ্তাগ্নিনিৰ্দ্দীপ্তবো যঃ সার্ব্যতে কেবলং শরৎ ।

স পিবেৎ ফাণিতং শুষ্ঠী-দধি-তৈল পয়োহৃতম্ ॥

প্রবাহিকারোগে যে ব্যক্তির অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, অথচ ভালরূপে মল নিঃসৃত হয় না, কিন্তু গুহা বেদনা জন্মাইয়া মল নির্গত হইতে থাকে ; তাহার পক্ষে ইক্ষুশুড়, শুষ্ঠীচূর্ণ, গায়ত্ৰীদধি, তিলতৈল, দুগ্ধ এবং ঘৃত সমান পরিমাণে একত্র আলোড়নপূর্বক মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে ।

হরীতকাদি-চূর্ণং ।—

জঙ্গীচূর্ণং ঘৃতভৃষ্টং সর্জকঞ্চ সিতায়ুতম্ ।

সামে শূলেহতিসারে চ গ্রহণ্যাং শস্তমৌষধম্ ॥

হরীতকাদি চূর্ণ ।

জাঙ্গীহরীতকী এবং সর্জক (ধুনা) ঘৃতে ভর্জনপূর্বক চূর্ণ করিয়া, ইক্ষুচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার, বেদনামংযুক্ত সকল প্রকার অতীসার এবং গ্রহণী-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

চাঙ্গেরী-ঘৃতং ।—

চাঙ্গেরী কোলদধাম্ম-ক্ষার-নাগর-সংযুতং ।

ঘৃতং বিপক্বং পাতবাং গুদভ্রংশ-গদাপহম্ ॥

চাঙ্গেরী ঘৃত ।

চাঙ্গেরী (আমকল) রস, বদরী (কুলের) ক্রাপ এবং অল্পদধি (৪ চারি দিবসজাত মধুরতাহীন দধি) ১৬ ঘোলসের, যবক্ষার ও শুষ্ঠীর ক্রাপ ৮ চারি সের ; এই সকল দ্রব্যসহ ৮ চারিসের গব্যঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া পান করিলে, গুদভ্রংশ-রোগ নিবারিত হয় ।

চতুঃসমো মোদকঃ ।—

অভয়া নাগরং মুস্তং গুড়েন সহ যোজিতং ।

চতুঃসমেরং বটী স্যাৎ সর্বাতিসারনাশনং ॥

আমাতিসারমানাহং সবিবদ্ধং বিস্মৃচিকাং ।

কুমীনরোচকং হন্যাঙ্গীপয়ত্যাশু চানলং ॥

চতুঃসমমোদক ।

হরীতকী, শুষ্ঠী, মুখা এবং ইক্ষুশুড় ; এই ৪ চারিটী দ্রব্য তুলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক গুটিকা (মোদক) প্রস্তুত করিবে । এই মোদক ঔষধ সেবন করিলে, সকল প্রকার অতিসার, আমাতিসার, বিবদ্ধ, বিস্মৃচিকা, জ্বিমে এবং অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে । পরন্তু ইহা দ্বারা মত্তরই অগ্নি প্রদীপিত হয় ।

অঙ্কোষ্ঠি-বটকঃ ।—

পল্লমঙ্কোটমূলস্য পাঠাং দাক্ষীণ্য তৎসমাং ।

পিষ্টা তণ্ডুল-তোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥
 ছায়াশুষ্কাংশ্চ কুর্যাভেষেকং তণ্ডুলাম্বুনা ।
 পেষয়িত্বা প্রদদ্যাভং পানায় গদিনে ভিষক্ ॥
 বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্ ।
 হন্যাৎ সর্বানতীসারান্ বটকোহয়ং প্রযোজিতঃ ॥

অষ্টোষ্টবটক ।

অষ্টোষ্ট (আঁকড়) মূল, আকুনাদি ও দাকহরিদ্রা ; এই তিনটী দ্রব্য
 প্রত্যেকে ১ এক পল (৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্বক চাউলের জলের
 সহিত পেষণ করিয়া (বাটিয়া), ২ দুই তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।
 তদনন্তর সেই বটী ছায়াতে শুষ্ক করিয়া, তাহার এক একটী বড়ী প্রতিদিবস
 চাউলের জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ
 সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতৈপিত্তিক, বাতলৈম্বিক, পিত্ত-
 লৈম্বিক এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি সকলপ্রকার অতীসার নিবারিত হইয়া
 থাকে ।

বিলুতৈলং ।—

তুলাং সঙ্কুড্য বিলুস্য পচেৎ পাদাবশেষিতং ।
 সক্ষীরং সাধয়েতৈলং শ্লক্ষুপিষ্টৈ রিটমঃ সঠৈঃ ॥
 বিলুং সধাতকীকুষ্ঠং শুষ্ঠীরাস্না পুনর্নবা ।
 দেবদারু বচামুস্তং লোথ্র মোচরসান্নিতম্ ॥
 এভি মৃদ্বগ্নিনা পকুং গ্রহণ্যর্শোহতিসারনুৎ ।
 বিলুতৈলমিতিথ্যাত মদ্রিপুল্লেণ ভাষিতম্ ॥
 গ্রহণ্যর্শোহধিকারে যে স্নেহাঃ সমুপদর্শিতাঃ ।
 প্রযোজ্যাস্তেহতিসারেহপি ত্রয়াগাং তুলাহেতুনা ॥

বিলুতৈল ।

তিলতৈল /৪চারিসের । বিলু, ধাইফুল, কুড়, শুষ্ঠী, রাস্না, পুনর্নবা, দেব-
 দারু, বচ, মুখা, লোধ এবং মোচরস ; এতোক সমাভাগে মিলিত /১ এক সের
 মাত্র ; এই বস্তুগুলি এই তৈলের কল্কার্থে প্রযোজ্য । এবং ক্কাথার্থ বেল ১২।।
 সাড়ে বারসের, জল ১।।৪ একমণ চক্ষিশ সের, শেষ ১৬ ষোলসের । এই তৈল
 হুত্ন অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া সেবন করিলে, গ্রহণী ও অতীসার রোগ বিনষ্ট
 হয় । পরন্তু গ্রহণী ও অশার্শোগ অধিকারে যে সকল স্নেহ প্রদর্শিত হইবেক,
 তাহাও অতীসার রোগে ব্যবহার করিবে ; যেহেতু অতীসার, গ্রহণী এবং
 অর্শোরোগ ; এই তিনটী রোগ পরস্পর সমান-ধর্মী বলিয়া জানিবে ।

অহিফেনাদিবটিকা ।—

অহিফেনং বচাঐক্য বিষমুক্তিং সমাংশিকম্ ।

নির্জ্বলং পরিনিষ্টিষ্য বটিকা চমকোপমা ॥

ভিষজা ধিমতা কার্যা সাম্যে রক্তে সুদারুণে ।

অতিশীঘ্রং রুজং হন্তি ভাস্কর স্তিমিরং যথা ॥

অহিফেন-বটিকা ।

অহিফেন, বচ, এবং বিষ ; এই ত্রয়াজয় প্রত্যেক মুষ্টি (এক পল বা ৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া, জল বিনা পেষণপূর্বক চণক (বুট) প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে । বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ এই ঔষধ আমাতিসার এবং সুদারুণ রক্তাতিসার রোগে প্রয়োগ করিবেন । এই ঔষধ স্বর্ঘ্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের স্বায় অতিশীঘ্রই আমাতিসার ও রক্তাতিসার বিনাশ করে ।

অতীসারবারণো-রসঃ ।—

দরদং কৃত কপূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুক্তং ।

সর্বাতিসারনাশনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্ ॥

অতীসারবারণ রস ।

(দরদ—হিঙ্গুল । খাখসীক্ষীর—আকিদের নির্ঘাস ।)

হিঙ্গুল, মুখা, কপূর ও ইন্দ্রযব ; এই ত্রয় চতুষ্কর সমানভাগে গ্রহণপূর্বক আকিদের নির্ঘাসে (অভাবে আকিদের জলে) ভাবনা দিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো-রসঃ ।—

শুদ্ধকং তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলং ।

কপূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতং ॥

জাতীকোষ মুরাপত্রং শঠী তালীশকেশরং ।

ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্বিতং ॥

ভস্করেৎ প্রাতরুথায় গুরুদেবদ্বিজার্চকঃ ।

নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্বরূপিণীং ॥

অল্পপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজং ।

রসায়নবরশ্যায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ ॥

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস ।

(তালক—হরিতাল । গগন—অজ । বটকোন্মিত—১ তোলা । মুরা—মুরমাংসী । পাত্র—ডেঙ্গপত্র । কেশর—নাগকেশর । ব্যোষ—ত্রিকট । চোচ—চাকচি। কণামূল—পিপুলমূল । পিচুসম্বিত—২ দুই তোলা পরিমিত ।)

বিশুদ্ধ হরিভাল, লৌহ, অজ : প্রত্যেকে ১ পল (৮ তোলা) , কপূর
পারা ও গন্ধক প্রত্যেক ১ বটক (১ তোলা) এবং জয়িত্রী, জাতিফল, মুরা
মাংসী, তেজপত্র, শর্গী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দাঙ্ক
চিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেক পিচু (২ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্বক
সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করতঃ জলসহ বটিকা প্রস্তুত
করিবে । প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোখানপূর্বক গুড়, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে
অর্চনা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে, নানাপ্রকার অতীসার, সর্বপ্রকার
গ্রহণী, অল্পপিত্ত, শূল ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সর্বোৎকৃষ্ট
রসায়ন ও বশীকরণ বলিয়া জানিবে ।

কাদ্য-লৌহং ।—

কণানাগরপাঠাভি ত্রিবর্গত্রিতয়েন চ ।

বিল্‌চন্দ্র-হ্রীবেরৈঃ সর্বাতিসারজিহ্মবেৎ ॥

সর্বোপদ্রবসংযুক্তমপি হন্তি প্রবাহিকাং ।

নালেন সদৃশং লৌহং বিদ্যাতে গ্রহণীহরং ॥

কণাদ্যলৌহ ।

(কণা - পিপ্পলী । নাগর - শুঠী । পাঠা - আকান্দিলতা । ত্রিবর্গত্রিতয় -
শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই ত্রিকটু এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই
ত্রিকলা ; আর ইহাদের সহিত ত্রিমদ অর্থাৎ মুখা, চিতা ও বিড়ঙ্গ সংযুক্ত
হইলে, ত্রিবর্গত্রিতয় বলা যায় । আর ত্রিকটু, ত্রিকলা ও ত্রিমদ ; এই ৩ তিন-
টীর প্রত্যেকেও ত্রিবর্গ বলে । চন্দন - রক্তচন্দন । হ্রীবের - বালা ।)

পিপুল, শুঠী, আকান্দী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী,
বহেড়া, মুখা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বেদশুঠ, রক্তচন্দন ও বালা ; এই সকল দ্রব্য
সমভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, তাহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের
সমান পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত
পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, সর্বোপদ্রবসংযুক্ত প্রবা-
হিকা (আমাশয়) এবং গ্রহণীরোগ সকল নিবারিত হয় ।

লোকনাথো-রসঃ ।—

ভাস্মসূতস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাং ।

ক্লিপ্তা বরাটিকাগর্ভ টঙ্কণেন বিরূধ্য চ ॥

ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পাচ্যং স্বাস্থ্যশীতং সমুদ্ধরেৎ ।

লোকনাথরসঃ খ্যাতঃ ক্ষৌদ্রেণ্ডুঞ্জাচতুর্ভয়ং ॥

নাগরাত্তিবিষা মুস্তং দেবদারু বচাস্বিতং ।

কষায়ঘনুপানন্তু সর্বাতিসারনাশনং ॥

লোকমাথ রস ।

(ভস্মহৃত - রসসিদ্ধ র । বরাটিকা - কড়ি । টঙ্গন - মোহাগা । কৌজ - মধু ।)

রসসিদ্ধ র ১ একভাগ এবং বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ চারিভাগ : এই উভয় দ্রব্য একটী কড়ির মধ্যে পুরিয়া, মোহাগা দ্বারা সেই কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে । তদনন্তর পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া শীতল হইলে, ঐ ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিবে । এবং এই ঔষধ সেবনান্তে স্বাভাবিক আতাইস, মুখা, দেবদাক ও বচ ; ইহাদের কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা সকল প্রকার অতীসার রোগ অতি শীঘ্রই নিবারিত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয়াহিফেন-বটিকা :—

অহিফেনঃ সংজ্জ্বরং ঘৃষ্টা গুণৈঃ কমাত্রকং ।

রক্তশ্রাবমতীসার মতিরুদ্ধং বিনাশয়েৎ ॥

দ্বিতীয়াহিফেন-বটিকা ।

অহিফেন (আফিও) এবং খজ্জুর (পিণ্ডখজ্জুর) মজ্জা ; এই দুইটী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মর্দন করিবে । এই ঔষধ ১ এক রতিপরিমাণে সেবন করিলে রক্তশ্রাব ও প্রবলতর অতীসার রোগ অতিশয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সর্বদ্বন্দ্বসুন্দরো রসঃ ।—

রসগন্ধকয়োঃ কর্ণং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতং ।

ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা পশ্চাদ্বেদ্যং সুচূর্ণিতং ॥

জাতীফলং তথাকোনং লবঙ্গারিস্তপত্রকে ।

সিন্ধুবারদলৈকৈব এলাবীজং তথৈবচ ॥

এষাং কর্ণৈকমাত্রেন তোয়েনাথ বিমর্দয়েৎ ।

গুণ্ডাঘটপ্রমাশেন প্রত্যহং ভক্ষয়ন্নরঃ ॥

জ্বরপ্লব দীপনৈকৈব বলবর্ণ-প্রসাধনং ।

দূর্বীরং গ্রহণীরোগং জয়তোব প্রবাহিকাং ॥

সূতিকাক্ষ জয়েদেতদ্রক্তার্শো রক্তসম্ভবং ।

সর্বদ্বন্দ্বসুন্দরশ্চায়ং সর্বব্যাদি-নিসূদনঃ ॥

সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর রস ।

(অরিস্তপত্র - নিষপত্র । সিন্ধুবারদল - নিসিন্দাপত্র ।)

২ দুইতোলা পারা এবং ২ দুইতোলা গন্ধক উত্তমরূপে শোধন করিয়া, একত্রিত করতঃ খলে করিয়া উত্তমরূপে মর্দনপূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । তদনন্তর জাতীফল, জয়জী, লবঙ্গ, নিষপত্র, নিসিন্দাপত্র এবং ছোটএলাইচ ; এই দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা করিয়া গ্রহণপূর্বক পূর্বোক্ত

কজ্জলী সহ মিশ্রিত করিয়া, জল সহ বাটরা ৬ ছয় রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী প্রত্যহ মুখার রস আদি অল্পপান বিবেচনায় সেবন করিলে, রোগীর জ্বর নিবারিত হয়, জঠরাগ্নি প্রদীপিত হয়, বল ও বর্ণের প্রসন্নতা জন্মে ; এবং হৃৎকার গ্রহণী রোগ, অতীসার, প্রবাহিকা, স্ত্রী-দিগের স্রুতিকারোগ, রক্তাতিসার ও রক্তজ্ব অশ্ররোগ নিবারিত হয় । ইহার নাম সর্বাঙ্গসুন্দররস । এই সর্বাঙ্গ-সুন্দর রস সকল প্রকার ব্যাধি নিবারণ করিয়া থাকে ।

মহাগন্ধকঃ ।—

সর্বাঙ্গসুন্দরে রসে যদ্বাৎ কথিতং পূর্বম্ ।
তাবৎ সর্বং নুত্নাগৃহে রক্ষিত্বা চ সূচুর্ণিতম্ ॥
পুটপাকেন সংসিদ্ধং নাম্না তৎ মহাগন্ধকং ।
এতৎ প্রোক্তমতিসারে বালকানাং মহৌষধং ॥
রক্তাতিসারং গ্রহণীং নশ্বতি বালানাং ক্ষিপ্ৰং ॥

ইত্যতিসারাদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি ত্রীরাশমায়িক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-চিন্তামণাবতী-
সারাদিকারে পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

মহাগন্ধক ।

পূর্বের সর্বাঙ্গসুন্দররসে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য পূর্বোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিল্লকের মধ্যে পুরিবে । তদনন্তর পুটপাকে পাক করিয়া শীতল হইলে, ১১৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহাকে মহাগন্ধক বলে । ইহা বালকদিগের অতীসাররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে । অর্থাৎ এই ঔষধ সেবন করিলে বালকদিগের রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগ অতিশীঘ্রই বিনষ্ট হয় ।

ইতি অতীসার-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ইতি ত্রীরাশমায়িক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে অতীসার-
দিকারে পঞ্চম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

বহুগ্রাহ্যায়ঃ ।

অথ গ্রাহ্যাদিকারঃ ।

গ্রাহ্যমাপ্তিতং দোষমজীর্ণবদ্রুপাচরেৎ ।

অতীমারোক্তবিধিনা তসামৰ্শ বিপাঃয়েৎ ॥

অনন্তর গ্রহণী রোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

গ্রহণীরোগ ও অতীমার রোগের পরস্পর কাৰ্ষ্য কারণরূপ মন্বক আছে ; এই নিমিত্ত অতীমার চিকিৎসার পরেই গ্রহণীরোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে । “গ্রহণী” শব্দের অর্থ অগ্নিহিষ্টান-নাড়ী । ঐ নাড়ীকে আশ্রয়পূৰ্ব্বক যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই গ্রহণীরোগ বলা যায় । অজীর্ণ দোষে যেমন প্রথমে বমন ও বিরেচন এবং তৎপরে দীপন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয় ; গ্রহণীরোগেও তদ্রূপ চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ প্রথমে বমন ও বিরেচন এবং তদনন্তর দীপন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে । এবং তৎপরে অতীমারোক্ত বিধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক লঙ্ঘন ও লঘুভোজন প্রদান করিয়া, দোষের পরিপাক করিবে । (লঙ্ঘন ও লঘুভোজন প্রয়োগ প্রণালী জ্বর ও অতীমার রোগে জটব্য ।)

বিশেষ কথা—যে ব্যক্তির অতীমার রোগ প্রশমিত হইয়াছে, অথচ অগ্নির বল সম্যকপ্রকারে প্রকাশিত হয় নাই ; অথবা বাহ্যিক কারণ মাত্র অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়াছে, এই উভয়বিধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অহিতাচরণে অধিকতর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া “গ্রহণী” নাম্নী নাড়ীকে সন্দ্বীষিত করে ; সুতরাং অতি-বর্জিত বায়ু, পিত্ত ও কফ পুথক পুথক রূপে অথবা মিলিত ত্রিদোষ, গ্রহণী নাড়ীকে দূষিত করিয়া থাকে । ইহাকেই গ্রহণীরোগ বলে ।

শরীরানুগতে সাম্যে রামে লঙ্ঘন-পাচনম্ ।

বিশুদ্ধামাশয়ায়ান্নৈ পঞ্চকোলাদিভি যুতম্ ॥

দদ্যাৎ পেরাদি-লব্ধং পুনর্বোগাংশ্চ দীপনান্ ॥

শরীর অপেক্ষরমে ব্যাপ্ত থাকিলে, আশাশয় বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও উক্ত আমরসের পরিপাকার্থ পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে । এবং তৎপরে আমাশয় সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ অর্থাৎ দূষিত আমরস-বিরহিত হইলে, তৎপরে রোগীকে জ্বর চিকিৎসোক্ত পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুলমূল, চই, রক্ত-

• চিতার মূল ও শুষ্ঠী ; এই পঞ্চ দ্রব্য সংযুক্ত পেয়াদি লঘু অন্ন পথ্য ব্যবস্থা করিয়া, পুনর্বার অগ্নির উদ্দীপক অস্ত্রাশ্রয় প্রয়োগ করিবে ।

কপিথ-বিলুচাঙ্গেরী তক্র-দাড়িম সাধিতা ।

পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী ॥

(কপিথ—করৈদবেল । বিলু—বেলশুষ্ঠ । চাঙ্গেরী—আমকলশাক । দাড়িম—দাড়িমফল বা দাড়িমকলের ছাল ।)

করৈদবেল, বেলশুষ্ঠ, আমকলশাক এবং দাড়িমফল অথবা দাড়িমকলের খোসা ; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ৮ তোলা গ্রহণপূর্বক তক্র (ঘোল) সহ-যোগে পেয়া (যবাগু) প্রস্তুত করিয়া, গ্রহণী-রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই প্রকার যবাগু বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগেই অতীব হিতকর । আর বাত-প্রধান গ্রহণী-রোগে পাঞ্চমূলী (স্বপ্পপঞ্চমূল) অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই মিলিত পঞ্চ দ্রব্যসহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে । উক্ত উত্তরবিধ যবাগুই আমদোষের পরিপাক ও মল-সংরোধক ।

বিশেষ কথা—উক্ত যবাগুতে এমত পরিমাণে তক্র দিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা যবাগু উত্তমরূপে দ্বিদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু যুদ্ধ বৈদ্যগণ বলেন যে, তক্রের রসাত্ব ও গুরুরহেতুক তক্র ও জল এই উত্তর সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যবাগু পাক করা বাইতে পারে ।

তক্রস্য গুণ-কথনম্ ।—

গ্রহণী-নোবিণাতক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ ।

পথ্যং মধুরপাকিত্বান চ পিত্ত-প্রকোপনম্ ॥

কষায়োঞ্চবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যচ্চৈব কফে হিতম্ ।

বাতে স্বাদুস্নানাত্ত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ ॥

তক্রের গুণ ।

তক্রের অগ্নিদীপক শক্তি, ধারকতা শক্তি ও লঘু পাকিত্ব শক্তি বর্তমান থাকায়, উহা গ্রহণী-রোগীকে পথ্যরূপে প্রদান করিবে । উহাতে মধুরপাকিত্ব গুণ থাকায়, পিত্তের প্রকোপ না জন্মিয়া, বরঞ্চ বায়ু, পিত্ত ও কফ ; এই তিন দোষেরই শান্তি করিয়া থাকে । এবং কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব (শারীরিক দোষাচ্ছন্ন স্রোতঃ সমূহের বিশোধকত্ব) ও কফতাহেতু কফপ্রধান গ্রহণী-রোগে হিতকর ; আর স্বাদু অন্নরসযুক্ত ও স্নিগ্ধতাহেতু বাতপ্রধান গ্রহণী-রোগেও প্রশস্ত ।

বিরমকথা—সর্বত্র সদ্যোজাত তক্রই আহার করিবে । তক্র পয়ুষিত (বাসী) হইলে, অত্যন্ত অন্নরস সংযুক্ত হয় ; সুতরাং তাহা পরিভাগ করিবে । যেহেতু পয়ুষিত তক্র অন্ন গুণাধিকাহেতু পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ।

শুষ্ঠাদি-পাচনম্ ।—

শুষ্ঠীঃ সমুস্তাতিবিষাৎ শুভ্রু চীং,

পিবেজ্জলেন কথিতাং সমাংশাম্ ।

মন্দানলত্রে সততামতায়-

মামানুবদ্ধে গ্রহণীগদে চ ॥

শুষ্ঠাদি-পাচন ।

শুষ্ঠ, মুখা, আতইস, গুলঞ্চ ; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাক শেষ ৮ তোলা । ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, আমপূর্বকোষ্ঠতা ও আমসংযুক্ত গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ।

ধান্যাকাদি-পাচনম্ ।—

ধান্যাকাতিবিষোদীচ্যযমানী মুস্ত নাগরম্ ।

বলাদ্বিপর্ণী বিলুঞ্চ দদ্যাদীপন-পাচনম্ ॥

ধান্যাকাদি-পাচন ।

ধনিয়া, আতইস, বালা, যমানী, মুখা, শুষ্ঠী, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে এবং বেলশুষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা এবং শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ পান করিলে, গ্রহণী রোগীর আমদোষের পরিপাক ও জঠরাগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে ।

নাগরাদি-কষায়ঃ ।—

নাগরকাতিবিষাচ মুস্তকস্য সমং সমম্ ।

ক্কাথং কৃত্বাং পিবেন্নরঃ পরং স্যাদামপাচনম্ ॥

নাগরাদি-কষায় ।

শুষ্ঠী, আতইস ও মুখা ; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশ তোলা, এবং শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ আম পরিপাকের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে ।

শালপর্ণ্যাদিঃ ।—

শালপর্ণী বলা বিলুঞ্চ ধান্য শুষ্ঠী কৃতঃ শূতঃ ।

আধানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ ॥

শালপর্ণ্যাদি ।

শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুষ্ঠ, ধনে ও শুষ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমানংশে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ পান করিলে আধান ও শূলবৎ বেদনা সমন্বিত বাতজ গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ।

অভয়াদি-ক্কাথঃ ।—

অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকনোহিণীম্ ।

পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ॥

পিবেন্নিক্কাথ্য কষায়ং সূহতাভিলাষী নরঃ ।

পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়াম্ এহণ্যাম্ শূলান্বিতায়াম্ ॥

অভয়াদি কাথ ।

হরীতকী, পিপুলমূল, বচ, কটুকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, রক্তচিতার মূল এবং শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকশেষ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে রোগীর শূলবৎ বেদনাসমম্বিত পিত্তশ্লেষ্মিক এহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যলাভ হইতে পারে ।

দার্ব্যাদিঃ ।—

দারু নাগর নিশা সবাসকা-

কুণ্ডলী মগধজা শটী ঘনম্ ।

রাস্না সভার্গী সরলাহ্বপুষ্করং,

পাচনং ভবতি বাতিকগ্রহে ॥

দার্ব্যাদি ।

দেবদাক, শুষ্ঠী, হরিজা, বাসক, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, শটী, মুখা, রাস্না, বামনহাটী, সরলকাষ্ঠ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ১০০ অর্কসের (৩২ তোলা) এবং পাকাবশেষ ৮ তোলা (১০ অর্কপোয়া) । এই কাথ পান করিলে বাতজ্বর এহণী রোগীর আম পরিপাক পায় ।

নলাদিপঞ্চমূলী-কাথঃ ।—

নলবেণুকুশানাঞ্চ কাশেক্ষুণাঞ্চ মূলকম্ ।

নিঃক্কাথ্য পানং হিতং বাস্য পাচনং পৈত্তিকগ্রহে ॥

• • • নলাদি-পঞ্চমূলী-কাথ ।

নল, বেণু, কুশ, কাশ ও ইক্ষু ; এই পঞ্চদ্রব্যের মূল সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশেষ ৮ তোলা মাত্র । এই কাথ পিত্তজ্বর এহণী রোগীর আম পরিপাকক ।

ব্যাত্র্যাদি-কাথঃ ।—

ব্যাত্রী ঐষ্টিক চব্যং সরসা শুষ্ঠী দাড়িমম্ ।

রজনী ঘনচিত্রকমেবং হিষ্কামথএহণীকফং হন্তি ॥

ব্যাত্র্যাদি কাথ ।

কণ্টকারী, পিপুলমূল, চই, সরসা (খেততুলসী), শুষ্ঠী, দাড়িমফলের ছাল, হরিজা, মুখা, রক্তচিতার মূল ; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে সমুদায়ে

২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশ তোলা এবং শেষ ৮ আটতোলা । এই ক্রাথ সেবন করিলে শ্লেষ্মজন্মগ্রহণী রোগ ও হিকা নিবারিত হয় ।

সৈন্ধবাদি-তক্রম্ ।—

বাতেশ্লশ্মং সৈন্ধবোপেতং পিত্তে স্বাদ্বল্লগ্নকরম্ ।

পিবেৎ তক্রং কফে চাপি ক্ষার-ত্রিকটু-সংযুতম্ ॥

সৈন্ধবাদি তক্র ।

বাতাধিকা গ্রহণী রোগে অল্পরসযুক্ত তক্র সৈন্ধব সহযোগে সেবন করিবে । পিত্তাধিকো মধুর রসযুক্ত তক্র চিনির সহিত সেবন করিবে । এবং শ্লেষ্মাধিকো যবক্ষার ও ত্রিকটু (শুঠ, পিপুল, মরিচ) সংযুক্ত তক্র সেবন করিবে ।

হিঙ্গুাদি-তক্রম্ ।—

হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলাং সৈন্ধবেনাবল্ললিতম্ ।

গ্রহণ্যর্শোহতিসারঘ্নং ভবেদ্বাতহরং পরম্ ॥

রৌচকং পুষ্টিদং বলাং বস্তিশূলবিনাশনম্ ॥

হিঙ্গুাদি তক্র ।

হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র আলোড়নপূর্বক সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, অতীসার, বায়ু ও বস্তিশূল বিনষ্ট হয় । পরন্তু আহারে কটু এবং শরীরে পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

নাগরাদ্যং কীরম্ ।—

নাগরাতিবিষা মুস্ত কল্কেন পাচিতং পরঃ ।

ছাগং তদা হণীদোষে প্রশস্তমিদমৌষধম্ ॥

নাগরাদ্যক্ষীর ।

শুঠী, আতাইস ও সুখা ; এই ত্রব্যত্রয় সমানভাগে সমুদায়ে ২তোলা, ছাগ-দুগ্ধ ১০ অর্দ্ধপোয়া, জল ১০ দেড় পোয়া এবং শেষ ১০ অর্দ্ধপোয়া । এই দুগ্ধাবশিষ্ট ক্রাথ গ্রহণী রোগের মর্কোৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বিল্ব কল্কঃ ।—

ত্রীফলশলাচুমজ্জা নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ ।

গ্রহণীগদমহুগ্রং তক্রভুজা শীলিতো জয়তি ॥

বিল্বকল্ক ।

কাঁচাবেলের শাঁস শুঠ চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া, দ্বিগুণ গুড় সহযোগে তক্ষণ করিবে । এবং আহারার্থে তক্র সেবন করিবে । ইহা দ্বারা অত্যন্ত প্রবল গ্রহণী-রোগ ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

চিত্রকাদি-বটিকা ।—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ক্ষারো লবণগন্ধকম্ ।

এবাম্বং হিঙ্গুজমোদা চ চব্যাক্ষকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

বটিকা মাতুলঙ্গমা রসৈর্বা দাড়িম্যা চ ।

কৃত্য বিপাচয়তামং দীপয়তাশু চানলম্ ॥

চিহ্নকাদি বটিকা ।

রক্তচিহ্নের মূল, পিপুলের মূল, যবক্ষার, পঞ্চলবণ (মৈন্ধব, বিট, মাহুজ, মৌবর্জল ও ঔজ্জিদ এই পঞ্চলবণ), শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ, বনযমানী এবং চই; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রে চূর্ণ করিয়া, ছোলঙ্গলেবুর রস অথবা দাড়িমের রসদ্বারা মর্দনপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া, সেবন করিলে জাম পরিপাক হয়; এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে ।

লাঙ্গী চূর্ণম্

করং গন্ধকমর্দ্য পারদমুভে কুর্যাচ্ছুভাং কজ্জলীম্ ।

দ্বাদশত্রাব তশ্চ পঞ্চলবণং সার্কঞ্চ করং পৃথক্ ॥

ভুতং হিঙ্গুচ জীরকদ্বয়যুতং সর্বাস্তভঙ্গাবিতম্ ।

খাদেৎ টঙ্কমিতং প্রবৃতিগদবাংস্তক্রেণ বিলুণ বা ॥

লাঙ্গীচূর্ণ ।

২ তোলা গন্ধক এবং ১ তোলা পারা একত্র মর্দনপূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ তোলা; মৈন্ধব, বিট, মৌবর্জল, মাহুজ ও ঔজ্জিদ লবণ, এই পঞ্চলবণ চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ তিন তোলা; ভাজা হিঙ্গুচূর্ণ ৩ তোলা এবং জীরচূর্ণ ও কৃষ্ণজীর চূর্ণ ৩ তোলা, এবং এই সকল দ্রব্য যত, তাহার অর্ধেক সিদ্ধি (ভাঙ) চূর্ণ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া তক্র অথবা বেলের সহিত ॥• অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মলভেদ নিবারিত হয় ।

জাতিফলানি-চূর্ণম্ ।—

জাতিফলং লবঙ্গৈলাপত্রভুঙ্ নাগকৈশরৈঃ ।

কপূরচন্দনতিলতুর্ক ক্ষীরিতগরামলৈঃ ॥

তালীশং পিপ্পলী পথ্যা শূলজীরকচিত্রৈবৈঃ ।

শুষ্ঠী বিভ্রম্মরিচৈঃ সমভাগং বিচূর্ণিতৈঃ ॥

যাবন্তোতানি সর্বানি দন্যাদ্রুঙ্গাঞ্চ ভাবতীম্ ।

সর্বচূর্ণং সমং কৃত্বা প্রদেয়া শুভ্রশর্করা ॥

কর্ম্মাত্রমিদং খাদেন্ মধুনা প্লাবিতং নরঃ ।

নাশয়েদ্ গ্রহণীং শ্বাসং ক্ষয়কাসমরোচকম্ ॥

জাতিফলানি চূর্ণা

জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচি, তেজপত্র, দাকচিনি, নাগকেশর, কপূর, রক্তচন্দন, তিলের খোসা, বংশলোচন, তগরপাহুকা, আমলকী, তালীশপত্র,

পিপুল, হরীতকী, স্থূলজীরা, রক্তচিতা, শুষ্ঠী, খিড়ঙ্গ ও মরিচ ; এই সকল ঔষধ ত্রয়া সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে । তৎপরে এই চূর্ণ সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যত পরিমাণে হইবে, তত পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, ক্ষয়, কাস ও অকচি বিনষ্ট হয় ।

মুস্তকাদি চূর্ণম্ :—

মুস্তকাতিবিষা বিলু কোটজং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্ ।

মধুনা চ সমালীড়ং গ্রহণীং সর্বজাং জয়েৎ ॥

মুস্তকাদি চূর্ণ ।

মুখা, আতইস, বেল ও ইক্ষয়ব ; এই ত্রয়াচতুষ্টয় সমান পরিমাণে গ্রহণ-পূর্বক চূর্ণ করিয়া, মধুর সহিত লেহনপূর্বক সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় ।

সর্জ্জরস-চূর্ণম্ :—

শেতো বা যদি বা রক্তঃ সুপকো গ্রহণীগদঃ ।

গুড়েনাধিকসর্জ্জের্ণ ভক্ষিতেনাশু নশ্যতি ॥

সর্জ্জরসচূর্ণ ।

ধুনা চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অতি গভীর শ্বেত অথবা রক্তবর্ণমল সমন্বিত গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বার্তাকী-গুটিকা :—

চতুঃপলং সুধাকাণ্ডাং ত্রিপলং লবণত্রয়াং ।

বার্তাক্যাঃ কুড়বঞ্চাকমূলাদ্বিলুং তথানলাং ॥

দধ্না দ্রবেণ বার্তাকো গুটিকা ভোজনান্তরে ।

ভুক্ত ভুক্তং পচন্ত্যাশু নাশয়েদ্গ্রহণীগদম্ ॥

কাসং শ্বাসং তথার্শাংসি বিস্মৃতীকৃদ্দাময়ম্ ॥

বার্তাকীগুটিকা ।

সিদ্ধের কাণ্ড ৪ পল, ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সৌবর্চল) মিলিত ৩ পল, শুষ্ক বেণ্ডা ৪ পল, আকন্দের গুল ৮ পল এবং রক্তচিতার গুল ৮ পল । এই সকল ত্রয়া অন্তর্ধূমে দধ্ব করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে । তৎপরে বার্তাকুর রস দ্বারা মর্দিত করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী রোগ, কাস, শ্বাস, অর্শা, বিস্মৃতিকা এবং হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চপল্লবম্ :—

জম্বুনাড়িম শৃঙ্গাট পাঠা কঞ্চটপল্লবৈঃ ।

পঞ্চং পম্ব্যম্বিতং বালবিলুং সগুড় নাগরম্ ॥

হস্তি সর্কানতিসারান্ গ্রহণীমতি দ্রুস্তরাম্ ॥

পঞ্চপত্রব ।

জাম, দাড়িম, পাণিকল, আকনাদি ও কাঁচড়াঃ এই সকলের পত্রদ্বারা একটি কাঁচা বেল উত্তম রূপে বেটনপূর্বক বন্ধন করিয়া, উপযুক্ত পরিমিত জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে । পর দিবস ঐ সিদ্ধ করা বেল ২ তোলা মাত্রায় লইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় শুষ্কচূর্ণ ও বেলের সমান ইক্ষুশুড় একত্র মিশ্রিতকরতঃ, সেই সিদ্ধ করা জল সহ ভক্ষণ করিবে । ইহা দ্বারা সর্ষবিধ অতীসার ও অতি প্রবল গ্রহণীরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শিবাди চূর্ণম্ ।—

শিবাং সৈন্ধব মুস্তঞ্চ যমানী ধানাকং তথা ।

শতপুষ্পা শুষ্কপত্রং ভোজনাদৌ প্রযোজয়েৎ ॥

হন্তি ত্রিদোষ-গ্রহণীং সামজাং রক্তজামপি ।

শিবাदिচূর্ণ ।

হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, মুখা, যমানী, ধনিয়া, শলুফা এবং শুষ্ক পাটপাতা (নালতে) : এই সকল ত্রয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজন করিবার অব্যবহিত পূর্বকালে সেবন করিলে, ত্রৈদোষিক আম ও রক্ত সংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ।

মধ্যালায়ীচূর্ণম্ ।—

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধ পারদমিতং কুর্যাচ্ছ ভাং কজ্জলীম্ ।

নিয়ং ত্র্যষণমেব পঞ্চলবণাং সার্কঞ্চ কর্ষং পৃথক্ ॥

সার্কাকং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনান্নিশ্রিতম্ ।

খাদেচ্ছাগমিতোন্ন-কাঙ্ক্ষিকপলং মন্দাগ্নি-সন্দীপনম্ ॥

স্বেচ্ছ-ভোজনতো রসায়নমিদং ঘূর্ণাদিকোপদ্রবে ।

পেয়গাহত্র তু কাঙ্ক্ষিকং বদতি স লায়ী মহাযোগিনী ॥

হন্যাৎবাতঞ্চ পিত্তং ককবিকৃতিমতীসাররোগং গ্রহণীম্ ।

শ্বাসং কাসঞ্চ শূলং জ্বরমুদররুজো রাজ্যক্ষাণ্ণমুগ্রম্ ॥

প্লীহানঞ্চাম্বাতং ষড়পি শুদরুজান্ কুষ্ঠরোগান্ সমন্তান্ ।

বাতাসৃক্ কর্ণরোগানিদমপি কথিতং দীপনং জাঠরাগ্নেঃ ॥

পৃথগিতি ত্রিকটাদীনাং সম্বধ্যতে । সার্কাকৈতিকর্ম্মধারয়ঃ ।

তেনসার্ক কর্ষাধিকং দ্বিপলং ত্রিশাণং পঞ্চলবণং

প্রত্যেকং ত্র্যষণং পিচুরিত্যারভ্য ইন্দ্রাশনাদ্বিপলম্ ।

শাণত্রিতয়াধিকমিষ্যতে ইতি পাঠান্তর সংবাদাৎ ॥

মহালায়ীচূর্ণ ।

২ তোলা গন্ধক ও ১ তোলা পারদ একত্র মিশ্রণপূর্বক উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ; তদনন্তর নিম্নপত্র, পঞ্চলবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; প্রত্যেকে ৩ তিনতোলা এবং ১৭ মণ্ডদশ তোলা সিদ্ধিচূর্ণ করতঃ, উক্ত কজ্জলী সহ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় সেবন-পূর্বক তৎপরে কাঁজি সহযোগে অন্নপথা করিবে । এই রসায়ন ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছামুসারে ভোজনাদি করা যায় । এই ঔষধ সেবন দ্বারা ঘৃণ (জমি) আদি উপদ্রব, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম কৰ্ত্তৃক নিকার, অতীসার, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, শূল, জ্বর, উদর বেদনা, রাজযক্ষ্মা, প্লীহা, আমবাত, ৬ প্রকার গুদরোগ, সৰ্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত ও ত্রণ রোগ বিনষ্ট হয় ; এবং ইহা জঠরাগ্নির প্রদীপক ।

মহালায়ীচূর্ণম্ ।—

চিত্রকং ত্রিফলা যোবং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্ ।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্ ॥
গৃহধূমং বচাকুষ্ঠং ঘন মল্লক গন্ধকম্ ।
ক্ষারদ্বয়ঞ্চাজমোদা পারদং হস্তিপিপ্পলী ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবচ্ছক্রাশনশ্চ চ ।
বিড়ালপদমাত্রস্ত দাপয়েদস্য গুণ্ডকম্ ॥
অভ্যর্চ্যানাগ্নিকাং প্রাত যোগিনীং কালরূপিনীম্ ।
মন্দাগ্নিকাসদুর্গাম প্লীহ-পাণ্ডু জরাপহঃ ॥
শোথ প্রমেহবিষ্টস্ত সংগ্রহ-গ্রহণী-হরঃ ।
নানাবর্ণমতীসারং সৰ্ব্বশূলনিসূদনম্ ॥
আমবাত-গদাচ্ছেদী স্মৃতিকা-ভঙ্গনাশনম্ ।
নৈতন্মিহ ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতশ্লেষ্ম স্নুদ্রবঃ ॥
তস্মাদাদৌ সদাসেব্যো গুণ্ডকো লাগ্নিকাকৃতঃ ।
কাঙ্জিকাম্লং সদাপথ্যং দম্ভমীনং তথা দধি ॥ •
বীৰ্য্যত্বঞ্চ বাবায়ঞ্চ স্নানং পিশিতভোজনম্ ।
কার্ত্তম্যপাদরে যস্য ভক্ষণাদ্বাতি জীর্ণতাম্ ॥

মহালায়ীচূর্ণ ।

রক্তচিভার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিজা, দাক্ষিণী, শোধিত তেলার জাটী, যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, সচল-লবণ, বিটিলবণ, সামুদ্রলবণ, উদ্ভিদলবণ, গৃহধূম, বচ, কুড়, মুখা, শোধিত জজ, শোধিতগন্ধক, যক্ষ্মার, লাচিকার, বনযমানী, শোধিতপারদ এবং গজ-

পিপুল ; এই সকল ত্র্যেবর সমভাগ চূর্ণ ও এই চূর্ণ সমষ্টির সমান পরিমিত
‘সিদ্ধিচূর্ণ’ ; এইসমস্ত চূর্ণিত ত্র্যবা একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ২
তোলা যাত্ৰায় গ্রহণপূর্বক প্রাতঃকালে কালরূপিণী ঘোষিনীকে অভ্যর্থনা-
পূর্বক সেবন করিলে মন্দ্যগ্নি, কাস, অর্শঃ, গ্ৰীহা, পাণ্ডু, জ্বর, শোথ, প্রমেহ,
বিকট, সংগ্রহগ্রহণী, নানাবর্ণ অতীসার, সর্স্ববিধশূল, আমবাত, স্তৃতিকাকৃত
মলভেদ এবং বাতশ্লেষ্ম সমৃদ্ধ ত রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় । এবং ইহা দ্বারা বীৰ্য্য
ও ব্যায়শক্তি বর্দ্ধিত হয় । এমন কি এই ঔষধ সেবন করিলে উদরস্থ কার্ত্ত
পর্য্যন্ত জীর্ণ হইয়া থাকে । ভোজন করিবার কিঞ্চিৎ পূর্বভাগে এই ঔষধ সেবন
করিবে ; এবং সর্স্বদা দক্ষমৎস্ত, দধি ও মাংস ভোজন ও স্নান করিবে ।

মধ্যলবঙ্গাদিচূর্ণম্ ।—

লবঙ্গাতিবিষা মুস্ত বিল্ পাঠা চ শাল্মলী ।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোভ্রেন্দ্রমব বালকম্ ॥
ধান্যং সর্জ্জরসশৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্ ।
সমঙ্গা যাবশুকঞ্চ মৈন্ধবঞ্চ রসাজ্জনম্ ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ।
শময়েদগ্নিমন্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীভুত্বা ॥
নানাবর্ণ মতীসারং সশোথং পাণ্ডু কামলাম্ ।
গ্রহণ্যাদিগদান্ সর্স্বান্ কণ্ডু পাণ্ডুদিপীনমান্ ॥
অগ্নিমন্দ্যেচ প্রশস্তমিদম্ ॥

মধ্যলবঙ্গাদিচূর্ণ ।

লবঙ্গ, আতাইস, মুখা, বেলশুঁঠ, আকনাদৌ, শিমূল আঠা, জীরা, ধাইফুল,
লোধ, ইন্দ্রমব, বাল্য, ধনিয়া, ধুনা, কঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঠী, বরাহক্রান্তা,
ষবক্ষার, মৈন্ধবলবণ ও রসাজ্জন ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক
উত্তমরূপে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবন
করিলে অগ্নিমন্দতা, সংগ্রহ গ্রহণী, নানাবর্ণ সংযুক্ত অতীসার, শোথ, পাণ্ডু
কামলা, গ্রহণী আদি সর্স্বপ্রকার রোগ, কণ্ডু এবং পীনসাদি রোগ সকল
নিবারিত হয় । এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য রোগেও অতীব প্রশস্ত ।

গঙ্গাধরচূর্ণম্ ।—

বিল্বং শৃঙ্গাটিকা দলং দাড়িমীফলমেব চ ।
মুস্তকাতিবিষাচৈব নাগরঞ্চাপি ধাতকী ॥
মরিচং পিপ্পলী মিত্রং দাবী ভূনিষ বৎসকৌ ।
জম্বুরসাজ্জনঞ্চাপি কুটজস্য ফলমুত্থা ॥
পাঠাং সমঙ্গাং হ্রীবেরং শাল্মলী-বেষ্টমেব চ ।

শক্রাশনং ভুজরাজং চূর্ণং দেয়ং সমং সমম্ ॥
 কুটজস্য তুং চূর্ণং সর্বেষাং চূর্ণমঞ্চয়ঃ ।
 এতদাক্ষাধরং নাম মহাচূর্ণং মহাকলম্ ॥
 নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিনম্ ।
 দুর্বারং গ্রহণীরোগং তৃণাকাসং নিহন্তি চ ॥
 জরঞ্চ বিবিধং হন্যাং শোথকৈবাতি দারুণম্ ।
 অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাং দেতব্ধ সংশয়ঃ ॥
 ছাগীদুগ্ধেন মধুনা মণ্ডন লেহয়েত্তু তৎ ॥

গঙ্গাধরচূর্ণ ।

বিলুপ্তা, পাণিকলপত্র, দাড়িমফল, মুখা, আতৈস, শুষ্ঠী, ধাইফুল
 মরিচ, পিঙ্গলী, সিদ্ধি, দারুহরিদ্রা, চিরতা, কুরচি, জামপাতা, রসাক্তন, ইন্দ্র-
 যব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি ও তীমরাজ ; এইসকল ঔষ-
 সমানাংশে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে এবং এই চূর্ণ সমস্তির সমান
 কুরচিছাল চূর্ণ করিয়া, সমুদায় গুলি একত্র মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ঔষধ
 ছাগীদুগ্ধ, মধু ও মণ্ডন সহ সেবন করিলে, নানাবর্ণ চিরকালীন বহুবিধ অতী-
 সার, দুর্বার গ্রহণীরোগ, তৃণা, কাস, বিবিধপ্রকার জ্বর, দারুণশোথ, অরুচি
 ও পাণ্ডুরোগ নিঃসংশয়ে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

রহস্তুতাবরীমোদকঃ ।—

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা ।
 মর্কটী ক্ষুরগন্ধাচ বিদারী কন্দজং রজঃ ॥
 এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ ।
 তন্মাচ্চতুর্গুণং কার্যং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ ॥
 এতদেকীকৃতং বা যত্তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ ।
 তাবন্মাত্রঃ প্রয়োক্তব্যঃ শতাবরীয়ারসঃ শুভঃ ॥
 বিদারীয়াঃ স্বরসঃ প্রস্থঃ সিতাপলশতদ্বয়ম্ ।
 গোলমিত্রা সিতাইচৈব পাत्रে তাত্রময়ে দৃঢ়ে ॥
 বিপচেৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকার্থং পরং হিতম্ ।
 ক্রাষণং ত্রিফলা শৃঙ্গী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শঠী ॥
 ধান্যকং বালকং মুস্তং দ্বিজীরং কুন্দুরুমুরা ।
 কাটকালী ক্ষীরকাকোলী কস্তুরী গোস্তনীতুগা ॥
 জাতীকোষ ফলং মাংসী পত্রং বারেন্দ্র ঐহিকম্ ।
 শতপুষ্পা চবিকা চ দারু রাস্মালবঙ্গম্ ॥

● সন্ন্যাস ঐশ্বর্যকৈব কটকলং সযমানিকম্ ।
 কক্কোল কেশরং মেথীমধুকং দেবতাড়কম্ ॥
 মিবিল্লীশপত্রঞ্চ খজ্জুরং রসগন্ধকম্ ।
 তগরং চন্দনং টঙ্কং প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্ ॥
 ত্রিসুপক্ষে সমালোডা কপূরৈর্গাধিবাসয়েৎ ।
 শিবং সংপূজ্য সগণং ধনুত্তরমথাপরম্ ॥
 কোল-প্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরকানু পিবেন্নরঃ ।
 প্রাতর্ভোজন-কালে চ ভোক্তব্যান্তু দিনং প্রতি ॥
 প্রমদা-শতগামীতোন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ।
 ন তসালিঙ্গশৈথিলাং নচ স্যমর্থা-ইনতা ॥
 তরুণান্য বালানাং রক্তান্য প্রশমাতে ।
 মাসৈক মুপযোগেন জ্বরং হন্তি বিশেষতঃ ॥ .
 পরং বাতান্ হরং বলাং শুক্রসঞ্জনং পরম্ ।
 ক্ষয়কৈব মহাব্যাধিঃ পঞ্চকাসান্ সুদারুণান্ ॥
 পৈত্তিকাংশচাপি কফজান্ সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্ ।
 হস্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতরক্তানি যানিচ ॥
 প্রমেহং ক্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তি বিবর্দ্ধনম্ ।
 সর্বানর্শোগদান্ হন্তি রক্ষমিন্দ্রাণনির্ঘথা ॥
 গৃধ্রনী মথগুল্মাঞ্চ ভগ্নকাপি ব্রহ্মং তথা ।
 ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতাংশচাপি জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥
 নাভঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্ ।
 স্ত্রীণ্যকৈবানপত্যানাং দুর্দলানাঞ্চ দেহিনাম্ ॥
 ক্ষীণানাম্পশুক্রানাং জীর্ণানাম্পরেতসাম্ ।
 ওজস্তেজকরকৈব আয়ুঃ পুষ্টিবিবর্দ্ধনম্ ॥
 রহচ্ছতাবরীনাং যোদকো জগতাং হিতঃ ।
 রোগাপহঃ শিবোমিত্যং বাসুদেবেন নির্ঘিতঃ ॥
 আপূর্ণ রসবীৰ্য্যানি শক্রাশনদলানিচ ।
 পক্তা পরসি সংপোষ্য চূর্ণয়েৎ পটুবাসতঃ ॥

রহচ্ছতাবরীমোদক ।

শতাবরী, গোছুর, বেড়েলা, গোবন্দচাকুলে, আলকুণ্ডীবীজ, শালশাকী

ও ভূমিকুস্মাণ্ড ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা করিয়া প্রত্নপূর্বক
স্বক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং এই চূর্ণ সমষ্টির চারিগুণ সিদ্ধি গ্রহণ করিয়া চূর্ণ
করিয়া উক্তচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিবে । এই সকল চূর্ণিত দ্রব্য, উহার অর্দ্ধ
পরিমিত মাছিবহুষ্ক ও শতাবরীর স্বরস, ৮ চারিসের ভূমিকুস্মাণ্ডের রস এবং
॥৫ পঁচিশসের চিনি ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী দৃঢ় তাম্রময়
পাত্রে করিয়া অগ্নিনংষণোপায়ে পাক করিতে থাকিবে, যখন জলীয়ভাগ প্রায়
শুদ্ধ হইয়াছে দেখিবে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইবে । তৎপরে শুঁঠ,
পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দাৰ্শটিনি, এলাচি,
তেজপত্র, সৈন্ধবলবণ, শঠী, ধনে, বালা, মুখা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুসুমকথলী,
মুরামাংসী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জাতীফল,
জয়িত্রী, জটামাংসী, তেজপত্র, বালা, ইন্দ্রযব, পিপুলমূল, মল্লিকা, চই, দেব-
দারু, রাস্না, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, কটুফল, যমানী, কাকলা, মেথী, নাগ-
কেশর, যক্ষ্মিধু, দেবতাড়ক, মৌরী, তালীশপত্র, পিণ্ডুখজুর, শোধিত পারা,
শোধিত গন্ধক, তগরপাত্ৰকা, রক্তচন্দন এবং সোহাগার ঝৈ ; এই সকল
দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা এবং সুগন্ধার্থে আরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে
দাৰ্শটিনি, তেজপত্র, এলাচি ও কপূরচূর্ণ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া আলো-
ড়নপূর্বক মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভোজন
সময়ে প্রমথগণসহ শিব ও ধনুন্তরি আদি মহাস্বাদিগকে পূজা করিয়া,
দুগ্ধ অমৃপান সহ প্রতিদিন ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিবে । এই ঔষধ
সেবন করিলে শত স্ত্রীসহ শৃঙ্গারেও বীৰ্য্যক্ষয়, লিঙ্গের শিথিলতা ও সান্ন্যর্থের
হীনতা জন্মে না । ইহা তরুণবয়স্ক বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে অতীব
প্রশস্ত । এই ঔষধ এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে শারীরিক বল, শক্তি, লক্ষ্মী
ও কান্তি বর্দ্ধিত হয় ; এবং ইন্দ্রের বজ্রকর্ষক আহিত বৃক্ষসমূহ ধ্বংসের ত্রায় জ্বর,
বাত, ক্ষয়, বাতিক, পৈতিক, মৈদ্বিকাদি পঞ্চবিধ সুদাৰ্ণকাম, অষ্টা-
দশ প্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয় ; এবং বিষ্ণু কর্ষক অমুর
সমূহ বিনষ্টের ত্রায় প্রমেহ, স্ত্রীপদ, শোথ, অর্শঃ, গৃধ্রসী, গুল্ম, ভগ্ন, ত্রণ
ও কোষ্ঠগত রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এই বৃহচ্ছতাবরীমোদক সর্কোৎ-
কৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ এবং স্ত্রী, অপত্যহীন, দুর্বল, ক্ষীণ, অল্পবীৰ্য্যশালী
ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ওজঃ, তেজঃ, আয়ুঃ ও পুষ্টিবর্দ্ধক । এই সর্ববিধ
ব্যাদিনাশক শতাবরীনামক মোদক জগতের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব
কর্ষক নির্মিত হইয়াছে । এই ঔষধে ব্যবহার্য্য গিদ্ধির পত্রগুলি দুগ্ধ দ্বারা
পাকপূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, চূর্ণকরতঃ স্বক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে
হইবে ।

অষ্টপলং যুতং ।—

ত্র্যষণ ত্রিফলাকল্কে বিলুপ্তাত্রে শুভ্রাংপলে ।

সর্পিষোষ্টপলং পক্তা মাত্রাং মন্দানলে পিবেৎ ॥

অষ্টপলম্বত ।

শুষ্ঠী, মরিচ, পিপুল, আমলকী, বহেড়া, হলৌতকী ; এই ছয়টী দ্রব্য সম-
ভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং শুড় ৮ তোলা , এই সকল কল্ক দ্রব্য সহ অর্দ্ধ-
পরিমিত জল সমন্বিত ১ একসেব (৬৪ তোলা) গব্যম্বত পাক করিবে ।
এই ম্বত বোগীব বল ও অগ্নি বিবেচনায় মাত্রা স্থির কবিয়া প্রয়োগ করিলে,
অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নাগরাদ্যম্বত ।—

ম্বতং নাগর কল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্ ।

• গ্রহণী-পাণ্ডুরোগম্বতং প্লীহ-কাস জ্বরাপহম্ ॥

নাগরাদ্যম্বত ।

উপযুক্ত পরিমিত শুষ্ঠীব কল্ক সহ চতুর্গু জল সমন্বিত ম্বত পাক
কবিবে । পাল্লেব নিয়ম ৮ চারিসের গব্য ম্বত. বল্কার্থ কুণ্ডিত শুষ্ঠী ১ এক
সের । এই ম্বত পান কবিলে বায়ুর অম্লোমন হয় এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা,
কাস ও জ্বর নিবাবিত হইয়া থাকে ।

ভূনিষাদি চূর্ণম্ ।—

ভূনিষ কটুক্যবোষ মুস্তকেন্দ্রযবানু সমান্ ।

দ্বৌ চিত্রকাদ্ বৎসকত্বগ্ ভাগান্ ষোড়শ চূর্ণয়েৎ ॥

• গুড়শীতাম্বুনা পীতং গ্রহণীদোষগুলানুৎ ।

কামলা জ্বরপাণ্ডু ত্ব মেহাৱুচ্যতিসারনুৎ ॥

গুড়ষোগাদ্ গুড়াম্বু সাদ্ গুড়বর্ণরসান্বিতঃ ॥

ভূনিষাদিচূর্ণ ।

চিবতা, কটুকী, ত্রিকটু, মুখা, ইন্দ্রযব , এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক
এক ভাগ, চিতাবল ২ দুই ভাগ এবং কুরচিছাল ১৬ ষোল ভাগ ; সমস্ত
দ্রব্যগুলি উত্তম প্রকারে চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ ঔষধ ৮০ আনা হইতে ।
চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় শীতল জল .পয়ুক্ত মাত্রায় শুড় সহ মিশ্রিত
করিয়া সেবন কবিবে । এমত পৰিমাণে শুড় দিতে হইবে যে, যদ্বারা মধুব
রসযুক্ত ও শুড়ের বর্ণ বিশিষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, গুল্ম,
কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অকচি ও অতীসার রোগ নষ্ট হয় ।

নাগরাদ্য চূর্ণম্ ।—

নাগরাদিবিষা মুস্তং ধাতকী সরসাজ্জনম্ ।

বৎসকত্বক্ফলং বিলুং প ঠাং কটুকরোহিণীম্ ॥

পিবৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সর্কোদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা ।

পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্ত শ্লেষ্মাপবেশ্যতে ॥

অৰ্ণাংসাথ শুদেদশূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্ ।

নাগরাদামিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পৃষ্ঠিতম্ ॥

নাগরাদাচূর্ণ ।

শুষ্ঠী, আট্টম, মুখা, ধাইফুল, রদাঞ্জন, কুবচিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুষ্ঠ, পাঠা ও কটুকী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে অহণপূর্বক সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ১০ মধু মিকিতোলা এবং তণ্ডুলোদক সহযোগে সেবন করিলে, পৈত্তিক গ্রহণী, রক্তাতিসার, অৰ্ণা, শুদশূল এবং প্রবাহিকা বোগ বিনষ্ট হয় । মহাশ্মা কৃষ্ণাত্রেয় মুনি কর্তৃক ইহাব যথেষ্ট সমাদর প্রকাশিত হইয়াছে ।

পাঠাদ্য চূর্ণম্ ।—

পাঠা বিল্বানল বোষ জম্বুনাড়িম ধাতকী ।

কটুকাতিবিষা মুস্ত দাক্ষী ভৃশ্মিষ বৎসকৈঃ ॥

সর্ষেবরৈতৈঃ সমং চূর্ণং কোটজং তণ্ডুলামুনা ।

সক্ষৌদ্রঞ্চ পিবেচ্ছর্দি জ্বরাতিসারশূলবান্ ॥

তৃড়দোষ গ্রহণীদাহারোচকানল সাদৃষ্টিং ॥

পাঠাদ্যচূর্ণ ।

আকনাদি, বেলশুষ্ঠ, রক্তচিতার মূল, শুষ্ঠী, পিঙ্গলী, মরিচ, জামের আঁটি, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কটুকী, আতইস, মুখা, দাক্ষহরিদ্রা, চিবতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান কুরচিছাল অহণপূর্বক সমুদায় দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ ঔষধ ১০ মিকিতোলা মধু এবং তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে ছর্দি, জ্বর, অতিসার, শূল, ভৃশ্মা, দাহ, গ্রহণী, অকচি ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় ।

কপিথাস্কচূর্ণম্ ।—

যমানী পিঙ্গলীমূল চাতুর্জাতক নাগটৈঃ ।

মরিচাশ্মি জলাজাজী ধান্য সৌবর্জলৈঃ সর্ষৈঃ ॥

রক্ষাল্ল ধাতকী কৃষ্ণা বিল্বনাড়িম তিন্দুকৈঃ ।

ত্রিগুণৈঃ ষড়্গুণসিঁতৈঃ কপিথাস্কচূর্ণৈঃ কৃতঃ ॥

চূর্ণোহতীসার গ্রহণী ক্ষয়গুল্মগলাময়ান্ ।

কাসং শ্বাসারুচিৎ হিষ্কাং কপিথাস্কমিদং জয়েৎ ॥

কপিথাস্কচূর্ণ ।

যমানী, পিপুলের মূল, দাকচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, শুষ্ঠী, মরিচ, রক্তচিতার মূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অন্নবেতস, ধাইফুল, পিপুল, বিল্বশুষ্ঠী, দাড়িমকল ও গাব; এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ হস্ত ভাগ,

করেন্বেলি চূর্ণ ৮ ভাগ ; এই সকল চূর্ণ একত্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অকচি ও হিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

দাড়িমাষ্টক চূর্ণম্ ।—

কর্ষোন্মিতা তুগাক্ষীরী চাতুর্জাতং দ্বিকার্ষিকম্ ।
যমানী ধান্যকাজাজী ঐন্দ্ৰিব্যোমং পলাংশিকম্ ॥
পলানি দাড়িমাষ্টকৌ সিতায়াম্শৈশ্চকতঃ কৃতঃ ।
শুণৈঃ কপিখাষ্টকচূর্ণোহয়ং দাড়িমাষ্টকঃ ॥

দাড়িমাষ্টকচূর্ণ ।

বংশলোচন ২ তোলা, দাকচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও নাগকেশর ; প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা ; যমানী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা ; দাড়িমফল ৬৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ সহ ৬৪ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ হই আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, পূর্কোক্ত কপিখাষ্টক চূর্ণের ঔষ উপকার হইয়া থাকে । অর্থাৎ ইহা দ্বারা অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলায়, কাস, শ্বাস, অকচি ও হিকারোগ নিবারিত হয় ।

দ্বিতীয় গঙ্গাধর-চূর্ণম্ ।—

মুক্তানৈকবশুষ্ঠীতি ধাতকী লোপ্রবৎসকৈঃ ।
বিল্বমোচরসাভ্যাক পাঠেন্দ্রযব বালকৈঃ ॥
চুতবীজ মতিবিষা লজ্জা চেতি সূচুর্ণিতম্ ।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়ভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্ ॥
হন্তি সর্বানতীসারান্ সর্বশূলনিসূদনম্ ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ ॥
এতদ্ গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্ধেগাবরোধনম্ ॥

দ্বিতীয় গঙ্গাধরচূর্ণ ।

মুখা, সৈন্ধবলবণ, শুষ্ঠী, ধাইফুল, লোধ, কুরচিহাল, বেলশুষ্ঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আত্রেয় আঠির শাস, আতাইচ এবং বরাহকান্তা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা, সকল প্রকার অতীসার, সর্ববিধ শূল, সংগ্রহগ্রহণী ও সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয় । এমনকি এই ঔষধ দ্বারা নদীর ঔষ বোগবান্ মলবেগও নিবারিত হয় ।

রহদ্ গঙ্গাধর-চূর্ণম্ ।—

বিলুং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ ।

সমঙ্গা নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিবা সমম্ ॥

অহিফেনং লোধকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং হি চূর্ণয়েৎ ॥

তক্রেণ সেবয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ ।

জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীনারং সুদ্রুস্তরম্ ॥

ঐহণীং বিবিধকৈব কোষ্ঠব্যাদিহরং পরম্ ॥

রহদগঙ্গাধরচূর্ণ ।

বেলশুঠ, মোচরস, পাঠা, ধাইফুল, ধনে, বরাহকান্তা, শুঠী, মুখা, আতইচ, আকিঙ্ক, লোধ, দাড়িমফল, কুরচিছাল, পারদ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঐহণপূর্বক উত্তমরূপে স্বক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ৩৪ রতি পরিমাণে তক্র সহ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর, দ্রুস্তর অতীনার, বিবিধ-প্রকার ঐহণীরোগ এবং অন্যান্য কোষ্ঠাশ্রিত রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় ।

মধ্য লবঙ্গাদি-চূর্ণম্ ।—

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্ ।

অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্ ॥

ত্রিকলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্ব গোকুরম্ ।

জাতীকোষ ফলে দার্বী নলদং চন্দনং মুরা ॥

শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্গণং কৃষ্ণজীরকম্ ।

ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিলুং পোষ্ণরকং তথা ॥

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধান্যকঞ্চ ।

রসাল্লগন্ধকং লৌহং সমং সর্বং বিচূর্ণিতম্ ॥

উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাঘ্নেদীপনং পরম্ ।

শীততোয়ানুপানৈকবা জাত্বা দোষগতিং ভিষক্ ॥

আমাতিসারগ্রহণীং চিরকালোপিতামপি ।

শূলং বিষ্টস্তমানাহং বিস্মৃচীং শোথকামলে ॥

হলীমকং পাণ্ডুরোগং হস্তি কাসং বিশেষতঃ ।

লবঙ্গাদ্য মিশ্রং চূর্ণং শর্করা সহিতং পিবেৎ ॥

আত্মানং শময়েচ্ছীত্ৰং লবঙ্গাদ্যানুপানতঃ ।

অশ্বিত্যাং নির্গিতং হেতল্লোকানুগ্রহহেতবে ॥

মধালবঙ্গাদিচূর্ণ ।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুকা, সৈন্ধবলবণ, দাকচিনি, ভেজপত্র, এলাচি, বন-
যমানী, যমানী, মুখা, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী,
শলুকা, আকনাদী, চিরতা, গোকুর, জায়ফল, জৈত্রী, দাকহরিজা, বেণারমূল,
রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরী, মেথী, মোহাগার ঠৈ, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার,
স্যাচিষ্কার, বালা, বেলশুঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়কাঠ), রক্তচিতার মূল,
পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক, এবং লৌহ, এই সকল দ্রব্য
সমান মাত্রায় লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষের অবস্থা
বিবেচনাপূর্বক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত যথামাত্রায় প্রয়োগ করিলে
মন্দাঘ্নি, আমাভীসার, ঐহগী, শূল, বিকটভ্র, আনাহ, বিস্ফুটী, শোথ, কামলা,
হলীমক, পাণ্ডু ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শর্করাসহ সেবন করিলে শীত্ৰই
আধান নিবারিত হয়। পুরাকালে লোকদিগের প্রতি অমুখ্যাহী হইয়া,
অস্থিনীকুমারধ্বংস এই ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহলবঙ্গাদ্য-চূর্ণম্ ।—

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ ।
সৈন্ধবং হবুষা ধানাং কট্ফলং পুষ্করং তথা ॥
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চলং রসাজ্ঞনম্ ।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্র তালীশকেশরম্ ॥
চিত্রকঞ্চ বিড়কৈব তুমুরবিল্বমেব চ ।
ভ্রুগেলা পিপ্পলীমূল মজমোদা যমানিকা ॥
সমঙ্গা বৎসকং শুষ্ঠী দাড়িমং যাবশুকঞ্চ ।
নিম্বং সর্জ্জরসং ক্ষারং সামুদ্রং টঙ্গণং তথা ॥
দ্রীবেরং কুটজকৈব জযাত্রং কটুরোহিণীম্ ।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধগন্ধকপারদম্ ॥
এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ॥
সর্বদোষহরকৈব ঐহগীং হন্তি দ্রুস্তরাম্ ।
বাতিকীং পৈত্তিকীকৈব শ্লেষ্মিকীং সান্নিপাতিকীং ॥
পক্ষাপকমতীসারং নানাবর্ণ সবেদনম্ ।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্ ॥
জ্বরারোচক মন্দাঘ্নিৎ কাসং শ্বাসং বহিঃ তথা ।

অল্পপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্ ॥
 পাণ্ডুগদঞ্চ বিকটভ্রমশাংসি বিবিধানি চ ।
 প্লীহাশূলোদরানাহ শোথাতীসার পীনসান্ ॥
 আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।
 উদরং প্রদরকৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্ ॥

মহদ্রবঙ্গাদ্যচূর্ণ ।

লবঙ্গ, আতাইচ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, হুয্যা, ধনে, কটফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাগ্গন, ধাইফুল, মোচরস, অকুনাদি, তেজপাতা, তালীশপত্র, নাগকেশর, রক্তচিতার মূল, বিটলবণ, তিত্তলাউ, বেলশঠ, দারুচিনি, এলাচি, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুষ্ঠী, দাড়িমফল, যবক্ষার, নিমছাল, ধুনা, মাচি-ক্ষার, সামুদ্রলবণ, মোহাগার খেঁ, বালা, কুরচিছাল, জম্বুছাল, আত্রছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, ক্লেম্বিক ও সান্নিপাতিক প্রভৃতি দ্রুতর গ্রহণী, নানাবর্ণ বেদনা সংযুক্ত কৃষ্ণ, অরুণ বা পীতবর্ণ মাংসধৌত জলের স্নায় পক্ষ ও অপক্ষ অতীসার, জ্বর, অরুচি, মন্দাग्नि, কাস, শ্বাস, বমি, অল্পপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডুরোগ, বিকটভ্র, বিবিধপ্রকার অশ্রি, প্লীহা, শূলোদর, আনাহ, শোথ সংযুক্ত অতীসার, পীনস, আমবাত, অজীর্ণ, সংগ্রহগ্রহণী, উদর ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গ্রহণীগজেন্দ্র-চূর্ণম্ ।—

রসগন্ধক লৌহাজ্রং হিঙ্গুলবণপঞ্চকম্ ।
 হরিদ্রে পাঞ্চলকৈব বচা মুস্ত বিড়ঙ্গকম্ ॥
 ত্রিকটু ত্রিকলা চিত্র মজমোদা যমানিকা ।
 গজোপকুলা ক্ষারানি তথৈব গৃহধূমকম্ ॥
 এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্ ।
 মাষদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা ॥
 ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় গ্রহণীগদনাশনম্ ।
 বহিষ্ক কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্ ॥
 সর্বাতীসার শমনং তৃষ্ণাজ্বর বিনাশনম্ ।
 পক্ষাপকমতীসারং নানাবর্ণ সবেদনম্ ॥
 আমাতীসারমখিলং বিশেষাৎ শ্বয়থুং জয়েৎ ।

অসাধ্যং গ্রহণীং হস্তি পাণ্ডুগ্ৰীহ চিরজ্বরানু ॥

গ্রহণীগজেন্দ্রচূর্ণং সর্বরোগকুলান্তকং ॥

গ্রহণীগজেন্দ্রচূর্ণ ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অজ, হিঙ্গুল, সৈন্ধবলবণ, মচললবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ, ঔষ্ণিগলবণ, হরিজা, দাকহরিজা, কুড়, বচ, মুখা, বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিটার মূল, বনযোয়ান, যোয়ান, গজপিপুল, যবক্ষার, মাচিক্ষার, মোহাগার খৈ ও গৃহধূম ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সর্ব সমষ্টির সমান পরিমাণে সিদ্ধি লইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ ২ মাষা পরিমাণে তণ্ডুলোদক সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, সর্ববিধ মলভেদ, তৃষ্ণা, জ্বর, নানাবর্ণ বেদনা সংযুক্ত পক্ষ ও অপক্ষ সকল প্রকার অতীসার, বিশেষতঃ আম্বাতীসার, শোথ, অসাধ্য গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, গ্ৰীহা, চিরজ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি নষ্ট হইয়া থাকে ।

টঙ্গনাদি-চূর্ণম্ ।—

টঙ্গনং জীরকং মুস্তং পাঠা বিলং সধান্যকম্ ।

বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা ॥

সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোমকৈব ত্রিজাতকম্ ।

মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোমগন্ধক পারদম্ ॥

যাবন্ত্যোতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ ।

এতং প্রাণিতমাত্রেন গ্রহণীং দ্রুস্তরাং জয়েৎ ॥

অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা ।

কামলাং পাণ্ডুরোগিঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ ॥

টঙ্গনাদ্যেভ্রিচূর্ণ মগস্ত্যান প্রভাবিতম্ ॥

টঙ্গনাদিচূর্ণ ।

মোহাগার খৈ, জীরা, মুখা, আকনাদী, বেলশুঠ, ধনে, বালা, শলুকা, দাড়িমফল, কুরচি, বরাহজাস্তা, খাইফুল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দাকচিনি, এলাচি, ভেঙ্গপত্র, মোচরস, ইন্দ্রযব, অজ, পারদ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে ; এবং এই চূর্ণ সমষ্টির তুল্য মাত্রায় জাতীফল গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পূর্বোক্ত চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ প্রত্যহ ১০ সিকিতোলা মাত্রায় সেবন করিলে দ্রুস্তর গ্রহণী, নানাবর্ণ অতীসার, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বিশেষতঃ মন্দাগ্নি সত্ত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে । এই টঙ্গনাদিচূর্ণ অগস্ত্য ঋষিকর্তৃক কথিত হইয়াছে ।

হিঙ্গুলাদি-চূর্ণম্ ।—

হিঙ্গুলং গন্ধকং শুদ্ধসূতকং টঙ্কণং তথা ।
 বোম্বং জাতীফলকৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্ ॥
 এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী ।
 নাগরং মজ্জলকাভ্রং ধাতক্যাতিবিষা তথা ॥
 শিগুজং শাল্মলীকৈবমহিফেনং পলাংশকম্ ।
 এতানি সমানাংশানি প্লাঙ্কচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
 খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ ।
 সংগ্রহগ্রহণীং হস্তি মন্দাগ্নিকং বিনাশয়েৎ ॥
 ধাতুরদ্ধিং বয়োৱদ্ধিং বলপুষ্টিং করোত্যপি ।
 হিঙ্গুলাদি চূর্ণমিদং মহাদেবেন নির্মিতম্ ॥

হিঙ্গুলাদিচূর্ণ ।

শোধিত হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, মোহাগার খৈ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জাতী-
 ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাচির বীজ, রক্তচিতার মূল, মুখা, গজপিপুল,
 শুষ্ঠী, বালা, অভ্র, খাইফুল, আতইস, মজিনার বীজ, মোচরস এবং অহি-
 ফেন ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একপল (৮ তোলা) করিয়া চূর্ণ করতঃ
 উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন ১ একমাষা করিয়া
 কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে, সংগ্রহগ্রহণী ও মন্দাগ্নি নিবারিত হয় ।
 এবং ইহা দ্বারা, ধাতুরদ্ধি, বয়োৱদ্ধি, বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এই
 হিঙ্গুলাদি চূর্ণ ঔষধ স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে ।

কঞ্চটাবলেহঃ ।—

গ্রন্থে পচেৎ কঞ্চট তালমূলোঃ,
 সিতাৰ্দ্ধগ্রন্থং শূতপান শেবে ।
 ততোহক্ষমাত্রানি সমানি দদ্যাৎ,
 চূর্ণানি সুধীর্বিধিবৎ তদেষাম্ ॥
 সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিলুং মুস্তাথ পিপ্পলী ।
 শক্রকাতিবিষাক্ষার সৌবর্জল রসাজ্জনম্ ॥
 শাল্মলীবেটককৈব সর্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ ।
 নীতেচ মধুমশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥
 অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ ।
 সর্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥

অল্পপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্বরূপিণম্ ।

বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাচ্ছূলমরোচকম্ ॥

কঞ্চটাবলেহ ।

কাঁচড়াদাম ১/২ দুইসের ও তালমূলী ১/২ দুইসের ; এই চারিসের ত্রব্য ১৬ ঘোলসের জল সহ পাক করিয়া ৪ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে । তদনন্তর উক্ত কাথ সহ ১/১ একসের ইক্ষুচিনি পাক করতঃ, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে—বরাহকাস্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঠ, মুখা, পিপুল, সিদ্ধিরপাতা, আতইচ, যবক্ষার, মচল-লবণ, রসায়ন ও মোচরস ; এই সকল ত্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে ; পরে পাক সমাপ্ত হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে । তৎপরে শীতল হইলে উহাতে ১/১০ একপোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । দোষ, বল, ও কালাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা নির্ণয় করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অল্পপিত্ত, সর্ববিধ উদররোগ, কোষ্ঠ জাত বিকারসমূহ, শূল এবং অকচি নিবারিত হয় ।

দশমূলীশুড়ঃ ।—

দশমূলী পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।

তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ শুড়তুলাং ভিষক্ ॥

আদ্রক স্বরসপ্রস্তুং দত্ত্বা যদগ্নিনা ততঃ ।

লেহীভূতে প্রদাতবাং চূর্ণমেবাং পলং পলম্ ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্ ।

হিঙ্গু ভল্লাতককৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্ ॥

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চবাং পঠৈব লবণানি চ ।

দত্ত্বা সূক্ষ্মতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥

কোলমাত্রং উতঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ ।

হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীষপি ॥

জামং সর্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা ।

মন্দানলভবং রোগং বিফলভং গুদজানি চ ॥

জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিশ্রং ভানুমানিব ॥

দশমূলীশুড় ।

বেল, শোণা, গাভারী, পাকল, গণিসারী, শালপাণী, চাকুলে, গোছুর, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ; এই সকল ত্রব্য সমভাগে সমস্তে ১২।০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ১২।৪ চৌষাটসের এবং পাকাবশেষ ১৬ ঘোলসের । এই কাথে

১২।। ০ সাড়েবারসের গুড় ও ৮ চারিসের আদার রস মিশ্রিত করিও; একত্র মৃদু অগ্নিসত্তাপে পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে; পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুষ্ঠী, হিজু, শোধিত ভেলার আঁঠি, বিড়ঙ্গ, বনধমানী, যব-ক্ষার, সাচিঙ্গার, রক্তচিতারমূল, চই, সৈন্ধবলবণ, গৌবর্জললবণ, বিটলবণ, মাগুত্বলবণ ও ঐস্তিূলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া চূর্ণ তৎ সহ মিশ্রিত করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক একটী স্নিগ্ধভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিবস ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মন্দ্যগ্নি, আমজগ্রহণী, সর্ব্ববিধ আমাশয়রোগ, সর্ব্বপ্রকার শূল, শোথ, প্লীহা, উদর, মন্দ্যগ্নিসম্ভূত রোগ সকল, বিকৃষ্ট, গুণ্ডজরোগ সমূহ এবং বহুকাল-স্থায়ী জ্বর, স্বর্ঘ্যাদরে অন্ধকার বিনাশের ত্রায় সম্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কল্যাণগুড়ঃ ।—

প্রহ্বত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্ত্বাৰ্দ্ধতুলাং গুড়স্য ।
চূর্ণীকৃতৈগ্রাহিক জীরচব্য ব্যোমেভকৃষ্ণা হবুষাজমোদৈঃ ॥
বিড়ঙ্গসিকুত্রিকলা যমানী পাঠাগ্নিধানৈশ্চ পলপ্রমাতৈঃ ।
দত্ত্বা ত্রিষচূর্ণপলানিচাক্ষাবষ্টৌ চ তৈলস্ব পচেষদযথাবৎ ॥
তৎ ভক্ষয়েদক্ষকলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্ঠং ত্রিগুণক্ষিযুক্তম্ ।
অনেন সর্ব্বগ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদ শোথাঃ ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরাগ্নেহঁতস্য পুংস্বস্য চ রুদ্ধিহেতুঃ ।
স্ত্রীণাঞ্চ বক্ষ্যাময়নাশনোহয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিক্টঃ ।
কল্যাণগুড় ।

আমলকীর রস ১২ বারসের এবং পুরাতন গুড় ৬০ ছয়সের একপোয়া ; এই দুইটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল মূল, জীরা, চই, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গজপিপুল, হবুষা, বনধমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, আমলকী, হরাতকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদী, রক্তচিতার মূল ও ধনে; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ও তিলতৈল ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং এলাচি, দাৰুচিনি ও তেজপত্রের মিলিত চূর্ণ ৩ তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও স্ত্রীদিগের বক্ষ্যারোগ বিনষ্ট হয়; এবং পুরুষগণের পুংস্বশক্তি (বহু শৃংগারে সক্ষমতা) সাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ ।—

কুষ্মাণ্ডকানাং রূঢ়ানাং সুশ্লিষ্মং নিফুলত্বচাম্ ।
সর্পিঃ প্রহ্লে পলশতং তাত্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী ।

ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানিচ ॥

ত্রিফলা চাজমোদাচ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্ ।

একৈকস্যা পলৈকৈব ত্রিরদষ্টপলং ভবেৎ ॥

তৈলম্য ৮ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব ত্ ।

প্রস্থৈহুতিভিঃ সমেতস্ত রসম্যামলকস্যা চ ॥

যদা দাক্ষী প্রলেপস্ত তদৈনমবতাচরেৎ ।

যথাশক্তি গুড়ীং কুর্যাৎ কর্কষাঙ্কমানতঃ ॥

অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তস্ত জরেদিমান্ ।

ভ্রূরান্ স্বহীরোগান্ কুষ্ঠান্যার্শোভগন্দরান্ ॥

জ্বরভ্রূর্ম হৃদ্রোগ গুল্মাদর বিষূচিকাঃ ।

কামনাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহাংশৈশ্চ বংশতিম্ ॥

প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দন্দ্রচর্ম্মহলীমকান্ ।

কফপিভানিলান্ সর্বান্ প্রকৃতাংশ্চ ব্যাপোহতি ॥

ব্যাধিক্ষীণা বয়োক্ষীণাঃ স্ত্রীষুক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ ।

তেমাং রম্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ ॥

গুড়কুয়াণ্ডকোণ্যম বদ্ধ্যানাং গৰ্ভদঃ পরঃ ॥

কুয়াণ্ডগুড কল্যাণক ।

ঔষধজিত স্রপক বেষ্ট্রে শুষ্কীকৃত কুয়াণ্ডবর্শা ১২।।০ মাডে বাবসেব পরি-
মাণে গ্রহণপূর্বক ৮ চাষিসের গব্যঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া, একটী তাম্রপাত্রে
কবিয়া পাক করিবে। অম্প পাক করা হইলে, তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল,
রক্তচিতার মূল, গর্জপপুল, ধুনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, আমলকী, হরীতকী,
বহেড়া, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কুম্ভজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ
৮ পল, তিলতৈল ৮পল; পুরাতনগুড় ৫০ পঞ্চাশপল এবং আমলকীর রস ১২
বাবসেব মিশ্রিতকরতঃ যথাবিধি পাক করিয়া, ঘন হইয়া আছিলে নামাইবে।
এই ঔষধ দ্বৈষ, বল ও কালাদি বিবেচনাপূর্বক ২ তোলা বা ১ এক তোলা
মাত্রায় মেবন করিলে ভ্রূরান্ গ্রহণী, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম,
উদর, বিষূচিকা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বংশতিপ্রকার প্রমেহ, প্লীহা, বাতরক্ত,
দন্দ্র, চর্ম্মরোগ, হলীমক, কফজ, পৈত্তিক ও বাতজ প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগ
নিবারিত হয়। এই ঔষধ ব্যাধিক্ষীণ, বয়োক্ষীণ ও সর্বদা স্ত্রীসন্তোগহেতু ক্ষীণ
ব্যক্তিদিগের পক্ষে রম্য, বলজনক ও বয়ঃস্থাপক এবং বদ্ধ্যানারোগের গৰ্ভপ্রদ।

ত্রিফলাদ্য মোদকঃ ।—

ত্রিফলা ত্রিকটু চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্ ।

যমান্যো হে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা ॥
 শতপুষ্পা বরীধানাং চাতুর্জাতং তথা তুগা ।
 মেথী জাতীফলং গ্রাহং প্রত্যেকং কর্হসম্মিতম্ ॥
 মধুকং বটপলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা ।
 গ্রহণীং হস্তাতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ॥
 অজীর্ণমামদোষক বিস্মৃচীমপি দারুণাম্ ।
 পুষ্টিং দেহন্ত জনয়েদ্ বলবর্ণাগ্নিহৃদ্বিকৃতং ॥
 বলীপলিতদৌর্বল্যং নাশয়েৎ কুশতামপি ॥

ত্রিফলাদ্যমোদক ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতারমূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পর্ণপত্র, শলুকা, শতমূলী, ধনে, এলাচি, দাফচিনি, নাগকেশর, তেজপাতা, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল ; এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ হইতোলা, মধু ৪৮ তোলা এবং এই সকল দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিস্মৃচিকা রোগ এবং বলিপলিত, দৌর্বল্য ও কুশতা নষ্ট হইয়া, দেহের পুষ্টি, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

অগ্নিকুমার-মোদকঃ ।—

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্পত্রং নাগকেশরম্ ।
 জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্ফলং পুষ্করং শঠী ॥
 এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকম্ ।
 ত্রিকটু বিলুকং ধান্যং জাতীফল লবঙ্গকম্ ॥
 নৈলজং কান্তুলোহঞ্চ কপূরং বংশলোচনং ।
 সমঙ্গতিবলা চাব্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ ॥
 অস্যা চূর্ণ সমা মেথী চূর্ণাঙ্কং বিজয়ারঙ্গঃ ।
 শর্করা মধু সংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
 কর্হমেকং প্রমাণস্ত ভক্ষয়েৎ প্রাতরুপ্তিতঃ ।
 শীততোয়ানুপানেন ছাগেন পরসাথবা ॥
 গ্রহণীং দুস্তরাং হস্তি শ্বাসং কাসমতীব চ ।
 আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্ ॥
 বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যক্ষ্ম-প্লীহোদরাণি চ ।

ইদ্র্যাদশকুষ্ঠানি ঐহীদোষনাশনম্ ॥

উদাবর্ত্ত গুল্মোদরাময়-বিনাশনম্ পরম্ ॥

অগ্নিকুমারমোদক ।

বেণাবমূল, বালা, মুখা, দাকচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, জীরা, কৃষ্ণজীবা, কঁকড়াশর্দী, কটফল, পুষ্কবমূল (অভাবে কুড়), শর্গী, এলাচীবীজ, জটা-মাংসী, রাস্না, তগরপাহুকা, শঁঠ, পিপুল, মবিচ, বেলশঁঠ, ধনে, জাতীফল, লবঙ্গ, শৈলজ, কাস্তুরী, কপূর, বংশলোচন, ববাহুকা, গোবক্ষচাকুলে, অজ, গুরামাংসী ও বঙ্গ ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সকল চূর্ণ সমষ্টির তুল্য মেথী চূর্ণ, অর্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ এবং দ্বিগুণ চিনি লইয়া মিশ্রিত কবিয়া, যথাবিধি পাকপূর্বক মধু মিশ্রিত কবতঃ মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক প্রতিদিন প্রাতঃকালে নীতলজল বা ছাগ্গৃহ্ন সহযোগে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে দ্রুতর ঐহী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, পুবা-তন ও বিষমজ্বর, বিবন্ধ, আনাহ, শূল, যকৃৎ, স্নীহা, উদব, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, ঐহীদোষ, উদাবর্ত্ত এবং গুল্ম ও উদবাময় বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠাদি-মোদকঃ ।—

কুষ্ঠং শুষ্ঠীচ জীরকং কৃষ্ণজীরকং পিপ্পলী ।

মরিচং ত্রিফলা ত্রুক্চ পত্রমেলা চ কেশরম্ ॥

লবঙ্গং শৈলৈরং শুভা চন্দনং শ্বেতচন্দনম্ ।

কাকৌলী ক্ষীরকাকৌলী জাতীকোষ ফলে তথা ॥

যক্তি মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী ।

ধন্যাকং দেবতাড়কং মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা ॥

শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ ।

সজলং নাঁলুকৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ॥

কপূরং বনিতা চৈব কুন্দখোটি সমাংশিকম্ ।

লৌহমল্লকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ ॥

এতানি সমভাগানি স্নিক্চূর্ণানি কারয়েৎ ।

সর্বচূর্ণং সমং দেয়ং কৃষ্ণজীরকচূর্ণকম্ ॥

সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।

স্বতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ ॥

ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় যথাদোষবলাবলম্ ।

গবাং সশর্করকৈব হনুপানং প্রযোজয়েৎ ॥

অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চ ত্বারিংশ্চ পৈত্তিকান্ ।

সৰ্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু রক্ষমিদ্ভাশমির্ষথা ॥
 নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্ ।
 শূলমক্টিবিধং হস্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্ ॥
 জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেবচ ।
 ক্রীণাকৈবানপত্যানাং দুর্বলানাঞ্চ দেহিনীম্ ॥
 পুষ্পরুং পুহ্লকৃষ্টৈব বলবর্ণকরং পরম্ ।
 সূতিকারে মৃদুগ্রং নাশয়েন্নাদ্র সংশয়ঃ ॥
 প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্যাস্তম ইবোদিতঃ ।
 দাহং সর্কাদ্ভিককৈব বাতপিণ্ডোথিতঞ্চ যৎ ॥
 অয়ং সর্বরোগচ্ছেদী কুষ্ঠাদিকৌ হি মোদকঃ ॥

কুষ্ঠাদিমোদক ।

কুড়, শ্ৰুং, জীর', কৃষ্ণজীর, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড', দাকচিনি, এলাচি, তেজপাত', নাগকেশর, লবঙ্গ, শৈলজ, বংশলোচন, বক্রচন্দন, স্তেচন্দন, কাকোলী, ক্ষীৰকাকোলী, জাতীফল জয়িত্রী, যক্ষিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুখা, মচললবণ, শগী, ধনে, দেবতাড, সুবামাংসী, কিম্বিস, নখী, শলুফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদাক, বালা, নালুকা, মৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, কপূৰ, প্রিয়ঙ্গু ও কুম্ভুবখোটা ; ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ভাগ ; লৌহ, অঙ্গ ও বঙ্গ, প্রত্যেকের ১ দুই ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ সম-
 ক্ষিপ সমান জীবাচূর্ণ এবং সমস্ত দ্রব্যেব সমান চিনি গ্রহণ করিবে।
 প্রথমে চিনি পাক করিয়া, যথাসময়ে চূর্ণগুলি তাহাতে মিশ্রণ পূর্বক
 নামাইবে। পরে শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রণ পূর্বক মোদক প্রস্তুত
 করিয়া লইবে। ইহা প্রাতঃকালে দোষ ও বলাবল বিবেচনাপূর্বক গব্যদুগ্ধ
 ও চিনি সহযোগে সেবন করিলে, ৮০প্রকার বাতজ্বরোগ ও ৪০প্রকার পৈত্তিক
 রোগ সকল ইন্দ্রদেবের বজ্রদ্বারা বৃক্ষ বিনাশের স্থায় নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া
 থাকে। এবং ইহা দ্বারা নানাবর্ণ অতীসার, বিশেষত' আমাতিসার, অক্টিবিধ-
 শূল, চিরোদ্ভূত অর্শরোগ, জীর্ণজ্বর, সততকবিষমজ্বর, অত্যাগ্ৰসূতিকারোগ,
 প্রদর, সর্কাদ্ভিক বায়ু ও পিত্তজনিত দাহাদিরোগসমূহ বিনষ্ট হয়। আর
 এই ঔষধ বক্ষ্যানারীগণের আর্তব ও পুত্রোৎপাদক এবং দুর্বল দেহিদিগেব
 বল ও বর্ণপ্রসাদক। এমন কি এই কুষ্ঠাদিমোদক সর্বপ্রকার ব্যাধিনাশক।

জীরকাদি মোদকঃ ।—

পলাংকুম্বিতং জীরং শ্লক্ষুচূর্ণীকৃতং শুভম্ ।
 তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভজ্জিতং বস্ত্রপূতকম্ ॥
 অল্পশ্চূর্ণং তথা বঙ্গমজ্জকং কর্ঘমানতঃ ।

মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষ ফলে তথা ॥

ধান্যকং ত্রিফলাচৈব চাতুর্জাতলবঙ্গকম্ ।

শৈলেয়ং চন্দনং দ্বৈ চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা ॥

টঙ্গণং কুন্দুরিষ্মি তুগা কক্কোলবালকম্ ।

• গাঙ্গেরুশ্মিকটুশৈব ধাতকী বিলম্বজ্জুনম্ ॥

শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্ ।

জীরকং শালুলশৈব কটুকা পদ্মনালকে ॥

এষাং কর্ণময়ং চূর্ণং গৃহীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ।

শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্মিতম্ ॥

খাদেৎ কর্ণময়ং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুপ্তিতঃ ।

শীততোয়ানুপানেন সর্বগ্রহণিকাং হরৎ ॥

আমদোষারূতে পিণ্ডে বহিমান্দ্যে তথৈব চ ।

রক্তাতিসারেহতিসারে প্রযোজ্যং বিষমজ্বরে ॥

শশঙ্কং গস্তুরিং ঘোরং সদ্যো হন্তি ন সংশয়ঃ ।

অম্লপিত্তকৃতং নোষমুদরং সর্বরূপিণম্ ॥

• সর্বাতীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।

একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা ॥

বিকারং কোষ্ঠজকৈব হন্তি শূলমরোচকম্ ॥

জীরকাদিমোদক ।

৮ পল জীরাচূর্ণ ; ভর্জিত বস্ত্রপূত সিদ্ধিচূর্ণ ৪ পল ; লৌহ, বঙ্গ, অজ, মৌরী, তালীশপত্র, জাতীকল, জৈত্রী, ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নাগকেশর, এলাচি, অকুচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, খেত-চন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, টঙ্গণ, কুন্দুরখটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশুঠ, অর্জুন, শলুক, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরম, কটুকা ও পদ্মের ডাটা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ও এই সমস্তের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথমে চিনিপাক করিয়া, তাহাতে উক্তচূর্ণগুলি নিক্ষেপপূর্বক পাক করিবে। তাৎপরে শীতল হইলে মধু ও ঘৃত দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিনি ২ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিলে সর্ববিধ গ্রহণী, আমদোষসংযুক্ত পিত্তাতিসার, শশঙ্ক রক্তাতিসার, অতীসার, গস্তুর ঘোর-তর বিষমজ্বর, অম্লপিত্তরোগ, সর্ববিধ উদররোগ, সংগ্রহগ্রহণী, একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রৈদোষিক কোষ্ঠজবিকারসমূহ, শূল ও অকুচিরোগ নিবারিত হয়।

কন্দৰ্প-মোদকঃ ।—

ত্ৰৈলোকা বিজয়াপত্রং সবীজং স্নাতভৰ্জিতম্ ।

সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্ৰণম্ ॥

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠ ধান্যক সৈন্ধবম্ ।

শঠী তালীশপত্রঞ্চ কটুফলং নাগকেশরম্ ॥

অজমোদা যমানীচ যষ্টিমধুকমেবচ ।

মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা সূক্ষ্মচূর্ণিতম্ ॥

যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্ ।

তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্ ॥

স্নাতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।

ত্রিসুগন্ধি সমায়ুক্তং কপূরেণাধিবাসয়েৎ ॥

স্ফাপয়েদ্ স্নাতভাণ্ডে চ শ্রীমৎকন্দৰ্পমোদকম্ ।

ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় বাতশ্লেষ্মবিনাশনম্ ॥

কাসস্ত সৰ্ব্বশূলশ্ৰমামবাতবিনাশনম্ ।

সৰ্ব্বরোগহরো হ্যেব সংগ্রহগ্রহণীহরঃ ॥

এতস্য সততাভ্যাসাদ রুদ্ধোহপি তরুণায়তে ।

ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রদ্ধা বাসুদেবে জগৎপতো ॥

এষ কামবিরুদ্ধার্থং নারদৈঃ প্রতিপাদিতঃ ।

তেন লক্ষং বরশ্রীণাং রোমে স যদুনন্দনঃ ॥

কন্দৰ্পমোদক ।

দুগ্ধসিদ্ধ ও স্নাতভৰ্জিত সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা ; শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, ধনে, সৈন্ধবলবণ, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কটুফল, নাগকেশর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা অর্থাৎ সমুদায়ে ২১ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের তুল্যপরিমাণ অর্থাৎ ৪২ তোলা চিনি লইবে। প্রথমে চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় জল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গাঙ্গণ পাক করিয়া লইবে ; তৎপরে তাহাতে উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থগুলি নিক্ষেপ করিয়া ঘন হইলে চূর্ণী হইতে নামাইবে। তদনন্তর ঐ লেহন পদার্থে দাক-চিনি, এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ও অঙ্গাঙ্গণ মাত্রায় কপূর এবং স্নাত ও মধু বর্ষামাত্রায় নিক্ষেপ করতঃ, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এবং ১ তোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিয়া একটী স্নাতভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই মোদক যাত্রা বিবেচনার প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মরোগ, কাস, সৰ্ব্বশূলশ্রম, আমবাত, সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার

রোগ জিনক্ট হয় । এমনকি এই ঔষধ বৃদ্ধ ব্যক্তি নিরন্তর ব্যবহার করিলে, সত্ত্বর
ওকণ্ঠ লাভ করিতে পারে । নারদাদি মহর্ষিগণ ব্রহ্মার প্রমুখ্যে এই ঔষধের
গুণের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, কাম বুদ্ধির জন্ত জগৎপতি বাসুদেবের প্রতি এই
ঔষধ প্ররোগ করেন ; এই নিমিত্তই বহুনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ বরজীকে রমণ
কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

মহাকামেশ্বর-মোদকঃ ।—

সম্যাক্মারিতমব্রকং কট্ফল কুঠাংগগন্ধারুতা-
মেথী মোচরসো বিদারী মুসলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ ।
রস্তা কন্দশতাবরীত্বজমুদা মাংসী তিলা ধান্যকম্-
শঠী নাগবলা কচুর মদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্ ॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং-
চাতুর্জাত পুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শঠী বালকম্ ।
শাল্মাল্যাজি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সর্বং চূর্ণয়েৎ-
চূর্ণাংশা বিজয়া মিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্ ॥
কষাংশা গুড়িকার্ককর্মমথবা সেব্য্য সদা কাসিভিঃ-
সেবাং ক্ষীরমিতং সুবীর্ষ্যকরণং স্তম্ভেহপায়ং কাসিনাম্ ।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহুব্ধনাঙ্গাবণঃ-
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্বাময়ান্ ॥
কামাখ্যাম মহাতীসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো-
দুর্গামগ্রহণী প্রমেহনিবহ শ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ ।
নিত্যানন্দকরো বিশেষকবিতা বাচাং বিনাশোদ্ভবং-
ধন্তে সর্বগুণং মহাহিরমতো বালো নিতান্তোৎসবঃ ॥
অভ্যাসেন নিহন্তি স্নাত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ-
সর্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ ত্রিনিত্যনাথেন সঃ ।
রুদ্ধানাং মদনোদয়চরকরঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে-
সিংহোহয়ং সমদৃষ্টি প্রত্যয়করো ভূতৈঃ সমাসেব্যাতাম্ ॥

মহাকামেশ্বরমোদক ।

সম্যাক্মারিত অর্জ, কট্ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমি-
কুস্মাণ্ড, তালমুলী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, রস্তাকন্দ, শতাবরী, বনযমানী,
জটাম্বী, তিল, ধনে, শঠী, গোরক্ষচাকুলে, মদনফল, জাতিকল, সৈন্ধব-
লবণ, বামনহাটী, কাকড়াশুকী, শুঠী, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্ত-
চিটা, এলাচি, নাগকেশর, তেজপত্র, দাকচিনি, পুনর্নবা, গজপিপুল, বিস-

মিস, শঠী, বালা, মিমুলমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, এবং অঙ্গুরী-
বীজ ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ ; ইহাদের সমান সিদ্ধিচূর্ণ এবং সকলের
দ্বিগুণ চিনি লইয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রণপূর্বক মোদক
প্রস্তুত করিবে। এই মোদক রোগাশুসারে বিবেচনাপূর্বক ২তোলা বা ১তোলা
পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা স্রুবীর্ষ্যকারী, কামুকদিগের বীর্ষ্যসুপ্তনকর,
বামাদম্বকর, অত্যন্তসুখপ্রদ, বহু অঙ্গনাশ্রাবক, ক্ষীণব্যক্তির পুষ্টিজনক, ক্ষত,
ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও অতীসাররোগনাশক, কাম ও অগ্নি উদ্দীপক, অর্শঃ,
গ্রহণী, প্রমেহসমূহ ও শৈশ্বাধিকারোগ বিনাশক, নিত্যানন্দকর, কবিতা-
শক্তি ও বিলাস উৎপাদক, বালকগণের স্থিরমতিত্ব প্রদায়ক, রুদ্ধগণের
মদনোদয়কারী এবং সাক্ষাৎ প্রোঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে সিংহস্বরূপ। অতএব ইহা ভূপ-
গণের নিরত সেবনীয়। এই পরমহিতৈষী মহা কামেশ্বর মোদক ত্রিনিতা-
নাথু কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কামেশ্বর-মোদকঃ ।—

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কটুফল কণাশুষ্ঠী যমানীদ্বয়-
যক্তি জীরকযুগ্মধান্যক শঠী শৃঙ্গী বচাকেশরম্ ।
তালীশং ত্রিশুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষমেতিঃ সমং-
চূর্ণীকৃত্য মনাক্ সবীজ সহিতং ভূত্বা তু শক্রাশনম্ ।
সর্কেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং যত্রাং ভিষঙ্ নিক্ষিপেৎ-
ক্ষৌদ্রকাপি ঘৃতং প্রশস্তদিবসে কুর্যাচ্ছ ভান্ মোদকান্ ।
কপূরৈরচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্ ভিজ্জিতান্-
গোপেয়াং ক্রিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ ।
আধিব্যাধিহরঃ ক্ষয়হরঃ কুলাপহো রুংহণঃ-
স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিরুদ্ধিপ্রদঃ ।
কামশ্বাসবলাশ রোগনিচয় প্রধ্বংসনঃ প্রার্থিনাং-
প্রোক্তো ব্রহ্মসুভেন সর্বসুখদঃ কামেশ্বরোঃ মোদকঃ ।
স্ত্রীগণপরিহীণঃ সর্বশাস্ত্র প্রবীণঃ-
কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ ।
বিগত সকলভীতিগীতবাদ্যাদ্জনীতি-
র্ভবতি ভুবি সদেবো যেন ভক্তঃ প্রযত্নাৎ ।
রজসি যুবতিখেলা সম্পূটাকর্ষহর্ষাদ্-
গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতুহলেন ।
যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবধান্তে-

- সুরতরভসমুচ্চৈ নষ্টকামং প্রকামম্ ।
- যস্মান্নবা রহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীৰ্য্যবান্-
যস্মাদ্ভ্যদ দাক্ষিণাত্য যুবতীসন্তোগ কোতুহলী ।
- যস্মাৎ কাব্যকুতুহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া-
শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ ॥

দ্বিতীয় কামেশ্বরমোদক ।

আমলকী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, কটফল, পিঙ্গলী, শুষ্ঠা, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শর্গী, কাকড়াশর্দী, বচ, নাগকেশর, তালীশপত্র, তেজপত্র, দাকচিনি, এলাচি ও মরিচ ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, ভর্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সমান ও সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু এবং কিঞ্চিৎ কপূর ও কৃষ্ণতিলচূর্ণ মিশ্রণপূর্বক প্রশস্তদিবসে মোদক প্রস্তুত করিবে । বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই ঔষধ পায়ণদিগের সম্মুখ হইতে গোপনে রাখিবেন । এই মোদক আধি (মানসিকরোগ) ও ব্যাধি নাশক, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগ-বিনাশী, হৃৎহণ, স্ত্রীদিগের মস্তোষ ও মুখদ্র্যতিজনক, শুক্র ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক, কাস, শ্বাস ও কফরোগসমূহ নিবারক, এমন কি দক্ষরাজ্য কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, ইহা সর্ববিধ সুখপ্রদায়ী । যে ব্যক্তি ইহা অত্যন্ত ভক্তি ও ষড়্ সহকারে ভোজনের পূর্বে বা অন্তে সেবন করে, তাহার দুষ্টি এই নষ্ট হয়, সর্বশাস্ত্রে প্রবীণতা জন্মে, বিমল কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়, কন্দর্পের আয় সন্দের যুক্তি হয়, সর্ববিধ ভয় দূর হয়, গীত, বাদ্য ও নীতিবিষয়ে পারগতা জন্মে, নিরতিশয় আনন্দ ও কেলি কোতুহল সহকারে যুবতীগণসহ সুরতক্রীড়ায় অভিলাষ জন্মে এবং সুরতপ্রসঙ্গে নষ্টকামের উদ্দীপন করে । যখন এই মোদক সেবন দ্বারা নব্য রহস্পতির আয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতি বীৰ্য্যবৃদ্ধি, যুবতীসন্তোগে কোতুহল, কাব্যকোতুহল এবং সুকবিতা জন্মে ; তখন ইহা প্রতিদিন ক্ষিতিতলে মানবগণের সেবন করা অতীব উপযুক্ত ।

স্বপ্পচুক্রম্ ।—

- যক্ষস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সপ্তভুক্ষোদ্রকাঞ্জিকম্ ।
- ধান্যরাসৌ ত্রিরাত্রহঃ শুক্লং চুক্রং তদুচ্যতে ॥
- দ্বিগুণং গুড়মধ্বারণাল যস্তক্রমাদিহ ।
- পীতেনৈতেন নশ্বতি বাতশ্লেষ্মগ্রহণ্যাदीন্ ॥

স্বপ্পচুক্র ।

• দধির মাত ৮ ভাগ, ইক্ষু গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং ৪ ভাগ কাঁজি ; এই দ্রব্য চটুকের গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটী বিশুদ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া তিন দিন অহোরাত্র ধাতুরাশির মধ্যে সংস্থাপন করিবে । তদনন্তর

তিন দিন পরে তাহা ধাত্তরাশি হইতে উঠাইয়া লইবে । এই তরল পদার্থকেই শুক্ক বা চুরু বলে । ইহা দ্বারা বাতজ, কফজ, গ্রহণী আদি বিবিধরোগ বিনষ্ট হয় ।

রহচ্চক্রম্ ।—

প্রস্থং তণ্ডুলভোরতস্তম্বজলাং প্রস্থত্রয়ং চান্নতঃ ।
 প্রস্থার্দ্ধং দধিতোহন্নমূলক পলান্যকৌ গুড়ান্নানিকে ॥
 মানৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাং দ্বৈ সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে ।
 দ্বৈ কৃষ্ণোষণয়োনির্শাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে ॥
 স্নিগ্ধে ধান্যমবাদিরাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েৎ ।
 গ্রীষ্মে তোরধরাভায়ে চ চতুরো বর্ষাষু পুষ্পাগমে ॥
 সটশীতেহষ্টদিনান্যতঃ পরমিদং বিপ্রাভ্য সঞ্চূর্ণয়েৎ ।
 চাতুর্জাতপলেন সংহিতমিদং শুক্কঞ্চ চুরুঞ্চ তৎ ॥
 হন্যাদ্বাতকফামদোষজনিতান্নানাবিধানাময়ান্ ।
 দুর্নামানিলগুলুশূলজঠরান্ হত্বানলং দীপয়েৎ ॥

রহচ্চক্র ।

তণ্ডুলোদক /৪ চারি সের, তুষজল (অভাবে কাঁজি) ১২ বার সের (তুষের সহিত যব জলে ভিজাইয়া, তুষজল ওস্তত করিতে হয়), অন্ন দধি /২ দুই সের, তন্নমূলক (কাঁজির নিম্নস্থ বস্ত্রবিশেষ) /১ এক সের, ইক্ষু শুড় /২ দুই সের, ত্বক্বর্জিত আদার খণ্ড /২ দুই সের, তৈক্কবলবণ চ তোলা (১০ অর্দ্ধ পোয়া), কৃষ্ণজীরা /১০ অর্দ্ধ পোয়া, পিপুল /১০ অর্দ্ধ পোয়া, মরিচ /১০ অর্দ্ধ পোয়া ও হরিদ্রা /১০ এক পোয়া ; এই সকল দ্রব্য লইয়া একত্র মিশ্রণপূর্বক, একটী সুদৃঢ় বিশুদ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে । তৎপরে ঐ ভাণ্ড ধাত্তরাশি বা যবরাশির মধ্যে গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে তিন দিন, বর্ষাকালে চারি দিন, বসন্তকালে ছয় দিন অথবা শীতকালে রাখিতে হইলে আট দিবস রাখিয়া, পরে ঐ ভাণ্ড ধাত্তরাশি বা যবরাশির মধ্যে হইতে উত্তোলনপূর্বক একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া, গিটে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিবে । এই পদার্থকেই রহচ্চক্র বা রহচ্চক্র বলা যায় । এবং উহাতে দাকচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও নাগকেশর ; ইহাদের ততোকের চূর্ণ ২ তোলা দিয়া পান করিলে বাত, কফ, আমদোষজনিত বিবিধরোগ, অর্শঃ বাতজগুল্ম ও শূলরোগ নষ্ট হইয়া ঔদরিক অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ।

তক্রারিস্টম্ ।—

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশকম্ ।

লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

তক্রকং সামুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ ।

দীপনং শোথগুল্মার্শঃ ক্রিমিমোহোরূপহম্ ॥

তক্রারিষ্ট ।

যমানী, আমলকী, হরীতকী, মরিচ ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক ৩ পল অর্থাৎ ২৪ তোলা করিয়া, পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চললবণ, বিটলবণ, সামুত্রলবণ ও উদ্ভিদলবণ, এই সকল প্রত্যেক ১ পল (৮ তোলা) অর্থাৎ মিলিত ৪০ তোলা অহণপূর্বক, উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একটী ভাণ্ডে ১৬ ঘোল সের তক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাণ্ডটির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে । পরে উত্তমরূপে অন্নরস ভাবাপন্ন হইলে, উক্ত ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া ১ একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া, জলীয় ভাগ অহণ করিবে । এই পদার্থকেই তক্রারিষ্ট বলা যায় । ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, অগ্নির উদ্দীপন হয় ; এবং শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, কৃমি, মেহ এবং উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি বিধংসিত হইয়া থাকে ।

মরিচাদ্য-স্বতম্ ।—

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা ।

ভল্লাতকং যমানীচ বিড়ঙ্গং হস্তিপ্পলী ॥

হিঙ্গু সৌবর্চললব্ধব বিড়সৈন্ধব চবাথ ।

সামুদ্রং সমবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ ॥

এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈহ্ন ত প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

দশমূলী রসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥

মন্দাগ্নীনাং হিতং সিদ্ধং গ্রহণীদোষনাশনম্ ।

বিষ্ণুস্তমামং দৌর্বল্যাং গ্লীহানমপকর্ষতি ॥

কাসং শ্বাশ্বং ক্ষয়ৈক্বেব দুর্নাস ভগন্দরম্ ।

কফজান্ হস্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসত্ত্বান্ ॥

ভান্ সর্বান্ নাশয়ত্যাশু শুক্লং দার্কবনলো যথা ॥

মরিচাদ্যস্বত ।

প্রথমতঃ পর্বা স্বত ১/৩ সের, দ্বিগুণ অর্থাৎ ১/৮ আট সের জল এবং মরিচ, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, শোধিতভেলার আঙ্গী, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজ-পিপুল, হিঙ্গু, সৌবর্চললবণ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, চই, সামুত্রলবণ, যবক্ষার, রক্তচিতারমূল এবং বচ ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা করিয়া অহণ-পূর্বক উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, কলসরূপে প্রদানপূর্বক পাক করিবে । পরে অল্প পরিমাণে জল থাকিতে সামাইয়া কলসগুলি ছাকিয়া, পুনর্বার ১/৮ আটসের দশমূলীর কাথ সহ পাক করতঃ, শেষ পাকের লক্ষণগুলি একা-শিত হইলে, চুলী হইতে নামাইয়া বস্ত্রপুত করিয়া স্বত লইবে । এই স্বত

উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে মন্দাঘ্নি, গ্রহণীদোষ, বিকৃত্ত, আমদোষ, দৌর্বল্য, প্লীহা, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শঃ, ভগ্নদর, ককজরোগ, বাতজরোগ, এবং ক্রিমিসত্ত্ব ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ যেমন শুষ্ককাষ্ঠসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ এই নরিচাদা-স্বত সমস্ত রোগকে ধ্বংস করে।

মহাষট্‌পলকং-স্বতম্ ।—

সৌবর্জলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুযাং বীচাং ।

অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমোদ্ভিদম্ ॥

কৃকাজাজী মভুতীকং কল্কীকৃত্য পলাঙ্কিকম্ ।

আদ্রকশ্চ রসং চুক্রং ক্ষীরং মস্তুরকাঞ্জিকম্ ॥

দশমূলকষারেন স্বতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

ভক্তেন সহ দাতবাং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ ॥

ক্রিমিপ্লীহোদরাজীর্ণ জ্বরকুষ্ঠপ্রবাহিকাম্ ।

বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্যাচ্ছূলমরোচকম্ ॥

পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্বল্যাং গ্রহণীগদম্ ।

মহাষট্‌পলকং নাম বৃক্ষমিন্দ্রাশিঃ স্থিৎ ॥

মহাষট্‌পলকস্বত ।

প্রথমতঃ গব্যস্বত /৪ চারিসের ; এবং তৎসহ ফল্কার্থ মচললবণ ৪ চারি-
তোলা, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলগূল, চই, রক্তচিতারগূল ও শুষ্ঠী) মিলিত
৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৪ তোলা, হবুযা ৪ তোলা, বচ ৪ তোলা, বনযমানী
৪ তোলা, যবক্ষার ৩ তোলা, হিঙ্গু ৪ তোলা, জীরা ৪ তোলা, ঔদ্ভিদলবণ
৪ তোলা, কৃকাজীরা ৪ তোলা এবং যমানী ৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য ও জল
/৮সের মিশ্রিত করিয়া পাককরতঃ, অগ্নি জল থাকিতে নামাইয়া, কল্কগুলি
ছাকিয়া ফেলিবে। তদনন্তর আদাররস /৩ চারিসের, চুক্র /৪ চারিসের, দুগ্ধ
/৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, অম্লকাজি /৪ চারিসের ও দশমূলের
কাথ /৪ চারিসের দিয়া পাক করিয়া, শেষ পাকের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, চুল্লী
হইতে নামাইবে। এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া স্বত গ্রহণ করিবে। এই স্বত
উপযুক্ত মাত্রায় অমের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত পান করিলে, ক্রিমি, প্লীহা,
উদর, অজীর্ণ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রবাহিকা, বাতরোগ, শ্লেষ্মরোগ, শূল, অকচি, পাণ্ডু-
রোগ, ক্ষয়, কাস, দৌর্বল্য এবং গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। এমন কি যেমন ইজ্র-
দেবের বজ্রদ্বারা বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই মহাষট্‌পলক স্বত দ্বারা
সমস্ত রোগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বিলাদি-স্বতম্ ।—

বিলাঘ্নি চব্যাদ্রক শৃঙ্গবেদ-

কাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্ ।

সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোথ-
শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্বরিষ্ঠঃ ।

বিলাদিদ্রুত ।

গব্য স্নাত ১৩ চারিসের, কল্কার্থ বেলশুঠ, চই, আদা, রক্তচিতা ও শূঙ্গ
বের (শুঙ্গ শুষ্ঠীর জায় বস্তু) ; এই সকল বস্তু সমুদায়ে ১ একসের ; উত্ত
বেলশুঠ প্রভৃতির কাথ ১২ বারসের এবং ছাগদুগ্ধ ১৪ চারিসের । এই সকল
দ্রব্যের সহিত যথা নিয়মানুসারে স্নাত পাক করিগা লইবে । এই স্নাত উপযুক্ত
মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে গ্রহণীরোগসম্ভূত শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অকর্ষি
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

চান্দ্রেরী-স্নাতম্ ।—

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী ।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিলুং পাঠা যমানিকা ॥
চান্দ্রেরী স্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরৈতৈ বিপাচয়েৎ ।
চতুর্গুণেন দধ্বা চ তদ্ স্নাতং কফবাতনুৎ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছং প্রবাহিকাম্ ।
শুদভ্রংশার্তিমানাহং স্নাতমেতদ্ব্যপোহতি ॥

চান্দ্রেরীস্নাত ।

গব্য স্নাত ১৪ চারিসের ; কল্কার্থ শুষ্ঠী, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল,
হস্তিপিপ্পলী (চই), গোছুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঠ, আকনাদি ও যমানী ;
এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ একসের, আমকলশাকের রস ১৬ ঘোলসের এবং
দধি ১৬ ঘোলসের । এই সকল দ্রব্যের সহিত যথা নিয়মে স্নাত পাক করিগা,
উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে কফ, বাত, অর্শঃ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ,
প্রবাহিকা, শুদভ্রংশ (হালীশ) ও আনাহরোগ নষ্ট হয় ।

চিত্রক স্নাতম্ ।—

চিত্রককাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শূতং হবিঃ ।
শূলুশোথোদরপ্লীহ শূলাশোথং প্রদীপনম্ ॥

চিত্রকস্নাত ।

গব্যস্নাত ১৪ চারিসের ; কল্কার্থ রক্তচিতারমূল ১ একসের এবং রক্ত
চিতার কাথ ১৬ ঘোলসের ; এই সকল দ্রব্য সহযোগে স্নাত পাকপূর্বক
উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে শূল, শোথ, উদর, প্লীহা, শূল ও
অর্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিলুগর্ভ-স্নাতম্ ।—

মসুরস্য কষায়োণ বিলুগর্ভং পচেদ্ স্নাতম্ ।
হস্তি কৃক্যাময়ান্ সর্কান্ গ্রহণীপাণ্ডু কামলাঃ ॥

প্রোগ-চিহ্নাধিনিঃ ।

বিলগর্তস্থত ।

গব্যস্থত /৪ চারিসের, মস্থের কাথ ১৬ যোলসের এবং কল্কার্ণ বেলশুঠ /১ একসের, এই সকল দ্রব্যসহ স্থতপাকপূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ সহ-
যোগে পান করিলে, কৃষ্ণিগত সৰ্ব্বপ্রকার রোগ, বিশেষতঃ গ্রহণী, পাণ্ডু ও
কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মস্থের কাথ প্রস্তুত প্রণালী—মস্থর দাইল ১ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা পুটলী-
রূপে বাঁধিয়া, ঐ পুটলীস্থিত মস্থর দাইল সিদ্ধ করতঃ কাথ প্রস্তুত করিয়া
লইবে ।

শুষ্ঠী-স্থতম্ —

বিধৌষধস্য গর্ভেণ দশমূলজলে শৃতম্ ।

স্থতং নিহন্যাচ্ছূয়থুং গ্রহণীং সামতায়াম্ ॥

শুষ্ঠীস্থত ।

গব্যস্থত /৪ চারিসের, কল্কার্ণ কুষ্ঠিতশুষ্ঠী /১ একসের, এবং বেল,
শোণা, গাস্তারী, গোকুর, পাকল, গনিয়ারী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কন্টকারী ও
শালপানী ; এই সকল দ্রব্যের কাথ ১৬ যোলসের ; এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে
স্থত পাকপূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ পরিমিত দুগ্ধসহ সেবন করিলে,
শোথ এবং গ্রহণী নাড়ীর আশ্রিত আমদোষ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বিলু-তৈলম্ ।—

তুলার্দ্ধং শুকবিলুস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ ।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥

আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থং মারগালং তথৈব চ ।

তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ ॥

ধাতকী বিলুশুষ্ঠীঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা ।

ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজগিপ্পলী ॥

দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী ।

তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীরগগন্তথা ॥

এষামর্দ্ধপলানু ভাগানু পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিষা ।

এতদ্ধি বিলুতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে ॥

গ্রহণীং বিবিধাং হস্তি হৃতিসারমরোচকম্ ।

সংগ্রহগ্রহণীং হস্তি চার্শাসামপিনাশনম্ ॥

শ্লীপদং বিবিধং হস্তি চান্নরুদ্ধিং বিনাশয়েৎ ।

কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাস্ত্র ব্যপোহতি ॥

কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্ ।

মক্লশূলশমনং স্মৃতিকাতঙ্কনাশনম্ ॥
 মূঢ়গর্ভে চ দাতব্য মূঢ়বাতানুলোমনম্ ।
 শিরোরোগহরৈকৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্ ॥
 রঞ্জোদ্ভূতাশ্চ বা নার্যো রৈতোদ্ভূতাশ্চ যে নরাঃ ।
 তেহপি তারুণ্যশুক্ৰাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥
 বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ ।
 বিলুতৈলমিতিখ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্মিতম্ ॥

বিলুতৈল ।

তিলতৈল /৪ চারিসের ; কাথার্খ বেলশ'ঠ /৬।০ ছয়সের একপোয়া ও দশমূল মিলিত /৬।০ ছয়সেব একপোয়া, পাকার্খ জল ১।।৪ একমণ চক্ষিশ-সের, শেষ ১৬ বোলসের , আদাররস /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের ও দুধ /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশ'ঠ, শটী, বান্না, পুনর্ববা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, বজ্রচিতারমূল, গজপিপুল, দেবদাধ, বচ, কুড়, মোচরস, কটুকী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রুদ্রি এবং ঋদ্রি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা মূত্র অগ্নিসংযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে । এই তৈল গাত্রাদিতে মর্দন করিলে মন্দাঘ্নি, বিবিধপ্রকার গ্রহণী, অতীসার, অকচি, সংগ্রহগ্রহণী, অশ' , বিবিধপ্রকার স্লীপদ, অস্ত্ররুদ্রি, কফ-বাতজসম্ভূত শোথ, জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, পাণ্ডু, মক্লশূল, স্মৃতিকারোগ, মূঢ়গর্ভ, মূঢ়বাত, শিবোরোগ ও স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয় । এই তৈল ব্যবহার দ্বারা নারীগণের দ্রুতি আর্তব বিশোধিত হয়, পুরুষগণের দূষিত শুক্র সংশোধিত হইয়া শরীরে বলোপচয় হয়. এবং বন্ধ্য স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হইয়া শূর, পণ্ডিতত্বা পুত্র উৎপন্ন হয় । এই বিলুতৈল আত্রেয় ঋষি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে ।

দাড়িমান্দ্য-তৈলম্ ।—

দাড়িমত্ত্বগ্জলং ধান্যং বৎসকস্যতুচ্ছত্বা ।
 প্রত্যেকমাঢ়কং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেদ্বিষক্ ॥
 চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢ়কমস্মিতম্ ।
 পচেতৈল্লাঢ়কে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্নরঃ ॥
 ত্রিকটু ত্রিকণা মুস্ত চব্য জীরক সৈন্ধবম্ ।
 চাতুর্ভূজাতং যধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্ ॥
 জাতীকৌষফলে ধান্যং যমান্যো বালকং তথা ।
 কণ্ঠাতিবিষা ভেকী শৃঙ্গাটং রহতীদ্রয়ম্ ॥
 আত্মজমুত্বঃ পর্ণ্যো সমঙ্গেন্দ্রযবৌ বরী ।

ধাতকী বিলম্বোচ্চ মুসলী বৎসকং বলা ॥
 শ্বদংক্রী লোপ্রপাঠাশ্চ কাষ্টং খাদিরমেবচ ।
 অমৃত শালুলীত্বক্চ সৰ্বমর্দ্বপলোন্মিতম্ ॥
 পিষ্টা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েদুদ্ভাঘ্নিনা ।
 গ্রহণে হন্তি দুৰ্দ্ধারাং প্রমেহানপি বিংশতিম্ ॥
 অর্শাংশি বড়বিধানোব নাশয়েন্নাত্ সংশয়ঃ ॥

দাড়িমাতৈল ।

তিলতৈল ৮ চারিসের । কাথার্থ দাড়িমফলের ছাল ৮ সের, পাকার্থ জল ১১৪ একমণ চক্ষিশসের, শেষ ১৬ বোলসের ; বালা ৮ আটসের, পাকনিমিত্ত জল ১১৪ একমণ চক্ষিশসের, শেষ ১৬ বোলসের ; ধনে ৮ আটসের, পাকার্থ জল ১১৪ একমণ চক্ষিশসের, শেষ ১৬ বোলসের ; কুরচির ছাল ৮ আটসের, পাকনিমিত্ত জল ১১৪ একমণ চক্ষিশসের, শেষ ১৬ বোলসের এবং তক্র ৮ আটসের । কল্কার্থ শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, চই, জীরা, মৈন্ধবলবণ, নাগকেশর, দাকচিনি, তেজপত্র, এলাচি, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, যায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতাইচ, খুলকুড়ী, পাণীফল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, আশ্রের ছাল, জামের ছাল, শালপানী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইল্লযব, শতমুলী, ধাইফুল, বেলশুঠ, মোচরস, তালমুলী, কুরচি, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খাদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ এবং সীমুলছাল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ চারিতোলা করিয়া গ্রহণপূর্বক তণ্ডুলোদক সহ কুটিয়া লইতে হইবে । এই সকল দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া, গাত্রাদিতে মর্দন করিলে দুৰ্দ্ধরাগ্রহণী, বিংশতি (২০) প্রকার প্রমেহ এবং বড় বিধ (৬ প্রকার) অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্ ।—

ধন্যাকং ধাতকী লোপ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা ।
 উল্লীরং মুস্তককৈব জল মোৎ রসাজ্জনম্ ॥
 বিলুং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্ ।
 শুভ্রচীন্দ্রযবশাখা পদ্মকং কটুরাহিণী ॥
 তগরং জটিল ভৃঙ্গং কেশরাজং পুনর্গবা ।
 আশ্র জম্বু কদম্বামাং ত্রুচঃ কুটজ-বল্কলম্ ॥
 যমানী জীরককৈবাং কার্ষিকানি প্রকম্পয়েৎ ।
 তলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেনান্যতমেন বা ॥
 সর্ষপং বহুধা হন্যেৎ খান্যক-কাথকেন বা ।

ঈদ্রু দোষগতিং তদ্বত্থা শ্বেদধবারিণা ॥
 এতদ্রমায়নং তৈলং বলীপলিতনাশনম্ ।
 হন্তি সর্বানভীমারান্ গ্রহণীং সর্বরূপিণীম্ ॥
 জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমি ॥
 সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি ॥
 অর্শাংগি কামলাং মেহং শ্বশ্রুখুং শূলভুলুং ॥
 এতচ্চিৎ রুংহং রুবাং সর্বরোগ নিবর্তনম্ ॥
 বশীকরণমেতচ্চিৎ পুণ্যযোগবিপাতিতম্ ।
 স্ত্রীষু সায়ং প্রযোক্তব্যং প্রভূবে রাজ-সংসদি ॥
 বিবাহাদিষু মাদ্রলাং বিবাদে বিদ্রুয় প্রদম্ ।
 গর্ভাণ্য চলিতম্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্ ॥
 গর্ভযোগে প্রযোক্তব্যমেতদগর্ভ-বিবর্জনম্ ।
 গ্রহণী-মিহিরং তৈলং নাম্না ভুবনবল্লভম্ ॥

গ্রহণীমিহির তৈল ।

তলতৈল ১৪ চারিসের : কল্কার্থ ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, ইচ, হরীতকী, বীরণমূল, মুখা, বালা, মোচরস, রগাঞ্জন, বেলশুঁঠ, ১২পল, তেজপত্র, নাগকেশর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী, তগরপাত্রকা, জটাগাম্বী, দাকচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আত্রহাল, জম্বুহাল, কদম্বহাল, কুরচিছাল, যমানী এবং জীরা, এই সকল দ্রব্য এতাকৈ ২ তোলা : ক্কাথার্থ কুরচিছাল ১২।০ মাড়েবারসের, জল ২।।৪ (৬৫) চৌষাট্টিসের, শেষ ৬ (১৬) যোলসের, অথবা তক্র ১৬ যোলসের । কিম্বা দোষাত্ম্যারে অত্র কোনপ্রকার গ্রহণীনাশক দ্রব্যের ক্কাথ ৬ যোলসের । এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে । অথবা রোগের প্রকৃতি-অনুসারে কেবল তক্র কিম্বা ধনিয়াদি যে কোন একটীর ক্কাথ সহকারে তৈল পাককরতঃ, শেষপাকের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে চূড়ী হইতে নামাইয়া, বস্ত্রপূত করিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে । এই তৈল সর্বোত্তম রমায়ন । ইহা গাত্রে মর্দন করিলে বলিপলিত, সর্ববিধ অভীমার, সকলপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি, হিক্কা, উপদ্রব সংযুক্ত কুষ্ঠরোগ, অর্শঃ, কামলা, মেহ, শৌখ, সর্ববিধ কষ্টপ্রদ শূল প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা রুংহণ, রুবা ও বশীকরণ বলিয়া জানিবে । এই তৈল পুষ্যা-নক্ষত্রে রোগ সময়ে পাক করিতে হইবে । এই গ্রহণীমিহিরতৈল সায়ংকালে মর্দন দ্বারা আত্যস্তিক স্নুখের স্ফিহিত স্ত্রীসন্তোষ, প্রভূবে ব্যবহার করিলে রাজ-সভায় সন্ত্রম, মানসিক অভিলাষাদি পূর্ণ, বিবাহাদিতে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল এবং বিবাদে প্রয়োগ করিলে জয়লাভ হয় । চলিত গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর প্রতি

প্রয়োগ করিলে গর্ভ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় ; এবং গর্ভারম্ভকালে গর্ভটিকে মর্দন করাইলে, গর্ভ বর্জিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ এই গ্রহণীমিহির তৈল ভ্রুবনের সকলপ্রকার মঙ্গলসাধক ।

রহদ্ গ্রহণীমিহির তৈলম্ ।—

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহং তক্রং দদ্যাচ্চতুগুণম্ ।
 কুটজকৈব ধান্যকং গ্রাহং পলশতং পৃথক্ ॥
 তয়োঃ কাথং পচেদেণে নীরপাদাবশেষিতম্ ।
 একীকৃত্য পচেদ্বৈদ্যঃ কল্কং কইমিতং পৃথক্ ॥
 ধান্যকং ধাতকী লোহ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা ।
 লবঙ্গং বালককৈব শৃঙ্গাটক রসাজ্জনম্ ॥
 নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ু চীন্দ্রযবং তথা ।
 প্রিয়ঙ্গু কটুকী পদ্মকেশরং তগরং তথা ॥
 শরমূলং ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজঃ পুনর্গবা ।
 আত্রেয়মুকদমানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ ॥
 গ্রহণীং হস্তি তচ্ছীত্রং বলিপালিতনাশনম্ ।
 হস্তি সর্বানতীমারান্ গ্রহণীং সর্বক্লপিণীম্ ॥
 জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বগিং ভ্রমিম্ ।
 সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্যএব হি ॥
 বশীকরণমেতন্নি পুষ্যযোগেন পাচয়েৎ ।
 গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভ্রুবনমঙ্গলম্ ॥

রহদ্ গ্রহণীমিহির তৈল ।

তিলতৈল ৮ চারিসের, তক্র ৬ যোলসের ; কাথার্ধ কুরচিছাল ১২।।০
 সাড়েবারসের, পাকজন্ম জল ১।।৪ একমণ চন্দ্রিশসের, শেষ ৬ যোলসের ;
 ধনিয়া ১২। সাড়েবারসের, পাকনিমিত্ত জল ১।।৪ একমণ চন্দ্রিশসের, শেষ ৬
 যোলসের ; এই সকল দ্রব্য এবং নিম্নলিখিত বল্ক দ্রব্যসমূহ সহযোগে তৈল
 পাক করিয়া, মর্দনাদিতে ব্যবহার করিলে গ্রহণী, বলিপালিত, সর্ববিধ অতী-
 সার, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বগি, ভ্রমি এবং উপদ্রবসংযুক্ত কোষ্ঠগত-
 বাত-বেদনাসমূহ বিনষ্ট হয় । এই তৈল পুষ্যাবোগে পাক করিবে । ইহা শ্রেষ্ঠ
 রসায়ন । এই রহদ্ গ্রহণীমিহির তৈল ভ্রুবনের সর্ববিধ মঙ্গলসাধক বলিয়া
 জানিবে । বল্কদ্রব্য—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী,
 লবঙ্গ, বালা, পাণীফল, রসাজ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু,
 কটুকী, পদ্মকেশর, তগরপাত্রকা, শরমূল, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, পুনর্গবা,
 আত্রেয় ছাল, জামের ছাল এবং কদম্বের ছাল—এই সকল দ্রব্য কুটিত
 প্রত্যেকে ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা ।

কনকসুন্দরো-রসঃ ।—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধকং পিপ্পলীটক্গং বিষম্ ।

কনকশ্চ চ বীজানি সমাংশ বিজয়াদ্রবৈঃ ॥

মর্দয়েদ্ যামমাত্রস্ত বটিকা চণকোপমা ।

• ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হস্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ ॥

অগ্নিমান্দাজ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ ।

দধান্নং দাপয়েৎ পথাং যদ্বা তক্রৌদনং ভবেৎ ॥

গ্রহণীদোষিনাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ ।

পথাং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্ত-প্রকোপনম্ ॥

কনকসুন্দররস ।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, মোহাগার খৈ, বিষ এবং কনকধুতুরার বীজ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ১ এক গ্রহরকাল সিদ্ধির পাতার রসে মর্দন করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে । এই বটী প্রত্যহ এক একটী অল্পপান বিবেচনায় সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দা, জ্বর এবং তীব্রতর অতীসার রোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া দধি বা তকের সহিত অন্ন পথ্য করিবে । গ্রহণী রোগিগণের পক্ষে তক্র লব্ধগুণপ্রযুক্ত অগ্নিপ্রদীপক ও মলগ্রাহী এবং মধুরপাকিত্ব হেতু অপথ্য বা পিত্তপ্রকোপক নহে ।

গ্রহণী-কবাটঃ ।—

রসগন্ধকয়োশৈচব জাতীফলবিড়ঙ্গকম্ ।

প্রত্যেকং শাগমাত্রস্ত শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ॥

সূর্য্যাবর্তরসৈর্বিলুপত্রজৈশ্চ রসৈস্তথা ।

শৃঙ্গাটকস্য পত্রোটৈশ্বরসৈঃ প্রত্যেকশঃ শনৈঃ ॥

চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্বিষক্ ।

বিলুপত্ররসেনৈব ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্ ॥

দধ্নী চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণী রোগনাশনম্ ।

পায়ুরোগমতিসারং শোথং দ্রুণামকানি চ ॥

গ্রহণীকপাটনামোহয়ং কবাট-ঘটনাদ্ যথা ॥

গ্রহণীকবাট ।

শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক, জাতীফল ও বিড়ঙ্গ ; এই দ্রব্য চতুর্ভুজ প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, সূর্য্যাবর্তের (সুর্টার) রসে, বেলপাতার রসে ও পাণীফলের পাতার রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া, খরতর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা

প্রস্তুত করিয়া লইবে । এই বটী প্রতিদিন এক একটী বেলপাতার রস অন্ন-পান সহ সেবন করিবে ; এবং তৎপরে দধির সহিত অন্ন পথা করিবে । ইহা দ্বারা গ্রহণী, পায়ুরোগ, অতীসার, শোথ ও অর্শরোগ নিবারিত হয় । যেমন কবাট (দ্বার) কদ্ধ করিলে, গৃহাদির ভিতরে প্রবেশ করা যায় না, তদ্রূপ এই গ্রহণী কবাট ঔষধ সেবন দ্বারা আতিবেগবান্, গ্রহণী, অতীসারাদির মলবেগ সংকদ্ধ হইয়া থাকে ।

গ্রহণী-গজেন্দ্র-বটিকা ।—

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খ টঙ্কণরামঠং ।
 শাঠী তালীশ মুস্তানি ধান্যভীরকমৈন্দ্রবাঃ ॥
 ধাতক্যতিবিষা শুষ্ঠী গৃহধুমং হরীতকী ।
 তগরং তেজপত্রং জাতিফল লবঙ্গকে ॥
 ত্রুগেলা বালকং বিলুং মেথী প্রক্রাশনং সমং ।
 ছাগীভুঞ্জন বটিকাং পিষ্টা বৈদ্যোন করয়েৎ ॥
 গহনানন্দনাথেন ভাষিতেরং রমায়নে ।
 গ্রহণীগজেন্দ্র-বটিকা শ্রীমতা লোকরঞ্জে ॥
 গ্রহণীং বিবিধাং হস্তি জ্বরাতীসার-নাশিনী ।
 শূল গুল্মাপিত্তানি কামলাঞ্চ হলীমকম্ ॥
 বলবর্ণামিজননী মেবিভা চ িরাবুধী ।
 কণ্ডুং কুঠং বিসর্পক গুল-ভ্রংশং ক্রান্তং জরেৎ ॥
 মাষদ্বয়ং বটীং খাদেচ্ছাগীভুঞ্জানুপাং তঃ ।
 বয়োহম্মিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা সেব্যগ্নি-বর্দ্ধিনী ॥

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা ।

পারী, গন্ধক, লৌহ শঙ্খ, মোহাগার খৈ, হিঙ্কী, শাঠী, তালীশপত্র, মুখা, ধনে, জীরা, মৈন্দ্রবলবণ, ধাইফুল, আতাইচ, শুষ্ঠা, গৃহধুম, হরীতকী, তগর-পাত্রকা, তেজপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, দাকচিনি, এলাচি, বালক, বেলশুষ্ঠ, মেথী ও সিদ্ধি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া, ছাগভৃক্ষ সহ মর্দনপূর্বক ২ মাষ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে । শ্রীমদ্ গহনানন্দনাথ কর্তৃক এই গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা লোকরঞ্জন-ার্থে রমায়ন বিষয়ে কথিত হইয়াছে । ইহার এক এক বটী ছাগভৃক্ষ অন্নপান সহ সেবন করিলে বিবিধপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, অতীসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, বাত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও গুলভ্রংশ রোগ মত্তর বিনষ্ট হয় । এবং এই ঔষধ বয়ঃ, আয়ু ও বলাবল বিবেচনাপূর্বক সেবন করিলে বল, বর্ণ, আয়ু ও আশু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

অগ্নিকুমারঃ ।—

রসং গন্ধকং বিষং বোমং টঙ্কণং লৌহভস্মকম্ ।

অজমোদাহিফেনঞ্চ সৰ্বভূলাং যুতাজ্রকম্ ॥

ত্রিকটুত্বকবারেন মর্দয়েদযামমাত্রকম্ ।

মরিচাভাং বটীং খাদেদজ্জীর্ণং গ্রহণীন্তথা ॥

নাশয়েন্নাত্র মন্দেহো গুহ্যমতচ্চিকিৎসিতম্ ॥

অগ্নিকুমার ।

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মোহাগার শৈ, লৌহভস্ম, অজমোদা (বনযমানী) ও অহিফেন ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের সকলের সমান মাত্রায় মারিত অত্র গ্রহণপূর্বক চূর্ণকরতঃ, রক্তচিতার ছালের কাথে এক প্রহরকাল মর্দনপূর্বক, মরিচের তায় আকৃতিবিশিষ্ট বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে । অনুপান বিবেচনায় ইহার একটী করিয়া বটিকা প্রতিদিবস সেবন করিলে, অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয় ।

হিরণ্যগর্ভপোটলী ।—

একাংশো রসরাজস্যা গ্রাহ্যো দ্বৌ হাটকস্য চ ।

মুক্তাফলস্য চত্বারোভাগাঃ ষড়্ দীর্ঘনিঃস্বনাং ॥

বিংশদ্বলেব্বরাট্যাশ্চ টঙ্কণো রসপাদিকঃ ।

পঞ্চতিন্দুকতোয়েন সৰ্বমেকত্র মর্দয়েৎ ॥

মুখামধ্যে ন্যাসেৎ কঙ্কং তস্য বস্ত্রং নিরোধয়েৎ ।

গর্ভে বহিঃপ্রমাণে তু পুটেদ্বি ত্রিবনোপলৈঃ ॥

স্বাস্থ্যং শীতলতাং জরাত্রা রসং মুষোদরোদ্ধরেৎ ।

ততঃ খলৌদত্তর মর্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ ॥

এতস্যাম্লতরুপস্য দদ্যাদ্ গুণ্ডাচতুষ্টয়ম্ ।

ক্লতমধ্বাজ্য সংযুক্ত মেকোনত্রিংশদূষণৈঃ ॥

মন্দাগ্নৌ রোগরাজে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে ।

গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ ॥

অতীন্দ্রারে গ্রহণীঞ্চ রক্তপিণ্ডে তথা কফে ।

অষ্টাদশষু কুণ্ঠেষু ষষ্ঠং প্লীহোদরেষু চ ॥

দদ্যৎ সৰ্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্ ॥

হিরণ্যগর্ভপোটলী ।

পার ১ একভাগ, স্বর্ণ ২ দুইভাগ, মুক্তা ৪ চারিভাগ, কাঁসা ৬ ছয়ভাগ
কঙ্ক ২০ বিংশতিভাগ, কড়িভস্ম ২০ বিংশতিভাগ এবং মোহাগার শৈ পার

দেয়। ১০ সিকিভাগ ; এইসকল ত্রযা একত্রকরতঃ চূর্ণ করিয়া, পাকাগ'বের রসে মর্দন করিবে। তৎপরে একটি মুষার মধ্যে ঐ ঔষধগুলি পুরিয়া, সেই মুষার মুখবদ্ধ করিবে। এবং অগ্নির প্রমাণ একটি গর্ত করিয়া, সেই গর্তের মধ্যে সেই ঔষধপূর্ণ মুষাটী রাখিয়া ২।৩ খানি বনশূঁটের দ্বারা পাক করিয়া লইবে। শীতল হইলে মুষার মধ্য হইতে ঔষধ গ্রহণপূর্বক স্নাত, মধু এবং ২৯টী মরিচ সহ খলে মর্দনপূর্বক ৪ চারিরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটি বড়ী প্রতিদিন সেবন করিলে মন্দ্যগ্নি, জ্বর, গ্রহণী, বিষমজ্বর, শুদাদুর, মহাশূল, পীনস, কাস, শ্বাস, অতীসার, রক্তপিত্ত, কফ, অক্টাদশপ্রকার বৃক্ক, যকৃৎ, শ্লীহা ও উদর প্রভৃতি সর্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সর্বোত্তম রসায়ন জানিবে।

সংগ্রহগ্রহণী কবাটঃ ।—

মুক্তা স্বর্ণং রস গন্ধ টঙ্ক মল্লং কপর্দী সূত-তুলাভাগঃ ।
 মর্কষঃ সমং শঙ্খক চূর্ণমিকটং খলে চ ভাব্যোহতিবিনা-দ্রবেন ॥
 গোলক কৃত্বাভ্রতসংপুটে তু ভাণ্ডে তু সংপাচ্য দিনার্ককঞ্চ ।
 সম্বাঙ্গশীতোরস এষ ভাব্যো ধুস্তরবহ্নৌ মূষলী দ্রবৈশ্চ ॥
 লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ সিদ্ধোভবেৎ সংগ্রহণীকবাটঃ ।
 বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ ॥
 কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন কটুত্রয়েণাজ্যযুক্তো গ্রহণ্যাম্ ।
 ক্ষয়ে জ্বরে চার্শনি ষট্ প্রকারে মান্দ্যাতীসারেপ্যতিপীনসেচ ॥
 মেহে চ কৃষ্ণে চ গদধাতু রুদ্ধে গুণ্ডাদয়ঞ্চাপি মহানুভাবম্ ॥

সংগ্রহগ্রহণীকবাট ।

মুক্তা, স্বর্ণ, রস, গন্ধক, মোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও অভ্র ; এই সকল ত্রযা প্রত্যেকে সমভাগে এবং সর্বসমষ্টির সমান পরিমাণে শঙ্খ গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া, আতইচের রসের সহিত খলে করিয়া মর্দনপূর্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। তৎপরে পুটপাকে অর্দ্ধদিন পর্য্যন্ত পাক করিয়া লইবে। পরে শীতল হইলে ঔষধগুলি গ্রহণপূর্বক ধূতুরাপাতার রসে, রক্তচিতার রসে ও তালমুলীর রসে ক্রমান্বয়ে লৌহপাত্রে মর্দনপূর্বক ২।৩ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটি বটী বাতাদিক্রোণে মরিচচূর্ণ ও স্নাত সহ, পৈতিক্রোণে মধু ও পিপ্পলচূর্ণ সহ, কফাদিক্রোণে সিদ্ধিপাতার রসের সহিত এবং ত্রিকটু চূর্ণ ও স্নাতসহ গ্রহণীক্রোণে সেবন করিবে। এবং যথাযোগ্য অন্নপান বিবেচনায় প্রয়োগ করিলে ক্ষয়, জ্বর, ৬ প্রকার অশ্বি, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, অতি পীনস, মেহ, মুত্রকৃচ্ছ, ধাতুরোগ এবং রুদ্ধিরোগাদি নিবারিত হয়।

স্বর্ণ-পপ্পটী ।—

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলক সংযুতম্ ।

ষষ্ঠ-অধ্যায়ঃ ।

শিলায়াং মর্দয়েত্তাবদ্যাবদেকত্বাগতম্ ॥
 গন্ধকস্য পলকৈকময়ঃ-পাত্রে ততো দৃঢ়ে ।
 মর্দয়েদৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎকজ্জলতাং ভবেৎ ॥
 ততঃ পাকবিধানজঃ পপ্প'টীং কারয়েৎ সুধীঃ ।
 রক্তিস্কাদি ক্রমৈগৈব যোজয়েদনুপানতঃ ॥
 গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ ।
 শূলমস্তবিধং হন্তি হৃষ্যা সর্বরুজাপহা ॥

স্বর্ণপপ্প'টী ।

বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ২ তোলা ; এই দুইটী দ্রব্য শিলায় করিয়া মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত মর্দন করিবে । তৎপরে তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মিশ্রিতকরতঃ একটী দৃঢ় লৌহময় খলে উত্তমরূপে মর্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । পরে পপ্প'টীর বিধানানুসারে পাক করিবে । ইহা অন্ন-পান বিবেচনায় ১ এক রতি হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বিবিধপ্রকার গ্রহণী, বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগ, অক্টবিধ শূল প্রভৃতি সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ; এবং ইহা অতীব বলকারক ।

পঞ্চামৃত-পপ্প'টী ।—

অষ্টৌ গন্ধক মাষকা রসদল লৌহং তদর্দ্ধং শুভং ।
 লৌহাৰ্দ্ধং বরাভ্রকং সুবিমলং তাত্ৰস্যা মাষত্রয়ম্ ॥
 পাত্রে লৌহময়েচ মর্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতকৈকতো-
 দার্বাণ্যাদরবক্ষিণা চ যুদ্ভনা পাকং বিদিত্বা দলে ।
 রক্তায়ালষট্চালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতপপ্প'টী ॥
 খ্যাতা ক্ষৌদ্রমৃতানিভা প্রতিদিনং গুণ্ণাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ ।
 লৌহে মর্দনবোমতঃ সুবিমলং ভক্ষক্ৰিয়া লৌহবৎ ॥
 গুণ্ণাষ্টাবিমলাধিকং দ্বিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ ।
 নানাবর্ণ গ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুৰ্দ্ধুর্ণামকেহপি ॥
 ছর্দ্যাং দীর্ঘাতীমারে জ্বরভবকলিতে রক্তপিভে ক্ষয়ে চ ।
 রম্যাণাং রম্যারাজী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্তী ॥
 তুর্ণদীপ্তস্থিরগ্নিঃ পুনরপিযুবকং রোগিদেহং কৰোতি ॥

অত্রগন্ধকমাষকাইতি পাশ্চাত্যাঃ । কিন্তু তাত্ৰ-
 মাষত্রয়স্য বৈয়াত্যমেব । রসদলমিত্যত্র রস-
 পলমিতি পঠন্তি । যে তু রসপলমিচ্ছন্তো-

গন্ধকমাক্ষিকামাষকত্বমাহস্তমতে চূর্ণবাহুলাৎ
পম্পপটৌব ন স্যাদিতি তেন গন্ধকমাক্ষৌ-
মাসকাঃ । দলমর্দ্যমাব চতুর্ভুজঃ গ্রহণ্যাৎ তাম্র-
কাধান্যান্মানব্রয়ং বহুলং নিশ্চলকম্ ॥

পঞ্চামৃতপম্পটী ।

বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ মাষা, পারদ ৪ মাষা, লৌহ ৪ মাষা, অভ্র ২ মাষা এবং
তাম্র ৩ মাষা : এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া চূর্ণকরতঃ, একটী লৌহময়
পাत्रে মর্দিত করিবে । পরে কুলকাঠের অগ্নিতে পাক করিয়া, কদলীপত্রে
ঢালিয়া পম্পটী প্রস্তুত করিবে । এই পম্পটী ২ রতি পরিমাণে, ক্রমান্বয়ে
অম্প অম্প হৃদ্বিকরতঃ প্রতিদিন সেবন করিবে । ইহা ৮ রতি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত
করিয়া সেবন করা যায় । এই ঔষধ মর্দনে লৌহের বোগ থাকায় লৌহবৎ
ক্রিয়া ও প্রকাশ করে । ইহা ৭ দিবস মাত্র সেবন করিলে নানাবর্ণ অতীমার,
গ্রহণী, অকচি, অশিঃ, ছর্দি, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, নেত্ররোগ এবং বলিপলিত
বিনষ্ট হয় । ইহা রুগা ঔষধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমায়ন । এমন কি জরাজীর্ণ
বৃদ্ধ ব্যক্তি এই ঔষধ সেবন করিলে, পুনরায় নব যৌবনপ্রাপ্ত হইতে পারে ।

রস-পর্পটী ।—

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং ঘর্ষ্য ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু ।
সপ্তধা ত্রিবিধা বাপি পশ্চাচ্ছু ক্ষং বিচূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণয়িত্বায়মপাত্রে কৃত্বা বহুগতং সুধীঃ ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পশ্চাদ্ভুক্ত্য যত্নতঃ ॥
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দিতং কজ্জলীকৃতম্ ।
বদরাজারবহিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃত্যে ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকরং লিঙ্গম্বা যদি দৃশ্যতে ।
তত্রসিদ্ধিং বিজানীয়াৎ মটৈবদ্যোনাত্রমংশরঃ ॥
শীঘ্রং গোময়-বিন্যস্ত-কদলীপত্রপাতন্যৎ ।
কুর্ধ্যাৎ পর্পটিকাকরং তথৈবোপরি যত্নিতাম্ ॥
পাকম্য ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ হৃদ্রমধ্যঃ খরস্তথা ।
আদ্যরোদৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে ।
হৃদৌ ন সম্যগ্ভৃঙ্গঃ স্যান্মধ্যোভৃঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ ।
খরোলবু ভবেদ্ভৃঙ্গ রুক্ষশূক্ষ্মারুণচ্ছবিঃ ॥
হৃদ্রমধ্যো তথাখাদ্যো খরস্ত্যজ্যোবিষোপমম্ ।
জরাব্যাধিশতৈর্জীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্য পুরাহরঃ ॥

চকার পপ্প'টীমেনাং যথা নারায়ণঃ সুধাঃ ।
 আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ ॥
 প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং রক্তিকাদ্বয়সম্মিতাম্ ।
 রক্তিকাদি ক্রমাদ্বন্ধিঃ কার্ঘ্যা নৈব দশোপরি ॥
 আরোগ্য দর্শনং যাবৎ কুর্যাদ্ভ্রামং ততঃপরম্ ।
 অঙ্গীর্ণে ভোজনঞ্চ ন পথ্যকালব্যতিক্রমঃ ॥
 যত সৈন্ধব ধন্যাক হিঙ্গু জীরক নাগঠৈঃ ।
 শস্ত্রেতে বাঞ্জরং সিদ্ধং পিষ্টে বাস্তক মাক্ষিকম্ ॥
 কৃষ্ণমৎস্যেন মুদোন মাংসেন জাঙ্গলেন চ ।
 জাঙ্গুলেষু শশহাগৌমংসারোহিতমদারৌ ॥
 পটোলস্য ফলং পত্রং কৃষ্ণবার্তাকু জালিকান্ ।
 সভ্জবায়সীপাঠা বিষীমণ্ডু কপর্দিকা ॥
 সুখিন্নপৃগৈস্তামুলৈর্লাভেকপূরসংযুতৈঃ ।
 ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥
 ঝিনিঝিনিশিরঃশূলং বিরেকো বমনজ্বরৌ ।
 তৃণয়াঞ্চাধিকে পিষ্টে নারীকেলামুনির্ভয়ম্ ॥
 নারীকেলপয়ঃপানং নির্ভক্ষং বীক্ষ্যমেব চ ।
 স্বপ্নাদ্বীর্ঘ্যচ্যুতো ক্ষীরং চম্পকং কদলীফলম্ ॥
 বর্জ্যং নিষাদিকং তিক্তং শাকাখ্যং কাঞ্জিকং সুরাম্ ।
 সর্বমিস্তুবিকারাংশ্চ দধিতৈলঞ্চ সার্বপম্ ॥
 স্নানমাতপমগ্নিক ব্যাখ্যানঞ্চাপি চিন্তনম্ ।
 ক্রোধং শোকং দিবাস্বপ্নং ব্যায়ামং জাগরং নিশি ॥
 কদলী ফলপত্রাজি ত্রিপুষালাবুকর্কটী ।
 কুন্ডাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ কন্দং দৌর্ধপটোলিকাং ॥
 বল্লরং পিষ্টকং বিষী মাষকর্কন্দুকং যবম্ ।
 নপশ্যেৎ ন স্পৃশেদগচ্ছেৎ স্থিরং জীবিতমিচ্ছতি ॥
 যদ্যৌষধেঃ স্থিরংগচ্ছেৎ কর্তব্য সা প্রতিক্রিয়া ।
 দুর্ক্লারং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যং বহুবর্ষিকীম্ ॥
 আমশূলমতীসারং সামকৈব সমারুতম্ ।
 অগ্নিসাদং বড়শাংসি যক্ষ্মাণং নপরিগ্রহম্ ॥

শোথঞ্চকামলাং পাণ্ডুপ্লীহণল্য জলোদরম্ ।
 পল্লিশূলমগ্নপিভং রক্তপিভং বমিঃ ক্রিমিম্ ॥
 অট্টাদশবিধং কুঠং প্রমেহং বিষমজ্বরম্ ।
 বাতপিভকফোথাস্ত জ্বরান্ হন্যাং সুদারুণান্ ॥
 জীর্ণোপি পম্প'টীং কুর্দন্ বপুষানির্দলঃসুধীঃ ।
 জীবের্বদশতং শ্রীমান্ বলী-পালিত-বর্জিতঃ ।
 প্রাতঃকরোতি নিয়তং সততং বিগুণ্ডং
 সুহঃসবিক্রতি তুলাং কুসুমায়ুধস্যা ।
 আয়ুশ্চ দীর্ঘমনসোবপুষঃ স্থিরত্বং
 তান্ বলীপালিতয়োরতুলং বলঞ্চ ॥
 রসপম্প'টী ।

পম্প'টী প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে পারদের মলদোষ, অগ্নিদোষ ও বিষদোষ সংশোধন করিয়া লইতে হয়। তাহার নিয়ম যথা ;—৮তোলা পারদ স্বতকুমারীর রসে মর্দন করিলে পারদের মলদোষ, ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দন করিলে অগ্নিদোষ ও চিতাপাতাররসে মর্দন করিলে বিষদোষ নিবারিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে ঐ পারদ জয়ন্তীপত্র, ভেরেণ্ডাপত্র, আদা ও কাকমাটীপত্রের রসে আগ্নাত করিয়া, মর্দনপূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই পারাই পম্প'টীতে সুব্যবহার্য্য। এই পারদের সহিতই গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। যে গন্ধক শুকপক্ষীর পুচ্ছ সদৃশ কান্তিশালী, নবনীতের আয় দীপ্তিবিশিষ্ট, চিক্নগ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও নরকোত্তম গন্ধক বলিয়া জানিবে। এই প্রকার গন্ধক ৮তোলা লইয়া ক্ষুদ্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্বক কুলকাঠের অগ্নিতে গলাইয়া নীত্রেই ভীমরাজের রসে নিমগ্ন করিবে। নিমজ্জন করামাত্রই গন্ধক কঠিন হইবে। তখন তাহা তুলিয়া সমান পরিমাণে পারদের সহিত একটী লৌহময় খলে মর্দনপূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ কজ্জলী একটী লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্বক, উত্তমরূপে প্রজ্বলিত নিধুম কুলকাঠের অগ্নিতে গলাইয়া, গোমররাশির উপর একখানি কচি কলাপাতা রাখিয়া এবং অত্র আর একখানি কলাপাতার মধ্যে গোময় পুরিয়া পুটলীকরতঃ, সেই দ্রব্যীভূত কজ্জলী উক্ত কদলী পত্রোপরি ঢালিয়া, পুটলীবদ্ধ কদলীপত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঢাপিবে। ইহাতে পম্প'টী প্রস্তুত হইবেক। পম্প'টী ময়র পুচ্ছের চাপ্রিকার আয় হইলে, উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। এই পম্প'টীর পাক ৩ প্রকার ; যথা—মৃদুপাক, মধ্যপাক ও খরপাক। ইহার মধ্যে আদি দুইটী অর্থাৎ মৃদুপাক ও মধ্যপাক ব্যবহার্য্য এবং খরপাক পরিত্যজ্য। যেহেতু পম্প'টী মৃদুপাকে গম্যক প্রকার ভঙ্গ হয় ন,

মধ্যপাক্তে রৌপ্যং তাদ্ভিরা থাকে। কিন্তু খরপাকে অত্যন্ত লঘু হয় এবং স্বর্ণ সদৃশ ভাদ্ভিরা স্বল্প অকণবর্ণ ছবি দেখা যায়; একারণ যুহু ও মধ্যপাক আহারণীয় ও খরপাক পরিত্যজ্য। পুরাকালে মহাদেব সমস্ত বিশ্বজগতের প্রাণিগণকে জ্বর ও অসংখ্য ব্যাধি কর্তৃক জীর্ণ দেখিয়া, নারায়ণ যেমন সুধা স্রজন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও এই পম্প'টীর স্রজন করেন। রোগী প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমতঃ শিবকে অভার্চনাপূর্বক দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ) দিগকে প্রণিপাত করতঃ এই পম্প'টী ২ রতি পরিমাণে সেবন করিবে এবং প্রতিদিন ১ এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করতঃ ১০ দশরতি পর্যন্ত বাড়াইবে। পরে আরোগ্য লক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে ২ রতি পরিমাণে হ্রাস করিয়া আনিবে। পম্প'টী সেবনপূর্বক অজীর্ণ হইতে পারে, এমনভাবে ভোজন করিবে না, এবং পথ্যকালের ব্যতিক্রম করিবে না। রোগীকে সর্বদা ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা, শুষ্ঠা এবং ধনিয়া বাটনা দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুতপূর্বক সেবন করিতে দিবে। পিত্তাধিক্যে বাস্ত কশাক ও মাফিক (মিথু খীশাক) সহযোগে কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, মুদগা ও জাঙ্গল মাংসের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে শশক মাংস ও ছাগমাংস; মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য ও মাগুর মৎস্য; এবং পটোলফল, পলতা, কালবেগুন, নিঙ্গে, ভুঙ্গরাজ, কাকমাচী, আকনাদী, বিষীশাক, ফুলকুড়ি, চুণীকৃত সুপারী এবং কপূ'রসংযুক্ত পান; এই সকল দ্রব্য পম্প'টীসেবীর পক্ষে সর্বদা সুপথ্য জানিবে। এই ঔষধ সেবনকারীর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তৎক্ষণাৎ আহার প্রদান করা কর্তব্য। কারণ ক্ষুধাকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে, বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, মস্তক বিন্ বিন্ করে এবং শূলবৎ বেদনা, বিরেচন, বমি ও জ্বর হইবার উপক্রম ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে রোগীর অনিষ্ট করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব কোন মতে ক্ষুধার সময়ে আহার বন্ধ রাখিবে না; কিন্তু অশুবিধ আহার না দিয়া অধিক পরিমাণে দুগ্ধই পান করিতে দিবে। পিত্তাধিক্যবশতঃ অধিক পরিমাণে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, নির্ভয়ে নারিকেলের জল পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কীটাদি-ভক্ষিত দ্রব্য কদাচ সেবন করিতে দিবে না। নিদ্রাবস্থায় দুঃস্বপ্ন প্রযুক্ত বীৰ্য্য স্থলিত হইলে রোগীকে দুগ্ধ ও চাপাকলা ভক্ষণ করিতে দিবে। নিষাদি তিক্ত দ্রব্য, তিক্তশাক, কাঁজি, সুরা, সর্বপ্রকার ইক্ষুবিকারজাতদ্রব্য, দধি, সর্ষপ-তৈল, প্লান, আতপসেবন, অগ্নিসেবন, গ্রন্থাদির ব্যাখ্যাকরণ, চিন্তা, ক্রোধ, শোক, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম (কুস্তিকরা), রাত্রিজাগরণ, কদলীফল, কদলীপত্র, কদলীগূল, কালতেউড়ী, অলাবু, কাঁকুড়, কুমুড়া, করলাউচ্ছে, কচু, মূলাদি কন্দদ্রব্য, দীর্ঘপটোলিকা (ধোঁদোল) ফল, শুষ্কমাংস, পিষ্টক, বিষীফল, মাষ-কলাই, কুল ও যব; এই সকল দ্রব্য রোগীকে কদাচ ভক্ষণ করিতে দিবে না। এই ঔষধ সেবনকারী কদাচিতও স্ত্রীসংবাস করিবে না, এমন কি স্ত্রীলোককে দর্শন ও স্পর্শন পর্যন্তও করিবে না। যদ্যপি ইহা সেবনপূর্বক রোগী কখন স্ত্রীগমন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিবে; নচেৎ রোগীর বিষম

অনর্থ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাব্যতা। এই পম্প'টী সেবন দ্বারা হৃৎক্লম্ব, হৃৎস্রাব্য, বহুকালস্থায়ী গ্রহণীরোগ, আমশূল, অতিসার, আমাতিসার, পিত্তাতিসার, মন্দাঘ্নি, ৬ ছয় প্রকার অর্শঃ, বেদনাসংযুক্ত যক্ষ্মারোগ, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, গ্লীহা, গুল্ম, জলোদর, পরিণামশূল, অল্পপিত্ত, রক্তপিত্ত, বমি, ক্রিমিরোগ, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূদাক্ষণ বাতিক, পৈথিক ও লৈঙ্গিক জ্বর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। এমন বি ইহা দ্বারা জীর্ণ ব্যক্তির নির্মূলশরীর, বুদ্ধিমত্তা, শতবৎসর আয়ুঃ, শ্রী, বলিপলিত নাশ, স্বাস্থ্য, কন্দর্পের ত্রায় কান্তিবিশিষ্ট শরীর, দীর্ঘায়ুঃ, মনঃ ও শরীরের স্থিরতা এবং অতুল বলাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই রসপম্প'টী প্রথমতঃ ২ রতি মাত্রায় অধিক সেবন অবিধেয় জানিবে।

বিজয়পম্প'টী।—

হাটকং রজতং তাম্রং যদত্র পরিদীয়তে।

বিজয়াখ্যা তু সা জৈর্য সর্বরোগ-নিষূদনী ॥

বিজয়পম্প'টী।

উল্লিখিত রসপম্প'টীর পারা ও পঙ্কক সহ গোণা, রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রণ পূর্বক পম্প'টী প্রস্তুত করিলে, তাহাকে বিজয়পম্প'টী বলা যায়। ইহা সেবন করিলে সর্বপ্রকার রোগ নিশ্চয় দূরীভূত হইয়া থাকে।

কণাদি-লৌহম্।—

কণানাগর পাঠাভিক্রিবর্গ দ্বিতয়েন চ।

বিলু চন্দন ত্রীবেরৈর্যুক্তাতিসারনুদ্ভবেৎ ॥

সর্বোপদ্রবসংযুক্তামপিহন্তি প্রবাহিকাম্।

ন চানেন সমং লৌহং বিদধ্যাৎ গ্রহণীগদে ॥

কণাদিলৌহ।

পিপুল, শুষ্ঠা, আকনিদি, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুখা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বেলশুষ্ঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক চূর্ণ করিবে; এবং এই চূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২১০ রতি পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকলপ্রকার রক্তাতিসার, উপদ্রব সংযুক্ত প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গাদি-বটী।—

লবঙ্গ জাতীফল জীরক দ্বৈ ফলত্রিকং ত্র্যমণ কুষ্ঠধান্যম্।

এলাতুচং টঙ্কবরাট মুস্তং বচাজমোদাবিত্তমৈন্ধবং সমম্ ॥

তদন্ধকং পারদ গন্ধকাজ্জং লৌহং পৃথক্ তুল্যবিমর্দ্য সর্বম্।

তন্নাগবলী দলতোয় পিষ্টা ত্রিবলুমানবটিকা বিধেয়া ॥

প্রাতর্বিদধ্যান্নিশিখোক্তোয়ৈরিয়ং নিহন্যাদ্‌ গ্রহণীবিহারম্ ।

আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং জ্বরং যথা শ্লেষ্মাভবং মশূলম্ ॥

কুষ্ঠান্নপিত্তং প্রবলং সমীরং ক্ষুদ্রোধনং কোষ্ঠগতঞ্চবাতম্ ।

বটীলবঙ্গাদ্যবস্তুপ্রণীতা তথামবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রং ॥

লবঙ্গাদিবটী ।

লবঙ্গ, জায়ফল, জীরক, কৃষ্ণজীরা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুষ্ঠা, পিপ্পলী, মরিচ, কুড়, ধনিয়া, এলাচি, দাওচিনি, মোহাগার খৈ, কড়িতম্ব, মুখা, বচ, বনবমানী, বিটলবণ ও মৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে যত হইবেক, তাহার অর্ধেক তুলাভাগে মিলিত পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ উত্তমরূপে পেষণ করিবে ; তৎপরে পানের রসে মর্দনপূর্বক ৬ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটীকা প্রাতঃকালে অথবা রাত্রিতে উষ্ণজল সহ সেবন করিলে গ্রহণীবিহার, আমানুবন্ধ বেদনাসংযুক্ত প্রবাহিকা, শূলযুক্ত স্নৈঘ্যিক জ্বর, কুষ্ঠ, অন্নপিত্ত, প্রবল বায়ুরোগ, আমবাত এবং কোষ্ঠগত সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এবং ইহা দ্বারা শরীরের গ্রানি নষ্ট হইয়া, বিশেষরূপে ক্ষুধার উদ্রেক হয় । এই লবঙ্গাদ্যবটী বহুদেব কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে ।

জাতীফলাদি বটী ।—

জাতীফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ, ধূস্ত্ররবীজং সমভাগচূর্ণম্ ।

ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেণকসং, গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্যম্ ॥

চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া, যত্রাদ্বিদধ্যাদ্‌ গ্রহণীগদেষু ।

সামেষু রক্তেষু মশূলকেষু, পক্ষেষপক্ষেষু শুদাময়েষু ॥

রোপেষু দদ্যাদনুপানভেদান্, মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু ।

পথ্যং সদধোদানমত্রহেয়ং, রসোভমোহয়ং গ্রহণীকবাটঃ ॥

জাতীফলাদি বটী ।

জায়ফল, মোহাগার খৈ, অভ্র ও ধূতুরার বীজ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ এবং অহিফেণ ২ভাগ গ্রহণপূর্বক গন্ধতাদালিয়ার পাতার রসে মর্দনপূর্বক চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী অমুপান বিবেচনায় সেবন করিলে আমসংযুক্ত, রক্তসংযুক্ত, শূলসংযুক্ত পক্ষ অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় । এবং ইহা মধুসহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই গ্রহণীরোগ দিবারিত হয় । এই জাতীফলাদি বটী ঔষধ সেবনপূর্বক দধিসহ অন্ন পথ্য করিবে ।

গ্রহণীকবাটো-রসঃ ।—

টঙ্গাঙ্গারগন্ধাখ্য রসং জাতীফলন্তথা ।

বিলুং খদিরসারঞ্চ জীরকঞ্চ মধুলিকা ॥

কপিহস্তকবীজঞ্চ তথা চোরকপুষ্পকম্ ।
 এষাং শাণং সমাদায় ক্লৃষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ ॥
 বিলুপত্রক কার্পাসফলং শালিঞ্চ ত্রুক্ষিকা ।
 শালিঞ্চমূলং কটুজং তথা কঞ্চটপত্রকম্ ॥
 সর্বেষাং সরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
 রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্বিবসত্রয়ম্ ॥
 দধিমস্ত ততঃ পেয়ং পলমাত্র প্রমাণতঃ ।
 অপিয়োগণতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ ॥
 আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসকৈব প্রবাহিকাম্ ।
 রক্তপ্রাবকরং দ্রবাং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ ॥
 কৃষ্ণবার্তাকু মৎস্যঞ্চ দদিত কৃষ্ণ শস্যতে ।
 জাত্না বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারিপ্রদাপয়েৎ ॥

গ্রহণীকবাটরস ।

মোহাগার ঠৈ, গন্ধক, মনঃশিলা, পারদ, জাতীফল, বেলশুঠ, খদিরমার, জীরা, সূচীমুখীমূল, আলকুশীরবীজ এবং চোরপুষ্পী ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে । তদনন্তর বেলপাতা, কার্পাসফল, শালিঞ্চ (শান্তিশাক), ক্ষীকই, শালিঞ্চের মূল, কুরচি ও কাঁচড়া-দাম ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে উত্তমরূপে মর্দিত করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটা বটী তিন দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিবে ; এবং দধির মাত্র ৮ তোলা অম্লপান করিবে । শত ঔষধেও আরোগ্য হয় নাই, এমনতর দুঃসাধ্য গ্রহণীরোগ ও ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় ; এবং আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবন করিয়া কদাচ রক্তপ্রাবকর কার্য্য করিবে না । কীলবেগুন, কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, দধি ও তক্র ; এই সকল ইহাতে সুপথ্য জানিবে । ইহা সেবন দ্বারা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, রোগীকে তৈল ও জল ব্যবহার করিতে দিবে ।

পূর্ণকলা-বটী ।—

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিলুকম্ ।
 বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠা জীরকং ধান্যকম্ ॥
 রসাক্ষরং টঙ্কণঞ্চ শিলাজতু ফলন্তথা ।
 অত্রাংশঞ্চফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্ ॥
 ভেকর্ণী পঞ্চমূলী বলা কঞ্চটাদভিমম্ ।
 শৃঙ্গাটং কেশরং জম্বু দধিমস্ত জয়ন্তিকা ॥

কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্ ।
 দ্বিমাষা বটিকা কার্যা তক্রৈণ পরিষেবিতা ॥
 ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী ।
 শূলদ্বী দাহশমনী বহিদা জ্বরনাশিনী ॥
 ভ্রমিচ্ছর্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥
 পূর্ণকলাবটী ।

পারা, গন্ধক, মুখা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিব, ইস্রায়ব, আক্‌নাদি, জীরা, ধনে, রসাজ্জন, মোহাগার খৈ, শিলাজতু, জাতীফল ও অভ্র ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুই তোলা ; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ৩ তোলা এবং আলকুনী, থানকুনী, চাকুলে, বেড়োলা, গোফুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, কাঁচড়াদাম, দাড়িমফল, পানীফল, কেশুরিয়া, জামের ছাল, জয়ন্তী, নাগকেশর ও ভৃঙ্গরাজ ; এইসকল প্রত্যেকে ২ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া দধির মাৎসহ মর্দনপূর্বক ২ বাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ ইহার এক একটি বটীকা তক্র অল্পপানসহ সেবন করিলে গ্রহণী, শূল, দাহ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, ভ্রম, ছর্দি ও সংগ্রহগ্রহণী রোগ নষ্ট হয় ।

বজ্রকপাটো-রসঃ ।—

পারদং গন্ধককৈব অহিফেণং সমোচকম্ ।
 ত্রিকটু ত্রিফলকৈব সমমেকত্র কারয়েৎ ॥
 ভৃঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ ।
 রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ ॥
 অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ ॥
 বজ্রকপাটরস ।

পারা, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, শুষ্ঠী, পিঙ্গলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে । তদনন্তর সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ককরতঃ, ২ দুই রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটি বটী প্রতিদিন মধুসহ সেবন করিলে, অসাধ্য গ্রহণীরোগ ও আরোগ্য হয় ।

জাতীফলো-রসঃ ।—

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্ ।
 কুটজস্য ফলকৈব ধূর্তবীজানি টঙ্কণং ॥
 বোমং মুস্তাভয়াচৈব চতবীতং তথৈব চ ।

বিলুকং সর্জ্জবীজক দাড়িমীফলবল্কলম্ ॥
 এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যাতঃ ।
 বিজয়া স্বরসেনৈব মর্দয়েৎ শ্লক্ষুচূর্ণিতং ॥
 গুণ্ডাকলপ্রমাণান্ত বটীকাং কারয়েদ্ভিবক্ ।
 এবাং কুটুম্বুলত্বক-কষায়েণ শ্ৰয়োজয়েৎ ॥
 আনাতিমারং হরতে কুরুতে বহিদৈপনং ।
 মধুনা বিলুশুষ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ ॥
 শুষ্ঠীপান্যকষোগেন চাতিমারং নিহন্ত্যাসৌ ।
 জাতীকলরমোহেব গ্রহণীগদনাশনঃ ॥

জাতীকল রস ।

পারা, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জাতীকল, ইন্দ্রযব, ধৃতুরাবীজ, মোহাগার
 ঠৈ, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুখা, হরীতকী, আঁবের আঁঠির শাঁস, বেলশুষ্ঠ,
 সর্জ্জবীজ ও দাড়িম ফলের ছাল ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ-
 পূর্বক খল মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ সিদ্ধির স্বরসে মর্দিত করিয়া, ১ এক রতি
 পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ কুরচিলের ছালের কাথসহ
 সেবন করিলে আমাতিমার নষ্ট হয় ; এবং অগ্নির উদ্দীপন হয় ; মধু ও বেল-
 শুষ্ঠ সহ সেবন করিলে রক্তসংযুক্ত গ্রহণীরোগ এবং শুষ্ঠী ও ধনের কাথ অহু-
 পানসহ সেবন করিলে অতিমার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ।

পীযুষবল্লী-রসঃ ।—

সূতমভ্রং গন্ধককং তারং লৌহং সটঙ্গম্ ।
 রসাগুনং মাক্ষিকক শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
 লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্ ।
 সমঙ্গাতিবিষা লৌহ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্রুটম্ ॥
 জাতীকলং বিশ্ববিলুং কনকং দাড়িমীচ্ছদং ।
 সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতং ॥
 ভাবয়েৎ সর্বমেকত্র কেশরাভ্রসৈঃ পুনঃ ।
 চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীভুদ্ধেন পেষিতা ॥
 অনুপানং প্রদাতবাং দধিবিলুং সমং গুড়ৈঃ ।
 হস্তি সর্বানতিমারান্ গ্রহণীং সর্বজামপি ॥
 আমসং পাচনঃ সমাধ্বস্থিরুদ্ধিকরস্তথা ।
 কিশকরল্লীনাশহঃ গ্রহণীরোগনাশনঃ ॥

দীপ্যমবল্লীরস ।

পারা, অজ, রৌপ্য, লৌহ, টঙ্কণ, রসাক্ষর ও স্বর্ণমাক্ষিক ; এই সকল দ্রব্য এতদ্ব্যতীত ॥ অর্দ্ধতোলা এবং লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুখা, আকণাদি, জীরা, ধনে, বরাহফল, আতাইচ, লোধ, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, দাকচিনি, জায়ফল, শুষ্ঠী, বেলশুষ্ঠ, ধূতুরাবীজ, দাড়িম ফলের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য এতদ্ব্যতীত ॥ অর্দ্ধতোলা করিয়া গ্রহণপূর্বক ৭ সাতবার কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া, ছাগদুগ্ধসহ পেষণপূর্বক চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । এই বড়ী প্রতিদিন এক একটী করিয়া সমান শুভমুহুর্তে পোড়াবেল অম্লপান সহযোগে সেবন করিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ অতিসার ও সর্বপ্রকার গ্রহণরোগ নিবারিত হয় । অধিকন্তু ইহা আম-পরিপাক ও অম্ল-রুদ্ধিকর ।

গ্রহণীশাদু লো-রসঃ ।—

রসগন্ধকয়োশ্চাপি কষ্মেকং সূশোধিতং ।

দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা হাটকং ষোড়শাংশতঃ ॥

লবঙ্গং নিম্বপত্রঞ্চ জাতীকোষফলে তথা ।

এতেষাং কষ্মচূর্ণেন সূক্ষ্মলাং সহ মেলয়েৎ ॥

মুক্তাগ্ধেন সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ ।

গুণ্ণাপঞ্চপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥

স্মৃতিকাং গ্রহণীরোগং হরত্যেব স্মৃতিশ্চিতং ।

অশোথো দীপনশ্চৈব বলপুষ্টিপ্রদানঃ ॥

কাসশ্বাসাতীসারস্তো বলবীৰ্য্যকরঃ পরঃ ।

দুৰ্ব্বারং গ্রহণীরোগঞ্চামশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥

সংসারলোকরক্ষার্থং পুরা রুদ্রেণ ভাষিতঃ ॥

.. গ্রহণীশাদু লরস ।

পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ১০ ট্রাই আশা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিম্বপাতা ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা ও ছোট এলাচি ২ তোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া, একটী গিল্লিকের মধ্যে সংস্থাপনপূর্বক পুটপাকে পাক করিয়া লইবে । এবং ৫ পঁাচেরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী প্রত্যহ সেবন করিলে স্মৃতিকা, গ্রহণী, অশ্বা, শ্বাস, কাস, অতীসার ও আমশূল নিবারিত হয় । এবং ইহা অগ্নি, বল, পুষ্টি ও বীৰ্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে । সাংসারিক লোক রক্ষার্থে পূর্বকালে মহাদেব কর্তৃক এই গ্রহণীশাদু লরস ঔষধটী কথিত হইয়াছে ।

বৈদ্যনাথ-বটী ।—

রসম্ভ শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ ।

চিত্রকম্য রসেনাপি ত্রিফলারাস্ত্র বুদ্ধিমান্ ॥
 রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা ।
 দ্বাভ্যাং সংযুর্জনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ ॥
 খল্লয়েত্তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণৈঃ ॥
 নিম্ভুণ্ডী মধুকণ্ঠেতা কুঠের গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ ॥
 ভৃঙ্গাক্ষকেশরাজৈশ্চ তথাচেন্দ্রাশনোৎকটৈঃ ।
 সর্ষপাভ্যাং বটীং কৃত্বা দদ্যাভ্যাং গ্রহণীগদে ॥
 সামবাতেশ্বিন্নিমান্দ্যোচ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ ।
 বাতশ্লেষ্মাবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ ॥
 অম্ল তক্রাদি সেব্যঞ্চ কুর্কীত শ্বেচ্ছয়া বহু ।
 শ্রীমত বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা ॥
 স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণসোয়ং ভাবিতা লিখিতেন তু ॥

বৈদ্যনাথবটী ।

অর্দ্ধতোলা পারা লইয়া কাঁজি, রক্তচিতার রস ও ত্রিফলার রসে শোধন
 করিয়া লইবে । এবং ১০ সিকিতোলা শুদ্ধগন্ধক লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দন
 করিবে । তৎপরে ঐ পারা ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দন
 করিয়া কজ্জলী করিবে । তদনন্তর উহা নিমিন্দা, মধুকপুষ্প, আতইস, তুলসী,
 গ্রীষ্মসুন্দর (সুদেহুনী), ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, সিদ্ধি ও তেজপত্রের রসে
 ক্রমান্বয়ে যুজ্জিত করিয়া সর্ষপপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ঐ বটী প্রতিদিন
 এক একটী সেবন করিলে গ্রহণী, আমবাত অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা, উদর,
 বাতশ্লেষ্ম-বিকার ও কফজরোগ সকল বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া
 রোগী ইচ্ছামুসারে অন্ন, তক্রাদি সেবন করিতে পারে । শ্রীমদ্বৈদ্যনাথ কর্তৃক
 লোকানুগ্রহ হেতু ব্রাহ্মণের স্বপ্নান্তে এই ঔষধ কথিত হইয়াছে ।

অগ্নিকুমারো-রসঃ ।—

শুদ্ধসুতং সমং গন্ধকং ত্রিকটু পটুপঞ্চকম্ ।
 দশকং তুল্যতুল্যঞ্চ বিজয়া সর্বসম্মিতা ॥
 ভাবয়েচ্চিত্তভৃঙ্গোথৈঃ স্থিধাচ বিজয়াদ্রবৈঃ ।
 দীপ্তাগ্নিনা তু বাঠৈকং বালুকাযন্ত্রণে পচেৎ ॥
 সঞ্চূর্ণ্য চাদ্রকদ্রবৈর্ভাবয়িত্বা চ ভক্ষয়েৎ ।
 মধুনা শাণমানন্ত রসোহগ্নিকুমারকঃ ॥

চিকিৎসাবিধিঃ ।

অগ্নিকুমাররস ।

শোধিত পারদ, গন্ধক, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জললবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ ও শুষ্কদলবণ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান পরিমাণে নিদিষ্ট গুণনপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে । তদনন্তর চিতা, ভুজরাজ ও সিদ্ধিরসে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসংযোগে বালুযন্ত্রে পাককরতঃ চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দনপূর্বক ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রার বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটা বটী প্রতিদিবস মধুসহ সেবন করিলে আমসংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ; এবং অগ্নির দীপ্তি প্রবর্তিত হইয়া থাকে ।

গ্রহণীকপাটো-রসঃ ।—

গিরিজাববীজ কজ্জলী পরিমুদ্যার্দ্‌রসেন শোধিতা ।

কুটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমুদ্য মিশ্রিতা ॥

মর্দয়িত্বা প্রদাতব্য মস্য গুণ্ডাচতুষ্টয়ং ।

অজাক্ষীরেণ দাতব্যং ক্বাথেন কুটজস্য বা ॥

যুষং দেয়ং মসুরস্য বারিভক্তঞ্চ শীতলং ।

দধ্না সহ পুনর্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ং ॥

বর্দ্ধয়েদংশপর্ষ্যন্তুং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা ।

নিহন্তি গ্রহণীং সর্বাত্ বিশেষাত্ কুক্ষিমাৰ্দ্‌বং

গ্রহণীকপাটরস ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । তৎপরে উহার সহিত কুটজের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া আদার রসের সহিত মর্দিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ ৪ রাত পরিমাণে ছাগদুগ্ধ অল্পপান সহ অথবা কুরচির ক্বাথের সহিত সেবন করিবে । এবং মসুরের যুষ সহ অন্ন ও শীতল জল পথ্য করিবে । এই ঔষধ আহারকালে জলের প্রথমে দধি সহ ২ রতি করিয়া সেবন করিবে এবং ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া পরে হ্রাস করিয়া আনিবে । ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় । বিশেষতঃ ইহা দ্বারা কুক্ষির মুহুতা জন্মে ।

বিজয়া-বটিকা ।—

হাটকং রজতং তাত্রং যদত্র পরিদীপ্যতে ।

বিজয়াখ্যা তু সা জ্যেয়া সর্বরোগানিসুদনী ॥

বিজয়াবটিকা ।

পূর্বোক্ত গ্রহণীকপাটরসে কথিত রস ও গন্ধক সহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে বিজয়াবটিকা বলা যায় । ইহা দ্বারা সর্ব-প্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ।

বড়বামুখো-রসঃ ।—

শুদ্ধশুতং সমং গন্ধকং যুততাত্ত্বাভটঙ্গণং ।
 সামুদ্রিকং যবক্ষারং সর্জিকসৈন্ধবনাগরং ॥
 জুপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ ।
 প্রত্যেকং সূতত্বলাং সাদম্লযোগেন মর্দয়েৎ ॥
 হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাম্যৌ মর্দয়িত্বা পুটেল্পশু ।
 মাষমাত্র প্রদাতব্যো রসোহহং বড়বামুখঃ ॥
 গ্রহণীং বিবিধাং হস্তি সংগ্রহগ্রহণীং জ্বরং ॥

বড়বামুখরস ।

পারদ, গন্ধক, তাত্ত্ব, অভ, টঙ্গণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সর্জিকক্ষার, সৈন্ধব-
 লবণ, শুণ্ডী, অপামার্গের ক্ষার, পলাশক্ষার ও বরুণছালের ক্ষার ; এই সকল
 দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক কাঁজি ও হাতিশুণ্ডের রসে
 মর্দনপূর্বক অগ্নিসংযোগে পুটপাকে পাক করিয়া লইবে। এবং ১ মাষা
 মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রতিদিন এক একটী সেবন করিলে
 বিবিধপ্রকার গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী ও জ্বর আরোগ্য হয়।

গ্রহণীকপর্দপোটুলী । —

কপর্দিত্বলাং রসকন্তু গন্ধকং,
 লৌহং যুতং টঙ্গণকঞ্চ ত্বলাং ।
 জয়ারসেনৈকদিনং বিষর্দা,
 চূর্ণেন সংবেষ্ট্য পুটেচ্চ ভাণ্ডে ॥
 দদীত শুৎ পোটুলিকাভিধানং,
 বাতপ্রধানাং গ্রহণীং নিরুত্তে ॥

গ্রহণীকপর্দপোটুলী ।

কড়িভস্ম, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মোহাঙ্গা ; এই সকল দ্রব্য সমান পরি-
 মাণে গ্রহণপূর্বক সর্জিকের রসে মর্দন করিয়া, একটী ভাণ্ডমধ্যে পূরিবে, তৎপরে
 সেই ভাণ্ডটী চূর্ণ দ্বারা লেপনকরতঃ পুটপাকে পাক করিয়া লইবে। ইহা
 সেবন করিলে বাতপ্রধান গ্রহণীরোগ নিসারিত হয়।

হংসপোটুলী । —

দধ্বকপর্দকান্ পিক্তা ত্র্যম্বণং টঙ্গণং বিষং ।
 গন্ধকং শুদ্ধশুতঞ্চ ত্বলাং জয়ীরজৈদ্রবৈঃ ॥
 মর্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাদ্রং লিহেদনু ।
 নিকলি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতং ॥

হংসপোউলী ।

কড়িতম্ব, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, টঙ্গণ, বিয়, গন্ধক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক জ্বারের রসে মর্দনকরতঃ, পুটপাকদ্বারা পাক করিয়া, ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ মরিচচূর্ণ ও আদার রস সহ সেবন করিলে সর্ববিধ গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনকারি-ব্যক্তিকে তক্র সহ অন্ন পথ্য দিবে ।

শম্বুকাদি বটী । -

দধ্মশম্বুকসিদ্ধুখঃ তুলাং ক্ষৌদ্রেণ মর্দয়েৎ ।

নিষ্কৈকেন নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদং ॥

শম্বুকাদিবটী ।

শম্বুকতম্ব এবং সৈন্ধবলবণ সমানপরিমাণে গ্রহণপূর্বক মধু সহ মর্দিত করিয়া ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজগ্রহণী-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

গ্রহণীকবাটঃ । -

রসাজগন্ধান্ ক্রমরক্ষিযুক্তান্,

জজ্বারসেন ত্রিদিনং বিমর্দ্য ।

জয়ন্তিকা ভৃঙ্গ কলযীনীতৈর-

র্দিনং যবক্ষারং সটঙ্গণঞ্চ ॥

ক্ষিপ্ত্বা তু গন্ধস্য চ তুলাভাগং,

বাতারিতৈলেন যুতং পুটিত্বা ।

শুড়ুিকা-শালুলিকা-রসেন,

জজ্বারসেনাপি বিমর্দ্য শাণ্ডং ॥

মরিচসার্কং মধুনা সমেতং,

দন্দীত পথ্যং দধিভুক্তকঞ্চ ॥

গ্রহণীকবাট ।

পারদ ১ একভাগ, অভ্র ২ ভাগ এবং গন্ধক ৩ তিনভাগ গ্রহণপূর্বক কাক-জজ্বার রসে ৩ তিন দিবস এবং জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও কলমীরসে ১ একদিন মর্দন করিয়া, গন্ধকের সমান যবক্ষার ও মোহাণা তাহাতে ক্ষেপণকরতঃ, এরণ্ডতৈলসহ মিশ্রিত করিয়া, পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া লইবে । তদনন্তর গুলঞ্চ, সিমুল ও সিদ্ধি ; এই সমস্তের রসে মর্দিত করিয়া ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক এক বটী প্রত্যহ মরিচচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে সর্বপ্রকার গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনকারি-ব্যক্তিকে তক্র ও দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে ।

এহণীবজ্রকবাটঃ । -

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যগ্রালটঙ্গং ।
 জয়ন্তী ভৃঙ্গ জয়ীরদ্রবৈঃ পিষ্টা দিনত্রয়ং ॥
 ষামার্কিং গোলকং শ্বেদাং মন্দেন পাবকেন চ ।
 শীতে জয়া রসসমং শাল্মলী বিজয়াদ্রবৈঃ ॥
 ভাবয়েৎ সপ্তপা বজ্রকবাটঃ স্যাদ্রসোস্তমঃ ।
 মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বানৌ মধুনা এহণীং জয়েৎ ॥
 এহণীবজ্রকবাট ।

পারা, গন্ধক, যবক্ষার, জয়ন্তীপত্র, অভ ও মোহাংগা ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় এহণপূর্বক ৩ দিনদিবস ক্রমাগ্রে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জয়ীরের রসে মর্দনপূর্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া অর্দ্ধপ্রহর পর্য্যন্ত মুহু অগ্নিদ্বারা শ্বেদ প্রদান করিবে। তৎপরে শীতল হইলে, পারদের সমান সিদ্ধিচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া সিমুল ও সিদ্ধির রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ২ মাষা বা ৩ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতি দিবস মধু সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার এহণীরোগ আরোগ্য হয়।

রসাল-বটী । -

শুদ্ধসূতস্য কর্ষিকং কর্ষিকং গন্ধকস্য চ ।
 দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা তুলাং বোম প্রদাপয়েৎ ॥
 কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নিপুণ্যশ্চিত্রকস্য চ ।
 ঐষ্মসুন্দরমণ্ডু কী জয়ন্তীন্দ্রাশনস্য চ ॥
 শ্বেতাপরাজিতায়াম্চ স্বরসং পৰ্ণসম্ভবং ।
 রসতুলাং প্রদাতব্যং চূর্ণক মরিচোদ্ভবং ॥
 দেয়ং রসার্কভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং ।
 সংমর্দ্য বটিকাং কুর্য্যাৎ কলায়সদৃশীং বুধঃ ॥
 হস্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং ।
 জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥
 চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠো এহণ্যাতকনাশনঃ ।
 দধি চাবশ্যকং দেয়ং গ্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ ॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং অভ ৪ চারিতোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা এবং মোহাংগার ষ্ঠে ১ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি এহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর ক্রমাগ্রে ২ তোলা

কেশুরিয়ার রস, ২ তোলা ভীমরাজের রস, ২ তোলা নিসিন্দাপাতার রস, ২ তোলা রক্তচিটার মূলের রস, ২ তোলা শুমার রস, ২ তোলা থানকুনীর রস, ২ তোলা জরস্বস্তীপত্রের রস, ২ তোলা সিদ্ধিপাতার রস, ২ তোলা খেত অপ-
রাজিতার রস এবং ২ তোলা পানের রস দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কলায়
প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী প্রতিদিন এক একটী করিয়া সেবন
করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মরোগ, জ্বর, অতীসার, চাতুর্থক জ্বর এবং
ঐহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে দধি ও দাইলের
যুষ পখা দিবে। পুরাকালে নাগার্জুন মুনি এই রসাজ-বটী ঔষধটী প্রকাশ
করিয়াছিলেন।

নৃপবল্লভঃ । —

জাতীফল লবঙ্গাদ্ব্যুগেলা টঙ্গরামঠং ।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ সমানী বিশ্বসৈন্ধবাঃ ॥
লৌহমল্লং রসোগন্ধ স্তাত্রং প্রত্যেকশঃ পলং ।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষাৎ বটিকা কুরু যত্নতঃ ।
শ্রীমদগহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্মিতঃ ॥
সূর্য্যবন্তেজসা চায়ং রসোহি নৃপবল্লভঃ ।
অষ্টাদশ বটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যাদর্শকঃ ॥
হস্তি মন্দানলং সর্ব্ব মামদোষং বিসূচিকাং ।
প্লীহণুলোদরাষ্টীলা যকৃৎ পাণ্ডু কামলাং ॥
সর্ব্বানৈব গদানু হস্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা ।
বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ॥
পরং বাজীকুরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্থসিদ্ধিদঃ ।
অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাধ্বিমুখ্যতে ॥
রসস্যাম্য প্রসাদেন বুদ্ধিমানু জায়তে নরঃ ।
বদরাহি প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিক্ষক্ ॥

নৃপবল্লভ ।

জাতীফল, লবঙ্গ, মুখা, দাকচিনি, এলাচি, সোহাগার খৈ, হিঙ, জীরা,
তেজপাতা, সমানী, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অত্র, রস, গন্ধক এবং তাত্র ;
এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মরিচচূর্ণ ১৬ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি
ঐহণপূর্ব্বক ছাগগুহ্র অথবা আমলকীর রসে পেষণ করিয়া কুলপ্রমাণ বটীকা
প্রস্তুত করিবে। শ্রীমান্ গহননাথ কর্তৃক বহুচিন্তায় এই ঔষধটী আবিষ্কৃত
হইয়াছে। এই নৃপবল্লভরস সর্বাধিক লাভ প্রদায়ক।

বটী করিয়া, ইহার ১৮টী বটী সেবন করিলে দেহ পবিত্র এবং স্বর্ষাসদৃশ কাঙ্ক্ষি জন্মে । ইহা দ্বারা মন্দাঘ্নি, সর্ববিধ আমদোষ, বিসৃচী (কলেরা, ওলাউঠা), প্লীহা, গুল্ম, উদর, অজীর্ণ, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা এবং অস্বাস্থ্য সকলপ্রকার ব্যাধি, স্বর্ষ্য কর্তৃক পাপ বিনাশের স্থায়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এবং ইহা বল ও বর্গজনক, ক্রদা, আয়ুৰ্ভা, বীৰ্য্যবদ্ধক, শ্রেষ্ঠরসায়ন, পটুদ এবং মূত্রাসিদ্ধিজনক ; এমন কি ইহার প্রসাদে তরোগী দীর্ঘজীবী হয়, রোগী নিশ্চয় রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং নিরোধ ব্যক্তি অতীব বুদ্ধিমান হইয়া থাকে ।

রহস্ পবল্লভঃ । -

রসগন্ধকলৌহান্নং নাগং চিত্রং ত্রিহং সমং ।

টঙ্কং জাতীফলং হিঙ্গু তুগেলাক লবঙ্গকং ॥

তেজপত্রমজ্জা জ্বীচ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং ।

প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং মরিচ তারায়োস্তথা ॥

নিরুথকং স্নাতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকং ।

আদ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসেন চ ॥

ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ ।

ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় পথ্যং ভক্ষ্যেদ্যথেষ্মিতং ॥

অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণক দুর্গামং গ্রহণীং জয়েৎ ।

আমাজীর্ণ-প্রশমনঃ সর্বরোগ-নিমূননঃ ॥

নাশয়েদ্ভুদরান্ রোগান্ বিফুচক্রমিবাসুরান্ ॥

রহস্ পবল্লভঃ ।

পাণ্ডা, গন্ধক, লৌহ, অজ, সীসক, রক্তচিতার মূল, তেউড়ী, মোহাগার খেঁ, জাতীফল, হিঙ্গু, দাকচিনি, এলাচি, মুখা, লবঙ্গ, তেজপাতা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুষ্ঠী, সৈন্ধব, মরিচ ও রৌপ্য ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১২ দ্বাদশরতি ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রণপূর্বক আদার রসে ও আমলকীর রসে মর্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, দুর্গাম (অর্শঃ), গ্রহণী, আমাজীর্ণ এবং অস্বাস্থ্য সকল ব্যাধি, বিফুর চক্রদ্বারা অস্থির বিনাশের স্থায় বিনষ্ট হয় ।

রাজবল্লভঃ । -

জাতীফল লবঙ্গাক তুগেলা টঙ্করামাং ।

জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং ॥

লৌহবল্লভং সত্যাক্ষক রসগন্ধকমেব চ ।

স্নাত্তীরসে বটীং কুৰ্ঘ্যাং দ্বিগুণ্যফলমামতঃ ।
 হস্তি শূলং তথা গুল্মা মামবাতং সুদারুণং ॥
 ক্ষুদ্রশূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকং ।
 শিরঃশূলং কটীশূল মানাহমষ্টশূলকং ॥
 ক্রিমিকুষ্ঠানি দাক্ষিণি বাতরক্তং ভগন্দরং ।
 উপদংশ মতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রবাহিকাং ॥
 নৃপবল্লভরাজোহয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ ॥

রাজবল্লভ ।

স্নাতিকল, লবঙ্গ, মুখা, দাকচিনি, এলাচি, মোহাঙ্গা, হিঙ, জীরা, তেজ-
 পাতা, যমানী, শুষ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অজ, তাত্র, রস, গন্ধক, মরিচ,
 তেউড়ীমূল ও রূপা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ ষোল তোলা পরিমাণে
 গ্রহণপূর্বক আফলকীর রসে মর্দন করতঃ, ৩ তিনরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত
 করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটী বটী সেবন করিলে শূল, গুল্ম, সুদারুণ
 আমবাত, ক্ষুদ্রশূল, পার্শ্বশূল, চক্ষুঃশূল, হলীমক, শিরঃশূল, কটীশূল,
 আনাহ, অষ্টবিধ শুলরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, দাক্ষ, বাতরক্ত, ভগন্দর, উপদংশ,
 অতীসার, গ্রহণী, অর্শঃ ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। এই রাজবল্লভ বটী
 স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মহারাজ-নৃপবল্লভঃ ।—

মাক্ষিকং লৌহমল্লঞ্চ বঙ্গং রক্ততহাটকং ।
 গ্রন্থি-যমানিকা-চোচং তাত্রং নাগরটঙ্গণং ॥
 সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসং ।
 শৃঙ্গী কপূরকৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতং ॥
 মাষদ্বয়ং রামঠং স্যাম্মরিচানাং চতুষ্টয়ং ।
 জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতং ॥
 নাভিশঙ্খং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষং ।
 কর্ষটকং সক্রিমাষং সূক্ষ্মলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ ॥
 বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।
 চতুর্গুণ্যমিতং খাদেৎ সানাহগ্রহণীং জয়েৎ ॥
 শঙ্খনা নির্মিতো হ্যেষ পূর্ববদ্ গুণকারকঃ ।
 নান্না মহারাজপূর্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে ॥

মহারাজ-নৃপবল্লভ ।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অজ, টঙ্গণ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দাকচিনি,

তাত্র, শুষ্ঠী, মোহাগার খে, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুখা, ধনিয়া, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কপূর ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ১ এক মাষা ; হিন্দু ২ মাষা, মরিচ ৪ চারিমাষা, জাতীফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, শঙ্খনাভি ॥০ অর্দ্ধতোলা, বিড়ঙ্গ ॥০ অর্দ্ধতোলা, বিষ ২ মাষা, ছোটএলাচি ১২ বারতোলা ৬ ছয়আনা এবং বিটলবণ ৪ চারি-তোলা ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধসহ বাটিয়া ৪ চারিরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতাহ ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিলে, সমস্ত আনাহসংযুক্ত গ্রহণরোগ নিবারিত হয়। এই সর্বোৎকৃষ্ট গুণকারক ঔষধ “মহারাজ নৃপবল্লভ” রস পূর্বকালে অয়ং মহাদেব কর্তৃক নির্মিত ও কথিত হইয়াছে।

মহারাজ নৃপতিবল্লভো রসঃ ।—

কর্যত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতান্দং মৃততাত্রকং ।

মৃতং তারং মাফিকঞ্চ কর্যং কর্যং প্রদাপয়েৎ ॥

মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্কণং শৃঙ্গমেব চ ।

বসিরং দন্তীমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকং ॥

যমানী বালকং মুস্তং শুষ্ঠকঞ্চ সধান্যকং ।

সিন্ধুদ্রবং স্কপূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষং ॥

পারদং গন্ধককৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ ।

তোলদ্বয়ং ত্রিষট্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণং ॥

জাতীকোষফলকৈব বরাজকস্তু তৎসমং ।

সর্বেষামর্দ্ধভাগস্তু বিড়কং তত্র মিশ্রয়েৎ ॥

সর্বমেকীকৃতং যদ্যৎ ত্রাটিচূর্ণঞ্চ তৎ সমং ।

ভাবনা চ প্রদাতব্য্য ছাগীদুগ্ধেন সপ্তপা ॥

মাত্রলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ সপ্তবারকং ।

ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদশরতিকং ॥

মন্দানলং সংগ্রহণীং প্ররদ্ধা মামানুবন্ধীং ক্রিমিপাণ্ডুরোগং ।

হৃদ্রোগোপিতং হৃদয়ামরঞ্চ, গুল্মোদরপ্লীহভগন্দরঞ্চ ॥

অর্শাংশি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্, সৌমং সশূল্যকমেব হস্তি ।

সাজীর্ণবিষ্টস্তবিসর্পদাহং, বিলম্বিকাপ্যালসং প্রমেহং ॥

কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাস-শোথং, হন্যাৎ শোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছং ।

যতান্তরে সর্বতোভদ্রো নাম, মহেশ্বরেণৈব বিভাষিতোহয়ং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গ্রন্থে গ্রন্থাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

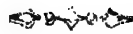
মহারাজ-নৃপতিবল্লভ ।

কাস্তুলৌহ ৬ ছয়তোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, তাঁত্র ২ দুইতোলা, মুক্তা ২ দুইতোলা, স্বর্ণমালিক ২ দুইতোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, মোহা-
গার খৈ ১ তোলা, কাঁকড়াশূঙ্গী ১ তোলা, গজপিপুল ১ তোলা, দন্তীমূল ১
তোলা, মরিচ ১ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, যমানী ১ তোলা, বালা ১
তোলা, মুখা ১ তোলা, শুষ্ঠী ১ তোলা, ধনিয়া ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১
তোলা, কপূর ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, রক্তচিতারমূল ১ তোলা, বিষ ১
তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ দুইতোলা, লবঙ্গ ৪
চারিতোলা, জাতীফল ৪ চারিতোলা, জৈত্রী ৪ চারিতোলা ও দাঙ্কচিনি ৪
চারিতোলা, এই সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক বিটলবণ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান
পরিমাণে ছোটএলাচি ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া পেষণপূর্বক ৭
সাতবার ছাগদুগ্ধে এবং ৭ সাতবার ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিয়া ছায়ার
শুক্করতঃ, ১০ দশ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার
এক একটী বটীকা সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমাশ্ববন্ধ গ্রহণীরোগ, ক্রিমি-
রোগ, পাণ্ডুরোগ, ছর্দি, তল্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, সোমরোগ, শূলরোগ, বিষক্ট,
বিষ্টকাজীর্ণ, বিসর্প, দাহ, বিলম্বিকা, অলমক, প্রমেহ, সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, কাম,
শোষ, শোথযুক্ত জ্বর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।
এই “মহারাজ নৃপতিবল্লভ” রসকে মতান্তরে “সর্বতোভদ্র” বান্ধা থাকে।
স্বয়ং মহেশ্বর কর্তৃক এই ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতি প্ররোগচিন্তামণি গ্রন্থে গ্রহণী-অধিকার সমাপ্ত ।

ইতি ষষ্ঠ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ



অথার্শোরিকারঃ ।

দুর্গামাং সাধনোপায়শ্চতুর্ধা পরিকীর্তিতঃ ।

ভেষজকার শস্ত্রান্নিসাধ্যাত্নাদাদ্য উচ্যতে ॥ .

অতঃপর অর্শোরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

ঔষধ, ক্ষারকর্ম, অস্ত্রপ্রয়োগ এবং অগ্নিকর্ম . এই চারিপ্রকারে অর্শো-
রোগের চিকিৎসা বলা যাইতে পারে । উহাদের মধ্যে স্মৃৎসাধ্য হেতু ঔষধ-
চিকিৎসা প্রথমে কথিত হইতেছে ।

যদ্বায়োরনুলোমায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে ।

অনুপানৌষধদ্রব্যং তৎসর্বং নিত্যমর্শসৈঃ ॥

যে সকল ঔষধ, অনুপান ও আহারীয় দ্রব্য সেবন করিলে, বায়ু প্রশমিত
হইয়া অধোদিকে গমন করে ; এবং অগ্নি ও বল বর্ধিত হয় ; অর্শোরোগীর
তাহাই নিত্য ব্যবহার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

শুষ্কার্শমাং প্রলেপাদিক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে ।

আবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাপ্রপৈতিকী ॥

শুষ্ক অর্শঃ প্রশমনার্থে প্রলেপাদি তীক্ষ্ণক্রিয়া করিবে । এবং যে অর্শো-
রোগে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসা করিবে ।

স্নুক্ ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদুন্নামনাশনম্ ।

কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপাতন্তি ঔদোদ্রবাঃ ॥ .

মনসাসিঞ্জের আঠার সহিত কিয়ৎপরিমাণে হরিজাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া,
অর্শের বলির মুখে বিন্দুমাত্র প্রদান করিলে ; অথবা ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে
ঘর্ষণ করিলে উহা নিশ্চয় পতিত হয় ।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততৃণ্যাশ্চ পল্লাবাঃ ।

করঞ্জোবস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥

আকন্দের আঠা, মনসাসিঞ্জের আঠা, তিতুলাউরের পাতা এবং ডহর
করঞ্জের ছাল সমানভাগে গ্রহণপূর্বক, উদ্ধারা অর্শের বলির উপরি প্রলেপ

অর্শোদ্বী চ গুদাবর্তিগুড়িঘোষাকলোদ্ভবা ॥

পুরাতনগুড় জলে গুলিয়া ঘোষাকলের চূর্ণ প্রদানপূর্বক পাককরতঃ বর্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি গুহে প্রবেশ করাইলে অর্শের বলি পতিত হয়।

তিলভল্লাতকং পথ্যা-গুড়ে চেতি সমাংশকম্।

দুর্গামশ্বাসকাসম্বৎ প্রীহপাণ্ডুজ্বরপহম্ ॥

তিল, ভেলার আঠি, হরীতকী ও পুরাতন গুড় সমভাগে বাটিয়া সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্রীহা, পাণ্ডু ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

অঙ্গুরীগঠনম্।—

তুখচূর্ণং ভবেভোলং জম্বীরদ্রবসংযুতম্।

দ্রবপ্রমাণমুদ্ভিষ্টং তস্মাদফটুগং হি তম্ ॥

লৌহপাত্রে ক্ষিপেত্তত্ত্ব ভাবয়েচ্চ বিশেষতঃ।

অনেন গঠিতাঙ্গুর্যাচার্শোঘ্নং মহত্বলুনম্ ॥

ধৌতং জলকরেভাবদ্ যাবদর্শঃ ক্ষয়োভবেৎ।

সন্দেহো নাত্র কর্তব্যঃ সন্ধিরুক্তং ভিষগৈঃ ॥

অঙ্গুরীগঠনে কালে তাত্রং ন প্লবতে যদি।

তদা পাদতলং চর্ম্ম ক্ষিপেত্তত্র বিচক্ষণঃ ॥

অঙ্গুরীগঠন।

একতোলা তুঁতেচূর্ণ ৮ গুণ জলসহযোগে একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া স্বর্ঘ্যাতপে ভাবনা দিয়া, অল্প গাঢ় থাকিতে তদ্বারা অঙ্গুরী গঠন করিবে। তৎপরে এই অঙ্গুরী অর্শের বাহ বলিতে লাগাইয়া দিবে। এবং অর্শস্থির ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তদুপরি জলসেচন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অর্শঃ বিনষ্ট হয়। বদ্যপি অঙ্গুরি গঠনকালে তুঁতের জলে তাত্র প্লাবিত না হয়, তবে তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রায় পাদতলের চর্ম্ম প্রদান করিবে।

কুটজাদ্যং যুতম্।—

কুটজফলবল্কলকেশর নীলোৎপল লোথ্র ধাতকীকল্কৈঃ।

সিদ্ধং যুতং বিধেয়ং শূলে রক্তার্শমাং ভিষজা ॥

কুটজাদ্য যুত।

কুরচিহাল, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোথ্র ও ধাইফুল ; এই সকল কল্কদ্রব্য সমানভাগে কুটিত ১ একসের, গব্যমুত ৪ চারিসের এবং জল ৪ চারিসের। এই যুত পাকপূর্বক সেবন করিলে শূল ও রক্তার্শঃ নিবা-
হিত হয়।

ষট্‌পলকং স্নাতম্ ।—

সক্ষাটৈঃ পঞ্চকোটৈশ্চ পলিকৈস্ত্রিগুণোদকৈঃ ।

সমং ক্ষীরং স্নাতপ্রস্থং জ্বরার্শঃ শ্লীহকাসনুৎ ॥

ষট্‌পলকং স্নাত ।

গব্যাস্নাত ৮ চারিসের ; যবক্ষার, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিত্রা ও শুষ্ঠী ; এই সকল কল্ক দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১২ বারসের এবং হৃদ্ধ ৮ চারিসের । এই স্নাত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বর, অর্শঃ, শ্লীহা ও কাস নষ্ট হয় ।

ব্যোষাদাতং স্নাতম্ ।—

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি ।

সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যাসংশয়ম্ ॥

ব্যোষাদা স্নাত ।

গব্যাস্নাত ৮ চারিসের ; কল্কার্শ শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমানভাগে চূর্ণিত ১ একসের এবং পলাশরক্ষের ছাল অন্তর্ভূমে দক্ষ করিয়া যথাবিধি নিয়মানুসারে প্রস্তুত ক্ষারজল ১২ বারসের । এই স্নাত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শের বলি নিশ্চয়ই পতিত হয় ।

সমশর্কর-চূর্ণম্ ।—

শুষ্ঠী কণা মরিচ নাগদল ত্রুগেলং,

চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্জিতমূর্দ্ধমন্ত্যাত্ ॥

খাদেদিদং সমনিতং গুদজাগ্নিম্যান্দ্যে,

কাসারুচি শ্বসনকণ্ঠহৃদায়েষু ॥

সমশর্কর চূর্ণ ।

শুষ্ঠীচূর্ণ ৭ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৬ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৫ ভাগ, নাগকেশর চূর্ণ ৪ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, দাকচিনি ২ ভাগ এবং এলাচি ১ ভাগ ; আর ইহাদের সর্ব সমষ্টির সমান মাত্রায় শর্করা লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য কাস, অকচি, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয় ।

প্রাণদাণ্ডডিকা ।—

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাস্চ পলমেব চ ॥

ভালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ ।

দ্বৈপলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ ॥

গুড়াং পলানি ত্রিংশচ্ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
 অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি চ সা স্মৃতা ।
 পূর্ব্বং ভক্ষেত্তু পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্ ॥
 মদাং মাংসরসং যুষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেত্তথা ।
 হন্যাৎ দর্শাংসি সর্বাণি সহজাসহজান্যপি ॥
 বাতপিত্তকফোথানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ ।
 পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছে বাতরোগে গলগ্রহে ॥
 বিষমজ্বরে মন্দাগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ ।
 ক্রিমি-হৃদ্রোগিনাক্ষৈব গুল্ম-শূলার্তিনাং তথা ॥
 শ্বাসকাস পরীতাপে চৈষাম্যাদয়তোপমা ।
 শুষ্ঠ্যাঃ স্থানে ২ ভয়াদেয়া বিড়্ গ্রহে পিত্তপায়ুজে ॥
 প্রাণদেয়ং সিতাং দত্ত্ব চূর্ণমানাস্ততু গা । .
 অল্পপিত্তাগ্নিমন্দাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে ॥
 অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ স্লেষ্মাভবে পলম্ ।
 পলদ্বয়ন্তু নিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্ ॥

প্রাণদা-গুড়িকা ।

শুষ্ঠী ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ১৬ তোলা, চই ১ পল, তালীশপত্র
 ১ পল, নাগকেশর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট-
 এলাচি ২ তোলা, দাওচিনি ২ তোলা, বেণারমূল ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্যের
 চূর্ণ এবং ৩০ পল গুড় একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ।
 ইহার নাম প্রাণদা গুড়িকা । এই ঔষধ ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে বা পশ্চাৎ
 সেবনীয় । এই ঔষধ সেবনান্তে বাত-কফজ অর্শোরোগী মদ্য, বাতজ্বাৰ্শো-
 রোগী মাংসরস, পিত্তজ্বাৰ্শোরোগী হৃদ্র, কফজ অর্শোরোগী মূগের যুষ
 এবং পিত্তশ্লেষ্মিক অর্শোরোগী উজ্জল পান করিবে । ইহা দ্বারা সহজ
 বাতজ্ব, পিত্তজ্ব, কফজ ও সন্নিপাতজ্ব প্রভৃতি সর্বপ্রকার তর্শোরোগ এবং
 পানাত্যজ্ব, মূত্রকৃচ্ছ, বাতরোগ, গলরোগ, ক্রিমি, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ
 বিনষ্ট হয় । এই গুড়িকা শ্বাস ও কাসরোগীর পক্ষে অমৃত তুল্য । অর্শোরোগীর
 মলবদ্ধতা থাকিলে শুষ্ঠীর স্থানে হরীতকী প্রদান করিবে । পিত্তজনিত অর্শো-
 রোগে সমুদায় চূর্ণের চতুর্গুণ শর্করা মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ।
 অর্শকোগীর অল্পপিত্ত ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে, এই গুড়িকা প্রস্তুত
 করিবে । অর্শঃ প্রভৃতি রোগ শ্লেষ্মিক হইলে মদ্য, মাংস রসাদি অনুপান
 দ্রব্য ৮ তোলা মাত্রায়, বাতজ্ব হইলে ১৬ তোলা মাত্রায় এবং পিত্তজ্ব হইলে
 ২৪ তোলা পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহচ্ছূরগমোদকঃ । —

মোড়শঃ শূরগভাগাবহুরকৌ মহোমধসাতঃ ।
 অর্দ্ধেভাগযুক্তির্মরিচস্য ততোহপি চার্কণ ॥
 ত্রিফলা কণাসমূল তালীশার্কর ক্রিমিস্থানাম্ ।
 ভাগা মহোষধ সমা দহনাংশা তালমূলী চ ॥
 ভাগঃ শূরগতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যপি ।
 ভঙ্গ্যেলে মরিচাংশে সর্বান্যেকত্র কারয়েচ্ছূর্ণম্ ॥
 দ্বিগুণেন গুড়েনযুতঃ সেব্যোহয়ং মোদক প্রকামঘনৈঃ ।
 গুরুষ্য ভোজ্যাহিতেষিতরেষুপদ্রবং কুর্যাৎ ॥
 ভক্ষ্যকমলেন জনিতং পূর্বমগস্তাস্য যোগরাজেন ।
 ভীমস্য মারুতেরপি যেন মহাশনৌ জাতৌ ॥
 অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতু ন কেবলং শূরণোমহাবীৰ্য্যঃ ।
 প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিদ্যাপ্যর্শমামেষঃ ॥
 শ্বয়থুল্লীপদজিদ্ গ্রহণীক কফানিলোদ্ভূতাম্ ।
 নাশয়ন্তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে রব্যাত্মক ॥
 হিক্কাং শ্বাসং কাসং সর্পাজঘক্ষ্ম প্রমেহাংশ্চ ।
 প্লীহানকাপ্যাথোগ্রং হন্তি চ রসায়নং পুংসাং ॥

বৃহচ্ছূরগমোদক ।

শূরগ (ওল) ১৬ ভাগ, বহ্নি (রক্তচিতার মূল) ৮ ভাগ, শুষ্ঠী ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, অরুণ্ড (ভেলা) এবং ক্রিমিয় (বিড়ঙ্গ)—এই সকল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক) ১৬ ভাগ, দাড়াচনি ২ ভাগ এবং এলাচি ২ ভাগ ; ইহাদের চূর্ণ এবং ইহাদের সর্ব-সমষ্টির দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবনপূর্বক গুরু ও বলকারক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। কারণ—এই ঔষধ অতীব অগ্নিবর্দ্ধক হেতু গুরু ও বলকারক দ্রব্য সেবন না করিলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ; এবং তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে। বিশেষতঃ উপযুক্ত আহার অভাবে উৎকট উৎকট ব্যাধি জন্মিয় রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে। জগন্ত্যমুনি কর্তৃক কথিত এই রোগরাজ “বৃহচ্ছূরগমোদক” সেবন দ্বারা আহারীয় ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে অগ্নিকালের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি এই ঔষধ সেবন করিয়া পূর্বকালে ভীমের ও হুম্মানের জঠরাগ্নি ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়াছিল ; অর্থাৎ অত্যন্ত আহার-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বৃহচ্ছূরগমোদক সেবন করিলে যে, কেবলমাত্র

অগ্নির বল বর্জিত হয় এমনত নহে, ইহা দ্বারা বল ও বুদ্ধি পৰ্য্যাপ্ত ও হার
হইয়া থাকে। শত্রু ও ক্ষার চিকিৎসা ব্যতিরেকে অর্শোরোগে এমন মহৌ
ষধি অতি দুর্লভ। এই মোদক সেবন দ্বারা শোথ, স্ৰীপদ, বাতিক ও গৈস্তিক
গ্রহণী, হিকা, শ্বাস, কাস, রাজবক্ষা, স্রীহা ও প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া,
বোগীর মেধা ও বল বৃদ্ধি পায়। ইহা অতীব শ্রেষ্ঠ রসায়ন ঔষধ।

নাগার্জুন প্রয়োগঃ।—

ত্রিফলা পকলবণং কুষ্ঠকটুকরোহিণী ।
দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দফলানি চ ॥
বলা চাতিবলাচৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চলা ।
এতৎসত্ত্ব ত-সত্ত্বারং করঞ্জত্ব যসেন ত্ব ॥
পিষ্টা তু শুড়িকাং কৃত্বা বদরাহিসমাং বুধঃ ।
একৈক্যাং তাং সমৃদ্ধত্যা রোগে রোগে পৃথক্ পৃথক্ ॥
উক্লেণ বারিণা পীতা শান্তময়িং প্রদীপয়েৎ ।
অর্শাংসি হস্তি তক্রেণ গুল্মামল্লেন নিহরেৎ ॥
জন্তদন্তক তোয়েন ত্বগেদাং খদিরাধুনা ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তোয়েন ক্ষদ্রোগং তৈলসংযুতা ॥
ইন্দ্রস্বরস-সংযুক্তা সর্বজ্বর-বিনাশিনী ।
মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যশূলহরী স্মৃতা ॥
কপিথ-তিন্দুকানাস্ত রসেন সহ মিশ্রিতা ।
বিবাণি হস্তি সর্বাণি পানান-প্রয়োগতঃ ॥
গোশকৃদ্রসংযুক্তা হন্যাং কুষ্ঠানি সর্বশঃ ।
শ্যামাকষায় সহিতা জলোদর-বিনাশিনী ॥
ভক্তহৃদং জনয়তি ভুক্তমোপরিভক্ষিতা ।
অক্ষিরোগেষু সর্বেষু মধুনাযম্য চাঞ্জয়েৎ ॥
লেহমাত্রেন নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী ।
ব্যবহারে তথা দ্যুতে সংগ্রামে মৃগয়াদিয়ে ॥
সমালভ্য নরোহপ্তেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ ॥

নাগার্জুন প্রয়োগ ।

হরীতকী, আমলকী, বেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, করকচলবণ, ঔষ্টিম-
লবণ, সৌবর্চললবণ, কুড়, কটুকী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিমফল, বেড়লা,
গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা ও তুলসী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে
সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক করঞ্জের রস দ্বারা মর্দিত করিয়া, জলের আধির

সমান বটীক। প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী ভিন্ন ভিন্ন
 অম্লপান সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন রোগে সেবন করিবে। যথা ;—উষ্ণ জলসহ
 সেবন করিলে মন্ধ্যাঘ্নী সন্দীপিত হয় ; তক্রমহ সেবনে অর্শোরোগ, কাঁজির
 সহিত সেবনে গুল্মরোগ, তেয় (জল) সহ সেবনে রুশ্চিকাদি দংশনজনিত
 বিষদোষ, খদিরকাষ্ঠের কাথসহ সেবনে চর্মরোগ, জলের সহিত সেবন করিলে
 মূত্রকৃচ্ছ, তিলতৈল সহ সেবন করিলে ক্রম্রোগ, রক্তির জলের সহিত সেবন
 করিলে সর্ষপ্ৰকার অর, ছোলান্নলেবুর রসসহ সেবনে শূলরোগ, কয়েতবেলের
 রস অথবা গাভের রসের সহিত সেবন করিলে বিষদোষ, গোময়রস সহযোগে
 সেবন করিলে সর্ষপ্ৰকার কুষ্ঠরোগ, শ্যামালতার কাথের সহিত সেবন করিলে
 জ্বলোদর, ভোজনের অব্যবহিত কালগরেই সেবনে অকচি, এবং মধুসহ
 মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুরোগ ও মধুসহ লেহনপূর্বক পান
 করিলে নারীদিগের প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা জলসহ পেষণপূর্বক
 গাত্রে লেপন করিলে দ্যুতক্রীড়া, সংগ্রাম ও যুগ্মাদিতে জয়লাভ হইয়া থাকে
 নিত্যোদিতোরসঃ ।—

মৃতসুতাজ্জ লোহার্ক বিষং গন্ধং সমং সমম্ ।

সর্ষপ্ৰল্যাংশ ভিন্নাতকলমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

দ্রবৈঃ শূরগকন্দোঽথঃ খলু মর্দ্যং দিনত্রয়ম্ ।

মাষমাত্রং লিহেনাঽজ্য রসৈর্হাংশানি নাশয়েৎ ॥

রসো নিত্যোদিতো নাম ওদোদ্রবকুলান্তরুৎ ॥

নিত্যোদিত রস ।

রসসিদ্ধ র. লৌহ, তাম্র, বিষ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান
 ভাগে এবং উহাদের সর্বসমষ্টির সমান মাত্রায় শোধিত ভেলাবীজ গ্রহণপূর্বক
 চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া খলমধ্যে শূরগকচুর (ওলের) রসে ক্রমাগত
 তিনদিনস পর্য্যন্ত মর্দিত করিয়া, লেহন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা
 প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া, স্বতসহযোগে সেবন করিলে,
 সর্ষপ্ৰ অর্শোরোগ এবং বিবিধ গুল্মজ রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভা-গুড়িকা ।—

ক্রিমিরিপু দহন ব্যোমং ত্রিফলাহমরদারুচবাভ্রনিহম্ ।

মাগধীমূলং মুস্তং সশঠী বচা পাত্তুমাক্ষিকৈকব ॥

লবণাকার নিশাযুগ কুস্তম্বুর গজকণাতিবিনা চ ।

কার্বাংশিকান্যেব সমানি কুখ্যাৎ পলাষ্টকঞ্চাজতোর্বিদদ্যাৎ ॥

নিপ্পাত্তশুদ্ধয়া পুরন্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজততৈব ।

নিত্যচতুর্ভুং পলমাত্রবাংশা নিকুস্তকুস্ত ত্রিশুগন্ধিযুক্তম্ ॥

চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা চার্শাংশি মিনর্শায়তে বড়ৈব ।

ভগন্দরং পাণ্ডু হলীমকঞ্চ বিনষ্টবহুঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্ ॥
 হস্তায়মান্ পিত্তকফানিলোথান্ নাড়ীগতে মৰ্শগতে ত্রণে চ ।
 গ্রন্থার্কুদে বিদ্রুধি-রাজযক্ষ্ম-মেহে ভগ্নাথো প্রবলে চ যোজ্যো ॥
 শুক্রক্ষয়ে চাশ্মির্মূত্রকৃচ্ছে শুক্রপ্রবাহেহুপাদরাময়ে চ ।
 ভক্তন্যা পূৰ্ব্বং মততং প্রযোজ্যং তক্রানুপানভুণ মস্তপানম্ ॥
 আজোরমো জাঙ্গলজো রমো বা পয়োহথবা শীতজলানুপানম্ ।
 বলেন নাগন্তরগোজ্বেণ দৃঢ়্যামুপর্ণঃ প্রবণে বরাহঃ ।

- কান্ত্য রতীশো ধীবগশ্চ বুদ্ধ্যা ॥
- বলীপলিত নির্মুক্তো বুদ্ধোহপি তরুণায়তে ।
- শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যকৌ বলীপলিতনাশনং ॥
- ন চানুপানে পরিহার্যামস্তি ন শীতবাতাতপঠৈমধুনেষু ।
- শত্ৰুং সমভ্যর্চ্য কৃতপ্রসাদাং প্রাপ্তাণ্ডী চন্দ্রমসপ্রযত্নাং ॥
- ভক্ষং বুদ্ধ্যা যথামুক্তি যাবম্মাষচতুর্কয়ং ।
- ত্রিসদন্তী ত্রিজাতানাং কর্শমাণং পৃথক্ পৃথক্ ॥
- বুদ্ধ-বৈদ্যোপদেশেন পলাদ্ধং রসগন্ধকং ।
- কেবলং মুর্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসং ॥
- অভ্রকঞ্চ ফিপেং কশিৎ পলমানং ভিষগ্নরঃ ।
- সংমর্দ্য মধুনর্পিভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ।

ক্রিমিরিপু (বিড়ঙ্গ), দহন (রক্তচিটা), ব্যোষ (শ'ঠ, পিপুল ও মরিচ),
 হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অমরদারু (দেবদারু), চই, চিরতা, মাগধী
 (পিপুল) মূল, মুখা, শঠী, বচ, ধাতুমাক্ষিক (স্বর্ণমাক্ষিক), সৈন্ধবলবণ, যব-
 ক্ষার, হরিজা, দারুহরিজা, খনিয়া, গজপিপুল ও আতাইচ প্রত্যেকে ২ তোলা,
 অশ্বজতু (শিলাজতু) ৮ পল, নিষ্পাক্ত বিশুদ্ধ গুগগুল ১৬ তোলা, লৌহচূর্ণ
 ১৬ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, বাংশী (বংশলোচন) ৮ তোলা এবং দস্তা,
 তেউড়ী, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেকে ১ পল ;
 এইসকল দ্রব্য চূর্ণকরতঃ পেষণপূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত
 করিবে । এই ঔষধ ভোজনের অব্যবহিত কাল পূর্বে উপযুক্ত মাত্রায় তক্র,
 মস্ত, ছাগমাংসের রস, কঙ্কপাদি জাঙ্গল মাংসের রস, দুগ্ধ অথবা শীতল
 জল অন্নপান সহ সেবন করিলে ৬ প্রকার অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, হলীমক,
 অগ্নিমান্দ্য, পৈতিকরোগ, কফজরোগ, বাতজরোগ, নাড়ীত্রণ, মৰ্শগতত্রণ,
 গ্রন্থি, অৰ্কুদ, বিদ্রুধি, রাজযক্ষ্মা, মেহ, ভগ্ন, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, শুক্র-

ভায় বল, অথের ভায় গতি, কুরুরের ভায় দর্শনশক্তি, বরাহের ভায় প্রবণ-
শক্তি, কন্দর্পের সদৃশ বিমলকান্তি এবং ধীষণের (বৃহস্পতির) ভায় বুদ্ধিশক্তি
জন্মিয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা বলীপালিত নষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণতা
লাভ করিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে কদাচ অমুপান পরিত্যাগ করিবে
না। এবং শীতল বায়ু, আতপ ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। এই “চন্দ্র-
প্রভা শুভ্রিকা” ঔষধ মহাদেবকে পূজা করিয়া, তাঁহার প্রসাদে চন্দ্ৰের প্রযুক্ত
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশমতে ইহাতে পারা ও গন্ধক উভয়ে
প্রত্যেকে অর্দ্ধপল অথবা কেবলমাত্র পারাই ১ পল প্রদাতব্য। কেহ কেহ
উহাতে ১ পল মাত্রায় তজ্র দিবার উপদেশও দিয়া থাকেন। এবং তেউড়ী,
মস্তী, দাকচিনি, ছোটএলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় দাতব্য।
এই ঔষধ মধু ও স্ততসহ মর্দিত করিয়া ৪ রাত্টি পরিমাণ হইতে ৪ মাষা মাত্রা
পর্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে।

তীক্ষ্ণমুখোরসঃ । —

ব্রতসূতাক হৈমাল তীক্ষ্ণং মুস্তকং গন্ধকং ।

মণ্ডুরকং সমং তালং মর্দাং কন্যাড্রবৈর্দিনম্ ॥

অন্ধমূষাগতং পশ্চাৎ ত্রিদিনস্ত তুষাগ্নিনা ।

চূর্ণিতং সমিতাক্ষৌদ্রং খাদেৎ পৈত্তিককীলহা ॥

রসো তীক্ষ্ণমুখো নাম অসাধ্যমপি সাধয়েৎ ॥

তীক্ষ্ণমুখরস ।

রসসিন্দুর, তাজ্র, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, মুখা, গন্ধক, মণ্ডুর এবং হরিতাল ;
এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক স্ততকুমারীর রসে মর্দিত করিয়া,
একটী অন্ধমূষার মধ্যে পুরিয়া, দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তুষাগ্নিতে তিনদিন
পর্যন্ত পাক করিবে। তৎপরে চূর্ণিত করিয়া যথামাত্রায় শর্করা ও মধুসহ
সেবন করিলে, পৈত্তিকরোগ ও গুলকীল (অর্শঃ) রোগ নিবারিত হয়। এই
তীক্ষ্ণমুখরস ঔষধ দ্বারা অসাধ্য রোগও সাধ্য হইয়া থাকে।

পঞ্চাননোরসঃ । —

ব্রতসূতাল্ লোহানি সূতাকং গন্ধকৈঃ সহ ।

সর্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্বভূল্যকম্ ॥

পলমেকং সমাদায় দ্রবৈঃ শূরণকন্দৈঃ ॥

মর্দয়েদ্দিনমেকক মাষমাত্রং পিবেদ্যতৈঃ ॥

ভক্ষণাঙ্কন্তি সর্বাণি অর্শাংশি চ নসংশয়ঃ ।

অসাধ্যম্যপি কর্তব্য চিকিৎসা শঙ্করোদিতা ॥

সপ্তম-অধ্যায়ঃ ।

অত্রৈব বিষযোগাদ্ শুদ্ধজাতকসঙ্কতোদাবিষাক্
ইত্যাদি পাঠঃ ॥

পঞ্চাননরস ।

রসসিন্দু, রু, অজ, লৌহ, পারদ, তাম্র ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমা
পরিমাণে এবং সর্বসমষ্টির সমান শোধিত তেলাবীজ গ্রহণপূর্বক চূর্ণকরত
একজ মিশ্রিত করিয়া, ১ তোলা ওলের রসে মর্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রা
বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন প্রাতে এই ঔষধের একএকটা বটীকা স্নাতক
সেবন করিলে সর্ববিধ অর্শোরোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ স্বয়ং মহাদে
কর্তৃক কথিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অসাধ্য রোগও আরোগ্য হয় । এমন
ইহার দ্বারা সর্ববিধ কুষ্ঠ ও মুগুর্দ্দিগের মৃত্যুরোগ পর্য্যন্তও নিবারিত হয় ।

জাতিফলাদি-বটীকা ।—

জাতীফলং টঙ্কণসিদ্ধু শুষ্ঠ ধূস্তরবীজং দরদং লবঙ্গম্ ।

কণায়তং জয়ীরমদিতং স্যাদর্শোহগ্নিমান্দ্যজ্বরমেহহারী ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গ্রন্থে হর্শোহদিকারঃ ।

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

জাতিফলাদি বটী ।

জাতীফল, মোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, জৈত্রী, শুষ্ঠী, ধূস্তর বীজ, দর
(হিঙ্গুল), লবঙ্গ, পিপুল ও বিষ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণকরতঃ জয়ী
রের রসে মর্দন করিয়া ২।৩ রতি পরিমাণে বটীক প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিব
ইহার এক একটা বটীকা সেবন করিলে অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও মেহরো
নিবারিত হয় ।

ইতি জীরামণিক্য সেন বিরচিত “প্রয়োগচিন্তামণি” গ্রন্থে

অর্শাধিকারে সপ্তম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অথাগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ ।

সমস্যা রক্ষণং কার্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ ।

তীক্ষে পিত্ত প্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মাবিশোধনম্ ॥

অনন্তর অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসায় অগ্নির সমতা রক্ষা, বিষম অগ্নিতে বায়ুর প্রশমন, ভীক্ষ্মাগ্নিতে পিত্তের প্রতীকার এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মার বিশোধন করা কর্তব্য বলিয়া জানিবে ।

ষড়্‌ষণ-যোগঃ ।—

বিশ্বাতরা শুড়ুচীনাং কষায়েণ ষড়্‌ষণম্ ।

পিবেৎ শ্লেষ্মাণি মন্দাগ্নৌ ত্বক্‌পত্র-সুরভীকৃতম্ ॥

পঞ্চকোলং মরিচঞ্চ ষড়্‌ষণমুদাহৃতম্ ॥

ষড়্‌ষণযোগ ।

শুষ্ঠী, হরীতকী ও গুলঞ্চ : এই ত্রব্যত্রয় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা । এই ক্বাথ সহযোগে ষড়্‌ষণ, দাকচিনি ও তেজপত্রচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, শ্লেষ্মাজনিত মন্দাগ্নি প্রশমিত হইয়া থাকে । পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, শুষ্ঠী, চই, চিতা এবং মরিচ ; এই ৬টা ত্রব্য একত্রিত হইলে ষড়্‌ষণবলা যায় ।

হরীতকীচূর্ণং ।—

হরীতকী শুষ্কমানা নাগরেণ শুভেন বা ।

সৈন্ধবেন হিতা বাপি সাততোন্যাদিপি নী ॥

হরীতকীচূর্ণ ।

উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকীচূর্ণ শুষ্ঠীচূর্ণের সহিত, ইক্ষুশুড় সহ অথবা সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি মন্দীপিত হইয়া থাকে ।

ভাস্করলবণম্ ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধন্যাকং কৃষ্ণজীরকম্ ।

সৈন্ধবঞ্চ বিড়কৈষ পত্রং তালীশকেশরম্ ॥

এবাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চলস্য চ ।
 মরিচাজ্জী শৃষ্ঠানামেকৈকস্য পলং পলম্ ॥
 ত্রুগেলেচাক্ৰ্ভাগে চ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্ ।
 দাড়িমাৎ কুড়বট্টৈব দ্বৈপলে চান্নবেতসাৎ ॥
 এতচ্চূর্ণীকৃতং স্কন্ধং গন্ধাঢ্যামমৃতোপমম্ ।
 লবং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্মিতম্ ॥
 জগতস্ত হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ।
 বাতগুলানি হস্ত্যাশু বাতশূলানিষানি চ ॥
 তক্রমস্ত সুরাসীধু শুভ্রকাজ্জিকষোজিতম্ ।
 জাজ্বলানাক মাংসেন রসেন বিবিধেন চ ॥
 মন্দাগ্নেরশ্নতঃ শক্তোভবদাশ্বেব পাবকঃ ।
 অর্শাংসি গ্রহণীদোষ কুষ্ঠাময়ং ভগন্দরান্ ॥
 হৃদোগমামরোগাংশ্চ বিবন্ধাদ্রুদরে স্থিতান্ ।
 প্লীহানমশ্মরীকৈব শ্বাসকাসোদর ক্রিমিন্ ॥
 বিশেষতঃ শর্করাদীনু রোগান্নানাবিধাংস্তথা ।
 পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্নাশয়ত্যাশু নিশ্চিতম্ ॥

ভাস্করলবণ ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনিয়া, কুমুদীয়া, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, তেজ-
 পাতা, তালীশপত্র ও নাগকেশর ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল, সৌবর্চল-
 লবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা ও শৃষ্ঠী এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে ১ এক ১ এক পল,
 দাক্‌চিনি ৪ তোলা, এলাচি অর্দ্ধপল, সামুদ্রলবণ ২ কুড়ব অর্থাৎ ১/১ এক-
 সের, দাড়িম ফলের ছাল ১/১০ অর্ধসের এবং তন্নবেতস (খৈকল) ২ ভূই-
 পল ; এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া উত্তমপ্রকারে মিশ্রিত
 করিয়া লইবে । এই সূক্ষ্ম অমৃতোপম “ভাস্করলবণ” চূর্ণ স্বয়ং ভাস্কর
 (সূর্য) দেব কর্তৃক জগতের হিতের নিমিত্ত বিনির্মিত হইয়াছে । এই
 ঔষধ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মারোগ, বাতজগুল্ম এবং বাতিক শূল রোগ
 নিবারিত হয় । এই ঔষধ তক্র (খোল), মস্ত (দধিরমাত), সুরা (মদ্য),
 গাঁধু, শুভ্র, কাজ্জিক এবং বিবিধ প্রকার জাজ্বল মাংসের রসের সহিত সেবন
 করিবে । ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি ব্যক্তির অতিসত্ত্বর অগ্নি প্রদীপ্ত হয় । এবং অর্শ,
 গ্রহণী, কুষ্ঠরোগ, ভগন্দর, হৃদোগ, আমরোগ, বিবন্ধ, ঔদরিক রোগ সকল,
 প্লীহা, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি, শর্করাদি প্রমেহজাতীয় বিবিধরোগ
 এবং সর্ববিধ পাণ্ডুরোগ নিশ্চরই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পথ্যাত্রয়ম্ ।—

পথ্যাপিপ্পলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্জলম্পিবেৎ ।

মস্তনোক্ষোদকেনাথ বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্ ॥

চতুর্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমথ্যারুচিম্ ।

আত্মান বাতশূলঞ্চ গুল্মাশু নিষচ্ছতি ॥

পথ্যাত্রয় ।

হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্জললবণ ; এই ত্রয়ত্রয় সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দধির মাত্ অথবা উক্ষোদক সহযোগে সেবন করিলে, চতুর্বিধ অজীর্ণ (আমাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ, বিদহাজীর্ণ ও রস-শেযাজীর্ণ ; এই চারি প্রকার অজীর্ণ) রোগ, মন্দাঘ্নি, অরুচি, আত্মান, বাত-শূল এবং গুল্মরোগ আত্ নিবারিত হয় ।

চতুঃসমম্ ।—

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যানাগরঞ্চচতুঃসমম্ ।

নানাবিধমজীর্ণঞ্চ ক্রিমিকুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ ॥

চতুঃসম ।

যমানী, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুষ্ঠী ; এই ৪ চারিটা দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অজীর্ণ-রোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গুকং চূর্ণম্ ।—

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বৈ-

সমধরণং তানামষ্টমোহিঙ্গুভাগঃ ।

প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষাচূর্ণমেতৎ

জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি ॥

হিঙ্গুকচূর্ণ ।

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা) এবং হিঙ্গু ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ধরণ অর্থাৎ ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে স্নিগ্ধচূর্ণ করিয়া লইবে । এই হিঙ্গুকচূর্ণ ১০ সিকি-তোলা মাত্রায় কিঞ্চৎ পরিমিত গব্যস্বত সহযোগে সেবন করিলে, অগ্নি-মন্দতা নিবারিত হইয়া জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় । এবং সমুদায় বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অগ্নিবৃত্তম্ ।—

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী ।

হিঙ্গু চব্যাজমোদাচ পট্টকৈব লষণামি চ ॥

দ্বৌকারৌ হবুযাঐব দদ্যাদর্কপলোন্মিতান্ ।
 দধিকাক্ষিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ ॥
 আদ্রকস্বরসগ্রহং ঘৃতগ্রহং বিপাচয়েৎ ।
 এতদগ্নিস্বতং নাম মন্দাগ্নিনাং প্রশম্যতে ॥
 অর্শমাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুলোদরাপহম্ ।
 এত্বর্কবুদাপটীকাস কফমেদোহৃষ্টীলামপি ॥
 নাশয়েদ্গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্ ।
 যে চ বস্তিগতারোগা যে চ কৃক্ষিসমাপ্রিতাঃ ॥
 সর্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু সূর্যাস্তমোহরোদিতঃ ॥

অধিস্বত ।

পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপুল, হিঙ, চই, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, বিটলবণ, মচললবণ, ঐন্দিদলবণ, যবক্ষার, মাটিকার ও হবুযা ; এই সকল কঙ্ক দ্রব্য কুটিত প্রত্যেক ৪ চারিতোলা, দধি /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, শুক্ল /৪ চারিসের, আদার স্বরস /৪ চারিসের এবং উৎকৃষ্ট গব্যমুত /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি, অর্শ, কৃষ্ঠ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্শ্বদ, অপটী, কাস, কফরোগ, মেদোরোগ, অর্শীলা, গ্রহণী, শোথ, ভগন্দর, বস্তিরোগ এবং কৃক্ষিরোগসকল, সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের জ্বায়, সম্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পথ্যাদিকং চূর্ণম্ ।—

পথ্যাভয়াহিঙ্গুকলিঙ্গগুঞ্জমৌবর্জলৈঃ সাত্তিবিষৈশ্চ চূর্ণম্ ।
 সুখাম্বুপীতং বিনিহন্তি জীর্ণং শূলং বিসৃচীমরুচিক্ সদ্যঃ ॥

পথ্যাদিকচূর্ণ ।

হরীতকী, কুড়, হিঙ্গু, ইন্ড্রযব, গুঞ্জা, মৌবর্জলবণ এবং আতাইস ; এই সকল দ্রব্য সমানাংশে, গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে স্নাকচূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই পথ্যাদিক চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে সুখাম্বু (উষ্ণজল) সহযোগে সেবন করিলে সদ্যই অর্জীর্ণ, শূল, বিসৃচী ও অরুচি নষ্ট হয় ।

বৃহদ্রবানলচূর্ণম্ ।—

ত্রিকটু ত্রিফলাচিত্র চবিকাস্বরদারু-
 পিপ্পলীমূলৈঃ পিষ্টৈশ্চিত্রবিল্বরসপ্লু তৈর্বহুশঃ ॥
 বৃহদ্রবানলচূর্ণমেতদধিমধুকোষমলিলাঐজ্যশ্চ ।
 চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দম্যাগ্নৈশ্চ দীপনম্ ॥

বৃহদ্রবানলচূর্ণ ।

শুষ্ঠী, পিপুল, বরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতার মূল, চই,

দেখ্যাক ও পিপুলমূল ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে এহণপূর্বক উত্তম-
রূপে মল্ল চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি উপযুক্ত মাত্রায় চিরবিল (করঞ্জ)
রস সহ মিশ্রিত করিয়া রৌত্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । পুনঃ পুনঃ এবশ্রকারে
ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে । এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায়
এহণপূর্বক দধি (দই), মধু, ঈষদ্বজ্জল অথবা ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে,
শূলরোগ ও মন্দাশ্মি নিবারিত হইয়া, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে ।

রাজবল্লভোরসঃ —

রসনিষ্কং গন্ধকৈকং নিষ্কমাত্রঃ প্রদীপনঃ ।
সার্কিং পলং প্রদাতবাং চুল্লিকালবণন্ততঃ ।
খলৌ রসম্মর্দয়েত্তত্র সূক্ষ্মবস্ত্রেণ গালয়েৎ ।
মাংসমাত্রং প্রদাতবাং ভুক্তমাংসাদি-জারকঃ ॥
অজীর্ণেষু ত্রৈদোসেষু দেয়োহয়ং রাজবল্লভঃ ॥

রাজবল্লভরস ।

পারা ॥• অর্দ্ধতোলা, গন্ধক ॥• অর্দ্ধতোলা, প্রদীপন (বিষ) ॥• অর্দ্ধ-
তোলা এবং চুল্লিকালবণ ১২ তোলা ; এই সকল দ্রব্য এহণপূর্বক খলে
করিয়া মর্দিত করতঃ, সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা গালিত করিয়া লইবে । তদনন্তর জল
সহ বাটিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটীকা
প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে ভুক্তমাংসাদি জীর্ণ হয় । এবং এই রাজ-
বল্লভ বটীকা সেবন দ্বারা ত্রৈদোসিক অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রুহদ্বাড়বানলঃ ।—

স্বর্জিষ্কারং যবক্ষারং পারদং গন্ধকন্তথা ।
সৈন্ধবং সৌবর্জলং হিঙ্গু ত্রাষণং বিষমেব চ ॥
রজতং লৌহচূর্ণঞ্চ শঙ্খচূর্ণ চতুর্গুণাঃ ।
এভদেকীকৃতং সর্বং ভাবয়েন্নিম্নুনীরতঃ ॥
একবিংশতিবারেণ জয়ীরৈর্বটিকাং কৃতাম্ ।
খাদয়েন্তোজমানগ্রে জলমুকং পিবেদনু ॥
বহিমান্দ্যং নিহন্তি চ কেশরী করিণং যথা ।
অজীর্ণং নাশয়েদাশু তীক্ষ্ণোহগ্নিশ্চ প্রজায়তে ॥
এহণীং বিবিধাং হন্তি অর্শাংশি পরিনাশয়েৎ ॥

রুহদ্বাড়বানল ।

সার্জিষ্কার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জললবণ, হিঙ্গু,
শুঠী, পিপুল, মরিচ, বিব, রৌপ্য ও লৌহ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে
১ এক ১ এক ভাগ এবং শঙ্খচূর্ণ উহাদের সর্বসমকতির চতুর্গুণ মাত্রায় এহণ

পূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে জ্বরীরসেবুর রস দ্বারা ১১ একবিংশতিবার ভাবনা দিয়া ৩৪ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজল অস্থপান সহ ভোজনের অব্যবহিত পূর্বকালে সেবন করিলে শ্মশিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিবিধপ্রকার গ্রহণীরোগ এবং অর্শোরোগ সমুদয় বিনষ্ট হয়; এবং ইহা দ্বারা অতীব তীক্ষ্ণাग्नि সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

অজীর্ণকণ্টকঃ।—

শুদ্ধমুতং বিষং গন্ধকং সমং সর্বং বিচূর্ণয়েৎ ।
মরিচং সর্বতুল্যাংশং কণ্টকার্যাঃ ফলদ্রবৈঃ ॥
মর্দয়েদ্ভাবয়েৎ সর্বানেকবিংশতিবারকম্ ।
বটীশুঞ্জাজয়ং খাদেৎ সর্বাঙ্গীর্ণপ্রশান্তয়ে ॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোহয়ং রসো হস্তি বিমূচিকাং ॥

অজীর্ণকণ্টক ।

পাণা, বিষ, গন্ধক; এই ত্রয়াজয় প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং সকলের সমান মরিচ গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, কণ্টকারীকলের রসে মর্দিত করিয়া ২১ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন দ্বারা সর্ববিধ অজীর্ণ ও বিমূচিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপরাজীর্ণকণ্টকঃ।—

ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহ কিটানামপি কার্ষিকম্ ।
কর্ষাঙ্কং জয়পালস্য বীজং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ ॥
গুড়ু চ্যাঃ স্বরসেনৈব পিষ্টাটৈব পুনঃ পুনঃ ।
শুকীকৃত্বাদ্ধ কস্যাথ স্বরসৈ গোলাকীকৃতম্ ॥
শুঞ্জাদ্বয় প্রমাণেন শুক্যমানং রুজাঙ্গলী ।
নানাজীর্ণ-প্রণমনং গুল্মা প্লীহোদরকয়েৎ ॥
জয়েদর্শাংসি পাণ্ডু ত্রিশোথং জীর্ণজ্বরঞ্জয়েৎ ।
অজীর্ণকণ্টকোনাম সর্বব্যাদিবিনাশনঃ ॥

অপরাজীর্ণকণ্টক ।

শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও লৌহ; এই সকল ত্রয় প্রত্যেকে ২ দুইতোলা এবং শুদ্ধ জয়পালবীজ ১ তোলা গ্রহণপূর্বক প্রথমতঃ গুল্মধরস দ্বারা পুনঃ পুনঃ পেষণপূর্বক স্বর্ঘ্যাতেপে শুদ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর আদার স্বরস দ্বারা মর্দিত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে শ্মশানিধি অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অর্শঃ, পাণ্ডু, শোথ এবং জীর্ণ জ্বর নিবারিত হয়। এই অজীর্ণকণ্টক ঔষধ সর্বব্যাদি বিনাশক বলিয়া বিখ্যাত।

ক্রব্যাদরসঃ ।—

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাচ্ছুল্লারসী চার্দ্ধপল প্রমাণে ।
 সঞ্চূর্ণ্য সর্বত্র ক্রতমগ্নিমোগাদেবগুপত্রে বিনিবেশনীয়ম্ ॥
 পিষ্টাথ তাং পর্পটিকাং বিধায় লোহেষু পাত্রেষিষ পূতমগ্নিন্ ।
 জম্বীরজং কন্দুরসং পলানি শতং তলেহস্যাগ্নিমথাপ্পমপ্পম্ ॥
 জীর্ণেরসে ভাবিতমেতদেতৈঃ সুপঞ্চ কোলোদগাববারিপূরৈঃ ।
 সবেতসান্নেঃ শতমত্রযোজাং সমংরজ যক্ষগজং সুভৃষ্টম্ ॥
 বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ তৎসপ্তবারং চণকান্নবারা ।
 ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো রসস্ত মন্থানক ভৈরবোক্তঃ ॥
 মাষদ্বয়ং সৈন্ধব তক্রপীত মেতস্য ধানৈঃ রসভোজ্যমাস্তে ।
 গুরুণি মাংসানি পয়াংসি মিষ্টকৃতানি সেব্যানি ফলানি যোগাৎ ॥
 মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি ষামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ ।

কার্য্যহৌল্যনিবহ্নং গরহরসামার্ক্তি নির্নাশনং ।
 গুল্পপ্লীহনিসুদনং গ্রহণিকা বিঅংমনং অংসনম্ ॥
 বাতশ্লেষ্মনিবহ্নং শ্রমহরং শূলার্ক্তি মূলাপহম্ ।
 বাতব্যাধি মহোদরাপহরং ক্রব্যাদনামারসঃ ॥
 অত্র পলপ্রমাণইতি কেচিৎ । পাঠান্তরে জম্বীর-
 রসস্যপাত্রমাছঃ । রামরাজে তু শতং এতচ্চ নূন-
 পরিমাণ নিরাসার্থমিত্যাছঃ । পঞ্চকোলেনান্নবেত-
 সেন চ প্রত্যেকে পঞ্চাশদ্ভাবনা । ভাবনা তত্র
 দাতব্যা পঞ্চাশতপ্রমিতাপৃথক্ ইতি পাঠান্তর-
 সম্বাদাৎ । সমং টঙ্কণচূর্ণং পরিমিত লৌহাদি ত্বুলাং
 চতুঃপলমিত্যর্থঃ । ভাবনা ভাগরুদ্ধৌ চ ভাবাং
 পূর্বমিতং মতম্ । অন্যথা ভাবনা দ্রব্যগ্রহণমপি
 ভাবনাধিক পরিমিতদ্রব্যাপেক্ষকং স্যাৎ । ভাব-
 নাত্র শিলাজত্ব বিধানেনৈব তদর্দ্ধমিতি টঙ্কণার্দ্ধং
 মরিচ সমমিতি পাঠান্তরে । সর্বতুল্যমিতি সর্ব-
 শব্দস্য সঙ্কোচরূপা অনুপদনিগদিত টঙ্কণলবণ-
 সমমিত্যর্থঃ । পূর্বোক্ত ভেষজমানস্য ব্যবহিত-
 ত্বাৎ সমপ্রদায় ব্যবহারশ্চেবম্ ॥

ক্রব্যাদয়ঃ ।

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাত্র অর্দ্ধপল এবং লৌহ অর্দ্ধপল ; এই সকল দ্রব্য এইপূর্বক অগ্নিতে পাক করিয়া গলাইবে । এবং তেরেণ্ডার পত্রোপরি ঢালিবে । তৎপরে চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে ১০০ শতপল জ্বাশীরের রসমহযোগে মুহু অগ্নিসস্তাপে জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে । তদনন্তর পঞ্চ-কোল, ছোলঙ্গলৈবু ও অন্নবেতসের রস দ্বারা ১০০ শতবার ভাবনা দিয়া, তৎ-সহ সোহাগার ঠৈ ১ একপল (৮ তোলা), বিটলবণ অর্দ্ধতোলা এবং মরিচচূর্ণ অর্দ্ধপল (৪ তোলা) মিশ্রিত করিয়া; চণকের (বুটের) কাঁজি দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে । এবং ২ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সৈন্ধবলবণ ও কাঁজির সহিত সেবন করিয়া, শুষ্ক দ্রব্য, মাংস, দুগ্ধ ও মিষ্টকৃত দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলেও দুই প্রহর মধ্যেই তৎসমস্ত জীর্ণ হইয়া যায় । এবং এই ঔষধ সেবন দ্বারা কাশ্য, ছোলা, গরদোষ, আমদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মা, শ্রান্তি, শূল, বাতব্যাধি এবং উদরাদি বিবিধ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় ।

শঙ্খবটী ।—

সার্কং কর্ণং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ ।
বিষং কর্ণত্রয়ন্দদ্যাৎ সর্ষতুল্যাং মরিচকম্ ॥
দধ্ণশঙ্খক তত্তুল্যাং পঞ্চকর্ষানি নাগরম্ ।
স্বর্জিকা রামঠ কণা সিন্ধু সৌবর্জলং বিড়ম্ ॥
সামুদ্র মৌদ্ভিদধেতি প্রত্যেকং নিম্বকজবৈঃ ।
বটী গ্রহণ্যন্নপিত শূলঘ্নী বহিদীপনী ॥
বহিমান্দ্য কৃতানোগান্ সামদোষক নাশয়েৎ ॥

শঙ্খবটী ।

পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, দধ্ণ-শঙ্খচূর্ণ ২৪ তোলা, সূঠী, ১০ তোলা এবং সাচিকার, হিজু, পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্জলবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ ও ঔদ্ভিদলবণ প্রত্যেকে ১০ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি এইপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া নিম্বকের (নেবুর) রসে মর্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে অন্নপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্যজনিত রোগ সমূহ এবং আমদোষ বিনষ্ট হয় । এবং ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে ।

মহাশঙ্খবটী ।—

চিকাকারং নিখিল লবণং নিম্বুতোয়েন
স্বক্টা তপ্তং শঙ্খং নিক্ষিপেৎ সপ্তবারাম্ ।
তস্মিন্ শঙ্খো ভবতি গলিতো মর্দয়েত্তেন

সার্কং হিঙ্গু ব্যোষং পাদমানেন দদ্যাৎ ॥

তুর্ধ্যাংশরসবলিবিশং মর্দয়িত্বা প্রযত্নাৎ

গোলং কৃত্বা বাদরাস্থি প্রমাণম্ ।

বহৌ মন্দোহপ্যরুচিসহিতে পক্তিশূলেচ

গুলৌ খাদেদেকামল্লষণেণ নিত্যম্ ॥

মর্দয়িত্বাত্রতোয়ৈরিতি কেচিৎ । পাঠান্তরে হিঙ্গু-
ব্যোষপলমিতি বচনাদত্র পাদমানেনেতি । হিঙ্গু-
ব্যোষাণাং প্রত্যেকং চতুর্গাং পাদিকত্বম্ ॥ চিঞ্চা-
ক্ষার পটুত্রজপলং নিম্বুরসৈঃ কল্কিতং তস্মিন্
শঙ্খপলং প্রতপ্তমশকৃত নির্বাণ্যশীর্ণাবধি । হিঙ্গু-
ব্যোষপলং রসায়তবলীন্ নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকা-
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকারূপপ্তি শূলাদিষু ॥

মহাশঙ্খবটী ।

তৈতুলের বল্কলভস্ম, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ,
ঐন্দিদলবণ ও শঙ্খভস্মচূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, হিঙ্গু ১।০ দেড়ভাগ, ত্রিকটু
প্রত্যেকে ১০ সিকিভাগ, পারদ, গন্ধক এবং বিষ প্রত্যেকে উহাদের ১০ সিকি-
ভাগ ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া কাগুজীলেবুর রসে ৭ সাতবার
ভাবনা দিয়া স্বর্ঘ্যাতপে শুষ্ক করিয়া, জলসহ মর্দিতকরতঃ কুলপ্রমাণ বটীকা
প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটিকা প্রতিদিন কাঁজির সহিত সেবন
করিলে অগ্নিমান্দ্য, অকচি, পক্তিশূল ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয় ।

অগ্নিকুমারকঃ ।—

রসেন্দ্র গন্ধৌ সহটঙ্কণেন সমবিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্ ।

কপর্দ শঙ্খাবিহনেত্রভাগৌ মরিচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্ ॥

সুপক জহীররসেন স্কটঃ সিদ্ধৌ ভবেদগ্নিকুমারঃ এবঃ ।

বিসুচিকা জীর্ণসমীরণার্থে দদ্যাদ্বিবল্লং গ্রহণীগদেষু ॥

অগ্নিকুমারক ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, কড়িভস্ম এবং শঙ্খভস্ম ; ইহাদের চূর্ণ
প্রত্যেকে ৩ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুপক জহীর-
লেবুর রসে মর্দনকরতঃ ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন
ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে বিসুচিকা, জীর্ণজ্বর, বায়ুরোগ ও
গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ।

রুহদগ্নিকুমারঃ ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিকারং পটুপঞ্চকম্ ।

তুলাং দশক তুলাংশা ভর্জিতা বিজয়াপি চ ॥
 দশানাং তুলাভাগানামর্দ্ধশিগুকমূলজম্ ।
 তৎসর্বং বিজয়াদ্রাবৈঃ শিগুচিহ্নাদ্ভ্রষ্টৈঃ ॥
 দ্রাবৈর্দিনদ্বয়ং মর্দ্যং রুদ্ধা ভাণ্ডে পুটে লঘু ।
 ক্রমাগ্নিনাস্তু যাতৈকং শুষ্কং পাচ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥
 সপ্তধাচার্দ্ৰক দ্রাবৈ শ্চিত্রকৈর্ভাবয়েদথ ।
 দীপকোয়িকুমারোয়ং নিক্ষেপ্য মধুনা লিহেৎ ॥
 গুড়শুষ্ঠানুপানেন রসঃ সাদগ্নিদীপনঃ ॥

রুহদগ্নিকুমার ।

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাতিকার, মোহাগা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ, ত্রিভুদ্রলবণ ও ভূষ্টসিদ্ধি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ১ এক ভাগ এবং সজিনামূল সমুদায়ের অর্ধেক ; সমুদায় দ্রব্যগুলি গ্রহণ-পূর্বক ২ দুই দিন পর্য্যন্ত ক্রমাশয়ে সিদ্ধি, সজিনা, রক্তচিহ্না, আদা ও ভৃঙ্গ-রাজের রসে মর্দিত করিয়া, ঔষধগুলি একটী ভাণ্ডের মধ্যে রুদ্ধকরতঃ পুট-পাকে দুই অগ্নিসংযোগে পাক করিবে । তদনন্তর উক্ত পুটপাককৃত ঔষধ-গুলি ৭ সাতবার আদা ও চিতার রসে মর্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী মধু, গুড় অথবা শুষ্ঠীচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি দূরীভূত হয়, এবং ইহা দ্বারা অতি সস্ত্বর জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় ।

ভক্তপাকবটী ।—

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মমঃশিলা ।
 তুরদন্তীবারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্ ॥
 পিপ্পলীমরিচং পথ্য। যমানী কৃষ্ণজীরকম্ ।
 রামঠ কটুকাকানি সৈন্ধবং গজকেশরম্ ॥
 জাঁতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ।
 আর্দ্ৰকস্য রসেনাপি নিগুণ্ড্যঃ স্বরসেন চ ॥
 সূর্য্যাবর্তরসেনাপি জ্যোতিষ্মত্যারসেন চ ।
 • আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ কুণ্ডাদ্গুণ্ণানিভাং বটীম্ ॥
 ভক্ষয়েত্তাং বটীং প্রাজ্ঞো লবঙ্গেন চ যোজিতাম্ ।

ভক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনে চ আমানুবন্ধে চিরবক্ষিমান্যে ।
 বিড়িগ্রহে বাতকফানুবন্ধে শোথোদরানাহগদেহপ্যজীর্ণে ॥

শূলে ত্রিদোষ প্রভাবে করে প্রশস্তা বটী ভুক্তবিপাকসজ্জা ।

অন্নং বিপচত্যাশু নরসা কোষ্ঠং মুহমুহুর্জ্বাষ্ণতি ভোজনানি ॥

ইতি শ্রীরামমাণিকা সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণা-
বল্লিমান্দ্যাপিকারঃ ।

ইতি অষ্টমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

ভক্তপাকবটী ।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ীগূল, দস্তীগূল, বারিবাহ (মুখা), রক্তচিতার মূল, মহৌষধ (শুষ্ঠী), পিপুল, মরিচ, পথ্যা (হরীতকী), যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিজু, কটুকী, অদ্দ (মুখা), সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, নাগকেশর, জায়ফল, জৈত্রী, যক্ষকার ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া, ক্রমান্বয়ে আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত ও জ্যোতিষ্মতী (লতাকটুকী) ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ভাবনা দিয়া, সূর্য্যাতপে বিত্ত্ব করিয়া ১ এ ৮ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী লবঙ্গচূর্ণসহ সেবন করিলে আমাশ্ব-বন্ধ অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, বাতজ্বর ও কফজশোথ, উদর, আনাহ, অজীর্ণ, ত্রৈদোষিক শূল, প্রবলজ্বর প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা সেবন দ্বারা ভুক্তান্ন শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে ।

ইতি শ্রীরামমাণিকা সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে অগ্নি-
মান্দ্য-অধিকার ।

ইতি অষ্টম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ক্রিম্যধিকারঃ ।

গুড়-যমানী ।—

পারাসীন্ন-যমানিকা পীতা পথ্যুযিতা বারিণাপ্রাতঃ ।

গুড়পূৰ্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥

অতঃপর ক্রিমিরোগের চিকিৎসা বলা বাইতেছে ।

গুড়-যমানী ।

পারসিক যমানী ২ তোলা কুটিত করিয়া, রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে । পর দিবস প্রাতঃকালে উহা ছাঁকিয়া মিটে বাদ দিয়া, উক্ত বাসী শীত কষায় গুড় সহযোগে পান করিলে, কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায় ।

পারিভদ্রকপত্র-স্বরসঃ ।—

পারিভদ্রক-পত্রোথং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ ।

পারিভদ্রপত্র-স্বরস ।

পালিদামাদারের পাতার রস মধু সহযোগে সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিকট হয় ।

বিড়ঙ্গ-চূর্ণম্ ।—

লিহ্মাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্ ॥

বিড়ঙ্গচূর্ণ ।

বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্বক সেবন করিলে, ক্রিমি সকল নষ্ট হয় ।

পলাশ-যোগ ।—

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্র-সংযুতম্ ।

পিবন্তদ্বীজচূর্ণদ্বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ॥

পলাশযোগ ।

পলাশবীজের স্বরস মধুসহযোগে অথবা পলাশবীজচূর্ণ তক্রেণ সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠজাত ক্রিমিসমূহ অভিসম্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গমৃতম্ ।—

ত্রিফলায়াঃ প্রস্থবিড়ঙ্গপ্রস্থএব চ ।

দ্বিপলং দশমূলঞ্চ লাভতঃ সমুপাচরেৎ ॥

পাদশেষে জলদ্রোণে শূতে সর্পির্বিপাচয়েৎ ।

প্রোহ্মিতং সিন্ধুযুতং তৎপরং ক্রিমিনাশনম্ ॥ .

বিড়ঙ্গমৃতমেতচ্চ লিহ্মাৎ শর্করয়া সহ ।

সর্বান ক্রিমীন প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবানুরান্ ॥

বিড়ঙ্গমৃত ।

হরীতকী /২ দুইসের, আমলকী /২ দুইসের, বহেড়া /২ দুইসের, বিড়ঙ্গ /২ দুইসের এবং বেল, শোণা, গাভীর, পাকল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে ; এই ১০ দশটী দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ ষোলতোলা ; সমুদায় দ্রব্যগুলি কুটিত করিয়া ৬৪ চৌষট্টিসের জল সহযোগে পাক করিয়া, চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । এই ক্রাথসহ /৪ চারিসের গব্যমৃত যথানিয়মে পাক করিয়া /২ দুইসের সৈন্ধবলবণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । ইহার নাম বিড়ঙ্গমৃত । এই মৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয় । ইহা শর্করা সহযোগে পান করিলে, ইন্দ্র দেব কর্তৃক নিষ্কিন্ত বজ্র দ্বারা অনুর সমূহ বিনষ্টের আয়, সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রিফলামৃতম্ ।—

ত্রিফলা ত্রিভূতা দন্তী বচা কাম্পিল্লকং তথা ।

সিদ্ধমেতি গর্বাং মূত্রে সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্ ॥

ত্রিফলামৃত ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, দন্তী, বচ, কমলাপুংড়ি ; এই সকল কল্কদ্রব্য সমভাগে সমস্তে /২ দুইসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের এবং গব্যমৃত /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই মৃত পাক করিয়া, প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গতৈলম্ ।—

বিড়ঙ্গগন্ধকশিলাসিদ্ধং সুরভীক্লেশেন কটুতৈলং ।

আজ্ঞায় নয়তি নাগং লিখ্যাসহিতাস্ত যূকাস্ত ॥

বিড়ঙ্গতৈল ।

বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা ; এই দ্রব্যত্রয় কল্কস্বরূপ কুটিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে /১ একসের, সুরভীজল (গোমূত্র) ১৬ ষোলসের, কটুতৈল (সর্ষপতৈল) /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই তৈল পাককরতঃ, যন্তকে মর্দন

করিলে, ঘূক (উকন) ও লিখা (ডেকর) ক্রিমি সকল মৃত হইয়া পতিত হইয়া যায় ।

ধূস্তুরতৈলম্ ।—

ধূস্তুরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতং ।

তৈলমভ্যঙ্গ্যাত্রেণ ঘূকাং নাশয়তি ধ্রুবম্ ॥

ধূস্তুরতৈল ।

উত্তমরূপে কুটিত ধূতুরার পাতা কল্কস্বরূপ ১ একসের, ধূতুরাপাতার রস ১ একসের এবং কটুতৈল ৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া, মর্দন করিলে মস্তকের ঘূক ক্রিমি সকল অতি সত্ত্বর মৃত হইয়া পতিত হইয়া যায় ।

ক্রিমিমুদারঃ ।—

ক্রমেণ বৃদ্ধিং রসগন্ধকাজমোদাবিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ ।

পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্ত্র নিষ্কপ্রমাণং মধুনা বলীঢ়ম্ ॥

পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং রসোহয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদারাত্মকঃ ।

ক্রিমীন্নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাং ॥

ক্রিমিমুদার ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, বিষ-মুষ্টিকা (বিষদোড়ী বা কুচিলা) ৫ ভাগ এবং পলাশবীজ ৬ ভাগ ; এই ৬টি দ্রব্য অহণপূর্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণিত করিয়া, জল সহযোগে মর্দিত করিয়া ৪ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা মধুসহ সেবন করিবে ; এবং তৎপরেই মুখার কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা ৩ রাত্রি মধ্যেই ক্রিমি সকল ও ক্রিমিজ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় ; এবং ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে ।

ক্রিমিরিপুরসঃ ।—

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমোদা মনঃশিলা ।

পলাশবীজং গন্ধকং দেবদান্যাদ্রবৈর্দ্বিনং ॥

সংমর্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদগপর্ণীরসৈঃ সহ ।

সিতায়ুক্তং পিবেচ্চান্ন ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্ ॥

ক্রিমিরিপুরস ।

পারদ, গন্ধক, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা ও পলাশবীজ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে অহণপূর্বক চূর্ণিত করিয়া, দেবদানী (হস্তিঘোষার) রস দ্বারা মর্দনপূর্বক ২ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ ইহার একটী করিয়া বড়ী চিনিসংযুক্ত মুগানীর রস সহযোগে সেবন করিলে, কোষ্ঠজ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায় ।

কীটমর্দোরসঃ ।—

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধ মজ্জমোদা বিড়ঙ্গকং ।

বিষমুক্তি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রম গুণোত্তরম্ ॥

চূর্ণয়েন্ মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিহ্ববেৎ ।

কীটমর্দো রসো নাম মুস্তাক্বাথং পিবেদনু ॥

ইতি ত্রীরাশমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণৌ

ক্রিয়াধিকারঃ ।

ইতি নবমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

কীটমর্দরস ।

শোধিত পারদ ১ একভাগ, শোধিতগন্ধক ২ দুইভাগ, বনযমানী ৩ তিন ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ চারিভাগ, বিষমুক্তি (কুচিলা) ৫ পাঁচভাগ এবং বামনহাট ৬ ছয়ভাগ ; এই সকল দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ জলসঃ মর্দনপূর্বক নিষ্ক অর্থাৎ ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতি দিন ইহার একটী করিয়া বটিকা মধুসহ সেবন করিবে । এবং পশ্চাৎ মুখা ক্বাথ পান করিবে । ইহাতে কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল নষ্ট হইয়া যায় ।

ইতি ত্রীরাশমাণিক্য সেন চিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে

ক্রিমি-অধিকারে নবম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পাণ্ডু-কামলা-হলীমকাধিকারঃ ।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা ।—

সাধ্যাস্তু পাণ্ডুময়িনং সমীক্ষ্য স্নিগ্ধং স্ন্যতেনোদ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্ ।

সম্পাদক্কেং ক্ষৌদ্রস্ন্যত প্রগাঠৈ হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ ॥

অতঃপর পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগের চিকিৎসা বলি যাইতেছে ।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা ।

সুসাধ্য পাণ্ডুরোগীকে, চিকিৎসার মধ্যে প্রথমতঃ পঞ্চতিক্তাদি স্ন্যত সেবন, বমন ও বিরেচন করাইয়া তৎপরে স্ন্যত ও মধুসহযোগে হরীতকীচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে ।

দোষভেদেন-চিকিৎসা-বিধিঃ ।—

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোথে তিক্তঃ শীতস্তু পৈত্তিকে ।

শ্লেষ্মিকে কটুরুক্ষোসঃ কার্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে ॥

বাতাদি দোষভেদে পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা ।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া, পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে তিক্ত অথচ শীতল ক্রিয়া, শ্লেষ্মিক পাণ্ডুরোগে কটু, কক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং বাতপিত্তাদি মিশ্রিত দ্বন্ধজ বা সন্নিপাতিকাদি পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়া অর্থাৎ বাতপিত্তাদি উভয়ের বা ত্রিদোষের মিশ্রিত ক্রিয়া করিবে ।

স্ন্যত প্রয়োগঃ ।—

পিবেদ্যস্ন্যতয়া রজনী বিপকং যত্রৈফলং তৈন্দুকমেব বাপি ।

বিরেচনদ্রব্যাকৃতং পিবেদ্বা যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ স্ন্যতেন ॥

পাণ্ডুরোগে স্ন্যত-প্রয়োগ ।

পাণ্ডুরোগীকে হরিদ্রার কাথ ও কল্ক সহযোগে সিদ্ধস্ন্যত, ত্রিকলার কাথ ও কল্কসিদ্ধস্ন্যত, বিরেচক দ্রব্য সহ পক্‌স্ন্যত, বাতরোগাধিকারোক্ত তৈন্দুক-স্ন্যত অথবা স্ন্যতযোগে বিরেচক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে ।

পৈত্তিক-পাণ্ডুরোগস্য-চিকিৎসা ।—

দ্বিশর্করং ত্রিষুচূর্ণং পলার্কং পৈত্তিকে পিবেৎ ।

পৈতিক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা ।

২ ভাগ ইক্ষু চিনি ও ১ ভাগ তেউড়ীচূর্ণ ; এই উভয় দ্রব্য মিলিত ৪ তোলা মাত্রায় পৈতিক পাণ্ডুরোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

শ্লেষ্মিক-পাণ্ডুরোগসা-চিকিৎসা ।—

কফপাণ্ডুস্ত গোমুত্রযুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্ ॥

মাগরং লৌহচূর্ণম্ কৃষ্ণাপথ্যামণাশ্বজম্ ।

গুণ্ণলং বাথ যুত্রেণ কফপাণ্ডুময়ী পিবেৎ ॥

শ্লেষ্মিক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা ।

কফজ পাণ্ডুরোগীকে গোমুত্রে সিদ্ধ হরীতকী প্রতিদিন ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে । অথবা শুষ্ঠীচূর্ণ, লৌহচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, শিলাজভূচূর্ণ বা গুণ্ণলচূর্ণ ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক গোমুত্র সহযোগে কফজ পাণ্ডুরোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

মণ্ডুর-প্রয়োগঃ ।—

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতম্ পায়োরজঃ ।

পাণ্ডুরোগ-প্রশান্ত্যর্থং পয়সাথ পিবেন্নরঃ ॥

মণ্ডুর-প্রয়োগ ।

লৌহ মণ্ডুর ৭ সাতরাত্রি পর্য্যন্ত গোমুত্র দ্বারা ভাবনা দিয়া, চূর্ণকরতঃ দুই সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

ত্রিফলাদি-কাথঃ ।—

কলত্রিকামৃতাবাসাতিক্তা ভূনিম্ন নিম্বজঃ ।

কাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥

ত্রিফলাদিকাথ ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাকস, কটকী, চিরতা ও নিম্বহাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থজল ৩২ তোলা এবং নাকাবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

হরীতকী-প্রয়োগঃ ।—

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যমণ্ডু চ হরীতকী ॥

হরীতকীপ্রয়োগ ।

গুড় সহযোগে হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, সৰ্ব্ববিধ পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ।

মণ্ডুর-যোগ ।

অয়োমলস্ত সন্তপ্তং ভূয়ো গোমুত্র শোধিতং ।

মণ্ডুরযোগ ।

অয়োমল (মণ্ডুর) তপ্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ (অর্থাৎ ৭ সাতবার) গোমূত্রে মগ্ন করিয়া লইবে । পরে তাহা চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহযোগে অম্লের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অত্যন্ত অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কামলা-চিকিৎসা ।—

রেচনং কামলার্তস্ত স্নিগ্ধসাদৌ প্রযোজয়েৎ ।

ততঃ প্রশমনী কার্য্য ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা ॥

কামলারোগ-চিকিৎসা ।

কামলা রোগীকে অগ্নে স্নেহ পান করাইয়া বিরেচন ঔষধ দিবে ; এবং তৎপরে প্রশমন ক্রিয়া করিবে ।

ত্রিফলাদীমাং স্বরমাঃ ।—

ত্রিফলায়া গুড়ু চ্যা বা দার্ক্যা নিম্বস্ত বা রসঃ ।

প্রাতর্মাসিক সংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ ॥

ত্রিফলাদির স্বরসসমূহ ।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা অথবা নিম্বছালের রস মধুসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কামলারোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ত্রিভণ্ডাদি-চূর্ণং ।—

সশর্করাং কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুষ্ঠী ॥

•• ত্রিভণ্ডাদি চূর্ণ ।

ত্রিভণ্ডী (তেঁউড়ী) মূলচূর্ণ অথবা গবাক্ষী (গোরক্ষচাকুলে) চূর্ণ ইক্ষু-চিনির সহিত কিম্বা শুষ্ঠীচূর্ণ গুড় সহযোগে সেবন করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

মণ্ডুর-প্রয়োগঃ ।—

দক্ষাঙ্ককার্ঠে মলমায়সন্ত, গোমূত্র নিকর্ষাপিত মষ্টবারান্ ।

বিচূর্ণলীড়ং মধুনা চিরেণ, কুস্তাহার্যং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥

মণ্ডুর-প্রয়োগ ।

বহেড়কার্ঠের অগ্নিদ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, ক্রমান্বয়ে ৮ আটবার গোমূত্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া, উহার চূর্ণ মধু সহযোগে সেবন করিলে, কুস্তকাশলা সম্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অঞ্জন-প্রয়োগঃ ।—

অঞ্জনং কামলার্ভক্ষ্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ ।

নিশা গৈরিক ধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রলেপয়েৎ ॥

অঞ্জন-প্রয়োগ ।

দ্রোণপুষ্পীর রস অথবা হরিদ্রা, গেরীমাটি ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, পাণ্ডুরোগীর চক্ষুর বিবর্ণতা নষ্ট হয় ।

নস্ত্র-প্রয়োগঃ ।—

নস্ত্রং কক্কোটমূলম্বা শ্রেয়ং বা জালিনীফলং ॥

নস্ত্র-প্রয়োগ ।

কঁকরোল মূলের রস অথবা ঘোষাকলের নস্ত্র প্রদান করিলে, পাণ্ডু, এবং কামলা ও হলীমকরোগেও শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

হলীমক-চিকিৎসা ।—

পাণ্ডুরোগ-ক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে ।

কামলায়াঞ্চ যা দৃষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগুরৈঃ ॥

হলীমক-চিকিৎসা ।

পাণ্ডুরোগে ও কামলারোগে যে সকল ঔষধাদি হিতকর বিবেচনায় প্রয়োগ করিবার বিধান করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধই হলীমকরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে ।

অয়স্তিলাদি-মোদকঃ ।—

অয়স্তিল ত্র্যম্বকোলভাগৈঃ সর্ব্বৈঃ সমং মাস্তিকধাতুচূর্ণম্ ।

তৈর্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোহন্নতক্রং পাণ্ডু্যময়ে দূরগতেহপি শস্তম্ ॥

অয়স্তিলাদি মোদক ।

লৌহ, তিল, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণমাস্তিকচূর্ণ ১০ তোলা লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক তক্রমংযুক্ত অন্ন সহ সেবন করিলে, বস্ত্রকালের পাণ্ডুরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নবায়সচূর্ণম্ ।—

ত্র্যম্বণ ত্রিকলামুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ ।

নবায়ো রজসো ভাগাস্তচূর্ণং মধুসর্পিষা ॥

ভক্ষয়েৎ পাণ্ডু হৃদ্রোগ কুষ্ঠার্শঃ কামলাপহঃ ॥

নবায়সচূর্ণ ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুখা, বিড়ঙ্গ ও রক্ত-চিতা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান মাত্রায় এবং উহাদের সর্ব-

সমষ্টির তুষ্ণীলৌহচূর্ণ গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, জল সহ পেষণপূর্বক ৩৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিলে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা ১০ সিকি তোলা মধু ও ১০ সিকি তোলা ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে পাণ্ডু, হ্রয়োগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কামলা রোগ নিশ্চরই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পুনর্নবামগুরুম্ ।—

পুনর্নবাত্রিচক্ষুষ্ঠী পিপ্পলীমরিচানি চ ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাঙ্ঘ্রয়ম্ ॥
ত্রিকলা দ্বৈ হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা ।
কুটজঞ্চ ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্ ॥
এতানি সমভাগানি মগুরং দ্বিগুণন্ততঃ ।
গোমূত্রেহষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে ॥
পাণ্ডু শোথোদরানাহ শূলার্শঃ ক্রিমিশূলনুৎ ॥
পুনর্নবামগুরুম্ ।

৪০ তোলা মগুর / ৫পাঁচসের গোমূত্র সহ পাক করিয়া, পাক সমাপ্তিকালে পুনর্নবা, তেউড়ী, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতা, পুষ্করমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, চই, ইক্ষয়ব, কটকী, পিপুলমূল এবং মুখা ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে তৎসহ মিশ্রিত করিয়া, আলোড়ন করতঃ একটী স্নিগ্ধভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে । এই পুনর্নবা মগুর প্রতিদিন ১ মাষা হইতে ৪ চারিমাষা মাত্রায় সেবন করিলে পাণ্ডু, শোথ, উদর, আনাহ, শূল, অর্শঃ ও ক্রিমিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ।

মগুরবজ্রবটকঃ ।—

পঞ্চকোলং মরিচঞ্চ দেবদারু ফলত্রিকম্ ।
বিড়ঙ্গং মুস্তযুক্তাশ্চ ভাগান্ত্রিপল সম্মিতাঃ ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মগুরং দ্বিগুণন্ততঃ ।
পক্ত্বাচাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদ্রুদ্রেৎ ॥
ততোহক্ষমাত্রান্ গুড়িকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্ ।
পাণ্ডুরোগং জয়তোষ মন্দাঘ্নিত্বমরোচকম্ ॥
অর্শাংশি গ্রহণীদোষমুরুস্তম্ভমথাপি চ ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ ॥
মগুরবজ্রনামায়ং রোগানীক বিনাশনঃ ॥

মণ্ডুবজ্রবটক ।

৬ পল মণ্ডুব / ৬ ছয়সের গোম্বে পাক করিয়া, পাক সমাপ্তিকালে পিপুল, পিপুলমূল, শুষ্ঠী, চই, রক্তচিহ্না, মরিচ, দেবদারু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ এবং মুখা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । প্রতিদিন ইহা ২ তোলা মাত্রায় তক্র অন্নপান সহ সেবন করিবে । এবং তক্রসহ অন্ন ভক্ষণ করিবে । ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, মন্দাঘ্নি, অরোচক, অর্শঃ, এইগীদোষ, উক-
তন্ত, ক্রিমিরোগ, মলীহা, উদর এবং গলরোগ বিনষ্ট হয় । এই মণ্ডুব বজ্রবটক
অত্যন্ত সর্বপ্রকার রোগ বিনাশ করিয়া থাকে ।

পাণ্ডু সূদনোরসঃ ।—

রসং গন্ধং যুতং তাত্রং জয়পালকং গুগ্গুলুম্ ।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েন্মিতাম্ ॥
একৈকাং খাদয়েন্মিতাং পাণ্ডুশোথোপনুভয়ে ।
শীতলঞ্চ জলকান্নং বর্জয়েৎ পাণ্ডু সূদনে ॥

পাণ্ডু সূদনরস ।

পারা, গন্ধক, তাত্র, জয়পালকীজ এবং গুগ্গুলু ; এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে অহ্নপূর্বক যুতসহ মর্দনপূর্বক ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত
করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ-
রোগ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া আর্দ্র শীতল জল বা তন্ন
সেবন করিবে না ।

হিরণ্যগর্ভলৌহঃ ।—

পলং লৌহম্ কিটুম্ পলং গব্যাম্ সর্পিষঃ ।
মিতায়াশ্চ পলৈকৈব ক্ষৌদ্রম্যপি পলং তথা ॥ '
তোলকং কান্তলৌহম্ ত্রিকত্রয়ং সুভাবিতম্ ।
ততঃ পাত্রে নিধাতব্যং রৌদ্রেহথ শিশিরেহথবা ॥
ভাবিতং মধুসর্পিভ্যাং লৌহে বা যুগ্ময়ে তথা ।
ভোজন্যাগ্রে তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ ॥
অন্নপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুরূপকম্ ।
কামলাপাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারকম্ ॥

হিরণ্যগৰ্ভকং লৌহং কৃষ্ণাত্রেয়-বিনির্মিতম্ ।

মৰ্ত্যানাং কারসিদ্ধার্থমুক্তঃ সৰ্ব্বাঙ্গশুন্দরঃ ॥

ইতি ত্রীরামমণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণৌ

পাণ্ডু কামলাহলীমকরোগাধিকারঃ ।

ইতি দশমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

হিরণ্যগৰ্ভলৌহ ।

লৌহমল, গব্যাস্ত, চিনি ও মধু প্রত্যেকে ৮ তোলা, কান্তলৌহ, দারু-
চিনি, বিড়ঙ্গ, মুখা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ইহা-
দের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্বক একটী লৌহপাত্রে
বা মুখয়পাত্রে স্থাপনপূর্বক মধু ও স্ততদ্বারা রোদ্রে বা শিশিরে রাখিয়া ভাবনা
দিয়া লইবে । এই ঔষধ প্রতিদিন দোষানুরূপ অমুপান বিবেচনাপূর্বক উপ-
যুক্ত মাত্রায় ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে, পরে বা ভোজনের মধ্যকালে পান
করিলে কামলা, পাণ্ডুরোগ ও সূদাক্ষণ শোধ নিবারিত হইয়া থাকে । এই
হিরণ্যগৰ্ভ লৌহ কৃষ্ণাত্রেয় ঋষি কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা সেবন দ্বারা
মানবগণের অতিশয় উজ্জ্বল কান্তি হইয়া থাকে ।

ইতি ত্রীরামমণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে পাণ্ডু,

কামলা ও হলীমকরোগাধিকারে দশম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ ।

বাসৌষধম্ ।—

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্ত চ ।

রক্তপিভী ক্ষয়ী কাসী নিরর্থমবসীদতি ॥

বাসৌষধ ।

এই পৃথিবীতে বাসক বিদ্যমান থাকাসত্ত্বে রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয় (যক্ষ্মা বা শোষ) রোগী এবং কাসরোগীর রোগ হইতে মুক্ত হইবার কিছুমান আশঙ্কা নাই । অর্থাৎ রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাসরোগের পক্ষে বাসক এমত উপকারী যে, অন্যবিধ ঔষধ সেবন না করিয়া, কেবলমাত্র উহার (বাসকের) পত্র, মূল ও ত্বক্ ; উহাদের যে কোন একটীর স্বরস বা কাথাদি সেবন করিলেই প্রোক্ত রক্তপিত্তাদি রোগত্রয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ফল্লফলোদ্ভব রসঃ ।—

সমাক্ষিকঃ ফল্লফলোদ্ভবো বা

পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি ।

ফল্লফলোদ্ভব রসঃ ।

যজ্ঞদুগুর ফলের রস মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে ।

মদংযন্ত্যজি জ-কাথঃ ।—

মদংযন্ত্যজি জঃ কাথ স্তদ্বৎসমধুশর্করঃ ॥

মদংযন্ত্যজি জ-কাথ ।

মল্লিকা ফলের মূল ২ তোলা, পাকার্ষ জল ৮০ অর্কসের, পাকাবশিষ্ট কাথ ৮০ অর্কপোয়া । এই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও শর্করা সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয় ।

নীলোৎপলাদি-চূর্ণম্ ।—

নীলোৎপল দিতা ক্ষৌদ্রং তুল্যাংশং পদ্মকেশরম্ ।

অশ্রুপলাদিকায়ানেন রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥

নীলোৎপলাদিচূর্ণ ।

নীলোৎপল চূর্ণ, মধু, শর্করা ও পদ্মাকেশর ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে, রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

উড়ু ঘূরাদি চূর্ণানি ।—

পকোড়ু ঘূরকাশ্বৰ্য্য-পথ্যা-খর্জু রোগোন্তনা ।

মধুনা হস্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥

উড়ু ঘূরাদি চূর্ণানি ।

পাক। যজ্ঞডুমুর, গাভারী, হরীতকী, পিণ্ডেজুর ও গোস্তনী (ডাক্ষা) ইহাদের যে কোন একটীর চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বাসাখণ্ডকুশ্মাণ্ডঃ ।—

পঞ্চাশচপলং স্নিগ্ধং কুশ্মাণ্ডং প্রস্থমাজ্যতঃ ।

ত্র্যম্বুৎ পলশতং খণ্ডং বাসাক্ষাখাচকে পচেৎ ॥

মুস্তধাত্রীশুভাভাগী ত্রিমুগটৈশ্চ কার্ষিকৈঃ ।

এলেয়বিশ্বধন্যাকং মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ ॥

পিপ্পলী কুড়বৈকৈব মধুমানী প্রদাপয়েৎ ।

কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্ ॥

হৃদ্রোগমল্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যাপোহতি ॥

বাসাখণ্ড কুশ্মাণ্ড ।

পঞ্চাশপল কুশ্মাণ্ড /৪ চারিসের ঘূতে ভাজিয়া মধুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে তৎসহ, বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া, ১৬ ঘোলসের থাকিতে নামাইয়া, এই ক্বাথ এবং ১২।।০ সাড়েবারসের চিনি মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। পাকসমাপ্তিকালে মুখা, আমলকী, ঝংশলোচন, বামিনহাটী, দাকচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং এলেয় (এলবালুকা), শুষ্ঠী, ধনে ও মরিচ-চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা আর পিপুলচূর্ণ ৪ পল তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নপূর্বক চুল্লী হইতে নামাইবে। পরে শীতল হইলে তাহাতে /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অল্লপিত্ত ও পীনসরোগ বিনষ্ট হয় ।

সমশর্করং লৌহম্ ।—

লৌহাচতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যদ্বিগুণ মুস্তমম্ ।

চূর্ণপাদন্ত বৈড়ঙ্গং দদ্যামধুমিতে সমে ॥

তাত্রপাত্রে শুভে পক্তা স্থাপয়েদ্ দ্বতভাজনে ।

মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্বকম্ ॥
 অনুপানং প্রযুক্ত্বীতং নারিকেলোদকাদিকম্ ।
 রক্তপিত্তং জয়েতীত্র মল্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্ ॥
 প্রকৃষ্টকান্তিজননমায়ুষাং স্বাস্থ্যমুত্তমম্ ॥

সমশর্কর লৌহ ।

লৌহ ৪ তোলা, ছাগহৃৎ ১৬ তোলা, সূত ৮ তোলা এবং চিনি ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একটী তাম্রপাত্রে পাক করিয়া, পাক সমাপনকালে ১ তোলা বিড়ঙ্গচূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে ; এবং শীতল হইলে ৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া একটী সূতাক্ত ভাজনে (পাত্রে) রাখিয়া দিবে । এই ঔষধ ১ মাষাদি পরিমাণে ক্রমান্বয়ে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বিধিপূর্বক সেবন করিবে ; এবং নারিকেলের জলাদি অনুপান করিবে । ইহা দ্বারা তীব্রতর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় রোগ আরোগ্য হয় । অপিচ ইহা প্রকৃষ্ট কান্তিজনক এবং বল ও বীৰ্য্যাদি-সংবর্দ্ধক ।

মূর্দ্ধ-প্রলেপঃ ।—

নাসা প্ররক্তং রুধিরং সূতভৃষ্টং শ্লক্ষুপিষ্টমামলকম্ ।
 সেতুরিব তোয়বেগং রুগন্ধি মূর্দ্ধি প্রলেপেন ॥
 মূর্দ্ধ-প্রলেপ ।

সূতসহ ভর্জিত আমলকী পেষণপূর্বক রক্তপিত্ত রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিলে, সেতু কর্তৃক বদ্ধ জলবেগের স্থায়, নাসিকা দিয়া পরিস্রুত রক্ত নিবারিত হয় ।

আমলাদ্যং লৌহং ।—

আমলাপিপ্পলীমূলং তুল্যায়ামিতয়া সহ ।
 রক্তপিত্তং জয়েতীত্র মল্লপিত্তক্ষতক্ষয়ম্ ॥
 রক্তপিত্তহরো লৌহো যোগরাড়িতিবিশুদ্ধঃ ।
 রযোহগ্নিদীপনো বল্যো মহামল্লপিত্তনাশনঃ ॥
 পিত্তোথান্ বাতপিত্তোথান্নিহন্তি বিবিধান্ গদান্ ॥

আমলাদ্যলৌহ ।

লৌহ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা, পিপ্পলমূলচূর্ণ ১ তোলা এবং চিনি ৩ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতিতীব্রতর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত এবং ক্ষতক্ষয় রোগ নিবারিত হয় । এই রক্তপিত্তনাশক আমলাদ্যলৌহ যোগরাট বলিয়া বিখ্যাত আছে । ইহা রয, অগ্নিদীপক, বলকর, প্রবল অম্লপিত্তনাশক এবং পৈত্তিক, বাতপৈত্তিকাদি বিবিধ রোগ বিনাশ করে ।

অর্কেশ্বরোরসঃ ।

মৃতং তালং মৃতং বঙ্গং মৃতাব্রক সমাঙ্গিকম্ ।
 অমৃতাস্বরসে ভাব্যং ত্রিসপ্তকপুটে ভিষক্ ॥
 বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্ ।
 রক্তপিভং নিহন্ত্যাশু চন্যোপদ্রব-সংযুতম্ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-চিন্তামণৌ
 রক্তপিভাধিকারঃ ।

ইতি একাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অর্কেশ্বর রস ।

হরিতাল-বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাঙ্গিক ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ
 করিয়া চূর্ণ করতঃ ২১ বার গুলকের রসে ভাবনা দিয়া, মুহু অগ্নিসন্তাপে পুট-
 পাকে পাক করিয়া লইবে । ৪ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া, প্রতিদিন
 ইহার এক একটী বটিকা বাসকপাতার রস ও ভূমিকুমাণ্ডের রসের সহিত
 সেবন করিলে, বিবিধ উপদ্রব সংযুক্ত রক্তপিভরোগ বিনষ্ট হয় ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তি “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে
 রক্তপিভাধিকারে একাদশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

দাদশোহাধ্যায়ঃ ।

অথ রাজযক্ষমাধিকারঃ ।

বৃহদ্রাসাবলেহঃ ।—

তুলামাদায়বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডস্য চ শতং ন্যাসেৎ ॥
শনৈশ্বর্দ্ধগ্নিনা সমাক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ ।
ত্রিকটু শ্লিস্মুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তমেবচ ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরকঞ্চ বিশেষতঃ ।
ত্রিহতা পিপ্পলীমূলং চবাং কটুকরোহিণী ॥
শিবা তালীশথন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকারিকম্ ।
চূর্ণয়িত্বা স্ফিপেষত শীতে মধুপলাষ্টকম্ ॥
অস্য মাত্রান্ততো লীঢ়াং ভোয়মুষ্ণং পিবেদনু ।
সর্বকাসবিকারেষু স্বরভঞ্জে বিশেষতঃ ॥
রাজযক্ষ্মণি বাতাচ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা ।
আনাহে চাগ্নিমান্দ্যেচ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে ॥
মূত্রকৃচ্ছে, চ দাহে চ শস্তোহয়ং লেহ উত্তমঃ ॥
অনন্তর রাজযক্ষ্মারোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

বৃহদ্রাসাবলেহ ।

বাসকমূলের ছাল ১২।০ সাড়েবারসের, জল ৬৪।০নের, শেষ ১৬ ঘোল-
সের, এই ক্রাথ এবং ১২।০ সাড়েবারসের চিনি একত্রিত করিয়া পাক করিতে
থাকিবে। যখন পাক সমাপ্তপ্রায় হইবে, তখন উহাতে শুষ্ঠী, পিপুল,
মরিচ, দাকচিনি, এলাচি, তেজপত্র, কট্ফল, মুখা, কুড়, কমলাগুড়ি, শ্বেত-
জীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চই, কটুকী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে; ইহা-
দের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়নপূর্বক
নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহাতে ১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া
লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিবস ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণজল অনুপান সহ সেবন
করিলে, সর্ববিধ কাস, স্বরভঙ্গ, বাতশ্লেষ্মা, আচাবাত (উক্শস্ত), বাত-
শ্লেষ্মিকরোগ, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ, ক্ষতক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছে ও দাহরোগ
বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রুচন্দনাদ্যতৈলম্ ।—

চন্দনাগুরুতালীশ নখমঞ্জিষ্ঠপদ্মকাঃ ।

মুস্তকঞ্চ শঠী লাফা হরিদ্রে রক্তচন্দনম্ ॥

এষাং প্রতি পলৈঃ কঠৈষ্ক শৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ ॥

ভার্গী বাসাকণ্টকারীবাট্যালকণ্ডু চিকাঃ ॥

এষাং পলশত ক্ৰাথে সমভাগে জড়ীকৃতে ।

পাক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং যক্ষ্মকাসনিবারণম্ ॥

কাসপ্লং গরদোষপ্লং বলবর্ণাশ্লিবর্দ্ধনং ।

পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম্ ॥

রুচন্দনাদ্যতৈল ।

তিলতৈল ৮ সের ; কাথার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরুকাঠ, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নখী, পদ্মকাঠ, মুখা, মটী, লাফা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা ও রক্তচন্দন ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ৮ তোলা ; কাথার্থ বামনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ ; সমভাগে সমস্তে ১২০।। সাড়ে বারসের, কাথার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, পাকাবশিষ্ট ১৬ ঘোলসের ; এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈলপাক করিয়া, শেষপাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে চূর্ণী হইতে নামাইবে । এই তৈল গারে মর্দন করিলে যক্ষ্মা, কাস, গরদোষ, পাপ, অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নিবৃত্ত হয় । এবং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

লবঙ্গাদ্যচূর্ণম্ ।—

লবঙ্গ কক্কোলমুণীর চন্দনং নতং সনীলোৎপলজীরকং সমম্ ।

ক্রুটিঃ স্কৃষ্ণাশুরভৃঙ্গকেশরং কণাসবিশ্বানলদং মহামুদম্ ॥

অহীন্দ্রজাতীকলবংশলোচুন্নাশিতাষ্টভাগং সমমৃক্ষচূর্ণিতম্ ।

সুরোচমং তর্পণমিদিপনং বলপ্রদং রূষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ ॥

উরোবিবন্ধ তমকং গলগ্রহং সকাশহিক্লরুচিযক্ষ্মপীনসম্ ।

গ্রহণ্যতীমারভগন্দরার্জুদং প্রমেহশূল্যাংশ্চ নিহন্তি সত্ত্বরম্ ॥

লবঙ্গাদ্যচূর্ণ ।

লবঙ্গ, কঁকলা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, নত (তগরপাছকা), নীলোৎপল ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ এবং ক্রুটি (ছোট এলাচি), কৃষ্ণাশুর, ভৃঙ্গ (দারুচিনি), নাগকেশর, পিপুল, শুষ্ঠী, জটামাংসী, মুখা, অনন্তমূল, জায়ফল, বংশলোচন ও চিনি ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ ভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে মৃক্ষচূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে : এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় অন্নপান বিবেচনাপূর্বক সেবন করিবে । ইহা কচিকর, তর্পণ, অগ্নিদিপক, বলপ্রদ, রূষ্যতম ও ত্রিদোষ-

নাশক। পরন্তু ইহা দ্বারা উরোবিষয়, ডমক শ্বাস, গলগ্রহ, কাস, হিকা, অকচি, বক্ষ্মা, পীনস, গ্রহণী, অতীসার, ভগন্দর, অর্কুদ, প্রমেহ ও গুল্মরোগ সমূহ নিবারিত হয়।

তালীশাদ্যোমোদকঃ ।—

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলীশুভা ।
 যথোত্তরং ভাগরুদ্রা ত্রুগেলে চার্কভাগিকে ॥
 পিপ্পলায়ুগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতাশকরা ।
 শ্বাসকাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্ ॥
 হৃৎপাণ্ডু গ্রহণীরোগ প্লীহাশোষকুরাপহম্ ।
 হৃদ্যতীসাররোগঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্ ॥
 কাম্পয়েদ্ গুড়িকাকৈব চূর্ণং পক্ত্বামিতোপলাম্ ।
 গুড়িকা স্থিসংযোগাচ্চূর্ণাশ্লষুতরা শ্লুতা ॥
 পৈতিকৈ গ্রাহয়ন্ত্যেকৈ শুভয়া বংশলোচনাম্ ।
 বিশেষণং হি পিপ্পলায় অন্যত্র পৈতিকাস্থুভা ॥

তালীশাদ্যোমোদক ।

তালীশপত্র চূর্ণ ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, শুষ্ঠীচূর্ণ ৩ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দাকচিনি চূর্ণ ১০ অর্কতোলা, এলাচি চূর্ণ ১০ অর্কতোলা এবং চিনি ১০ অর্কসের। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। পাক-প্রণালী—চিনি, চিনির সমান জল এবং পূর্বোক্ত দ্রব্য সমূহায়ের চূর্ণ সকল যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা অর্থাৎ মোদক অগ্নিসংযোগ হেতু চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হয় জানিবে। ইহা সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, অকচি, অগ্নি-মান্দ্য, হ্রস্বোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, শোয, জ্বর, হৃদ্য ও অতীসার বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা মূঢ়বাতুর অমুলোমন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মূল্যের “পিপ্পলীশুভা” এই স্থানে বলেন যে, পৈতিক কাসে শুভাশদে “বংশলোচন” বুঝিতে হইবেক; কিন্তু অস্ত্রত্বে ঐ “শুভা” শব্দ “পিপ্পলী” শব্দের বিশেষণস্বরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

মহাশ্রুগাঙ্কো-রসঃ ।—

নিরুখং ভস্মসৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মশূতকম্ ।
 ত্রিগুণং ভস্মমুক্তোখং শুকপুচ্ছং চতুঃশৃঙ্গম্ ॥
 যুততাপ্যক পক্ষাংশং তারভস্ম চতুঃশৃঙ্গম্ ।
 সপ্তভাগং প্রবালক রসতুলাক টঙ্কণম্ ॥
 সর্ববৈকত্র সংষর্দ্য ত্রিদিনং লুদ্ধবারিণা ।

তং উতো গোলবৎকৃত্বা শোষয়িত্বা ধ্বজতপে ।
 ক্ষীরিদণ্ডেন লবণৈঃ পঞ্চভিঃ পরিপূর্ণকৈঃ ॥
 আকণ্ঠ ঘটমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ ।
 তন্মুখঞ্চ যুগ্মা রুদ্ধা পচেন্যাম-চতুষ্টয়ম্ ॥
 আক্লব্যা চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্বভাগিকং ।
 বজ্রঞ্চ তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎসমাংশকং ॥
 মহামৃগাঙ্কঃ খলু এষ সিদ্ধঃ ত্রীনন্দনাথ প্রকটীকৃতোহয়ম্ ।
 বল্লেন তুলোমরিচাজামিশ্রঃ সেব্যোহথবা পিপ্পলিকাসমেষতঃ ॥
 তত্রোপচারঃ কর্তব্যঃ সহস্রয়গদোদিতাঃ ।
 বলাং রষাঞ্চ ভোক্তব্যং তাজেৎশুরবিরোধিবৎ ॥
 যক্ষ্মাণং বহ্নীপিত্তং জ্বরগণং গুল্মাং তথা বিদ্রুপিং ।
 মন্দাগ্রিৎ স্বরভঙ্গকাসমরুচিৎ বাস্তীশ্চ মুচ্ছাং ভ্রমিষ্ণু ॥
 অষ্টাবৈব মহাগদানু গদাদানু পাণ্ডাময়ানু কামলাম্ ।
 পিত্তার্থানু সকলগ্রহানু বহুবিধানান্যান্যাং স্তথা নাশয়েৎ ॥

মহামৃগাঙ্করস ।

স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, যুক্তভস্ম ৩ ভাগ, শুকপুচ্ছ (গন্ধক)
 ৪ ভাগ ; স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্য ৪ ভাগ, প্রবাল ভস্ম ৭ ভাগ এবং
 মোহাগার খৈ ২ ভাগ ; এই সকল বস্তু গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করতঃ
 ৩ দিবস পর্য্যন্ত টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া গোলাকার করিবে । তৎপরে
 ঐ গোলক ১ প্রহর স্থূঁয়াতপে শুষ্ক করিয়া ঘূষা মধ্যে ৪ প্রহর কাল লবণ যন্ত্রে
 পাক করিয়া লইবে । তদন্তর নীতল হইলে, ঐষধ গ্রহণপূর্বক তাহার সহিত
 ৯ ভাগ হীরক অথবা হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে
 জল সহ পেষণপূর্বক ১ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিবস
 ইহার এক একটী করিয়া বটীকা মরিচচূর্ণ অথবা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত স্নাত সহ-
 যোগে সেবন করিবে । এই ঔষধ সেবনপূর্বক মূত্ৰাদি বলকর জব্য আহার
 করা ও ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা কর্তব্য । এবং শুরবিরোধী কার্য্য
 সকল অর্থাৎ ব্যায়াম, মৈথুনাদি পরিত্যাগ করিবে । ইহা দ্বারা বহুবিধ যক্ষ্মা,
 জ্বর, গুল্ম, বিদ্রুপি, মন্দাগ্রি, স্বরভঙ্গ, কাস, অকচি, বমি, মুচ্ছা, ভ্রমি, ভ্রমি-
 প্রকার মহাব্যাধি অর্থাৎ উগ্রাদ, কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদর
 ও জন্মরী—এই অষ্টবিধ, পাণ্ডু, কামলা, পিত্তরোগ, মলবদ্ধতা এবং অন্যান্য
 বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । এই মহামৃগাঙ্করস নামক ঔষধটী পুরাকালে ত্রীনন্দ-
 নাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ।

ব্যোষাদিলৌহম্ ।—

ব্যোষং শতাবরীধাত্রী ত্রিফলা দ্বৈ বলে তথা ।

সর্বাময়হরো যোগঃ সৌহয়ং লৌহরজোহন্বিতঃ ॥

এতদক্ষদ্বয়ং হন্তি কণ্ঠজাং বিবিধরুজাম্ ।

রাজযক্ষ্মাণমভ্যুগ্রাং বাতশুভ্রমথার্দিতম্ ॥

ব্যোষাদি-লৌহ ।

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শতাবরী, বহেড়া, হরীতকী, বেড়েলা ও গোরক্ষ-চাকুলে ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে, আমলকী ২ ভাগ, এবং সর্ব সমষ্টির সমান লৌহ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, জল সহ বাটিয়া ৪ তোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিলে, বহুবিধ কুষ্ঠরোগ, রাজযক্ষ্মা, বাতশুভ্র ও অর্দিত রোগ আরোগ্য হয়। এমন কি এই ব্যোষাদি-লৌহ সকলপ্রকার রোগনাশক বলিয়া জানিবে।

ক্ষয়কেশরী ।—

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভিজাতিফল লবঙ্গকৈঃ ।

নবভাগোন্মিতং তুল্যং লৌহং পারদ-সিন্দূরম্ ॥

মধুনা ক্ষয়রোগানাং হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী ॥

ক্ষয়কেশরী ।

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট এলাচি, জাতি-ফল এবং লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ ও রসসিন্দু র প্রত্যেকে ১ভাগ ; সমস্তদ্রব্য গুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসহ পেয়ণপূর্বক ৩৪ রতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষয়কেশরী বটীকা ক্ষয়রোগের (যক্ষ্মার) পক্ষে মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

রুহৎকনকসুন্দরঃ ।—

রসভস্মচতুর্থাংশং হেমভস্ম প্রকম্পয়েৎ ।

তালকং রসকং তুথং মাক্ষিকং গন্ধকং শিলা ॥

রসসমানি যুঞ্জীত বিষপারদটঙ্গম্ ।

দির্নৈকং ক্রমেণৈব তু তৎসর্বং মর্দয়েদ্ দৃঢ়ম্ ॥

অর্কক্ষীরং জয়ন্তী চ ভৃঙ্গবাসা চ লাক্ষলী ।

অগস্তিচিহ্নকং পাঠা মর্দ্যামেষাং দ্রবৈঃ পৃথক্ ॥

সুদৃঢ়ং গোলকং কৃত্বা শ্বেদয়েচ্চ যুগাক্ষবৎ ।

ক্ষয়ং হন্তি মহাতীভ্রং রসঃ কণকসুন্দরঃ ॥

সন্নিপাতেহপ্যয়ং দেয়াদ্রকস্য রসৈস্তথা ।
 বাতগুল্মে চ শূলে চ স্নাতবিন্দন যোজিতঃ ॥
 চন্দনং মধুকং ক্ষীর পীতং রুধির-বাস্তিজিৎ ।
 তৃষ্ণরাজস্য পত্রস্ত চূর্ণিতং মধুনা সহ ॥
 গোলকং ধারয়েদ্বক্ত্রে কাসারিক্তপ্রশান্তয়ে ।
 পিবেদ্বাস্তি প্রশান্ত্যর্থং ক্ষৌদ্রচ্ছিন্নরুহাঃসম্ ॥

ইতি ত্রীরামমাণিকা সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-চিন্তামণৌ

রাজযক্ষমাধিকারঃ ।

ইতি দ্বাদশোহায়াঃ সমাপ্তঃ ।

বৃহৎ কনকসুন্দর ।

স্বর্ণভস্ম ।০ সিকিভাগ, হরিতাল, খর্পর, তুঁতে, স্বর্ণমাণিক, গন্ধক, মনঃ-
 শিলা, বিব, পারদ ও মোহাগার খে প্রত্যেককে ১ একভাগ ; সমস্ত দ্রব্যগুলি
 উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, এ াদিন ক্রমান্বয়ে আকন্দের আঠা, জরন্তী, ভৃঙ্গরাজ,
 রাসক, বিষলাঙ্গলিয়া, বকফুলের পাতা, রক্তচিটা ও আকনাদি ইহাদের
 রসদ্বারা মর্দনপূর্বক গোলক করিয়া, অন্ধযুগ্মামধ্যে রাখিয়া যুগাক্ষরসের স্তায়
 অগ্নিসংযোগে পুটপাক দিবে । তৎপরে শীতল হইলে, ঔষধ গ্রহণ করিয়া
 পেষণপূর্বক ৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক
 একটী বটীকা আদার রসের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিকরোগ, স্নাত ও
 বেলশুঠসহ সেবনে বাতগুল্ম ও শূলরোগ, রক্তচন্দন, যক্ষ্মিমধু ও দ্রুক্ষ অমু-
 পান সহ সেবন করিলে রক্তবমন, ভৃঙ্গরাজের পত্রচূর্ণ ও মধুসহ মিশ্রিত
 করতঃ গোলক করিয়া মুখে ধারণ করিলে কাসরোগ এবং মধু ও গুলঞ্চের
 রস সহ সেবন করিলে বমিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

ইতি ত্রীরামমাণিকা সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে

রাজযক্ষমাধিকারে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কাসাধিকারঃ ।

দশমূলী-কষায় ।—

কাসস্থান প্রথমমঃ পার্শ্বস্থূলনাশনঃ ।

দশমূলীকষায়স্ত পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ ॥

অনন্তর কাসরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

দশমূলী-কষায় ।

দশমূলী অর্থাৎ, বেল, শোণা, গাম্ভারী, পাকল, গণিয়ারী, গোক্ষুর, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও শালপানি ; এই সমস্ত দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ২ হুইতোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্কসের এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ /১০ অর্কপোয়া । এই ক্বাথ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১০ সিকিতোলা পুষ্করমূল চূর্ণ অথবা অভাবে কুড়চূর্ণ সহ পান করিলে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং হৃৎশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বাসাবলেহঃ ।—

বাসকস্ত রসগ্রস্থে মানিকা সিতশর্করা ।

পিপ্পলী দ্বিপলকৈব দত্ত্বা যুদ্বগিনা পচেৎ ॥

লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্ ।

দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ ॥

নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্ ।

পার্শ্বশূলং হৃৎশূলঞ্চ রক্তপিভজ্জরন্তুথা ॥

বাসাবলেহ ।

বাসকছাল /২ হুইসের, পাকার্থজল ১৬ ষোলসের এবং অবশিষ্ট ক্বাথ /৪ ষোলসের । এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া, তাহার সহিত মানিকা অর্থাৎ /১ এক-সের চিনি মিশ্রিত করিয়া, যুদ্ব-অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে লেহবৎ গাঁড় হইয়াছে, তখন উহাতে ২ পল পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রণপূর্বক নামাইবে । তদনন্তর শীতল হইলে, উহাতে /১ এক-সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই বাসাবলেহ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন

সেবন করিলে রাজবক্ষমা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল, রক্তপিত্ত ও অর
আরোগ্য হয় ।

চন্দনাদ্যতৈলম্ ।—

চন্দনাম্বুনখং বাপাং যষ্টিশৈলৈয়পদ্মকম্ ।
মঞ্জিষ্ঠাসরলং দারু শটোলাপুতিকেশরম্ ॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্ ।
হরিদ্রে শারিবে তিত্তা লবঙ্গাণ্ডরুকুস্কুমম্ ॥
ত্রেণুগুনলিকাভিস্ত তৈলং মস্ত চতুশ্চণম্ ।
লাক্ষারসমং সিদ্ধং গ্রহণং বলবর্গকম্ ॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদরুত্যালাক্ষ্মীবিনাশনম্ ।
আয়ুঃ পুষ্টিকরৈকৈব বশীকরণমুত্তমম্ ॥

চন্দনাদ্যতৈল ।

তিলতৈল /৪ চারিসের, লাঙ্গারস /৪ চারিসের, দধিরমাত ১৬ ষোল-
সের ; কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, বাপা (কুড়), যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্ম-
কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ, সটী, পুতি (গন্ধভাদালিয়া), নাগ-
কেশর, তেজপত্র, তৈল (শিলারস), মুরামাংসী, জটামাংসী, কঁকলা, বলিতা
(প্রিয়ঙ্গু), মুখা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্লামালতা, কটুকী, লবঙ্গ,
অশুৰকাষ্ঠ, কুসুম, দাকচিনি, রেণুকা ও নালুকা ; সমভাগে সমস্তে /১ এক-
সের । এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিবে । এই চন্দনাদ্যতৈল
গাত্রে মর্দন করিলে গ্রহদোষ, অপস্মার রোগ, জ্বর ও উন্মাদাদি রোগ বিনষ্ট
হয় । পরন্তু ইহা বল, বর্গ, আয়ুঃ ও পুষ্টি বর্ধক এবং উত্তম বশীকরণ ঔষধ ।

• মরিচাদ্যচূর্ণম্ ।—

কর্যঃ কর্যাক্ষিমথোপলং পলদ্বয়মথাক্ষিকর্যক ।
মরিচমাপিপ্পলীনাং দাড়িমশুড়যাবশুকানাং ॥
সর্কৌষঠৈধরসাধ্যা য়ে কাসাঃ সর্কবৈদ্যবিনিমুক্তাঃ ।
অপিপ্লবং ছর্দয়তামপি তেষামিদমৌষধং পথ্যম্ ॥

• মরিচাদ্যচূর্ণ । •

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমফলের খোসা চূর্ণ ৮
তোলা, শুড় ৪ চারিতোলা এবং যবক্ষার চূর্ণ ১ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি
একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অজ্বিধ ঔষধ সমূহে
বিনষ্ট হয় নাই, এমত অসাধ্য কাসরোগ পর্যন্ত নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় । পরন্তু
ইহা দ্বারা রক্তবমন অতিসত্ত্বরই নিবারিত হইয়া থাকে ।

সমশর্করচূর্ণম্ ।—

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্ ।

পলান্নৈকং মরিচঞ্চ দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধম্ ॥

মিতা সমং চূর্ণমিদং প্রসহ রোগানিমানাশু বলাগ্নিহন্যাৎ ।

কাসজ্বরারোচকষেহগুলু শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণী প্রদোষান্ ॥ .

সমশর্করচূর্ণ ।

লবঙ্গ, জাতীফল, পিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, শুষ্ঠীচূর্ণ ৩২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান চিনি গ্রহণ-পূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করতঃ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরোচক, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ।

এলাদিচূর্ণম্ ।—

এলাত্বচোনাগপুষ্পং মরিচং টঙ্গণক্ষণা ।

যথোত্তরং ভাগরদ্ধ্যা চূর্ণন্তু মিতয়াসমম্ ॥

গ্রহণার্শোষক্ষণগুলু রক্তশিশুকফাপহম্ ।

কঠরোগাকুচিহরং প্লীহারোগহরং পরম্ ॥

এলাদিচূর্ণ ।

ছোটএলাচি চূর্ণ ১ তোলা, দাকচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগকেশর ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ, ৪ চারিতোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা এবং চিনি ২১ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই এলাদিচূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, যক্ষ্মা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, কফ, কঠরোগ, অকুচি ও প্লীহারোগ আরোগ্য হয় ।

রাজমৃগাঙ্কঃ ।—

রসভস্মত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্ ।

মৃততাম্রম্ ভাগৈকং শিলাজতুগন্ধকতালম্ ॥

প্রতিভাগদ্বয়ং সিদ্ধমেকীকৃতাবিচূর্ণয়েৎ ।

বরাটীংপূরয়েন্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্ ॥

পিষ্টা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাগোপরি রোধয়েৎ ।

শুদ্ধং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥

রসোরাজমৃগাঙ্কোহয়ং চতুগু ঙ্গঃ কষাপহঃ ।

দশভিঃ পিপ্পলীকৌদ্ভৈর্মরিচৈকোমবিংশত্য ॥

সমুত্তৈর্দাপরেদ্বাত-পীতশ্লেষ্মাভবে কয়ে ॥

রাজমৃগাঙ্ক ।

রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, তাঁত্র ১ তোলা, শিলাজতু, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেকে ২ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মর্দনপূর্বক বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে ; পরে ছাগহুঙ্কে সোহাগা পেষণ করিয়া উদ্ধারা ঐ কড়িগুলির মুখ বন্ধকরতঃ, একটী মৃগয় শরা দ্বারা সেই ভাণ্ডের মুখটী বন্ধকরিয়া লেপদিবে । লেপ শুষ্ক হইলে পশ্চাৎ গজপুট দ্বারা পাকপূর্বক শীতল হইলে, ঔষধ গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে । এই ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে প্রতি-দিনস্বত, মধু, পিপুলচূর্ণ বা মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা স্বত সংযুক্ত পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে বাতজ্বর ক্ষয়রোগ, স্বত সংযুক্ত মধু সহ সেবন করিলে পৈত্তিক ক্ষয়রোগ এবং স্বত সংযুক্ত মরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে লৈঙ্গিক ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বরাটিকা-প্রভেদঃ ।—

পীতাত্তা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘরক্তা বরাটিকা ।

মার্ক্ণিকভবা শ্রেষ্ঠা নিক্ণভবা চ মধ্যমা ॥

পাদোননিক্ণভবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্তিতা ।

মানানুত্তৌবিশুদ্ধঃ স্তাংগ্রাহ্যঃ স্য্যঃ পুরাণোচিতাঃ ॥

বরাটিকা (কড়ি) প্রভেদ ।

যে বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি পীতবর্ণ, গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘরক্ত-শালী ; তাহা পরিমাণে ৬ মাষা হইলে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বড় বলিয়া জানিবে ; পরিমাণে ৪ মাষা হইলে মধ্যম এবং ৩ মাষা হইলে কনিষ্ঠ অর্থাৎ ছোট বলিয়া জানিবে । যে স্থলে বরাটিকার গ্রহণ বিধি আছে, অথচ তাহার পরিমাণ লিখিত নাই, সে স্থলে শ্রেষ্ঠ বরাটিকাই গ্রহণ করিবে ।

শান্তরীবটী ।—

কিতবানসুয়োকীজং নাগবঙ্গক হরীতকী ।

আদ্রকরসেনৈব গুটিকা কার্য্য কলায়বৎ ॥

আদ্রক স্বরসৈভুক্তা পীত্বা চ শীতলং পয়ঃ ।

কাসং শ্বাসং কফং হস্তি ভৈথৈব সান্নিপাতিকম্ ॥

অঙ্গানাং বর্দ্ধনং স্নানং বালানাঞ্চ সুখাবহম্ ।

গুটিকা শান্তরী নাম শত্ৰুনা পরিকীর্তিতা ॥

শান্তরীবটী ।

ধূতুরার বীজ, জীরকবীজ, সীসা, বঙ্গ ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, আদার রসের সহিত মর্দিত করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী আদার

রসের সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতলজল অল্পপান করিবে । ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, কফ ও সারিষ্যাতিক রোগ সকল বিনষ্ট হয় । পরন্তু এই ঔষধ বালকদিগকে সেবন করাইলে, তাহাদের অঙ্গ বর্দ্ধিত (দেহ পুষ্ট) হইয়া থাকে । এই শাস্ত্রীয়বটিকা পুরাকালে অসং শত্বে কৰ্কক কথিত হইয়াছে ।

পুৰন্দরবটী ।—

সূতকান্দিগুণং গন্ধং একথা কঙ্কলীকৃতম্ ।
 ত্রিকটু ত্রিকলচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতম্ ॥
 অজাশীরে সমে ভাব্যং বটিকাংকরয়েদ্ভিষক্ ।
 আদ্রকেন সমং ভাব্যং শীতং তোরং পিবেদনু ॥
 কামস্থানপ্রণমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধনী ।
 ইয়ং যদি সদা সেব্য তদা স্তাদেষাগমাধনী ॥
 বৃদ্ধোহপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু রম্যতে ॥

পুৰন্দরবটী ।

পারা ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্রকরতঃ মর্দনপূর্বক কঙ্কলী প্রস্তুত করিবে । পরে তৎসহ শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ একভাগ করিয়া মিশ্রিত করতঃ, ৭ সাতবার ছাগন্তুধে ও ৭ সাতবার আদাররসে ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক একটী বটী প্রতিদিন আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ শীতলজল অল্পপান করিবে । ইহা দ্বারা কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এই পুৰন্দরবটী নিয়ত সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণ, অতীব দূব শরীরবিশিষ্ট ও শত শত স্ত্রীসহ সম্মে সক্ষম হইয়া থাকে ।

কামসংহারভৈরবঃ ।—

রসগন্ধকতাত্রাণি শঙ্খটঙ্গলৌহকম্ ।
 মরিচং কুষ্ঠতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্ ॥
 কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডবন্তু বিভাবণ ।
 ভেকপর্ণী কেশরাজ নিওণ্ডী কাকমাটিকা ॥
 দ্রোণপুষ্পী চ শালিকী গ্রীষ্মমূন্দর এব চ ।
 ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈঃ রসৈঃ ॥
 বটিকাং কারয়েদ্বদাঃ পঞ্চগুঞ্জা-প্রমাণকম্ ।
 পিত্তজং বাতজং কাসং শ্লেষ্মজং ত্রিকালজম্ ॥
 ত্রিমদাহননাথেন কামসংহারভৈরবঃ ।
 রসোহয়ং নির্মিতো যত্নালোকরক্ষণহেতবে ॥

• বাসা শুষ্ঠীকণ্টকারীক্কাথেন পারয়েদুগঃ ।

কাসনাশনবজ্রোহরং রসঃ স শ্বাসপাণ্ডু জিৎ ॥

কাসমংহার ভৈরব ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, টঙ্গণ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া থানকুণী, কেহুরিয়া, নিমিন্দা, কাকমাটী, হলুদ, শালিকী, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাকস, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণে পত্রের রস দ্বারা এক এক বার ভাবনা দিয়া ৫ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া বটীকা বাসক, শুষ্ঠী ও কণ্টকারী ; এই ৩ টীর যে কোন একটীর কাথ সহ সেবন করিলে, পৈতিকাদি সর্ববিধ বহু কালজাত কাসরোগ সম্বন্ধ আরোগ্য হয় । শ্রীমদাহনানন্দনাথ কর্তৃক পুরাকালে এই “কাসমংহার ভৈরব রস” যোগটী জগতের হিতের নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছে । ইহা কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের পক্ষেও বজ্রস্বরূপ জানিবে ।

শৃঙ্গারাজঃ ।—

শুদ্ধং কৃষ্ণাভচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ ।

কপূরং জাতিকোষং সঙ্কলমিভকর্ণাতেজপত্রং লবঙ্গং ॥

মাংসী তালীশচোচে গজকুমুদগদং ধাতকীচেতি ত্বলাং ।

পথ্যা ধাত্রী বিভীতিং ত্রিকটুরপি পৃথক্ চার্কীগণং বিশাণং ॥

এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধস্যাকোলং ।

কোলার্দ্ধং পারদম্ভ প্রতিপদবিহিতং সর্বমেকত্র মিশ্রম্ ॥

পানীয়েনৈব কার্য্যঃ পরিণতচণকশ্চিত্ত্বল্যাশ্চ বটাঃ ।

প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্তু শুদনুকিল কিরং শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্ ॥

পানীরং পীতমন্তে ক্রবমপনয়তি ক্ষিপ্রেমেতান্ বিকারান্ ।

কোষ্ঠে দুষ্টিগ্রিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজবক্ষক্ষরঞ্চ ॥

কাসং শ্বাসং মশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ।

হৃদ্বিঃ শূলান্নপিভং হতরুচিশুমহদা লুপ্তজালং বিশালং ॥

পাণ্ডুভং কফপিভং গুরলভবগদং পীনম্ প্লীহরোগং ।

হন্যাদাশরোথান্ কফপবনকৃতান্ পাণ্ডুরোগানবিশেষান্ ॥

• বলো রষাশ্চ যোগস্তরুণতরকরঃ সর্বরোগে প্রশস্তঃ ।

পথ্যং মাংসৈশ্চ যুষ্মৈষ্মতপরিপ্লুমিতৈ র্গব্যদ্রৈশ্চ ভুয়ঃ ॥

ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীর্ঘমানং সুখায় ।

শৃঙ্গারাজেণ কামীষুবতিজনশতাভোগযোগাদভুতঃ ॥

বর্জ্যং শাকাম্রমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ ।
কাস্ত্র্যায়ুঃকামমূর্তিঃ হতবলিপলিতো যানবোহন্য প্রসাদাৎ ॥

ইতি ত্রীরাশমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিকিৎসামণৌ
কাসাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

শৃঙ্গারাজ ।

অজ্জভস্ম ২ পল (১৬ তোলা), কপূর, তৈজতী, বালা, গজপিপুল, তেজ-
পত্র, লবঙ্গ, জটামাংগী, তালীশপত্র, চোচ (দাকচিনি), গজকুম্ভ (নাগে-
শ্বর), গদ (কুড়) এবং ধাইফুল প্রত্যেকে ১০ অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আম-
লকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ প্রত্যেকে ১০ সিকিতোলা, এলাচি ও
জাতীকল ১০ অর্দ্ধতোলা, শোধিতগন্ধক ১ তোলা এবং শিশুদ্র পারদ ১০
অর্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, জলসহ
মর্দনকরতঃ চণকপ্রাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী
বটী আনার রস ও পানের রসের সহিত সেবনপূর্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল
পান করিবে । ইহা দ্বারা মন্দ্যগ্নি, জ্বর, উদররোগ, রাজবক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস,
শ্বাস, শোথ, চক্ষুরোগ, মেহ, মেনোরোগ, ছর্দি, শূল, অল্পপিত্ত, অকচি, গুল্ম,
পাণ্ডু, কক, পিত্ত, গরলজনিত রোগ, পীনস, প্লীহা, ককজ ও বাতজ আমা-
শয় রোগ এবং পৈত্তিক ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয় । পরন্তু ইহা বলকর, বৃষা,
তাকণ্যাবিধায়ক ও অশ্রান্ত সর্করোগে প্রশস্ত । ইহা সেবনকারি-রোগীকে ঘৃত-
সংযুক্ত মাংসাদির রস, মৃদাাদির ঘৃষ এবং গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে ।
এই ঔষধ সেবনপূর্বক রোগী ইচ্ছানুযায়ী পান, ভোজন ও স্ত্রীসহ সন্তোগ
করিতে পারে । তবে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত শাক, অন্ন ও অশ্রুবিধ দ্রব্য
ভোজনে বিরত থাকিবে । এমন কি এই ঔষধ সেবন করিয়া শত যুবতীর সহ
সঙ্গম করিলেও শরীরের অপচয় সংঘটিত হয় না । যে ব্যক্তি এই “শৃঙ্গারাজ”
নামক মহৌষধি সেবন করে, সে অতিসত্ত্বর নিশ্চয়ই সুকান্তি, আয়ুঃ, কাম
(শুক্র) ও হৃন্দর মূর্ত্তিবিশিষ্ট এবং জ্বরাজনিত বলিপলিত হইতে নিম্মুক্ত
থাকে ।

ইতি ত্রীরাশমাণিক্য সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিকিৎসামণি” গ্রন্থে
কাসরোগাধিকারে ত্রয়োদশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ ।

শিথিপুচ্ছাদিঃ ।

হিক্কাঃ হরতি প্রবলাঃ শ্বাসমতি প্রভূতং নিবারয়তি ।

শিথিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীচম্ ॥

অতঃপর হিক্কা ও শ্বাসরোগের চিকিৎসা বল। বাইতেছে ।

শিথিপুচ্ছাদি ।

ময়ূরপুচ্ছভস্ম ও পিপ্পলচূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্বক সেবন করিলে, অতীব প্রবল হিক্কা ও শ্বাসরোগ নিবারিত হয় ।

কলিফলচূর্ণম্ ।

করং কলিফলচূর্ণলীচং চাত্যন্তমিশ্রিতং মধুনা ।

অগ্নিরাদ্ধরতিশ্বাসং প্রবলামূর্ছাহিক্কাঐকৈব ॥

কলিফলচূর্ণ ।

দ্বিগুণ মধুসহ ইন্দ্রযবচূর্ণ মিশ্রণপূর্বক সেবন করিলে, অচিরে শ্বাস ও প্রবল উর্দ্ধগত হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে ।

মুখেধারণম্ ।

নারিকেলস্ত পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনম্বেব চ ।

হিক্কাঞ্চ প্রবলাঃ হন্তি ধারণান্তু ন সংশয়ঃ ॥

মুখেধারণ ।

জলসহ শ্বেতচন্দন, ঘসিয়া, তৎসহ নারিকেলের পুষ্প চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অতিপ্রবল হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে ।

তিলাদি-প্রলেপঃ ।

সতিলং শ্বেতধূপকং শতপুষ্পং পয়ঃসরঃ ।

বল্লীক বাসা যচ্চাত্ত্রি পয়সা পান্নিপেষিতঃ ॥

ভালুয়ুলপ্রলেপেন হিক্কাশ্বাসনিবারণম্ ॥

তিলাদি প্রলেপ ।

তিল, শ্বেতধূনা, শলুফা, হুজের সর, বল্মীক (উঁয়ের মাটী), বাসক ও যষ্টি-
মধুর মূল ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক জল সহ পেয়ণ করিয়া,
মস্তকের তালুদেশে প্রলেপ দিলে, হিকা ও শ্বাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

শ্বাসকুষ্ঠারঃ ।—

টঙ্গণং পারদং গন্ধকং ত্রিকটু গরলং শিলা ।

নিষ্পিষ্য বটিকাঃ কার্য্যা বাণগুণ্ণা প্রমাণতঃ ॥

উষ্ণোদকং পিবেচ্চান্নু স্কুদ্রা-ক্কাথমথাপি বা ।

কাসং পঞ্চবিধং হন্তি শ্বাসং শ্লেষ্মাতবন্তথা ॥

শিরোরোগং নিহন্ত্যাশু রক্ষমিন্দ্রাশনির্বথা ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণৌ

হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি চতুর্দশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

শ্বাসকুষ্ঠার ।

সোহাগার তৈ, পারদ, গন্ধক, শুঠী, পিপুল, মরিচ, বিষ ও মনঃশিলা :
এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণকরতঃ জলসহ পেয়ণপূর্বক ৫ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত
করিবে । প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিবে ; এবং পশ্চাৎ
উষ্ণ জল অথবা কণ্টকারীর ক্কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা পঞ্চবিধ কাস,
শ্বাস, শ্লেষ্মজরোগ ও শিরোরোগ সমূহ বিনষ্ট হয় ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে

হিক্কা ও শ্বাসাধিকারে চতুর্দশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কফ-আহ্বাধিকারঃ ।

সৌরেশ্বরং স্মৃতম্ ।—

পুন্নাগংশচৈত্রকং মাংসী মুরাসৈন্ধবদীপ্যকম্ ।
ব্রহ্মভো জীরকে দ্বৈ চ বৃক্ষাস্তং সরলন্তথা ॥
জাতীকোষং বলাঙুঞ্জা ত্রিরতাপারিভদ্রকম্ ।
মোমরাজী জয়ন্তাক তালীশস্তমুরন্তথা ॥
পাটলাপিপ্পলীমূলং পাঠা চ স্মৃহীমূলকম্ ।
সিদ্ধার্থং শঙ্খাপুষ্পী চ দন্তীরাস্মাসমস্থিতা ॥
দশমূলীশতকৈব শূরাস্ত শতন্তথা ।
প্রাশ্নৌ বৌ দধিমগুস্ত কাঞ্জিকস্তাপি তৎসমৌ ॥
স্নাতপ্রাশ্নৌ বিপক্তবো কল্কং দত্তাক্সসম্মিতম্ ।
শ্লীপদং কফবাতোথং শ্বাসং রক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ ॥
মেদঃশ্রিতঞ্চ শুক্রহৃৎচিরোথমপি দারুণম্ ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি তথৈব সান্নিপাতিকম্ ॥
অপচী গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রহৃৎচিৎ গুদকুমীনু ।
অৰ্কবুদং গ্রহণীরোগং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্ ॥
পরমগ্নিকরং হৃদাং বাতরক্তবিমাশনম্ ।
হস্তপাদাশ্রিতং রক্তং রক্তপিপ্তহলীমুকম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং কোষরুদ্ধিং জ্বরন্তথা ।
গুণ্ডলুপ্লীহোদরানাহভগন্দরাক্ষিকর্ণরোগানু ॥
প্রমেহানু কামলাং পাণ্ডুং নাড়ীভুক্তব্রণাংশসাম্ ।
হিতং সৌরেশ্বরং নাম স্মৃতমেতন্মহৎস্মৃতম্ ॥
শ্লীপদে গলগণ্ডে চ কুরুতে হি বিশেষতঃ ॥

অনন্তর বক-আহব-চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

মৌরেশ্বর হৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যমূত /৮ আটসের, দধির মাত /৮ আটসের, কাঞ্জিক /৮ আটসের ; দশমূলী অর্থাৎ বেল, শোণা, পাঞ্চল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কটকারী, ব্যাকুড়, শালপাণী, চাকুলে ও গাত্রারী ; সমভাগে সমস্তে । ২।। • সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের শেষ /৮ আটসের ; ওল ২।। • সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং অবশিষ্ট কাপ /৮ আটসের । কল্কার্থ পুষ্পাগপুষ্প, রক্তচিতার মূল, জটামাংসী, দুরামাংসী, মৈন্ধবলবণ, যমানী, ব্যাকুড়, কটকারী, শ্বেতজ্বীরা, কৃষ্ণজ্বীরা, অল্পবেতস, সরলকাষ্ঠ, জাভীফল, বেড়োলা, গুণ্ডাফল, তেউড়ীমূল, পালিদামাদার, গোমরাজী, জয়ন্তী, মুথা, তালীশপত্র, ধনিয়া, পারলী, পিপুলমূল, আকনাদী, মনসাসিজেরমূল, শ্বেতগর্ষণ, শঙ্খপুষ্পী, দন্তীমূল ও রাস্না ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেক ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্য সহযোগে হৃত পাকপূর্বক শেষপাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া হৃত গ্রহণ করিবে । ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মিক স্নীপদ, রক্তদংশুক্ত, মেনোয়ুক্ত, শুক্রস্থ, বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিকাদি সর্ববিধ বহুকালীয় স্থাসরোগ, অপচী, গণ্ডমালা, অস্ত্ররুদ্ধি, গুহরোগ, ক্রিমিরোগ, অর্ধুদ, গ্রহণী, শোথ, বিষমজ্বর, বাতরক্ত, হস্ত-পদাশ্রিত রক্তদোষ, রক্তপিত্ত, হলীমক, পঞ্চবিধ কাস, কোষরুদ্ধি, অর, গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ, ভগন্দর, অগ্নিরোগ, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, নাড়ীভ্রণ, দুইভ্রণ ও অশ্রিরোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ স্নীপদ ও গলগণ্ডরোগে এই মৌরেশ্বর হৃত অতীব প্রশস্ত । পরন্তু ইহা অত্যন্ত অগ্নিহৃদিকর ও হৃদয়ের তৃপ্তিজনক ।

মহামৌরেশ্বরং হৃতম্ । —

সুরমানাং পলশতং পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চ চ ।

শতং সংগ্রাহ্য সংক্ষুধ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥

তেন পাদাবশেষেণ হৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

ধান্যমৃগঞ্চ মণ্ডঞ্চ দধুঃ প্রস্থচতুষ্টয়ম্ ॥

কল্কান্যোতানি দেয়ানি ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ।

নিপুণ্ড্রীচিত্রকঠৈব দেবদারু সম্যক্তি কম্ ॥

পঠৈব লবণানাত্র যবকারঞ্চ পিপ্পলী ।

চবিকা হবুবাদার্কীণ্ডগুণ্ডনুরুদ্ধদারকম্ ॥

শঠীবাচাবিড়ঙ্গানি পাঠাতল্লাতকন্তথা ।

পিচুভাগং প্রদারৈব পক্তবাং সুরমাহিতৈঃ ॥

বস্তুং গালিতং কুর্যাদ্বিড়ালপদকদ্বয়ম্ ।
 ইদং হি বিবিধানোগান্ কফবাতাশ্রিতানপি ॥
 স্লীপদান্ বিবিধান্ ঘোরান্ নেত্রকণোদ্ভবানপি ।
 ব্রহ্মরুদ্রিগদাংশৈশ্চ মেদোমাংসশ্রিতানপি ॥
 রক্তাশ্রিতান্ গদান্ হন্তি রক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ।
 নাড়ীত্রণান্ সণোথাংশ্চ গণ্ডমালাক্ দারুণাম্ ॥
 বিদ্রুধিকার্ক্যুদকৈব বিবিধানুদরহিতান্ ।
 নাতঃপরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যাতে স্লীপদে গদে ॥
 একজং দ্বন্দ্বজকৈব চিরজদ্বন্দ্বজন্তথা ।
 প্রোক্তং হারীতমুনিনা মহাসৌরেশ্বরং স্মৃতম্ ॥

মহাসৌরেশ্বর স্মৃত ।

গব্যস্বত ৮ সের, ১২।০ সাড়ে বারসের তুলসী এবং বেল, শোণা, পাঞ্চুল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, গান্তারী, শালপাণী, চাকুলে ও ব্যাকুড় সমান ভাগে সমস্তে ১২।০ সাড়ে বারসের গ্রহণপূর্বক একত্রোণ অর্থাৎ ৫২ বক্তিশ-সের জলসহ পাকপূর্বক ১ অর্থাৎ ৮ আটসের থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে । এই ৮ আটসের ক্কাথ, ধনিয়ার ক্কাথ ৮ আটসের, দধির মাত ৮ আটসের এবং শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমিস্তা, রক্তচিতার মূল, দেবদারু, যষ্টিমধু, মৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, শুষ্কিদ-লবণ, সামুদ্রলবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল, চই, জ্বুয়া, দাকহরিদ্রা, গুগ-গুল, রুদ্ধদারক, সর্টী, বচ, বিড়ঙ্গ, আকনাদী ও ভেলার আঁটী : এই সকল কুড়িত প্রত্যেকে ২ তোলা । সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্রিত করিয়া যথানিয়মে স্মৃত পাক করিবে । এবং বজ্র দ্বারা ছাঁকিয়া স্মৃত গ্রহণ করিবে । এই স্মৃত প্রতিদিবস ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে কফ ও বাতাস্রিত বিবিধ-রোগ, এবং মেদোগত, মাংসগত ও রক্তাশ্রিত নানাবিধ রোগ, ইন্দ্রদেবের বজ্র কর্তৃক রক্ষা বিনাশের ত্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । পরন্তু ইহা দ্বারা স্লীপদ, নেত্র-রোগ, কর্ণরোগ, ব্রহ্মরোগ, রুদ্রিরোগ, নাড়ীত্রণ, ত্রণশোথ, শোথ, গণ্ডমালা, বিদ্রুধি, অর্কুদ ও উদরাদি রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় । বিশেষতঃ এই ঔষধ স্লীপদরোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে । এই মহাসৌরেশ্বর স্মৃত পুরাণে মহাস্মৃতব হারীতমুনি কর্তৃক কথিত হইয়াছে ।

তৈলোকাবিজয়তৈলম্ ।—

প্রস্থং সর্ষপতৈলম্ ভৃঙ্গীরসবিপাচিতম্ ।
 তৈলভাণ্ডাঙ্গনাদেব মহাস্থেদঃ প্রশাম্যতি ॥

সন্নিপাতহর্যৈব সত্যং প্রত্যয়কারকম্ ।

অশ্ব মাহাত্ম্যমতুলং কো ভিবগ্জ্ঞাতুমর্হতি ॥

তৈলোকাবিজয় তৈল ।

১৬ ষোলসের ভূমরাজের রস সহ ৮ চাহিসের সর্ষপ তৈল পাক করিয়া, গাত্রাদিতে মর্দন করিলে, অতিসত্ত্বর কফশ্রাব নিবারিত হয় । এবং ইহা দ্বারা সর্ষপপাতিক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই তৈলোকাবিজয় তৈল এতাদৃশ গুণশালী যে, কোন্ বিজয় ভিষক ইহার গুণ অমৃতব নরিতে অক্ষম হইয়া থাকেন ? অর্থাৎ চিকিৎসক মাত্রই ইহার সর্ব রোগনাশক স্মরণে গুণ অবগত আছেন ।

যোগরাজঃ ।

শক্রানুতাভণ্ডিষুশুপত্রং নিণ্ডণ্ডিকাবাসকমূলযুক্তম্ ।

এষাং সমাংশং যবচূর্ণং যুক্তং নিষশ্ব তাবন্মিলিতং সুগন্ধি ॥

কর্ষার্জ্যমেতং সতত প্রযোজ্যং প্রাতঃ সুখোষং মলিলঞ্চ পেষয় ॥

শীতোদকম্যাপি সূতৈঃ প্রপেষয় যথেষ্টমাহারমিহানুকূলম্ ॥

করোতি বহ্নিঃ বিন্হস্তি বাতমাং সদ্ভ্রম্মৈব সাকোষ্ঠরোগম্ ।

বিমূত্রসঞ্জং গলিতঞ্চ কূষ্ঠং পিত্তং কফং হস্তি বিচর্চীকণ্ডম্ ॥

নিহস্তি যক্ষ্মাণমতিপ্রবৃদ্ধং করোতি বৃদ্ধং নবযৌবনশ্চম্ ।

যে বাতপিত্তক্ষয়জাগদাস্ত নিহস্তি তানেব চিরাধিরূঢ়ান্ ॥

সিদ্ধেন ধনুস্তুরিণা কিলায়ং প্রকীর্তিতঃ সর্বহিতায় যোগঃ ।

করোতি তেজঃ শুভকাঞ্চনাভং গতিং তুরঙ্গম্ বলং গজানাম্ ॥

দৃষ্টিং ব্রিজেন্দ্রশ্রমতি প্রবৃদ্ধাং জয়েদশেষেণ কফবাতরোগান্ ॥

যোগরাজঃ ।

সিদ্ধি, গুলঞ্চ ও মঞ্জিষ্ঠার শুষ্কপত্র চূর্ণ, নিসিন্দধরু পত্রচূর্ণ, বাসকমূল চূর্ণ ও যবচূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, এবং সর্বসমষ্টির তুল্যা নিষপত্রচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । এবং তৎসহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দাড়িচিনি, এলাচি ও তেজ-পত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় অল্পপান নিবেচনাপূর্বক সেবন করিবে । এবং পশ্চাৎ অবস্থানসময়ে উষ্ণজল বা শীতলজল পান করিবে । এই ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুযায়ী আহার বিহার করা যায় । ইহা দ্বারা বায়ু, আমদোষ, অর্শঃ, কোষ্ঠবোধ্য, মল-রোধ, মূত্ররোধ, গলিতকূষ্ঠ, পিত্ত, কফ, বিচর্চী, কণ্ডু, যক্ষ্মা, বাতজন্ত রোগ, পৈত্তিক রোগ এবং ধাতুক্ষয়জনিত রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এবং ইহা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হয় । পুরাকালে শ্রয়ঃ ধনুস্তুরি কৰ্ত্তৃক এই সর্বোৎকৃষ্ট যোগটী কথিত হইয়াছে । পরন্তু ইহা দ্বারা কাঞ্চনসদৃশ

শরীরের তেজ ও বর্ণ, ঘোটকের সদৃশ গতি, হস্তীর শ্রায় বলবত্তা এবং পক্ষি-
রাজের শ্রায় অতীব তীক্ষ্ণ দর্শনশক্তি জন্মিয়া থাকে ।

বীরভদ্ররসঃ ।—

ক্রাষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পা দ্বিজীরকম্ ।
ক্ষারদ্বয়ং সমাংশেন চূর্ণমেঘাং পলত্রয়ম্ ॥
শুদ্ধসূত্রং যুতকাভ্রং গন্ধকশ্চ পলং পলম্ ।
আদ্র কশ্চ রসৈঃ খলে দিনমেকং বিমর্দয়েৎ ॥
বীরভদ্ররসঃ খাতো মার্শিকং সন্নিপাতজিৎ ।
চিত্রকাদ্র কসিদ্ধু খম্নুপানং জলেন তু ॥
পথাং ক্ষীরোদনং দেয়ং দ্বিবারঞ্চ রসে হিতম্ ॥

বীরভদ্র রস ।

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মৈন্ধবলবণ, সৌবর্জললবণ, বিটলবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, শলুক, শেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার ও সাচিকার ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান মাত্রায় সমস্তে ৩ পল ; পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ পল । সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া, খলমধ্যে করিয়া ১ একদিন আদার রসের সহিত মর্দন করিবে । এবং ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । রক্তচিটার রস, আদার রস অথবা মৈন্ধবলবণ সমন্বিত জল অম্লপানসহ প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে, সন্নিপাত রোগসকল বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ প্রত্যহ ২ হুইবার করিয়া সেবন করিবে ; এবং দুগ্ধ সহ-যোগে অন্ন পথা করিবে ।

রামবাণঃ ।—

বিশুদ্ধং গগনং গ্রাহং তৎসমং গরলস্তুখা ।
দ্বয়োস্তল্যঃ ষোড়শাণ্ডুগং বীজস্তু কনকাক্ষয়ম্ ॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে হেমপত্ররসেন বা ।
ওড়িকাক্ষারয়েদ্বৈদ্যো ওড়ৈঞ্জকা তু প্রমাণতঃ ॥
অসাধ্যো নৈঋতিকে রোগে আমবাতে সুদারুণে ।
শিরোরোগে সন্নিপাতে আহবে পীনসেহরুচৌ ॥
এতান্ সর্বান্নিহন্ত্যাশু রক্ষমিদ্ভ্রশনির্ঘথা ॥

রামবাণ ।

অভ্র ৫ তোলা, বিষ ৮ তোলা এবং ধুতুরার বীজ ১৬ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি অহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া, ধুতুরা পাতার রস দিয়া শিলাময় খলে মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । অম্লপান বিবে-
চ্য প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে অসাধ্য নৈঋতিকরোগ,

সুদাক্ষণ আমবাত, শিরোরোগ, সন্নিপাতরোগ, পীনসরোগ ও অকৃষ্টি প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হয় ।

শ্লেষ্মকালানলোরসঃ ।—

হিঙ্গুলমস্তুবশূতং গন্ধকায়ুততাত্ত্রকম্ ।
 তুথং মনোহ্রা তালক কটফলং ধূতবীজকম্ ॥
 হিঙ্গুলং মাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিষদন্তীকটুত্রিকম্ ।
 বাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্গণং সমভাগকম্ ॥
 স্মুহীক্ষীরেণ বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিসক্ ।
 বিজ্ঞায় দেশং কালঞ্চ দাপয়েদ্ভক্তিকাক্রমাৎ ॥
 বাতশ্লেষ্মনি মন্দেহয়ো পিত্তশ্লেষ্মালুণ্ণেহপি চ ।
 শুদ্ধাঙ্গে কটীশূলে চ দেয়ং শ্বেতল্যাপকর্ষণম্ ॥
 প্লীহাদরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে ।
 বলাশপ্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতু বাতোথতাং নরঃ ॥
 সেবনাং সর্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ ॥

শ্লেষ্মকালানল রস ।

হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কটু-ফল, ধূতুরাবীজ, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৌদালফল, বঙ্গ ও মোহাগার খৈ ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, মনমাসীজের আঠা দ্বারা মদন-পূর্বক ১ বতি না ২ রত্ন পরিমাণে বটিকা গুস্তত করিবে । এই ঔষধ দেশ, কাল ও গোণের অনুসারে বিবেচনাপূর্বক যথোপযুক্ত অল্পপান বিবেচনার রোগীকে সেবন করানিলে বাতশ্লেষ্মা, মন্দাঘ্নি, পিত্তশ্লেষ্মালুণ্ণরোগ, শুদ্ধাঙ্গ-নাথ, শীত শ্বেতা, প্লীহা, উদর, শোথ, সন্নিপাতিক জ্বর ও কফাধিক রোগসমূহ বিনষ্ট হয় । এই শ্লেষ্মকালানল রস ঔষধ শ্লেষ্মাকে নষ্ট করিয়া বায়ু বর্জন করে ; এবং ইহা সর্বরোগঘ্ন বলিয়া ঔসিদ্ধ আছে ।

লক্ষ্মীবিলাসো রুসঃ ।—

পলং কৃষ্ণাভচূর্ণস্ত তদর্ক্বে রসগন্ধকে ।
 তদর্ক্বে চন্দ্রমংজ্ঞস্ত জাতীকোবফলে তথা ॥
 রুদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজমুন্মত্তকস্যা চ ।
 ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীকন্দমেব চ ॥
 নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা ।
 বীজং গোম্মুরকস্যাপি হৈজ্জলং বীজমেব চ ॥

এতেষাং কাৰ্ষিককূর্ণং গ্রহীত্বা বারিণা পুনঃ ।
 নিষ্পিষ্য বটিকা কাৰ্ঘ্যং ত্রিগুণ্ণাফলমাণতঃ ॥
 বটিকাং প্রাতরেবৈকাং খাদয়িত্বাং যথাবলম্ ।
 অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়োদধি ॥
 বারিভক্তং সুরাসৈধু সেবনাং কামরূপধ্বক্ ।
 নিহন্তি সন্নিপাতোথান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্ ॥
 বাতোথান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফোথান্ সান্নিপাতিকান্ ।
 কুষ্ঠমক্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিব্রুথা ॥
 নাড়ীত্রণং ত্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্ ।
 ক্লীপদং কফবাতোথং চিরজং কুলমস্তবম্ ॥
 গলগণ্ডমন্তরুদ্ধি মতীসারং সুদারুণম্ ।
 কাস পীনস যক্ষ্মাৰ্শঃ শ্বেলাদৌর্গন্ধামেব চ ॥
 আমবাতং সৰ্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্ ।
 উদরং কৰ্ণনাসাক্ষি মুখবৈজাড্যমেব চ ॥
 সৰ্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদানিসুদনম্ ।
 রুদ্ধোহপি তরুণস্পর্শী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ ॥
 নচ লিঙ্গস্য শৈথিলাং নচ সামর্থ্যাহীনতা ।
 নিত্যং শতং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নভবারণবিক্রমঃ ॥
 দ্বিলক্ষযোজনীদৃষ্টি জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ ।
 প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোহয়ং নারদেন মহাত্মনা ॥
 রমো লক্ষ্মীবিলাসোহয়ং বাসুদেবো জগৎপতি ।
 অস্য প্রয়োগাদ্ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণৌ

কফ-আহবাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

লক্ষ্মীবিলাস রসন

ভস্মাভি ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, কপূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা, রক্তদারকবীজ, ধূতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুশ্মাণ্ড, নারায়ণী (শতমূলী), গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোকুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেকে ২ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া জলসহ পেষণপূর্বক ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে ।

প্রতিদিনই ইহার একটি করিয়া বটীকা সেবন করিবে। এক পঞ্চাশ রোগ বিবেচনার মাংসরস, পিষ্টক, দুগ্ধ, দধি, জল, অন্ন, স্নান ও সৌধু আদি অম্ল-পান করিবে। ইহা দ্বারা ঘোরতর সন্নিপাতরোগ, বাতজ্বরোগ, পিত্তরোগ, শ্লেষ্মিকরোগ, ১৮ প্রকার কুষ্ঠরোগ, ২০ প্রকার প্রমেহরোগ, নাড়ীত্রণ, ত্রুট-ত্রণ, গুহরোগ, ভগনর, কফাতোস্ত ত অথবা কুলক্রমাগত চিরকালীন স্নীপদরোগ, গলগণ্ড, অস্ত্রুদ্বি, অতীমার, কাস, পীনস, বক্ষ্মা, অশ্বঃ, হৌল্য, দৌর্গন্ধঃ, সর্ববিধ আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলগ্রহ, উদররোগ, কণ্ঠরোগ, নেত্র-রোগ, মুখের জড়তা, সর্ববিধ শূল, শিরঃশূল ও স্ত্রীরোগ সকল বিদ্যুৎ হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা সেবন দ্বারা কাস ও রূপ বর্ধিত হয়; বৃদ্ধ ব্যক্তি যৌবন-প্রাপ্ত হয়; বহু স্ত্রী সম্মেও শুক্রকর, লিঙ্গের শৈথিল্য ও সামর্থ্যহীনতা হয় না; নিত্য শত শত স্ত্রীসহবাসে সক্ষমতা জন্মে, মত্তহস্তীর হার্যক্রিয় হয়; দ্বিলক্ষযোজনদর্শিনী দৃষ্টিশক্তি জন্মে এবং শরীরের সমধিক পুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। পুরাকালে মহাত্মা নারদ মহর্ষি কর্তৃক এই যোগরাজ্য কথিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীবিলাস ঔষধের প্রসাদে জগৎপতি বামুদেব কুণ্ডলগ নারীর বস্ত্রত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইতি স্মারামণিকা মেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে
কফ-আহ্বাধিকারে পঞ্চদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঃখণ্ডঃ ।

অথ সুরভেদাধিকারঃ ।

কলিতরুফলাদিঃ ।—

কলিতরুফলাদিঃ কলিতরুফলাদিঃ তক্রণ লীচমপহরতি ।

স্বরভেদং গোপয়মা পীতস্থামলকচূর্ণক ॥

অনন্তর স্বরভেদ চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

কলিতরুফলাদি ।

বহুভা ফলের শাঁশ, সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণ-
পূর্বক তক্রমহ অথবা আমলকীচূর্ণ গোভৃগ্নসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্বক
সেবন করিলে, স্বরভেদ রোগ অচিরে বিমুক্ত হইয়া থাকে ।

বদরীপত্রকঙ্কম্ ।—

বদরীপত্রকঙ্কম্ স্নাতভূতং সসৈন্ধবম্ ।

স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহনমতং প্রয়োজয়েৎ ॥

বদরীপত্রকঙ্কম্ ।

কুলপাতা বাটিয়া সমান পরিমাণ সৈন্ধবলবণ চূর্ণসহ গব্যাম্বুতে ভাজন-
পূর্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, স্বরোপঘাত ও কাসরোগ আরোগ্য হয় ।

মধুর-দ্রুগম্ ।—

শর্করা মধুমিশ্রাণি শূতানি মধুরৈঃ সহ ।

পিবেৎ পর্য্যাপ্তি মস্যোচ্চৈর্বদতোহপিহতঃ স্বরঃ ॥

মধুর-দ্রুগম্ ।

মৃগাদী, মাষাদী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি,
রুদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে ১ তোলা,
পাকার্থ জল ১০০ সেড়িপোয়া ও দ্রুগ ১০০ অর্কপোয়া, দ্রুগাবশিষ্ট রাখিয়া
কাথ গ্রহণ করবে । এই দ্রুগদ্ব্যধি ১০ সিকিতোলা শর্করা ও ১০ সিকিতোলা
মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথনজনিত স্বরভেদও
নিবারিত হয় ।

সারস্বতং স্নাতম্ ।—

ক্রিষিশকুবচাপাঠ্য নিগুঠৈস্কবচিভ্রকৈঃ ।

পথ্যা পর্ণী সহা ব্যোষ ব্রহ্মীভার্গী রুৰ্বৈঃ সৰ্মৈঃ ॥

সর্পিঃ সিদ্ধমজ্জাকীর্ত্তৈর্জড়গদাদনাশনম্ ।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ ॥

মধুসর্পিষু তিৎ লীঢ়া স্বরভেদং ব্যাপোহতি ॥

সারস্বত-স্মৃত ।

বিশুদ্ধ গব্যস্বত ১৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ঘোলসের, বন্ধার্থ—বিড়ঙ্গ, বচ, আকনাদী, মজিনাছাল, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার গুল, হরীতকী, পর্ণী (ইন্দুরকাণী), সহা (স্বতকুমারী), শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ব্রাহ্মীশাক, বামন-হাটী ও বামকছাল ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে সমান ভাগে সমস্তে ১ একসের। এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে স্বত পাক করিয়া, আসন্ন পাককালে বনযমানী, হরিত্রা, আমলকী, যবক্ষার ও রক্তচিতার গুল চূর্ণ সমস্তে ৮ তোলা মাত্র প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ মিশ্রণপূর্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, অতি সত্ত্বর স্বরভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কল্যাণাবলেহঃ ।—

সহরিদ্র বচাকুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভৈমজম্ ।

অজাজী চাজমোদা চ যষ্টিমধুকসৈন্ধবম্ ॥

এতানি সমভাগানি শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ।

তস্মূর্ণং সর্পিষালোডাং প্রতাহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥

একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরে নরঃ ।

মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষে মন্তকোকিলনিস্বনঃ ॥

জড়গদাদমুকত্বং লেহকল্যাণকো জয়েৎ ॥

কল্যাণাবলেহ ।

হরিত্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুষ্ঠী, মরিচ, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের ততোঃকের চূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক ঘৃতসহ আলোড়নপূর্বক প্রতাহ সেবন করিলে ২১ একবিংশতি রাত্রির মধ্যে মহুষা শ্রুতিধর, মেঘ-দুন্দুভি নির্ঘোষ সদৃশ স্বরবিশিষ্ট ও মন্তকোকিলের শ্রায় অমধুর স্বর সংযুক্ত হয়। এই কল্যাণাবলেহ কথার জড়তা, গদাদতা ও মুকত্ব নিবারক বলিয়া জানিবে।

যোগবাহকো রসঃ ।—

তাত্রাৎ পঞ্চগুণং সূতং মর্দয়েদ্ভিদিনং ভিষক্ ।

বস্ত্রে রুদ্ধা হৃদিকায়াং তুল্যাগন্ধেন পাচয়েৎ ॥

এরও ষড়্গুণং কাৰ্য্যং গন্ধকং তৎ সমুদ্ধরেৎ ।
 পাৰাণভেদী মৎস্যাক্ষী দ্রবৈঃ পিষ্টস্ত মর্দয়েৎ ॥
 তদগোলং লেপয়েদ্বাহ্নে কল্কৈঃ পাৰাণভেদজৈঃ ।
 মৎস্যাক্ষাশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্যং লেপাৎ দত্ত্বা পাতালযন্ত্রকে ॥
 শ্বেদয়েদ্যামমাত্রস্ত রসোহয়ং যোগবাহকঃ ।
 গুণ্ণাদয়ং প্রদাতবাং হিষ্কা বৈশ্বর্য্যকামজিৎ ॥
 দশমূলৈঃ পিবেচ্চানু কুলথৈশ্চ কষায়কৈঃ ॥

ইতি জীৱামণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তামণৌ
 স্বরভেদাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

• ইতি ষোড়শোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

যোগবাহক রস ।

১ ভাগ তাম্র, ৫ ভাগ পারদ এবং ৬ ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত মর্দনপূর্ব্বক, তৎসহ ৬ গুণ এরওতৈল মিশ্রণপূর্ব্বক একটী হাড়ীর মধ্যে পুরিয়া অগ্নিসত্তাপে পাক করিবে । তদনন্তর শীতল হইলে, ঐ ঔষধ পাৰাণভেদীর রস ও মৎস্যাক্ষীর (ব্রাহ্মীশাকের) রস সহ মর্দিত করিয়া, একটী মূষা মধ্যে পুরিবে । পরে ঐ মূষাটী পাৰাণভেদীর কল্ক সহ ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা লেপনপূর্ব্বক পাতাল যন্ত্রে ১ এক প্রহরকাল অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া, ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ব্রাহ্মীশাকের রস সহ ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিবে, এবং পশ্চাৎ দশমূলের ক্কাথ বা কুলথি-কলাইয়ের ক্কাথ সেবন করিবে ; ইহা দ্বারা হিষ্কা, বিস্মরতা ও কামরোগ আরোগ্য হইরা থাকে ।

ইতি জীৱামণিক্য সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে
 স্বরভেদাধিকারে ষোড়শ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অথারোচকাধিকারঃ ।

অগ্নিকাদিঃ ।

অগ্নিকাণ্ডতোরঞ্চ ত্রুগেলামরিচাশ্বিতম্ ।

অভক্তচন্দ্ররোগেষু শস্তং কবলধারণম্ ॥

অনন্তর অরোচক (অকচি) রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

অগ্নিকাদি ।

অগ্নিকার (আমকলের রস), ইক্ষুপুড়, দাকচিনি চূর্ণ, ছোটএলাচি চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় ঐহণপূর্বক জলসহ মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা কবলধারণ (কুলি) করিলে অকচিরোগ নিবারিত হয় ।

কারব্যাদিঃ ।

কারব্যাজাজীমরিঃ দ্রাক্ষা বৃক্ষান্নাডিমম্ ।

সৌবর্জল গুড়কৌদ্রং সর্বরোচকনাশনম্ ॥

কারব্যাদি ।

কারবী (মৌরী), অজাজী (কৃষ্ণজীরা), মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষান্ন (আম-কল) রস, দাড়িমরস, সৌবর্জললবণ, ইক্ষুপুড় ও মধু ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে ঐহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অরোচক রোগ নষ্ট হয় ।

বিট্চূর্ণাদিঃ ।

বিট্চূর্ণসমধুযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ ।

অসাধ্যমপি সংহন্যাদরুচিং বক্তু-বারিতঃ ॥

বিট্চূর্ণাদি ।

বিট্চুলবণ চূর্ণ মধু ও দাড়িমের রস সহ সেবন করিলে, অসাধ্য অকচিরোগ পর্যাস্ত আরোগ্য হইয়া থাকে ।

অমৃতসুন্দরোরসঃ ।—

রসগন্ধো সমো শুদ্ধো দন্তীক্কাথেন ভাবয়েৎ ।

জম্বীরস্বরসেনৈব আদ্রকশ্চ রসেন বা ॥

পশ্চাদ্বিশোধ্য সৰ্বাংশং টঙ্কণকাবতারয়েৎ ।

দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং তথা মদম্ ॥

মামমাত্রঞ্চ তৎসেবাং নাগরেণ শুভেন বা ।

সৰ্বারোচকশূলার্তিমামবাতবিনাশনম্ ॥

বিস্মৃচীঘ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বৈষঞ্চ দারুণম্ ।

রসোঃনিবারয়ত্যাশু কেশরীকরিণং যথা ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তা-

মণাবরোচকাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অমৃতসুন্দররস ।

পারদ ও গন্ধ সমান ২ ভাগ গ্রহণপূর্বক দস্তমুলীর কাথ, জ্বরীরনেবুর স্বরস ও আদার স্বরস দিয়া ক্রমান্বয়ে এক একবার ভাবনা দিয়া লইবে । পরে তৎসহ ২ ভাগ মোহাগার থৈ, ৫ ভাগ লবঙ্গচূর্ণ ও সিকিভাগ কস্তুরী মিশ্রণপূর্বক জলমহ পেষণ করিয়া, ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা শুষ্ঠীচূর্ণ অথবা ইক্ষুপুড় সহযোগে সেবন করিবে । এই অমৃতসুন্দর রস সৰ্ববিধ অরোচক, শূলবেদনা, আমবাত, বিস্মৃ-চিকা, অগ্নিমান্দ্য, ভক্তাচ্চি, কেশরী (সিংহ) হস্তীকে যে প্রকার বিনাশ করে, তদ্রূপ মস্তুর বিনষ্ট করিয়া থাকে ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্ত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে অরোচক

রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ইতি সপ্তদশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ।

অথ ছর্দ্যাধিকারঃ ।

পর্পটিকাথঃ । —

ক্কাথঃ পর্পটিক্কা পীতঃ সক্ষৌদ্রঃ ছর্দ্দিনাশনঃ ।

অনন্তর ছর্দ্দি (বমি) রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

পর্পটিকাথ ।

ক্ষেতপাপ্ড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল ৮০ অর্কসের, শেষ ক্কাথ ৮০ দুইছটাক । এই ক্কাথ ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অতি-সত্ত্বর ছর্দ্দি (বমন) রোগ নিবারিত হয় ।

গুড়ু চ্যাদিঃ । —

গুড়ু চী ত্রিকলারিকপটোলৈঃ কথিতং পিবেৎ ।

ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাসু ছর্দ্দিং পিত্তান্নসত্ত্ববাম্ ॥

গুড়ু চ্যাদি ।

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পলতা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অচিরে পিত্ত ও অন্নদোষ জনিত ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হয় ।

জাতীধাত্রী । —

জাতীরসঃ কপিথস্থ পিপ্পলী-মরিচান্বিতঃ ।

ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েৎ লেহোহয়ং ছর্দ্দিমূলনাং ॥

জাতীধাত্রী ।

আমলকীর রস, কয়েদবেল, পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ এবং মধু ; এই কয়েকটি দ্রব্য একত্রিত করিয়া লেহবৎ করতঃ সেবন করিলে, অত্যন্ত প্রবল ছর্দ্দি (বমি) রোগও নিবারিত হইয়া থাকে ।

এলাদিচূর্ণম্ । —

এলালবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ-

লাজাপ্রিয়ঙ্গু ঘনচন্দন পিপ্পলীনাং ।

চূর্ণানি ষাটিক-সিতাসহিতানি লীঢ়া- হৃদ্বিহ্নিহন্তি কফ-মারুত-পিত্তজাস্তু ।

এলাদিচূর্ণ ।

এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, নাগকেশর, কুলের আঠির শাঁস, ধৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুখা, রক্তচন্দন ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ-পূর্বক চূর্ণ করিয়া, তৎসহ চিনি ও মধু মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন-পূর্বক সেবন করিলে কফজ, পিত্তজ ও বাতজ ত্রিবিধ হৃদ্বিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অশ্বথবল্কল-ক্ষারঃ ।—

অশ্বথবল্কলং শুষ্কং দধ্ম । নির্ঝাপিতং জলে ।

তভোয়ঃপানমাত্রেণ হৃদ্বিং জয়তি দুস্তরাং ॥

অশ্বথবল্কলক্ষার ।

অশ্বথ বৃক্ষের ছাল শুষ্ক করিয়া অগ্নিতে দধ্ম করিবে, পরে ঐ দধ্ম অঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ অসাধ্য হৃদ্বিরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পদ্মকান্যমৃতম্ ।—

পদ্মকান্যতনিয়ানাং ধান্যচন্দনয়োঃপচেৎ ।

কল্কে ক্কাথে চ হবিষঃ প্রস্থং হৃদ্বিনিবারণম্ ।

তৃষ্ণাকচি-প্রশমনং দাহজ্বরহরং পরং ॥

পদ্মকান্যমৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যমৃত ১৪ চারিসের ; কল্কার্থ পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে ও রক্তচন্দন সমান পরিমাণে সমস্তে কুটিত ১ একসের এবং ক্কাথার্থ পূর্বোক্ত পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে ১৬ বোলসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং শেষ ১৬ বোলসের ; এই ক্কাথ ও কল্ক সহ যথানিয়মে মৃত পাক করিবে । এই মৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে হৃদ্বি, তৃষ্ণা, অকচি, দাহ এবং জ্বর ধ্বংসিত হইয়া থাকে ।

হৃদ্বিহরচূর্ণম্ ।—

অজ্জাজীধান্য পথ্যাভিঃ সক্ষুদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ ।

এভিঃ সার্কিং ভস্মমৃতঃ সেব্যো বাস্তিপ্রশান্তয়ে ॥

ইতি ত্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগচিন্তা-

মণৌ হৃদ্যধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি অষ্টাদশোহ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

হৃদ্বিহরচূর্ণ ।

কৃষ্ণজীরা, ধনে, হরীতকী, কণ্টকারী, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ; প্রত্যেকে ১ এক এক তোলা এবং রসসিন্দু র ২।০ সাড়ে তিনতোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় পটোলের রস, ছর্ক্বার রস প্রভৃতি অনুপান সহ সেবন করিলে, নিশ্চয়ই হৃদ্বিরোগ আরোগ্য হয় ।

ইতি ত্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে

হৃদ্বি-অধিকার সমাপ্ত ।

ইতি অষ্টাদশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনবিংশোধ্যায়ঃ ।

তৃষ্ণাধিকারঃ ।

বাতিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা ।

তৃষ্ণায়াং পবনোথায়াম্ সগুড়ং দধি শস্যতে ।

রসাম্ভুৎ বৃংহণাঃ শীতা গুড়চ্য রস এব চ ॥

অনন্তর তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

বাতিকতৃষ্ণার চিকিৎসা ।

সমভাগ গুড় সহ দধি, মাংসরস, যুগ দাইলের ঘৃষ অথবা গুলঞ্চের রস পান করিলে, বাতজনিত তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে ।

শৈথিল্যিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা ।

পিত্তজায়াঞ্চ তৃষ্ণায়াং পক্কোড়ু স্বরজো রসঃ ।

তৎক্কাথো বা হিমন্তদ্বং সারিবাদিগণায়ুনা ॥

শৈথিল্যিকতৃষ্ণার চিকিৎসা ।

পাকা যজ্ঞডুমুরের রস, ক্কাথ এবং শীতকষায় অথবা বাগ্ভটোক্ত সারি-
চাদিগণ অর্থাৎ গোজিরাশাক, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাত্ত,
গান্তারীফল, পদ্ম এবং খজুরঃ ইহাদের শীত কষায় পান করিলে পিত্তজ
তৃষ্ণারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

• • লাজোদকাদিঃ ।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দিতং ।

কাম্বোজ্যশর্করায়ুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণাদিতোনরঃ ॥

লাজোদকাদি ।

খৈ চূর্ণের শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া, মধু, গুড়, গান্তারীফল চূর্ণ ও
চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সর্ব প্রকার তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া
থাকে ।

গোস্তুনাদিঃ ।

গোস্তুনেক্ষুরস কীর যষ্টিমধুমধুং পলৈঃ ।

নিয়তং নন্ততঃ পীতৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা ॥

গোস্তনাদি ।

জাফা, ইক্ষুরস, হৃক্ষ, যক্তিমধু, মধু ও উৎপল ; ইহাদের কাথ বাসিকা দ্বারা পান করিলে, ত্বরায় হৃদারূপ তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ।

ক্ষীরৈক্ষুরসাদিঃ ।

ক্ষীরৈক্ষুরস মাদ্বীক ক্ষৌদ্রসীধুগুড়োদকৈঃ ।

রক্ষাল্লাল্লৈশ্চ গণ্ডু বাস্তালুশোষনিবারণঃ ॥

ক্ষীরৈক্ষুরসাদি ।

হৃক্ষ, ইক্ষুরস, জাফা, মধু, সীধু, (মদ্যবিশেষ), গুড়, উদক ও রক্ষাল (মহাদা) ; এই সকল দ্রব্যের গণ্ডু করিলে তালুশোষ নিবারিত হইয়া থাকে ।

আত্মাদিকষায়ঃ ।

আত্মজম্বুকষায়য়া পিবেন্মাস্তিকসংযুতম্ ।

হৃদ্বিং সৰ্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাতৈবাপকর্যতি ॥

আত্মাদিকষায় ।

আত্মপল্লব অথবা জামপল্লব ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ও হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

বটশুঙ্গাদিঃ ।

বটশুঙ্গ দিতালোধু দাড়িমং মধুকং মধু ।

পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন চ্ছর্দিহিতৃষ্ণা নিবারণং ॥

বটশুঙ্গাদি ।

বটের বুরি, শর্করা, লোধ, দাড়িম, যক্তিমধু ও মধু ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে, ছর্দি ও তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কবলগ্রহণম্ ।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্ত সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতং ।

ক্ষণমাত্রেন দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ ॥

কবল ।

হোলজলেবুর কেশর মধু ও দাড়িমের রস সহ মিশ্রিত করিয়া কবল (কুলি) করিলে, ক্ষণমাত্রেই দুর্ব্বার তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে ।

গণ্ডু বধারণং ।

দাহতৃষ্ণা প্রশমনং মধুগণ্ডু বধারণং ॥

গণ্ডু বধারণ ।

মধু দ্বারা গণ্ডু বধারণ করিলে, দাহ ও তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয় ।

বারিমধু ।

বারিশীত মতিহিতমাকণ্ঠমধুসংযুতম্ ।

পায়য়েদ্বাময়েচ্চাপি তৃষ্ণা প্রশাম্যতি শীত্ৰম্ ॥

বারিমধু ।

মধু সংযুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে, শীত্ৰই তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে ।

আত্মাদিকষায়ঃ ।

সক্ষৌদ্র মাত্রজয়ুখং পিবেৎ ক্কাথং রসান্বিতং ।

সতৃষ্ণা মধুনা কুর্যাৎ গণ্ডুবান্ শীতলেস্থিতাঃ ॥

আত্মাদিকষায় ।

আত্মছাল অথবা জামছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ৮ তোলা ; এই ক্কাথের সহিত রস (রসসিন্দূর) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়া, শীতল শয্যায় শয়ন উপবেশনাদি করিয়া থাকিলে ; অথবা মধুর গণ্ডু ব গ্রহণ করিলে সত্বর তৃষ্ণারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

রস শব্দস্ত ব্যবহারঃ ।

যত্ৰৈব কেবলো রস শুভ্র ভস্মযুতো বোধঃ ॥

রস শব্দের ব্যবহার ।

• যে যোগের (ঔষধের) মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই, অথচ রস শব্দের উল্লেখ আছে, সে স্থলে রস শব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবেক ।

শীতল জলং ।

মূচ্ছাচ্ছর্দি তৃষাদাহজ্বীমদ্য ভূশকর্ষিতাঃ ।

পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্ত মদাতায়ে ॥

... শীতল জল ।

মূচ্ছা, ছর্দি, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বীমন্ম ও মদ্য ; এই সকল দ্বারা অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে, শীতল জল পান করা কর্তব্য । এবং রক্তপিত্ত ও মদাতায় রোগেও শীতল জল পান বিধেয় বলিয়া জানিবে ।

জল-প্রয়োজনং ॥

মূচ্ছাময়াভূরঃ সন্মুদীনস্তৃষ্ণাদ্বিতো জলং যাতনু ।

লভতে ন চেত্তদায়ং মরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘবেগং বা ॥

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুক্ততি ।

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাস্থ ন কচিদ্ধারি বার্থ্যতে ।

অনেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরং ।

তোয়াভাবে পিপাসার্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥

জল প্রয়োজন ।

যে মুচ্ছারোগী তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করে, তৎ-
কালে তাহাকে জল না দিলে তাহার মুচ্ছা দীর্ঘকাল স্থায়িনী হয়, অথবা
তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে ।

অত্যন্ত তৃষ্ণা হইলে সর্কর জমিতে পারে এবং যখন সেই মুচ্ছাতেই মৃত্যু
পর্য্যন্ত ঘটতে পারে তখন কল দ্বারা তাহাতেই জল নিষেধ রাখা উচিত
নহে, কেননা তৎকালে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার
সময়ে জল না পাইলে কণকালের মধ্যেই মৃত্যু হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ।

অতি জলপানস্ত দোষঃ ।

অত্যমুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা

নিরমুপানাচ্চ তএব দোষাঃ ।

তস্মাদব্রুধঃ প্রাণ-বিবর্দ্ধনার্থং ।

মুহূৰ্ম্মুহূৰ্ব্বারি পিবেদভুরি ॥

অতি জলপানের দোষ ।

জলাভাবে মৃত্যু হয় বলিয়া, অধিক জল পান করাও উচিত নহে, কারণ
অতিরিক্ত জল পান করিলে মানাশ্রকার রোগ জন্মিতে পারে । আবার তৃষ্ণার
অম্পমুক্ত অম্প পরিমাণে জল পান করিলেও বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইয়া
থাকে । অতএব মধ্যে মধ্যে অম্প পরিমাণে জল পান করাই ব্যবস্থায় ।

মহোদধিরসঃ ।—

তাত্রৈকৈব বঙ্গৈকৈব সূতং তালং সতুথকং ।

বটাস্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাস্থদলুমাত্রতঃ ॥

মহোদধিরস ।

তাত্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল এবং তুঁতে ; এই পঞ্চ দ্রব্য সমান পরিমাণে
গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে । তদনন্তর বটের খুরির রসে ১ এক দিবস
ভাবনা দিয়া ৩ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক
একটি বটিকা অম্পান বিবেচনায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারোগ
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কুমুদেশ্বরোরসঃ ।—

মৃততাত্রস্ত ভাগৌদৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকং ।

শক্তিমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্কিকং শুভং ॥

সৈবাকৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্ ।

চন্দনং সারিষামুস্তং সূদ্রৈলা নাগকেশরং ।

সর্ব্বতুল্যা তথালঙ্কা পচেৎ ষোড়শিকৈর্জটিলৈঃ ॥

অৰ্দ্ধশেষং হরেৎ কাথং সিতাকৌদ্ৰযুতস্ত ৩৭ ।

হৃদ্বিৎ তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোইয়ং কুমুদেধ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-
চিন্তামণৌ তৃষ্ণাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি ঔনবিংশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

কুমুদেধ্বর রস ।

তাত্র ২ ভাগ এবং বঙ্গভস্ম ১ ভাগ গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া
যষ্টিমধুর কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া অৰ্দ্ধমাষা (৩ রতি) পরিমাণে
বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিবে,
এবং পশ্চাৎ রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুখা, ছোটএলাটি ও নাগকেশর ; এই
পঞ্চ দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ ববিশতোলা,
অবশিষ্ট ১৬ ষোলতোলা । একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিতে বাদ
দিয়া এই কাথ গ্রহণ করিবে, তদ্বপরে তাহাতে শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া
পান করিবে । এই কুমুদেধ্বর রস নিশ্চয়ই হৃদ্বি ও তৃষ্ণা রোগ বিনাশ করিয়া
থাকে ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্ত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে

তৃষ্ণাধিকার সমাপ্ত ।

ইতি ঔনবিংশ-অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ

অথ মুচ্ছাদিকারঃ ।

মূচ্ছায়াঃ সাধারণ-চিকিৎসা ।—

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ মহারাঃ

শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ ।

শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি

সর্বাসু মুচ্ছাস্থনিবারিতানি ॥

অনন্তর মুচ্ছারোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ;

মূচ্ছার সাধারণ চিকিৎসা ।

শীতল জলাভিষেক, অবগাহন (পুষ্করিণী, তড়াগাদি জলাশয়ের জল-
মধ্যে মগ্ন হইয়া স্নানকরণ), পদ্মরাগাদি মণিগ্রথিত হার ধারণ, বেণারমূল,
চন্দনাদি ঘর্ষণপূর্বক গাত্রে লেপন, তালরসাদি ব্যঞ্জন (পাখা) দ্বারা বায়ু-
সেবন এবং কপূরাদি স্নগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত পানীয় পান ; এই সকল
সর্ববিধ মুচ্ছারোগীর পক্ষে অতীব উপকারী বলিয়া জানিবে ।

রক্তজ-মদ্যজ-বিষজ-মূচ্ছানাং চিকিৎসা ।—

রক্তজায়াস্ত মুচ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ ।

মদ্যজায়াং বমেঘ্নদ্যাং নিদ্রাং সেবেৎ যথাসুখং ।

বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ ॥

রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজমূচ্ছার চিকিৎসা ।

রক্তদর্শন জন্ত মুচ্ছারোগে শীতল ক্রিয়া করা কর্তব্য । অধিক পরিমাণে
মদ্যপান হেতু মুচ্ছা উপস্থিত হইলে, ঔষধ দ্বারা রোগীর উদরস্থ মদ্য বমন
করাইয়া, রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে । এবং বিষপান জন্ত মুচ্ছা
জন্মিলে, মুচ্ছিত ব্যক্তিকে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে ।

কৌলমজ্জাদিঃ ।—

কৌলমজ্জাষণেশীরকেশরং শীতবারিণা ।

শীতং মুচ্ছাং জয়েন্নৈত্বা কৃষ্ণায়া মধুসংযুতাং ॥

কোলমজ্জাদি ।

ফুলের আঠির শাঁস, পিপুল, বেণার মূল এবং নাগকেশর ; এই সকল জ্বব্য শীতল জলে মর্দন করিয়া সেবন করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া লেহনপূর্বক সেবন করিলে মুচ্ছারোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

দুরালভাক্ষাধিঃ ।—

পিবেদু রালভাক্ষাথং সমুতং ভ্রমশান্তয়ে ।

ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগো পরমোহপি বা ।

রসায়নানাং কৌস্তম্ব সর্পিষো বা প্রশস্ততে ॥

দুরালভাক্ষাধি ।

২ ছই তোলা দুরালভা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই কাথ ছাকিয়া ১১০ অঙ্কতোলা মধুসহ সেবন করিলে ; ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে এবং দুধ পান অথবা কৌস্ত (১০০ একশত রৎসরের পুরাতন) ঘৃত গাত্রাদিতে মর্দন করিলে, ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

অঞ্জনাধিঃ ।—

অঞ্জনান্যবগীড়শ্চ ধূমঃ প্রথমনানি চ ।

সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥

লুপ্তনং কেশলোম্যাক্ষ দর্শনেন্দ্রশনমেব চ ।

আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তম্যাববোধনে ॥

অঞ্জনাধি ।

অপস্মার রোগে কথিত অঞ্জন সকল প্রয়োগ, রত্নন, আদ্য প্রভৃতির রস দ্বারা নম্র প্রদান, ধূমপ্রয়োগ, প্রথমন (মরিচ, পিপুল-আদির চূর্ণ দ্বারা নম্র প্রদান), সূচীদ্বারা অঁঙ্গাদি নেষ্টন, উষ্ণ (মন্তপ্ত) লৌহশলাকা দ্বারা নখের অভ্যন্তরে পীড়ন, কেশ লোমাদি আকর্ষণ, দন্তদ্বারা গাত্রাদি দংশন এবং গাত্রের আলকুশী ঘর্ষণ ; এই সকল ক্রিয়া করিলে সংক্রামাদি রোগে মুচ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে ।

অশ্বগন্ধারিষ্টঃ ।—

তুলার্দ্ধং চাশ্বগন্ধায়্য মূশল্যাঃ পলবিংশতিঃ ।

মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্মধুকম্য চ ।

রাস্মা বিদারী পার্থানাং মুস্তকত্রিরতোরপি ।

ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদনন্তাশ্যাময়োসুখা ।

চন্দনদ্বিতয়ম্যপি বচায়াশ্চিত্রকশ্চ চ ।

ভাগানষ্টপলান্ স্কুগ্ধানষ্টদ্রোণেহস্তমঃ পচেৎ ।

ধাতকাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্যা তুলাত্রয়ং ।
 বোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতক চতুঃপলং ।
 চতুঃপলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরং ।
 মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং পলদ্বিঃ পরিমাণতঃ ।
 মুচ্ছারাপস্মতী শোষমুম্মাদমপিদারুণং ।
 কাশ্যমর্শাংসি মন্দত্বমগ্নেৰ্বাতভবান্ গদান্ ।
 অশ্বগন্ধারিষ্টোহয়ং পীতো হন্যাদসংশয়ং ॥

অশ্বগন্ধারিষ্ট ।

অশ্বগন্ধা ৫০ পঞ্চাশপল, তালমূলী ২০ কুড়িপল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুপ্পাণ্ড, অর্জুনহাল, মুখা ও তেউড়ী মূল ; প্রত্যেকে ১০ দশপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিত্রা মূল ; প্রত্যেকে ৮ আটপল ; এই সকল দ্রব্য অগ্নি কুটিত করিয়া, ৫১২ পাঁচশত বারসের জলে পাক করিয়া ৬৪ চৌষড়িশের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । তৎপরে শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া গিটে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ ক্ৰাথ গ্রহণ করিবে । তদনন্তর ধাইফুল চূর্ণ ১৬ ষোল পল, মধু ৩৭।০ মাড়ে সাঁইত্রিপল, মরিচচূর্ণ ও শুষ্ঠীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, দাক্ষ-চিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল, নাগকেশর চূর্ণ ২ পল ; এই সকল চূর্ণ উক্ত ক্ৰাথে নিক্ষেপ করতঃ একটী রহৎ মৃত্তিকার পাত্র মধ্যে পুরিয়া, সেই পাত্রের মুখকদ্ধ করিয়া ১ এক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে । পরে ১ এক মাস অন্তে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ অরিষ্ট গ্রহণ করিবে । ইহা রুদ্ধি ক্রমাত্মসারে ১ এক তোলা হইতে ৪ চারিতোলা মাত্রায় পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করিলে, মুচ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কাশ্য, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য এবং বাতজনিত রোগ সকল বিকট হইয়া থাকে । এই অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন দ্বারা মুচ্ছা, অপস্মার প্রভৃতি ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

সুধানিধিরসঃ ।

কণা মধু যুতং সূতং মুচ্ছারামনুশীলয়েৎ ।
 শীতমেকাবগাহাদি সর্বং বা শীতলং ভজেৎ ।
 সুধানিধিরসো নাম মদমুচ্ছা বিনাশনঃ ॥৭

ইতি ত্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-
 চিন্তামণৌ মুচ্ছাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সুধানিধিরস ।

পিপুলচূর্ণ ও রসসিন্দূর সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে এবং গাত্রাদিতে শীতলজল সেচন, শীতল জলে অবগাহন (স্নান) ও শীতল দ্রব্য পথ্য করিবে । এই সুধানিধিরস ঐষধ সেবন দ্বারা মূর্ছা ও মদ (মদাত্মক) রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ইতি ঐক্লমযাণিকা সেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিকিৎসা” গ্রন্থে
মূর্ছাধিকার সমাপ্ত ।

ইতি বিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পানাত্যায়াধিকারঃ ।

বন্যকরীষাদি ।—

বন্যকরীষাত্ৰাণাজ্জলপানালবণভক্ষণাৰাপি ।

শাম্যতি পূগমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাং ॥

অতঃপর পানাত্যায়রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

বন্যকরীষাদি ।

বন্যকরীষ (শুষ্ক গোময় অর্থাৎ ঘুঁটে) আত্মাণ করিলে, জলপান করিলে অথবা লবণ ভক্ষণ করিলে, সুপারী ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হইয়া থাকে । এবং চিনির কবল করিলে চূর্ণ (চূর্ণ) ভক্ষণ নিমিত্তক মদাত্মক পীড়ার শান্তি হয় ।

শঙ্খচূর্ণম্ ।—

শঙ্খ চূর্ণরজোত্ৰাণং অম্পং মদমপোহতি ॥

শঙ্খচূর্ণ ।

নাসিকা দ্বারা শঙ্খচূর্ণ আত্মাণ করিলে অম্প মত্ততা নিবারিত হয় ।

কুশ্মাণ্ডরসঃ ।—

কুশ্মাণ্ডরসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাশু মদনকোদ্রবজম্ ॥

কুশ্মাণ্ডরস । . .

কুশ্মাণ্ডের রস গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মদনফল ও কোদ্রব (কোদোধান) ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হয় ।

শর্করাদ্রুক্ষম্ ।—

ধূস্তুরজং দ্রুক্ষং শর্করং পানযোগেন ॥

শর্করাদ্রুক্ষ ।

ইক্ষুচিনির সহিত দ্রুক্ষ পান করিলে, ধূতুরা ভক্ষণ হেতুক মত্ততা নিরাকৃত হইয়া থাকে ।

রসায়নতম্ ।—

মাতুলুঙ্গদ্রবৈঃ সূতঃ ভাবিতো বাসরাবধি ।

গন্ধকস্য পলান্য্যেটৌ নাগং তৎপান সংযুতং ।
 একীকৃত্যাথ সংভাব্যং হস্তিশুণ্ডী রসৈস্ত্রিধা ।
 ধূমসর্বৈস্ত্র্যহং ভাব্যং রামঠেন ত্র্যহং ত্র্যহম্ ।
 শুষ্কং কাচঘটে ন্যাস্য যামান্যেটৌ প্রদীপয়েৎ ।
 সিকত্যাখ্যেন রন্ধেণ বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ ।
 রক্তিকাদ্বিতয়ং যোজ্যং মদাতায়নিবৃত্তয়ে ।
 মধুনামলকৈর্নিত্যং রাজাহঁস্ত রসায়তম্ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগচিন্তামণৌ
 পানাতায়াদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি একবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

রসায়ত ।

একদিবস মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) লেবুর রসে ভাবিত ৮ পল পারদ, শোধিত গন্ধক ৮ পল এবং শোধিত বঙ্গ ২ পল ; এই ত্রব্যত্রয় একত্রিত করতঃ ক্রমান্বয়ে হাতিশুঁড়। গাছের পাতার রসে, ধূমসবের (মুখার) রসে ও রামঠের (ধলা অঁকড়ার) রসে ৩ দিনদিবস করিয়া ভাবনা দিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, পরে উহা একটী কাচকুপীর মধ্যে রাখিয়া, বালুকাযন্ত্রে ৮ গ্ৰহর পাক করিয়া লইবে। বিদ্যাবিশারদ বৈদ্য এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে মধু ও আমলকীচূর্ণ অল্পপান সহ মদাতায়রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই “রসায়ত” ঔষধ রাজার ব্যবহার্য্য বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে পানাতায়া-
 দিকারে একবিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ দাহাধিকারঃ ।

দাহস্য সাধারণ চিকিৎসা ।

ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ ।

অন্তর্দাহং শময়েদেতৈশ্চোন্মৈশ্চ শীতলৈঃ ॥

অনন্তর দাহরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

দাহরোগের সাধারণ চিকিৎসা ।

রক্তচন্দন সংযুক্ত শীতল দ্রব্য অথবা বটাদি ক্ষীরিরক্ষের কাথ এবং
অত্রাণ শীতল ত্রব্য দ্বারা অন্তর্দাহ নিবারিত হয়। কাথ প্রস্তুত করিতে
হইলে ক্ষীরিরক্ষের ত্রুক্ সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৮০
অর্কসের, শেষ কাথ ৮০ অর্কপোয়া জানিবে ।

ধন্যাকজলম্ ।—

বুধিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং শশকরং পুংসাং ।

অন্তর্দাহং শময়তাচিরাদূরপ্রকটমপি ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ-

চিন্তামণৌ দাহাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ধন্যাকজল ।

রাত্রিতে ২ তোলা ধনিয়া উত্তমরূপে কুটিত করতঃ ৮ তোলা জলে
ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে বস্ত্র দ্বারা সেই জল ছাঁকিয়া,
৮০ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বহুকালস্থায়ী অন্তর্দাহও
নিবারিত হইয়া থাকে ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত্তে প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে দাহা-

ধিকারে দ্বাবিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথোন্মাদাধিকারঃ ।

শ্বেতোন্মত্ত পায়সঃ ।—

শ্বেতোন্মত্তোত্তরদিণ্ড মূলসিদ্ধান্ত পায়সঃ ।

গুড়াজ্যসহিতোহন্তি সর্কোন্মাদাংশচ সর্বজান্ ॥

অনন্তর উন্মাদরোগের চিকিৎসা বল্য যাইতেছে ।

শ্বেতোন্মত্তপায়সঃ ।

শ্বেতধূতুরা রন্ধের উত্তরদিগের মূল ১ পল, তণ্ডুল ৪ পল এবং হ্রক্ষ ৮ চারিসের ; ইহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি প্রভৃতি প্রদান পূর্বক পায়স প্রস্তুত করিবে । এই পায়স ঘৃত ও গুড় সহ ভক্ষণ করিলে উন্মাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিশেষ কথা—ধূতুরামূলের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল, উক্ত পরিমাণে এক্ষণে ব্যবহার হইতে পারে না ; সুতরাং অতি সাবধান হইয়া এই সকলের মাত্রা স্থির করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক । যেহেতু, অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, উহা দ্বারা বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে । অধিক কি উহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে, কারণ ধূতুরা এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য জানিবে ।

তালশাখজরসঃ ।—

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ ॥

তালশাখজরস ।

তালশাখার রস মধুর সহিত অথবা কেবল তালশাখার রস সেবন করিলে উন্মাদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নস্যোভ্যঞ্জন ।—

রসো নস্যোভ্যঞ্জনে চ সর্ষপং তৈলমিষ্যতে ॥

নস্য ও অভ্যঞ্জন ।

সর্ষপ তৈল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অথবা সর্ষপ তৈল অঙ্গে মর্দন করিলেও উন্মাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

চটকীমাংসক্ষীরং ।—

অপক্কচটকীক্ষীর পিত্তোন্মাদবিনাশিনী ।

বদ্ধং সার্বপতৈলাক্তমুত্তামকাতপে ন্যাসেৎ ॥

চটকীমাংসক্ষীর ।

উন্মাদ রোগীকে শিশু চটকীর (চড়াই পক্ষীর শাবকের) মাংস পেষণ কর্ক ভূক্ষের সহিত পান করাইয়া, রোগীকে সর্বাঙ্গে সরিষার তৈল মাখা-
য়া রৌদ্রে উত্তানভাবে (চিং করাইয়া) শায়িত করতঃ আবদ্ধ করিয়া
ধিবে । উহাতে নিশ্চয়ই উন্মাদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পানীয়কল্যাণ ক্ষীরকল্যাণো ।—

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্কেরলবালুকং ।

স্থিরা নতং রজন্যো দ্বৈ শারিবে দ্বৈ প্রিয়ঙ্গুকাঃ ।

নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠা দন্তীদাড়িমকেশরং ।

তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুমুমং নবং ।

বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুঠং চন্দনপদ্মকৌ ।

অষ্টাবিংশতিভিঃ কট্টকরেতৈরক্ষ সমস্থিতৈঃ ।

চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা স্নাত প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

অপস্মারে জ্বরে কাসে শোশে মন্দানলক্ষয়ে ।

বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ৈ তৃতীয়ক চা তুর্থাৎ ।

হৃদ্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পোপহতেষু চ ।

কণ্ডুপাণ্ডুয়োন্মাদে বিষমেহগরেষু চ ।

দোষোপহত চিহ্নানাং গদগদান্যমুরেতসাং ।

শতং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানান্মায়ুর্বর্ণ বলপ্রদং ।

অলক্ষ্মীপাপরক্ষোদ্রং সর্বগ্রাহবিনাশনং ।

কল্যাণকম্বিনং মর্ষিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ ।

অনুত্তম লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ ।

দ্বিজলং সচতুঃ ক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ধিদুং ॥

পানীয় কল্যাণ স্নাত ।

রাখালশশার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৌন্তী (রেংকা),
দাদাক, এলবালুকা, স্থিরা (শালপাণী), নত (তগরপাত্রকা), হরিজ্ঞা,
হরিজ্ঞা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা,
মূল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, তালীশপত্র, ব্যাঝড়, হুতন মালতী ফুল,
বুড়, চাটুল, বুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; এই ২৮ অষ্টাবিংশতি দ্রব্য কল্যাণ

উক্তমরূপে কুটিত করতঃ চতুর্শ্লগ অর্থাৎ ১৬ ষোলসের জলসহ এবং ৪ চারিসের উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় অমৃপান বিবেচনা পূর্বক সেবন করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, মন্দাঘ্নি, ক্ষয়, বাতরক্ত, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বমি, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডু, পাণ্ডু, উন্মাদ, বিষদোষ, প্রমেহ ও গরদোষ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় । এই ঘৃত পান করিলে ভূতোপহতচিত্ত ব্যক্তির চিত্ত প্রশাদন ও যাহার বাক্য অপরিষ্কৃত, তাহার বাক্যের জড়তা বিনষ্ট করে ; এবং ইহা দুর্বল ব্যক্তি ও বন্ধ্যাস্ত্রীগণের পক্ষে অতীব উপকারী । বিশেষতঃ ইহা আয়ুঃ, বর্ণ ও বলবর্দ্ধক ; অলক্ষ্মী, পাপরক্ষঃ ও সর্বপ্রকার এই বিনাশক । এই পাণীয় কল্যাণক ঘৃত পুংসবন অর্থাৎ পুত্রাদি সন্তানোৎপাদক হেতু সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া জানিবে ।

• ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত ।

রাখালশশা বা মামালাড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদাক, এলবালুকা, শালপাণা, (ছালানী), তপরপাটুকা, হরিদ্রা, দাধ-হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্রামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম, নাগকেশর, তালীশপত্র, ব্যাকুড়, নবমালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে (পীঠানী), কুড়, রক্তচন্দন, ও পদ্মকান্থ ; এই আটাইশটি দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ১ একসের মাত্র গ্রহণকরতঃ কুটিত করিয়া কল্কার্থ গ্রহণ করিবে ; এবং ৮ আটসের জল ও ১৬ ষোলসের গোহৃক্ষ সহ ৪ চারিসের গব্য ঘৃত পাকের নিয়মামুসারে পাক করিবে । এই ঘৃত পূর্বোক্ত পানীয় কল্যাণক ঘৃতের ন্যায় গুণাবিশিষ্ট ; অর্থাৎ এই ক্ষীরকল্যাণক ঘৃত দ্বারাও অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়, বাতরক্ত, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বমি, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কণ্ডু, পাণ্ডু, উন্মাদ, বিষদোষ, প্রমেহ ও গরদোষ বিনষ্ট হয় । ইহা ভূতোপহতচিত্ত ব্যক্তি, গদ্যাদভাবী, অস্পৃশ্য, শীল ব্যক্তি এবং বন্ধ্যাস্ত্রীগণের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ উন্মাদিগের আয়ুঃ, বর্ণ ও বল বর্দ্ধিত করে ; অলক্ষ্মী, পাপ-রক্ষঃ ও সর্বপ্রকার গ্রহণাশক এবং পুংসবনে (সন্তানোৎপাদনে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ।

চৈতসং ঘৃতম্ ।—

পঞ্চমূল্যাবকাশ্যর্থো রীটম্বরওত্রিরুদ্ধা ।

মূর্কশা শতাবরী চেতি কাঠৈথ্যাদ্বিপলিকৈরিতৈ ।

কল্যাণকস্ত গাঙ্গেন তদ্ব্যতং চৈতসং স্মৃতম্ ।

সর্বচেতোবিকারানাং শমনং পরমং যতম্ ।

ঘৃত প্রস্থোহত্রপক্তব্যঃ কাথো দ্রোণাস্তসা যতঃ ।

চতুর্শ্লগোহত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকৈরিতঃ ॥

চৈতন্যমতঃ ।

বেলছাল, সোণাছাল, গণিয়ারীছাল, পাঞ্চলছাল, শালপাণী (ছালামী), চাকুলে (পীঠানি), কন্টকারী, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, রান্না, এরওমূল, তেউড়ী-মূল, বেড়োলা, মূৰ্বা (স্ফটিক) ও শতাবরী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় গ্রহণপূর্বক ৬৪ চৌষটি সের জল সহ গিদ্ধ 'কুরিয়া ১৬ ষোল-সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া জলীয়ভাগ কাথ গ্রহণ করিবে । এই ১৬ ষোলসের কাথ, এবং কল্কার্থ পানীয় কল্যাণক স্বতন্ত্র দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ রাখালশশা বা মামালাড়ুর মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমফলের ছাল, নাগকেশর, তালীশপত্র, রহতী (ব্যাকুড়), মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে (পীঠানি), কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমস্তে ১ একসের পরিমাণে লইয়া, তৎসহ ৪৪ চারিসের গব্য দ্বত যথানিয়মে পাক করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে সকল প্রকার চিত্তবিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শিবাস্তমঃ ।—

শিবাস্তমঃ সুপ্তায়াঃ পলাৎ পঞ্চশতং পলং ।

পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলযুগাৎ পৃথক্ ।

কুট্টিত্বা চতুঃষষ্টি শরাবৈরস্তমাং পচেৎ ।

পক্ত্বা পান্যবশিষ্টেন তেন ক্বাথোদকেন চ ।

ক্ষীরম্যাক্ষাভিরাজ্যস্ত শরাবানাক্তমুদয়ং ।

মধুযুক্তিক মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ চন্দনপদ্মদৈকঃ ।

বিভীতক শিবা ধাত্রী রহতী তগরপাদিকৈঃ ।

বিড়ঙ্গং দাড়িমং দন্তী দেবদারু হরেণুভিঃ ।

তালীশং কেশরং শ্যামা বিশালাশালপাণীভিঃ ।

প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলী যুগলোৎপলৈঃ ।

হরিদ্রা যুগলানন্তা মেদেলাহরিবালুকং ।

সপুষ্ণিপর্ণিকৈরেভিঃ কঠৈক্করক্ষ সমন্বিতৈঃ ।

সিদ্ধমৈতদ্ দ্বতং যত্নে তন্মে নিগদিতং শৃণু ।

দেবানুর গ্রহগ্রন্থৈর্ ম্যানুসৈরাঙ্কসৈস্তথা ।

গন্ধর্ষাকর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে ।

ভূতৈরপ্যভিভূতেচ পিশাটৈঃ পরিশ্রপ্তে ।

ভুজঙ্গমগৃহীতেন তথাজাঙ্গলভঞ্জিতৈ ।
 যষ্টৈরপি পরিক্ষিতে ভগ্নৈরপ্যর্জ্বিতৈ ভুশং ।
 শস্যতে সর্ববাতেষু সর্বাপস্মার এবচ ।
 শোষে শোথে ক্ষয়েকাসে পীনসেচ মদাত্যয়ে ।
 মেহে মূত্রগদে চৈব জ্বরে চৈব প্রশস্যতে ।
 প্রলোহে শূলরোগে চ যুজ্যতে বিষমজ্বরে ।
 রুযাং বর্ণকরং হৃদ্যাং বক্ষ্যাণামপি পুত্রদং ।
 আয়ুর্কেদার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সিদ্ধিদং সমুদীরিতং ।
 শিবাযুত মিদং নান্না শিবয়োন্মাদিনাং সদা ॥

শিবাযুত ।

উৎকৃষ্ট গন্ধযুত ১৪ চারিসের, দুধ ৮ আটসের ; কাথার্থ শৃঙ্গালের
 মাংস ৫০ পঞ্চাশ পল ; পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ বোলসের ও বেল,
 শোণা, গণিয়ারী, পাকল, গান্তারী, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী
 ও পোক্ষুর প্রত্যেকে ৫ পাঁচ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ বোলসের
 এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু, ঝিঞ্জিষ্ঠা, কুড়, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী,
 আমলকী, রহতী, তগরপাহুকা, বিড়ঙ্গ, মাড়িমফলের ছাল, দন্তীমূল, দেব-
 দাক, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগকেশর, জামালতা, রাখালশশার মূল, শাল-
 পাণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, হরিদ্রা,
 দাকহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, ছোটএলাচি, এলবালুকা ও চাকুলে
 এই সকল কুড়িত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে এহণপূর্বক যুতমধ্যে
 নিক্ষেপ করিবে । এই যুত যথানিয়মে পাক করিয়া প্রতি দিবস উপযুক্ত
 মাত্রায় সেবন করিলে ; দেব, অশ্বর, এহ, দুই মহুয়া, রাক্ষস, গন্ধর্ব, পিতৃ-
 গ্রহ, ভূত, পিশাচ, ভুজঙ্গ, জাঙ্গল জন্তু ও যক্ষ প্রভৃতি কর্তৃক গৃহীত বা
 উহাদের ভয়ে সমাজ্জর অপস্মার রোগী নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে ।
 এই যুত সর্ববিধ ব্যর্থব্যাদি, সকলপ্রকার অপস্মার রোগ, শোষ, শোথ,
 ক্ষয়, কাস, পীনস, মদাত্যয়, প্রমেহ, বহুমূত্র, জ্বর, শূলরোগ ও বিষম জ্বরে
 অতীষ প্রশস্ত বলিয়া জানিবে । অধিকন্তু ইহা রুযা, বর্ণকর, হৃদ্যা ও বক্ষ্যা
 নারীগণের পুত্রদ । আয়ুর্কেদার্থজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, এই শিবা-
 যুত সর্ববিধ সিদ্ধিপ্রদ এবং উন্মাদরোগীর নিঃসন্দেহ মঙ্গলজনক অর্থাৎ ইহা
 দ্বারা নিশ্চয়ই উন্মাদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মহানারায়ণং তৈলম্ ।—

বিলাসগন্ধা রহতীশুদংক্রা শোণাক বাট্যালক পারিভদ্রং ।
 ক্ষুদ্রাকটুঙ্গাতিবলাগ্নিমহুং মূলানী চৈবাং শরণীযুতানাং ।

মূলং বিদধান্থ পাটলীনাং সপানপ্রস্থ বিধিনোদ্ধতানাং ।
 দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব প্তত্বা পানাবশেষেণ রসেন তেন ।
 তৈলাঢকাভ্যাং সমম্বেবদ্রুমাজং বিদদ্যান্থবাপি গব্যং ।
 একত্র সম্যক্বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দ্যাদ্রুমৈকৈব শতাবরীণাং ।
 তৈলেন তুলাং পুনরেব পত্র রাষ্ট্রাংগন্ধামিষিদারু কুষ্ঠং ।
 পর্ণী চতুষ্কাণ্ডরুকেশরাণি শিঙ্খু থ মাংসী রজনী দ্বয়ক ।
 শৈলৈয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাতুষষ্টি তগরাকপত্রং ।
 ভৃঙ্গাষ্টবর্গাষুবাচা পলাশং শুষ্ঠী চ শ্বেণেয়ক চোরকাখাং ।
 এতৈঃ সমম্ভৈদ্দিপলপ্রমাণৈ রালোড্য সর্বং বিধিনাবিপক্ং ।
 নারায়ণং নাম মহত তৈলং কপূরকাশ্মীর যুগাণ্ডজানাং ।
 দত্তা সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ প্রয়োগ-দৌর্গন্ধ-নিবারণায় ।
 চূর্ণীকৃতানাং দ্বিপলপ্রমাণং সর্বৈঃ প্রকারৈর্কিঞ্চিৎ প্রযোজ্যং ।
 আশ্বেব পুংসাং পবনাদিতানাং মেকাঙ্গ শুদ্ধাদিত বেপনানাং ।
 যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিনশ্চ বাধির্ষাশুক্রস্য পীড়িতাশ্চ ।
 মন্যাহনুস্তম্ভ শিরোগদাৰ্ভা মুঞ্জাময়াস্তে বলবর্ণ যুক্তাঃ ।
 সংসেব্য তৈলং সহসাতবন্তি বন্ধা চ নারী লভতে চ পুত্রং ।
 বীরোপমং সর্বগুণোপপন্নং সুমেধমং ত্রীবিনয়ান্বিতক ।
 নাতঃপরং তৈলবরং সদাস্তে বায়ুঃ প্রকর্ষং প্রমদাপ্রিয়ত্বং ।
 প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং বিজয়ক নিত্যং রক্ষাংসি পাণানি নিহন্তি নৃনং
 জিহ্বানিলে দন্তগতে চ বাতে রুদ্ধো বিধেয়ং পবনাদিতানাং ।
 শাখাগতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বাতাপহং তৈলমিদং বদন্তি ।
 বিভর্তি রূপং নবযৌবনানাং তৈলোপযোগেন নরোদৃঢ়াঙ্গ ।
 বাতাময়ে বৈদ্যবরেণ যুক্ত মুন্মাদ কোজ্রাদি বিকর্ষিতে চ ॥

মহানারায়ণ তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ বা গবাদুগ্ধ ১৬ ঘোলসের, শতাবরীর
 রস ১৬ ঘোলসের ; কাথার্থ বেলমুলের ছাল, অগ্নগন্ধার মূল, রহতী, গোক্ষুর,
 শ্ৰোণাছাল, বেড়েলা, পালিথামাদারের ছাল, কণ্টকানী, শোণাল, গোর-
 ক্ষচাকুলে, গণিরারী, গন্ধতাদালিয়া ও পাকল ; এই সকল প্রত্যেকে ১২৪
 আড়াইশের, পাকার্থ জল ৮ আটদ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ এবং কল্কার্থ রাস্না,
 অগ্নগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপানী, চাকুলে, মুগাণী, মাথাণী, অগ্নক-
 কাঠ, নাগকেশর, মৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, শৈলৈয়,
 রক্তচন্দন, পুষ্করমূল, এলাচি, যক্ষিমধু, ভগরপাত্রকা, মুখা, তেজপত্র, দাক-

চিনি, অর্কবর্গ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও কীরকাকোলী), বালা, বচ, পলাশরন্ধেরহাল, শুষ্ঠী, হৈগেয়ক, (গেঠেলা) ও চোরক নামক গন্ধদ্রব্য ; এই সকল বস্তু কুণ্ডিত প্রত্যেকে ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ যথানিঃশ্রেণে তৈল পাক করিবে। এই নারায়ণ তৈল অতি মহৎ বলিয়া জানিবে। কেহ ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া অগন্ধি করিবার নিমিত্ত কপূর, কাশ্মীর (কুমুম) ও মুগাওজ (কস্তুরী) প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় দিতে বলিয়া থাকেন। এই তৈল অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে বায়ুরোগ পীড়িত, পক্ষাঘাতাক্রান্ত, কাম্পিত, পঙ্কু, বধিরতা, শুক্রক্ষয়, মন্যাস্তম্ভ, হৃৎস্তম্ভ ও শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সহসাই বল ও সুন্দর বর্ণপ্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা বক্ষ্যানারী বীরোপম, সর্বলগ্নবিশিষ্ট, অমেধ্যযুক্ত, ত্রি ও বিনয়াম্বিত পুত্র লাভ করিতে পারে। এই নারায়ণ তৈল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৈল অতি দুর্লভ। ইহা দ্বারা শরীরের বর্ণ, স্রীমঙ্গমে সক্ষমতা, লক্ষ্মী ও বিজয় নিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা রক্ষা ও পাপ দূরীভূত হয়। বায়ুরোগীর বায়ু অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া জিহ্বা, দন্ত, শাখা, (হস্ত পদাদি) ও কোষ্ঠ প্রভৃতি আশ্রয় করিলে, তদবস্থায় এই তৈল দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই তৈল ব্যবহার দ্বারা নবযুবার ত্রায় রূপ ও শরীর সাতিশয় দৃঢ়তর হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ বৈদ্য কর্তৃক এই তৈল বাতকর্তৃক উদ্ভাদ ও কোজ প্রভৃতিতে ব্যবহাৰ্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভূতভৈরবো রস ।—

মৃতশূতাকলৌহক তালং গন্ধং মনঃশিলা ।

শ্রোতোহঞ্জনক তুল্যাংশং নরমুদ্রেণ মর্দয়েৎ ।

তত্ত ল্যাঙ্গুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ ।

পঞ্চগুণ্যমিতং শ্লুদ্বেদপস্মারহরং স্মৃতৈঃ ।

হিঙ্গু সৌবর্চলং ঘোষং নরমুদ্রেণ সর্পিষা ।

কর্ম্মাত্রং পিবেচ্চানু রসোহরং ভূতভৈরবঃ ॥

ভূতভৈরব রস ।

মৃতশূত (রসমিন্দুর), অর্ক (তাম্র), লৌহ, শিলা (মনঃশিলা), গন্ধক, তাল (হরিতাল) এবং শ্রোতাঞ্জন ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করতঃ নরমুত্র (মহুঘোর মুত্র) সহ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং উহা দ্বিগুণ গন্ধক সহযোগে লৌহময় পাত্রে রাখিয়া অগ্নি সংযোগে কিছুকাল পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে, জলমহ পেষণ করিয়া ৫ পাঁচরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতি দিবস ইহার এক একটা বটীকা সেবনপূর্বক পঞ্চাং হিঙ্গু, সৌবর্চল (মচল) লবণ,

শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমান মাত্রায় লইয়া নরমুত্র ও গব্যমূত্র সহ পেষণ পূর্বক ২ ছই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। এই “ভূতভৈরব রস” ঔষধ সেবন দ্বারা নিশ্চয়ই অপস্মার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

উন্মাদাস্থশোরসঃ ।—

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাক্ষী দ্রাবৈঃ পুনঃ ।
 বিষমুক্তিজলৈঃ সূতং সমুখাপ্যাথ চটিকাং ।
 কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্তা বন্ধনমাচরেৎ ।
 তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষং ।
 মর্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ ।
 দোষোন্মানং ক্রতং হন্তি ভূতোন্মানং বিশেষতঃ ॥

ইতি উন্মাদাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

উন্মাদাস্থশরসঃ ।

১ একতোলা পারদ ধূতুরার রসে ৩ তিনদিবস, মহারাষ্ট্রীর (জলপিপুলের) রসে ৩ দিন এবং বিষমুক্তির (কুচিলার) রসে ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, সেই পারদসহ সমানভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক মিশ্রিত করতঃ যথানিয়মে পাক করিয়া বন্ধন করিবে। তদনন্তর তৎসহ ধূতুরাবীজ, অভ্র, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ১ এক ১ এক তোলা মিশ্রিত করতঃ ৩ তিনদিবস মর্দিত করিয়া ৩ তিনরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটী অমৃপান বিবেচনার সেবন করিলে বাতপিণ্ডাদি দোষজ উন্মাদ এবং ভূতাদিগ্রহ জন্ম উন্মাদরোগ অতি মত্তর নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি উন্মাদরোগাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথাপস্মারাধিকারঃ ।

নকুলোলুক মার্জ্জার গৃধ্রকীটাহি কাকজৈঃ ।
 ভূঞৈঃ পটৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্ ।
 পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারস্ব মঞ্জুনং ।
 তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং মতং ।
 রবেন্দলং সমাপেয্য নাসারদ্ধং প্রপূরয়েৎ ।
 তৎক্ষণাৎ পরিসত্তপ্য কীটঃ পততি দ্রুমেহঃ ॥

নকুল (গেজী), উলুক (হুতুমপেঁচা), মার্জ্জার (বিড়াল), গৃধ্র (হাড়গিলা পক্ষী), কীট, অহি (সর্প) এবং কাকপক্ষী; এই সকল জন্তুর মস্তক, (মুণ্ড),

শক্বেদেণ অথবা বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয় । কুক্কুরের পিত্ত পুষ্যানক্রেত্র এহণপূর্বক তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন অথবা স্নাতসহ ধূপ প্রয়োগ করিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

আকন্দ্রের পাতা পেয়ণপূর্বক তদ্বারা নাসিকার ছিদ্রদ্বয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ নাসিকা হইতে কীট পতিত হইয়া কীট জন্ম অপস্মাররোগ (যাহাকে সাধারণে শ্বগীরোগ বলিয়া থাকে) বিনষ্ট হয় ।

কুশ্মাণ্ডকস্নাতং ।—

কুশ্মাণ্ডক রসে সর্পির্ষটাদশগুণে পচেৎ ।

যষ্ঠ্যাহ্বকল্কং তৎপান মপস্মার বিনাশনং ॥

কুশ্মাণ্ডকস্নাত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত /৪ চারিসের ; কুশ্মাণ্ডের (কুমুড়ার) রস স্নাতের ১৮ অষ্টাদশ গুণ অর্থাৎ ১৮২ একমণ বত্রিশসের এবং কল্কার্থ কুটিত যক্ষ্মিমধু /১ একসের । এই সকল দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে স্নাত পাক করিবে । এই স্নাত প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় অমুপান বিবেচনাপূর্বক সেবন করিলে নিশ্চয়ই অপস্মাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পলঙ্কবাদ্যং তৈলং ।—

পলঙ্কবা বচা পথাঃ স্বশ্চীকাল্যর্ক সর্ষপৈঃ ।

জটীলাপূতনাকেশী লাদ্বলী হিঙ্গু চোরকৈঃ ।

লম্বুনাতিরসাচিত্রা কুঠৈর্বিড়ভিশ্চ পক্ষিণাং ।

মাংসাশিনাং যথালভং বস্তুমুত্রে চতুঃশৃণে ।

সিদ্ধমভ্যঞ্জে তৈল মপস্মার বিনাশনং ॥

পলঙ্কবাদ্যং তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের ; পলঙ্কবা (গুগ্গুলু), বচ, হরীতকী, স্বশ্চীকালী (বিছাভী), আকলমূল, শ্বেতসর্ষপ, জটীলা (জটামাংসী), পূতনাকেশী (ভূকেশী), লাদ্বলী (ইশলাঙ্গলিয়া), হিঙ্গু, চোরপুষ্পি, লম্বুন, অতিরসা (যক্ষ্মিমধু), চিত্রা (দস্তীমূল), কুড় এবং মাংসাশীপক্ষীর বিট (বিষ্ঠা) ; এই সকল দ্রব্য কুটিত কল্কার্থ সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের এবং ছাগমুত্র ১৬ ঘোলসের । এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈলপাকের বিধি অমুসারে তৈল পাক করিবে । এই তৈল প্রত্যহ গাত্রানিতে অভ্যঞ্জন (মর্দন) করিলে সর্বপ্রকার অপস্মার রোগ নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ইন্দ্রপ্রস্রাবী ।—

স্নাত স্নাতাকং তীক্ষ্ণং তারং তাপ্যং বিষং সমং ।

পদ্মকেশরসংযুক্তঃ দির্নৈকং মর্দয়েদ্ভুবৈঃ ।

স্নুহ্মিবিজয়ৈরগু বচা নিষ্পাব শূরনৈঃ ।

নিষ্ঠুগ্ভাশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্যং তদগোলং পাচয়েৎ পুনঃ ।

কঙ্গুলীসর্ষপোথেন তৈলেন গন্ধসংযুতং ।

ততঃ পাক্ত্বা সমুদ্ভূত্যা চণমাত্রা বটী কৃত্য ।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদাদ্রকদ্রবৈঃ ।

দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু ।

অপস্মারং জয়ত্যাশু যথা সূর্যোদয়ে তমঃ ॥

ইতি অপস্মারাধিকারঃ সমাপ্তঃ ।

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী ।

মৃতমৃত (রসসিন্দুর), অভ্র, তীক্ষ্ণ (লৌহ), তার (রূপা), ভাপ্য (স্বর্ণমাক্ষিক), বিষ এবং পদ্মকেশর; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক চূর্ণ করিয়া স্নুহী (মনসামীজ), অগ্নি (রক্তচিতা), বিজয়া (ভাঙ), এরগু (ভেরেগু), বচ, নিষ্পাব (সীম), শূরগ (ওল) ও নিষ্ঠুগ্ভী (নিমিন্দা); ইহাদের প্রত্যেকের রসে একদিবস করিয়া ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া, পুটপাক দ্বারা পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে পুনর্বার তৎসহ সমান পরিমিত গন্ধক মিশ্রিত করতঃ কঙ্গুলী (কাওন) তৈল ও সর্ষপতৈল সহ পাক করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ দশমূলের ক্কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্ষপপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ইন্দ্রব্রহ্মী বটী বলে।

ইতি অপস্মারাধিকার সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুৰ্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ বাতব্যাধ্যাধিকারঃ ।

বাতরোগস্ত চিকিৎসা-সূত্রম্ ।—

স্বাদ্বল্ললবণ স্নিগ্ধে রাহ্যরৈক্যবাতরোগিনঃ ।

অভ্যঙ্গস্নেহ বস্ত্যাদৈঃ সৰ্বানবোপপাদয়েৎ ॥

অনন্তর বাতব্যাধির চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

বাতরোগের চিকিৎসা সূত্র ।

স্বাদু (মধুর), অল্ল ও লবণ রুমান্বিত স্নিগ্ধ আহার, অঙ্গ প্রভৃতিতে তৈলাদি মর্দন, স্তুতাদি স্নেহদ্রব্য সেবন এবং বস্তিশোধন ইত্যাদি ক্রিয়াদ্বারা বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে ।

বাতরোগস্ত চিকিৎসা ।—

মর্পি স্তৈল বসা মজ্জা পান্যভ্যঞ্জন বস্ত্রয়ঃ ।

স্বেদাঃ স্নিগ্ধা নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ ।

বৃংহণং ঘট তৎসৰ্বং প্রশস্তং বাতরোগিনাং ॥

• বাতরোগের চিকিৎসা ।

ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা প্রভৃতি পান, অভ্যঞ্জন (অঙ্গাদিতে মর্দন) ও বস্তিরূপে প্রয়োগ এবং স্নিগ্ধস্বেদ ; এই সকল দ্বারা বাতরোগীকে চিকিৎসা করিবে এবং নির্বাত স্থানে (যেখানে আদৌ বায়ুর সঞ্চালন নাই এমন স্থানে) বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে । আর যে সকল বৃংহণ (বাহ্যদ্বারা বল, বীৰ্য্য, তেজঃ, ওজঃ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে) ঔষধ পূর্বে কথিত হইয়াছে ও পশ্চাৎ কথিত হইবে, তাহাও বাতরোগীর পক্ষে অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

নিরাম বাতস্ত চিকিৎসা ।

নিরামং কেবলং বাত মাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ ।

যৈষ্যাম্যাম্বুজানুপৈ রসৈক্য স্নেহসংস্কৃতেঃ ।

কুশরা পায়সাশ্চান্নৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদয়েত্ততঃ ।

স্নিগ্ধস্য চ প্রশাম্যন্তি রুজাস্তত্ত্ব গ্রহাদয়ঃ ।

স্নেহঃ পুষ্ণতি সংশুকান্ ধাতুনা পুষ্টিবলপ্রদঃ ।

অতঃ পুনঃপুনঃ স্নেহৈঃ স্বেদৈশ্চাপ্যুপপাদয়েৎ ।

অতোহপ্যশান্তৌ মৃদুভিঃ সস্নৈহৈস্তৎ বিরেচয়েৎ ॥

নিরাম বায়ুর চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ কেবলমাত্র স্নেহ প্রয়োগ দ্বারাই নিরাম বায়ুর চিকিৎসা করিবে ।
৩৭পরে আমা (ছাগাদি) জন্ম, অম্বুজ (কচ্ছপাদি) জন্ম এবং আহূপ
(বরাহাদি) জন্ম ; এই সকল জন্মের স্নেহ সংস্কৃত মাংসরস, কুশরা (খিচুড়ী),
শায়স ও রক্তশালি প্রভৃতি তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন দ্বারা পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ
প্রয়োগ করিবে । এবস্ত্রকার-স্বেদ-প্রদত্তনিরাম-বায়ুরোগ-যুক্ত ব্যক্তির শুভ্র
ও বেদনা সমন্বিত নিরাম বায়ুরোগ নিবারিত হয় এবং স্নেহ ক্রমশঃ রোগীর
সংশুদ্ধ ধাতুর পোষণ করে ও শরীরের উপচয় ও বলপ্রদান করিয়া থাকে ।
এইরূপে রোগীকে পুনঃ পুনঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে । যদ্যপি ইহাতেও
রোগের (নিরাম বায়ুর) উপশম না হয়, তবে রোগীকে স্নেহ বস্ত্র দ্বারা মৃদু
বিরেচন প্রয়োগ করিবে ।

বিরেচক দ্রব্যম্ ॥—

পত্রমেরু তৈল মা পায়য়েদোষশোধনং ।

বিরেচক দ্রব্য ।

এরুপত্র এরু তৈলসহ পেষণপূর্বক সেবন করিলে বাতরোগীর দান্ত
হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ।

যুবাঃ ।—

পটোলফলকৈ যুযো যুযো বাতহরো লঘুঃ ।

বাট্যালক ক্রতো যুযো পরং বাতবিকারহুৎ ।

অভয়াত্রৈব যুবার্থং কুলথান্ বাপি চ ক্রিপেৎ ।

মুদোন বাট্যালক যুযুস্ত মাষচণকাঢ্যাঃ প্রচরতি ।

স্বতেন বিভৃজ্য সৈন্ধবম্নুরূপং দেয়ং ।

সহমাষরুদ্ধিকেন যুযঃ প্রচরতি ।

স্বতেন বিভৃজ্য সৈন্ধব ম্নুরূপং দেয়ং ।

এবমন্যত্রাপি যুযরসাদৌ ॥

যুযপ্রয়োগ ।

হরীতকী বা কুলথকলাই লহ পটোলফলের বা বেড়েলার যুয অথবা
মুগ, মাষকলায় বা বুটের দাইলের সহিত বেড়েলার যুয প্রস্তুত পূর্বক ঘূতে
অনুলেপন করিয়া, তাহাতে যথোপযুক্ত মাত্রার সৈন্ধব লবণ একেপ দিয়া পান

করিলে সৰ্ববিধ বাতবিকার নিবারিত হয়। পরন্তু এই ঘৃষ রুচ্য বলিয়া জানিবে। সৰ্ববিধ ঘৃষ, রসাদি দ্ব্যত দ্বারা সম্বলন (ভৰ্জন) করিয়া, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে মৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা বিধেয় বলিয়া জানিবে।

মাংসরসাঃ।—

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।

অঙ্কানীর্বাণুজানুপ ক্রব্যাদ পিণ্ডিতৈঃ পৃথক্।

মাধয়িত্বা রসানু স্নিদ্ধানু দধান্ন বোষ সংযুতানু।

ভোজয়েদ্বাতরোগার্গতং তৈৰ্ব্যাক্তলক্ষণৈর্নরং।

অম্বুজাঃ কুর্মাঃ আনুপা বরাহাদয়ঃ।

ক্রবাদা বাস্রশ্চোনগৃধাদয়ঃ।

রস প্রয়োগ।

বেড়েলা, পঞ্চমূলী ও দশমূলী (বেল, শ্বেণা, গাম্ভারী ইত্যাদি), ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ছাগমস্তক, কচ্ছপাদি জলজজন্তুর মাংস, মহিষ, বরাহ, হংস প্রভৃতি আনুপদেশবাসী পশুপক্ষীর মাংস অথবা ব্যাত্র, শ্বেণ, গৃধ প্রভৃতি মাংসানী পশু বা পক্ষীর মাংস পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ করিয়া মাংস-রস প্রস্তুত করিবে। দোষ বিবেচনাপূর্বক উক্ত মাংসরসসমূহের যেকোন একটি মাংসরস স্নেহ (তৈলাদি), অন্নদধি এবং বোষ (শুঠী, পিপুল ও মরিচ) সহ সংযুক্ত করিয়া, ব্যাক্তলক্ষণ সংযুক্ত বাতরোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মাষাদিপয়ঃ।—

মাষাত্তপুণ্ডিকৈরু বাট্যালক শূতং পয়ঃ।

হিঙ্গু মৈন্ধব সংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণং।

মাষাদি পয়ঃ।

মাষকলার, শুকশিষী, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, দুধ ১০০ দুইছটাক এবং জল ১০০, দেড়পোয়া; দুধাবশিষ্ট রাখিয়া নামা-ইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুধ হিঙ্গু ও মৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিলে পক্ষা-ঘাত বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মাষবলাদিঃ।—

মাষবলা শুকশিষী কত্ৰণ রাস্মাশ্বগন্ধারুবুকানাং।

কাথো নস্যানিগীতো রামঠ লবণান্বিতঃ বোক্ষঃ।

অপহরতি পক্ষবাত মন্যাস্তত্ত্ব সর্গরুজং।

দুর্জয় মর্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যং।

মাষবলাদি পাচন ।

মাষকলার, বেড়েলা, শুকুশিষী, গন্ধতুণ, রাস্মা, অশ্বগন্ধা ও এরুগুমূল ।
এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের এবং
শেষ /১০ অর্দ্ধপোয়া । এই কাথে হিঙ্গু ও মৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া, ঈষদ্রব্য
অবস্থায় নাসিকা দ্বারা সপ্তাহ পর্যন্ত ভোজনান্তে মায়ংকালে পান করিলে
পক্ষাঘাত, মত্মাস্তম্ভ, কর্ণনাদ, কর্ণবেদনা এবং দুর্জর অর্দ্ধিতরোগ নিশ্চয়ই
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

দশমূলী ক্কাথঃ ।—

দশমূলস্য নির্যুহো হিঙ্গু পৌষ্কর সংযুতঃ ।

শময়েৎ পরিপীতস্ত বাতঃ সিক্কিনি সংজ্ঞকং ॥

দশমূলীক্কাথ ।

বেলছাল, শোণাছাল, পাকলছাল, গণিয়ারীছাল, গান্ধীরছাল, শাল-
পানী, চাকুলে, রহতী, কটেকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে
২ তোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের, শেষ /১০ দুইছটাক । এই ক্কাথ হিঙ্গু
ও পুষ্করমূল (অতাবে কুড়) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সিন্ধিনি নামক
বায়ুরোগ নিবারিত হয় ।

স্বপ্নরসোনপিণ্ডঃ ।—

পলমর্দ্বপলমপি রসোনস্য সুকুটিতং ।

হিঙ্গু জীরক সিন্ধু তৈঃ সৌবর্জল কটুত্রিকৈঃ ।

চূর্ণৈতৈর্দ্ব্যাকোন্ন্যনৈ রবচূর্ণ্য বিলোড়িতং ।

যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতঃ রুবুকাথানুপানতঃ ।

দিনে দিনে প্রয়োক্তবাৎ মাষ মেকং নিরন্তরং ।

বাতরোগান্নিহন্ত্যাশু চার্দ্দিতং সুপ্ততন্ত্রকং ।

একাদ্বরোগিনে চৈব তথা সর্বাঙ্গরোগিনে ।

উরুস্তম্ভে চ গৃধ্রমাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ ।

কটীপৃষ্ঠায়ং হন্যাভ্রদরঞ্চ বিশেষতঃ ।

বাণকেন সার্কপলমিতার্থঃ ॥

স্বপ্নরসোনপিণ্ডঃ ।

সুদৃ কুটিত রসুন ১২ তোলা এবং হিঙ্গু, জীরক, মৈন্ধবলবণ, সৌবর্জল-
লবণ, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১ এক মাষা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক
সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া উত্তম প্রকারে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ।
এই ঔষধ অগ্নি, বলাদি বিবেচনা করিয়া প্রতিদিন ৮ মাষা বা দশমাষা
মাত্রায় এরূপে ক্কাথ অনুপান সহ সেবন করিবে । এইরূপে ১ একমাস

অশ্বগন্ধাস্থতং ।—

অশ্বগন্ধা কষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতুর্গুণং ।

পকন্তু বাতশ্লং রুমাং স্থতং মাংস বিবর্দ্ধনং ॥

অশ্বগন্ধাস্থত ।

উৎকৃষ্ট গব্যাস্থত ১৪ তারিসের, অশ্বগন্ধার কাথ ৬ ষোলসের, কল্কার্থ কুটিত অশ্বগন্ধা ১ একসের এবং গব্যাস্থ ৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই স্থত পাকপূর্বক প্রতি দিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই অশ্বগন্ধা স্থত সর্ষপবিধ বাতবাধি নাশক, রুমা এবং শরীরের মাংস বর্দ্ধক অর্থাৎ অত্যন্ত পুষ্তিকর বলিয়া জানিবে।

মহাহাংলাদ্য স্থতং ।—

ছাগমাংসং তুলা গ্রাহং দশমূল্যাঃ শতন্তুথা ।

অশ্বগন্ধা পলশতং বাট্যালক শতন্তুথা ।

স্থতাচকং পচেভ্যৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ ।

ক্ষীরং স্নেহসমং দত্ত্বা শতাং বর্ষা রসন্তুথা ।

তাত্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শট্টৈর্ন মৃদ্বগ্নিনাপচেৎ ।

অমা সমাগ্ বিশুদ্ধস্য কল্কং শুভ্রি সমন্বিতং ।

জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যা নীলমুৎপলং

মুস্তং মচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে ।

মেদে দ্বৈ চতুর্থা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শঠী ।

দাক্ষী প্রিয়ঙ্গুত্রিফলা নতং তালীশপল্লকৌ ।

এলাপত্রং বরীনাংগং জাতী কুসুম ধান্যকং ।

মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুককৈলবালুকং ।

বিশুদ্ধং জীরককৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ।

বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করা প্রস্ফুটয়িতং ।

নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধপাত্রে আদ্রে বা ভাজনে দৃঢ়ে ।

ঔস্ত্রোষধস্ত সিদ্ধস্ত শৃণু বীৰ্য্য মতঃপতং ।

দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য চ বিদ্যায়তনং ।

ভক্ত পাণিভলং গ্রাহং পিচেৎ ক্ষীরমুদ্রিততঃ ।

মোক্ষাদে পক্ষাঘাতে চ আস্থানে কোষ্ঠবিগ্রহে ।
 কর্ণরোগে গিরোরোগে বাধির্ঘ্যে সাপতন্ত্রকে ।
 ক্রোষ্ঠীশীর্ষে তথাখণ্ডে কুঞ্জ চ গৃধ্রসীগদে ।
 অপতানে মিল্মিনে চ রক্তপিত্তে তথোদ্বিগে ।
 আনাহেহর্শোবিকারে চ চতুর্ধকঙ্করেষু চ ।
 হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবানবাত্তকে ।
 দণ্ডাপতানকে ভদ্রে দাহে চাক্ষপকে তথা ।
 জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেফস্তস্তে জড়ে ভ্রমে ।
 ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রাঃ সরণে তথা ।
 অর্দ্ধাঙ্গভেদকে চৈব তিমিরে বাক্যসঙ্গকে ।
 নক্তান্ধাঃ শ্রানিপাতে চ তথাক্ষিস্পন্দনে হপি চ ।
 স্ত্রীণাং বাতহতে রক্তে প্রদরে সর্বসম্ভবে ।
 যোনিমধ্যগতে বাতে যোনিশূলে চ শম্যতে ।
 ক্ষণগর্ভে নষ্টশুক্রে মুচগর্ভে বিশেষতঃ ।
 একাঙ্গস্পন্দনে চৈব তথা সর্বাঙ্গস্পন্দনে ।
 নগাদিপতিতে চৈব স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে ।
 আভিচারিকদোষেষু ধনসন্তাপসম্ভবে ।
 যে বাতসম্ভবা রোগা য়ে চান্যো পিত্তসম্ভবাঃ ।
 শিরোমধ্যগতা য়ে চ জজ্ঞাপার্শ্বে চ সংস্থিতাঃ ।
 মাতৃগ্রহাভিভূতাশ্চ শিশুর্বাঃ পরিশুশ্রুতি ।
 স্তন্যাং শুশ্রুতি যস্যাস্চ যস্যাস্তন্যাং ন বিন্দতি ।
 স্নেহানেন মধ্যান্তি বজ্রমুষ্টি রিবাংরান্ ।
 রসায়ণে বহুবল প্রদশ্চ বপুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি রূপং ।
 স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সাত্তিবেগং ন যাতি তৃপ্তিং সবলঃ সমাঙ্গঃ ।
 গজেন মত্তেন সমাংতে জাঃ চিরায়ুর্ময় পুত্রশতং করোতি ।
 গতান্যবৎসা স্নতপুত্রিকা চ অপুত্রিনী পুত্রশতং করোতি ।
 মহন্তু তং নাম হি ছাগলাদ্যং বিনির্মিতং বাতনিষূদনকং ।
 শিবং শুভং রোগভয়াপহকং চকার হারীতমুনির্কির্কশিষ্ঠঃ ॥

মহাছাগলাদ্য স্নত ।

উৎকৃষ্ট গব্য স্নত । ৬ বোলসের ; কাথার্থ ছাগমাংস । ২।। ০ সাড়ে বারসের,

জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ যোলসের ; দশগূল সমভাগে সমস্তে ১২৥০ সাড়ে বার-
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ যোলসের ; অশ্বগন্ধা ১২৥০ সাড়ে বারসের, জল
৬৪ সের, শেষ ১৬ যোলসের ; বেড়োলা ১২৥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ১২৥৪
এক মণ চকিশসের, শেষ ১৬ যোলসের । গব্যদুগ্ধ ১৬ যোলসের এবং শতা-
বরীর স্বরস ১৬ যোলসের । এবং কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, জ্বাক্ষা, কাকোলী,
কীরকাকোলী, নীলোৎপল, মুখা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, অনন্ত-
মূল, শ্যামালতা, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শর্ট, দাকহরিদ্রা,
প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাছকা, তালীশপত্র, পদ্মকান্ঠ,
এলাচি, তেজপত্র, শতাবরী, নাগকেশর, জাতীফুল, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম
ফলের ছাল, দেবদারু, রেণুকা, এলালুকা, বিড়ঙ্গ এবং জীরক এই সকল
কুটিত দ্রব্য প্রত্যেক ৪ চারিতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক এই স্নাতসহ দৃঢ় তাম্র-
পাত্রে রাখিয়া স্নাত্ত অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে । এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া নীতল
হইলে, তাহাতে ১/২ দুইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করতঃ একটী স্নিগ্ধ বা আর্দ্র-
তাও মধ্যে রাখিয়া দিবে । ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহাদেবকে নমস্কার
পূর্বক কার্তিকেয়কে পূজা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ অন্নপান সহ সেবন
করিলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আত্মান, কোষ্ঠবেদনা, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধি-
রতা, অপত্যক, ভূতোন্মাদ, গুপ্তসী, উদ্যার, তল্লপিত্ত, পার্শ্বগূল, কাম, পাণ্ডু-
রোগ, হলীমক, পাদকণ্টক, হস্ত্রোগ, মূত্রকুচ্ছ, পঙ্খ, ক্রোষ্ঠীর্ষ, বঞ্জ, কুজ,
অপত্যনক, মিশ্রিন, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, আনাহ, অর্শ, চাতুর্থক জ্বর, হৃৎগ্রহ,
শোথ, ক্ষীণ, অববাহক, দণ্ডাপত্যনক, ভঙ্গ, আক্ষেপক, জীর্ণজ্বর, বিঘ, কুষ্ঠ,
শেফলভ্রু, (হৃজভঙ্গ), জড়, ভ্রম, ক্ষীণেষ্মিয়তা, শুক্রক্ষয়, শুক্রনিঃসরণ,
অক্লান্তভেদক, তিমির, বাক্রোধ, রাত্নাক্রতা, অশ্রুনিপাত (চক্ষু দিয়া জল পড়া)
ও অগ্নিস্পন্দন রোগ বিনষ্ট হয় । অধিকন্তু ইহা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে
তাহাদিগের বায়ু কর্তৃক রক্তবন্ধ, সর্ববিধ প্রদররোগ, যোনি মধ্যগত বায়ু-
রোগ, যোনিশূল, ক্ষণগর্ভতা, নষ্ট শুক্রতা, গূঢ়গর্ভ, একাঙ্গস্পন্দন, সর্বাঙ্গ-
স্পন্দন এবং পর্কতাদি ইহাতে পুত্ৰ, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, আভিচারিক দোষ
ও ধনাদি অপহরণ জনিত বাতজ ও পিত্তজ রোগ সকল, শিরোমধ্যগত
রোগ এবং জজ্বা ও পার্শ্বগত রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে শিশু
মাতৃগ্রহাতিভূত ও প্রসূতির স্তন্য শুষ্ক হওয়ার স্তন দুগ্ধ পান করিতে না
পাইয়া অত্যধিক শুষ্ক অর্থাৎ কুশ ইহাতে থাকে, তাহাকে ও প্রসূতিকে এই
স্নাত পান করাইলে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার ও বালকের কুশলতা দূরীভূত হয় ।
এই স্নাত শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং অগ্নি ও ললপ্রদ । ইহা দ্বারা শরীরের প্রকর্ষ ও
উদ্ভুল রূপ হইয়া থাকে । এবং শরীর এতাদৃশ লবল ও সমাক্ষ হয় যে,
শতক্রীমস্তোগ করিলেও বীর্ষাক্ষয় হেতু কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটে না । পরন্তু
ইহা দেবনে মত্ত হস্তীর সমান তেজঃসম্পন্ন হইয়া শত পুত্র উৎপাদনে সক্ষ-
মতা জন্মে এবং ইহা দ্বারা স্নাতবৎসা ও অপুত্রিণী নারীরও শত পুত্র উৎপন্ন

হইয়া থাকে। এই বাতব্যাধি বিনাশক, মঙ্গলজনক, সর্ববিধরোগ তয়া-
পহারক “মহাছাগলাদ্য স্মৃত” মহামতি হারীত যুনি কর্ত্ত্বক কথিত হই-
য়াছে।

হংসাদি স্মৃতং ।—

হংসমেকং সমাদায় পচেত্তোয়াটকে ভিষক্ ।

চতুর্ভাগাবশেষস্ত স্মৃতস্য পলমষ্টকং ।

স্মৃততুল্যাং বিদধ্যাতু তৈলমেরুগুসত্ত্ববৎ ।

অত্রৈব দশমূলস্য প্রত্যেকং কর্ষমষ্টকং ।

জলে চাটুগুণে পাচ্যং তৃতীয়াংশাবশেষিতং ।

ত্রিকটু ত্রিকলা মুস্তং পিপ্পলীমূল পদ্মকং ।

বর্দ্ধমানস্য মূলং সাদ্যপি চ পরিকীৰ্ত্তিতং ।

শুকমূলং কদম্বক শুকশিখী পুনর্নবা ।

তালমূলী বিদারীচ দার্কী সিদ্ধু খনাগরং ।

প্রত্যেকং কর্ষভাগং স্যাদ্রাগকাপি ত্রিকাষিকং ।

নিশারমোন চিত্রাণাং কল্কং দত্ত্বা পচেৎ সুধীঃ ।

পাদশেষং পরিশ্রাব্য কর্মাক্ষ্মাদ্রকং ক্ষিপেৎ ।

যথাগ্নি ভক্ষণং কাৰ্য্যং সর্ববাতবিকারিণাং ।

জড়ে মূকে তথা খণ্ডে পাঙ্গুলো চাববাহকে ।

কাসে শ্বাসে তথা শোষে ক্ষয়ে চ বিষমানলে ।

হস্তকম্পে শিরঃকম্পে তথা সর্বাঙ্গকম্পনে ।

গৃধ্রমাং কুজকে নিতাং জ্বরে জীর্ণে বিশেষতঃ ॥

হংসাদি স্মৃতঃ ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ১/২ হইসের। এরও তৈল ১/২ সের। কাথার্থ একটী হংস
পক্ষীর মাংস জল ১৬ ষোলসের, শেষ ১/৪ চারিসের; বেল, মোণা, গান্ধীর,
পাকল, গনিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, ব্রহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের
প্রত্যেকে ১২ তোলা, পাকার্থ জল ইহাদের সর্বসমষ্টির ৮ গুণ, শেষ তৃতীয়াংশ
(কেহ ২ চতুর্থাংশ বলিয়া থাকেন) এবং কল্কার্থ শুষ্ঠী, পিপুল, মারচ, হরীতকী,
আমলকী, বহেড়া, মুখা, পিপুলমূল, পদ্মের মূল, এরও মূল, শুক্ৰমূল, কদম্বমূল,
শুকশিখী, পুনর্নবা, তালমূল, ভূমিকুন্ডা, দারুহরিদ্রা, মৈক্ৰবলবণ ও শুষ্ঠী,
প্রত্যেকে ২ তোলা এবং হরিদ্রা, রসোন ও রক্তচিতারমূল প্রত্যেকে ৬ ছয়
তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক স্মৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই স্মৃত যথা-
নিয়মে পাক করিয়া, অগ্নির বলাম্বারে যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে

সর্ববিধ বায়ুবিকার, জড়তা, মুকতা, খঞ্জতা, পাণ্ডুলা, অববাহক, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শোথ, বিষমাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, সর্বাঙ্গকম্প, গৃহসী, কুঞ্জতা, নিত্যজ্বর, বিশেষতঃ জীর্ণজ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

মাষতৈলং ।—

মাংসপ্রস্থং সমারোপ্য পচেৎ সম্যক্ জলাতকে ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যচ্চতুর্গুণং ।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষমস্মিতং ।
জীবনীরাণি ষান্যাকৌ শতপুষ্পাং সটৈকবাং ।
রাস্নাত্মগুণ্ডা মধুকং বলাবোষ ত্রিকণ্টকং ।
পক্ষাঘাতাদ্বিত্তে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে ।
মন্দক্রান্তৌ চাপ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে ।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিষূচ্যা অববাহকে ।
শস্ত্রং কলায়খঞ্জে চ পান্ধাভ্যঞ্জন বস্তিসু ।
মাষতৈল মিদং শ্রেষ্ঠ মূর্দ্ধজক্রগদাপহং ।

মাষ তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ৮ চারিসের । কাথার্থ ছাগমাংস ২ হুইসের, পাক নিমিত্ত জল ১৬ যোলসের, শেষ ৩ চারিসের, হুজ ১৬ যোলসের । এবং কল্কার্থ ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অববাহক, জীবক, শলুফা, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, শূকশিষ্য, যক্ষিমধু, বেড়োলা, শঠ, পিপুল, মরিচ ও গোকুর । যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া পান ও অভ্যঞ্জন প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত, অর্দিতবাত, দারুণ কর্ণশূল, অঙ্গপ্রবণ, বধিরতা, ত্রৈদোষিক তিমির রোগ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বিষূচী, অববাহক, কলায়-খঞ্জ এবং জক্র-উদ্ধগত বায়ু সমূহ নিবারিত হয় ।

অশ্বগন্ধা তৈলং ।—

শতং পল্লবশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণেহংশশেষিতং ।
বিশ্রাব্য বিপচেতৈলং ক্ষীরং দত্ত্বাচতুর্গুণং ।
কল্কৈর্মূল শালুক বিমকিঞ্জল্ক মালতী ।
পুষ্পৈর্জীবের মধুকৈঃ শারিবা পদ্মকেশরৈঃ ।
মেদা পুনর্নবা দ্রাক্ষা রহতীদ্বয়মেবচ ।
এলৈলবালু ত্রিফলা মুস্তচন্দন পদ্মকৈঃ ।
পক্বং রক্তাশ্রিতং বাতং রক্তপিত্তমসৃগদয়ং ।

হন্যাং পুঞ্জীবলক্ষুর্থাং কুশানাং মাংসবর্দ্ধনং ।

রেতোযোনিবিকারহং ত্র্যাদোষাপকর্ষণং ।

ষণ্মানপিরমান্ কুর্থাং পান্যভাজ্ঞানুসেবনাং ॥

অশ্বগন্ধা তৈল ।

তিল তৈল ৮ গারিসের । কাথার্থ অশ্বগন্ধা ১২।০ মাড়েবাসের, জল ৬৪ সের এবং শেষ ৬ বোলসের, দুগ্ধ ৬ বোলসের । কক্ষার্থ স্থলমৃগাল, শালুক, ক্ষুদ্রমৃগাল, পদ্মবীজ, মালতীপুষ্প, বালা, যক্ষিমধু অনন্তমূল, পদ্ম-কেশর, মেদ, পুনর্নবা, কিসমিস, ব্যাকুড়, কটকারী এলাচি, এলবালুক, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাকী এই সকল বুদ্ধিতদ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের গ্রহণ পূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে পাক সমাপ্ত করিয়া লইবে । এই অশ্বগন্ধা তৈল যথানিয়মে পান, অভ্যঙ্গ ও অনুসেবন করিলে রক্তাশ্রিত বাতব্যাধি, রক্তপিত্ত, প্রমর রেতঃ ও যোনিবিকার এবং ত্র্যাদোষ নিবারিত হয় । ইহা অতীব পুষ্টি ও বলপ্রদ এবং কুশ ব্যক্তির মাংস বর্দ্ধক । এমন কি এই অশ্বগন্ধা তৈল ব্যবহার দ্বারা ষণ্ড (নপুংসক) দিগেরও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

বিষ্ণুতৈলং ।—

শালপর্ণী পুশ্পিপর্ণী বলাচ বহুপুত্রিকা ।

এরুণ্ডস্য চ মূলানি রুহতোঃ পুতিকস্য চ ।

গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ ।

এষান্ত পলিকৈর্ভট্টৈঃ স্তৈলপ্রসং বিপাচয়েৎ ।

আজ্ঞয়া যদি বা গব্যং ক্ষীরন্দদ্যাচ্চতুর্গুণং ।

অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীৰ্য্য মতঃপরং ।

অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাম্ দেহিনাং ।

আয়ুর্জ্ঞানশ্চনরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দূর্যে ভবেৎ ।

হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবাক্ষীভেদকে ।

কামলা পাণ্ডুরোগে চ শর্করাশ্বরিক্ষেপে চ ।

ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জরিতা কৃতঃ ।

ষেষাঞ্চাপি ক্ষয়োব্যাধি রক্তরুদ্ধিশ্চ দারুণা ।

অর্দ্রিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতম্বেব চ ।

স্ত্রিয়ো বা ন প্রসূয়ন্তে তামাষ্টকৈব প্রযোজয়েৎ ।

গর্ভমথতরীবিদ্যাং কিং পুনর্মানুষী তথা ।

এতদঙ্গবরং তৈলং বিষ্ণুনা পরিকীর্তিতং

বিষ্ণু তৈল ।

তিল তৈল ১৪ চারিসের । ছাগদুগ্ধ বা গরুদুগ্ধ ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, বহুপুত্রিকা (শতমূলী), এরণ্ডমূল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, পুতিকরঞ্জমূল, গবেধুক (গোরক্ষ চাকুলে) এবং সহচর (বিল্টি) ; এই দ্রব্য সকল কুড়িত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতভয়, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের রোগ দূরীভূত হইয়া নিশ্চয়ই উহাদের শরীর দৃঢ় হয় । এবং ইহা দ্বারা হৃদ্বূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাঙ্গভেদক, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শর্করা, ক্ষীণেঞ্জিয়তা, জ্বর, ক্ষয়রোগ, দাক্ষণ অন্ত্ররুদ্ধি, অর্দিত বাতরোগ, গলগণ্ড ও বাতরক্তরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এবং ইহা দ্বারা অপ্রসূতা নারীদিগেরও সন্তান উৎপন্ন হয় । অধিক কি মাহুয়ার কথা দূরে থাক, ইহা দ্বারা অশ্বতরী পর্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া থাকে । এই তৈল স্বয়ং বিষ্ণু কর্তৃক প্রকাশিত বলিয়া ইহার নাম “বিষ্ণুতৈল” হইয়াছে ।

কুজপ্রসারণী তৈলং ।

প্রসারণী শতং ক্লৃপং পচেত্তোষার্ষ্যণে শুভে ।
পাদশেষে সমং তৈলং দধি দ্যাং সকাঞ্জিকং ।
দ্বিগুণঞ্চ পয়োদত্ত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকান্ ক্ষিপেৎ ।
চিত্রকং পিপ্পলীচুলং মধুকং সৈন্ধবং বচাং ।
শতপুষ্পাং দেবদারুং রাস্নাং বারগপিপ্পলীং ।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ ।
পচেন্মৃদ্বান্না তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ ।
অশীতি নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যাপোহতি ।
কুজস্তিমিত পঙ্কুর্ভুং গৃধ্রসী খুড়কাদিতং ।
স্বপৃষ্ঠ শিরো গ্রীবাশ্চতুর্দিকাসু নিষচ্ছতি ॥

কুজপ্রসারণী তৈল ।

তিল তৈল ১৬ ষোলসের । কাথার্থ গন্ধতাদালিয়া ১২।০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের । দধি ১৬ ষোলসের, কাঁজি ১৬ সের এবং গব্যদুগ্ধ ১২ বজ্রিশসের । কল্কার্থ রক্তচিতার মূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, বচ, শল্লুফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, গাঁধাইলের মূল, জটামাংসী এবং শোধিত ভেলাবীজ প্রত্যেকে ১৬ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক যত্ন অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে । এই কুজপ্রসারণী তৈল যথানিয়মে অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে বাতিকরোগ, শৈথিল্যরোগ, অশীতি-

প্রকার বাতব্যাধি, কুজতা, তিমিরতা, পশুত্ব, গ্ৰন্থী, খুড়করোগ, অর্দিত, বাতব্যাধি, হনুস্তম্ভ, পৃষ্ঠস্তম্ভ, শিরস্তম্ভ ও গ্রীবাস্তম্ভরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে ।

সিদ্ধার্থ তৈলং ।—

শতাব রী রস প্রস্থদ্বয়মেব সমাহরেৎ ।
 তৈলস্য চ পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দদ্যচ্চতুর্গুণং ।
 ততস্ত তৎ পচেদ্ধিমান্ শনৈশ্চ দ্বগ্নিনা দৃঢ়ং ।
 অষ্টধা চ ততোভাগং দাপয়েৎ কর্ষমাত্রিকং ।
 শতপুষ্পা দেবদারু মাংসীশৈলৈকং ত্বচং ।
 চন্দনং তগরং কুষ্ঠং এলাচাংশুমতীনিশাং ।
 রাস্নাতুরগগন্ধা চ সমঙ্গা মরিচানি চ ।
 পুশ্পির্ণী বলা চৈব তথা গন্ধর্ব্ব হস্তিনী ।
 সৈন্ধবং রসমাধার্য্যং বিশ্বভেষজ মুস্তকং ।
 এভি স্তৈলং বিপক্তবাৎ দত্বা দ্রবানি চৈকতঃ ।
 কুজাং বামনানাঞ্চ পশুনাঞ্চ জড়ান্বনাং ।
 মহাবাতেন ভগ্নানাং পীড়কানাং তথৈব চ ।
 সন্ধোচে চ গলগ্রীবাবাতভগ্না চ দারুণাঃ ।
 জ্বরেষু সন্নিপাতেষু শ্লেষ্মাশ্চিহ্নে দাপয়েৎ ।
 বাতগুল্মানি ভগ্নানি কুজানাং দারুণেষু চ ।
 কুক্ষিশূলেষু সামঞ্চ কর্ণশূলঞ্চ নাশয়েৎ ।
 হনুস্তম্ভেষু বাতেষু সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি ।
 একাঙ্গং শোষাতে যেষাং বিহ্বলা চৈব যে নরা ।
 ক্ষিণেন্দ্রিয়াশ্চ যে মর্ত্যাঃ জরয়াজ্জরীকৃতাঃ ।
 ভুক্তং ন জীর্ষাতে যস্য চান্তরুদ্ধিশ্চ দারুণা ।
 যা চ বন্ধা ভবেনারী কাকবন্ধা চ যা ভবেৎ ।
 ভগ্নযোনিশ্চ যা কেচিৎ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি ।
 অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতশোণিতমেব চ ।
 কুষ্ঠং বিচর্জিকা রোগং দক্ষপামা বিলম্বিবাঃ ।
 নিহন্তি সকলান্ রোগান্ তথাহি সান্নিপাতিকান্ ।
 জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি ॥

সিদ্ধার্থ তৈল ।

তিল তৈল ৮ চারিসের ; শতাবরীর রস ৮ আটসের এবং গব্যদুগ্ধ ৬ ঘোলসের । কল্কার্থ শলুকা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, দাক্ষিণি, রক্ত-চন্দন, তগরপাত্রকা, কুড়, এলাচি, শালপাণী, হরিদ্রা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, চাকুলে, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, হস্তিনী নাশক গন্ধদ্রব্য, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, শুষ্ঠী এবং মুখী ; এই সকল কুটিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ-পূর্ব্বক যথানিয়মে তৈল পাক করিবে । এই তৈল উপযুক্ত নিয়মে অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে কুষ্ঠতা, বামনতা, পঙ্কতা, জাডা, বায়ু কর্তৃক ভগ্ন, পীড়কা, সঙ্কেচ, গল ও গ্রীবার ভগ্নতা, সর্ব্ববিধ সান্নিপাতিকজ্বর, শ্লেষ্মরোগ, অস্থি-বেদনা, বাতজগ্ধ্রা, আমজনিত কুক্ষিশূল, কণ্ঠশূল, হৃৎশূল, একাঙ্গ-শুদ্ধতা, বিক্ললতা, ক্ষীণেন্দ্রিয়তা, জ্বর, অজীর্ণ, দাক্ষণ অস্ত্রবৃদ্ধি, বক্ষ্যাত্ত্ব, কাকবক্ষ্যাত্ত্ব (যে স্ত্রীর একটী মাত্র সন্তান হইয়া আর হয় না, তাহাকে কাকবক্ষ্যা নারী বলা যায়), গর্ভহীনতা, অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, পামা, দক্ষ, বিলম্বিকা, সান্নিপাতিক রোগ সকল এবং অষ্টবিধ জ্বররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রহং সিদ্ধার্থ তৈলং ।—

প্রসারণ্যশ্চ কল্কানি কল্কানি শতকশ্চ চ ।

তাভ্যাং সিদ্ধন্ত যতৈলং রহন্তং পরিকীৰ্ত্তিতং ।

রহং সিদ্ধার্থ তৈল ।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধার্থ তৈলে কল্করূপে প্রসারণী (গাঁদাইল) ও শলুকা প্রদান করিলে "রহং সিদ্ধার্থ তৈল" বলা যায় ।

রহচ্ছতপুষ্পাদি তৈলং ।—

দ্বিভাগং শতপুষ্পান্ত বচাসৈন্ধবয়োস্তথা ।

ভাগৈকং চিত্রকৈব পিপ্পলীমূল মেব চ ।

রুবুদূলং দেবদারু রাস্নাং যধুককুষ্ঠকং ।

প্রসারণ্যজ্জি মাংসী চ ভল্লাতং করিপিপ্পলী ।

এবাং কল্কং সমাদায় পচেৎ তৈলং ভিষগ্বরঃ ।

জলং চতুগুণং দত্ত্বা বাতরোগ নিবহরণং ।

অসাধ্যো কাহ্মুলে চ তথা চার্কীঙ্গভেদকে ।

অভ্যঙ্গ বস্তি বিধিনা লদ্যো নাশয়তি ধ্রুবং ॥

রহচ্ছতপুষ্পাদি তৈল ।

তিল তৈল ৮ চারিসের, জল ৬ ঘোলসের এবং কল্কার্থ শলুকা, বচ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে ২ ভাগ ; রক্তচিতার মূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, দেব-

দারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধতাদালিয়ার মূল, জটাশাংসী, শেঠাখিত ভঙ্গা-
তকবীজ ও গজপিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ ; এই সকল মোট ১ একসের মাত্র
গ্রহণপূর্বক তৈলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথানিয়মে তৈল প্রস্তুত করিবে । এই
তৈল দ্বারা অভ্রাঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ করিলে বাহ্যমূলগত অর্কাজ্জভেদক বাত-
বোধি বিনষ্ট হয় ।

মহাবিষ্ণু তৈলং ।—

শতাবরীচাংশুমতী পৃথ্বীপর্ণী শটীবল্য ।
এরুশ্চ চ মূলানি রহতোঃ পুতিকশ্চ চ ।
গবেধুকশ্চ মূলানি তথা সহচরশ্চ চ ।
এবাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
পুনর্নবা বচাদারু শতাহ্বা চন্দনাংকুর ।
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠ মেলমাংসী হিরা বলা ।
অশ্বগন্ধা সৈন্ধবঞ্চ পলার্কানি প্রপেষয়েৎ ।
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্রো দ্বৌ দ্বাবত্র প্রযোজয়েৎ ।
শতাবরী রসপ্রস্রং তৈলপ্রস্রং বিপাচয়েৎ ।
অশ্চ তৈলস্য পক্ষস্য শৃণুবীৰ্য্য মতঃপরং ।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা ।
তৈল মেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাত বিকারিণং ।
আয়ুশ্চাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়োভবেৎ ।
গর্ভমশ্বতরী বিন্ধ্যাং কিং পুনর্দ্বানুধী তথা ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্কাজ্জভেদকং ।
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হন্যহং ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
অপতানকাম্মারো নাশয়েত্তৎ ক্ষণাদপি ।
মহাবিষ্ণু মদং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

মহাবিষ্ণুতৈল ।

বিশুদ্ধ তিল তৈল ৪ চারিসের, শতমূলীর রস ৪ চারিসের, গব্যাহু
৮ আটসের এবং ছাগহু ৮ আটসের । কাথার্থ শতাবরী, শালপাণী,
চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরুশূল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, ডহর করঞ্জের মুলের
ছাল, রাখাল শশার মূল ও বিটী ; এই সকল কুট্রিত দ্রব্য প্রত্যেকে ১০
পল (৮০ তোলা), পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের এবং কল্কার্থ
পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শলুফা, রক্তচন্দন, শৈলজ, তগরপাহুকা,

অশ্বককঠ, কুড়, এলাচি, জটাশাংসী, শালপানী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে অর্দ্ধপল অর্থাৎ চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল যথাবিধানে অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের বাতকর্ষক ভগ্নতা ও সর্ববিধ বাতবিকার বিনষ্ট হয়। মনুষ্য ইহা পান করিলে দীর্ঘায়ুঃ এবং দৃঢ় শরীরবিশিষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, এই তৈল ব্যবহার দ্বারা অশ্বতরী পর্যন্ত গর্ত ধারণে সক্ষম হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাঙ্গভেদক, অপচী, গণ্ডমালা, বাত-রক্ত, হৃৎগ্রহ, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী, অপতানক ও অপস্মাররোগ অতি সত্ত্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। এই মহাবিষ্ণুতৈল স্বয়ং বিষ্ণু কর্তৃক প্রকাশিত হইরাছে।

মধ্যনারায়ণ তৈলং ।—

বিল্বাগ্নিমন্ত্রৌ শোণাকঃ পাটলা পারিভদ্রকঃ ।

প্রমারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ।

বলাচাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা ।

এবাং দশপলান্ ভাগান্ চতুর্দ্রোণেহস্তমঃ পচেৎ ।

পাদশেষং পরিভ্রাব্য তৈল পাত্রং প্রদাপয়েৎ ।

শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলৈয়কং বচা ।

চন্দনং তগরং কুষ্ঠ মেলাপর্ণী চতুষ্টয়ং ।

রাশ্মা তুরগগন্ধাচ সৈন্ধবং সপুনর্নবং ।

এবাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ।

শতাবরী রসকৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ।

আজয়া যদিষাগব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণং ।

পানে বস্তৌ তথাভ্যঞ্জে ভোজনে চৈব শস্ততে ।

অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি পীড়িতঃ ।

পঙ্গুলঃ পীঠমর্পীচ তৈলেনানেন সিধ্যতি ।

অধোভাগে চ যে যত্না শিরোমধ্যগতাশ্চ যে ।

দন্তশূলে হনুস্তস্তে মন্যাস্তস্তে গলগ্রহে ।

শস্ত্যতি চৈকান্ধং গতির্যাম্য চ বিহ্বলা ।

ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্ৰা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরা ।

বধিরা লল্লজিহ্বা চ মন্দমেধস এব চ ।

মন্দপ্রজা চ যা নারী যা চ গৰ্ভং ন বিন্দতি ।

বাতার্তৌ বৃহণৌ যেষা মন্থহৃদ্বিশ্চ দারুণা ।

এততৈলবরং তেষাং মধ্যানারায়ণং স্মৃতং ।

তগরং নতমাত্রসাদভাবে শীঘ্রলীছোপড়ঃ ॥

মধ্যানারায়ণ তৈল ।

তিল তৈল ১৬ ঘোলসের ; শতাবরীর রস ১৬ ঘোলসের, গবাদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের। কাথার্থ বেলমলের ছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, পাকলছাল, পালিথামাদারের ছাল, গন্ধভাদালিয়া, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কন্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর এবং পুনর্নবা ; এই সকল দ্রব্য কুট্রিত প্রত্যেকে ১০ পল (৮০ তোলা), পাক নিমিত্ত জল ৪ চারিদ্রোণ অর্থাৎ ৮৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শলুফ, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাত্রকা, কুড়, এলাচি, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৈন্ধবলবণ ও পুনর্নবা ; এই সকল কুট্রিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে তৈল প্লাক করিবে। এই তৈল পান, বস্তিপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ ও আহারীয় বস্তুর সহিত সেবন করিলে বাতাক্রান্ত অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। পশু ও কুজ ব্যক্তি এই তৈল মর্দন করিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। শরীরের অধোভাগ-সংস্থিত ও শিরোগত বাতরোগ এবং মন্থাস্তম্ভ, হস্তাস্তম্ভ, দন্তশূল, গলগ্রহ এবং বাহার একাঙ্গ অথবা সর্কাদ শুষ্ক হইয়াছে কিম্বা যে সকল ব্যক্তি ভগ্ন-গতি, বিকলেন্দ্রিয়, নষ্টশুক্র, হীনবল, জ্বরক্ষীণ, বধির, লোলাজ্জিব, অগ্নি-মেধাবী অথবা যে নারী একটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে কিম্বা যে নারীর আদৌ গর্ভসঞ্চার হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও অতীব হিতজনক বলিয়া জানিবে। বিশেষতঃ বাতাত্তরুষণ ও অস্ত্ররুদ্ধি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই মধ্যানারায়ণ তৈল অত্যন্ত উপকারী।

বিশেষ কথা,—নত শব্দে তগরপাত্রকা বলিয়া জানিবে, এই তগর পাত্রকার অভাবে শীঘ্রলীছোপড় ব্যবহার হইয়া থাকে।

মহামাষ তৈলং ।—

মাষস্যাঙ্কীঢ়কং দত্তা তুলাঙ্কিং দশমূলতঃ ।

পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদেদ্রোণেহস্তমঃ পচেৎ ।

পুতে শীতে কষায়ৈ চ চতুর্থাংশাবতারিতে ।

প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্তা চতুর্গুণং ।

অত্রাশুপ্তোরুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ং ।

জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রক কটফলং ।

সর্বোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুক সৈন্ধবং ।
 দেবদার্বমৃতাকুষ্ঠং বাজীগন্ধা বচা শঠী ।
 এতৈরক্ষসমৈঃ কটলৈঃ সাধয়েৎ মৃদুনাগ্নিনা ।
 পক্ষাঘাতাদ্বিতে বাতে ছর্দিতে হনুসংগ্রহে ।
 কর্ণমন্যু শিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে ।
 পাণিপাদ শিরোগ্রীবা ভ্রমণে মন্দচংক্রমে ।
 কলারথঞ্জ পাঙ্গুল্য গৃধ্রস্যামববাহকে ।
 পানে বস্ত্রো তথাভ্যঞ্জে নস্য কর্ণাক্ষিপূরণে ।
 তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ববাত রুজাপহং ॥

মহামাষ তৈল ।

তিল তৈল ৮ চারিসের ; গব্যদুগ্ধ ৬ বোলসের । কাথার্থ মাষকলায়
 ৮ চারিসের ; বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোকুর,
 গান্তারী, শালপাণী ও চাকুলে এই দশমূল সমভাগে সমস্তে ৮৬।০ সোয়া
 ছরসের এবং ছাগমাংস ৩০ ত্রিশপল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৬ বোল-
 সের । কল্কার্থ শুকশিষী, এরগুগূল, শলুকা, সৈন্ধবলবণ, মচললবণ, বিটলবণ,
 জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, রুদ্ধি, কাকৌলী, ক্ষীরকাকৌলী, মঞ্জিষ্ঠা,
 চৈ, রক্তচিতার মূল, কটফল, শুষ্ঠী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, রাস্না, যষ্টি-
 মধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, ওশটী ; এই সকল কুড়িত
 দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
 মৃদু অগ্নি সংযোগে তৈল পাক সমাপ্ত করিবে । এই তৈল পান, বস্ত্রপ্রয়োগ,
 অভ্যঙ্গ, নস্য, কর্ণপূরণ ও অক্ষিপূরণ রূপে প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত,
 অর্দিতবাত, বমি, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, মস্তাশূল, শিরঃশূল, ত্রৈদোষিক তিমির-
 রোগ, হস্তকম্পন, পাদকম্প, শিরঃকম্প, গ্রীবাকম্প, মন্দগতি, কলারথঞ্জ,
 পাঙ্গুলা, গৃধ্রমী ও অববাহকরোগী নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এই মহামাষ
 তৈল সর্বপ্রকার বাতরোগীনাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

হিমমাগর তৈলং ।—

শতাবরী বিদারী চ কুয়াণ্ড শাল্মলীরসঃ ।
 ধাত্রী গোকুরক রত্নকদলী মূলকং শঠী ।
 কেতকীমূলং যেতেষাং প্রত্যেকস্য রসাতিকে ।
 তৈলাঢ়কং পচেদ্ধীমান্ নারীকেল জলাঢ়কে ।
 লবঙ্গাগুরু কক্কোল চন্দনং তগরং মুরা ।
 মাংসী শৈলৈয়কং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা শরলা বলা ।

পুতিকা পত্রযচ্চাং দেবদারু নিশাদ্বয়ং ।
 পীতিকা কুন্দুরু লোধং নীলিকা হিমবালুকা ।
 রোচনা জাতিকোষক মুস্তং মধুরিকা শঠী ।
 জাতীফলং পদ্মকাষ্ঠং শ্বেতচন্দনশিল্পকং ।
 গ্রহিণীং নখং রাস্না কুসুমং নাগকেশরং ।
 এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ স্তৈলতুল্যেন মস্তনং ।
 অঞ্জন পরমা বাপি গব্যো নৈব বিধানতঃ ।
 সুদিক্‌শাস্যাতৈলস্য শৃণু বীয়া মতঃপরং ।
 উচ্চৈর্নিপততাং নৃণাং গতৌ বা বাজিনস্তথা ।
 একাঙ্গ রোগিণ্যকৈব তথা সর্ক্সাঙ্গ রোগিনাং ।
 পক্ষাঘাতাঙ্গিতাক্ষেপ হনুস্তস্ত প্রকম্পিনাং ।
 দুঃসাধ্য বাতরোগেন পীড়িতানাঞ্চ শূলিনাং ।
 ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্ৰানাং মতান্ত্র দুর্জলাভানাং ।
 মহারোগ বিকারাণাং গুল্মার্শো দাহমেহিনাং ।
 এতৈস্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং হিমসাগর সংজিতং ।
 মানবানাং হিতার্থায় দস্তাত্রয়েণ ভাষিতং ।
 অস্য সম্যগ্‌গুণানু বক্তুং কঃ সমর্থো ধরাতলে ।
 যে বাতপ্রভাবারোগা যে চ পিত্ত সমুদ্ভবাঃ ।
 তে সর্ক্সে প্রশম্য যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥

হিমসাগর তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ১৬ সের । দধিরমাং ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ১৬
 যোলসের, শতাবরী, ভূমিকুস্মাণ্ড, কুস্মাণ্ড, সিংহলমূল, আমলকী, গোক্ষুর,
 এরণ্ডমূল, কমলীমূল, শঠী ও কেতকীমূল ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ১৬
 যোলসের এবং নারিকেল জল ১৬ যোলসের । কল্কার্শ লবঙ্গ, অণ্ডককাষ্ঠ,
 কাকুলা, বক্তচন্দন, তপরাপাত্রকা, মুরামাংসী, জটামাংসী শৈলজ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা,
 দেবদারু, বেড়েলা, পুতিকরঞ্জ, তেজপত্র, যক্ষ্মিষধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সরল-
 কাষ্ঠ, পীতশাল, কুন্দুরুখোটী, লোধ, নীলবুয়া, হিমবালুকা (কপূর),
 রোচনা (গোরোচনা), জাতীফল, জৈত্রী, মুখা, ঘোঁরী, শঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শ্বেত-
 চন্দন, শিলাবর, গেঠেলা, নখী, রাস্না, কুসুম এবং নাগকেশর ; এই সকল
 কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক তৈল পাক করিবে ।
 এই তৈল অঙ্গাদিতে মর্দনাদি করিলে উচ্ছ্রান অথবা হস্তী প্রভৃতি হইতে
 পতনজনিত ভগ্নতা, একাঙ্গরোগ, সর্ক্সাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত, অর্দিত, আক্ষেপ,

হৃৎশস্ত্র, কণ্ঠ, সর্কবিধ হুঃসাধ্য বাতরোগ, শূল, ক্রত, **ক্ষীণশুক্ৰতা, (দীপিকা)**
মহারোগ (উন্মাদ, কুষ্ঠ, রাজবক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগ্নন্দর ও উদর এই অষ্টবিধ
রোগকে মহারোগ বা মহাব্যাধি বলে), গুল্ম, অর্থঃ, দাহ ও মেহরোগ নিশ্চ-
য়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সর্কশ্রেষ্ঠ “হিমসাগর” নামক তৈল
মানবগণের হিতের নিমিত্ত দত্তাত্রেয় ঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এই
হিমসাগর তৈল একাদশ গুণশালী যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ইহা দ্বারা
সর্কপ্রকার বাতিক ও পৈতিক রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতক্যাди চূর্ণং ।—

হরীতকী বচ রাশ্মা সৈন্ধবৎ সাল্লবেতসং ।

স্বতমাত্র সমায়ুক্ত অপতন্ত্রক নাশনং ॥

হরীতক্যাди চূর্ণ ।

হরীতকী, বচ, রাশ্মা, সৈন্ধবলবণ ও সাল্লবেতস ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ
সমভাগে গ্রহণপূর্বক স্বত সহ মিশ্রিত করতঃ ঘোহন করিলে অপতন্ত্রক বাত-
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিভীতক্যাди চূর্ণং ।—

বিভীতাতিবিষানুস্তং শুষ্ঠী ভার্গী চ পিপ্পলী ।

কৃত্বা চূর্ণানি বৈদ্যেন গীতান্নাস্তোদকেন বা ।

নাশয়তি নৃণাং শীঘ্রং কাসশ্বাসাপতন্ত্রকং ।

বিভীতক্যাди চূর্ণ ।

বিভীত (বহেড়া), আতইস, মুখা, শুষ্ঠী, বামনহাটী ও পিপুল এই সকল
দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলে অতি সত্ত্বর কাস, শ্বাস ও
অপতন্ত্রক বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

রাশ্মাগুগ্গুলুঃ ।—

রাশ্ময়াস্ত পলকৈকৈ কথান্ পঞ্চ চ গুগ্গুলোঃ ।

সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ধন্তি চ গৃধ্রমীং ॥

রাশ্মা গুগ্গুলু ।

রাশ্মা ৮ তোলা এবং শোধিত গুগ্গুল ৫ তোলা লইয়া স্বত সহ পেষণ
পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতি দিবস ইহার একটী
করিয়া বটী সেবন করিলে গৃধ্রমী রাতরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলুঃ ।—

আহাশ্বগন্ধা হবুষা শুভ্রী শতাবরী গোক্ষুর স্বদদারকং ।

শতাব্রা স শষ্ঠী যমানী স নাগরা চেতি সঠৈশ্চচূর্ণং ।

তুল্যং ভবেৎ কৌশিক মত্ৰমধ্যে দেয়ং তথাসর্পি রথার্দ্ধভাগং ।

অর্দ্ধাঙ্গমাত্রং তৃত্বতং প্রয়োগাৎ কৃত্বানুপানং সুরয়াঞ্চ যুঁষেঃ ।
 মদ্যেনবা কোষ্ঠজলেন বাপি ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি ।
 কটীগ্রহে গৃধ্রনী বাহুপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনিপাদযুগ্মে ।
 সন্ধিস্থিতে বাহুগতে চ বাতে মজ্জাপ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে ।
 রোগাঞ্জয়েদ্বাতকফানুবন্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদগ্ৰহণানিদোষান্ ।
 ভগ্নাস্থি বিদ্ধৈষু চ খঞ্জবাতৈ ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি বৃদ্ধাঃ ॥

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু ।

আহ (বণিক্ দ্রব্য বিশেষ), অশ্বগন্ধা, হবুয়া, গুলঞ্চ, শতাবরী, গোক্ষুর, বিস্তাড়ক, শলুফা, শটী, যমানী ও শুষ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগ, সর্ব সমষ্টির সমান গুগ্গুলু এবং গুগ্গুলুর অর্দ্ধেক হৃত গ্রহণ পূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ দোষ বিবেচনায় সূরা, মৃদাঙ্গাদির ঘৃষ, মদ্য, উষ্ণজল, তৃষ্ণ অথবা মাংস রস সহ সেবন করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রনী, বাহু, পৃষ্ঠ ও হনুগ্রহ, জানু, পাদ, সন্ধি, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুগত বাতরোগ, কুষ্ঠ, কফানুবন্ধরোগ সকল, হৃদগ্রহ, যোনিদোষ, ভগ্ন, অস্থিবিদ্ধতা ও খঞ্জবাতরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বাতারিরসঃ ।—

ক্রমোত্তরগুণং শুদ্ধং রসগন্ধং ফলত্রিকং ।
 চিত্রকং গুগ্গুলুং পঞ্চমর্দ্যমেরুতৈলকৈঃ ।
 পুন্নাগরহতী যুগ্মদেবদারু চ চূর্ণিতং ।
 এতৎ পুরৌষধি সমং মর্দয়েদ্যামমাত্রকং ।
 কর্ণং খাদেৎ পিবেৎ ক্কাথং নাগরৈরগু মূলকৈঃ ।
 মর্দনৈরগু তৈলেন পৃষ্ঠে স্বেদ্যেৎ কারয়েৎ ।
 বিরচনং ভবেভেন স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজনং ।
 রসোবাতবিনাশোহয়ং সর্ববাতহরঃ পরঃ ।
 পঞ্চৈতি সংখ্যাকরণা ত্রিফলা ত্রিকভাগতঃ ॥

বাতারি রস ।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, রক্ত-চিতার মূল ৪ ভাগ এবং গুগ্গুলু ৫ ভাগ, পুন্নাগপুষ্প ৫ ভাগ, ব্যাকুড় ৫ ভাগ, ফটিকারী ৫ ভাগ এবং দেবদারু কাষ্ঠ ৫ ভাগ ; প্রথমে পারা ও গন্ধক একত্র মর্দন পূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে অগ্নাত্ৰ দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া তাহা কজ্জলী সহ একগ্রহর কাল মর্দিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় বটীকা

প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে শুষ্ঠী ও এরণ্ড মূলের কাণ্ড পান এবং তাহার পৃষ্ঠদেশ এরণ্ড তৈল দ্বারা মর্দন করিবে । ইহাতে রোগীর বিরোচন হইয়া থাকে । এই বাতাবি রস ঔষধ সেবন করি রোগীকে শ্লিষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে । এই বাতাবি রস সর্বপ্রকার বাতনাশক বলিয়া জানিবে ।

বিশেষ কথা—মূলে “পঞ্চ” এই সখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় ত্রিফলা মিলিত ৩ তিন ভাগ অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ এক এক ভাগ বলিয়া জানিতে হইবেক ।

বাতগজাস্কুশঃ ।—

য়তাত্র তীক্ষ্ণতাত্রঞ্চ সূততালক গন্ধকং ।
ভার্গীশুষ্ঠী বলাধান্যং কট্ফলকাভয়াবিষং ।
মর্দ্যঞ্চ চর্ণণা দ্রাবৈর্নির্দৈক্যং ভক্ষয়েদ্বটীং ।
বাতশ্লেষ্মাহরো হ্যেষ রসো বাতগজাস্কুশঃ ॥

বাতগজাস্কুশ ।

অত্র, লৌহ, তাত্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামনহাটী, শুষ্ঠী, বেড়েলা, ধনিয়া, কট্ফল, হরীতকী ও মিঠাবিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া পিপ্পলী ক্কাথে মর্দন করিয়া ৪ চারিরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । অমুপান বিবেচনা পূর্বক প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী সেবন করিবে । এই বাতগজাস্কুশ ঔষধ বাতশ্লেষ্মানাশক বলিয়া জানিবে ।

বৃহদ্ বাতগজাস্কুশঃ ।—

সূতং সূতং য়তং লৌহং গন্ধং তালক মাগ্নিকে ।
পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোম মগ্নিমন্ত্রঞ্চ টঙ্কনং ।
তুলাং খল্লৈ দিনং মর্দ্যং মুণ্ডী নিম্ভুণ্ডিকা দ্রবৈঃ ।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খদৈঃ সর্ববাত প্রশান্তয়ে ।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাস্কুশঃ ॥

বৃহদ্বাতগজাস্কুশ ।

রসসিন্দুর, লৌহ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাগ্নিক, হরীতকী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বিষ, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গনিয়ারী ও মোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক মুণ্ডারী রসে ও নিসিন্দাপাতার রসে ১ এক দিবস মর্দন পূর্বক ২ দুই রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । অমুপান বিবেচনায় প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে সাধ্য, অসাধ্য সকল প্রকার বাতরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(অম্পর্শবাতে)—তালকেশরো রসঃ ।—

রাস্নায়তা দেবদারু শুষ্ঠীবারিষ্ণুং শৃতং ।

সগুণ্ডলুং পিবেৎ ক্কাথ মনুপানং সুখ্যাহং ।

একভাগো রসশাতঃ শুদ্ধ তালৈক ভাগতঃ ।

জ্যৈষ্ঠীয়া বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকাসুভতশ্চরেৎ ।

একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ ছায়ায়া মুপবেশয়েৎ ।

তালকেশরো নামোহয়ং যোগোহম্পর্শ বিনাশনঃ ॥

অম্পর্শবাতরোগে—তালকেশ্বর রস ।

রস সিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ এবং গুড় ১০ ভাগ, প্রথমতঃ রসসিন্দুর, হরিতাল ও সিদ্ধি চূর্ণ করতঃ তৎপরে গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইহার একটি করিয়া বটীকা সেবন করিবে এবং রাস্না, জ্বরঞ্চ, দেবদারু, শুষ্ঠী, এরণ্ড মূল ও গুণ্ডলু ইহাদের ক্কাথ পান করিবে এবং রৌদ্রবিহীন স্থানে অর্থাৎ ছায়ায় উপবেশন করিবে । এই তালকেশ্বর রস সেবন করিলে অম্পর্শ-বাত রোগ অর্থাৎ অঙ্গের স্পর্শহীনতা নিবারিত হইয়া থাকে ।

(সূচীবাতে)—তালটৈরবী ।—

তালগন্ধ রসাহীন্দ্র টঙ্কব্যোবং মহিস্কুলং ।

পিষ্টাদ্র স্বরটৈঃ কুর্গ্যাৎটিকাং মুদগমানতঃ ।

মাসেবতাং নিহন্ত্যাশু বাতশ্লেষাভবানু গদানু ।

এহণী বহ্নিমান্দ্যার্শঃ সূচীবাতং সশৈত্যকং ।

সূচীবাতে—তালটৈরবী ।

হরিতাল, গন্ধক, অহিফেন, মোহাগার খৈ, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও হিঙ্গুল ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দন পূর্বক সুগপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ জনিত রোগ, এহণী, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, সূচীবাত (যে বায়ু দ্বারা রোগীর অঙ্গ একেবার অমাড় হয়, সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলেও রোগীর মাড় হয় না তাহাকে সূচীবাত বলে) এবং শৈত্য (শরীর বা অঙ্গাদি হিম হওয়া) নিবারিত হয় ।

(বাতশ্লেষ্মণি)—আনন্দটৈরবঃ ।—

পারদং গন্ধকং লৌহ মল্লকং বিষমেবচ ।

সমাংশং মরিচক্ষাকৌ টঙ্কণঞ্চ চতুগুণং ।

ভৃঙ্গরাজ রটৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চান্নদাড়িটৈঃ ।

গুজ্জাদ্বয়ং পর্ণখটৈঃ খাদেৎ সোহয়ং নিহন্ত্যামুন ।

বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং রোগং মন্দাগ্নিং ঐহণী জ্বরান্ ।

অরুচীং পাণ্ডুতাকৈব মেদোজং নাশয়েদ্ প্রবং ॥

বাতশ্লেষ্ম রোগে—আনন্দ ভৈরব ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একএক ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ এবং মোহাগার খৈ ৪ ভাগ, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করিয়া ১ বার ভৃঙ্গরাজের রসে এবং ৭ সাতবার অন্ন দাড়িমের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটী পানের রসের সহিত সেবন করিলে পঞ্চবিধ বাত, বাতশ্লেষ্মোদ্ভব রোগ সকল, মন্দাগ্নি, ঐহণী, সর্বপ্রকার জ্বর, অরুচি, পাণ্ডুরোগ এবং মেদোজরোগ সমুদায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(শীতে)—শীতারিরসঃ ।—

রসেনগন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবা বহ্নিরমৈর্বিভাবাং ।

পক্বার্ক পত্রস্ত রসেন যত্নাদ্ বিপাচয়েদষ্টগুণেন পশ্চাৎ ।

রসার্কভাগেন বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদ্বিজ্জলে ক্ষণান্ততঃ ।

শীতারিসংজ্ঞো হি রসায়ণশ্চ বলতত্তদর্কং মরিচাদ্র্যকেন ।

মরিচচূর্ণেন স্নতেন বাপি সেবেত মাংসং সম্বতঞ্চ পথ্যং ॥

শীতবাত্তে—শীতারিরস ।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ লইয়া পুনর্নবা ও রক্তচিতার মূলের রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া, পক্ব আকন্দ পাতার ৮ গুণ রসে পাক করিয়া, তৎসহ পারদের অর্দ্ধাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা রক্তচিতার মূলের রসে কিছুকাল পাক করিয়া ৩ রতি প্রমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধের নাম “শীতারিরস”, ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ণ ঔষধ বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ মরিচ চূর্ণ ও আদার রস অথবা মরিচ চূর্ণ ও স্নত অল্পপান সহ সেবন করিয়া স্তম্ভসংযুক্ত মাংসরস পুথ্য করিবে ।

• শীতবাতস্ত লক্ষণং ।—

হিময়ন্তি চ গাত্রাণি বোমাঞ্চক্ষুরিতানি চ ।

শীরোহক্ষি বেদনালম্ভং শীতবাতস্ত লক্ষণং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বাतरোগাধিকারঃ ।

• শীতবাতের লক্ষণ । •

সর্দাঙ্গ হিম, রোমাঞ্চ, অঙ্গক্ষুরণ এবং আলম্ভ ; এই সকল শীতবাতের লক্ষণ বলিয়া জানিবে ।

ইতি শ্রীরাম মাণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে

বাতব্যাদির চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ ।

বৎসাদনী কাথঃ ।—

বৎসাদন্যাস্তবঃ কাথঃ পীতো গুগ্গুলুসংযুতঃ ।

সমীরণ সমাযুক্তং শোণিতং সংপ্রসাধয়েৎ ॥

অতঃপর বাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

বৎসাদনী কাথ ।

গুলঞ্চ ২ তোলা, পার্কার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের এবং শেষ /৯০ অর্দ্ধপোয়া ।
এই কাথে উপযুক্ত মাত্রায় গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত
রোগের প্রশমন হইয়া থাকে ।

বামাদি কাথঃ ।—

বামাণ্ডুচী চতুরঙ্গুলানামেরণ্ড তৈলেন পিবেৎ কষায়ৎ ।

ক্রমেণ, সর্বদা জমপ্যাশেবং জয়েদমৃগাতভবং বিকারং ॥

বামাদি কাথ ।

বামক, গুলঞ্চ ও সোণালু ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা,
পার্কার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ
দিয়া পান করিলে সর্বদা গত বাতরক্ত জনিত বিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মুণ্ডতিকাচূর্ণং ।—

লীঢ়া মুণ্ডতিকা চূর্ণং মধুসপিঃ সমন্বিতং ।

ছিদ্রাকাথং পিবন্ হস্তি বাতরক্তং শুদ্ধস্বরং ॥

মুণ্ডতিকা চূর্ণ ।

মুণ্ডরী চূর্ণ মধু ও ছতসহ মিশ্রিত করতঃ লেহন করিয়া, পশ্চাৎ গুলঞ্চ
কাথ পান করিলে শুদ্ধস্বর বাতরক্ত বিনষ্ট হয় ।

গুড়হরীতকী ।—

তিস্রোহথবা পঞ্চ গুড়েন পথ্যা জঙ্ঘা পিষেচ্ছিন্নকৃৎকষায়ৎ ।

তদ্বাতরক্তং শময়ত্বাদীর্ণ মধোজানুসম্ভবমপি হুবশ্যং ॥

গুড়হরীতকী ।

তিনটী অথবা পাঁচটী হরীতকী পেয়ণপূর্বক সমভাগ গুড়ের সাহিত সেবন
করিয়া, পশ্চাৎ গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, আজানুস্কৃতিত অভ্যাস বাতরক্ত
রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

গুড়চ্যাঃ কাথঃ ।—

স্বতেন বাতং সগুড়ং বিবদ্ধং পিত্তং সিতাচ্যা মধুনা কফঞ্চ ।

বাতাশ্রমুগং কবুতৈলমিশ্রং গুণ্যামবাতং শময়েদ্গুড়চীঃ ॥

শুভ্র চীকাথ ।

শুল্ফের কাথ দ্ব্যতমহ পান করিলে বাতরোগ, শুভ্রসহ সেবন করিলে বিবন্ধ, চিনির সহিত সেবন করিলে পৈত্তিক রোগ, মধুর সহিত সেবন করিলে কফ, এরও তৈলসহ পান করিলে বাতরক্ত এবং শুষ্ঠীচূর্ণ সহ পান করিলে আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শুভ্র চ্যাঃ স্বরসাদয়ঃ ।—

শুভ্র চ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণয়া কাথমেব বা ।

প্রভূত কালমাসেবা মুচ্যতে বাতশোণিতং ॥

শুল্ফের স্বরসাদি ।

শুল্ফের স্বরস, কল্ক, চূর্ণ অথবা কাথ ইহার যে কোন একটী অনেক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে নিশ্চয়ই বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

পটোলাদিঃ ।—

পটোলকটুকী ভীরু ত্রিফলায়ুত সাধিতং ।

কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতং ॥

পটোলাদি ।

পলতা, কটকী, শতমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শুল্ফ ; ইহাদের কাথ পান করিলে দাহ ও বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

লেপমেকো ।—

গোধূমচূর্ণাঙ্গপয়ো যুতঞ্চ সচ্ছাগদ্রুন্ধো রুবুবীজ কল্কঃ ।

লেপে বিধেয়ং শতধৌত মর্পিঃ সেকৈ পয়শ্চাবিকমেব শস্তং ॥

লেপ ও সেক ।

গোধূমচূর্ণ ও ছাগ দ্রুক্ষ, অথবা ছাগস্থত বা ছাগদ্রুক্ষ ও এরও বীজের কল্ক অথবা শতধৌত যুত ইহাদের দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা ছাগ দ্রুক্ষ দ্বারা মেচন করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয় ।

প্রলেপঃ ।—

লেপঃ পিষ্টান্তিলান্তদ্রুক্ষাঃ পয়সিনিধূতাঃ ॥

প্রলেপ ।

দ্রুক্ষসহ তিল পেষণ করিয়া তাহা ভর্জন করিবে, পুনরায় তৎসহ দ্রুক্ষ মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবারিত হয় ।

কটুকাদি কল্কঃ ।—

কটুকায়ুত মর্চ্যাহ্বা শুষ্ঠী কল্কং সমাঙ্কিকং ।

গোমূত্র পীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতং ॥

কটুকাদি কল্ক ।

কটুকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গুহণ-পূর্বক গোমুত্র সহ পেষণ করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফসংযুক্ত বাতরক্ত রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় ।

গুড়ুচীঘৃতং ।—

গুড়ুচী কাথ কল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং ।

হন্তি বাতং তথারক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরং ॥

গুড়ুচী ঘৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৮ চারি সের ; কাথার্থ কুটিত গুলঞ্চ ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ঘোল সের এবং কল্কার্থ কুটিত গুলঞ্চ ১ সের এবং গব্যদুগ্ধ ৮ চারি সের । যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত ও দুস্তর কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

অমৃতাদ্যং ঘৃতং ।—

অমৃতামধুকং দ্রাক্ষা ত্রিকলা নাগরং বলা ।

বাণারথধ্বশটীর দেবদারু ত্রিকণ্টকাঃ ।

কটুকা সবরীকৃষ্ণাকাশ্মর্যাস্ত ফলানি চ ।

রাস্না গোক্ষুর গন্ধর্ব্ব রুদ্ধদার ঘনোৎপলৈঃ ।

কল্কৈরেভিঃ সঠৈঃ স্তত্রা সর্পিঃ প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

ধাত্রীরসং সমং দত্ত্বা বারি ত্রিগুণ সংযুতং ।

সমাক্দিদ্বস্তু বিজ্ঞায় ভোজ্যে পানে চ শস্যতে ।

বহুদোষাবৃত্তিতং বাতং রক্তেন সহ ঘৃষ্ণিতং ।

উত্তানঞ্চাপি গন্তীরং ত্রিকজ্জোরুজানুকং ।

ক্রৌঞ্চুণীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে ।

বাতরোগোপসৃষ্টস্ত বেদনা মপি দুস্তরাং ।

মূত্রকৃচ্ছ্র মুদাবর্তং প্রমেহং বিষমজ্বরং ।

এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্ত কফোপিত্তান্ ।

সর্বকালোপযোগেন বলবর্ণাণ্ডিবর্দ্ধনঃ ।

অশ্বিভ্যাং নির্মিতং শ্রেষ্ঠং স্নাতমেতন্মহোত্তমং ॥

অমৃতাদ্য ঘৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ৮ চারিসের, আমলকীর রস ৮ চারিসের, জল ১৬ ঘোল সের । কল্কার্থ গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস্, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, বেড়েলা, রাস্না, সোণালু ফল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটুকী, শতা-

বরী, পিপ্পল, গাভারী কল, এরণ্ডমূল, বিস্তাড়ক বীজ, মুখা ও মীলোৎপল ; এই সকল কুটিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের পরিমাণে গ্রহণপূর্বক যথানিয়মে স্নাত পাক করিবে । এই স্নাত পানীয় ও ভোজ্যবস্তুর সহিত প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই অমৃতাদ্য স্নাত দ্বারা বহুদোষ সমন্বিত উত্তান, গস্তীর, ত্রিকদেশ, জজ্বা, উক ও জন্মসংশ্লিত বাতরক্ত, ক্রোষ্ঠীশীর্ষ, মহাশূল, সুদাক্ষণ আমবাত, বাতরোগোপন্থক দাক্ষণ বেদনা, মুত্রকৃচ্ছ, উদাবর্ত, প্রমেহ, বিষম জ্বর এবং বাত, পিত্ত ও কফজনিত রোগ সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় । এই স্নাত নিত্য সেবন করিলে শরীরের বল, বর্ণ এবং আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

দশপাক বলাতৈলং ।—

বলা কষায় কল্কার্য্য তৈলং ক্ষীর চতুর্গুণং ।

দশপাকং ভবেদেতদ্বাতাস্থাতপিত্তজিৎ ।

ধন্যং পুংসাং বলকৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনং ।

রক্তযোনি বিকারয় মেতদ্বাতবিকারগুৎ ॥

দশপাকবলাতৈল ।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৪ চারিসের । ক্বার্থ বেড়েলা ৮ সের, পাক নিষিতক জল ৬৪ সের এবং শেষ ১৬ যোলসের । কল্কার্য্য বেড়েলা কুটিত ১ এক সের এবং গব্যদুগ্ধ ১৬ যোলসের । যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া লইবে । পাক সমাপ্ত হইলে পুনর্বার ঐ তৈলে ১৬ সের দুগ্ধ এবং ১৬ সের বেড়েলার ক্বার্থ প্রদান করিয়া দ্বিতীয়বার পাক করিবে । এই প্রকার ১০ দশবার পাক করিয়া, ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে । ইহা দ্বারা বাতরক্ত, বাতিকরোগ ও পৈত্তিকরোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহা পুরুষদিগের বলজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং স্ত্রীদিগের রক্ত ও যোনিবিকার নাশক ও সর্ষবিধ বাতবিকার বিনাশক বলিয়া জানিবে । এই বলতৈল দশবার পাক করিয়া লইতে হয় বলিয়া ইহাকে “দশপাক বলাতৈল” বলে ।

পিণ্ডতৈলং ।—

সমধুচ্ছিষ্ট মঞ্জিষ্ঠং সমজ্জরস শারিবং ।

পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তরূজাপহং ॥

পিণ্ডতৈল ।

জিল তৈল ৪ চারিসের ; জল ১৬ যোলসের । কল্কার্য্য মধুচ্ছিষ্ট (মোম), ধুনা ও মঞ্জিষ্ঠা এবং অনন্তমূল সমভাগে সমস্তে ১ একসের । যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে নিশ্চয়ই বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গুড়ুচীতৈলং ।—

গুড়ুচী কাথ কল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবং ।

গুড়ুচী কল্ক সংযুক্তং তস্য বীৰ্য্যং শৃণু পৃথক্ ।

বাতিকং পৈত্তিককৈব শ্লেষ্মিকং শান্নিপাতিকং ।

গদমূৰ্ছাং জয়তোষ গুড়ুচী তৈল সংজ্ঞকঃ ।

অসাধ্য বাতরক্তে চ তথা দুষ্কৃত্রণেষু চ ।

আমবাতেষু গৃধ্রম্যাং ত্রুণদোষে চাববাহকে ।

বাতরক্ত গদানাশু হস্ত্যাংদেব ন সংশয়ঃ ।

এষ তৈলবরঃ শ্রেষ্ঠো বাতরক্ত নিসূদনঃ ॥

গুড়ুচীতৈল ।

মুচ্ছিত তিল তৈল ৪ চারিসের ; কাথার্থ গুলঞ্চ ৮ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ গুলঞ্চ কুটিত ১ একসের । যথা-বিধানে এই তৈল পাক করিবে । এই গুড়ুচী তৈল গাত্ৰাদিতে মর্দন করিলে বাতিকরোগ, পৈত্তিকরোগ, শ্লেষ্মিকরোগ, শান্নিপাতিকরোগ, মূৰ্ছারোগ, অসাধ্য বাতরক্ত, দুষ্কৃত্রণ, আমবাত, গৃধ্রমী, ত্রুণদোষ ও অববাহক বাত-ব্যাধি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় ।

মহাপিণ্ডতৈলং শারিবাণ্ডতৈলম্ ।—

শারিবারিষ্ট কুশ্মাণ্ড পোতকী ভস্মকা ঘনা ।

গুড়ুচী কাথ দুগ্ধাভ্যাং কর্ষরঙ্গরসেন চ ।

পচেতৈলঞ্চ তিলজং দত্ত্বৈতানি ভিষগ্বরঃ ।

কাকোলৌ জীরকেমেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ ।

জিঙ্গীমিক্খাম্বতানন্তা সর্জ্জ মৈন্ধব চন্দনৈঃ ।

হন্যাংদাতামৃজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতন্তথা ।

চর্ম্মদলঞ্চ পামাদীন্ ত্রুণদোষঞ্চ বিপাদিকং ।

কুষ্ঠান্যার্ষাংসি সর্বাণি ত্রণশোথ ভগন্দরং ।

নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈর্যোহভির্বাঙ্কিতঃ ।

যন্ন হন্যাং প্রমস্ছেত পিণ্ডতৈলং মহৎ স্মৃতং ।

মহাপিণ্ডতৈলমেতৎ কেচিদাহঃ শারিবাণ্ড্যং ॥

মহাপিণ্ডতৈল বা শারিবাণ্ড তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৪ চারিসের ; গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও কামরাদ্ধার-রস ১৬ ষোলসের । কাথার্থ অনন্তমূল, নিমছাল, কুশ্মাণ্ড, পোতকী (পুঁই-শাক), ভস্মকা (বিড়ঙ্গ), ঘনা (মাষাণী) এবং গুলঞ্চ ; এই সকল কুটিত

দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্রার্থ ৬ যোদসের । কন্ধার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদ, মহা-মেদ, শলুফা, ক্ষিরিণী (দ্রুদলেগাছ), জিঙ্গী (মঞ্জিষ্ঠা), সিকথ (মোম), অনন্তমূল, পুনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন ; এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে ১১ সের গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে কুটি ও করিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে তৈল পাক করিবে । এই তৈল উপরোক্ত নিয়মে গাত্রাদিতে মর্দন করিলে স্ফুটিত গলিত সোণ বাতরক্ত, চর্ম্মদগ্ধ, পায়, স্বেদোদ, বিপাদিকা, কুষ্ঠ, সর্করাধি অর্শ, ব্রণশোথ, ভগন্দর এবং নাসিকা ও বাতরক্ত জনিত চক্ষুর বিকার সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই মহাপিষ্টতৈল বা শারিবাঙ্গ তৈল আতীত উৎকৃষ্ট ও সামগ্রিক উপকারী বলিয়া জানিবে ।

বাতরক্তান্তকোরমঃ ।—

বরমহিব লেচনোদর সন্নিভবদনম্য

গুগ্গুলোঃ প্রস্থং প্রক্ষিপ্য তোররাশৌ

ত্রিফলাক মথোক্ত পরিমাণং ।

ত্র্যত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নে ন ।

বিপচেত্তদপ্রমত্তেন্দরব্যাসংঘট্টয়মুত্তর্য্যুৎসৃজ্যৎ ।

অন্ধক্ষয়িতং তোরজাতং জ্বলনম্য সম্পাৎক্যৎ ।

অবতর্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সম্পাদয়েৎ পাত্রে ।

মান্দ্রী ভূতে তস্মিন্নবতর্য্যাহিমোপলপ্রথ্যে ।

ত্রিফলা চূর্ণাঙ্গপলং ত্রিকটুচূর্ণং বড়ক্ষমাণং ।

ক্রিমিরিপুচূর্ণাঙ্গপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিরদন্ত্যোঃ ।

পলমেকং গুড়ুচ্যাপি দত্ত্বা সংমুচ্ছ্য যত্নে ন ।

উপমুজ্যাসমুপানং যুবাং তোরং সুগন্ধিসলিলকং ।

ইচ্ছাহার বিহারীভৈষজ্য মুণযুজ্যসর্বকালমিদং ।

তনুবেধিবা তশোণিত মেকজমথ দ্বন্দ্বজকিরোথিতঞ্চ ।

জয়তিসুতং পরিশুদ্ধং স্ফুটিতঞ্চানুজঞ্চাপি ।

ত্রণকাস কুষ্ঠং গুল্মশয়থুদরপাণ্ডুমেহাংশচ ।

মন্দাগ্নিক বিবদ্ধং প্রমেহ পীড়কাংশচ নাশয়তাংশু ।

সততমিত্য সেব্যমানঃ কলাবসাধ্যং নিহন্তায়ং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বাতরক্তাধিকারঃ ।

বাতরক্তান্তক রস ।

প্রথমতঃ মহিষের চক্ষুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট গুগ্গূল ১/২ দুইসের, ত্রিফলা সমভাগে সমস্তে ১/২ দুইসের এবং গুলঞ্চ ১/৪ চারিসের পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক ৬৪ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উক্ত কাথ পাক করিয়া ঘন হইলে পশ্চাৎ নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। চূর্ণিত দ্রব্য— ত্রিফলা চূর্ণ সমভাগে সমস্তে ৪ চারি তোলা, শুষ্ঠী চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ চারি তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ২ তোলা, দস্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং গুড় চী চূর্ণ ৮ তোলা (কেহ কেহ “গুড় চী চূর্ণ” না দিলেও হয় বলিয়া থাকেন)। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পূর্বক সুগন্ধি শীতল জল অম্লপান করিবে। পরন্তু এই ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করা যায়। ইহা দ্বারা আবয়ুক্ত পরিশুদ্ধ জাম্বুপর্ষ্যন্ত স্ফুটিত একজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরকালোথিত বাতরক্ত, ত্রণ, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, শোথ, উদর, পাণ্ডু, মেহ, মন্দাগ্নি, বিবদ্ধ, প্রমেহ পীড়কা এবং কলিকালে যে সমস্ত রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত তাহাও নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইতি জীৱাম মণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ উরুস্তস্তাধিকারঃ ।

উরুস্তস্তস্য সাধারণ চিকিৎসা ।—

উরুস্তস্তে বিধির্ধোন বাতকোপীকফা পহঃ ।

যুক্ত্যাজিত্বা কফং রৈকৈঃ পশ্চাদ্বাতং জয়েদ্বিষক্ ॥

অতঃপর উরুস্তস্ত রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

উরুস্তস্তের সাধারণ চিকিৎসা ।

যে প্রকার চিকিৎসা করিলে বায়ু কুপিত না হয় অথচ শ্লেষ্মার নিবারণ হয়, উরুস্তস্ত রোগে সেই প্রকার চিকিৎসাই করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধি সহকারে অতি সাবধানে প্রথমে কফকে নিবারণ করিয়া, পশ্চাৎ বায়ু নিবারণের চেষ্টা করিবে ।

উরুস্তস্তে সুপথ্যানি ।—

পুরাণশালিষ্ঠামাক যবকোদ্রব ভোজনং ।

অন্নতৈর্জ্জ্বলৈ রসৈঃ শাকৈশ্চ লবণৈর্হিতং ।

বাস্তুকং বায়ুদীনিষ বেত্রাণ কুলকাদিভিঃ ॥

উরুস্তম্বরোগের সুপথ্য ত্রয়া ।

পুরাতন শালি বা শ্যামাক ধান্যের অন্ন, যব, কোত্রব (কোদোধান্ড), স্বত বিহীন জাজ্বল মাংসের রস, শাক, লবণ, বাস্তুক (বেতো) শাক, বায়সী (কাকমাটী) শাক, নিম্বপত্র, বেতাত্র (বেতাঙ্) ও কুলক (পটোলকল) ; এই সকল উরুস্তম্বরোগে সুপথ্য বলিয়া জানিবে ।

উরুস্তম্ভে কফান্তকক্রিয়া ।—

শুকমূল কষায়েন পটোলম্ভ রসেন বা ।

কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামঃশীতানং শক্যোযু যোজয়েৎ ।

স্থানান্যাক্রাময়েৎ প্রাতঃ প্রতিশ্রোতোনদীস্বরেৎ ॥

উরুস্তম্ভে কফ নাশক ক্রিয়া ।

উরুস্তম্বরোগীর কফ নাশার্থে রোগীকে শুক মূলের কাথ বা পটোলের রস দ্বারা শীতান, ব্যায়াম, প্রাতঃকালে উচ্চস্থানাক্রমণ অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে লঙ্ঘন এবং শ্রোতোবাহিনী নদীর প্রতিকূলে মন্তরণ করিতে দিবে ।

শিলাজতুনাং প্রয়োগঃ ।—

শিলাজতুং গুগ্গুলুমা পিপ্পলীহাথ নাগরং ।

উরুস্তম্ভে পিবেন্নুত্ৰৈর্দশমূলীরসেন বা ॥

শিলাজতু প্রভৃতির প্রয়োগ ।

শিলাজতু, গুগ্গুলু, পিপুল অথবা শুষ্ঠী ; ইহাদের যে কোন একটীর চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্র সহ অথবা দশমূলের রসের (অভাবে কাথসহ) পানিত উরুস্তম্বরোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ভল্লাতকাদিঃ ।—

ভল্লাতকামৃতাশুষ্ঠী দারুপথ্যা পুনর্নবা ।

পঞ্চমূলীদ্বয়োন্নিশ্চ। উরুস্তম্ভ নিবর্হণাঃ ॥

ভল্লাতকাদি ।

শোধিত ভেলার আঠি, গুলঞ্চ, শুষ্ঠী, দেবদাক, হরীতকী, পুনর্নবা এবং পঞ্চমূল (বেল, সোণা, পাকুল, গাজারী, গণিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, হুতী, কটকারী ও গোক্ষুর), এই সকল কুটিত ত্রয়া সমভাগে সমস্তে ১ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে উরুস্তম্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পিপ্পল্যাদিঃ ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল ভল্লাতকাথ এব বা ।

কল্কে বা সমধুর্দেয় উরুস্তম্ভ বিনাশনঃ ॥

পিপ্পল্যাদি ।

পিপুল, পিপুল মূল এবং শোধিত ভেলার আঠি সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ মধুসহ পান করিলে ; অথবা পূর্বোক্ত দ্রব্য ত্রয়ের সমভাগ কল্ক পেয়ণ পূর্বক মধুর সহিত সেবন করিলে উকৃন্তরোগ বিনষ্ট হয় ।

যোগত্রয়ম্ ।—

দারুচব্যাঞ্জি পথান্নাং কল্কক মধুনা লিহেৎ ।

ত্রিকলা চবা কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ ।

উরুস্তম্ভ বিনাশায় পুরং মূত্রেন বা পিবেৎ ॥

যোগত্রয় ।

দেবদাক, চইয়ের মূল ও হরীতকী অথবা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, কটুকী ও পিপুল মূল জলসহ পেয়ণ পূর্বক মধুসহ, লেহন করিয়া সেবন করিলে ; কিম্বা শোধিত গুগ্গুলু গোমূত্র সহ সেবন করিলে উকৃন্তরোগ নিবারিত হয় ।

চব্যাংদিকল্কঃ ।—

চব্যাভয়াগ্নি দারুণাং সমধুঃ সাদুরু গ্রহে ॥

চব্যাংদিকল্ক ।

চই, হরীতকী, রক্তচিতার মূল এবং দেবদাক ইহাদের সমভাগ-কল্ক মধু সহ সেবন করিলে উকৃন্ত নিবারিত হয় ।

প্রলেপঃ ।—

কল্কোদিহেচ্চ মূত্রাদৈঃ করঞ্জফল সর্ষপৈঃ ।

ক্ষৌদ্র সর্ষপবল্লীক মৃত্তিকা সংযুতঃ ভিষক্ ।

গাত্রোৎসাদনং কুর্যাদুরুস্তম্ভে প্রলেপনং ॥

প্রলেপ ।

উহর করঞ্জফল ও সর্ষপ গোমূত্র সহ পেয়ণ করিয়া উদ্ধার। প্রলেপ দিলে ; অথবা সর্ষপ ও বল্লীক মৃত্তিকা (উয়ের মাটি) বাটিয়া মধুসহ মিশ্রিত করতঃ গাত্ররূপে মর্দন করিলে বা পুঙ্ক করিয়া প্রলেপ দিলে উকৃন্তরোগ নিবারিত হয় ।

কুষ্ঠান্নাং তৈলং ।—

কুষ্ঠশ্রীবৈকোদীণ্য শরলং দারু কেশরং ।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলৈস্তৈঃ সার্বপং পচেৎ ।

সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তন্মাদুরুস্তম্ভাদিতঃ পিবেৎ ॥

কুষ্ঠাদ্য তৈল ।

• সার্ষপ তৈল ১৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ কুড়, ত্রিবেষ্টক (লোঁহান অর্থাৎ নবনীত খোচী), বাল্য, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগ সমস্তে ১ একসের তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথারীতি তৈল পাক করিয়া লইবে । এই তৈল উপ-যুক্ত মাত্রায় মধুসহ পান করিলে উষ্ণস্তম্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

• মৈন্ধবাদ্যং তৈলাদি ।—

মৈন্ধবাদ্যং হিতং তৈলং দর্বাভয়তণ্ডগুণ্ডলুঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণ্যবুরুস্তস্তাধিকারঃ ।

মৈন্ধবাদ্য তৈলাদি ।

সার্ষপ তৈল ৪ চারিসের, কাঁজি ৫২ বত্রিশসের । কল্কার্থ মৈন্ধবলবণ ২ দুইপল, শুষ্ঠী ৫ পাঁচপল, পিপুল মূল ও রক্তচিত্রার মূল প্রত্যেকে ২ দুইপল এবং শোধিত ভেলার আঠি ২০ বিংশতি সংখ্যক । যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে । ইহাকেই মৈন্ধবাদ্য তৈল বলা যায় । উষ্ণস্তম্বরোগী এই মৈন্ধবাদ্য তৈল, পুনর্নবা গুণ্ডলু ও অমৃতাপুগুণ্ডলু সেবন করিলে নিশ্চ-য়ই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে । উক্ত মৈন্ধবাদ্য তৈল বাতব্যাধি রোগে এবং পুনর্নবাগুণ্ডলু ও অমৃতাপুগুণ্ডলু বাতরক্তাধিকারে উক্ত আছে জানিবে ।

ইতি ত্রিরাম মাণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

উষ্ণস্তম্বরোগী সমাপ্ত ।

অথামবাতাধিকারঃ

লঙ্ঘনং শ্বেদনং তিক্তং দীপনং কটুকানি চ ।

রেচনং স্নেহশাষ্ণক বস্তুরশ্চামমারুতে ।

মৈন্ধবাদ্যোনাং বাক্য ফারবস্তিঃ প্রশস্তে ॥

অনন্তর আমবাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

আমবাতরোগের চিকিৎসা ।

লঙ্ঘন, শ্বেদ, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক ও কটু দ্রব্য, বিরেচন, স্নেহপান ও বস্তিশোধন এবং মৈন্ধবাদি তৈলের অম্বাসন প্রয়োগ ; এই সমস্ত দ্বারা আমবাত রোগীর চিকিৎসা করিবে ।

পঞ্চকোলাদিঃ ।—

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধঃ পানান্নমিষাতে ।

রুক্ষশ্বেদে বিধাতব্যো বাস্তুকাপুটকৈস্তথা ॥

পঞ্চকোলাদি ।

আমবাতরোগে পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, বক্রচীতামূল ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্যসহ পাক করা জল বা অন্ন এবং বালুকার পুটলী দ্বারা রূক্ষশ্বেদ প্রয়োগ করিবে ।

রাস্নাদশমূলং ।—

দশমূলান্নতৈরগু রাস্না নাগরদারুভিঃ ।

ক্কাথো রুব্বকতৈলেন সামং হস্তানিলং গুরুং ॥

রাস্না দশমূল ।

দশমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, পাকুল, গনিয়ারী, গান্ধারী, শালপানী, চাকুলে, রহতী, কন্ঠকারী ও গোক্ষুর; গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুষ্ঠী ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রাস্নাপঞ্চকং ।—

রাস্না গুড়ুচী মেরণ্ড দেবদারু মহৌষধং ।

পিবেৎ সর্বাঙ্গকে বাতে সাম্যে সন্ধ্যাহ্নিমজ্জগে ॥

রাস্নাপঞ্চক ।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথ পান করিলে সর্বাঙ্গ, সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাগত আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নাগরং স্নাতং ।—

নাগরক্কাথ কল্কাভ্যাং স্নতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনোদকেন বা ।

বাতশ্লেষ্মা প্রশমনমগ্নিসন্দীপনং পরং ।

নাগরং স্নতমিত্যুক্তং কট্যামশূল নাশনং ॥

নাগর স্নাত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্নাত /৪ চারিসের । ক্কাথার্থ কুটিত শুষ্ঠী /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্কাথ ১৬ বোলসের এবং কল্কাার্থ কুটিত শুষ্ঠী /১ একসের । খানিয়মে এই স্নাত পাক করিবে । অথবা /৪ চারিসের স্নাত, ১৬ বোলসের জল ও /১ একসের কুটিত শুষ্ঠী সহ যথাবিধানে স্নাত পাক করিবে । এই নাগর স্নাত প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা ও কটী-বিশেষ আমশূল বিনষ্ট হয়, এবং ইহা অগ্নির উদ্দীপক বলিয়া জানিবে ।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈলং ।—

সৈন্ধবং শ্রেয়সীং রাস্নাং শতপুষ্পাং যমানিকাং ।
 মর্জ্জিকাং মরিচং কুষ্ঠং শুষ্ঠীং সৌবর্চলং বিড়ং ।
 বচাজমোদা লবণং পৌষ্করং মধুকং কণা ।
 এতানর্দ্ধৈপলাংশানি স্নান্ধুপিষ্টানি দাপয়েৎ ।
 প্রহং মেরুতৈলস্ত প্রস্থামুশতপুষ্পজং ।
 কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা যস্ত চ দ্বিগুণন্তুথা ।
 এতৎ সত্ত্বতসত্ত্বারং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ।
 সিদ্ধ মেতৎ প্রয়োক্তব্য মামবাতহরং পরং ।
 পাণাভাঞ্জন বস্তো চ কুরতেহগ্নিবলং ভৃশং ।
 বাতার্ভ বজ্জগে শস্তং কটীজানুরুসন্ধিজে ।
 শূলে স্বপার্শ্বজেক্ষু হস্তাশ্মরি নিপীড়িতে ।
 বাহ্যায়ামেহর্দিত মেহে হস্তরুদ্ধি নিপীড়িতে ।
 অন্যাংশানিলজানোগান্নাশয়েদাশু দেহিনাং ॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল ।

মুচ্ছিত এরণ্ড তৈল /৪ চারিসের ; কাঁজি /৮ আটসের, দধিরমাং /৮ আটসের । কাথার্থ কুট্টিত শলুফা /৪ চারিসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের । কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, রাস্না, শলুফা, যমানী, মর্জ্জিকাকার, মরিচ, কুড়, শুষ্ঠী, সৌবর্চললবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), যক্ষিমধু ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ স্বথাবিধানে মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিবে । এই বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল শ্রেষ্ঠ আমবাত নাশক । ইহা শান, অভাঞ্জন ও বস্তুরূপে প্রয়োগ করিলে রোগীর অগ্নির বল বৃদ্ধিত হয় এবং বজ্জগ, কটী, জাহ্ন, উক, সন্ধি, হৃদয় ও পার্শ্বদেশের বাতজনিত শূল, মূত্রকুষ্ণ, অশ্মরী, বাহ্যায়াম, অর্দিত, মেহ, অস্ত্ররুদ্ধি এবং অত্রাত্ত বাতজরোগ সকল আশু নিবারিত হয় ।

অলম্বুবাদ্য চূর্ণং ।—

অলম্বুবাং গোক্ষুরকং গুড়ুচীং বৃদ্ধদারকং ।
 পিপ্পলীন্ত্রিব্রতাং মুস্তং বরুণং সপুঁনর্বৎ ।
 ত্রিফলানাংগরুৈব স্নান্ধুচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
 মস্তারনাং তক্রৈণ পয়োমাংস রসেন বা ।
 আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বরথুং সন্ধিসংস্থিতং ॥

অলম্বুষাদ্য তৈল ।

অলম্বুষা (মুণ্ডুরী), গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিস্তাড়ক, পিপুল, তেউড়ীগুল, মুখা, বকণরফের ছাল, পুনর্নবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তম প্রকার চূর্ণ করিয়া লইবে । এই অল-
ম্বুষাদ্য চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্বক মস্ত (দধিরমাং), আরনাল (কাঁজি), তরু (ঘোল), পয়ঃ (দুগ্ধ) ও মাংসরস (মাংসের ঘৃষ) ইহাদের
যে কোন একটীর সহিত সেবন করিলে আমবাত এবং সন্ধিস্থানগত শোথ,
নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় ।

যোগরাজ গুণ্ণলুঃ ।—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানীং কাবরীভুগা ।
বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ জীরকং সুরদারু চ ।
চবোলাং মৈন্ধবং কুঠং রাস্না গোক্ষুর ধান্যকং ।
ত্রিফলাং মুস্তকং বোমং ত্রুশীরং যবাংগ্রজং ।
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
যাবন্তোতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্ত গুণ্ণলুং ।
সংমর্দ্য মর্পিষাংগাঢ়ং স্নিদ্ধভাগে নিধাপয়েৎ ।
ততোমাত্রং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি ।
যোগরাজ ইতি খ্যাতে যোগোন্নয়নমুতোপমঃ ।
আমবা তাড়্য বাতাदीনু ক্রিমিদ্ৰুগে ত্রণানপি ।
প্লীহাশূলোদরানাহ দুর্গামানি চ নাশয়েৎ ।
অগ্নিক কুরতে দীপ্তং তেজোরদ্ধিং বলন্তথা ।
বাতরোগানু জয়তোষ সন্ধিমজ্জাগতানপি ॥

যোগরাজ গুণ্ণলুঃ ।

রক্তচিতার মূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরক,
দেবদারু, চই, এলাচি, মৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনিয়া, হরীতকী,
আমলকী, বহেড়া, মুখা, পিপুল, শুষ্ঠী, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার,
তালীশপত্র ও তেজপত্র ; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্বক
উত্তমরূপে স্ফ্রম চূর্ণ করিবে । এবং এই সকল চূর্ণের সমান পরিমাণে গুণ্ণলু
উহাতে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ গাঢ় হওয়া পর্যন্ত মর্দন করিবে । তৎপরে
উহা একটী স্নিদ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে । এই যোগরাজ গুণ্ণলু অমৃ-
তোপম ঔষধ বলিয়া জ্ঞানিবে । ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আম-
বাত, আচ্যবাত, ক্রিমি, দ্রুগত্রণ, প্লীহা, উদর, শূল, আনাহ, অর্শঃ এবং

সন্ধিগত ও মজ্জাগত বাতরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে । অধিকন্তু ইহা
অগ্নি, তেজঃ ও বলবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে ।

সিংহনাদগুণ্ণলুঃ ।—

পলদ্বয়ং কষায়স্ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতং ।
মৌগন্ধিক পলৈককং কোশিকস্ত্রিপলন্তথা ।
কুড়বৃক্ষিত্তৈলস্ত্র সর্বমাদায় যত্নতঃ ।
পাচয়েৎ পাকবিদৈদ্যঃ পাত্রে শৌহময়ে দৃঢ়ে ।
হস্তিবাৎ তথা পিত্তং শ্লেষ্মাং খণ্ডপঙ্গুতাং ।
শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হস্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা ।
কুষ্ঠানি বাতরক্তানি গুল্মশূলোদরানি চ ।
আমবাৎ জয়েদেতদপি বৈদ্যো বিবর্জিতং ।
এতদভ্যাস যোগেন জরাপলিতনাশনং ।
সপি স্তূল রমোপেত মশীয়াচ্ছালি যক্ষিকং ।
সিংহনাদ মিতি খ্যাতে রোগবার্ণ দর্পহা ।
বহুৈর্দ্বিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা ।
অত্রাহ ত্রিফলা কাথং পৃথক্ত্রিপলসম্মিতং ।
কিঞ্চিৎত্রিঘাতি চৈচরং স্নেহপাকোহধিকঃ খরঃ ॥

সিংহনাদ গুণ্ণলুঃ ।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; ইহাদের কাথ প্রত্যেকে ২ পল, মৌগ-
ন্ধিক (শোধিত গন্ধক) ১ পল, শোধিত গুণ্ণলু ১ পল এবং চিত্রতৈল (এরু-
তৈল) ১ একসের । এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া পাকবিদৈদ্য অতি
সাবধানে সুদৃঢ় লৌহপাত্রে পাক করিবে । এই সিংহনাদ গুণ্ণলু ঔষধ
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, খণ্ড, পঙ্গুতা, দুর্জ্জরশ্বাস,
পঞ্চবিধ কাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর ও আমবারোগ আরোগ্য হয় ।
ইহা নিত্য সেবন করিলে জ্বর ও পলিত বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনকারী
রোগী হৃত, তৈল ও মাংসরস সহ শালি ও যক্ষিক খাত্তের অন্ন ভক্ষণ
করিবেন । এই ঔষধ রোগরূপ হস্তীর দর্পনাশক বলিয়া সিংহনাদ গুণ্ণলু
নামে খ্যাত এবং দণ্ডপাণি কর্তৃক প্রকাশিত । ইহা অতীব অগ্নিবৃদ্ধি
কারক ।

রামবাণঃ ।—

পারদান্নতলবঙ্গ গন্ধকং ভাগ যুগ্ম মরিচেম সংমিশ্রিতং ।

অত্র জাতীফলমথার্কভাগিকং তিস্তিড়ী ফল রসেন মর্দিতং ।

মাষমাত্র মনুপান যোগঃ সদ্য এব জঠরাগ্নি দীপনঃ ।
 সেবতামখিল রোগ বারগং রামবাণ বটিকা রসায়নং ।
 সংগ্রহগ্রহণীপাণ্ডু রোগকং সামবাত স্বরদূষণং জয়েৎ ।
 বহিমান্দ্য দশবক্ত্র নাশনো বাতরোগ সমুদ্ভবং ।
 কুষ্ঠবিদ্রুধি ভগন্দরার্কুদং মাংস মজ্জাগত মপ্যাসৃদরং ।
 বাতরক্ত মুপদংশ দারুণং গ্লীহ গুল্মমপচীং গুদাস্কুরং ।
 শীর্ষ কর্ণ মুখ নেত্র নাসিকা রোগ মাশু বিনিহন্তি হেলয়া ।
 অনুপানং যুক্ত্যাদেয়ং দ্রব্যমধিপান মিতলবঙ্গ মনুপেয়ং ।
 নাগপত্র মরিচেন ভক্ষিতং সদ্য এব জঠরাগ্নি দীপনং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণাবামবাতাধিকারঃ ।

রামবাণ ।

শোধিত পারদ ২ ভাগ, শোধিত বিষ ২ ভাগ, লবঙ্গ ২ ভাগ, শোধিত
 গন্ধক ২ ভাগ ও মরিচ ২ ভাগ এবং জাতীফল ১০ অর্দ্ধভাগ, সমুদায় দ্রব্যগুলি
 গ্রহণ পূর্বক তৈতুলের রসে মর্দিত করতঃ ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত
 করিবে । এই রামবাণ বটীকা প্রতিদিন একটী করিয়া অনুপান বিবেচনায়
 সেবন করিলে সদ্যই জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং সর্ববিধ রোগ নিবারিত হয় ।
 অধিকন্তু ইহা দ্বারা সংগ্রহগ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, আমবাত, স্বরদোষ, অগ্নিমান্দ্য,
 বাতরোগ, কুষ্ঠ, বিদ্রুধি, ভগন্দর, অর্কুদ, মাংস ও মজ্জাগতরোগ, প্রদর, রক্ত-
 পিত্ত, দারুণ উপদংশ (গরমি), গ্লীহ, গুল্ম, অপচী, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণ-
 রোগ, মুখরোগ ও চক্ষুরোগ অতি সত্ত্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে । এই
 রামবাণ রস ঔষধ সেবনান্তে, লবঙ্গের কাথে সমভাগ নাগকেশর, তেজপত্র ও
 মরিচ এক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

ইতি ত্রীরাশ মাণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে

আমবাতরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শূলাধিকারঃ ।

শূলরোগস্য চিকিৎসা ।—

বমনং লঙ্ঘনং শ্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ ।

ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ প্রশস্তং শূলশান্তয়ে ॥

পুংসঃ শূলাভিপন্নস্ত শ্বেদ এব সুখাবহঃ ॥

অতঃপর শূলরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

শূলরোগের চিকিৎসা ।

বমন, লঙ্ঘন, শ্বেদ, পাচন ঔষধ, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ঔষধ এবং গুড়িকা ঔষধ, এই সকল প্রয়োগ দ্বারা শূলরোগের চিকিৎসা করিবে । ইহার মধ্যে শূলরোগাক্রান্ত পুরুষের পক্ষেই কেবল মাত্র শ্বেদই বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে ।

মাতুলুঙ্গরস শিগুন্ধাথো ।—

মাতুলুঙ্গ রসোবাপি শিগুন্ধাথ স্তথাপরঃ ।

সক্ষারো মধুনাপীতঃ পার্শ্বহৃদ্বন্তি শূলনুৎ ॥

মাতুলুঙ্গ রস ও শিগুন্ধাথ ।

মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) নেবুর রসে অথবা মজিনা মূলের কাথে যবক্ষার ও মধু উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বন্তি দেশের শূল নিবারিত হইয়া থাকে ।

আমশূলস্য চিকিৎসা ।—

আমশূলে ত্রিণা কার্য্য কক্ষশূলবিনাশিনী ।

সেবামামহরং সর্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনং ॥

আমশূলের চিকিৎসা ।

কক্ষশূল নাশকক্রিয়া । এবং যে সকল আমনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক, সেই সকলই আমশূল চিকিৎসায় প্রয়োগ করিবে ।

পঞ্চকোলাদিঃ ।—

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠং ।

সুখোঞ্চেনামুনাপীতং কক্ষশূলবিনাশনং ॥

পঞ্চকোলাদি ।

সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট্ লবণ, চই, যক্ষুচিত্তার মূল, পিপুল, শুষ্ঠী, পিপুলমূল ও হিজু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে কক্ষশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শতাবর্যাদিক্কাথঃ ।—

শতাবরী সম্যক্যাহ্ন বাট্যালক কুশগোক্ষুরৈঃ ।

শৃতশীতং পিবেতোয়ং সপ্তডঙ্কোদ্রশর্করং ॥

পিভাসৃগদাহশূলঘ্নং সদ্যোদাহ জ্বর্যাপহং ॥

শতাবর্যাদি ক্কাথ ।

শতাবরী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ; এই সকল কুটিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ ছই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বক্রিশ তোলা এবং শেষ ক্কাথ ৮ আট তোলা । এই ক্কাথ গুড়, মধু ও শর্করা সহ পান করিলে সদ্যই রক্তপিত্ত, দাহ, শূল এবং দাহ সংযুক্ত জ্বররোগ বিনষ্ট হয় ।

ত্রিফলাদিক্কাথঃ ।—

ত্রিফলা নিম্বফল্যাহ্ন কটুকারণৈঃ শৃতং ।

পায়য়েন্মধুসংশ্রিতং দাহশূলনিবারণং ॥

ত্রিফলাদি ক্কাথ ।

ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটুকী : এই সকল কুটিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথে ১০ অর্ক তোলা সোণালুব আঠা ও ১০ মিকি তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূলরোগ নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে ।

মধুকক্কাথঃ ।—

তৈলমেরুগুজহ্যপি মধুকক্কাথসংযুতং ।

শূলং পিভোদ্ভবং হন্যাদ্ গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥

মধুকক্কাথ ।

কুটিত যষ্টিমধু ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথে উপযুক্ত মাত্রায় এরুগু তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক শূল এবং পৈত্তিকগুল্ম রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

বলাদিক্কাথঃ ।—

বলাপুনর্ন বৈরগু রহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ ।

সহিষ্ণুলবণং পীতং সদ্যোবাতরুজাপহং ॥

বলাদি ক্কাথ ।

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরুগু মূল, রহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা । এই ক্কাথে উপযুক্ত মাত্রায় হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত জনিত ঔদরিক বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে ।

হিঙ্গু ষ্টকচূর্ণম্ ।—

শূলীবিবদ্ধকোষ্ঠোহন্দি রুক্ষাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ ।

হিঙ্গু প্রতিবিষা যোষ বচা সৌবর্চলাভয়াঃ ॥

হিঙ্গু ষ্টক চূর্ণ ।

হিঙ্গু, আতইচ, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চল, বচ ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক উত্তমরূপে স্ফ্রা চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই হিঙ্গু ষ্টক চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শূল, বিবদ্ধতা ও কোষ্ঠদোষ বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গুাদিচূর্ণম্ ।—

সহিঙ্গুস্তবুর্যোষ যমানী চিত্রকাভয়াঃ ।

সক্ষারং লবণঞ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখামুনা ॥

বিন্মুত্রানিলশূলঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনং ॥

হিঙ্গুাদি চূর্ণ ।

হিঙ্গু, ধনিয়া, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, রক্তচিতার মূল, হরীতকী, যবক্ষার ও মৈন্ধবলষণ ; এই সকল তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক স্ফ্রা চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই হিঙ্গুাদি চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বিষ্ঠা, মূত্র ও বাতজনিত শূল আরোগ্য হয় । এবং ইহা পরিপাক ও অগ্নিদীপক বলিয়া জানিবে ।

কফপৈত্তিকশূলস্য চিকিৎসা ।—

কফজে পিত্তজে বাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্ ।

একীকৃত্য প্রযুক্তীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে ॥

কফপৈত্তিক শূলের চিকিৎসা ।

কফজশূলে এবং পিত্তজশূলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে ; সে সমস্ত ক্রিয়া একত্রিত করিয়া যুগপৎ প্রয়োগ করিলে কফ-পৈত্তিক দ্বন্দ্বজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পটোলাদি কাথঃ —

পটোল ত্রিফলারিষ্ট কাথং মধুযুতং পিবেৎ ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হৃদি দাহশ্চানিলশান্তয়ে ॥

পটোলাদি কাথ ।

পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাকার্ষ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ আট তোলা । এই কাথে ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, হৃদি, দাহ ও বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে ।

রসোনকল্কঃ ।—

রসোনং মদ্যামংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাজিকতঃ ।

বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্যাৎকিনীপনং ॥

রসোন কল্ক ।

কিছু পরিমাণে রসুন পেষণ পূর্বক মদ্যসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে—
বাতশ্লেষ্মজনিত শূলরোগ প্রশমিত হয় । পরন্তু ইহা অতীব অগ্নিদীপক ।

বাতপিত্তজশূলস্য চিকিৎসা ।—

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে ।

ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্যাৎ শূলে পিত্তানিলাত্মকে ॥

বাতপৈতিক শূলের চিকিৎসা ।

বাতপৈতিক শূলরোগে জ্বরাদিকাদ্যোক্ত বৃহত্যাদিগণের কাথ মধু
প্রক্ষেপে, অথবা বাতিক শূল ও পৈতিক শূলে প্রযোজ্য উভয় ক্রিয়া মিশ্রিত
করতঃ প্রয়োগ করিলে বাতপৈতিক শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

এরওদ্বাদশকং ।—

এরওফলমূলানি বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং ।

পর্ণিন্যঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছীক্ষুরালিকা ।

তুল্যৈরেভিঃ শৃতং তোরং যবক্ষারযুতং পিবেৎ ।

পৃথগ্দোষোদ্ভবং শূলং হন্যাৎ সর্বভবন্তথা ॥

এরও দ্বাদশক ।

এরও ফল, এরও মূল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, যুগানী, মায়ানী, শাল-
পানী, চাকুলে, সহদেবা (দণ্ডোৎপল বিঃ), সিংহপুচ্ছী (চাকুলে বিঃ)
এবং ইক্ষুরালিকা (খাগড়া) ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান পরিমাণে সমু-
দায়ে ২ হুই তোলা, পাক নিমিত্তক জল ৩২ বত্রিশ তোলা, শেষ কাথ ৮
আট তোলা । এই কাথে ১০ সিকি তোলা যবক্ষার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান
করিলে বাতিক, পৈতিকাদি সর্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পিপ্পলীযুতং ।—

সপিপ্পলীগুড়ং সপিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে ।

বিনিহন্ত্যন্নপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজং ॥

পিপ্পলী যুত ।

উৎকৃষ্ট গব্য যুত ১৪ চারিসের ; দুগ্ধ ১৬ বোলসের, জল ১৬ বোলসের
কল্কার্ধ গুড় এবং কুটিত পিপ্পলী সমভাগে হুই দ্রব্য ১১ একসের । যথা
বিধানে এই যুত পাক করিয়া প্রতিদিবস প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেব
করিলে অন্নপিত্ত রোগ এবং পরিণামজ শূলরোগ প্রশমিত হয় ।

বীজপূরক স্মৃতং ।—

বীজপূরকমেরণ্ড রাস্মাগোক্ষুরকং বলা ।
 পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থ সমায়ুতান্ ॥
 বারিদ্রোণেন সাধ্যং স্মাদম্বাবৎ পাদাবশেষিতং ।
 স্মৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কমক্ষসমস্থিতং ॥
 তুধুরুণ্যভয়াব্যোবা সহিষ্ণু সৌবর্চলং বিড়ং ।
 সৈন্ধবং যাবশুকঞ্চ স্বর্জিকা চান্নবেতসং ॥
 কুষ্ঠং সদাড়িমকৈব রক্ষান্নং জীরকদ্বয়ং ।
 মস্ত প্রস্থদ্বয়ং দত্বাশনৈর্মুদগ্নিনা পচেৎ ॥
 পানমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্যাভ্রিদোষজং ।
 বাতশূলং পৃষ্ঠশূলং গুল্মপ্লীহহরং পরং ॥
 হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ পত্তিশূলঞ্চ সংহরেৎ ।
 বলবর্গকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরং ॥
 জতুকর্ণেন মুনিনা ভাবিতং তদ্বিমর্ষণং ॥

বীজপূরক স্মৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্য স্মৃত ১৪ চারিসের ; দধির মাং ৮ আটসের । ক্বাথার্থ ছোলঙ্গ নেবু, এরণ্ডমূল, রাস্মা, গোক্ষুর ও বেড়োলা প্রত্যেকে ৫ পাঁচ পল এবং যব, ১২ দুইসের, পাকার্থ জল ৩৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ ধনিয়া, হরীতকী, শুঠী, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৌবর্চল লবণ, বিটুলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, স্বর্জিকাক্ষার, অন্নবেতস, কুড়, দাড়িম ফলের ছাল, মহাদা, জীরক ও কৃষ্ণজীরা ; এই সকল দ্রব্য কুটিত করিয়া ১ একসের মাত্রায় তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মুহু অগ্নি সংযোগে পাক করিবে । এই স্মৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন পান করিলে ত্রিদোষজশূল, বাতশূল, পৃষ্ঠশূল, গুল্ম, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও পত্তিশূল বিনষ্ট হয় । পরন্তু ইহা বলজনক, বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রসাধক, এবং অগ্নি সম্দীপক । এই বীজপূরক স্মৃত জতুকর্ণ নামক ঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে ।

শূলগজেন্দ্রতৈলং ।—

এরণ্ডদশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকং ।
 জলেচাক্ষুণ্যে পত্না তৈলপ্রস্থ দ্বয়ং পচেৎ ॥
 বিশ্বং জীরং যমানীচ পিপ্পলীচ বচাতথা ।
 সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ং ॥

যবকাথ জলকৈব তৈলাদেয়ং গুণদ্বয়ং ।
 তৈলমেতন্মহাতেজো নান্না শূলগজেন্দ্রকং ॥
 নিহন্ত্যক্টিবিধং শূলং উপসর্গ সমন্বিতং ।
 অগ্নি প্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচিজ্বরং ॥
 জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং গ্লীহগুণ্যবিনাশনং ।
 ত্রীমদগহনাতেন রচিতং বিশ্বমস্পদি ॥

শূলগজেন্দ্র তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৮ আটসের, জল ৬ যোলসের এবং যবের কাথ ৬ যোলসের । কাথার্থ এরণ্ড মূল, বেল, মোণা, গান্তারী, পাকল, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, রহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল কুড়িত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ৬ যোলসের । কল্কার্থ বেলশুঠ, জীরক, যমানী, পিপুল, চই, মৈস্কবলবণ, বদরী (শুষ্ক ফুল) ও তেজপত্র ; এই সকল কুড়িত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথা বিধানে তৈল পাক করিবে । এই শূলগজেন্দ্র তৈল যথানিয়মে গাত্রাদিতে মর্দন করিলে উপসর্গ সমন্বিত অক্টিবিধ শূল, বমি, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, রক্তপিত্ত, গ্লীহা ও গুল্মরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই শূলগজেন্দ্র তৈল বিশ্বের হিতের নিমিত্ত ত্রীমদগহন নাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ।

রহনারীকেলখণ্ডঃ ।—

নারীকেলপলান্যক্টৌ শর্করা প্রস্থমেবচ ।
 তজ্জলং পান্নমেকস্ত সপিঃ পঞ্চপলানিচ ॥
 শুষ্ঠীচূর্ণস্ত কুড়বং প্রস্থাদ্বিঃ ক্ষীরমেবচ ।
 সর্বমেকীকৃত্য পাত্রে শনৈশ্চ দ্ব্যগ্নিন্য পচেৎ ॥
 তৃণা ত্রিকটুকং মুস্তং চতুর্জাতং সধান্যকং ।
 দ্বিকণা কর্ণমুগ্ধক জীরকে তু পৃথক্ পৃথক্ ॥
 ক্লান্তচূর্ণং বিনিষ্কিপ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে ।
 খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারসেবিতমঃ ॥
 সর্বদোষভবং শূলমামবাতক নাশয়েৎ ।
 পরিণামভবং শূলমাচ্যবাতক নাশয়েৎ ॥
 বলপুষ্টিকরকৈব বাজীকরণমুত্তমং ।
 রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং হৃদিস্রোদ্রোগনাশনং ॥

অগ্নিসন্দীপনকরং সর্বরোগনিম্ননং ।

ধন্বন্তরিকৃতং হেতুং নারীকেলমিদং মহৎ ॥

বৃহন্নারীকেল খণ্ড ।

সুপক নারিকেলের শস্য ৮ পল, ইক্ষু চিনি ১/২ হইসের, নারিকেলের জল ৮ আটসের, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৫ পাঁচ পল, শুষ্ঠী চূর্ণ ১/১০ অর্দ্ধসের এবং গব্য দুগ্ধ ১/২ হইসের। সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্রিত করিয়া একটি দৃঢ় পাत्रে স্থাপন পূর্বক অল্প অগ্নি সংযোগে যথাবিধানে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে প্রায় আমল পাকের সময় উপস্থিত, তখন উহার মধ্যে তুগা (বংশলোচন), শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দাঙ্কচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, ছোট এলাচি, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল, জীরক এবং কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক নিক্ষেপ করিয়া পাক সমাপন করিয়া লইবে। তৎপরে উহা একটি স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই বৃহন্নারীকেল খণ্ড ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ববিধ শূল, আমবাত, পরিণাম শূল, আঢ্যবাত (উষ্ণস্তম্ভ), রক্তপিত্ত, বমি ও হ্রস্বোগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ইহা বলপ্রদ, পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ও অগ্নি সন্দীপন। এই বৃহন্নারীকেল-খণ্ড ঔষধ স্বয়ং ধন্বন্তরি কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

নারীকেলায়ুতং ।—

নারীকেলফল প্রস্তুং সুপিষ্টং ঘৃতভর্জিতং ।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুষ্ঠ্যাশ্চূর্ণং সমাশ্রিতং ॥
দ্বিপাত্রং নারীকেলামু তৎসমং ক্ষীরমেব চ ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডম্যপি তুলা ভিষক্ ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্বং শনৈর্মুদ্বগ্নিনা তথা ।
স্বাঙ্গশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেবাং সুশোধিতং ॥
ত্রিকটোস্ত চতুর্জাতং প্রত্যেকস্ত পলোন্মিতং ।
ধাত্রীজীরকমুগান্ত্র ধন্যাকং গ্রহ্মিপর্ণকং ॥
তুগা পয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্গাণি পৃথক্ পৃথক্ ।
চতুষ্পলানি মধুনা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
শিবং সম্পূজ্য সগণং ধন্বন্তরিমথা পরং ।
কর্মপ্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরং যুষং পিবেদনু ॥
অল্পপিত্তং নিহন্ত্যাশু শূলকৈব সুদারুণং ।
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশনং ॥

উপদ্রবভবং শূলং হৃচ্ছূলঞ্চ সুদারুণং ।
 পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং যক্ষ্মাণঞ্চ নিষচ্ছতি ॥
 পরং বাজীকরং শ্রেষ্ঠং বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনং ।
 অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং মহৎ ॥
 মূত্ররোগেষু সর্বেষু বাতরোগেষু শস্ততে ।
 গুদজানি চ সর্বানি নাশয়েন্নিত্যমেবনাং ॥
 সর্বরোগবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতুনা ।
 অশ্বিভ্যাং নির্মিতং শ্রেষ্ঠং নারীকেলামৃতং যতং ॥

নারীকেলামৃত ।

যত ভর্জিত নারীকেল ফলের শাস ১/২ দুইসের, শুষ্ঠীচূর্ণ ১/২ দুইসের, নারীকেলের জল ১৬ ষোলসের, ক্ষীর (হৃক্ষ) ১৬ ষোলসের, আমলকীর স্বরস ৮ চারিসের এবং ইক্ষুচিনি ১২।০ সাড়ে বারসের ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া যথাবিধানে যুহু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত প্রায় হইয়াছে, তখন নামাইবে। এবং শীতল হইলে, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, দাধিচিনি, ছোটএলাচি ও তেজপত্র ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা ; আমলকী, জীরক, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, পিপুল-মূল, বংশলোচন ও মুখা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা এবং মধু ৩২ তোলা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া, দক্ষিণী (হাতা) দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্বক একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডে মধো রাখিয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রমথগণসহ শিব, ধন্বন্তরি এবং অমৃত্যু দেবতা ও মহাদেবকে পূজা করিয়া, এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া পশ্চাত্ হৃক্ষ ও মুগাদির যুষ অন্নপান করিবে। ইহা দ্বারা অন্নপিত্ত, সুদারুণ শূল, পরিণামশূল, পৃষ্ঠশূল, উপদ্রবোদ্ভূত শূল, হৃদয়শূল, পীনস, প্রতিশ্যায় ও যক্ষ্মারোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ বাজীকর, বলজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, অগ্নিসন্দীপক, রসায়ন, সর্ববিধ মূত্ররোগ এবং গুদজরোগ সমূহ বিনাশক। এই নারীকেলামৃত ঔষধ সর্ব রোগ বিনাশের নিমিত্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শূলসংহারককূর্ণঃ ।—

সুপুৱাতন মণ্ডুরং পলায়ক সমন্বিতং ।
 মারীষ দাড়িমত্বক্চ কটী কুটজবল্কলং ।
 মুচুকুন্দঞ্চ কক্কোল মপামার্গঞ্চ চিত্রকং ।
 পৃথগ্‌দ্বিকারিককৈষাং গুড়ুচীঞ্চ দ্বিকারিকং ।
 আঢ়কেন চ মূত্রেণ তাবজ্জ্বালং সমাচরেৎ ।

যারং পিতলিকা মূর্ধ্ব বহিস্তত্র প্রজায়তে ।
 কারভূতং সমাপেয্য রসগন্ধৌ চ হিঙ্গুলং ।
 লবঙ্গতেজপত্রঞ্চ শুভা জাতীফলভুখা ।
 শঙ্খনাভি দক্রহারি প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকং ।
 পূর্ববৎ পরিপেয্য চ সর্বমেকত্র মেলয়েৎ ।
 প্রস্থগোমূত্রদুন্ধেন পুনঃ সর্বং তথাপচেৎ ।
 তোলৈকমুঞ্চদুন্ধেন পায়য়েৎ কুশলোভিষক্ ।
 একজং দ্বন্দ্বজঠৈব ত্রিদোষজ মথাপি বা ।
 শূলমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং সমুদ্ভবং ।
 শূলসংহারকং নাম চূর্ণমেতৎ সুদুর্লভং ।
 অত্র কচীতি মানস্তু বন্ধলং । কন্ধোলমিতি কাক-
 রোলং । শুভেতি বংশলোচনা । দক্রহারীতি
 কেতরাস্তা যন্ত প্রসিদ্ধা ॥

শূলসংহারক চূর্ণ ।

শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ৮ পল অর্থাৎ ১ একসের এবং মারীষ (টাপা-
 নটে শাক), দাড়িমফলের ছাল, কচী (মান কচুর ছাল), কুটজ ছাল, মুচু-
 কুন্দ ফুল, কাকরোল, অপামার্গ, রক্তচিতার মূল এবং গুলঞ্চ; এই সকল
 দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্বক ৬ ঘোলসের গোমূত্র সহ
 পিতলের পাত্রে করিয়া পাক করিবে। যখন দেখিবে যে, সমস্ত গোমূত্র
 শুষ্ক হইয়াছে এবং পাত্রের মধ্যস্থিত দ্রব্য সমূহে অগ্নিবৎ তেজস্বিতা জন্মি-
 য়াছে; তখন তাহা চূর্ণী হইতে নামাইয়া উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে।
 এবং উহার সহিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, শুভা (বংশ-
 লোচন), জাতীফল, শঙ্খনাভি এবং চক্রমর্দ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে
 ৪ চারি তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্বক একত্রিত করতঃ উত্তম রূপে পেষণ
 করিয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি ৪ চারিসের গোমূত্র এবং ৪ চারিসের গব্যদুগ্ধ সহ
 পূর্ববৎ পাক করিয়া, দ্রব্যগুলি বিশেষ রূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই
 “শূল-সংহারক চূর্ণ” নামক ঔষধ উক্ত দুগ্ধ সহ ১ একতোলা পরিমাণে প্রতি-
 দিবস সেবন করিলে একজ (বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক), দ্বন্দ্বজ (বাত-
 পৈতিক, বাতশ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক) আমশূল এবং ত্রিদোষজ (সান্নি-
 পাতিক) শূল এই অষ্টবিধ সাধ্যাসাধ্য শূলরোগে নিশ্চয়ই সত্ত্বর আরোগ্য
 হইয়া থাকে।

বিদ্যাধরাজঃ ।—

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলা গুড়ুচী দন্তীত্রিহৃদহি কটুত্রয়ঞ্চ ।

প্রত্যেকমেবাং পিচুভাগচূর্ণং চত্বারস্যামলশূচুর্ণং ।
 গোমুত্রশুদ্ধস্ত পুরাতনস্ত যদ্বায়সস্তানি শিবাটিকার্যাঃ ।
 কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধাং নিশ্চল্ভ্রকাং শ্লক্ষ্মমতীবস্তুতাং ।
 পাণ্ডোনকৰ্ষং স্বরসেন খলু শিলাতলে মন্যামুনেদলস্ত ।
 সংমর্দ্যা পশ্চাদতিশুদ্ধগন্ধং পাষণচূর্ণেন পিচশ্মিতেন ।
 সুত্ৰাততঃপূৰ্ব্ব রজাংসিদত্তা সর্পির্মধুভ্যামবহৃদ্যত্নাং ।
 নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে ততঃ প্রযুক্ত্যাম্য রসায়নস্য ।
 প্রাণ্ড্যামকোপ্যথবা দ্বিতীয়োবা গব্যং পয়োবা শিশিরং জলম্বা ।
 পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূতঃ কালপ্রনষ্ঠানলদীপকেষু ।
 রোগেষু হন্যাং পরিণামশূলং শূলন্তুখান্নজবসংজ্ঞকঞ্চ ।
 যক্ষ্মান্নপিত্ত গ্রহণীবিকারান্ জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তকুষ্ঠে ।
 নসম্বিতেষাম্ নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ ॥

বিদ্যাধরাজ ।

বিড়ঙ্গ, মুখা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চ, দন্তী মূল, তেউড়ী মূল, রক্তচিতার মূল, শুষ্ঠী, পিপুল, ও মরিচ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা, আরোমল (মণ্ডুর) চূর্ণ ৪ পল, লৌহ বা লৌহপত্রিকা চূর্ণ ৪ পল এবং কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ১ পল । প্রথমে মহামূনির (খান্নকুনার) রসে ১০ দেড় তোলা শোধিত পারদ এবং ২ দুই তোলা শোধিত গন্ধক একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ; তৎপরে বিড়ঙ্গ ইত্যে কৃষ্ণাভ্র পর্যন্ত সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দন করিয়া, একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে । এই ঔষধ ১ মাষা বা ২ মাষা মাত্রায় সেবন করিয়া, গব্য দুগ্ধ বা শীতল জল অন্নপান করিবে । এই বিদ্যাধরাজ ঔষধ সেবন দ্বারা জঠরাগ্নি অতীব প্রদীপ্ত হয় । পরন্তু ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল, অন্নজব শূল, যক্ষ্মা, অন্নপিত্ত, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, রক্তপিত্ত এবং কুষ্ঠ রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিক কি, এমন কোন রোগ নাই ; যাহা এই ঔষধ নিয়মিত রূপে সেবন করিলে আরোগ্য না হয় ।

শূলবজ্রিনী বটী ।—

রসগন্ধক লৌহানাং পলার্দ্রেন সমন্বিতং ।

টঙ্কণং রামঠং শুষ্ঠী ত্রিকটু ত্রিফলা শর্কী ।

তুগেলা পত্রতালীশ জাতীফল লবঙ্গকং ।

যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভং ।

মাইষকা বটিকা কার্যা ছাগীদুগ্ধে প্রপেষিতা ।

গুণেশজননী শত্ৰু হরিসূর্য্যান্ প্রপূজ্যচ ।
 শীততোয়ানুপানেন ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ ।
 ঐকৈক্য ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিনী ।
 শূলমর্চবিধং হন্তি শ্লীহগুনোদরং জ্বরং ।
 অষ্টীলানাহ মেহাংশচ মূত্ররোগ হলীমকো ।
 অন্নপিভ্যামবাতঞ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকং ।
 শোথং গলগ্রহং রুদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ ভগন্দরং ।
 কাসং শ্বাসং ত্রণং কুষ্ঠং ক্রিমিহিক্কা মরোচকং ।
 অর্শাংশি গ্রহণীদুগ্ধাং সর্করাভীসারনাশনং ।
 বিসৃচীং কণ্ডু মন্দাগ্নিং পিপাসাং পীনসং গদং ।
 একজং দুন্দুভ্যাপি দোষত্রয় সমুদ্ভবং ।
 রম্যা বলবতীচৈষা মন্দাগ্নি পরিদীপনী ।
 কান্তিরুদ্ধিপ্রদা নিত্যং সেবিতা চ চিরায়ুধী ।
 ভাষিতং চন্দ্রনাথেন বটীচৈষা প্রকীর্তিতা ।
 সংসার লোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্মিতং ।
 কালব্যাদি বয়োবহি তৃষ্ণাচ ত্রটিবর্দ্ধনং ।
 গদানুমানকং বৈদ্যোন্নুপানং প্রযুজ্যতে ॥

শূলবজ্রিণী বটী ।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, শুল (তাম্র), শুষ্ঠী, পিজুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠী, দাঙ্-
 চিনি, এগাচি, তেজপত্র, তালীশপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও
 ধনিয়া প্রত্যেকে ১ একতোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি চর্ণ করতঃ উত্তম রূপ মিশ্রিত
 করিয়া ছাগ দুগ্ধ সহ পেষণ পূর্বক ১ এক মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত
 করিবে । প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা শীতল জল বা ছাগ দুগ্ধ
 অনুপান সহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপিত্তিক, বাত-
 শ্লেষ্মিক, পিত্ত শ্লেষ্মিক, আমজ ও ত্রৈদোষিক এই অষ্টবিধ শূল, শ্লীহা, গুল্ম,
 উদর, জ্বর, অষ্টীলা, আনাহ, বিংশতিপ্রকার মেহ, মূত্ররোগ, হলীমক, অন্ন-
 পিত্ত, আমবাত, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, গলগ্রহ, রুদ্ধি (অণ্ডকোষ কোলা),
 শ্লীপদ (গোদ), ভগন্দর, কাস, শ্বাস, ত্রণ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, হিক্কা, অকচি, অর্শঃ,
 গ্রহণী, সর্করাপ্রকার অতিসার, বিসৃচী (ওলাউঠা বা কলেরা), কণ্ডু (চুল-
 কণা), মন্দাগ্নি, পিপাসা ও পীনস এই সমস্ত রোগ একজ (বাতিকাদি),
 দুন্দুভ (বাত পৈত্তিকাদি) ও ত্রৈদোষিক যে প্রকার হউক, নিশ্চয়ই আরোগ্য

হয়। পরন্তু ইহা বুঝা, বল জনক, অগ্নিপ্রদীপক, কান্তিবর্দ্ধক ও দীর্ঘায়ুস্থাপক বলিয়া জানিবে। এই শূলবজ্রিণী বটী ঔষধ সাংসারিক লোকরক্ষার্থে যৎ চন্দ্রনাথ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ বৈদ্য এই ঔষধ কাল, ব্যাধি, বয়স, অগ্নি, তৃষ্ণা এবং ব্যাধির বেগের নানাধিক্য দর্শন পূর্বক পুনঃ পুনঃ অনুপান পরিবর্তন পূর্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবেন।

ইতি জীৱাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে

শূলরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ পরিণামশূলাধিকারঃ ।

পরিণামশূল চিকিৎসা ।

বমনং তিক্ত মধুরা বিরেকশ্চাত্র শমাতে ।

বস্তুর্যশ্চ হিতাঃ শূলে পরিণাম সমুদ্ভবে ॥

অতঃপর পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

পরিণাম শূলের চিকিৎসা সূত্র ।

তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন ও বিরেকন, লজ্জন এবং বস্তিপ্রয়োগ ; এই সকল ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

শতাবরী মণ্ডুরং ।—

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরস্য পলায়কং ।

শতাবরী রসম্যাক্টৌ দধ্বন্ত পয়সন্তথা ।

পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য মর্পিষঃ ।

বিপচেৎ সর্বমেকত্র যাবৎ পিণ্ডভ্রমেতি তৎ ।

সিদ্ধন্তু ভক্ষয়েৎ মধ্যে ভোজনম্যগ্রতোপিবা ।।

বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজং ।

নিহন্তেয হি যোগোহয়ং মণ্ডুরস্য মংশয়ঃ ॥

শতাবরী মণ্ডুর ।

শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৮ পল অর্থাৎ ১ একসের, শত গুলীর রস ১১ একসের, দধি ১ একসের, দুগ্ধ ১ একসের এবং উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ১০ অর্দ্ধসের। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া যুদ্ধ অগ্নিসমুপে পাক করিতে থাকিবে। যখন উহা পিণ্ডাকৃতি হইয়াছে, তখন চুলী হইতে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই শতাবরী মণ্ডুর ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় ভোজনের মধ্যে বা অগ্রে সেবন করিলে বাতিক শূল, পৈত্তিক শূল ও পরিণাম শূল নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণং ।—

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারো রুচকং রোমকং বিড়ং ।

দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিষচ্ছূরগকং সমং ।

দধি গোমূত্র পয়সা মন্দপাবক পাচিৎ ।

তদযথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদ্ভুক্ষেণ বারিণা ।

জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত মাংসাদি স্নাতসাধিতং ।

নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃৎ গুল্মাকৃতঞ্চ যৎ ।

বিদ্রূপাঙ্গীলিকাং হস্তি কফবাত কৃতন্তথা ।

শূলানাং মেব সর্কেষামৌষধং নাস্তি তৎসমং ।

পরিণাম সমুখস্য বিশেষণান্ত কৃত্বতং ॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ ।

সামুদ্র (করকট) লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার (সোরা), রুচক (সৌব-
র্জল) লবণ, রোমক লবণ (অভাবে সান্তরী লবণ), বিট্ট লবণ, দন্তীমূল,
লৌহ, মণ্ডুর, তেউড়ী মূল এবং শূরগ (ওল) ; এই সকল দ্রব্য সমান পরি-
মাণে ঐহণ পূর্বক, উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া দধি ও গোমূত্র সহ যুহু অগ্নি
সন্তাপে তপ্ত করতঃ চূর্ণবৎ করিয়া লইবে । এই ঔষধ রোগীর বল, অগ্নি আদি
বিবেচনা পূর্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ জীর্ণ
হইলে অথবা জীর্ণ না হইতেই রোগীকে স্নাতপক-মাংস-রস পান করিতে
দিবে । ইহা দ্বারা নাভিশূল, প্লীহশূল, যকৃচ্ছূল, গুল্মশূল, বাত ও কফ জনিত
বিদ্রূপ ও অঙ্গীলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এবং ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার
শূল অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তপিত্তজ প্রভৃতি যতপ্রকার শূলরোগ
আছে, তৎসমুদায় নিবারণার্থ এরূপ দ্বিতীয় ঔষধ আর প্রায় দেখাবায় না ।
বিশেষতঃ ইহা পরিণাম শূলের অন্তক স্বরূপ বলিয়া জানিবে ।

• নারীকেলৌষধিঃ —

নারিকেলং স্নতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতং ।

বিপক মগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজ শূলনুৎ ।

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।

• সর্ববিধং শূলং হস্তি পরিণামজং দারুণং ॥

• নারীকেলৌষধি ।

একটি সুপক জলপূর্ণ নারিকেলের মুখ ছাড়াইয়া, তন্মধ্যে উপযুক্ত
মাত্রায় সৈন্ধব লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মুখটী বন্ধ করিবে । পরে যুত্তিক
দ্বারা লেপ দিয়া পুটপাকের আয় অগ্নিতে দক্ষ করিবে । অগ্নি দ্বারা উত্তম
রূপ পক হইলে, নারীকেলের উপরিস্থিত যুত্তিকার লেপ পরিত্যাগ করিয়া,

উহার মধ্যস্থ শাঁস গ্রহণ করিবে । এই নারিকেল ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে পাতিক, পৈতিক ও স্নৈয়িক প্রভৃতি সর্ববিধ প্ৰস্র-
গাম শূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় ।

সপ্তামৃত-লৌহঃ ।—

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণ ময়োরজঃ সমং লিহন্ ।
মধুসর্পিযুতং সম্যক্ গব্যাক্ষীরং পিবেদনু ।
ছর্দিং সতিমিরাং শূলমল্লপিত্তং জ্বরং ক্রমং ।
আনান্ন মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথকৈব নিহন্তি সঃ ॥

সপ্তামৃত লৌহ ।

যক্তি মধু ও ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সর্বসমষ্টির সমান মাত্রায় লৌহ চূর্ণ গ্রহণ পূর্বক উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ লেহনপূর্বক সেবন করিবে এবং দুগ্ধ অন্নপান করিবে । ইহা দ্বারা বমি, ভিষ্মির, শূল, অল্লপিত্ত, জ্বর, ভ্রম, আনান্ন, মূত্রকৃচ্ছ ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভারামগুর গুড়ঃ ।—

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যম্বগানিচ ।
নবভাগানি চৈতানি লৌহকিটু সমানিচ ।
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রাক্ষিঃ গুড়াস্বিতং ।
শর্টনম্বুদ্বয়িনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতা কৃতং ।
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিষ্কিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া ।
প্রাণ্ডুখ্যান্ত ক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ ।
যোগোহস্বয়ং শময়ত্যশু পণ্ড্তিশূলং সুদারুণং ।
কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দায়িতানিচ ।
পণ্ড্তিশূলান্তকোহ্বেষ গুড়ো মগুরসংজিতঃ ।
শূলার্ভান্নাং কৃপাহেতো স্তারয়া পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ভারামগুর গুড় ।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ১ এক ভাগ এবং শোধিত মগুর চূর্ণ ২ নব ভাগ গ্রহণ পূর্বক দ্বিগুণ গোমূত্র এবং গোমূত্রের অর্ধেক পরিমাণ ইক্ষু-
গুড় সহ যুগ্ম অগ্নিসংযোগে পাক করিবে । যখন দেখিবে পিণ্ডাকৃতি হই-
য়াছে, তখন উহা চুন্নী হইতে নামাইয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে ।
এই ঔষধ প্রতিদিন ২ ভোলা মাত্রায় অন্নপান বিবেচনা পূর্বক ভোজনের

পূর্বে, মধো বা অন্তে সেবন করিলে আশু সুদারুণ পক্তিশূল, কামলা, পাণ্ডু-
রোগ, শ্বশাথ ও মন্দাধি নষ্ট হয় । পক্তিশূলের অন্তক স্বরূপ এই তারা মণ্ডুর-
গুড় শূল প্রসিদ্ধিত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশার্থে স্বয়ং তারা কর্তৃক
প্রকাশিত হইয়াছে ।

শূলমাপথ্যানি ।—

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কর্তুর্বেদলং ।

বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জয়েচ্ছূলবান্নরঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শূলপরিণামশূলাধিকারঃ ।

শূলরোগীর পরিত্যাজ্য বিষয় সকল ।

ব্যায়াম (কুস্তিকরা), মৈথুন (স্ত্রী মন্তোগ), মদ্যপান, লবণ, কর্তু এবং
বেদল (বুট, মটর আদি দাইল), মল, মুত্রাদির বেগ ধারণ, শোক এবং
ক্রোধ ; শূলরোগী এই সমস্ত অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ।

ইতি ঐরামমাণিক্য সেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে
শূল পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথোদাবর্তনানাহাধিকারঃ

অতঃপর উদাবর্ত ও আনাহ রোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

সৌবর্চলাদ্যা মদিরা ।—

সৌবর্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রেত্বভিহতে পিবেৎ ॥

সৌবর্চলাদ্যা মদিরা ।

২পল মদ্যের সহিত ৪ চারি মাষা সৌবর্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া পান
করিলে মূত্রাভিঘাত জন্ত উদাবর্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

হিঙ্গাদি বর্তিঃ ।—

হিঙ্গুমাঞ্চিকসিদ্ধুৈঃ পক্ত্বা বর্তিঃ সুবর্তিতাং ।

স্বতাভ্যক্তাং গুদে দদ্যাদুদাবর্তবিনাশিনী ॥

হিঙ্গাদি বর্তি ।

হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধবলবণ, এই ত্রব্যত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক
যথানিয়মে পাক করিয়া, স্নাত মিশ্রিত করতঃ বর্তি প্রস্তুত করিয়া গুহমধ্যে
প্রয়োগ করিলে উদাবর্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ফলবর্তিঃ ।—

বর্তিঞ্জিকটুক সৈন্ধবস্বৰ্প গৃহধূম স্কুষ্ঠ মদনফলকৈঃ ।

মধুনি গুড়ে বা পক্ত্বা বিদধীতাস্কুষ্ঠসমাবর্তিরিয়ং ।

দৃষ্টকল। শটনঃ শটনঃ প্রণিহিতা স্তভাত্যক্তা ।

আনাহোদাবর্তপ্রশমনী জঠরগুল্মাবিনাশিনী ॥

ফলবর্তি ।

ত্রিকটু (শুঠ, পিপুল ও মরিচ), সৈন্ধব লবণ, সর্ষপ, গৃহধূম (কুল), কুড় ও মদন ফল (ময়না ফল) ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং মধু ৮ তোলা ও শুড় ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত কর্তঃ যথানিয়মে পাক করিয়া অস্তুৰ্ত্ত প্রমাণ বর্তি প্রস্তুত করিবে । এই বর্তি স্তভাত্ত করিয়া গুল্ম মধ্যে শটনঃ শটনঃ প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত, উদররোগ ও গুল্মরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় । এই বর্তি দৃষ্টকল বলিয়া জানিবে ।

শুষ্কমূলানাং স্তভতং ।—

মূলকং শুষ্কমাদ্রক বর্ষাভু পঞ্চমূলকং ।

আরবেবতফলকাপি পিষ্টা তেন পচেৎ স্তভতং ।

তৎ পীতমাত্রং শময়েদ্দাবর্তং বিশেষতঃ ॥

শুষ্কমূলানাং স্তভ ।

স্তভ ১/৪ চারিসের, জল ১৬ বোলসের ; কল্কার্ধ শুষ্কমূল, আদা, বর্ষাভু (পুনর্নবা), পঞ্চমূল (বেলছাল, পাকলছাল, গনিয়ারীছাল, গাভারীছাল ও সোণাছাল) ; এই সকল কুটিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের মাত্র গ্রহণ পূর্বক স্তভ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে স্তভ পাক করিবে । এই শুষ্ক-মূলানাং স্তভ যথানিয়মে সেবন করিবামাত্রই উদাবর্তরোগ বিশেষরূপে প্রশ-মিত হইয়া থাকে ।

হিঙ্গাদি চূর্ণম্ ।—

দ্বিগুণ্তরাহিঙ্গু বচা সক্রুষ্ঠা স্রবর্জিকা চেতি বিড়ঙ্গচূর্ণং ।

সুখামুনানাহ বিস্মটিকার্জিতং হ্রদ্রোগা গুল্মোর্দ্ধসমীরগল্পং ॥

হিঙ্গাদি চূর্ণ ।

হিঙ্গু ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, কুড় ৪ চারিভাগ, সার্টিকার ৮ আটভাগ এবং বিড়ঙ্গ ১৬ বোলভাগ ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে স্রক্ষচূর্ণ করিয়া লইবে । এই হিঙ্গাদি চূর্ণ ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আনাহ, বিস্মটী (ওলাউঠা বা কলেরুরোগ), হ্রদ্রোগ, গুল্ম ও উর্দ্ধ বায়ুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নারাচচূর্ণং ।—

খণ্ডপলং ত্রিহতা সমমুপকুলা। কর্ণং শ্লক্ষচূর্ণিতং ।

প্রণাল্যোক্তমেন সহময় বিড়ালপদকং লিহেৎ প্রাতঃ ।

এতদ্বাদশপুৰীষে পিত্তে কফে চ বিনিষোজ্যঃ ।

স্বাদুর্নৃপষোগ্যোঃস্বরং চূর্ণোনারাকো নাত্রা ॥

ইত্যাদাবর্তীনাং চিকিৎসা ।

নারাচ চূর্ণ ।

খণ্ড (খাঁড় গুড় অভাবে চিনি) ৮ আট তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং পিপুল চূর্ণ ১ হুই তোলা ; সমস্ত দ্রব্য চূর্ণকরতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই নারাচ চূর্ণ ঔষধ ২ হুই তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধু সহ ভোজনের প্রাকালে সেবন করিলে মলবদ্ধতা এবং কফ ও পিত্তজনিত উদাবর্ত-রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় ।

বিশেষ কথা—এই নারাচ চূর্ণ ২ হুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবার বিধি আছে, কিন্তু আধুনিক হীনবীৰ্য্য লোকদিগের পক্ষে এতাদৃশ পরিমাণ উপযুক্ত নহে । অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা নির্ণয় করিয়া, ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া দিবেন । যেহেতু ঔষধ অযথামাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ব্যাধির উপশম হওয়া দূরে থাকে, বরং তদ্বারা অন্যান্য বিবিধ উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে । অত্যাশ্রু ঔষধেও এবিধ অপ্রযুক্ত মাত্রা দৃষ্ট হইলে, চিকিৎসকগণ অতি সতর্কতায় তৎসম্বন্ধে সমুচিত পরিমাণ নির্ণয় করতঃ রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিবেন ।

ইতি জীৱাম মানিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
উদাবর্ত ও আনাহরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ গুল্মাধিকারঃ ।

অনন্তর গুল্মরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

গুল্মরোগস্ত সাধারণ-চিকিৎসা ।

লঘুনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনং ।

বৃংহণং যদ্রুবেৎ সর্বং তদ্ধিতং সর্বগুল্মিনাং ॥

গুল্মরোগের সাধারণ চিকিৎসা ।

লঘু অন্ন, অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য, স্নিগ্ধ দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, বায়ুর অনুলোম-কারক দ্রব্য এবং বৃংহণ দ্রব্য (যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা শরীর সমন্বিত বলাধান ও শাত সমূহ অতীব পরিপুষ্ট হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে বৃংহণ দ্রব্য বলা যায় ; যথা মাংস, হৃত প্রভৃতি) ; এই সকল সর্ববিধ গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ।

কফগুল্মে—পঞ্চমূলী কাথাদয়ঃ ।—

পঞ্চমূলী শূতং তোয়ং পুরাণ বারুণীরসং ।

কফগুল্মে পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেবচ ॥

কফগুল্মের চিকিৎসা ।—পঞ্চমূলী কাথাদি ।

বৃহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল ছাল, সোণা ছাল, পাঁকল ছাল, গনিয়ারী-
ছাল ও গাঙ্গারী ছাল ; এই পঞ্চ দ্রব্য কুটিত ভস্মভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা,
পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ কাথ ৮ আট তোলা । এই কাথ পুরাতন
বারুণী মদ্য (তাল ও খেজুর রসের দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে
বারুণী মদ্য বলে) এবং মাধ্বীক মদ্য (মধু দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে
মাধ্বীক মদ্য বলা যায়) যথা সময়ে পান করিলে কফজনিত গুল্মরোগ
নিবারিত হইয়া থাকে ।

পিত্তগুল্মস্য চিকিৎসা ।

কাকোল্যাদি মহাতিক্তং বাসাদৈঃ পিত্তগুল্মিনং ॥

পিত্তগুল্মের চিকিৎসা ।

কাকোল্যাদিগণের কাথ ও কল্কসহ সিদ্ধ সূত অথবা মহাতিক্ত সূত কিছ
বাসাদি সূত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া
থাকে ।

বিরেচনপ্রয়োগঃ ।—

রেচনার্থী রসদ্ব্যাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ ॥

পৈতিক গুল্মরোগে বিরেচন প্রয়োগ ।

পৈতিক গুল্মরোগীকে বিরেচনার্থে কিসমিসের রস ২ তোলা পরিমাণে
লইয়া ১০ অর্দ্ধ তোলা গুড় মিশ্রিত করতঃ পান করিতে দিবে ।

পঞ্চগুল্মস্য লক্ষণানি ।—

দাহশূলানিল ক্ষোভ স্বপ্ননাশারতিজ্বরৈঃ ।

বিদহমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমূর্ণনাংহরেৎ ॥

পঞ্চ গুল্মের লক্ষণ ।

দাহ, শূল, বায়ু কর্তৃক শুষ্কতা, নিদ্রানাশ, ঘ্রানি ও জ্বর ; এই সকল লক্ষণ
লক্ষিত হইলে গুল্ম পাকিবে বলিয়া জানিবে । তখন ঐ গুল্ম নীত্র পাকার্থ
ত্রণ শোধিত পান দ্রব্য উষ্ণ করিয়া গুল্ম স্থানে প্রলেপ দিবে ।

বাতগুল্মস্য চিকিৎসা ।—

মাতুলুঙ্গ রসোহিঙ্গু দাড়িমং বিড়মৈক্কেবং ।

সুস্রামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরূজাপহং ॥

বাতগুল্মের চিকিৎসা ।

মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) নেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িম ফলের রস, বিটুলবর্ণ

এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক সূরা মণ্ডের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ্বর গুল্মরোগ নিবারিত হয় ।

তিলাদিঃ ।—

তিলৈশ্চকং গুড়পলং ক্ষীরেনোগোক্ষেন পায়য়েৎ ।

বাতগুল্মমূদাবর্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥

তিলাদি ।

তিল ১পল এবং গুড় ১পল লইয়া উষ্ণ দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত এবং যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ।

যমানীচূর্ণম্ ।—

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃত ।

পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্রবর্চোহধোনয়নং ॥

যমানী চূর্ণ ।

যমানী চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় তক্র ও বিটলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া লবণাক্ত করতঃ সেবন করিলে গুল্মরোগীর মন্দাম্মি প্রদীপ্ত হয় এবং বায়ু, মূত্র ও মল অধোনিত হইয়া থাকে ।

শ্বেদপ্রয়োগঃ ।—

স্নিগ্ধস্ত ভিষজা শ্বেদঃ কর্তব্যো গুল্মশান্তয়ে ।

শ্রোতমাং মার্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্লনং ।

ভিত্তা বিবদ্ধং স্নিগ্ধস্ত শ্বেদো গুল্মাং ব্যাপোহতি ॥

গুল্মরোগে শ্বেদ প্রয়োগ ।

চিকিৎসক গুল্মরোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শ্বেদ প্রয়োগ করিবেন । যেহেতু শ্বেদ স্নিগ্ধ রোগীর শ্রোতঃ সমূহের মৃদুতা সম্পাদন করে; এবং বর্দ্ধিত বায়ু নিবারণ ও বাতাদিজ্বনিত বিবদ্ধতা ভেদ করিয়া গুল্মরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে ।

অন্যন্ত ।—

কুষ্ঠীপিণ্ডেটকা শ্বেদান্ কারয়েৎ কুশলোভিষক্ ।

উপানাহাঃ প্রকর্তব্যঃ সুখোক্ষাঃ শাল্লুনাদয়ঃ ॥

ভ্রূত প্রকার শ্বেদ ।

গুল্মরোগে স্নিগ্ধচিকিৎসক বাতনাশক উষ্ণ কাখাদি পূর্ণ কুষ্ঠ, অগ্নি-সংযোগে সিদ্ধ বস্ত্রবদ্ধ মাষকলায়াদির পিণ্ড অথবা অগ্নিতে সন্তপ্ত ইষ্টক (ইট) বাত নাশক দ্রব্যমূলাদির ক্লেথে সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা শ্বেদ দিবেন, এবং শাল্লুনাди দেবদ্রুক্ষ করিয়া তদ্বারা উপনাহ প্রয়োগ করিবেন । শাল্লুনাদি বাতব্যাদি অধিকারে উক্ত হইয়াছে জানিবে ।

শূল্য-হিতকরী ক্রিয়া ।—

স্থানাবসেকো রক্তস্ত বাহ্যমধ্যে শিরাব্যধঃ ।

শ্বেদোহনুলোমনৈকৈব প্রশস্তং সর্বগুণ্মিহাং ॥

শূল্যরোগে হিতকর ক্রিয়া ।

শূল্যস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ, উদরের যে পার্শ্বে শূল্য সেই পার্শ্বের বাহ্যস্থির অধোদেশে ক্ষুদ্র শিরাবন্ধন, শ্বেদ এবং বায়ুর অনুলোমন ক্রিয়া একপ্রকার স্থির শূল্যরোগের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

কফশূল্য-স্বতম্ ।—

লজ্জনোল্লেক্ষন শ্বেদে কৃতেহগ্নৌ সম্প্রধুকৃতিতে ।

স্বতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফশূল্যম্ ॥

কফশূল্যে স্বত প্ররোগ ।

লজ্জন, বমন ও শ্বেদাদি দ্বারা কফশূল্যরোগীর অগ্নি সজ্জ্বিত হইলে, রাগীকে স্বক্ষার ও কটুক (শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচের) কক্ষ সহ স্বত পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

বমনাহ-শূল্যী ।—

মন্দাগ্নিবেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা ।

সোৎক্লেশা সার্কচিৰ্যস্য সশূল্যী বমনোপগঃ ॥

বমনযোগ্য শূল্যরোগী ।

যে শূল্যরোগীর অগ্নিমন্দা, অগ্ন্যবেদনা, গুরুতা, স্তিমিত কোষ্ঠ, উৎক্লেশ ও অর্কচি ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইবে তাহাকে বমন প্ররোগ করা কর্তব্য ।

বাতাদি দোষভেদেন চিকিৎসা ।—

মন্দেহগ্রাবনিলে মুঢ়ে জাত্বা সন্নেহমাশয়ং ।

শুড়িকাচূর্ণ নির্যুহাঃ প্রযোজ্যা কফশূল্যম্ ॥

ক্ষারারিষ্ট গণাশচাপি দাহশোবে বিধীয়তে ।

পিত্তোত্তরে রেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তসামোক্ষণং ।

বাতশূল্যে ককেবুদ্ধে বাস্তি শূর্ণাদিচেষ্যতে সদা ॥

বাতাদি দোষভেদে শূল্যরোগীর চিকিৎসা ।

কফশূল্যে মন্দাগ্নি ও মুঢ়বাত লক্ষিত হইলে রোগীকে ঘেহ পান করা-ইরা চূর্ণ, কাথ ও শুড়িকা এবং দাহ ও শোষযুক্ত হইলে ঘণ্টাপানকাদির ক্ষার এবং ত্রৈণী ও অর্শোরোগোক্ত অরিকগণ বিহিত ঔষধ প্ররোগ করিবে । কিন্তু এই সকল ঔষধ দ্বারা কোন উপকার না হইলে, পশ্চাৎ সন্তপ্ত লৌহ শলাকাদি দ্বারা নষ্ট করিবে ।

পৈত্তিকগুণে এরও তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে ।
রক্তজ গুণে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বাতিক গুল্মরোগে কক প্রবল হইলে,
বমনকারক চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

অন্যবিধানাহ ।—

তিলৈরগুণাতসীবীজ সর্ষপঃ পরিলিপ্য চ ।
শ্লেষ্মণ্ডল্যাময়ঃ পাতৈজঃ স্নুখোক্ষৈঃ শ্বেদয়েদ্বিবক্ ।
স্নিগ্ধোক্ষেনোদিতৈ গুল্মৈ পৈত্তিকে অংসনং হিতং ।
রুক্ষোক্ষৈ পিত্তসত্ত্ব তে সর্পিঃ প্রশমনং পরং ॥

বাতাদি দোষভেদে অত্র প্রকার ক্রিয়া ।

ককজ গুল্মরোগে তিল, এরওবীজ, তিসী এবং সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য
সমান ভাগে লইয়া জল সহ পেষণ করিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ
লৌহপাত্র দ্বারা শ্বেদ প্রদান করিবে ।

স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পিত্তজনিত গুল্মরোগে অংসন (বিরেচন) প্রয়োগ করিবে ।
আর রুক্ষ ও উষ্ণ সত্ত্ব পিত্তজ গুল্মরোগে পাক করা স্নাত প্রয়োগ বিধেয়
বলিয়া জানিবে ।

অন্যক্রিয়া ।—

শ্বেদিতং অংসয়েৎ পশ্চাদেযাজয়েৎ বস্তিকর্মণা ।
স্নিগ্ধোক্ষজে পিত্তগুল্মৈ কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ ॥
অত্র ক্রিয়া ।

পৈত্তিক গুল্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বিরেচন
করাইবে । আর স্নিগ্ধোক্ষ পৈত্তিক গুল্মরোগীকে বিরেচনার্থ মধুর সহিত
কম্পিল্লক (কমলাগুড়ী বা গুণারোচনী) মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে
দিবে ।

• পকগুল্মস্য ক্রিয়া ।—

পকে তু ব্র্ণবৎ কার্যং ব্যাধিশোধন রোপণং ।
স্বয়মূর্দ্ধমধোবাপি সচেদোষঃ প্রপদ্যতে ।
• দ্বাদশাহ মুপেক্ষেত রক্তন্ন্যানুজ্জবান্ ।
পরন্তু শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে মধু সতি ক্রকং ॥
পক গুল্মের ক্রিয়া ।

গুল্মপক হইলে বাহাতে গুল্মস্থান হইতে পুং ও রক্তাদি নির্গত হয়, এবং
স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ ছেদন, শোধন, রোপণ আদি ব্র্ণবৎ চিকিৎসা
করিবে । পরে ক্ষত প্রভীকারের ঔষধ প্রয়োগ করিবে । যদ্যপি গুল্ম পক
হইয়া অরংই উর্দ্ধবেশ (মুখদিয়া) কিম্বা অধোবেশ (গুহদ্বার) দিয়া পূর্বাদি

বহির্গত হইতে থাকে, তবে ১২ দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ছেদন, শোথনাদি ক্রিয়া করিবে না। কেবল বাহ্যতে জরাদি অন্যান্য উপসর্গ সকল নিরৃত হয়, এই প্রকার চিকিৎসা করিবে। পরে ১২ দ্বাদশ দিবস অন্তে ক্ষতশোধনার্থ রোগীকে শোধন দ্রব্য সহ হৃত পান করিতে দিবে। তদনন্তর শুদ্ধ হইলে রোগীকে রোপণার্থ তিক্ত দ্রব্য সংযুক্ত মধু ও হৃত পান করিতে দিবে।

মস্তুষ্টপলকং স্নতং ।—

পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ স্নতং মস্তু চতুর্গুণং ।

সক্ষারৈঃ সিদ্ধমম্পাশ্লিঃ কফগুল্মাঞ্চ নাশয়েৎ ॥

মস্তুষ্টপলকং স্নতং ।

উৎকৃষ্ট গব্য স্নত ৮ চারিসের, মস্তু অর্থাৎ দধির যাত্ ৬ বোলসের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুল মূল, চই, রক্তচিতার মূল, শুষ্ঠী এবং যবক্ষার ; এই সকল কুটিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের। যথানিয়মে এই স্নত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও কফজগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

রসোনান্যং স্নতং ।—

রসোন স্বরসে সপিঃ পঞ্চমূল রসান্বিতং ।

সুরারনাল দধ্যম্ মূলক স্বরসৈঃ সহঃ ।

বোম্বাদিড়িমরক্ষান্ন যমানীচব্য সৈন্ধবৈঃ ।

হিঙ্গুল্লবেতসাজাজী দীপ্যকৈশ্চ পলাংশিকৈঃ ।

সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ শ্বাসোন্মাদ ক্ষয়জ্বরান্ ।

কাসাপান্মারমন্দাশ্লি গ্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ ॥

রসোনান্যং স্নতং ।

উৎকৃষ্ট গব্য স্নত ৮ চারি সের ; রসনের স্বরস ৮ চারি সের, মহৎ-পঞ্চমূলের কাথ ৮ চারি সের, সুরা ৮ চারি সের, আরণাল (কাঁজি) ৮ চারি সের, দধি ৮ চারি সের এবং অন্নমূলক (কাঁজির নিম্নস্থ পদার্থবিশেষ) ৮ সের। কল্কার্থ কুটিত শুষ্ঠী, পিপুলী, মরিচ, দাড়িম ফলের ছাল, বৃক্ষাল (মহাদা), যমানী, চই, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, অন্নবেতস (থৈকল), অজাজী (জীরা) এবং দীপ্যক (ক্ষেত্র যমানী) ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একপল অর্থাৎ ৮ আট তোলা। যথানিয়মে এই স্নত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপ-স্মার, মন্দাশ্লি, গ্লীহা, শূলরোগ ও বায়ুরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকাল ব্যতিক্রমে ।

স্নিগ্ধবিশ্লশরীরাতৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং ॥

রক্তগুল্মের চিকিৎসা ।

স্ত্রীলোকের রক্তজ গুল্মরোগে গর্ভকাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দশমাস অতীত হইলে, প্রথমতঃ রোগিণীকে স্নিগ্ধ ও স্থির করিয়া (শ্বেদ দিয়া) তৎপরে এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে ।

শতাহ্বা চিরবিল্বত্বক্ দারুভার্গী কণোদ্ভবঃ ।

কল্কঃ পীতো হরেৎ গুল্মং তিলকাত্থেন রক্তজং ॥

শল্মুকা, চিরবিল্বত্বক্ (ডহরকরঞ্জের ছাল), দেবদাক, বামনহাটী ও পিপুল ; এই সকল জব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক তিলের ক্বাথের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রক্তজ গুল্মরোগ নিবারিত হয় ।

তিলকাত্থো গুড়ব্যোষ হিঙ্গু ভার্গীযুতো ভবেৎ ।

পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পে চ যোষিতাং ॥

কুটিত তিল সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পার্কার্থ জল /১০ অর্দ্ধ সের এবং শেষ ক্বাথ /১০ অর্দ্ধপোয়া । এই ক্বাথ সহ গুড়, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামনহাটী ; প্রত্যেকে সমভাগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নারীদিগের রক্তসমুত গুল্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ; এবং নষ্টপুষ্পতা দূরীভূত হয় অর্থাৎ স্ত্রীরজঃ অদৃশ্য হইলে, তাহার পুনঃসঞ্চার হইয়া থাকে ।

সক্ষার ত্রুণং মদ্যং প্রপিবদশ্চ গুল্মিনী ।

পলাশক্ষারতোয়ৈন স্নিগ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা ॥

যবক্ষার, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমভাগে গ্রহণপূর্বক মদ্যসহ পান করিলে অথবা পলাশক্ষারজলের সহিত দ্ব্যত পাক করিয়া, তাহা যথা-বিধানে সেবন করিলে নারীদিগের রক্তজ গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

উন্মৈক্সাভেদয়েন্তিন্নে বিধির্ক্সামৃগদরৈরিতঃ ।

ন প্রতিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনং ।

ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ ।

রুধিরেহতি প্রবৃন্তে তু রক্তপিভহরী ক্রিয়া ॥

উন্মৈক্সা ভেদ (মদ্য প্রভৃতি) দ্বারা নারীদিগের গুল্ম ভিন্ন (ফাটিয়া যাওয়া) হইলে, তখন অস্থগদর (প্রদররোগ) বিহিত চিকিৎসার বিধান করিবে । কিন্তু গুল্ম ভিন্ন না হইলে যোনিবিশোধন ক্রিয়া করিবে । এবং তিলচূর্ণ ও পলাশক্ষার দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অথবা তিলচূর্ণ ও মনসাসীজের দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে । আর যদি অত্যন্ত রক্তজাব হয়, তবে তাহাতে রক্তপিভনিবারক চিকিৎসার বিধান করা কর্তব্য বলিয়া জানিবে ।

ভল্লাতক স্নাতং ।—

ভল্লাতকাং কল্ক কষায় পক্কং সপিঃ পিবেৎ শর্করয়া বিমিশ্রং ।

তদ্রক্তপিপ্তং বিনিহন্তি পীতং বলাসগুণ্ডাং মধুনা সমেতং ॥

ভল্লাতক স্নাত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্নাত /৪ চারিসের, ভল্লাতকের কাথ ১৬ বোলসের, জল ৬ বোলসের, কল্কার্থ শোধিত কুট্টিত ভল্লাতক /১ একসের, যথানিয়মে এই স্নাত পাক করিবে। এই ভল্লাতক স্নাত প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় শর্করা (ইক্ষুচিনি) সহ সেবন করিলে রক্তপিপ্তরোগ নিবারিত হয়। এবং মধুসহ সেবন করিলে শ্লেষ্মজ গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচাদি চূর্ণং ।—

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং সান্নবেতসং ।

যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদ্রক্ষেন বারিণা ।

এতদ্ধি গুণ্ডানিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহং ।

ভিনন্তি সপ্তরাত্র্যেণ বহুৈর্দ্ধিঃ করোতি চ ॥

বচাদিচূর্ণ ।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু সৈন্ধবলবণ, সান্নবেতস, যবক্ষার ও যমানী ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান পরিমাণে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে বেদনাসংযুক্ত শূল ও গুল্মরোগ সপ্ত রাত্রির মধ্যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা অত্যন্ত জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

হিঙ্গাদি ।—

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়গুণ্ড্যজাজী হরীতকী পুষ্করমূল কুষ্ঠং ।

ভাগোত্তরং চূর্ণতিমেতদ্ধি কুষ্ঠগুণ্ডোদরাজীর্ণ বিস্মৃচীকাসু ॥

হিঙ্গাদি ।

হিং ১ একভাগ, উগ্রগন্ধা (বচ) ২ দুইভাগ, বিটুলবণ ৩ তিনভাগ, শুষ্ঠী ৪ চারিভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ সাতভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হিঙ্গাদি চূর্ণ ঐষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, উদর, অজীর্ণ (অগ্নিমান্দ্য) এবং বিস্মৃচিকারোগ (ওলাউঠা) নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

হিঙ্গাদ্যচূর্ণং ।—

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হব্রযামভয়াং শঠীং ।

অজমোদাঙ্গগন্ধাচ তিস্তিভী চান্নবেতসৌ ।

দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজী চিত্রকং বচাং ।

দ্বৌকারৌ লবণদ্বৈ চ চব্যাকৈকত্র চূর্ণয়েৎ ।

চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্য মনুপানেষনত্য়ায়ং ।

প্রাগ্ভুক্ত মথবা পেষং মদ্যোনোক্ষোদকেন বা ।

পার্শ্বস্থস্তিশূলেশু গুল্মে বাতকফাত্মকে ।

আনান্নহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ গুদযোনিগদেষু চ ।

এহণ্যর্শোবিকারেচ প্লীহি পাণ্ডু ময়েহরুচৌ ।

উরোবিবদ্রে হিক্কায়াং কাসে শ্বাসে গলগ্রহে ।

ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্ত চূর্ণমেতদ্ভসেন বা ।

বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যঃ কর্মকাঃ স্যুস্ততোহধিকং ॥

হিঙ্গাদ্য চূর্ণ ।

হিঙ্গু, শুষ্ঠী, পিপ্পল, মরিচ, পাঠা (আক্‌নাদী), হবুয়া (বণিক্‌দ্রব্য-বিশেষ), অভয়া (হরীতকী), শঠী, অজমোদা (বনযমানী), অজগন্ধা (ক্ষেত্রযমানী), তিস্তিড়ী (তৈতুল), অন্নবেতস, দাড়িমফলের ছাল, পুষ্কর-মূল (অভাবে কুড়), ধাত্র (ধনিয়া), অজাজী (কৃষ্ণজীরক), চিত্রক (রক্ত-চিতার মূল), বচ, যবক্ষার, মাচিফার, মৈন্ধবলবণ, মৌবর্জললবণ এবং চই ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে । এই হিঙ্গাদ্য চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় অন্ন পানীয়ের সহিত অথবা মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত ভোজনের আদিতে সেবন করিলে পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল, বস্তিশূল, বাতজগুল্ম, কফজগুল্ম, আনান্ন, মূত্রকৃচ্ছ, গুহরোগ, যোনিরোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, অকচি, উরোবিবন্ধ, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও গলগ্রহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বেক্ত হিঙ্গাদ্য চূর্ণ ছোলছ-নেবুর রসে ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া তাহা রোগানুসারে অমৃপান বিবেচনায় সেবন করিলে, হিঙ্গাদ্য চূর্ণ ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর গুণদায়ক হয় জানিবে ।

• প্রাগবল্লভোরসঃ ।—

লৌহং তাত্রং বরাটঞ্চ তুথং হিঙ্গু ফলত্রিকং ।

স্নু হীক্ষীরং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কণং ত্রিপুরং ।

প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহং ছাগীভুঞ্জে প্রপেষিতং ।

চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেৎ বারিণা মধুনাপি বা ।

প্রাগবল্লভনামোহয়ং গহমানন্দভাবিতঃ ।

দোষং রোগঞ্চ সংবীক্ষ্য মুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্জনং ।

নিহস্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং প্লীপদার্কদং ।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ত্রণানিচ হলীমকং ।
 শোথং শূলমুদ্রাবর্তং সংগ্রহগ্রহণীং তৃষাং ।
 ছর্দিং মুচ্ছাং ভ্রমং দাহং হিক্কাং শ্বাসং গলগ্রহং ।
 অসাধাং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকং ।
 বাতরক্তঞ্চ কূষ্ঠঞ্চ কণ্ডু বিস্ফোটকাপচীং ।
 দক্রবিচর্জিকাটীলা গুল্মপ্লীহোদরাণি চ ।
 ভগন্দরোপদংশঞ্চ বিংশতি শ্লেষ্মিকানু গদানু ।
 জলদোষোদ্ভবং রোগং মহদ্রুগং জলোদরং ।
 নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলাত্রিতয়েষপি ॥

প্রাণবল্লভ রস ।

জারিত লৌহ, জারিত তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতেতস্ম, হিঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, স্নহী (মনসামীজ) রক্তের মূলের ক্ষীর, যবক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, মোহাগার খৈ এবং তেউড়ীগূল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাগ-ভূক্ষ সহ পেষণ করতঃ ৪ চারি রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে । শ্রীমদ্-গহনানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত “প্রাণবল্লভ রস” নামক এই বটী রোগের অবস্থা ও দোষানুসারে যথাবিধানে প্রতিদিন একটী করিয়া জল অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডুরোগ, আনাহ, প্লীহা, অর্কদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ত্রণ, হলীমক, শোথ, শূল, উদাবর্ত, সংগ্রহগ্রহণী, তৃষা, বমি, মুচ্ছা, ভ্রম, দাহ, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধা সন্নিপাত, জীর্ণজ্বর, আরোচক, বাত-রক্ত, কূষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট, অপচী, দক্র, বিচর্জিকা, অটীলা, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ভগন্দর, উপদংশ (গরম), ২০ বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ, জল-দোষজনিত রোগ এবং অতি কঠিন জলোদর রোগ বিনষ্ট হয় । বিশেষতঃ জিবিধ কামলা রোগের পক্ষে এই প্রাণবল্লভ রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ আর দেখা যায় না ।

গুল্মকালানলোরসঃ ।—

পারদং গন্ধকং তাম্রং তালকং টঙ্কণং সমং ।
 তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমং ।
 মুস্তকং মরিচং শুষ্ঠী পিপ্পলী গজপিপ্পলী ।
 হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ ।
 সর্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়ন্তে ততঃ ।
 পপ্পটী বারণং শুষ্ঠী মপামার্গ পটোলকৈঃ ।
 তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্বগুল্মবিনাশনং ।

গুণ্যচতুষ্টয়ং খাদেৎ হরীতক্যানুপানতঃ ।

বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লেষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষজং ।

দ্বন্দ্বজঞ্চ নিহন্ত্যাশু বাতগুল্মাং বিশেষতঃ ।

শ্রীমদাহননাথেন নির্মিতো বিশ্বসম্পাদি ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গুল্মাধিকারঃ ।

গুল্মকালানলরস ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল ও মোহাগার খৈ প্রত্যেকে ২ ছইতোলা, যবক্ষার ১০ দশতোলা এবং মুখা, মরিচ, শুষ্ঠী, পিপুল, গজপিপুল, হরীতকী, বচ ও কুড় ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা । এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেতৃপাণ্ডা, বারণ (হাতিশুঁড়া), অপামার্গ ও পটোলের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া, পুনরায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে । এই গুল্মকালানলরস ঔষধ প্রতিদিন ৪ চারি রতি মাত্রায় অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাত-পৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক গুল্মরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় । বিশেষতঃ বাতগুল্মের পক্ষে ইহা মহৌষধ বলিয়া জানিবে । এই গুল্মকালানলরস জগতের হিতার্থে শ্রীমদাহননাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে জানিবে ।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য মেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

গুল্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

তথ স্বদ্রোগাধিকারঃ ।

দশমূলী কষায়ুস্ত লুবণক্ষারযোজিতঃ ।

কাসং শ্বাসঞ্চ স্বদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥

বেলছাল, পাঞ্চলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, গোক্ষুর, ব্রহ্মতী, কণ্টকারী, শালপানী ও চাকুলে ; এই ১০ দশটী দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ ছইতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক অগ্নি কুড়িত করিয়া ১০ অর্দ্ধসের জলের সহিত মৃৎপাত্রে করিয়া বৃহৎ অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিতে থাকিবে ; যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া ১০ অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুড়ী হইতে নামাইবে । এবং ১ একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ ক্রাথ গ্রহণ করিবে । এই ক্রাথে ১০ সিকিতোলা সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও ১০ সিকিতোলা যবক্ষার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদ্রুণাবস্থায় পান করিলে কাস, শ্বাস, স্বদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রোগ-চন্দ্রামঃ ।

বলাদ্যং সূতং ।—

সূতং বলানাগবলার্জুনামু সিদ্ধং সমষ্টিমধুকঙ্কপাদং ।
হ্রদ্রোগশূল ক্ষতরক্তপিত্ত কাসানিলাসৃক্ শময়ত্বাদীর্ণং ॥

বলাদ্য সূত ।

উৎকৃষ্ট গব্যসূত ৮ চারিসের ; কাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জুনছাল সমভাগে তিন ট্রায়া মোট ১৬ ষোলসের, জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ ষোলসের । এবং কঙ্কার্থ কুটিত যষ্টিমধু ১ একসের । যথানিয়মে এই সূত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে হ্রদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

গুণ্ডাভদ্রোরসঃ ।—

নিষ্কদ্বয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্ক দ্বাদশগন্ধকং ।
গুণ্ডাবীজঞ্চ যন্নিষ্কং নিম্ববীজং জয়ান্তথা ৬
প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রস্তু সমং জৈপালবীজকং ।
জয়া জয়ীর ধূস্তর কাকমাটী দ্রবৈর্দ্বিনং ।
মর্দ্যং সর্বরসং কুর্ঘ্যাৎ সূতৈঃ গুণ্ডাদ্বয়ং লিহেৎ ।
গুণ্ডাভদ্ররসো নাম হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতং ।
শময়ত্যেবনোচিত্রমূরুস্তস্তাদি দ্বঃসহঃ ॥

গুণ্ডাভদ্ররস ।

শোধিত পারদ ৪ চারিতোলা, শোধিত গন্ধক ২৪ চক্কিশতোলা, গুণ্ডা-বীজ (কুঁচ) ১২ তোলা, নিম্ববীজ ২ তোলা, জয়ন্তীবীজ ২ তোলা এবং শোধিত জয়পালবীজ ৪৪ তোলা । সমস্ত ট্রায়াগুলি গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, জয়ন্তীপত্র, জয়ীরনেবু, কাকমাটী ও ধতুরাপাতা ; ইহাদের রসে একদিন মর্দন করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ২ ছুঁইদ্রুতি মাত্রায় সূতসহ অথবা হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে সেবন করিলে দ্বঃসহ উকস্তস্তাদি রোগসকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

হৃদয়ার্ণবোরসঃ ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতং তাত্রং দ্বয়োঃ সমং ।
মর্দয়েৎ ত্রিফলাদ্রাবৈঃ কাকমাটী দ্রবৈর্দ্বিনং ।
চণমাত্রাং বটীং খাদেদ্রমোহয়ং হৃদয়ার্ণবঃ ।
কাকমাটীফলং শুষ্কং ত্রিফলফলসংযুতং ।
দ্বাত্রিংশতোলকং ত্রয়োঃ কাথমটাবশেষিতং ।
অনুপানং পিবেচ্ছান্তে হ্রদ্রোগে চ ককোথিতে ॥

হৃদয়ার্ণব রস ।

শোধিত পারদ ১ একভাগ, শোধিত গন্ধক ১ একভাগ এবং জারিত তাত্র ২ দুইভাগ লইয়া ত্রিকলার কাথে ১ একদিবস এবং কাকমাচীর রসে ১ একদিবস মর্দন করিয়া বুটপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ প্রতি-দিন একটী করিয়া সেবন করিবে এবং পশ্চাৎ শুষ্ক কাকমাচীফল ও ত্রিকলা সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্ণজল ৩২ বত্রিশতোলা এবং শেষ ৪ চারিতেলা ; এই কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা কফোখিত হৃদ্রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পঞ্চসারোরসঃ ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ধাত্রীফলদ্রবেদ্বিনং ।
যষ্টিখর্জুরদ্রাক্ষাণাং ক্বাথেন মর্দয়েদ্বিনং ।
পঞ্চসাররসো নাম ভক্ষয়েন্মাসমাত্রকং ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতা চান্ন পিত্তহৃদ্রোগজিৎ ভবেৎ ॥

পঞ্চসার রস ।

শোধিত পারদ এবং শোধিত গন্ধক সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তম-রূপে মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । এই কজ্জলী ১ একদিন আম-লকীর কাথে ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ যষ্টিমধু, খর্জুর ও কিসমিসের কাথে মর্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া লইবে । প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা আমলকীচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে পৈতিক হৃদ্রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

হৃদ্রোগিণং স্নেহয়িত্বা বাময়েদ্রেচয়েত্তথা ।
অচিরোথং লজ্জয়েত্তু হৃদ্রোগং বাতিকং বিনা ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ হৃদ্রোগাধিকারঃ ।

হৃদ্রোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বমন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে । এবং বাতিক হৃদ্রোগ ব্যতীত অচিরোথ (হৃতন) হৃদ্রোগীকে লজ্জন প্রয়োগ করা কর্তব্য বলিয়া জানিবে ।

*ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে
• হৃদ্রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ মূত্রাযাতাধিকারঃ ।

কফজে শ্বেদনং বাস্তি নিরুহস্তক্রসেবনং ।

যবানক্ষার তীক্ষ্ণাক্ষ তৈলঞ্চ তিত্তকৈঃ শৃতং ॥

কফজ মূত্রকৃচ্ছরোগীকে শ্বেদ, বমন, নিরুহবস্তি, তক্র, যবান, ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ এবং তিত্তকবোর সহিত পক্ক তৈল প্রয়োগ করিবে ।

ক্ষারোঞ্চ তীক্ষ্ণোষধমন্নপানং শ্বেদো যবান্ বমনং নিরুহাঃ ।

তক্রং সতিত্কোষণে সিদ্ধতৈলাদ্যভাঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ ॥

ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ ও অন্নপানীয়, শ্বেদ, যবান, নিরুহ বস্তি, তক্রপান এবং তিত্তকাদ্য ও ত্রিকটু সহযোগে পক্ক তৈলের অভাঙ্গ ও পান ; এই সকল কফজ মূত্রকৃচ্ছরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ।

মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলী স্বরসেন বা ।

কফমূত্রবিনাশায় শ্লক্ষ্মং পিষ্টা ক্রটিং পিবেৎ ॥

ছোট এলাচ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া গোমূত্র, সুরা অথবা কদলী-মূলের স্বরস সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে কফজাত মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

তক্রৈগযুক্তং শিতিমারকশ্চবীজং পিবেৎ কৃচ্ছবিঘাতহেতোঃ ।

পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ ॥

শ্বদংষ্ট্রা বিল্বতোয়য়া কফকৃচ্ছবিনাশনং ॥

শিতিমারকের (শালিঞ্চ শাকের) বীজ উপযুক্ত মাত্রায় তক্রসহ সেবন করিলে কিম্বা তণ্ডুলখোতজলের সহিত প্রবাল চূর্ণ সেবন করিলে কিম্বা গোক্ষুর ও বেলশুঠ প্রত্যেকে ১ একতোলা করিয়া মোট ২ ছইতোলা, পার্কার্খ জল ৩২ বত্রিশতোলা এবং শেষ ৮ আটতোলা ; এই কাথ পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

শতাবরী কাসকুশশ্বদংষ্ট্রা বিদারিকা শালীক্ষু কশেরুকানং ।

কাথং পিবেন্মাক্ষিকসং প্রযুক্তং কৃচ্ছমদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥

শতাবরী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমি কুম্মাণ্ড, শালীধাতুর মূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পার্কার্খ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, বেদনা ও মলবদ্ধতা সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় ।

গুড়েনামলকং রুযাং শ্রমস্বং তর্পণং প্রিয়ং ।

পিত্তাসৃগদাহশূলস্বং মূত্রকৃচ্ছ নিবারণং ॥

উপযুক্ত মাত্রায় আমলকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শরীরের বল

বর্ধিত হয় এবং পরিশ্রম জনিত ক্লেশ, রক্তপিত্তরোগ, দাহ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র-
রোগ বিনষ্ট হয় । এবং ইহা অতীব কৃপিকর বলিয়া জানিবে ।

কুশঃ কাশঃ শরোদর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবং ।

পিত্তকৃচ্ছ্র হয়ৎ পঞ্চমূলঞ্চ বস্তিশোধনং ।

এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেট্রগং হস্তি শোণিতং ॥

কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু ; এই পঞ্চদ্রব্যের মূল সমভাগে সমস্তে ২ ছই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ কাথ ৮ আটতোলা । এই কাথ পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং বস্তি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত কুশাদি পঞ্চ মূল মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ১/১ দেড়-পোয়া ও দুধ ১/১০ অর্দ্ধপোয়া, শেষ দুধ ১/১০ অর্দ্ধপোয়া । এই পঞ্চ দুধ পান করিলে মেট্র (পুচ্চ লিঙ্গ) গত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ।

অভ্যঞ্জনস্নেহ নিরুহবস্তি শ্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্ ।

হিরাদিভির্কীতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাম্মাংসাশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

অভ্যঞ্জন, স্নেহ, নিরুহবস্তি, শ্বেদ, উপনাহ, উত্তর বস্তি, সেক এবং শালপর্ণাদি সহ সিদ্ধ মাংস রস ; এই সকল বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ।

অমৃতানাগরধাত্রী বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকান্ ।

প্রপিবেদ্বাতরোগার্হঃ মশুলো মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥

গুলঞ্চ, শুষ্ঠী, আমলকী, অথগন্ধা, ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ ছইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে শূলসংযুক্ত বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ত্রিকণ্টকাদ্যং স্মৃতং ।—

ত্রিকণ্টকৈরু কুশাদ্যভীরু কর্কারকেক্ষু স্বরসেসু সিদ্ধং ।

সর্পিণ্ড ডাক্ষিণশ্মুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীং মূত্রবিদ্যাতহেতোঃ ॥

ত্রিকণ্টকাদ্য স্মৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ১৪ চারিসের ; গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, দর্ভমূল, ইক্ষুমূল, শতাবরী, কর্কার (কুখাও বিশেষ, উৎকল দেশে প্রসিদ্ধ) এবং উলুমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস অথবা কাথ ১৪ চারিসের । যথাবিধানে এই স্মৃতপাক করিবে । এই ত্রিকণ্টকাদ্য স্মৃত উপযুক্ত পরিমাণে চতুর্থাংশ ১ গুড় সহ সেবন করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় ।

সুকুমারকুমারকং স্মৃতম্ ।

পুনর্নবামূল তুলা দশমূলং শতাবরী ।

বলাভূরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকটকং ।

বিদারীগন্ধানাগাখাং গুড়চ্যতিবলা তথা ।

পৃথক্ দশপলানু ভাগানপাং দ্রোণে বিপাচয়েৎ ।

তেন পাদাবশেষেণ স্নাত্ত্বা কটকং পচেৎ ।

মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষামৈন্ধবপিপলী ।

দ্বিপলিকাঃ পৃথগদ্যাদ্যমান্যাঃ কুড়বন্তথা ।

ত্রিশং গুড়পলান্যত্র তৈলশ্চৈবগুজস্য চ ।

প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড়্য সমাঙ্ স্নেহয়িত্বা পচেৎ ।

এতদীশ্বরপুত্রানাং প্রাগ্ভোজনমনিন্দিতং ।

রাজারাঙ্গমমানাঞ্চ বহুস্রী পতয়চ্চ যে ।

মূত্রকুচ্ছে কটীভুস্তে তথাগাঢ় পুরীষিণাং ।

মেত্ৰ বজ্রফণশূলেচ যোনিশূলেচ শস্যতে ।

যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতিকাশ্চ যে ।

বলাং রসায়নং শীতং স্নিকুমার কুমারকং ।

পুনর্ববা শতদ্রোণে দেয়োহন্যেষু তথাপরঃ ॥

স্নিকুমার কুমারক স্নাত ।

উৎকৃষ্ট গব্যাস্বত /৮ আটসের ; কাথার্থ পুনর্ববা মূল ২৥০ মাড়ে বারসের এবং দশমূল (বেলমূল, শোণা, পাকল, গনিয়ারী, গোফুর, গাভীর, শাল-পাণী, চাকুলে, ব্যাকুড় ও কন্টকারী), শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চ-মূল (কাস, কুশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু, ইহাদের মূল), গোফুর, শালপাণী, গোফুর-চাকুলে, গুলঞ্চ ও গ্নেতবেড়েলা, প্রত্যেকে ১০ দশপল ; পাকার্থ জল ২ দুই-দ্রোণ, শেষ কাথ ৬২ বত্রিশসের । কল্কার্থ যক্ষিমধু, শুষ্ঠী, কিসমিস, মৈন্ধব-লবণ ও পিপুল প্রত্যেকে ২ দুইপল, যমানী /৥০ অর্দ্ধসের এবং এর গু তৈল /৪ চারিসের । যথাবিধানে এই স্নাত পাক করিয়া, আসন্ন পাককালে উহাতে ৩০ ত্রিশপল গুড় মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই স্নিকুমার কুমারক স্নাত ধনিপুত্র, রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি এবং বহুপত্নিক ব্যক্তিগণের আহারের আদিতে সেবন করা কর্তব্য । এই স্নাত মূত্রকুচ্ছরোগ, কটীভুস্ত, বিষ্ঠার গাঢ়তা, মেত্ৰ-শূল, বজ্রফণশূল, গুল্ম ও বাতরক্তরোগে প্রশস্ত । এবং ইহা বলকর, রসায়ন ও শীতগুণ যুক্ত বলিয়া জানিবে । কাথার্থ ২ দুইদ্রোণ জল লইতে বলিবার কারণ এই যে, প্রথম পুনর্ববা একশত পলে ১ একদ্রোণ জল এবং অগ্ন্যস্ত্র জব্য সমূহে ১ একদ্রোণ জল, মোট এই ২ দুইদ্রোণ জলে কাথ করিতে হইবে ।

লেখং শুরুবিবদ্বোধে শিলাজতু সমাক্ষিকং ।

• অরোরজঃ স্নানপীঠং মধুনা সহ যোজিতং ।

মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্তোতৎ ত্রিভিলেহো ন সংশয়ঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ ।

শোধিত শিলাজতু উপযুক্ত মাত্রার মধুসহ ; জারিত লৌহচূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া তাহা অথবা শোধিত শিলাজতু, জারিত লৌহচূর্ণ এবং মধু এই ৩ তিন দ্রব্য সহযোগে লেহ প্রস্তুত করতঃ উপযুক্ত মাত্রার প্রতাহ বিধানানুসারে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ ঘে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়, তাহার অম্মাত্রও সন্দেহ নাই ।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ ।

মূত্রাঘাতং যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্র হরৈর্জয়েৎ

বস্তিমুত্তরবস্তিক দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং ॥

অনন্তর মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

মূত্রাঘাতরোগীকে দোষের বলাবলানুসারে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ; এবং যথাসময়ে রোগীকে বস্তি, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন প্রদান করিবে ।

কল্কমের্কারবীজানামক্ষমাত্রং সৈন্ধবং ।

ধান্যামুযুক্তং পুটৈত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে ॥

এর্ষাকের (গ্রীষ্মকালীয় কাঁকড়ের) বীজ ২ তোলা মাত্রার সৈন্ধবলবণ সহ পেষণ পূর্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরং ।

মূলং রুদ্রজটায়াম্ চ তক্রপীতং তদর্থকৃতং ॥

১। খদিরীবীজ (অশোকের বীজ) জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় ।

২। রুদ্রজটায় (শিবজটায়) মূল তক্রসহ পেষণ করিয়া রোগীর বলাবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রার সেবন করিলেও মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মূত্রে বিবন্ধে কপূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ ।
 শূতশীতং পয়োহিরাশী চন্দনং তণ্ডুলাঘুনা ।
 পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠং উষ্ণবাতৈঃ সশোণিতে ।
 কুষ্মাণ্ডক রসশচাপি পীতঃ সক্ষারশর্করঃ ॥

১। কপূর চূর্ণ করতঃ লিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয় ।

২। শোণিত জ্বাব ও উষ্ণবায়ু প্রধান মূত্রকৃচ্ছরোগীকে পক্ষ দুগ্ধ শীতল করিয়া অন্নের সহিত ভোজন করিতে দিবে । এবং তৎপরে তণ্ডুলোদকের সহিত শ্বেত চন্দনের কল্ক ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ।

৩। উপযুক্ত মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের রস যবক্ষার চূর্ণ ও ইক্ষু চিনি সহ সেবন করিলেও মূত্রাঘাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

স্ত্রীণামতি প্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য মিচ্যতে ।

মৈথুনোপরমশচাস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ ॥

যে ব্যক্তির অধিক স্ত্রীসন্তোগহেতু লিঙ্গ দিয়া রক্তজ্বাব হয়, সেই ব্যক্তি কিছুকাল রতিক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া বলকারক ঔষধ সেবন করিবে ।

পিবেচ্ছিলাজতু ক্কাথে গণে বীরতরাদিকে ।

রসং দুরালভায় বা কষায়ং বাসকস্য চ ॥

বীরতরাদিগণের ক্কাথে, কিম্বা দুরালভার ক্কাথে অথবা বাসকের ক্কাথে শোধিত শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে । গুলঞ্চ, কাস, কুশ, পাষাণভেদী, ইক্ষুমূল, শোণা, হাতিশুঁড়া, শুইলতা (মতান্তরে গজপিপুল), আকন্দ, গনিয়ারী, শর, নীলনিষ্ঠী, পীতনিষ্ঠী, উলু, পরগাছা, নলিকা, শতমূলী, গোক্ষুর, ও কড়ইরস, এই সকল মিলিত ঔষধকে বীরতরাদিগণ বলা যায় ।

ত্রিকণ্টকৈরশ্ব শতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ ।

শুভ্রপ্রগাঢ়ং সযতং পয়ো বা বেগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্ত্রমেতৎ ॥

গোক্ষুর, এরওগুল ও শতমূলী অথবা তৃণ পঞ্চমূল (কুশ, কাশ, ইক্ষু, দর্ভ ও শর, এই পঞ্চ প্রবোর মূল) সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পার্কার্থ জল ২৪ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ৮ তোলা, শেষ দুগ্ধ মাত্র ৮ ডোলা । এই দুধে শুভ্র বা স্নাত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদিরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

স্বগুপ্তাফল হৃদীকা কৃষ্ণক্ষুরসিতারজঃ ।

সমাং সমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষেৌদ্র যতানি চ ।

সর্ব্বং সম্যগ্ধিমথ্যাংকমাত্রং লীড়া পয়ঃ পিবেৎ ।

• হস্তি শুক্রাশয়োথান দোষান বন্ধ্যাত্তপ্রদং ॥

শুকশিষ্যবীজ, কিসমিস, পিঙ্গলী, তালমাখনাবীজ ও শর্করা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ প্রত্যেকে উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রমিশ্রিত করতঃ লেহন করিবে । এই ঔষধ প্রতি-দিন ২ দুই তোলা মাত্রায় লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে । ইহা দ্বারা শুক্রাশয় গত দোষসমূহ বিনষ্ট হয় এবং বন্ধ্য নাৱীর পুত্র জন্মে ।

বিশেষ কথা—ইহাতে ২ দুই তোলা মাত্রায় ঔষধ সেবন করিবার বিধি করা হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ পরিমাণে রোগীর প্রতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু আধুনিক মানবগণের স্বাস্থ্যাদি অতীব ক্ষীণ হও-রায়, এবম্বিধ অধিক পরিমিত ঔষধ পরিপাক না হইয়া, বরঞ্চ তদ্বারা সাত্তি-শয় অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে ।

বরুণাদ্যং গুড়ং ।—

নোজধ্বং ক্রিমিভির্ধনং সূতরুণং স্নিগ্ধং শুচিস্থানজং ।

শ্লক্ষ্মং পরীক্ষ্য তেন বরুণস্য ত্বচং তুলাং গ্রাহয়েৎ ।

সংগ্রাহ্যাত্তত্বগুণেষু বিপচেষু তৎ পাদশেষং জলং ।

তুলোনৈব গুড়েন বৈ দৃঢ়তরে ভাঙেন বেতং পুনঃ ।

জ্ঞাতৈবং ঘনতাং গুড়ে পরিগতে প্রত্যেকমেবাং পলং ।

শুষ্ঠীবারণবীজ গোক্ষুরকণা পাষণাভিচ্ছীতলী ।

কুস্মাণ্ড ত্রিপুরাক্ষবীজ কুনটী বাস্তুক শোভাঞ্জনং ।

তাক্ষৈল্যাগরিজাভয়া ক্রিমিস্ততাং চূর্ণান্যমুনি ক্ষিপেৎ ।

• পথোশীর প্রতিবিষাক্ষাথং গুড়মদ্যয়ো রক্ষ প্রমাণং পিবেৎ ।

খাদেভস্য সমস্ত দৌষজ্জনিতাশ্মর্য্যঃ পতন্তি ক্রতং ॥

বরুণাদ্য গুড় ।

কীট কর্ত্তক ভক্ষিত নয়, ঘন, সূতরুণ, স্নিগ্ধ, শুচি স্থানজাত ও শ্লক্ষ্ম, এমন বরুণ রক্ষের ছাল ১২।০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ১।০ একমণ দশ সের, অবশিষ্ট কাথ ১২।০ সাড়ে বার সের । একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া এই কাথ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত তুলা পরিমাণে অর্থাৎ ১২।০ সাড়ে বার সের গুড় মিশ্রিত করিয়া যত্ন অগ্নি সংযোগে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে ; যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত প্রায় হইয়াছে, তখন শুষ্ঠী, হাতি-শুড়ারবীজ, গোক্ষুরবীজ, পিঙ্গলী, পাষণভেদী, শীতলী (মিউলীছোপ), কুস্মাণ্ডবীজ, কাঁকড়বীজ, বহেড়ারবীজ, কুনটী (মনঃশিলা), বাস্তুকশাক, শোভাঞ্জন, রসাঞ্জন, ছোট এলাচি, কুটজ, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ ; এই সকল

দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উত্তম-রূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই বরুণাদাগুড় ২ দুই তোলা মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিয়া পশ্চাৎ হরীতকী, বেণারমূল ও আতাইস, ইহাদের কাথ, গুড় ও মদ্য অম্লপান করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার দোষজনিত অশ্মরী রোগ অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চিত্রকাদ্যং স্মৃতং ।—

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা ।
 দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যাস্থথা চিত্রফলা ভবেৎ ।
 তথৈব মধুকং দদ্যাৎ দদ্যাদামলকানিচ ।
 স্নাত্যকং পচেদেতৈঃ কলৈক রক্ষসম্বিতৈঃ ।
 ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎ সিদ্ধমবতারয়েৎ ।
 শীতং পরিশ্রুতকৈব শর্করা প্রস্ফুটং যুতং ।
 তুগাক্ষীর্যাশ্চ মতিমান্ তৎসর্বং প্রতিমিশ্রয়েৎ ।
 ততোমিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলং ।
 বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মারেতাশ্চ যো ভবেৎ ।
 রক্তরেতাঃ গ্রহিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগিতাং ।
 জীবনীরক্ষ রব্যাক্ষ সর্পিরেতন্ মহাগুণং ।
 প্রজাহিতক ধন্যক সর্বরোগাপহং শিবং ।
 সর্পিরেতৎ প্রযুজ্যানং স্ত্রীগর্ভং লভতে চিরাৎ ।
 অসৃগেদাংগুয়েচ্চাপি যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্ ।
 মূত্রদোষেষু সর্বেষু কুর্যাদেতচ্চিকিৎসিতং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ মূত্রাদাত্তাধিকারঃ ।

উৎকৃষ্ট গব্যাস্থত ১৬ ঘোলসের ; দুধ ৬০ চৌষট্টিসের, জল ৬০ চৌষট্টিসের । কল্কার্থ—রক্তচিতারমূল, অনন্তমূল, বেড়োলা, কালানুশারিবা (তগর-পাহুকা), দ্রাক্ষা (কিসমিস), বিশালা (মামালাড় বা রাখালশশারমূল), পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষকর্কটাবিশেষ), যক্ষিমধু এবং আমলকী; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ২ দুই তোলা। যথাবিধানে এই স্মৃত পাক করিবে। পরে শীতল হইলে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইয়া, উহাতে ১/২ দুইসের শর্করা এবং বংশলোচন ১/২ দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদ্য-স্মৃত ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় বঙ্গস, কাল, দোষ ও বলাবল বিবেচনা-পূর্বক সেবন করিলে বাতরেতাঃ, পিত্তরেতাঃ, শ্লেষ্মারেতাঃ, রক্তরেতাঃ এবং গ্রহিরেতাঃ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। পরন্তু এই

মহাকলপ্রদ স্নাত আয়ুর্ধর, ধাতুপোষক, পুত্রপ্রদ, ধনপ্রদ, সর্বব্যাহিনিবারক ও মঙ্গলজনক । ইহা জ্রীণ সেবন করিলে গর্ভবতী হয়, এবং উহাদের রক্ত-দোষ ও যোনিদোষ বিনষ্ট হয় । সর্ববিধ মূত্রদোষ বিনাশার্থে এই স্নাত অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

ইতি ত্রীময়ানিকা সেন বিরচিত প্রয়োগচিন্তামণিগ্রন্থে
মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

তথ অশ্বর্য্যাদিকারঃ ।

উষকাদিগণঃ ।

উষকং মৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয় গুগ্গুলু ।

শিলাজতু তুথকঞ্চ উষকাদি রুদাহতঃ ।

উষকাদি কফং হন্তি গণে মেদোবিশোধনং ।

অশ্বরী শর্করা মূত্রশূলদ্বঃ কফপ্লানুং ॥

উষক (ফারম্ভিকা), মৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, কাশীশ দ্বয় অর্থাৎ পুষ্পকাশীশ ও ধাতুকাশীশ, গুগ্গুলু, শিলাজতু ও তুঁতে ; এইকয়েটী মিলিত দ্রব্যকে উষকাদিগণ বলে । এই উষকাদিগণ কফনাশক, মেদোবিশোধক এবং ইহা অশ্বরী শর্করা, মূত্ররোগ, শূল ও কফজ প্লুরোগ বিনাশ করে ।

বরুণাদ্য স্নাতং ।—

গণে বরুণকাদ্যে তু গুগ্গুলুলেলাহরেনুভিঃ ।

কুষ্ঠ মুস্তাখ্য মরিচ চিত্রকৈঃ সমুদ্যতৈঃ ।

এতৈঃ সিদ্ধমজ্জাসর্পি রুষকাদিগণেন চ ।

ভিনন্তি কফসঙ্কৃতামশ্বরীং ক্ষিপ্ৰমেব চ ।

ক্ষারান্ যবাগুং পেয়াংশ্চ কষায়ানি পয়াংশিচ ।

ভোঁজনানি চ কুর্কীত বর্গেহস্মিন্ কফনাশনে ॥

বরুণাদ্য স্নাত ।

উৎকৃষ্ট ছাগস্নাত ১৪ চারিসের ; কাথার্থ বরুণাদিগণ সমভাগে সময়ে আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং পাকাবশিষ্ট কাথ ১৬ ষোড়শসের । কল্কার্থ—গুগ্গুলু, এলাচি, বেণুকা, কুড়, মুখা, মরিচ, রক্তচিতারমূল এবং দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান পরিমাণে সমুদ্যত ১১ এবং সের । যথাবিধানে এই স্নাত পাক করিয়া প্রতিদিনস উপযুক্ত মাত্রায় সেব করিলে কফজ্ঞ অশ্বরীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে । উক্ত কষ

নাশকগণের (বক্রগাদিগণের) সহিত পানীয়, ক্ষার, ষবাণু, পেয়া, কষায়, হৃৎ এবং অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

বক্রগাদিগণঃ ।—

বক্রগার্ভগলঃ শিগু তর্কারীমধুশিগুকাঃ ।

মেঘশৃঙ্গী করঞ্জো চ বিদ্যগ্নিমহুমোরটাঃ ।

শৈরীয়োবশিরোদর্ভোবরীবম্বুক চিত্রকৈঃ ।

বিলুঐবাজশৃঙ্গীচ বৃহতীদ্বয়মেঘচ ।

বক্রগাদিগণোহেষ কফমেদোনিবারণং ।

বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রবীন্ ॥

বক্রগাদিগণ ।

বক্রগ, আর্ভগল (হোগল), শিগু (মজিনা), তর্কারী (জমন্তীমূল), মধুশিগু (রক্তশোভাঞ্জন), মেঘশৃঙ্গী (মেড়াশৃঙ্গী), দুইপ্রকার করঞ্জ (ডহর করঞ্জ ও লাটাকরঞ্জ), বিষী (তেলাকুচা), অগ্নিমহু (গনিয়ারী), মোরটা (ইক্ষুমূল), শৈরীদ্বয় (নীলপুষ্পান্টি ও পীতপুষ্পান্টি), বশির (গজপিপুল), দর্ভ (উলুমূল), বরী (শতাবরী), বম্বুক (বক্রপুষ্প), রক্তচিতারমূল, বেলমূলের ছাল, অজশৃঙ্গী, বৃহতী এবং কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্যকে বক্রগাদিগণ বলা যায় । এই বক্রগাদিগণ—কফ, মেদোদোষ, শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রবিরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে । ৬৭

বীরতরাদিগণঃ ।—

বীরতরঃ সহচরো দর্ভোব্রক্ষাদনীনলী ।

গুল্মকাসকুশাবম্বভেদমোরটুটুকাঃ ।

কুরুণ্টিকা চ বশিরোবম্বুকশাগ্নিমহুকঃ ।

ইন্দ্রবরীশ্বদংষ্ট্রাচ তথা কপোতবক্তকঃ ।

বীরতরাদিরিত্যেব গণো পিত্তানিলাপহঃ ।

অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছানাং বিকারনুৎ ॥

বীরতরাদিগণ ।

বীরতর (শর), সহচরদ্বয় (নীলপুষ্পান্টি এবং পীতপুষ্পান্টি), দর্ভ (উলুমূল), ব্রক্ষাদনী (পরগাছা), নলিকা, গুল্মা (গুলঞ্চ), কাশ, কুশ, পাণাণভেদী, মোরটা (ইক্ষুমূল), টুটুক (শোণাছাল), কুরুণ্টিকা (স্ত্রী-হস্তিনী অর্থাৎ হাতিশুঁড়া), বশির (শুইলতা), বম্বুক (বম্বুহুট), অগ্নিমহুক (গনিয়ারী), ইন্দ্রবরী (শতমূলী), শ্বদংষ্ট্রা (গোমুর) এবং কপোতবক্তক (কড়ই বৃক্ষ, ইহা শিরীষবৃক্ষের সদৃশ ক্ষুদ্র পত্র ও ক্ষুদ্র শাখা বিশিষ্ট

স্বকবিশেষঃ) এই সকলকে বীরতরাদিগণ বলা যায় । এই বীরতরাদিগণ পিতা, বায়ু, অশ্বরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও আবাহরোগবিনাশক বলিয়া জানিবে ।

জাতীফলাদ্যবর্গঃ ।—

জাতীফলং বরীভস্ম শর্করাং তথৈবচ ।
এলাচৈব লবঙ্গানি সর্পিষা মণ্ডুভূতং ।
সমভাগানি সর্কানি কারয়েচ্চৈব যত্নতঃ ।
অশ্বরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাত স্তথৈবচ ।
শ্রোতোরোধেষু সর্কেষু প্রমেহনিখিলেষুচ ॥

জাতীফলাদ্যবর্গ ।

জাতীফল, শতমূলী, বিড়ঙ্গ, শর্করা, ছোটএলাচি, লবঙ্গ, মৃত এবং দাক-
চিনি; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গৃহীত হইয়া একত্রিত হইলে জাতী-
ফলাদ্যবর্গ বলা যায় । ইহা অশ্বরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, সর্কশিথ শ্রোতো-
রোধ এবং সকলপ্রকার প্রমেহরোগে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

শুষ্ঠাগ্নিমহুপাষাণ শিগ্ৰু বরুণগোক্ষুরৈঃ ।
অভয়ারথধফলৈঃ কাথং কুর্ঘ্যাৎ দ্বিচক্ষণঃ ।
রামঠ ক্ষারলবণং চূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ ।
অশ্বরী মূত্রকৃচ্ছ্রস্যং দীপনং পাচনং পরং ।
হন্যাং কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যরু গুদমেত্রগং ॥

শুষ্ঠী, অগ্নিমহু (খনিয়ারীছাল), পাষাণভেদী, সজিনাছাল, বরুণ-
ব্রহ্মেরছাল, গোক্ষুর, হরীতকী এবং সোণালুফল; এই সকল কুটিত দ্রব্য
সমান পরিমাণে সমস্তে ২ হইতোলা, পাকার্থ জল ১০০ অর্কসের, শেষ কাথ
১০ অর্কপোয়া । এই কাথে ১০ হুই আনা হিঙ্গু, ১০ হুই আনা যবক্ষার এবং
১০ হুই আনা মাত্রায় সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্বরী, মূত্র-
কৃচ্ছ্ররোগ এবং কোষ্ঠ, কটী, উরু, গুহ ও মেত্রগত বায়ুদোষ নিবারিত হইয়া
থাকে । পরন্তু ইহা অতীব অগ্নিদীপক ও দোষের পরিপাকক ।

এলাদিকাথঃ ।—

এলোপকুল্যা মধুকাস্থভেদ কোষ্ঠী শ্বদংক্রীষকোরুবুৈঃ ।
কাথং পিবেদশ্বজড়ুগাঢ়ং সশর্করাচাশ্বরী মূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

এলাদি কাথ ।

এলাচি, উপকুল্যা (পিপুল), যক্ষিমধু, পাষাণভেদী, কোষ্ঠী (রেণুকা),
শ্বদংক্রী (গোক্ষুর), ব্রহ্মক (বাসুক), এবং এরগুমূল; এই সকল দ্রব্য কুটিত
তল্য পরিমাণে সমস্তে ১২ হুইতোলা, পাকার্থ জল ১০০ অর্কসের, শেষ কাথ

পানীয় কাথ ৮ তোলা। এই কাথে ৩৪ মাষা শোধিত শিলাজৈতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা, অশ্বরী ও মূত্রকৃচ্ছুরোগ গম্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুলখাদ্যং স্মৃতং।—

কুলখসিদ্ধু খবিড়ঙ্গমারং সশর্করং শীতলীযাবশুকং।

বীজানি কুয়াণ্ডক গোক্ষুরাভ্যং স্মৃতং পচেদ্বারুণকস্ত তোয়ে।

দুঃসাধ্য সর্বাশ্বরীমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমুত্রবদ্ধং।

এতানি সর্বাণি নিহন্তি শীত্ৰং প্রকট রক্ষানিব বজ্রপাতঃ॥

কুলখাদ্য স্মৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য স্মৃত ৮ চারিসের; বরুণ রন্ধের ছালের কাথ ১৬ ষোল-সের, জল ১৬ এবং কল্কার্থ কুলখকলার, মৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গমার, শর্করা, শিহলী ছোপড়, যাবশুক (যবক্ষার), কুয়াণ্ডবীজ এবং গোক্ষুরবীজ; এই সকল কুড়িত জব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ৮ একসের। যথানিয়মে এই স্মৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য সর্বপ্রকার অশ্বরী, মূত্রকৃচ্ছুরোগ, মূত্রাঘাত এবং বদ্ধমূত্রতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণাদ্যং তৈলং।—

ত্বক্পত্রমূলপুষ্পস্ত বরুণাং সত্রিকণ্টকাং।

কষায়েন পচেতৈলং বস্তিনাংস্থাপনমেবচ।

শর্করাশ্বরীশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনং॥

বরুণাদ্য তৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৮ চারিসের; কাথার্থ বরুণরন্ধের ছাল, পত্র, মূল এবং পুষ্প সমান পরিমাণে সমস্তে ৮ চারিসের এবং গোক্ষুর ৮ চারিসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের, পাকাবশিষ্ট কাথ ১৬ ষোলসের; এবং জল ১৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। এই বরুণাদ্য তৈল দ্বারা বস্তি কর্ম্ম ও আস্থাপন প্রয়োগ করিলে শর্করা, অশ্বরী, শূল এবং মূত্রকৃচ্ছুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধুনা চ যবক্ষারং লীঢ়ং স্মাদশ্বরীং হরেৎ॥

উপযুক্ত মাত্রায় যবক্ষার (সোরা) গ্রহণ পূর্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অশ্বরীরোগ নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রবারুণিকামূলং সবচং ক্ষীরপাচিতং।

পপ্প টীরসসংযুক্তং সপ্তাহাদশ্বরীং জয়েৎ॥

রাখালশাখার মূল ও বচ সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৮০ দেড় পোয়া এবং গব্য হস্ত ৮০ অর্দ্ধপোয়া। হস্তাবশিষ্ট রাখিয়া তাহাতে

ক্ষেতপাপড়ার রস ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ৭ সাত দিবসের মধ্যেই অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রিবিক্রমোরসঃ ।—

তাত্রং সূতং গন্ধকঞ্চ নিগুণ্ডীরসমর্দিতং ।
তদোদালং বালুকাযন্ত্রে পচেদ্বলং প্রযোজয়েৎ ।
মাতুলুঙ্গস্যমূলানি সজলকামুপায়য়েৎ ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম্না শর্করাশ্মরীরোগজিৎ ॥
অত্র বাভটাদৌ । যুততাত্রমজাফীরে স্তলৈঃ
পাচ্যং দ্রবেগতে । ইতি তাত্রসংস্করণমধিকং ।
দীপিকাবলুর্ঘ্যাদৌ তন্নাশ্তি । অনুপানং মাতুলুঙ্গ
জলাবিত্তি দীপিকাদি সমাদাৎ । বলুর্ঘ্যান্ত্র মাতুলু
ঙ্গ রসৈরিতি জলং তস্মৈবমূলঞ্চ বাভটাদি সমুত
ইতি ।

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ অশ্মর্যাধিকারঃ ।

ত্রিবিক্রম রস ।

তাত্রভস্ম, শোধিত পারদ এবং শোধিত গন্ধক ; এই দ্রব্য ত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক নিমিন্দাপাতার রসে মর্দন পূর্বক গোলাকৃতি করিয়া, তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে । এই ঔষধ প্রতিদিন ৩ তিন রতি পরিমাণে ছোলঙ্গনেবুর মূল ও জল সহ সেবন করিলে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বিশেষ কথা—বাভটাদি গ্রন্থে সমান পরিমাণে দুই সহ তাত্র পাক করিয়া দ্রবভাগ নিঃশেষিত করতঃ তাত্র শোধিত করিয়া লইবে । দীপিকা এবং বল্লরী আদি গ্রন্থেও একপ্রকারে অত্র শোধনপ্রণালী কথিত আছে । দীপিকা গ্রন্থে এই ত্রিবিক্রম রস ঔষধ সেবনার্থে অনুপানে মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ ছোলঙ্গ নেবুর মূল ও জল প্রযোজ্য । কিন্তু বল্লরী গ্রন্থে কেবল মাত্র ছোলঙ্গ নেবুর রসই অনুপানার্থে গ্রাহ্য বলিয়া প্রদিক্ট হইয়াছে ।

ইতি শ্রীরামমাণিকা মেন বিরচিত “প্রয়োগ-চিন্তামণি” গ্রন্থে

অশ্মরীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ প্রমেহাধিকারঃ ।

লোপ্রাভয়াকট্ফলমুস্তকানাং বিড়ঙ্গপাঠার্জুন ধন্বনানাং ।

কদম্বশালার্জুন দীপ্যকানাং বিড়ঙ্গদার্কীধব শল্যকানাং ।

চত্বার এতে মধুনা কষায়াঃ কফপ্রমেহেযু নিবেশনীয়াঃ ॥

১। লোধ, হরীতকী, কট্ফল ও মুখা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, এবং পাকাবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । ১০ সিকিতোলা মধু সংযুক্ত এই কাথ কফপ্রমেহনাশক ।

২। বিড়ঙ্গ, আকনাদী, অর্জুন বৃক্ষের ছাল এবং ধন্বন (ধাম্বনি গাছ) ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । এই কাথ ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে কফজ প্রমেহ নাশক বলিয়া জানিবে ।

৩। কদম্ব বৃক্ষের ছাল, শাল বৃক্ষের ছাল, অর্জুন বৃক্ষের ছাল এবং দীপ্যক (যমানী) ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে ২ ভূইতোলা পাকার্থ জল $\frac{1}{10}$ অর্থাৎ ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট কাথ $\frac{1}{10}$ অর্থাৎ ৮ তোলা । এই কাথ ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে কফজ প্রমেহরোগ বিনাশ করিয়া থাকে ।

৪। বিড়ঙ্গ, দার্কী (দারুহরিদ্রা), ধনে, অর্জুনবৃক্ষের ছাল এবং শল্যক (খদির) কাষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ ভূইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপিত এই কাথ কফজ প্রমেহরোগ বিনাশক ।

লোপ্রাভার্জুনোশীরচন্দনানামরিষ্ট সেব্যামলকাভয়ানাং ।

ধাত্রার্জুনানরিষ্টক বৎসকানাং নীলোৎপলানাং তিনিশার্জুনানাং চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহেযু মধুপ্রযুক্তাঃ ॥

১। লোধ, অর্জুনছাল, উশীর (বেণারমূল) এবং অরিষ্ট (নিষ) ছাল ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ ভূইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, পাকাবশেষ ৮ তোলা । এই কাথ ১০ সিকিতোলা মধু সহ পান করিলে পৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয় ।

২। নিষছাল, সেব্য (বেণারমূল), আমলকী এবং হরীতকী ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ তোলা, পাক নিমিত্তক জল $\frac{1}{10}$ অর্ধসের (৩২ তোলা) এবং শেষ কাথ $\frac{1}{10}$ অর্ধপোরা (৮ তোলা) । এই কাথে ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ প্রমেহ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

৩। ধাত্রী (আমলকী), অর্জুনছাল, অরিষ্টক (নিষ) ছাল এবং বৎসক (কুড়চি) ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ ভূইতোলা,

পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের, শেষ /১০ অর্দ্ধপোয়া । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে ।

৩। নীলোৎপল (নীলহুঁদি), এলাচি, তিমিশ এবং অর্দ্ধচুনবৃক্ষের ছাল ; এই ত্রয়্য চতুর্কর সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্স্রবিধ পৈত্তিক প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্রামক কোদ্রবোদাল গোধূম চণকাকী ।

কুলখাশ্চ হিতা ভোটৈজ্যঃ পুরাণমেহিনাং সদা ।

জাঙ্গলং তিক্তশাকানি যবান্নঞ্চ তথা মধু ॥

পুরাণ শ্রামক (শ্রামা) ধাত্ত, কোদ্রব (কোদো) ধাত্ত এবং উদাল (বন্যকোদো ধাত্ত), গোধূম, চণক (বুট), আঢ়কী (অড়হর) এবং কুলখি কলাই, এই সকল দাইলের যুষ, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস, তিক্তশাক, যবান্ন (যবের ছালু প্রভৃতি) এবং মধু ; এই সকল ত্রয়্য সর্স্রবিধ প্রমেহ রোগীর পক্ষে সুপথ্য বলিয়া জানিবে ।

পারিজাতজয়ানিষ বহিগায়ত্রিণাং পৃথক্ ।

পাঠায়াঃ সাধুরোঃ পীতাদ্বয়স্য শারদম্যচ ।

জলেক্ষু মদ্যসিকতা শঠৈর্লবণপিষ্টকান্ ।

মান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ভ্রন্তি অষ্টৌ কাথাঃ সমাক্ষিকাঃ ॥

১। পালিদামানারের মূলের ছাল ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জল (উদক) মেহ বিনষ্ট হয় ।

২। জয়ন্তীপত্র ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ইক্ষুমেহ বিনষ্ট হয় ।

৩। নিম্বছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ মদ্য (সুরা) মেহ বিনাশক ।

৪। বহির (ব্রহ্মচিতার), মূল ২ তোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের, শেষ /১০ দুইছটাক । এই কাথ মধু প্রক্ষেপে সিকতামেহ নাশক ।

৫। গায়ত্রী (খদির) কাঠ ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল /১০ অর্দ্ধসের, শেষ কাথ /১০ দুইছটাক । এই কাথ ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে শনে-র্মেহ বিনাশক ।

৬। পাঠা (আকনাদী) এবং অণ্ডককাঠ সমভাগে দুই ত্রয়্য ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে লবণমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

৭। পীতাদ্বয় অর্থাৎ হরিদ্রা এবং দাকহরিদ্রা, এই দুই ত্রয়্য সমানভাগে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল /১০ অর্দ্ধসের এবং শেষ কাথ ৮ তোলা

(/১০ অর্দ্ধপোয়া) । এই কাথ ।০ সিকিতোলা মধু সহ পান করিলে শিষ্টক-
মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

৮। শারদ (ছাতিম) ছাল ২ তোলা, পাকনির্মিতক জল ৩২ তোলা,
শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধুগ্রক্ষেপ দিয়া পান
করিলে সাস্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে ।

দুর্বাাকশেরু পুতিক কুস্তীকপ্লবশৈবলং ।

জলেন কথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরং ॥

দুর্বা, কেশুর, করঞ্জ, পানা, কৈবর্তগুথা ও শেওলা, সমভাগে সমস্তে ২
তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ শুক্রমেহনাশক ।

ত্রিফলারথুধ দ্রাক্ষা কষায়ো মধুসংযুতঃ ।

পীতো নিহন্তি ফেণাখ্যং প্রমেহং নিরতং নৃণাং ॥

ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), আরথুধ (সোঁদালকল)
এবং কিস্মিস্ ; এই দ্রব্য সকল কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা,
পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ ।০ সিকিতোলা মধু সহ
পান করিলে ফেণমেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অশ্বখাচ্চতুরঙ্গুলান্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রিকাং ।

সজিঙ্গীরক্তমারাক্ষ কাথ্য পঞ্চ সমাংকিকাঃ ।

নীলহারিদ্ৰশুভ্রাখ্য ক্ষারমঞ্জিষ্ঠকাঙ্করান্ ।

মেহান্ হন্যঃ ক্রমাদেতে জানতা বৈদ্যেন সহ ॥

১। অশ্বখবৃক্ষের ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ
৮ তোলা । এই কাথ নীলমেহ বিনাশক বলিয়া জানিবে ।

২। চতুরঙ্গুল (সোণালু) ফল ২ তোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের,
শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে হারিদ্ৰমেহ বিনষ্ট হয় ।

৩। গ্রোধাদিগণ অর্থাৎ গ্রোধ (বট), উডুঘর (যজ্ঞডুমুর), অশ্বখ,
রাক্ষ (পাকুড়), মধুক (মৌলপুষ্প), কপীতন (শিরাষবৃক্ষ), কক্কড় (অর্জুন),
মাত্র, কোষাত্র (কেওড়া), চোরকপত্র (পিড়িংশাক), জম্বুদ্রয় (বড়জাম
ও ক্ষুদ্রজাম), পিরাল, যষ্টিমধু, রোহিণী (কটকী), ব্যঞ্জুল (তিনিশবৃক্ষ),
দরী (কুল), তিন্দুক (গাব), শল্লকী (সীগুল), লোধ, সাবরলোধ, ভুল্লা-
তক (ভেলা), পলাশ এবং নন্দীবৃক্ষ (গর্জয়ুগ) ; এই সকলের যথোক্ত
মূল্যাদির ছাল প্রভৃতি সমান পরিমাণে সমুদারে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল
/১০ অর্দ্ধসের এবং শেষকাথ /১০ অর্দ্ধপোয়া । এই কাথে ।০ সিকিতোলা
মধু গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ (অস্রমেহ) নিবারিত হয় ।

৪। ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; এই তিন দ্রব্য
সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /১০ অর্দ্ধসের শেষ কাথ

৮ তোলা ($\frac{১}{১০}$ অর্দ্ধপোয়া) । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষারমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

৫ । জিঙ্গী (মঞ্জিষ্ঠা) এবং রক্তসার (রক্তচন্দন) সমানভাগে দুই দ্রব্য যোটি ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল $\frac{১}{১০}$ অর্দ্ধসের এবং শেষ কাথ $\frac{১}{১০}$ অর্দ্ধপোয়া । এই কাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কদরখদিরপূগকাথ ক্ষৌদ্রাহ্বয়ে পিবেৎ ।

অগ্নিমন্তকষায়ন্তু বসামেহে প্রযোজয়েৎ ।

পাঠাশিরীষ দুম্পর্শ মূর্ধ্বাকিংশুক তিন্দুকাঃ ।

কপিথানাং ভিষক্ কাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ ॥

১ । কদর (বিটখদির), খদির এবং পূগ ; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে ক্ষৌদ্রমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

২ । অগ্নিমন্তর (গণিয়ারীর) ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করিলে বসামেহ নিবারিত হয় ।

৩ । আকনাদী, শিরীষছাল, হুরালভা, সূচীমুখী, পলাশ, গাব ও কয়েদবেল, ইহাদের কাথ হস্তিমেহ নাশক ।

সর্বমেহহরো মাত্রারসঃ ক্ষৌদ্র নিশায়ুতঃ ।

কষায়স্ত্রিকলা দারু মুস্তকৈরথবাকৃতঃ ॥

১ । আমলকীর রসে উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

২ । আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, দেবদারু এবং মুখী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথে উপযুক্ত মাত্রায় মধু এবং হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয় ।

ফলত্রিকং দারুনিশাবিশালা মুস্তক নিক্কাথ্য নিশাংশ কল্কং ।

পিবেৎ কষায়ং মধুসং প্রযুক্তং সর্বপ্রমেহেষু সমুখিতেষু ॥

ফলত্রিক (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), দারুনিশা (দারুহরিদ্রা), বিশালা (রাখালশশার) মূল এবং মুখী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথে ।০ সিকিতোলা হরিদ্রাচূর্ণ এবং ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার মেহরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কটকটেরী মধুক ত্রিকলা চিত্রকৈঃ সঠৈঃ ।

নিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহানাং বিনাশনঃ ॥

কটকটেরী (দাকহরিয়া), মধুক (যক্ষিমধু), ত্রিফলা (হরীতকী, আম-
লকী ও বহেড়া) এবং রক্তচিটার মূল ; এই কয়েকটা দ্রব্য কুটিত সমভাগে
সমস্তে ২ হুইতোলা, পাকনিমিত্তক জল ৮০ অর্দ্ধসের, শেষ কাথ ৮০
অর্দ্ধপোয়া । এই কাথ পান করিলে সর্ববিধ প্রমেহরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ।

দাড়িমাদ্যং স্মৃতং ।—

দাড়িমস্য চ বীজানি ত্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ ।
রজনী চবিকাজাজী নাগরং ত্রিফলা কণা ।
ত্রিকণ্টকস্য চ ফলং যমানী ধান্যকং তথা ।
বৃক্ষাল্ল চপলাকোল সিদ্ধুদ্ভব সমাযুতৈঃ ।
কল্কৈরক্ষসমৈরৈতৈঃ স্মৃতিপ্রসং বিপাচয়েৎ ।
ভোজ্যে পানে প্রদাতবাং সর্বক্লমু চ মাত্রয়া ।
প্রমেহান্ বিংশতিকৈব মূত্রাঘাতং তপাশ্রয়ীং ।
স্বচ্ছূলং দারুণকৈব হন্যাংদেব ন সংশয়ঃ ।
বিবন্ধানাংশুলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনং ।
দাড়িমাদ্যং স্মৃতং নাম্না অশ্বিভ্যাং পরিনির্মিতং ॥

দাড়িমাদ্যস্মৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ৮ চারিসের ; জল ৬ বোলসের, কল্কার্ণ দাড়িমফলের
বীজ, বিড়ঙ্গের চাউল, হরিয়া, চই, জীরক, শুঠী, হরীতকী, আমলকী,
বহেড়া, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, বৃক্ষাল্ল (মহাদা), চপলা
(সিদ্ধি), কোল (কুল) এবং মৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে
২ হুইতোলা । যথাবিধানে এই স্বত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ভোজ্য ও
পানীয়ের সহিত সেবন করিলে ২০ বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী,
দাক্ষণ হৃদয়শূল, বিবন্ধাজীর্ণ, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট
হইয়া থাকে । এই দাড়িমাদ্যস্মৃত অগ্নিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে
বলিয়া জানিবে ।

বৃহদাড়িমাদ্যং স্মৃতং ।—

অম্লবেতস দ্রাক্ষা চ যক্ষিমধুকপুলকৈঃ ।
দাক্ষীত্বক্ শিলাধাতু নীলোৎপল রসাপ্তনৈঃ ।
দ্রব্যৈরক্ষসমৈর্দৈন্যং তদাজ্ঞেয়ং বৃহদস্মৃতং ॥

বৃহদাড়িমাদ্যস্মৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ৮ আটসের ; জল ৩২ বত্রিশসের ; কল্কার্ণ অম্লবেতস,
দ্রাক্ষা (কিসমিস) ও যক্ষিমধু প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং দাকহরিয়ার ছাল,

শিলাধাতু (খড়ী), নীলোৎপল এবং রসাক্ষণ ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা । যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে । এই বৃহদাভিমাধ্য-
ঘৃত সর্বপ্রকার প্রমেহরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে ।

ত্রিকণ্টকাদ্যং তৈলং ঘৃতং যমকঞ্চ ।—

ত্রিকণ্টকশাস্তকমোমবল্কঃ ভল্লাতকৈঃ সাত্তিবিষৈঃ মলোদৈঃ ।

বচাপটোলার্জুন বিশ্বনুস্তৈহরিদ্রাদীপ্যকপদ্রকৈশ্চ ।

মঞ্জিষ্ঠয়া চাণ্ডুরচন্দনৈশ্চ মটৈর্বৈঃ সমন্বৈঃ কফবাতজেষু ।

মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ব্যতন্ত পিত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু ॥

ত্রিকণ্টকাদ্য তৈল ।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ৪ চারিসের ; জল ৬ ষোলসের ; কল্কার্ণ গোক্ষুর, অশাস্তক (পাষাণভেদী), মোমবল্ক (শ্বেতখদির), ভেলা, আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জুন বৃক্ষের ছাল, বেলশুঠ, মুখা, হরিদ্রা, দীপ্যক (যমানী), পদ্মক (পদ্মকাঠ), মঞ্জিষ্ঠা এবং অণ্ডক চন্দন, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সম-
ভাগে সমস্তে ১ একসের মাত্র । যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্বক অভ্য-
ঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিলে কফজ ও বাতজ মেহ সকল নিবারিত হইয়া থাকে ।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৪ চারিসের ; জল ৬ ষোলসের । কল্কার্ণ গোক্ষুর, পাষাণভেদী, শ্বেতখদির, ভেলা, আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জুন বৃক্ষের-
ছাল, বেলশুঠ, মুখা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাঠ, মঞ্জিষ্ঠা এবং অণ্ডকচন্দন ;
এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ১ একসের । যথাবিধানে
এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে পিত্তজ প্রমেহ
সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রিকণ্টকাদ্য যমক ।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ২ দুইসের এবং উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ২ দুইসের । জল
৬ ষোলসের । কল্কার্ণ কুট্টিত গোক্ষুর, পাষাণভেদী, শ্বেতখদির, ভেলা,
আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জুন বৃক্ষের ছাল, বেলশুঠ, মুখা, হরিদ্রা,
যমানী, পদ্মকাঠ, মঞ্জিষ্ঠা এবং অণ্ডকচন্দন ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে
সমস্তে ১ একসের মাত্র । যথাবিধানে এই যমক (সমভাগে তৈল ও ঘৃত
মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া লইলে, তাহাকে যমক বলা যায়) পাক করিয়া
অভ্যঙ্গ ও সেবনাদিতে ব্যবহার করিলে ত্রৈদোষিক প্রমেহরোগ সকল বিনষ্ট
হইয়া থাকে ।

ন্যগ্রোধাদ্যঞ্চ ৭ং ।—

ন্যগ্রোধোড়ুয়রাশ্বথ শোণাকারথ্যধামনং ।

আত্মজম্বুকপিথঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবং ।

মধুকোমধুকং লোহং বরুণং পারিভ্রজকং ।
 পটোলং মেঘশৃঙ্গীচ দন্তী চিত্রকষাটকী ।
 করঞ্জত্রিফলাশক্ৰ ভল্লাতকফলানিচ ।
 এতানি সমভাগানি প্লব্ধচূর্ণানি কারয়েৎ ।
 ন্যগ্রোধাদ্যামিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ ।
 কলত্রয় রসকানু পিবেন্মূত্রং বিশুদ্ধাতি ।
 এতেন বিংশতির্দেহা মূত্রকৃচ্ছ্রানি যানিচ ।
 প্রশমং যান্তি বেগেন পিড়কা নচ যায়ন্তে ।
 ন্যগ্রোধাদ্য মিদপূর্ণ মাস্রজ্জঘ্ৰি গৃহ্যতে ॥
 ত্র্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ ।

বটেরছাল, যজ্ঞদ্রুয়েরছাল, অমলকফলেরছাল, শোণাছাল, শোণালু, অমন (পাতশাল), তাম্রের আঠি, জামের আঠি, কয়েদবেল, পিরাল, ককুভ (অর্জুন) ছাল, ধবধফেরছাল, যক্ষিমধু, মৌলপুষ্প, লোধ, বরুণছাল, পালিদামাদারেরছাল, পটোল, মেঘশৃঙ্গী, দন্তীশল, রক্তচিহ্নারদল, আটকী (অড়হর), ডহরকরঞ্জেরছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গিদ্ধি এবং ভেলার আঠি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে । এই ত্র্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিয়া, পশ্চাত্ত্রিফলার ক্কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা মূত্র বিশুদ্ধ হয় । পরন্তু ইহা ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ পিড়কা নাশক ।

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহং ।—

বিড়ঙ্গং ত্রিফলামুস্তং কণাণাগর এব চ ।
 জীবকাভ্যাং যুতোহন্তি প্রমুহানতিদারুণান্ ।
 লৌহমূত্রস্ত বিকৃতিঃ সর্বানৈব ন সংশয়ঃ ॥

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ ।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, পিপুল, শুষ্ঠী, জীবক এবং ঋষভক ; এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব সমক্ষির সমান লৌহ চূর্ণ একত্রিত করিয়া লইবে । ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ এবং মূত্র বিকৃতি নিবারিত হইয়া থাকে ।

মেহমুদারো রসঃ ।—

রসাজ্জনং বিড়ঙ্গাদ্ বিলুং গোক্ষুর দাড়িমং ।
 ভূনিম্বং পিপ্পলীগূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিরুৎ ।
 প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণঞ্চ তৎসমং ।

পঠৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা স্নুতেন বটিকাং কুরু ।
 মট্টৈকং বটিকা কার্ঘ্যং মেহমুদারসংশ্লিষত ।
 অনুপানং প্রকর্তব্যং ছাগীদ্রুগ্নং জলন্তথা ।
 প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রকৃচ্ছ্ৰং হলীমকং ।
 অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকং ।
 বড়গুণ্টিং ত্রণং কুঠং ভগন্দরমম্বরিকাং ।
 অনিলেষিতি কর্তব্যং ত্রিশুগন্ধি সমন্বিতা ॥

মেহমুদার রস ।

রসাগ্নন, বিড়ঙ্গ, মুখা, বেলশুঠ, গোক্ষুর, দাড়িমফলেরছাল, চিরত, পিপুলমল, ত্রিকটু অর্থাৎ শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া এবং ডেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ১ এক তোলা, সর্ব সমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ এবং ৮ তোলা গুগ্গুলু, সমস্ত দ্রব্য-গুলি একত্রিত করিয়া স্নত সহ মিশ্রিত করতঃ ১ এক মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন ছাগদুগ্ধ বা জল অনুপান সহ সেবন করিলে ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী, কামলা, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত, অরোচক, ও ছয়প্রকার অশোণরোগ ত্রণ, কুঠ, ভগন্দর ও মম্বরিকা (বসন্তরোগ) নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা—এই মেহমুদার রস ঔষধ দ্বারা সর্ববিধ বাহুবোগ বিনাশ করিতে হইলে, উহার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিশুগন্ধি অর্থাৎ দাক্ষিণি, তেজপত্র ও এলাচি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গেশ্বরঃ ।—

বঙ্গভস্মদ্বিবল্লভ লেহয়েৎ মধুনা সহ ।
 ততো গুড়সমং গন্ধং ভক্ষয়েৎ কর্ণমাত্রকং ।
 গুড়চীসন্তুমণ্ডবা শর্করা সহিতং তথা ।
 সর্বমেহাদ্বিনির্মুক্তো মণ্ডলাজ্জায়তে নরঃ ॥

বঙ্গেশ্বর ।

বঙ্গভস্ম ৬ ছয়রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিয়া সমান ভাগ গুড় ও গন্ধক ; অথবা গুলঞ্চের রস শর্করা সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব-প্রকার প্রমেহরোগ ও প্রমেহ জনিত মণ্ডলাকৃতি নিবারিত হয়।

চন্দ্রপ্রভা বটী ।—

স্নতস্নতঞ্চ কাশীশ মেলা জাতীফলত্রয়ং ।
 মধুকং মধুযক্ষীচ ধাত্রীদাড়িমশর্করা ।
 কপূরং খদিরসারং শতাহা কণ্টকারিকা ।

অল্পবেতস তুল্যাংশং দির্নৈকং শাক্তলীদ্রবৈঃ ।
 ভাবয়েৎ ঘেষীদ্রুৈশ্চ নাগবল্লা দিনং দিনং ।
 বটিকা বদরকোন্মানং নায়া চন্দ্রপ্রভা বটী ।
 ভক্ষয়েত্তীব্রমেহার্তো মেহানু হস্তি চ দ্রুস্তয়ং ।
 ধাত্রীপটোলপত্রাণাং কষায়য়া য়তাহিতং ।
 সক্ষৌদ্রং পার্শ্বয়েচ্চানু সর্বমেহপ্রশান্তয়ে ॥
 চন্দ্রপ্রভাবটী ।

রসগিন্দুর, হিরাকস, এলাচি, জাতিফল, দাকচিনি, মৌলপুষ্প, যষ্টি-
 মধু, আমলকী, দাড়িমফলেরহাল, চিনি, কপূর, খদিরসার, শালুক, কণ্টকারী
 এবং অল্পবেতস : এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক
 উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একদিবস বিষলাঙ্গলিয়ার রসে মর্দন করিয়া
 ৪৫ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী
 বটীকা মেঘীর দুগ্ধ অথবা পানের রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ আম-
 লকী, ও পটোলে পত্রের কাথে দ্ব্যত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব-
 প্রকার প্রমেহরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

যোগীশ্বরো রসঃ

য়তশূতাভ্রনাগানাং তুল্যাভাগং প্রকম্পয়েৎ ।
 মহানিষ্যত বীজোথং চূর্ণং বোজ্যং ত্রিভিঃ সমং ।
 মধুনা লেহয়েন্মাতং নানাগেহ প্রশান্তয়ে ।
 সক্ষৌদ্র রজনীচাথ লেহং নিষ্কত্রয়ং সদা ।
 অসাধ্যং নাশয়েন্মেহং বিন্যাদযোগীশ্বরোরসঃ ॥
 যোগীশ্বর রস ।

রসগিন্দুর, অভ্র এবং রজ্জভস্ম প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং মহানিষের
 বীজচূর্ণ ৩ভাগ, সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র 'মিশ্রিত' করিয়া
 লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন এক মাষা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ
 ৬ তোলা হরিত্রাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার প্রমেহ
 রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোগেশ্বরো রসঃ ।—

সূতকং গন্ধকং লৌহং নাগরঞ্চ ব্রাটকং ।
 তাত্রকং বঙ্গভস্মাপি বোমকঞ্চ সমাংশকং ।
 সূক্ষ্মলাপত্রমুস্তঞ্চ বিড়ঙ্গং নাগকেশরং ।
 রেণুকাগলকঞ্চাপি পিপ্পলীমূলমেবচ ।
 এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।

ভাবনা তত্র দাতব্যা ধাত্রীস বিমর্দিতা ।
 মাত্রা চণকমাত্রা চ গুটিকৈয়ং প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 প্রমেহানু বিংশতিকৈব অশ্মরীঞ্চ চতুর্বিধাং ।
 ব্রণং হস্তি তথা কৃচ্ছ মর্শাংসিচ ভগন্দরং ।
 যথেষ্টেচ্ছোভিরতঃ প্রয়োগেন নরো ভবেৎ ॥

যোগেশ্বর রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শুষ্ঠী, কড়িতম্ব, তাত্র, বঙ্গতম্ব এবং অভ্র ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং ছোট এলাচি, তেজপাত, মুখা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, আমলকী এবং পিপুলচূর্ণ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুইভাগ ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আমলকীর রসে মর্দন করিয়া ৩৪ রতি প্রমাণ বটীয়া প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ প্রতিদিন একটী করিয়া অমুপান বিবেচনা পূর্বক সেবন করিলে ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, ৪ চারি প্রকার অশ্মরী, ব্রণ, মুত্রকৃচ্ছ, অর্শঃ এবং ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবন করিয়া রোগী ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করিতে পারে ।

তালকেশ্বরঃ ।—

মৃতং মৃতং মৃতং বঙ্গং মৃতং লৌহাজকং সমং ।
 মর্দয়েন্মধুনা চাত্র রমোহয়ং তালকেশ্বরঃ ।
 • মাষমেকং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈবহুমুত্র প্রমেহনুৎ ।
 উডুঘরফলং পকং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রতঃ ।
 লেছঞ্চ মধুনাচাৰ্দ্ধমুপানং সুখাবহং ॥

তালকেশ্বর রস ।

রসসিন্দুর, বঙ্গতম্ব, লৌহ এবং অভ্র ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে এহণপূর্বক জলমহ পেষণ করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন মধু অথবা পাক যজ্ঞদুগুর চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে সর্বপ্রকার বহুমূত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শোষং তাপাঙ্গ কাৰ্ষ্যঞ্চ বহুমূত্রং তৃষাভ্রমঃ ।

• অসাধ্যং সর্বশাস্ত্রেষু মেহোহয়ং বহুমূত্রজঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ প্রমেহান্নিকারঃ ।

০ অসাধ্যবহুমূত্ররোগের লক্ষণ ।

শোষ, সন্তাপ, ক্লেশতা, বহুপরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, তৃষ্ণা ও ভ্রম ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে বহুমূত্রজ প্রমেহরোগ বলিয়া জানিবে । ইহা সকল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

অথ শ্বেল্যাদৌর্গন্ধ্যাদিকারঃ ।

প্রমচিত্তাব্যাবায়ঞ্চ রৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ ।

হন্ত্যশশ্যমতিশ্বেল্যাং যবশ্যামাক ভোজনঃ ॥

অত্যন্ত পরিশ্রম, অধিক চিন্তা, সমধিক স্ত্রী প্রসঙ্গ, পথপর্যটন, রৌদ্র-সেবন এবং অধিক রাত্রি জাগরণ, এই সমস্ত দ্বারা শ্বেল্যারোগ সম্ভব নিবারিত হয় । এবং যব ও শ্যামাক (ধাতু বিশেষ) ভোজন দ্বারাও অবিলম্বে স্থূলতা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অশ্বপুঞ্চ ব্যাবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ ।

শ্বেল্যামিচ্ছনু পরিত্যক্তুং ক্রমোণাতিপ্রবুদ্ধয়েৎ ॥

যে ব্যক্তি স্থূলতা নিবারণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইবে, তাহার অনিদ্রা (সর্বদা জাগরণ), ব্যায় (মৈথুন), ব্যায়াম (কুস্তিকরা) ও চিন্তা নিরন্তর বৃদ্ধি করা কর্তব্য ।

প্রাণতর্ধ্বযুতং বারি মেব্য তৎ শ্বেল্যানাশনং ।

উষ্ণমন্নস্ত মণ্ডয়া পিবনু কুশতনুর্ভবেৎ ॥

প্রাতঃকালে মধু মিশ্রিত জলপান করিলে শ্বেল্যারোগ নিবারিত হয় । এবং উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলেও অতিস্থূল ব্যক্তি অত্যন্ত কুশ হইয়া থাকে ।

সচব্যজীরকব্যোষ হিঙ্গু সৌবর্চলানলাঃ ।

মস্তনা শক্তবঃ পীতা মেদোন্না বহির্দীপনাঃ ॥

চই, জীরা, ব্যোষ, অর্ধাৎ শুষ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, হিঙ্গু, সৌবর্চল লবণ ও রক্তচিটারমূল ; ইহাদের চূর্ণ এবং এই চূর্ণ সমষ্টির ষোড়শ ভাগ যবের শক্ত ; এই সকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শরীরগত মেদঃ নষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ।

ব্যোষাদ্য শক্তু প্রয়োগঃ ।—

ব্যোষং বিড়ঙ্গ শিগুণী ত্রিফলাং কটুরৌহিণীং ।

রহতো দ্বৈ হরিদ্রে দ্বৈ পাঠামতিবিষাং স্থিরাং ।

হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্যচিত্রকং ।

সৌবর্চলমজ্জাজীঞ্চ হবুষাঞ্জেতি চূর্ণয়েৎ ।

চূর্ণ তৈলঘৃতকোদ্রভাগাঃ স্যুর্য়ানতঃ সমাঃ ।

শক্তুগাং ষোড়শোণ্ডণো ভাগঃ সন্তপ্ণং পিবেৎ ।

প্রয়োগান্তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তপ্ণোখিতাঃ ।

প্রমেহায়ুচবাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসিকামলাঃ ।

প্লীহপাণ্ডাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ ।
 হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মাচ কাসশ্বাসো গলগ্রহঃ ।
 ক্রিময়ো গ্রহণীদোষঃ শৈথ্র্যং শ্বেলামতীব চ ।
 নরাণাং দীপাতে চান্নিঃ স্মৃতিবুদ্ধিশ্চ জায়তে ॥
 ব্যোষাদাশক্তু প্রয়োগ

শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনাগুলের ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, আকন্দা, আতাইচ, শালপাণী, হিঙ্গু কেবুক (কেউনাড়া) মূল, যমানী, ধনিয়া, রক্তচিতার-মূল, গৌবর্জল লবণ, অজ্ঞাজী (কৃষ্ণ জীরা) ও হবুয়া ; এই সকল দ্রব্য সমা-নাংশে গ্রহণপূর্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া লইবে । তৎপরে উক্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান তৈল, ঘৃত ও মধু এবং চূর্ণ সমষ্টির ষোড়শগুণ যবের শক্তু একত্র মিশ্রিত করতঃ সন্তর্পণ রূপে (জলে আলোড়িত করিয়া তরল ছাতুর আশ্রয় করতঃ) পান করিবে । এই ঔষধ পান করিলে সন্তর্পণোপিত রোগ সকল বিনষ্ট হয় । এবং ইহা দ্বারা বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রবাত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরোচক, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলরোগ, ক্রিমি, গ্রহণী, শ্মিত্র (ধবলকুষ্ঠ অর্থাৎ পাখর) এবং শ্বেলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । অধিকন্তু ইহা অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি অবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে ।

লৌহরসায়নং ।—

গুগ্গুলুস্তালমূলীচ ত্রিফলা খদিরং রুষং ।
 ত্রিহৃতালমুষাত্তক্চ নিগুণ্ডীচিহ্নকং তথা ।
 এষাং শতপলান্ ভাগান্ তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ ।
 পাদদেশে ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ ।
 পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহং শুচুর্নিতং ।
 পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাস্তপলোন্মিতং ।
 পচেত্তাত্রময়ে পাত্রে সূশীতে চাবতারিতে ।
 প্রস্থার্দ্ধং মাস্কিকং দেয়ং শিল্পাজতু পলদ্বয়ং ।
 এলাত্ৰক্চ পলার্দ্ধকং বিড়ঙ্গানি পলদ্বয়ং ।
 মরিচং চাঞ্জলং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফল্যাম্বিতং ।
 পলদ্বয়স্ত কানীশং সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ ।
 চূর্ণং দত্ত্বা সূমথিতং স্নিগ্ধে ভাগে নিঃশাপয়েৎ ।
 ততঃ সংশুদ্ধদেহস্ত ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকং ।
 অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানি রসং তথা ।

বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহোদরাপহং ।
 কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শয়থু মভগন্দরং ।
 মুচ্ছামোহবিষোন্মাদ গরাণি বিবিধানি চ ।
 স্ফুটানাং কর্ণণং শ্রেষ্ঠমুদরে পরমোষধং ।
 কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেন কুক্ষিং পাতালমগ্নিভং ।
 বলাং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমং ।
 ত্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনং ।
 নাশ্ত্রীয়াং কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দকং ।
 করীরং কারবেল্লঞ্চ ষট্‌ককারাণি বজ্জয়েৎ ॥

লৌহ রসায়ন ।

গুণ্ণলু, তালমুলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদিরকাষ্ঠ, বাসক, তেউড়ীমূল, অলম্বুযা (মুণ্ডুরী), দাকচিনি, নিমিন্দা ও রক্তচিতারমূল ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১০০ শত পল অর্থাৎ ১২০০ মাড়ে বারমের, পাক নিমিত্ত জল ৫ পাঁচ আঢ়ক এবং পাকাবশিষ্ট ক্রাথ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে । তৎপরে ঐ ক্রাথসহ ১২ পল তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ, পুরাতন সূত ৮ চারিমের এবং ইক্ষুচিনি ১ একমের মিশ্রিত করতঃ তাত্রপাত্রে পাক করিবে । পাকশেষে শীতল হইলে মধু ২ দুইসের, শিলাজতু ২ পল, এলাচি ও দাকচিনি মিলিত ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ, রসায়ন, ও পিপুল প্রত্যেকে ২ দুই পল, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) প্রত্যেকে ২ পল এবং হিরাকসচূর্ণ ২ পল ; এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে প্রদান করিবে । তদনন্তর উক্ত প্রকারে আলোড়ন পূর্বক সূতাди স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিয়া দিবে । রোগীকে বমন, বিরেচনাदि দ্বারা সংশোধিত করতঃ এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ ও জ্বাল মাংস রস অল্পপান সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতশ্লেষ্মরোগ, কুষ্ঠ, মেহ, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, ভগন্দর, মুচ্ছা, মোহ, বিষদোষ, উন্মাদ, বিবিধ গরবিষ ও স্থূলতা নাশক বলিয়া জানিবে । এই ঔষধ সেবন দ্বারা দেহ এমন কর্ষিত হয় যে, নাভি পাতালমদূশ হইয়া যায় । পরন্তু ইহা বলকর, রসায়ন, মেধ্যাজনক, উত্তম বাজীকরণ, ত্রীজনক, পুত্রোৎপাদক ও বলীপলিত বিনাশক । এই ঔষধ সেবনকারী কদলী, কন্দ (ওল), কাঞ্জিক, করমর্দক (করমোচা), করীর (বাঁশের কঁোড়) এবং করলা উচ্ছে, এই ছয়প্রকার ককারাদিনামক দ্রব্য কদাচ ভোজন করিবে না ।

ত্রিফলাদ্যং তৈলং ।—

ত্রিফলাতিবিষা মুর্খা ত্রিহৃচ্ছিত্রকবাসকৈঃ ।

নিম্বারথুধ ষড়্‌গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বৈঃ ।

গুড়ুচীন্দ্রযবাক্ষণ কুষ্ঠ সর্ষপনাগরৈঃ ।

তৈলমেভিঃ সমং পকং সুরমাদি রসাপ্নু তং ।

পানাত্যঞ্জনগণ্ডু ব নস্যবস্ত্রিষু যোজিতং ।

স্থূলতালস্যকণ্ডাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্ ॥

ত্রিফলাদ্য তৈল ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আভইম, হুচুম্বী, তৈউড়ীমূল, রক্ত-
চিত্তারমূল, বাসক, নিম্বছাল সোঁদাল, বচ, ছাতিমহাল, হরিস্রা, দাকহরিস্রা,
গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব (রাখালশশার মূল অথবা নিমিন্দা), পিপুল, কুড়, সর্ষপ, ও
শুষ্ঠী; এই সকল কল্কদ্রব্য এবং সুরমাদিগণের কাথসহ যথাবিধানে ৪ মের
তৈল পাক করিবে। এই তৈল পান, অভ্যঞ্জন, নস্য ও বস্ত্রিরূপে প্রয়োগ
করিলে স্থূলতা, আলস্য, কণ্ডু ও কফকৃত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুরমাদিগণ—সুরম (এক প্রকার পলাশ বৃক্ষ, কেহ কেহ রক্ততুলসী
বলিয়া থাকেন), কয়েংবেল, দেবদারু, গন্ধতণ, কট ফল, কামমর্দ, বিড়ঙ্গ,
ক্ষবক (ছুখিয়া), অলম্বুবা (হাড়মুচা), কাকজজ্বা, দন্তী, নিমিন্দা, পুনর্নবা,
গুলঞ্চ, বামনহাটী ও লুজ্জালু।

অমৃতাদ্যোগুগ্গুলুঃ ।—

অমৃতাক্রটিবেল্ল বৎসকং কলিঙ্গং পথ্যামলকানি গুগ্গুলুঃ ।

ক্রমরন্ধমিদং মধুপ্নু তং পীড়কাশৌল্যভগন্দরঞ্জয়েৎ ॥

অমৃতাদ্যগুগ্গুলু ।

গুলঞ্চ ১ভাগ, ছোট এলাচি ২ভাগ, বেঙ্গ (বিড়ঙ্গ) ৩ভাগ, কুটজছাল
৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্গুলু ৮
ভাগ; এই সকল দ্রব্য পূর্বোল্লিখিত মাত্রায় গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া
উপযুক্ত পরিমিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়কা, শৌল্য ও
ভগন্দররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বকোগুগ্গুলুঃ ।—

ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গ গুগ্গুলুং সমং ।

• খাদনু সর্বানু জয়েদ্বাধীন মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্ ॥

নবকগুগ্গুলু ।

শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা ও
বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং ইহাদের সর্বসমস্তির সমান
গুগ্গুলু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা
দ্বারা মেদঃ, শ্লেষ্মা, আম ও বাতজনিতরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

বিভিন্নাগরক্ষার কাললোহরজোমধু ।

যবামলকচূর্ণস্তু প্রয়োগঃ শ্বেল্যানাশনঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শ্বেল্যাদৌর্গন্ধাধিকারঃ ।

বিড়ঙ্গ, শুষ্ঠী, যবক্ষার, যব ও আমলকী ; ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব-
সমষ্টির সমান কাললৌহচূর্ণ (বজ্রাদি লৌহ) গ্রহণপূর্বক মধু মিশ্রিত করতঃ
সেবন করিলে শ্বেল্যরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে । •

ইতি ত্রীরাশমণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে

শ্বেল্যাদৌর্গন্ধারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ সর্বোদরাধিকারঃ ।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোহনলঃ ।

তন্মাত্তো জ্যানি যো জ্যানি দীপনানি লঘুনিচ ।

রক্তশালীন্ যবান্ মুদান্ জাঙ্গলাংশচ যুগদ্বিজান্ ।

পয়োমূত্রাসবারিষ্ঠান্ মধুশীধু তথা পিবেৎ ॥

উদররোগে কুক্ষিদেহে দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের)
সঞ্চয় হইলে জঠরাগ্নি নিস্তেজ হয় ; একারণ উদররোগীকে সর্বদা অগ্নি-
উদ্দীপক অথচ লঘুপাকী দ্রব্য সকল ভোজন করিতে দিবে । রক্তশালি
(ধান্যবিশেষ), যব, মুগ, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংসের যব, ভুজ, গোমূত্র,
আমব (মদ্যবিশেষ), অরিস্ট, মধু ও শীধু (মদ্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য
উদররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে । •

স্নিগ্ধার শ্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং ।

বাতোদরং বলবতঃ পূর্বং স্নেহৈরুপাচরেৎ-।

কৃতে দোষে পরিপ্লানং বেষ্টয়েদ্বাসমোদরং ।

তথাস্থানবকাশত্বাদায়ুর্নাশ্বাপয়েৎ পুনঃ ॥

বাতোদররোগে বলবান্ ব্যক্তিকে প্রথমতঃ স্নেহ সেবন করিতে দিবে ;
তদনন্তর উক্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে শ্বেদ দিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন (তৈলাদি) প্রয়োগ
করিবে । এবম্প্রকারে স্থবিবেচনা দ্বারা উদরের দোষ সকল নির্গত হইলে
অর্থাৎ উদর উত্তমরূপ কোমল হইলে, বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া
রাখিবে । যেহেতু বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টিত থাকায় অনবকাশ হেতু বায়ু পুনরায়
উদরান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না । অর্থাৎ এমন প্রকারে উদর বেষ্টন
করিতে হইবে যে, যাহাতে বায়ু স্থান পাইয়া পুনর্ব্বার উদরাধান জন্মাইতে
না পারে ।

দোষাতিমাত্রোপচরেৎ শ্রোতোমার্গনিরোধনাং ।

সীম্ববত্বাদরং যমান্নিত্যমেবং বিরেচনং ॥

উদরে দোষের অত্যধিক সঞ্চয় হেতু শ্রোতোবহা নাড়ী সমূহের মুখরোধ হওয়ার উদররোগ উৎপন্ন হয় ; একারণ উদররোগীকে সর্বদা যথাসম্ভব বিরেচন প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোমযুক্তং কক্ষোদরী ।

পিবেন্নধুযুতং তক্রং ব্যক্তান্নং নাতিপেলবং ॥

কক্ষোদররোগীকে যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, উপযুক্ত মাত্রার মধু ও অনতিগাঢ় দ্বয়দল তক্র (ঘোল) মিশ্রিত করতঃ পান করিতে দিবে ।

বিরিক্তে চ তথা দোষহরৈঃ পেষাশ্চ তা হিতাঃ ॥

উদররোগীর উত্তমরূপে বিরেচন হইলে, দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) বলাবল বিবেচনা করতঃ তত্তদোষনাশক দশমূলাদি দ্বারা পেষা প্রস্তুত পূর্বক রোগীকে পান করিতে দিবে ।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলী লবণান্বিতং ।

শর্করা মরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ।

মধু তৈল বচা শুষ্ঠী শতাব্বা কুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ ।

যুক্তং প্লীহোদরীজাতং সর্বোষজ্ঞদকোদরী ।

বদ্ধোদরী তু হবুষা দীপ্যাকা জাজী সৈন্ধবৈঃ ।

পিবেচ্ছিত্তোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতং ।

দ্রাষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী ।

সন্নিপাতোদরে সর্বাং যথোক্তাক্ষারয়েৎ ক্রিয়াং ।

প্লীহোদরে প্লীহহরং কক্ষোদরহরং তথা ।

গৌরবারোচকার্ত্তানাং সমন্দাশ্রাতিসারিণাং ।

তক্রং বাতকফার্ভানামমৃতত্বায় কম্পতে ॥

বাতজনিত উদররোগে পিপুল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে যথোপযুক্ত মাত্রায় তক্র পান করিতে দিবে । পিত্তজনিত উদররোগে শর্করা ও মরিচ চূর্ণ সহ স্বস্বাদু তক্র পান করা কর্তব্য । প্লীহোদররোগী মধু, তৈল, বচা, শুষ্ঠী, শুলুকা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র পান করিবে । দকোদর (উদকোদর অর্থাৎ জলোদর) রোগে শুঠ, পিপুল ও মরিচ সহযোগে তক্র সেবন বিধেয় বলিয়া জানিবে । বদ্ধোদররোগে হবুষা, দীপ্যক (যমানী), অজাজী (জীরা) ও সৈন্ধবলবণ সহ তক্র সেবন করা কর্তব্য । ছিত্তোদরী রোগে পিপুল চূর্ণ ও মধু

সহ তক্র পান করিবে। সন্নিপাতোদররোগে ত্রিকটু, ববকার ও সৈন্ধবলবণ সহিত তক্র এবং গূর্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ ও কফজ উদয়ে কথিত ঝিরা সকলও প্রয়োগ করিবে। ম্লীহোরোগে ম্লীহানাশক ও ম্লীহোদরনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্তব্য। শুকতা, অকচি ও যন্দাম্মি পীড়িত, অতিসারী ও ষাভ ও কফ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তক্র অমৃত সদৃশ উপকারী বলিয়া জানিবে।

দেবদারু পলাশার্ক হস্তিপিপ্পলী শিগুঠৈঃ ।

মাশ্বগঠৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিশ্বাদুদরং শনৈঃ ।

এদিহাৎ প্রলেপয়েদিত্যর্থঃ ।

মূত্রান্যস্তীৰুদরৈণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ ।

স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োহশনঃ ।

সহস্রক প্রযুক্তীত শক্তিতো জঠরাময়ী ॥

দেবদারু, পলাশবৃক্ষের বীজ, আকন্দগুলের ছাল, গজপিপুল, সজিনা-মূলের ছাল ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক গোমূত্র সহ পেয়ণপূর্বক উদবে প্রলেপ দিলে (ধীরে ধীরে মর্দন করিলে) উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদরবোগে ৮ আট প্রকাব মূত্র (মেঘ, ছাগ, গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দভ, এই ৮ প্রকার জন্তব মূত্র) সেক ও পানার্থে প্রয়োগ করিবে। উদররোগী কেবল মাত্র দুধাম্নভোজী হইয়া মনসাসীজের ক্ষীরে ৭ বার (মতান্তরে ২১ বার) ভাবনা দিয়া পিপুল সেবন করিবে। রোগী স্বীয় শক্তি বিবেচনায় প্রতিদিবস ১ একটী, ২ দুইটী অথবা ৩ তিনটী করিয়া সহস্র পিপ্পলী পর্য্যন্ত সেবন করিতে পারে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুণ্ণুলুস্ত্রফলম্ভচ ।

স্নুহীক্ষীর প্রয়োগশ্চ শময়তু দরাময়ং ॥

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলাগুগগুলু ও মনসাসীজের ক্ষীর; এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্নুকপয়সা পারিভাবিত তণ্ডুলচূর্ণৈর্বিনির্মিতঃ পূপঃ ।

উদরমুদারং হিংসাদেহাগোহয়ং সপ্তরাত্রৈঃ ॥

মনসাসীজের ক্ষীরে তণ্ডুল (চাউল) ভাবনা দিয়া, সেই তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া তদ্বারা পিষ্টক (পিটা) প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক উপযুক্ত পরিমাণে ৭ সাতদিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে উদররোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিন্দুঘৃতং ।—

অর্কক্ষীরং পলে দ্বৈ চ স্নুহীক্ষীরং পলানি বট্ ।

পথ্যা কল্পিলকং শ্চামা সম্পাকং গিল্লিকর্ণিকা ।
 নিলিনী ত্রিযুতা দন্তী শঙ্খিনী ত্রিককন্তুখা ।
 এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ স্তূতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
 অথাস্য মলিনেকোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ ।
 যাবদস্য পিবেদ্বিন্দুন্ তাবদ্বারান্ বিরচ্যতে ॥
 জলং চতুঃস্রুৎ ৭৭ ।

বিন্দুস্তুত ।

উৎকৃত গব্যস্তুত ৮৪ চাবিসেব জল ১৬ ষোলসেব, আকন্দের ক্ষীব ২ পল, মনসামীত্রেব ক্ষীব ৬ পল এবং কল্কার্থ হবীতকী, কমলাগুড়ী, শ্চামগুল, তেউড়ী, মোণালুফলেব মজ্জা, শ্বেত অপবাজিতাব মূল, নীলবুহা, তেউড়ী-গল, দন্তীগল, শঙ্খপুষ্পা এবং বক্রচিতাবমূল, এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান ভাগে সমুদাবে ৮১ একসেব । যথানিয়মে এই স্তুত পাক করিবে । উদরবোগীব কোষ্ঠে অধিক মল সংশ্লিষ্ট থাকিলে, এই বিন্দুস্তুত এক বিন্দু মাত্র বোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই স্তুত যতবিন্দু বোগীকে সেবন কবান যায়, ততবার দান্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাব নাম বিন্দুস্তুত । ইহা দ্বাবা ৮ প্রকার উদররোগ এবং কুষ্ঠাদি বিবিধবোগ নিবাবিত হইয়া থাকে ।

নারায়ণচূর্ণং ।—

যমানীহবুশান্য ত্রিকলামোপকুঞ্চিকা ।
 কারণী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শঠী বচা ।
 শতাহ্বা জীরকং ব্যোমং স্বর্ণক্ষীরী সচিক্কা ।
 দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকং ।
 বিভঙ্গক সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং তথা ।
 ত্রিবিংশতালে দ্বিগুণে শীতলাম্যাস্ততুঃস্রুৎ ৭৮ ।
 এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ ।
 নৈনং প্রাপ্যাত্তিবর্দ্ধন্তে রোগবিকৃমিবাসুরাঃ ।
 তক্রোগোদরিভিঃ পৈয়ং গুল্মিভির্বাদরামুনা ।
 জ্ঞানদ্ববাতে সুরয়া বাতরোগে প্রমত্তয়া ।
 দধিমণ্ডেন বিট্মঙ্গে দাড়িমাযুভিরর্শমে ।
 পরিকর্ষেচ বৃক্ষান্নৈরুক্ষাযুভিরজীর্ণকে ।
 ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে ।
 স্বদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে ।

দংক্রাবিষে মূলবিষে সগরে চ ত্রিদোষজ্ঞে ।

তথাহং স্নেহকোষ্ঠেন পেরমেতদ্বিরচনং ।

অজমোনা ক্ষেত্রযমানী উপকুক্ষী কাকারাত্রি কৃষ্ণকণ জীরকদ্বয়ং ।

দন্ত্যা ভাগদ্বয়ং প্রথম ভাগাপেক্ষায়াঃ ॥

নাবারণ চূর্ণা ।

যমানী, হবুযা ধনিয়া, হবীতকী আমলকী, বহেদা, উপকুক্ষিকা (কৃষ্ণ জীবা), স'বনী (ঈষৎকৃষ্ণ কৃষ্ণ জীবক), পিপুলামল (ক্ষেত্রযমানী, মটী, বচ, শলুফ, জীব, শুঠ, পিপুল, মবিচ, স্বর্ণমৌবা বক্তৃচিত্তাদ ল, যবক্ষাব, সার্চিকাব, পুষ্করমল (অভাবে কুড) কুড, পঞ্চাবণ (মৈন্ধব, মচললবণ, বিটলবণ, কবকচলবণ ও সাম্ভবীলবণ) ও বিড়ঙ্গ ওতোলে ১ ভাগ, দন্ত্য-গূল ৩ ভাগ, তেউডীমূল ৩ ভাগ ও বাখালশশ'বগল ৬ ভাগ এবং শাতলা (চর্ম্মকষা) ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া একত্র মিশ্রিত কবিয়া লইবে । এই নাবারণ চূর্ণ ঔষধ সর্বশল্যবোণে নাশক । এই নাবারণ চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত পৰিমাণে উদবোণে ভকেব সহিত, ও-বোণে বদবীৰ (কুণ্ঠেব) রাখেব সহিত, আনাহনাতশোণে সুদাব সহিত বাতবোণে প্রমন্ন (মদোর উপবিস্ত্র স্বচ্ছভাগ) সহ, মলবোধে দধিব মতেব সহিত অর্শোবোণে দাড়িমছালের কাথেব সহিত, পবিকর্তিকাবোণে বৃক্ষাল্লেব সহিত এবং অজীর্ণবোণে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে । ভগন্দব, পাণ্ডু-বোণ, স্থান, কাস, গলগ্রহ হ্রদ্রোগ, গ্রহণীবোণ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি জ্বব, দংক্রাবিষ, মূলবিষ, গব'বিষ এবং ত্রিদোষজ বিববোণে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় স্নিগ্ধ কোষ্ঠবোণী বিরচনার্থে সেবন কবিবে ।

উদরারি রসঃ ।—

রসেন তাত্রায়সভস্ম গন্ধং শিলাহরিদ্রা জয়পালতুলাং ।

শিলাজতুং টঙ্কণকঞ্চ সর্বং বিষদ্য সমাক্ পরিভাবয়েত্তু ।

নিষ্ঠুগুকা ত্র্যষণ ভৃঙ্গরাজ চিত্রাঈতোয়েন প্রমাণং ।

ক্কাথেন নিয়স্য দিনপ্রমাণং সিদ্ধোৎসঃ সাত্ত্বিন্দরারি সূত্রঃ ।

যথাশমিতু ধরপক্ষপাতে তু তথারসোহয়ং উদরং নিহন্তি ॥

উদবাবি রস ।

তাত্রভস্ম, লৌহ, বস, গন্ধক, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল, শিলাজতু ও মোহাগাব খৈ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক একভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান কজ্জলী গ্রহণপূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে । তৎপবে উহা নিসিন্দা, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ ও রক্তচিতা, ইহাদেব বসদ্বারা এবং নিষ-ছালের কাথে এক এক দিবস ভাবনা দিয়া ৩৪ বতি মাত্রায় বটীক ৫০৩ করিবে । এই উদবাবি রস ঔষধ উদবোণের মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।

বড়বাগ্নিমুখোরসঃ ।—

ত্রাহসু ত্রিকটু ত্রিফলা দেবদারু নিশাদ্বরং ।
ভল্লাতকং শিগ্গফলং কটুকী বিল্বকং বচা ।
শুষ্ঠীত্বল্যং পঞ্চপটুং ত্বলা দধ্বা বিপেষয়েৎ ।
অন্তধু মগতং দধ্বং ক্ষারোহয়ং বড়বানলঃ ।
ত্রিদিনং মাদিরায়ুক্তং পিবেদ্বা কাঞ্জিকৈঃ সহঃ ।
মদ্যোথে বাথবা পেরমুদরং গুল্মশূলনুৎ ॥

বড়বাগ্নিমুখ রস ।

হিঙ্গু ১ ভাগ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, হবিদ্রা, দারুহবিদ্রা, শোধিত-
ভেলাবীজ, মজিনাববীজ, কটুকী, বেলগলেবছাল, বচ ও শুষ্ঠী প্রত্যেকে
১ ভাগ এবং সর্বসমষ্টিব সমান পবিমাণে পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্য গ্রহণ-
পূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ত্বলা পবিমাণে দধিব সহিত পেষণপূর্বক অন্ত-
ধুমে দধ্ব করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার দ্বিধ উপযুক্ত মাত্রায় মদিরা
অথবা কাঞ্জিক সহ সেবন করিলে মদ্যজনিতরোগ, উদব, গুল্মবোগ ও শূল-
ব্যাধি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মবটী ।—

বিড়ঙ্গং দাড়িমং কুঠং নিম্বত্বক্ দহনং বচা ।
ব্রাহ্মণপাঠা দেবদারু নিশাব্যাঘ্রনখাভয়া ।
রেণুকং রোহিণীচৈল্য ত্রিরং প্রত্যেক কার্ষিকং ।
জৈপালবীজচূর্ণঞ্চ দন্তীমূলং পলং পলং ।
ব্রহ্মদণ্ডী রস প্রস্তুং প্রস্থকন্দ পুরাতনং ।
পূর্বকন্দসুতং পাচ্যং মৃদ্ধগ্নিনামুপাচিতং ।
ভক্ষয়েদ্ভুদরহরাং নিত্যং ব্রহ্মবটীং শুভাং ॥

ব্রহ্মবটী ।

বিড়, দাড়িমফলেব ছাল, কুড়, নিমছাল, রক্তচিতা, বচ, ত্রিকটু, আক-
দবদারু, হবিদ্রা, ব্যাঘ্রনখ, হবীতকী, বেণুকা, কটুকী, এলাচি ও
লি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, জয়পাল বীজ ও
চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, ব্রহ্মবটীব রস ৪ চারিমের এবং পুরাতন
৬০০৭ ১/২ হুইয়ের ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া মুহু অগ্নিসন্তাপে পাক
করিয়া গাঢ় হইলে যথোপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন
ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে নিশ্চয়ই উদররোগ বিনষ্ট হইয়া
থাকে ।

পিপ্পলীমূল পিণ্ডাভ ত্রিকত্রয়েন্দু সৈন্ধবৈঃ ।

সর্বচূর্ণসমং লৌহং হস্তি সর্বোদরাময়ং ।

পিষ্টাতো গন্ধরসঃ ॥

ইন্দুঃকপূরঃ ।

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ সর্বোদরাধিকারঃ ।

পিপুলমূল, পিণ্ডাভ, ত্রিকত্রয় অর্থাৎ শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতবী, বহেড়া, আমলকী, গুথা, বিড়ঙ্গ ও দারুচিনি, কপূর্ব ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগ এবং সর্বসমষ্টিব সমান লৌহচূর্ণ গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পবিমাণে সেবন করিলে সর্বপ্রকার উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি ঔগ্রামমানিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে সর্ববিধ
উদররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ প্লীহযক্ষদধিকারঃ ।

গুড়পিপ্পলী ।—

ভুলেকক্ষুগুমানায় পিপ্পলীক তথৈব চ ।

হিঙ্গু ত্রিকটু চমানং সৈন্ধবানাং দ্বিকারিকং ।

চিত্রকক বিড়কৈব দ্বৌ ক্ষারৌ শিখরীভুথ্য ।

তালপুষ্প কোকিলাক্ষ চিঞ্চাক্ষারং সফেণকং ।

সুহীক্ষীর সমায়ুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনং ॥

গুড় ১২।০ সের, পিপুলচূর্ণ ১২।০ সেব - বং হিঙ্গু, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, রক্ত-
চিতা, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, মাচিক্ষার, আপাণ্ডু বীজের ক্ষার, হুতন তালের জটার
ক্ষার, কোকিলাক্ষমূলের ক্ষার, তিত্তীভীক্ষার, সমুদ্রফেণ ও মনসাসীন্দের ক্ষীর
প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা। যথাবিধানে ইহা পাক করিয়া লইবে। ইহা প্লীহা ও
জ্বর-বিনাশক।

রুহদ্গুড়পিপ্পলী ।—

বিড়ঙ্গং ভ্রূষণং হিঙ্গু কুঠং লবণপঞ্চকং ।

দ্বিষ্কারং ফেণকং চবাং শ্রেয়সী কৃষ্ণজীরকং ।

তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুয়াণ্ডকস্য চ ।

অপামার্গোদ্ভব ক্ষারং চূর্ণানি চিত্রকস্য চ ।

এতস্মান্মিলিতাচূর্ণাং পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ ।
 গুড়ত্বলাং প্রদাতব্যাং চূর্ণকৈব কণোদ্ভবং ।
 খাদেদগ্ন্যুদয়ে নিতাং গ্নীহানং হস্তি দুত্তরং ।
 প্রমেহান্ পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরন্তথা ।
 কামলাং ত্রিদোষোৎক বহ্নিমান্দ্যহরং পরং ।
 সর্ষেপাং বাতরোগাণাং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে ।
 অশ্বিভ্যাং নিশ্চিতকৈতৎ সুরমগুড়পিপ্পলী ॥

বৃহদগুড়পিপ্পলী ।

বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, কুড়, মৈন্ধবলবণ, মৌবর্জললবণ, বিট-
 লবণ, করকচলবণ, শান্তরীলবণ, যবক্ষার, সার্চিকার, সমুদ্রকোণ, চই, হরী-
 তকী, কৃষ্ণজীবা, ডালপুষ্পের ক্ষাব, গোটেরূরার ক্ষার, কুম্মাণ্ডের ক্ষার,
 অপামার্গের ক্ষার ও রক্তচিতারগলের ক্ষার, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক
 এক ভাগ, এই দ্রব্যসমষ্টির দ্বিগুণ পুবাণ্ডন গুড়, এবং গুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ ।
 সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করতঃ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন কাঁবনো
 দুত্তর গ্নীহা প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, শোথ, জীর্ণজ্বর, কামলা, ত্রিদোষজ অগ্নি-
 মান্দ্য এবং সর্ষপপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইবার থাকে । বিশেষতঃ এই ঔষধ
 বালকদিগেব অতীব উপকারী বলিয়া জানিবে । এই বৃহদ গুড়পিপ্পলী
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক নিশ্চিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ।

মহারোহিতকং স্মৃতং ।—

রোহিতকাং পলশতং ক্ষোদয়েদ্বদরাচকং ।
 সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতং ।
 স্মৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগক্ষীর চতুর্গুণং ।
 ভগ্নিন্দ্রাদ্যাদিমাল্ল কল্কান্ সর্ষাংস্তানক্ষস্মিতান্ ।
 ব্যোবং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী ভৃগুরং বিড়ং ।
 অণ্ডাঙ্গীং কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ ।
 পুনর্নবাং বিশালাঞ্চ যবক্ষারং মপৌক্ষরং ।
 বিড়ঙ্গং চিত্রককৈব হবুযাং চবিকাং বচাং ।
 এতৈস্মৃতং বিপকন্ত স্থাপয়েদ্ভ্রাজনে শুভে ।
 পায়য়েন্নিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমপেক্ষ্য চ ।
 রসকেদাথ যুগেণ পরমা বাপি ভোজয়েৎ ।
 উপযুক্তে স্মৃতে তন্মিন ব্যাধীন হন্যাদিমান্ বহুন্ ।

যকুৎ প্লীহোদরকৈব প্লীহশূলং যকুভণা ।
 কুক্ষিশূলঞ্চ ক্ষুদ্রলং পার্শ্বশূলমরোচকং ।
 বিবদ্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকাশলং ।
 হৃদ্যাতীসারশমনং তন্মলীজ্বরবিমোক্ষণং ।
 মহারোহিতকং নাম প্লীহঘ্নস্ত বিশেষতঃ ॥

মহারোহিতকঘৃত ।

উৎকৃষ্ট গব্যমূত্র ৮ চারিমের, ছাগহৃৎ ৬ ঘোলমের ; কাঁথার্থ রোহিতক (বোড়া বা রয়না কল) ১০ মাড়ে বারমের ও বদর (কুল) এক আঢ়ক, পাকার্থ জল একমোণ, পাকাবশিষ্ট কাথ ৬ ঘোলমের ; বাল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, তিৎলাউ, বিটলবণ, জীরা, কুম্ভলবণ, দাড়িমফলের ছাস, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশশারমূল, যবক্ষার, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বিড়ঙ্গ, রক্তচিতারমূল, হুব্বা, চই ও বচ, প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে এই ঘৃত পাক পূর্বক একটী উৎকৃষ্ট পাত্রে রাখিয়া দিবে । এই রোহিতক ঘৃত প্রতিদিন রোগীর ও ব্যাধির বলাবলাহুসারে ৩ পল মাত্রা পর্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে । এই ঔষধ মাংসরস, মৃগাদির বৃষ অথবা দুগ্ধসহ সেবিতব্য । ইহা দ্বারা যকুৎ, প্লীহোদর, প্লীহশূল, যকুক্ষূল, কুক্ষিশূল, হৃদয়শূল, অরোচক, বিবদ্ধশূল, পাণ্ডুরোগ, কামলা, হৃদী, অতীসার, জ্বর ও তন্মারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ইহা প্লীহারোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।

মানাদ্য গুড়িকা ।—

মানমার্গাঘৃতা বানা স্থিরা সৈন্ধব চিত্রকং ।
 নাগরং তালশুণ্ডঞ্চ প্রত্যেকস্ত ত্রিকার্ষিকং ।
 বিড় মৌবর্জলক্ষার পিপ্পলাশ্চাপি কার্ষিকাঃ ।
 এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্বং গোমূত্রশাটকে পচেৎ ।
 সান্দ্রীভূতে গুড়ী কুর্ঘ্যাৎ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকং ।
 যকুৎ প্লীহোদরহরো গুল্মার্শো গ্রহণীহরঃ ।
 যোগঃ পরিকরো নামা চাণ্মিসন্দীপনঃ পরঃ ॥

মানাদ্য গুড়িকা ।

মান (স্বনাম খ্যাত বড় কচু), অপটমার্গ, গুলঞ্চ, বাসক, শালপানী, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতারমূল, শুষ্ঠী ও তালের নূতন জটা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ ছয় তোলা, বিটলবণ, মৌবর্জললবণ, যবক্ষার (সোরা) এবং পিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া এক আঢ়ক গোমূত্র সহ পাক করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে উহা গাঢ়

হইয়া আসিয়াছে, তখন চুঙ্গী হইতে নামাইয়া উহার সহিত ৩ তিনপল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এবং উপযুক্ত মাত্রায় শুড়িকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ তাহার এক একটী সেবন করিবে। এই বানাদাশুড়িকা ঔষধ যকৃৎ ও প্লীহা-দর, গুল্ম, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নিবারক, অগ্নিসন্দীপক ও বিরেচক বলিয়া জানিবে।

তালপুষ্পোদ্ভবক্ষারঃ গণ্ডুঃ প্লীহনাশনঃ ।

ভজাতকাভয়াজী জী গুড়েন সহ মোদকঃ ।

মথুরাভ্রান্নিহন্তোষ প্লীহানমপি দারুণং ।

পিপ্পলীং নাগরং দন্তীং সমাংশং দ্বিগুণাভয়ং ।

চূর্ণং পীতং বিড়ান্ধাংশং প্লীহঘ্ননুষ্ণবারিণা ॥

১। তালপুষ্পের ক্ষার শুড় সহ সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। শোধিত ভজাতক বীজ, হরীতকী ও জীরা সমভাগে গ্রহণ পূর্বক চূর্ণ করিয়া গুড় সহ মিশ্রিত করতঃ শুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতি দারুণ দ্বীহাও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৩। পিপ্পল, শৃঙ্গী ও দন্তীগল চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ হরীতকী চূর্ণ এবং সর্বসমষ্টির অর্দ্ধাংশ বিটুলবণ একত্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্কলবণং ।—

অর্কপত্রং গলবণমন্তুর্মহং দহেভুতঃ ।

মস্তনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহাদরাপহং ॥

অর্ক লবণ ।

আকন্দের পাতা সমভাগ সৈন্ধবলবণ সহ মৃত্তিকাপাত্রে অন্তর্ধূমে দক্ষ করিয়া লইবে। এই ক্ষার প্রতিদিবস উপযুক্ত পরিমাণে জল সহ সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখং লবণং ।—

দন্তীচন্দন চিত্রাণাং ত্রিভুতং ত্রিফলং তথা ।

সমভাগেন তচ্চূর্ণং তৎসমং সৈন্ধবং তথা ।

সুহীক্ষীরেণ সংমর্দ্য স্থাল্যামেব চ সম্পাচেৎ ।

ষট্‌রক্তিকা প্রমাণেন ভক্ষয়েদ্বয়সঃ ক্রমঃ ।

যকৃৎ প্লীহানমুদরং গুল্মরোগং বিমূচিকাং ।

শিত্রকং কুষ্ঠরোগকং গৃধ্রসীমামদোষজং ।

মেদোরদ্ধিং বৃহৎকুষ্ঠং গলরোগসমহিতং ।

শময়েদাশু রোগাংস্ত তুলামগ্নিৰ্বথোথিতঃ ।

লবণাগ্নিমুখো নাম বিশেষাৎ যকৃদ্ভদরে ॥

অগ্নিমুখলবণ ।

দন্তীমূল, রক্তচন্দন, রক্তচিতারমূল, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একএকভাগ এবং মৈন্ধবলবণচূর্ণ সর্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক মনসাসীজের ক্ষীরে মর্দিত করতঃ স্থালীতে করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ৬ রতি হইতে বয়ঃক্রমাত্মসারে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, বিসৃচিকা, শিথ্র, কুষ্ঠ, গুত্রসী, আমজ্বিত মেদো-রোগ, বৃদ্ধিরোগ, মহাকুষ্ঠ সকল ও গলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই অগ্নিমুখলবণ ঔষধ যকৃৎ কৃত উদররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।

শিবাবটী ।—

অভয়ামরিচং কুষ্ঠং টঙ্কণক সমাংশকং ।

মর্কেষামপি তুল্যঞ্চ দদ্যাৎজৈপালজং রজঃ ।

স্নুহীক্ষীরৈরর্কটী কার্য্য যথা শ্বিন্নকলারকং ।

বটীত্রয়ং শিবামেকাং ভক্ষয়েদ্ভৃকবারিণা ।

যকৃৎ প্লীহাদরহরী নামবাতং মহারুজং ।

অতীলাং গলগণ্ড গণ্ডমালাং সুদারুণং ।

আমজ্বরং ত্রণং ঘোরং শোথং পাণ্ডুহলীমকং ।

হন্যাচ্ছিবাবটী নাম শিবেন ভাষিতং পুরা ॥

শিবাবটী ।

হরীতকী, মরিচ, কুড় ও মোহাগার খৈ প্রত্যেকে সমভাগ এবং মর্ক-সমষ্টির সমান শোধিত জরপাল চূর্ণ একত্রিত করিয়া মনসাসীজের ক্ষীর সহ পেয়ণপূর্বক কলারপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহার ৭টি বটী ১ একটী হরীতকী সহ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আমবাত, অতীলা, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, আমজ্বর, ত্রণ, শোথ, পাণ্ডু ও হলীমকরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । এই শিবাবটী ঔষধ শিব কর্তৃক কথিত জানিবে ।

বহিকুমারে রসঃ ।—

বহিরামঠ টঙ্কণ মৈন্ধবং ধান্যজীরকৈঃ ।

যমানী মরিচং শুষ্ঠী লবঙ্গৈল্য বিড়ঙ্গকং ।

প্রত্যেকং তোলকচূর্ণং লৌহচূর্ণস্ত ৩৫সমং ।

রসস্ত গন্ধকস্তাপি পলৈকা কজ্জলী শুভা ।

স্বতেন মধুনাখাদ্যং রসো বহিকুমারকঃ ।

মুকুৎ গ্লীহাদরানাহং হস্তি গুল্মং হলীগকং ।

বলবর্ণাগ্নিজননঃ কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ ।

মাষমেকং প্রকর্ত্বাং যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনং ।

শ্রীমদগহননাথেন রচিতো বিশ্বসম্পদি ॥

বহ্নিকুমার রস ।

রক্তচিটা গুল, হিঙ্গু, টঙ্গন, মৈন্ধবলবণ, ধনিয়া, জীরা, যমানী, মরিচ, শুঠী, লবঙ্গ, ছোটএলাচি ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহচূর্ণ সর্বসমষ্টির সমান এবং কঙ্কালী ১৬ তোলা। এহণপূর্বক উপযুক্ত-মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঘৃত বা মধুসহ সেব্য। ইহা যকৃৎ, গ্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম ও হলীগক রোগ নাশক ; বল, বর্ণ ও অগ্নিজনক এবং কান্তি ও পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহা একমাস পর্য্যন্ত মাত্রায় বৃদ্ধি অল্পক্রমে সেবিতব্য। এই বহ্নিকুমার রস ঔষধ বিশ্বের মঙ্গলজ্ঞাত শ্রীমদগহন নাথ কর্তৃক প্রকাশিত বলিয়া জানিবে।

রোহিতকাদ্যং লৌহং ।—

রোহিতক সমায়ুক্তং ত্রিকত্রয়যুতত্বয়ঃ ।

গ্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

রোহিতকাদ্যলৌহ ।

রোহিতক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, দাক্তচিনি ও লৌহ ; প্রত্যেকে সমভাগে এহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় অন্নপান বিবেচনায় সেবন করিলে গ্লীহা, অগ্রমাস ও যকৃৎরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বরো রসঃ ।—

মৃতভস্ম বঙ্গভস্ম পটলৈককং বিষর্দয়েৎ ।

গন্ধকং ত্রিযজ্ঞা তাক্ত্রং প্রত্যেকঞ্চ চতুঃপলং ।

অর্কক্ষীরৈর্দ্বিন্দুং মর্দ্যং সর্বত্রমেকত্রীকৃতং ।

বদ্ধাথভূবেপাচ্যং পুটেটেকেন সমুদ্ধরেৎ ।

পারদং গন্ধককৈব পশ্চাদ্দেশ্যং বিচক্ষণঃ ।

এষ বঙ্গেশ্বরোনাম গ্লীহগুন্মোদরঞ্জয়েৎ ।

ঘৃতে গুণ্ডাদ্বয়ং লেহং নিষ্কং শ্বেতপুনর্নবাং ।

গবাং ঘূত্রেঃ পিবেচ্চান্ন রজনীং বা গবাং জলৈঃ ॥

বঙ্গেশ্বর রস ।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, বঙ্গভস্ম, ৮ তোলা, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তাক্ত্রভস্ম প্রত্যেকে ৩২ তোলা, সমস্ত ত্রয়াক্ত্র একত্রিত করিয়া

এক দিবস আকন্দের আঠা দ্বারা মর্দনপূর্বক মৃত্তিকার গর্তমধ্যে পুটপাক করিয়া লইবে । তৎপরে উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ঘৃত বা গোমূত্রসহ সেবনপূর্বক পশ্চাৎ ২ তোলা শ্বেতপুনর্নবীর রস অথবা গোমূত্র সহ হরিদ্রা-চূর্ণ সেবন করিবে । এই ব্লেদ্যের রস ঔষধ প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ বিনাশ করিয়া থাকে ।

লোকনাথ রসঃ ।—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দয়েৎ ।
 যতাব্রং সর্ববৃত্যঞ্চ পুনঃস্তুত্বৈব দাপয়েৎ ।
 রসাদ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকং ।
 বরাটিকা চ ভস্মাথ রসতদ্বিগুণক্ষুরু ।
 নাগবল্লীরসেনৈব মর্দয়েদযত্রতো ভিষক্ ।
 পুটেদগজপুটেনৈব সাস্পশীতং সমুদ্বরেৎ ।
 খাদেদ্বল্লদ্বয়ং তস্মাত্তক্রঞ্চানু পিবেৎ সুখীঃ ।
 মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়ম্বা হরীতকীং ॥

লোকনাথ রস ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, যতাব্র ২ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্রভস্ম ২ ভাগ ও কড়িভস্ম ৩ ভাগ ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া পানের রসে মর্দনপূর্বক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে । এই ঔষধ ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিয়া পশ্চাৎ তক্র, মধুমিশ্রিত পিপুলচূর্ণ অথবা গুড়মিশ্রিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে ।

বহুলোকনাথো রসঃ ।—

শুদ্ধসূতং তথাগন্ধং খলে কৃত্বাথ কজ্জলীং ;
 সূততুল্যং জারিতাব্রং সংমর্দ্য কন্যাকাদ্রবৈঃ ।
 গোলং কৃত্বা ততো লৌহং তাম্রঞ্চ দ্বিগুণীকৃতং ।
 কাকমাচীরসৈঃ পিষ্টা গোলং তাভ্যান্ত কারয়েৎ ।
 সূতান্নবগুণং দদ্যাৎ বরাটিভস্মজং রজঃ ।
 পিষ্টা জহীরনীরেণ ঘৃষাযুগ্মং প্রকম্পয়েৎ ।
 তন্মধ্যে গোলকং ন্যাস্য যত্নেনাচ্ছাদয়েদ্ভিষক্ ।
 শরাবসংপুটে কৃত্বা যত্নশ্চলবর্ণাঘুভিঃ ।
 শরাবসন্ধিমালিপ্য আতপে শোষয়েৎ ক্ষণং ।
 ততো গজপুটে পক্তা সাস্পশীতং সমুদ্বরেৎ ।

পিক্টা তু সর্বমৈকধাং স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে ।
 শিবং সংপূজ্য সগগং দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ ।
 শূলকাষ্টবিধৈকৈব উদরং সর্বরূপিণং ।
 কাংস্যাক্রোড়মগ্রমাংসং শূলকৈব ভগন্দরং ।
 বহুমন্দ্যক শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ ।
 হস্তি কুষ্ঠং তথা মেহং পাণ্ডুরোগান্নপিভকং ।
 উদরারিরয়কৈব দৃষ্টো বাঃসহশ্রণঃ ॥
 রহল্লোকনাথ রস ।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও জারিতাত্র ১ ভাগ গ্রহণপূর্বক মৃত-
 কুমারীর রসে মর্দিত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে । পরে উহার সহিত পারার
 দ্বিগুণ তাত্রভস্ম ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পেষণ করিয়া
 লইবে । তদনন্তর পারার ২ নয়গুণ কড়িভস্ম মিশ্রিত করতঃ জ্বরী-
 নেবুর রসে মর্দনপূর্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃষামধ্যে স্থাপনপূর্বক শরাব-
 সংপুটে রাখিবে । পরে সেই শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটী, লবণ ও জল
 দ্বারা প্রলিঙ্গ করিয়া সূর্য্যাতপে শুকাইয়া গজপুটে পাক করতঃ নীতল
 হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে । প্রমথগণসহ শিবকে পূজা করিয়া ত্রাঙ্কণ-
 দিগকে পরিতুষ্ট করতঃ অন্নপান বিবেচনায় এই ঔষধ সেবন করিবে ।
 অষ্টবিধ শূল, সর্ববিধ উদর, কাংস্যক্রোড় (যাহাকে ভাষায় “কড়া” বলা
 যায়), অগ্রমাংস (অগ্রমাস), ভগন্দর, অগ্নিমন্দা, কুষ্ঠ, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ
 ও অন্নপিভরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । এই রহল্লোকনাথ রস ঔষধ প্লীহা,
 যকৃৎ ও উদররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে ।

প্লীহগজকেশরী তাত্রং ।—

জারিতং তাত্রচূর্ণস্ত গগণং ন্যক্ষিকং তথা ।
 পলার্কং পুষ্টিতং ঐলুমগ্নিমন্দলোত্তবৈঃ ।
 রসৈর্ভৃঙ্গনলৌথৈশ্চ লৌহপাত্রবিশারদৈঃ ।
 তং প্রক্ষেপচূর্ণস্ত দদ্যাৎ স মরিচাগতঃ ।
 ব্যোমং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বরু বিড়ং ।
 অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ ।
 ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় য়তেন মধুনা সহ ।
 যকৃৎ প্লীহোদরকৈব প্লীহশূলং ক্রমং তথা ।
 কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকং ।
 বিবদ্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং স কামলং ।

অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলমস্মিতং ।
সর্বরোগহরো হ্যেব শিবো বাণানুরং যথা ॥

গ্নীহগজকেশরী তাম্র ।

জরিত তাম্র, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক গণিয়ারী ও ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দিত করিয়া লৌহপাত্রে পুটপাক দিবে। তৎপরে উহার সহিত মরিচ, শুঠ, পিপুল, হিঙ্গু, যমানী, ত্রিফলা, দাড়িমফলের ছাল ও দেবদারু, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় স্নাত ও মধুসহ সেবন করিলে যক্ষ্ম, গ্নীহা, উদর, গ্নীহশূল, কুক্ষিশূল, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, অরোকে, বিবদ্ধশূল, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

তাম্রকম্পং

মৌবর্জলং রসং গন্ধং কর্ণদ্বয়মিতম্ভুতঃ ।
সর্কৈঃ সমং ভবেত্তাম্রং জয়ীরাল্লেন মর্দয়েৎ ।
সূর্য্যাবর্তরসৈঃ পশ্চাৎ কর্ণমোচরসেন চ ।
যোজয়েত্ত্রৈষর্ষেষু যাবৎ সর্ব স্নজীবতী ।
জয়ীরস্য রসৈভূয়ো বংশদণ্ডেন চালয়েৎ ।
দৃঢ়ে শিলাময়ে পাত্রে চূর্ণয়েদতিশোভনং ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজ্যং মাসদ্বয়াবধি ।
জীর্ণে ভুঞ্জীত শাল্যান্নং স্নতক্ষীরমস্মিতং ।
হস্ত্যল্লপিত্তং বিবিধং গ্রহণীং বিষমজ্বরং ।
চিরজ্বরং গ্নীহগদং যক্ষ্মদোগু স্ফুর্জ্জ্বরং ।
অগ্রমাংসং তথা শোথং কাংস্যাক্রোড়সমুদ্ভবং ।
কমঠঞ্চ তথা শূলমুদরং সর্বরূপিণং ।
ধাতুরন্ধিকরং রুঘ্যং বলবর্ণকরং শুভং ।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমং ।
সদ্যোবহ্নিকরঞ্চৈব সর্বরোগহরং পরং ।
হ্রাসয়েচ্চ তথৈবৈতৎ ক্রমেণৈব প্রবোধিতৈঃ ।
মুখশুদ্ধির্বিধাতব্যাপণৈঃ পূগসমস্মিতৈঃ ।
তাম্রকম্পমিদং নান্না সর্বরোগপ্রশান্তয়ে ॥

তাত্রকণ্প ।

সৌবর্জল লবণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে এবং তাত্রভস্ম সর্বসমষ্টির সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক এক দিবস জ্বাররসে, এক দিবস স্বর্ঘ্যাবর্তরসে এবং একদিন কর্ণমোচ রসে মর্দনপূর্বক তাত্রতর স্বর্ঘ্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে । পরে পুনর্ব্বার শিলাময় পাত্রে স্থাপনপূর্বক জ্বাররসে আশ্লুত করতঃ বংশদণ্ডদ্বারা চালিত (মর্দিত) করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ ঝুরিয়া লইবে । এই চূর্ণ ঔষধ অল্পপান বিবেচনায় একরতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত সেবনপূর্বক পশ্চাৎ ক্রমশঃ মাত্রায় কমাইবে । এই ঔষধ সেবনপূর্বক জীর্ণ হইলে রোগীকে স্নাত ও দুগ্ধ সহযোগে পুরাতন শালি-
ধাত্তের অন্ন ভক্ষণ করিতে দিবে । ইহা দ্বারা অল্পপিত্ত, গ্রহণী, বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, কাংশ্রকোড় (কড়া), কন্ঠরোগ, শূল ও সর্ববিধ উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । পরন্তু ইহা ষাতুরুদ্ধিকর, রযা, বল ও বর্ণ-
জনক, শ্রেষ্ঠরসায়ন, উত্তম বাজীকরণ, মদ্যই অগ্নিদীপ্তিকর এবং সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশক বলিয়া জানিবে । এই ঔষধ সেবনান্তে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সুপারী গহ পান খাইবে ।

দরভস্ম ।—

দরং মৈন্ধবগন্ধক ভস্মীকৃত্য প্রযোজয়েৎ ।

প্লীহানমগ্রমাংসক যকৃতক বিনাশয়েৎ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ প্লীহযকৃতদধিকারঃ ।

দরভস্ম ।

দর (শস্ম), মৈন্ধবলবণ ও গন্ধক, এই ত্রব্যত্রয় সমভাগে গ্রহণপূর্বক অগ্নিদ্বারা ভস্ম করিয়া লইবে । এই ভস্ম উপযুক্তমাত্রায় অল্পপান বিবেচনা করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ইতি ত্রীরামমণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
প্লীহা ও যকৃৎরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

উরোগ্রহনিদানং ।

অভিষান্দি শুর্করানি শুষ্কমূলাশনানি চ ।

সা গ্রমাংসং যকৃৎ প্লীহোঃ সদ্যোরদ্ধিং সমাগতো

উরোগ্রহং তদা ক্লেশো কুপিতো কফমারুতো ।

সমস্তং শঙ্করং ঘোরং রুদ্ধং স্পর্শাসহং গুরু ।

আত্মানং কুক্ষিস্ছেদ্যেথো বাতবিন্মূত্ররোধিতা ।

তন্নারোচক শূলানি তান্যালিঙ্গানি নির্দিশেৎ ॥ ৫

ইতি উরোগ্রহনিদান ।

অভিযান্দি দ্রব্য, গুরু অন্ন এবং শুষ্কমূল্য ভোজন দ্বারা কফ ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া কুক্ষিদেহে গমনপূর্বক অগ্রমাংগ, প্লীহা ও যকৃৎ বন্ধিত করতঃ উরোগ্রহরোগ উৎপাদন করে । এই রোগে শরীরের কফতা, স্পর্শা-সহতা, গুরুতা, আত্মান, কুক্ষিশোথ, হৃদয়শোথ, বাত, বিষ্ঠা ও মূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অকচি, শূল এবং অত্যাশ্রয় বিবিধ উপদ্রব (লক্ষণ) জন্মিয়া থাকে ।

ইতি উরোগ্রহনিদান ।

অথ ছড়ীচিকিৎসা ।

ছড়ীতি ষম্য খ্যাতির্ক্যাধেচিকিৎসায়াহ ।

তত্র শ্বেদনং যুক্ত্য দহনং রক্তমোক্ষণং ।

তীক্ষ্ণবিরেচনৈরেকং লঙ্ঘনঞ্চ প্রযোজয়েৎ ।

পুত্রঞ্জীবক শিগুত্বক্ সূর্য্যাবর্তদলোদ্ভবাঃ ।

রসা এতৈককণঃ কোকাদ্বিশো বা রামচান্বিতা ।

সপঞ্চলবণাঃ পেয়াস্তিহৃদগুড়সুকম্পিতা ।

হৃদ্রোগং ভেদজং তীক্ষ্ণং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ ॥

ইতি ছড়ীচিকিৎসা ।

ছড়ী (হৃদ্রোগবিশেষ) রোগে শ্বেদ, দহন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণবিরেচন ও লঙ্ঘন প্রয়োগ করা কর্তব্য । পুত্রঞ্জীবক (জিরাপুঁতি), সজিনার ছাল এবং সূর্য্যাবর্তের পাতা ইহাদের রস, হিঙ্গু, মৈক্বাদি পঞ্চবিধ লবণ ও গুড় এই সকল দ্রব্য সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দৈনন্দিক অবস্থায় দিবসে একবার অথবা দুইবার পান করিলে তীক্ষ্ণভেদজনিত হৃদ্রোগ (ছড়ী) নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় ।

ইতি ছড়ীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শোথাদিকারঃ ।

কক্ষে তু কৃষ্ণা দিকতা পুরাণ পিণ্যাক শিগুত্বগুমা প্রলেপঃ ।

কুলথশুষ্ঠী জলমূত্র সেকশচণ্ডাণ্ডরুভ্যামনুলেপনঞ্চ ।

পুনর্নবা বিশ্বত্রিদ্গুড়ুগী সম্পাক পথ্যামরদারু কল্কং ।

শোথে কফোথে মহিষাক্ষযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বা সলিলন্তথৈবাং ।

পুষ্ণিপর্ণী ঘনোদীচ্য শুষ্ঠী সিদ্ধন্ত পৈত্তিকে ।

দশমূলং সদাশস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ ।

বাতজে তৈলমেরুং বিগ্রহে পয়সা পিবেৎ ॥

১। ক্লেম্মিক শোথে পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খৈল, সজিনার ছাল ও অতমীমূল, এই সকল দ্রব্য জলসহ বাটিয়া তদ্বারা ফুলাস্থানে প্রলেপ দিবে ।

২। কুলখি কলাই ও শুষ্ঠীর কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা গোমূত্র সহ সিদ্ধ উহাদের কাথ দ্বারা শোথরোগীর শরীর ধৌত করিয়া, চোরপুষ্ণী ও অগুরুচন্দন জলসহ পেয়ণ পূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিবে ।

৩। পুনর্নবা, শুষ্ঠী, তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ, মৌদালের আঠা, হরীতকী ও দেবদাক ; ইহাদের কল্ক অথবা কাথ মহিষাক্ষ, গুগ্গুলু ও গোমূত্র সহ সেবন করিলে ককজ্বিত শোথরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

৪। চাকুলে, মুখা, বাল। ও শুষ্ঠী সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করিলে পৈত্তিক শোথ নষ্ট হয় ।

৫। দশমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, গাস্তীর, পাকুল, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, রহতী, কটেকারী ও গোক্ষুর, এই সকল কুচিত্ত দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ অথবা হ্রস্ব সহ এরুও তৈল সেবন করিলে বাতজ্বিত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে ।

অভয়া দারু যধুকং তিত্তা দন্তী মপিপ্পলী ।

পটোলং চন্দনং দার্বী ত্রায়মাণেন্দ্রবারুণী ।

এবাং কাথঃ সমির্পিকঃ শ্বয়থু জ্বরদাহহা ।

বিসর্প তুক্ষা সন্তাপ সন্নিপাত বিষাপহঃ ।

শীতবীৰ্য্যহির্মজ্জলৈ রভ্যঙ্গাদীংশ্চ কারয়েৎ ।

বিলুপত্ররসং পাতু শোষণং শ্লয়থো ত্রিজে ।

বিট্‌সঙ্গে চৈব ভুর্গাম্বি বিদদ্যাৎ কামলাস্বপি ।

দশমূলরসে বাপি গুগ্গুলুঃ শোথনাশনঃ ॥

হরীতকী, দেবদাক, যষ্টিমধু, কটকী, দন্তীমূল, পিপ্পলী, পলতা, রক্তচন্দন, দাকহরিত্রা, বলাড়ুমুর ও রাখালশমা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকার্থিষ্ট কাথ ৮ তোলা ।

এই কাথে গব্যস্থত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোথ, জ্বর, দাহ, বিসর্প, তৃষ্ণা, মস্ত্যপ, সন্নিপাত ও বিষদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শোথরোগীকে শীতবীৰ্য্য দ্রব্য ও হিম জলের দ্বারা অভ্যঙ্গাদি প্রয়োগ করিবে । ত্রৈদোষিক শোথ, অর্শঃ ও কামলারোগীকে মলরোধ অবস্থায় দান্ত করাইবার জন্য বেলপাতার রস পান করিতে দিবে ।

বিল্বাদি দশমূল সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে শোধিত গুগ্গলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পুনর্নবা যুতং ।—

পুনর্নবা ক্বাপ কল্ক সিদ্ধং শোথহরং যুতং ॥

পুনর্নবা যুত ।

গব্যস্থত /৪ চারিসের ; ক্বার্থ পুনর্নবা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের এবং কল্কার্থ পুনর্নবা /১ একসের । যথানিয়মে এই যুত পাক করিবে । ইহা শোথ নাশক ।

পঞ্চকোলান্যং যুতং ।—

রসেহপি পাচয়েৎ সর্পিঃ পঞ্চকোল কুলথয়োঃ ।

পুনর্নবায়াঃ কল্কেন যুতং শোথবিনাশনং ॥

পঞ্চকোলান্য যুত ।

গব্যস্থত /২ সের ; ক্বার্থ পঞ্চকোল এবং কুলথ কলার /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৬ বোলসের । কল্কার্থ পুনর্নবা /১ সের । যথানিয়মে এই যুত পাক করিবে । ইহা শোথনাশক ।

বর্ষাভূ শৃঙ্গবেরাভ্যাং কল্কে বা সর্বশোথজিৎ ।

সিংহাণ্ডাযুতভল্টাকী ক্বাথং কৃত্বা সমাফিকং ।

পিত্তশোথং জয়েজ্জন্তুঃ কাসঃ শ্বাসঃ বমিঃ ভ্রমিঃ ॥

পুনর্নবা ও আদা সমভাগে লইয়া জলসহ পেষণপূর্বক সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হয় ।

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে ১০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক শোথ, শ্বাস, কাস, বমি ও ভ্রমিরোগ বিনষ্ট হয় ।

পুনর্নবা লেহঃ ।—

পুনর্নবায়ুতাদারু দশমূলাঢ়কে পচেৎ ।

আদ্রক স্বরস প্রস্থে গুড়স্তত্ব ত্বলাং পচেৎ ।

ভৎসিদ্ধং বোঁষ চৈব্যালা ত্বক্পটৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্ ।

চূর্ণীকৃতো ক্ষিপেচ্ছীতে মধুন। কুড়বং লিহেৎ ।

লেইঃ পৌনর্নবোনাং শোথশূলনিষুদনঃ ।

শ্বাস কাসাকৃচিহ্নো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥

পুনর্নবালেহ ।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান পরিমাণে সমস্তে ১/২ সের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ ১/৪ সের । এই কাথ ১/৪ এবং ১/৪ আদায় রস সহ ১২।০ সের গুড় পাক করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে ত্রিকটু, চই, ছোলএলাচি, দাঙ্কচিনি ও তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া আলোড়নপূর্বক নামাইবে । পরে শীতল হইলে ১/১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই পুনর্নবালেহ শোথ, শূল, শ্বাস, কাস ও অকৃচিনাশক এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

কংস হরীতকী ।—

দ্বিগুণদশমূলস্য পিবেৎ কষায়ে কংসেভ্যয়ানাং শতং গুড়াচ্চ ।

লেহে সূসিদ্ধেচ বিনীয়চূর্ণং ঘোষ ত্রিসৌগন্ধা মুষাস্থিতেচ ।

প্রশ্বাৰ্দ্ধমাত্রং মধুনঃ সূশীতে কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশ্কাৎ ।

একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাচ্ছূ ক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রস্বদং ।

কাসজ্বরারোচকমেহগুল্মান্ প্রীহিত্রিদোষোদর পাণ্ডুরোগান্ ।

কার্ষ্যামবাতাবমৃগলপিভং বৈবর্ণ মূত্রাণিল শুক্রদোষান্ ॥

কংসহরীতকী ।

দশমূল ১/৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের । এই কাথসহ ১০০ একশত হরীতকী ও ১২।০ সের গুড় পাক করিয়া গাঢ় হইলে, উহাতে ত্রিকটু, দাঙ্কচিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাচি চূর্ণ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপপূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে । পরে শীতল হইলে তাহাতে ১/২ সের মধু ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে । প্রতিদিন ১ একটী হরীতকী ও ৪ তোলা মাত্রায় এই লেহ সেবন করিবে । ইহাদ্বারা শোথ, কাস, জ্বর, অকৃচি, গুল্ম, প্রীহা, পাণ্ডু, কার্ষ্য, আমবাত, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বৈবর্ণ এবং মূত্র, বায়ু ও শুক্রের দোষ নিবারিত হইয়া থাকে ।

পুনর্নবাদ্যং য়তং ।—

পুনর্নবা চিত্রক দেবদারু পঞ্চোষণ ক্ষার হরীতকীনাং ।

কল্কেন পক্বং দশমূলতোয়ে য়তোস্তমং শোথনিষুদনঞ্চ ॥

পুনর্নবাদ্য য়ত ।

গব্যায়ত ১/৪সের ; কাথার্থ দশমূল ১/৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের,

শেষ ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ কুটিত পুনর্নবা, রক্তচিহ্না, দেবদাক, মরিচ, শুষ্ঠী, পিপুল, রক্তচিহ্না, পিপুলমূল, যবক্ষার ও হরীতকী সমভাগে সমস্তে ১/১সের । যথানিয়মে এই ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নষ্ট হয় ।

মাণক ঘৃতং ।—

মাণকবায় কল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্তুং বিপাচয়েৎ ।

একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যাপোহিতিৎ

মাণক ঘৃত ।

গব্যঘৃত ১/৪ সের, কাথার্থ মাণকচূ ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের । কল্কার্থ মাণকচূ ১/১সের । এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট হয় ।

ক্ষীরং শোথহরং দারুবর্ষাভূ নাগরৈঃ শৃতং ।

পেয়াং বা চিত্রক ব্যোষ ত্রিদদারু প্রমাধিতাং ॥

দেবদাক, পুনর্নবা ও শুষ্ঠী অথবা রক্তচিহ্না, ত্রিকটু, তেউড়ী ও দেবদাক, সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ২৪ তোলা ও গব্যভূক্ষ ৮ তোলা । এই দুগ্ধাবশিষ্ট কাথ পান করিলে শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলং ।—

শুষ্কমূলক বর্ষাভূ দারু রাস্মা মহৌষধৈঃ ।

পঞ্চমভ্যঞ্জনাত্তৈলং সশূলং শ্বয়থুঞ্জয়েৎ ॥

শুষ্কমূলাদ্যতৈল ।

তিলতৈল ১/৪ চারিসের ; কল্কার্থ শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদাক, রাস্মা ও শুষ্ঠী সমভাগে সমুদারে ১/১ সের এবং জল ১৬ ষোলসের । এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দন করিলে বেদনাযুক্ত শোথ আরোগ্য হয় ।

সমুদ্রেশোষ তৈলং ।—

নিষ্ঠু ও শী দশমূলীচ ধ্বস্তুরক করঞ্জকৌ ।

শুষ্কমূল জয়াবিশ্ব রাস্মা দারু পুনর্নবা ।

এষাঞ্চ প্রকৃতে ক্রাথে ক্রাথে শাখোটজে তথা ।

কটুতৈলং পচেৎ প্রস্তুং সৈন্ধবং কল্কপাদিকং ।

সন্নিপাতোদ্ভবা শোথা যে চান্যে শ্লেষ্মাগ্ণিজ্জাঃ ।

শিরঃকর্ণগতা যে চ ক্লীপদানি তথৈবচ ।

গলগণ্ডং রথুরদ্ধিং শোথং সর্বাক্ষয়সত্ত্বং ।

কর্ণশোথং দন্তশোথং হনুমূলান্ধিসত্ত্বং ।

এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু বাড়বাগ্লিরিবাশুধিং ।

সমুদ্রেশোষণনাম তৈলং কেনাপিকীর্তিতং ॥

সমুদ্রেশোষ তৈল ।

সর্ষপতৈল /৪সের ; কাথার্থ নিসিন্দা, দশমূল, ধুতুরাবীজ, ডহরকরঞ্জা ও নাটাকরঞ্জাছাল, শুষ্কমূলা, জয়ন্তীপত্র, শুষ্ঠী, রাস্না, দেবদারু, এবং পুনর্নবা, সমভাগে সমস্তে /৮সের, জল ৬৪সের, শেষ ১৬ ষোলসের এবং শেওড়া (শাঁড়া) /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ মৈন্ধবলবণ /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্বপ্রকার শোথ, স্নীপদ, গলগণ্ড, ব্রণ, বৃদ্ধিরোগ এবং কর্ণ, দন্তমূল, শিরঃ, হস্ত, চক্ষু প্রভৃতি সর্বদেহের শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথশাদ্দূল তৈলং ।—

দশমূলং করঞ্জঞ্চ সিন্ধুবার ত্র্যচোজয়া ।

কৃষ্ণধূতুরপূতীকং স্কুল্মাচকমাহরেৎ ।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যাং চতুর্থাংশাবশেষিতং ।

কাথং গৃহীত্বা পাক্তব্যাং প্রস্থং তৈলঞ্চ সার্বপং ।

কল্কৈর্মূলক বর্ষাভু দারু দার্কী সনাগরৈঃ ।

রাস্না জাতীকুলথৈশ্চ কট্ফলৈঃ সাধিতং জয়েৎ ।

সন্নিপাতং জ্বরং ঘোরং কাসশ্বাসঞ্চ দারুণং ।

শোথং সর্বাপ্তজং হন্যাৎ একাপ্তস্থং বিশেষতঃ ।

স্নীপদং ব্রণকর্ণাঙ্গি শিরোজজ্বারুজং জয়েৎ ।

শোথশাদ্দূলকং নাম তৈলং হারীতনির্মিতং ॥

শোথশাদ্দূল তৈল ।

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের; কাথার্থ দশমূল, ডহরকরঞ্জাছাল, নিসিন্দাছাল, জয়ন্তীপত্র, কৃষ্ণধূতুরা, নাটাকরঞ্জা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদয়ে ল-৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, কহরিজা, শুষ্ঠী, রাস্না, জাতীকুল, কুলথিকলাই ও কট্ফল, সমস্তে /১ একসের, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রা- করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, শোথপ্রভৃতি বিবিধ রোগ র। বিশেষতঃ ইহা একপ্তিশোথের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

• রহছেথাশাদ্দূল তৈলং ।—

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা ।

প্রত্যেকং প্রস্থমাদায় জলেচাক্ষুণ্ণে পচেৎ ।

তেন পাণ্যবশেষেণ তৈলম্যাদ্ধাতকং পচেৎ ।
 দাপয়েতৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলোভিষক্ ।
 মূলকঞ্চ য়তাস্তী পটোলঞ্চ পুনর্নবা ।
 পাঠায়াশ্চ বলামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্ৰুকা ।
 হরীতকী কণাস্তী বচা পুষ্করমূলকং ।
 নিগুণ্ডীন্দ্রযবাশ্চামা করঞ্জং বাসকং তথা ।
 রাস্নাবিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ হরিদ্রে দ্বৈ চ ধান্যকং ।
 ত্রিফারং ফেণকং পত্রং দেবদারু মচিভ্রকং ।
 শকরকণবিল্বঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ ।
 প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মানং পেষয়িত্বা পুনঃ ফিপেৎ ।
 অভ্যঙ্গেনতু তৈলস্য শোথং হস্তিম্নুত্তমং ।
 নানান্যশোথাস্চ নশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ।
 মাংসশ্রয়াশ্চ যে কেচিদ্ধিশেষোপজলাশ্রয়াঃ ।
 অবশ্যং নিজ্জলাদেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 বিপরীতং মহাশোথং হস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

রহছেথশার্দূল তৈল ।

সর্বপতৈল ৮ সের ; কাথার্থ—শুষ্কমূল্য, দশমূল, পিপুল ও পুনর্নবা
 এই সকল কুটিত দ্রব্য প্রত্যেকে ১/২ সের, জল ৮ গুণ, শেষ চতুর্থাংশ
 কল্কার্থ—শুষ্কমূলক, গুলঞ্চ, শুষ্ঠী, পটোলপত্র, আকনাদি, বেড়েলারমূল
 বাল্য, বেণামূল, সজিনাছাল, হরীতকী, পিপুল, শুষ্ঠী, বচা, পুষ্করমূল
 নিমিন্দা, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, করঞ্জ, বাসক, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা
 দাকহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, মাচিফার, মোহাগা, সমুদ্রফেণ, ভেজপত্র
 রক্তচিটা, তিনিশছাল, শুষ্ঠী, বেলমূলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা ; এই সকল কুটিত
 দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল । যদ্বানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিবে
 মর্দন করিলে সর্ববিধ শোথ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

গুড়পিপ্পলীশুষ্ঠীনাং চূর্ণং শ্বয়থুনাশনং ।
 অমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনং ।
 পুরং মূত্রেণ সংসেব্যং পিপ্পলী বাপয়োহস্থিতা ।
 গুড়েন ভাবয়ামূল্যং বিশ্বং বা শোথরোগিণাং ;
 ভূনিষ্যবিশ্বকল্কং জঙ্ঘাপেষঃ পুনর্নবা কাথঃ ।
 অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্বাঙ্গিনং নৃণাং ।

অজাজিপাঠা ঘনপঞ্চকোল ব্যাঘ্রীরজনাঃ সুখতোয়পীতাঃ ।

শোথং চিরোথং চিরজং প্রবদ্ধং নিম্নস্তি ভূনিম্ব মহৌষধে চ ॥

শুড়, পিপুল ও শুষ্ঠী সমভাগে পেষণপূর্বক সেবন করিলে শোথ, আমাজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয় এবং বস্তি শোধিত হইয়া থাকে ।

গোমূত্রসহ শোধিত গুগ্গুলু, অথবা দ্রুক্ষসহ পিপুল ; কিম্বা শুড় সহযোগে শুষ্ঠী বা চিরতা ও শুষ্ঠীর কল্কসহ পুনর্বার কাথ সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

জীরা, আকনাদী, মুখা, পঞ্চকোল, কন্টকারী, হরিদ্রা, চিরতা ও শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করতঃ যথামাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে বহুকালজাত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ক্ষারগুড়িকা :—

ক্ষারদ্বয়ং স্যালবগানি চত্বার্যোররজোব্যোম কলত্রিকে চ ।

মপিপ্পলীমূল বিড়ঙ্গমার মুতা জমোদামরদারু বিলুং ।

কলিঙ্গকশ্চিত্রকমূল পাঠৈর্য্যক্যাহ্বয়ং গাতিবিসং পলাশং ।

মহিস্রু কর্ণমূল শুল্কচূর্ণং দ্রোণস্তথা মূলকশুষ্ঠাকানাং ।

গাণ্ডুশ্মনস্তুলিলেনসাধ্য মালোভ্য বাবদ্বনমপ্যদধ্বং ।

স্ত্যানং ততঃ কোলগমানমাত্রং কৃত্বানুশুষ্কাং বিধিনা প্রযুজ্যেৎ ।

প্লীহোদরাং শচাত্রহলীমকর্শঃ পাণ্ডুময়্যারোচকশোষশোথান ।

বিসৃটিকাণ্ডল্যগরশরীশ ম শ্বাসকাসানু প্রভূদেৎ স কুষ্ঠানু ।

মৌবর্জলং মৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ ।

সচতুল্লবণমত্র স্যাঞ্জলমষ্টগুণস্তবেৎ ॥

ক্ষারগুড়িকা ।

যবক্ষার, সালিক্সার, মৈন্ধবলবণ, মৌবর্জললবণ, বিটলবণ, করকচলবণ, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গমার, মুখা, বনযমানী, দেবদারু, বেলমূলেরহল, ইস্রয়ুব, ব্রহ্মচিটারমূল, পাঠা, যক্ষিমধু, আতাইচ, পলাশহাল ও হিঙ্গু ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে । শুষ্কমূলা ৩২ সের গ্রহণপূর্বক ৮ গুণ জলে ক্ষার জল প্রস্তুত করতঃ তৎসহ পূর্বোক্ত চূর্ণগুলি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে । এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহোদর, হলীমক, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরোচক, শোথ, শোষ, বিসৃটিকা, গুল্ম, গরদোষ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শোথশার্দূলোরসঃ —

কটুকং ত্র্যমণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং তথা ।

চিত্রকং দেবদারুঞ্চ ত্রিহুদ্রায়ণপিপ্পলী ।

চূর্ণানিতানিভূল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োঃ ।

ছাগীক্ষীরেণ সংপেষ্য বটিকাং শোথনাশিনীং

শোথশাদুলরস ।

কটুকী, ত্রিকটু, দন্তীগূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, দেবদারু, তেউড়ীগূল ও গজপিপুল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে লৌহ গ্রহণপূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ ৪৫ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শোথ-নাশক ।

শোথোদরারিসঃ ।—

পুনর্নবায়ুতাবহি গবাংক্ষীমাণসীধবঃ ।

সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে ।

পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা ।

পলীর্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণঞ্চ নিক্ষিপেৎ ।

কঙ্কুঠ বহ্নিকন্দানাং গবাংক্ষী খণ্ডকর্ণকং ।

পলাশস্য চ বীজানি কঙ্কুকী তালমূলিকা ।

ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিরদন্তীভবন্তথা ।

সূর্য্যাবর্ত্তগবাংক্ষ্যেচ্চ বর্ষাভুবজ্রবল্লিকাং ।

এষাং লৌহসমং মাত্রং স্নিগ্ধেভাণ্ডে সূগোপিতে ।

সংস্থাপ্য ভক্ষয়েন্মাত্রা মনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ ।

যে চ শোথাসুদূর্ব্বারা শিরকালানুবন্ধিনঃ ।

তে সর্ব্বৈ নাশমায়াস্তি নাত্রকার্য্য বিচরণা ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ শোথোদরপ্রিনাশনং ।

অত্রগবাংক্ষ্যাভাগদ্বয়ং কেচিৎ

শরাংক্ষীবা পাঠঃ শরাংক্ষী অপরাঞ্জিতা ॥

শোথোদরারিসঃ ।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, রাখালশসা, মানকচূ, সূর্য্যাবর্ত্ত (শূণ্টা) ও আকন্দ, ইহাদের মূল প্রত্যেকে ৮ পল মাত্রায় গ্রহণপূর্বক ৬৪ সের জলসহ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে শোহিত গুগ্-গুলু ২ পল, গন্ধক ১ পল, পারদ, কঙ্কুঠ (পার্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ), রক্ত-চিতারমূল, মানকচূ, রাখালশসারমূল, খণ্ডকর্ণক (শকরকন্দ আলু), পলাশবীজ, কঙ্কুকী (ঔষধবিশেষ), অপরাঞ্জিতা, তালমূলী, ত্রিফলা,

বিড়ঙ্গ, তেউড়ায়ুল, দন্তীয়ুল, সূর্যাবর্ত, পুনর্নবা ও যজ্ঞবল্লিকা (হাড়বোড়া), ইহাদের চূর্ণ সমভাগে সমস্তে ৮পল এবং লৌহ ৮পল গ্রহণপূর্বক পূর্বোক্ত কাথসহ মিশ্রিত করতঃ যথানিয়মে পাক করিয়া একটী স্নিগ্ধ পাত্রमध्ये রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ববিধ শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধে অপরাজিতার পরিবর্তে ২ ভাগ রাখালশমা লইলেও হইতে পারে।

শোথেষু চ প্রয়োক্তব্যঃ পাণ্ডুরোগহরো রসঃ ।

লৌহং নবায়সঞ্চাত্র প্রয়োক্তব্যং সর্দৈবহি ।

শোথেবিষনিমিত্তে তু বিষোক্ত সম্মতা ক্রিয়া ।

রক্তাভীমারীশোথার্থে ন শক্যস্তক্ষিকিৎসিতুং ॥

সর্ববিধ শোথরোগে পাণ্ডুরোগ নাশক রস (পারদাদি ধাতু সংযুক্ত বটী ঔষধ) এবং নবায়স লৌহ সর্বদা প্রয়োগ করিবে। বিষজ্বনিত শোথরোগে বিষরোগে কথিত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে। রক্তাভিমারোগী এবং শোথপীড়িত ব্যক্তি অতীব দুষ্চিকিৎস বলিয়া জানিবে।

গ্রাম্যাজ্ঞানুপপিন্ধিত লবণং শুষ্কশাকং নবান্নং ।

গৌড়ং পিষ্টান্নং দধিকুশরং নির্জলং মদ্যমল্লং ।

শানাবল্লুর সমমসমমণো গুর্কমাত্যং বিদাহি ।

অপ্পঞ্চারাত্রৌ শ্বয়থুগদবান্ বজ্জয়েন্নৈথুনঞ্চ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শোথাধিকারঃ ।

গ্রাম্য, জলজ ও আনুপ পশুপক্ষীর মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গুড়-বিকৃত দ্রব্য, পিষ্টক, দধি, কুশরা (খিচুড়ী), নির্জলমদ্য, অন্ন, অক্লুরিত ভৃষ্টষব, বল্লুর (শুষ্কমাংস), একত্র পথ্যাপথ্য ভোজন, গুড়দ্রব্য ভোজন, অস্বাভাবিক ভোজন, বিদাহিদ্রব্য ভোজন, দিবা নিদ্রা এবং মৈথুন এই সকল শোথরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

ইতি ত্রিরামমাণিক্য সেন বিস্মৃতিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে

শোথরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ বৃদ্ধিব্রথাধিকার

সুরমাদিগণঃ ।—

লৌহবৃদ্ধিং উষ্ণবীর্যমুজ্জাপিতৈঃ প্রলেপয়েৎ

পীতদারু কষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতং ।

স্নিগ্ধং মেদঃ সমুৎপত্ত্ব লেপয়েৎ সুরমাदिना ।

শিরোবিরেচকজৈবর্ক। মুখোঁকৈমূত্র সংযুতে ।

সংশ্বেদ্যমূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টিয়েৎ ।

সীবন্যাঃ পার্শ্বতোহধস্তাং বিধোদ্বীহি মুখেন বা ।

নিগুণ্ডী তুলসী ব্রহ্মী রহতী কণ্টকারিকা ।

পুনর্গবা চ মুনিভিঃ সুরমাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ ॥

শ্লেষজ্বনিত হৃদ্রিরোগে উষ্মাধী (সূত্রতোক্ত অজগতাদি) অথবা গোমূত্র সহ পেয়ণপূর্বক অণুকোষে প্রলেপ দিবে ।

দেবদাক ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ গোমূত্র সহ পান করিলে শ্লেষজ্বনিত হৃদ্রিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

মেদোজ্বনিত হৃদ্রিরোগে গোময় পিণ্ডদ্বারা কোরগুে শ্বেদ দিয়া, সুরগাদি-গণ অথবা শিরোবিরেচক ঔষধ সকল গোমূত্র সহ পেয়ণপূর্বক ঈষদ্ভক্ষ্য করিয়া অণুকোষে প্রলেপ দিবে ।

মূত্রজ্বনিত হৃদ্রিরোগে কুরগুে শ্বেদ প্রদানপূর্বক অণুকোষ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টিন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে । (কারণ ইহাতে মুষ্কেরচর্ম কোমল হও-রায় অস্ত্রচালন কালে অধিক বেদনা অনুভূত হয় না) । তৎপরে ত্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা সীবনীর (শিশির অগ্রভাগ ইহাতে গুহদেশ পর্য্যন্ত যে একটী মেলাই করার আয় দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সীবনী বলিয়া জানিবে) পার্শ্বে অগ্রভাগ বিদ্ধ করিয়া দিবে ।

নিমিন্দা, তুলসী, ব্রহ্মীশাক, রহতী, কণ্টকারী এবং পুনর্গবা, এই মিলিত ছয়টী অব্যাকে “সুরগাদিগণ” বলা গিয়া থাকে ।

চন্দনং যধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলং ।

ক্ষীরপিষ্টকং প্রদেহঃ স্খাদাহনোথরুজাপহঃ ।

পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনং ।

সর্বং পিত্তহরং কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষণং ।

গুণ্ণুলুং রুবুতৈলয়া গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ ।

বাতরুদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীং ।

সক্ষীরয়া পিবেতৈলং মাংসমেরুসম্ভবং ।

পুনর্গবায়াতৈলং বা তৈলং নারায়ণভুখা ।

লেপেবস্তো রুবুতৈলং পেয়ং বা কদল্যমুনা ।

শঙ্খোপরি চ কর্ণাস্তে ত্যক্ত্বা সীবনিমাদরাৎ ।

ব্যত্যমোদ্ধামিরাং বিধেদন্ত্ররুদ্ধি নিবর্তয়ে ॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মমূল, বেণারমূল এবং নীলমুদি ইহাদের কল্ক

দুগ্ধসহ পেষণপূর্বক অণুকোষে প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধি অসিত দাহ, শোথ ও বেদনা দ্বিবারিত হইয়া থাকে ।

• বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বখ, পাকুড় ও বেতস এই পঞ্চবৃক্ষের বাল্কল সমভাগে গ্রহণপূর্বক বাটিয়া হৃতসহ মিশ্রিত করতঃ অণুকোষে প্রলেপ দিলে পিত্ত-জনিত সর্ববিধ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিবে ।

শোধিত গুগ্গলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল গোমূত্র সহ পান করিলে বহু-কালজাত বাতজনিত বৃদ্ধিরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ।

এরওতৈল দুগ্ধসহ মিলিত করিয়া একমাস পর্য্যন্ত পান করিলে অথবা পুনর্নবা তৈল বা নারায়ণ তৈল পানে, প্রলেপে ও বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে কিস্বা দশগুলের কাথ সহ এরওতৈল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাত-জনিত বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

শঙ্খের (ললাটাস্থির) উপরিস্থিত অথবা কর্ণের সমীপস্থ শিরাবেধ করিলে কোষাক্তবৃদ্ধি নিবারিত হইয়া থাকে ।

ত্রিফলাকাথ গোমূত্র পিবেৎ প্রাতরতাপ্রিতঃ ।

কফবাতোদ্ভবং হস্তি শ্বয়থুং রষণোথিতং ।

বচা সর্ষপকল্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনঃ ।

গব্যায়ুতং সৈন্ধব সংপ্রযুক্তং শয্যু কভাণ্ডে গিহিতং প্রযত্নাৎ ।

মণ্ডাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্কং নিহন্তি কুরণুমতি প্রবদ্ধং ।

হৃতমাত্রৈ তু বৈ কাকৈ শস্ত্রে তু হি প্রবেশয়েৎ ।

ব্রহ্মং মুহূর্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজো ভবেৎ ।

গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং সৈন্ধবচূর্ণযুক্তাং ।

খাদেন্নরঃ কোফজলানুপানান্নিহন্তি বৃদ্ধিঞ্চ রুজাং প্রবদ্ধাং ।

রুদ্রেজটামূললিপ্তা করটব্যঙ্কচর্ষণা ।

বদ্ধা বৃদ্ধিশমং য়াতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ ।

লজ্জা গুণ্ধমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ ।

অবিক্ষীরেণ গোধুমকল্কং কুন্দুরকস্য চ ।

প্রলেপনং সুখোক্ষং স্যাদ্ভ্রূধ্বশূলং হরং পরং ।

হৃতং সৌরেশ্বরং যোজ্যং ব্রহ্মবৃদ্ধি নিবর্তয়ে ॥

• হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই ত্র্যব্যত্ৰয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা, এই কাথ প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ পান করিয়া অনিশ্রিত থাকিলে কফ বা তক্ত অণুকোষের শোথ নিবারিত হয় ।

বচ এবং সর্বপ সমভাগে ঐহণপূর্বক জলসহ বাটিয়া অণুকোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিরত্তি পাইয়া থাকে।

স্বত ২ তোলা ও সিকিডোলা মৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী শামুকের ভিতর পুরিয়া ৭ দিবস সূর্য্যাতপে পাক করিয়া অণুকোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

একটী সদ্যোগৃত কাকপক্ষীর ক্রোড়দেশস্থ মাংস মধ্যে ত্রয় পুরিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বেদনা দূরীভূত হয়।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া এরণ্ডতৈলে ভর্জনপূর্বক মৈন্ধবলবণ সহ-যোগে ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণজল পান করিলে অতি প্রবল বৃদ্ধিরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

কদ্রজটার (শিবজটার) মূল জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা অণুকোষ প্রলিপ্ত করতঃ করটবী (কটা অর্থাৎ কঁাকলাস) জন্তুর ক্রোড়স্থ চর্ম দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে শীঘ্রই বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বরাহক্রান্তা এবং গৃধ্র পক্ষীর মল (বিষ্ঠা) একত্র করিয়া তদ্বারা বৃষণে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

গোধূম এবং কুন্দুরুখোটা ছাগীভৃক্ষ সহ পেষণপূর্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া, তদ্বারা কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে; অথবা “সোরেশ্বর স্বত” নামক ঔষধ সেবন করিলেও ত্রয় (বৃদ্ধিরোগ) নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ মৈন্ধবাদ্যং তৈলং।—

মৈন্ধবং নিচুলং কুষ্ঠং শতহ্রা নিচুলং বচাং ।

হ্রীবেরং মধুকং ভার্গী দেবদারু সনাগরং ।

কট্ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শঠীং ।

বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামা রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাং ।

বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তী রাস্না প্রপিষ্য চ ।

সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং পিত্ত বা কফবাতনুং ।

ত্রয়োদাবর্ত্তগুল্মার্শঃ প্লীহমেদাত্য মারুতানু ।

আনাহমশ্বরীকৈব হনাদাশ্বনুবাসনাং ॥

এরণ্ডতৈল ১৪ সের, কল্কার্ণ মৈন্ধবলবণ, হিজল, কুড়, শলুফা বেতস, বচ, বাল্লা, যক্ষিষু, বামনহাটী, দেবদারু, শুষ্ঠী, কট্ফল, পুষ্করমূল, মেদ, চই, রক্তচিটা, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামালতা, রেণুকা, নীলবুহা, শালপানী, বেলমূলের ছাল, যমানী, পিপুল, দন্তীমূল এবং রাস্না এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ১১ সের এবং জল ৬ ঘোলমের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে পিত্ত, বাত, কফ, ত্রয়, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, মেদ, আচ্যবাত, আনাহ এবং অশ্বরীরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

নিত্যামন্দো রসঃ ।—

মূলং বিলুকপিথ্যোরবল্লকস্যা গ্রাং বৃহত্যোর্বয়োঃ ।

শ্যামাপ্তিকরঞ্জ শিগুকতবোর্বিশৌবধারুক্ষরং ।

কৃষ্ণগ্রন্থিক চব্যঞ্চ লবণং ক্ষারাজমোদাষিতাং ।

পীতং কাঞ্জিকতোয়কোষতোয় মথিতৈশ্চ নীকৃতং ব্রহ্মজিৎ ॥

বেলমূলের ছাল, কয়েদবেলের মূল, সৌদালের কচি পল্লব, বৃহতী, কণ্ট-
কারী, শ্যামালতা, লাটাকরঞ্জ ছাল, সজিনামূলের ছাল, শুষ্ঠী, শোধিতভেলা,
পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার এবং বনযমানী এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে চূর্ণ করিয়া কাঁজি, উষ্ণজল অথবা নিষ্কল ঘোল সহযোগে সেবন
করিলে ব্রহ্মরোগ নিবারিত হয় ।

শ্রীপদাধিকারে অত্রব্রহ্মোঃ শ্রীপদোক্তং সর্বং

কার্যং ভিষগ্জিতং ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বুদ্ধিব্রহ্মাধিকারঃ ।

শ্রীপদরোগাধিকারে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইবে, তৎসমস্তই অত্রবুদ্ধি
ও কোষবুদ্ধিরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে ।

ইতি শ্রীরামমাণিকা সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
বুদ্ধিব্রহ্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ গলগণ্ডগুমালাপচীগ্রহ্যর্ষদাধিকারঃ ।

যবমুদাপটোলানি কটুরূক্ষঞ্চ ভোজনং ।

ছর্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ ।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ ।

হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি ।

সর্ষপং শিগুবীজানি শগবীজাতমী যবান্ ।

মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাল্লেন পেষয়েৎ ।

গণ্ডানি গ্রন্থয়ৈশ্চ ব গলগণ্ডাঃ সূদারুণাঃ ।

প্রলেপান্তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাং ।

জীর্ণকর্কারকরসং বিড়সৈন্ধবসংযুতং ।

নসোন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ ।

জলকুন্তীকজং ভস্ম পকং গোমূত্রগালিতং ।

পিবেৎ কোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশমকাম ।

সূর্য্যাবর্ত রসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে ।
 স্ফোট্যঃ আবৈঃ শমাং যাতি গলগণ্ডো ম সংশয়ঃ ।
 তিত্তালাবুফলে পক্বে মণ্ডাহমুষিতং জলং ।
 মদ্যং বা গলগণ্ডয়ং পান্যং পক্ষানুসেবিতঃ ।
 কট্ফলচূর্ণা মৃগলঘর্ষে গলগণ্ডমপোহরতি ।
 দ্ব্যতমিশ্রং পীতমিব শ্বেতগিরিকর্ণিকাদুলং ।
 মহীষীমূত্র বিমিশ্রং লৌহমল সংস্থিতং ঘটনামং ।
 অন্তধূমবিদগ্ধং লিছান্নধুনাথ গলগণ্ডে ।
 জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোহধস্তাচ্ছিন্না দ্বাদশকীর্তিতাঃ ।
 তামাং স্কুলশিরে বিদ্ধে অধঃ ছিন্ন্যচ্ছনৈঃশনৈঃ ।
 বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্ ।
 সুতরন্তে ত্রেণে তন্মিনু দদ্যাৎ মণ্ডুডমাদ্রকং ।
 ভোজনকানভিষ্যান্দি যুষঃ কোলথ ইষ্যতে ।
 কর্ণধুগ্না বহিঃসন্ধি মধ্যাভ্যাংসে স্থিতঞ্চ যৎ ।
 উপর্য্যপরি তংছিন্ন্যং গলগণ্ডে শিরাত্রয়ং ॥

যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন ; এবং যমন ও বিরোচন ; এই সকল গলগণ্ডরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে ।

হস্তিকর্ণপাশের মূল তণ্ডুলোদকমহ পেষণপূর্ব্বক গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

সর্বপ, সজ্জিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব এবং মুলারবীজ ; এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অন্নতক্রমহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে গণ্ডালা, গ্রন্থি ও গলগণ্ডরোগ শীঘ্রই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

পরিপক্ব তিতলাউর রসে সমভাগ রিটলবণ ও মৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা নম্র গ্রহণ করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

জলকুষ্ঠীক (পানা শেওলা) তস্ম পানীয়কার বিধি অনুসারে গোমূত্র সহ পাক করিয়া বস্ত্রপূত করতঃ পানীয়্যাংশ গ্রহণ করিবে । কোদ্রবান্ন ভোজী উক্ত কার জলপান করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

সূর্য্যাবর্ত এবং রসোন সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলমহ পেষণ করিয়া উষ্ণ করতঃ গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ড ক্ষুণ্ণিতি হয়, তৎপরে আবৃত হইয়া গলগণ্ডরোগের শান্তি হইয়া থাকে ।

পক্বতিতলাউর মধ্যে জল অথবা মদ্য পুরিয়া ৭ সাতদিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে । পরে সুপথ্যসেবী হইয়া উপযুক্ত পরিমাণে উক্তজল বা মদ্য-

কটুকল চূর্ণ গলার মধ্যে ঘর্ষণ করিলে অথবা খেত অপরাজিতারমূল-
-মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশ-
-নত হয় ।

মণ্ডুর মহিষীর মূত্রের সহিত একটি ঘটে করিয়া একমাস পর্য্যন্ত রাখিয়া
দিবে ; পরে উক্ত মণ্ডুর অবশুর্মে দক্ষ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ
ছুন করিলে গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

জিহ্বার পূর্বে এবং অধোদেশে ১২ দ্বাদশটি শিরা আছে ; তন্মধ্যে দুই
খণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ যে দুইটি শিরা অবস্থান কবে, তাহা বড়িশ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ
মাংসে আস্তে) আকর্ষণ করতঃ তাহার অধোভাগ “কুশপত্র” নামক অস্ত্র
দ্বারা ছেদন করিয়া দিবে । পবে ঐ রক্তস্রুত ব্রণে গুড় ও আর্দ্রক মিশ্রিত
ববতঃ প্রদান করিবে এবং রোগীকে কুলথ কলায়ের ঘৃষপান এবং রোগ-
রুদ্ধি না হয় এতদূর আহার কবিত্তে দিবে । অথবা কর্ণদ্বয়ের বহিঃ সন্ধির সন্ধি-
কটে যে দুইটি শিরা অবস্থিত কবে, তাহা উপযাপবি বেধ করিলে গলগণ্ড-
রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

তৃণীতৈলং ।—

বিড়ঙ্গঃ সারসিঙ্কুয়া রাস্নাগ্নি বোষদারুভিঃ ।

কটুতৃণীকলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ ।

চিরোখমণি নমোয়ন গলগণ্ডং নিবারয়েৎ ॥

সর্বপ তৈল ৮ সের , কল্কার্ব বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বচ, বাস্মা, রক্ত-
চিত্যরমূল, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও দেবদাক কুটিত সমভাগে সমস্তে ১ এক-
সের ; এবং পাকাতিতলাউর বস ১৬ ষোলসের । যথাবিধানে এই তৈল পাক-
পূর্বক ইহা দ্বারা নশ্ব গ্রহণ করিলে বহুকালজাত গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া
থাকে ।

অমৃতান্যং তৈলং ।—

তৈলং পিবেচ্ছাত্তবল্লি নিম্বং হিং শ্রাব্যয়া বৃক্ষক পিপ্পলীভিঃ ।

সিদ্ধং বলাভাঞ্চ নদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী ॥

তিলতৈল ৮ সারসের, জল ১৬ ষোলসের ; কল্কার্ব গুলঞ্চ, নিমছাল,
হংসপদী, কুড়চ, পিপুল, বেড়োলা, খেতবেড়োলা ও দেবদাক এই সকল কুটিত
দ্রব্য সমান মাত্রায় সমুদায়ে ১১ সেব মাত্র । যথানিয়মে এই তৈল পাক-
পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে গলগণ্ডরোগ দূরীকৃত হইয়া থাকে ।

মাক্ষিকাচুঃ সক্রুৎ শীতঃ কাথো বরুণমূলজঃ ।

গণ্ডমালাং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীং ।

পিষ্টা জ্যেষ্ঠামুনা পেয়াঃ কাঞ্চনালত্বেঃ শুভাঃ ।

বিশ্বভেষজ সংযুক্তা গণ্ডমালাপহা পরাঃ ।

আরথুধ শিফা ক্ষিপ্ৰং পিষ্টা তণ্ডুলবারিণা ।

সম্যঙ্ নস্য প্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্বরেৎ ।

গণ্ডমালাময়াক্তানাং নস্য কর্মণি যোজয়েৎ ।

নিষ্ঠু গ্যাশ্চ শিফাং সমাথারিণা পরিপেষিতাং ॥

বকণমূলের ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ৮ তোলা এই ক্রাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বহুকালজাত গণ্ডমালাও নিবারিত হইয়া থাকে। কাঞ্চনরক্ষের ছাল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে গণ্ডমালারোগ নিবারিত হয়।

সৌদালেরমূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া তদ্বারা নস্ত ও প্রলেপ দিলে গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। নিমিন্দারমূল জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা নস্ত প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ বিনষ্ট হয়।

কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্যং তুয়াস্ব বা পিপ্পলীসংযুতেন ।

তৈলেন বারিষ্টভবেন কুর্ঘ্যাদ্রচোপকুল্যে সহ মাক্ষিকেন ॥

ঘোষাকনের শাঁস পিপুলচূর্ণ সহ অথবা তিতলাউর রস পিপ্পলীচ সহ কিষা নিষতৈল বা বচ ও পিপুল একত্র পেষণপূর্বক মধু মিশ্র করতঃ তদ্বারা নস্ত প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ ।

গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোখিতা মপি ।

অলমুষাদলোদ্ভূতাং স্বরসাং দ্বৈ পলে পিবেৎ ।

অপচ্যাংগণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চনাশনং ।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কুরগাংশ্চ বিনাশয়েৎ ।

পিষ্টং জ্যেষ্ঠামুনামূলং লেপেদ্ব্যাক্তগযক্ষিঞ্জং ॥

রাখালশসারমূল অথবা শ্বেত অপরাজিতারমূল গোমূত্রসহ পেষণপূর্বক পান করিলে চিরকালজাত গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হয়।

মুণ্ডতিকার স্বরস ২ পল মাত্রায় পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বামনহাটীরমূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে গলগণ্ড গণ্ডমালা ও কুরগরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ছুছুন্দরীতৈলং ।—

অভ্যঙ্গান্নাশয়েন্নাং গণ্ডমালাং সুদারুণাং ।

ছুছুন্দর্যা বিপকস্ত কণাটৈলবরং প্রবং ॥

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের এবং কল্কার্থ ছুছুন্দরীর (ছুঁ ছুঁয়ার) মাংস /১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক মর্দন করিলে সূদারক গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হয় ।

শাখোটিকাদাত্তৈলং ।—

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটিকত্বাৎ ॥

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের এবং যোলসের শেওড়ারুক্ষের কল্ক /১ সের এবং উহার স্বরস /৪ সের । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক নষ্ট প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ নষ্ট হয় ।

বিষাদাত্তৈলং ।—

বিষ্যশ্বমারনিষ্ঠুণ্ডী সান্ধিতক্যাপিনাশনং ॥

তৈল /৪ সের ; জল ১৬ সের এবং কল্কার্থ তেলাকুচা, করবীর ও নিসিন্দ-পত্র সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক নষ্ট গ্রহণ করিলে গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

নিষ্ঠুণ্ডীতৈলং ।—

নিষ্ঠুণ্ডীস্বরসেনাথ লাক্ষনীমূলকল্কিতং ।

তৈলং নষ্টান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সূদারুণাং ॥

তৈল /৪ চারিসের, নিসিন্দাপাতার স্বরস /৪ চারিসের, জল ১৬ সের এবং কল্কার্থ বিষলাঙ্গলিয়ার মূল /১ একসের । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক নষ্ট প্রদান করিলে সূদারক গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহযোজিতং ।

পত্রা পৃথিক্তকাং খাদেদুপচী নাশনায় তু ।

শোভাঞ্জনং দেবদারু ক্যঞ্জিকেন চ পেষিতং ।

কোকং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদ্রুস্তরাং ।

সর্বপারিষ্টপত্রাণি দন্ধা ভল্লাতকৈঃ সহ ।

ছাগমূত্রেণ সত্পিষ্টমপচীস্বং প্রলেপনং ।

অশ্বথকাষ্ঠং নিচুলং শ্ববাং দন্তক দাহয়েৎ ।

বরাহমজ্জসংযুক্তং ভস্মহন্ত্যপচীত্রণান্ ॥

বনকার্পাসের মূল ও তণ্ডুল একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সজিনাবীজ ও দেবদারু সমভাগে গ্রহণপূর্বক পেষণ করতঃ ঈষদমঃ

শ্বেতসর্বপ, নিষপত্র ও ভেলারবীজ সমভাগে এইগপূর্বক দক্ষ করিয়া
হাগমূত্র সহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অপচীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

অশ্বখকাক্ষ, হিজলবীজ এবং গোদন্ত সমভাগে এইগপূর্বক দক্ষ করিয়া,
ঐ ভস্ম শূকরের চর্কির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী ও ব্রণ
বিনষ্ট হয় ।

পাক্ষিঃ প্রতিদ্বাদশচান্দ্রুলানি বিদ্বৎ বস্তি পরিবর্ত্ত্য সম্যক্ ।

বিদার্য্যমৎস্যগুণিনভানি বৈদ্যোনিবৃষ্ট জ্বালান্যনলং বিদধ্যাৎ ।

মণিবন্ধোপরিষ্ঠা দ্বা কুর্য্যাৎপ্রোখ্যত্রয়ং ভিষক্ ।

অঙ্গুল্যান্তরিতং সম্যগপচীনাং প্রশান্তয়ে ।

দণ্ডোপলভবং মূলং বদ্ধং পুষ্যৈপচীঞ্জয়েৎ ।

অপামার্গস্য বা ছিন্না জিহ্বাতলগতে শিরে ॥

অপচীরোগীর পায়ের গুল্ফের অধোদেশ হইতে ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি
পরিমিত স্থান (২ অঙ্গুলি পরিমিত ইন্দ্রবস্তি পরিভাগ পূর্বক) অস্ত্রদ্বারা
বিদীর্ণ করিয়া, মৎস্যভিষের আয় যে একপ্রকার মেদোজাল দৃষ্ট হইবে তাহা
আকর্ষণপূর্বক অগ্নিদ্বারা দক্ষ করিবে । ইহাতে অপচীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য
হইয়া থাকে ।

মণিবন্ধের (হস্তবালুসন্ধির) উপরিভাগে ১ এক অঙ্গুলি বা ২ দুই অঙ্গুলি
স্থান পরিভাগ পূর্বক অস্ত্রদ্বারা এক এক অঙ্গুলি অন্তর ৩ তিনটি রেখাবৎ
ছেদন করিলে কফা কুর্পার সন্ধিগত অপচীরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে ।

দন্তোপল অথবা অপামার্গের মূল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া গলদেশে
বন্ধন করিয়া দিলে, কিম্বা জিহ্বার নিম্নস্থ দুইটি শিরা ছেদন করিয়া দিলে
অপচীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ব্যোবাদ্যং তৈলং ।—

ব্যোবৎ বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ ।

তৈলমেতৎ শৃতং নস্যাত্ কচ্ছ্রামপা পচীঞ্জয়েৎ ॥

তৈল ৪ চারিসের ; জল ১৬ যোলসের এবং কল্কার্থ শুষ্ঠী, পিপুল,
মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু সমভাগে সমুদায়ে কুড়িত^১/_১
একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক নস্ত্র গ্রহণ করিলে অতি কষ্ট-
সাধ্য অপচীরোগ ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গুঞ্জাতৈলং ।—

গুঞ্জাহরারিষ্ঠামার্ক সর্ষপমূত্রসাধিতং ।

তৈলন্ত দশধা পশ্চাৎ কণালবণপক্কৈঃ ।

মরিচৈশ্চূর্ণিতৈষুক্তং সর্ষাবহাগতাঞ্জয়েৎ ।

অভ্যঙ্গাদপচীমুখাং বল্লীকার্শোর্ক্বদত্তগান্ ॥

তৈল ৮৪সের ; গোমূত্র ১৬ বোলসের এবং কল্কার্ধ গুণ্ডাকল (কুঁচ), হয়ারি (করবী), শ্যামা (বুদ্ধদারক), আকন্দমূল এবং মর্ষপ এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান পরিমাণে সহস্রে ১ একসের মাত্র । যথানিয়মে এই তৈল দশবার পাক করিয়া তৎসহ পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, মোবর্চললবণ, শান্তরী-লবণ, করকচলবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই তৈল মর্দন করিলে অপচী, বন্মীক, অর্শঃ, অর্কদ ও ব্রণরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

গ্রন্থিঘাত্যমেধু কুর্কীত ভিষক্ শোথ প্রতিক্রিয়াঃ ।

পাক্কাণা পাট্য সংশোধ্য রোপয়েৎ ব্রণভেদকৈঃ ।

মধুকজমুর্জুনবেতমানাং ত্বগ্ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ ।
 কৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুথিতেষু ।
 জলায়ুকাঃ শিতকৃতে হিতান্ত ফীরোদকাভ্যাং পরিসেচনঞ্চ ।
 কাকোলীবর্গস্য তু শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশক্করাণি ।
 দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাং ।
 হিংশ্রাদরোহিণ্যমৃতাস ভার্গী শ্যামাক বিল্বাণ্ডরু কৃষ্ণগন্ধাঃ ।
 গোপিত্তপিষ্টাঃ সহতানিপত্র্যা গ্রন্থৌ বিধে যোনিজে প্রলেপঃ ॥

চিকিৎসক অপক গ্রন্থিরোগে শোথের স্থায় ক্রিয়া করিবেন । এবং পরি-পক গ্রন্থি ছেদনপূর্বক তাহা ব্রণশোথোক্ত সংশোধন ঔষধ দ্বারা সংশোধিত করিয়া পশ্চাৎ ব্রণাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা পূরণ করিবেন ।

মধুকপুষ্প, জাম, অর্জুনরস ও বেতসরস ইহাদের বন্মকল সমভাগে গ্রহণ-পূর্বক পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শৈথিল্য গ্রন্থিরোগে ক্রমানুসারে রোগীকে স্নেহ ও শ্বেদাদি ক্রিয়া করা-ইয়া, ঘমন, বিরচন ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা দোষ নিঃসারিত করতঃ গ্রন্থিতে শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ; ইহা দ্বারা গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক গ্রন্থিরোগীর গ্রন্থিতে জৌক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করতঃ তদু-পরি দুগ্ধ মিশ্রিত জল সেচন করিবে এবং কাকোলীবর্গের ক্কাথ পান করিতে দিবে ।

কাকোলী, ফীরকাকোলী, জীংক (অভাবে বংশলোচন), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), যুগান্দী, মাষাণী, মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহা-মেদা (অভাবে শ্যামালতা), গুলঞ্চ, কঁকড়াশর্ঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকান্ত, পুণ্ডরীকাকান্ত, ঋদ্ধি (অভাবে বেড়েলা), বুদ্ধি (অভাবে বালা), কিস্মিস, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও যষ্টিমধু ; এই সকলকে কাকোলীবর্গ বা কাকোল্যাদিগণ বলা যায় । ক্কাথার্ধ এই সকল দ্রব্য কুটিত সমানমাত্রায় সহস্রে ২ হইতোলা পাকার্ধ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশিষ্ট ক্কাথ ৮ তোলা ।

দ্রাক্ষা রসে অথবা ইক্ষুরসে উপযুক্ত পরিমাণে হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ
ইয়া পান করিলে গ্রন্থিরোগ প্রশান্ত হয় ।

হিংস্রা (কালিয়া কৌড়া), কটকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শ্রামালতা,
বলমূল, অশুক্রকাষ্ঠ, সজিনা, গোপিত ও তালমূলী এই সকল দ্রব্য সমান-
ভায়ে পেষণ করিয়া গ্রন্থিতে প্রলেপ দিলে গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া
থাকে ।

গ্রন্থ্যৰ্কুদাদিজিল্পো মাতৃবাহক কীটজঃ ।

স্বর্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ ।

প্রলেপো বিহিতস্তীক্লে। হন্তিগ্রন্থ্যৰ্কুদাদিকান্ ।

উপোদিকা রমা ভ্যক্তান্ত্রপত্র পরিবেষ্টিতাঃ ।

প্রাস্যন্ত্যচিরান্ৰূগাং পীড়কার্কুদজাতয়ঃ ।

উপোদিকা কাঞ্জিক তরুপিষ্টাতয়োপনাহো লবণেন মিশ্রঃ ।

ভূক্তাৰ্কুদানাং প্রশময়কৈশ্চিদ্দিনে দিনে রাত্রিষু মৰ্ম্মজানাং ।

লেপোৰ্কুদজিহ্মভ্যামোচক ভাস্মভুষ শঙ্খচূর্ণকৃতঃ ।

শরটরুধিরাদ্রাগন্ধক যবজবিড়ঙ্গনাগরৈবথ ।

স্নু হাংগীরিকা স্বেদো নাশয়েদৰ্কুদানিচ ॥

তি প্রয়োগচিন্তামণৌ গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যৰ্কুদাদিকারঃ ।

মাতৃবাহক কীট (পাদগুণ্ডা পোকা) ভস্ম, সর্জিকাক্ষার, মূলারক্ষার
বৎ শঙ্খচূর্ণ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অৰ্কুদাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া
থাকে ।

বনপুতিকার রস দ্বারা গ্রন্থি সিক্ত করিয়া এবং উহার পত্রদ্বারা বেটুন
রিয়া রাখিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পীড়কা ও অৰ্কুদাদিরোগ প্রশান্ত
হয় ।

বনপুতিকার পাতা কাঞ্জিক ও তরুসহ পেষণপূৰ্ব্বক কিঞ্চিৎ লবণ
মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিন রাত্রিতে প্রলেপ দিলে মৰ্ম্মস্থান জাত ভূষ্ট অৰ্কুদ-
রোগের শাস্তি হইয়া থাকে ।

কলারমোচা ভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণপূৰ্ব্বক একত্র
পেষণ করতঃ তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুষ্ঠী
ই সকল দ্রব্য শরটের কধিরে (কাকলাসের রক্তে) আর্দ্র করিয়া প্রলেপ
লে অৰ্কুদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

মনসামীজের কাণ্ড খণ্ড খণ্ড করতঃ অগ্নিসন্তাপে তপ্ত করিয়া তদ্বারা
খদ দিলে অৰ্কুদাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ইতি গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যৰ্কুদ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শ্লীপদাধিকারঃ ।

লজ্জনা লেপনং শ্বেদং রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ ।

প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুচৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ ।

ক্ষুদ্রু রৈরুপবর্ষাভু নিশুণ্ঠী শিগু সর্ষ ঐশঃ ।

প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোথমপি দারুণং ।

নিষ্পিন্যমারণালেন রূপিকামূলবল্কলং ।

প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ং ।

হিতশ্চালেপনে নিতাং চিত্তকো দেবদারু বা ।

সিদ্ধার্থ শিগুকল্কা বা সুখোঞ্চ মূত্রেপেষিতঃ ॥

লজ্জনা, প্রলেপ, শ্বেদ, রিচেন, রক্তমোক্ষণ এবং শ্লেষ্মনাশক অত্যাশ্রিত
উষধীয়া দ্রব্যাদ্বারা শ্লীপদ (গোদ) রোগের চিকিৎসা করিবে ।

দুতুরাবীজ, এরণ্ডপত্র, পুনর্নবা, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য
তুল্য পরিমাণে ঐষপূর্বক পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে শ্লীপদরোগ
প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কপিকা (আকন্দ) মূলের ছাল কঁজির সহিত পেষণপূর্বক প্রলেপ
দিলে অতি দৃঢ়মূল সুদারুণ শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রক্তচিতারমূল কিম্বা দেবদারু অথবা শ্বেতসর্ষপ ও সজিনা গোমূত্র সহ
পেষণপূর্বক ঐষদ্রব্য করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হইয়া
থাকে ।

রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ ।

বর্ষোথং শ্লীপদং হন্তি দক্ষকুষ্ঠং বিশেষতঃ ।

শিরাং সুবিদিতাং বিধোদঙ্গুষ্ঠে-শ্লেষ্মাশ্লীপদে ।

মধুযুক্তানি চান্ধীক্লং কষায়ানি পিবেন্নরঃ ।

পিত্তলীক ক্রিয়াং কুর্ষাৎ পিত্তার্কুদ বিসর্পবে ।

গুল্কম্যাধঃশিরাং বিধোৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে ।

কৃত্বা গুল্কোপরি শিরাং বিধোতু চতুরঙ্গুলে ।

• স্নেহশ্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেহনিলজে ভিষক্ ॥

২২২২ এবং ইক্ষুগুড় গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে এক বৎসরজাত
শ্লীপদরোগ বিশেষতঃ দক্ষ ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক শ্লীপদরোগে মর্ধ্যস্থান পরিত্যাগপূর্বক রোগীর পদের অঙ্গুষ্ঠের
সমীপস্থ শিরা বেধ করিয়া দিবে এবং রোগীকে পুনঃ পুনঃ কফনাশক দ্রব্যের
কষায় মধুশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ।

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে, পৈত্তিক অর্জদরোগে এবং পিত্তজবিষম্পর্শরোগে
তপিত্তনাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে এবং রোগীর শুষ্কদেশের
স্থিত শিরা বেধ করিয়া দিবে ।

বাতজন্ম শ্লীপদরোগে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ, স্নেহ ও উপনাহ (প্রলেপ)
স্বাগ করিয়া পশ্চাৎ রোগীর শুষ্কদেশের উপরিস্থ চারি অঙ্গুলি স্থানের
ধা শিরা বেধ করিয়া দিবে ।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং মহিংস্রাং সপুনর্গবাং ।

পিষ্টারনালৈর্লেপোহয়ং পিত্ত শ্লীপদশান্তয়ে ।

পিবৎ সর্বপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবর্তয়ে ।

পৃথিকরঞ্জসুদজং রসং বাপি যথাবলং ।

অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসং ।

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং দ্বৈতৈর্ক্বা বৃদ্ধদারুজং ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যক্ষিষু, রাস্না, কালিয়া কৌড়া ও পুনর্গবা এই সকল দ্রব্য সমান
মাত্রায় গ্রহণপূর্বক কাঁজির সহিত পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে পিত্তজ
শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

লাটা করঞ্জের রস অথবা জিরাপুঁতার রস সর্বপতৈলসহ কিম্বা বৃদ্ধদারু-
কের বীজচূর্ণ কাঁজির সহিত বা গোমূত্রসহ সেবন করিলে স্নেহজন্ম শ্লীপদরোগ
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাবেণ্ডরীন্নরঃ ।

জয়েৎ শ্লীপদকোপোখং জ্বরং মদ্যো ন সংশয়ঃ ।

গন্ধর্বতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবৎ ।

শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবতামৌ সপ্তরাত্রৈঃ ।

দ্ব্যতং মোরেশ্বরং শ্লীপদেষু ক্রতং ॥

গোয়ালিয়া লতার মূল সহযোগে মাষগুরী (মাষকলাঁর দ্বারা প্রস্তুত
পিষ্টক বিশেষ) সেবন করিলে শ্লীপদরোগজ্বর দ্বয় নিশ্চয়ই আরোগ্য
হইয়া থাকে ।

হরীতকী এরঙটলে তর্জনপূর্বক গোমূত্রসহ সেবন করিলে এবং
“মোরেশ্বর” দ্ব্যত পান করিলে নিশ্চয়ই সপ্তরাত্রির মধ্যে শ্লীপদরোগ হইতে
নিষ্কৃতিলাভ করা যায় ।

বিড়ঙ্গাদ্যাং তৈলং । —

বিড়ঙ্গ মরিচাকৈশু নাগরে চিত্রকে তথা ।

ভদ্রদার্কেনকাথ্যৈশু সর্কৈশু লবণৈশু চ ।

তৈলং পকং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবর্তয়ে ॥

তিলতৈল ৮ চারিসের ; জল ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ বিড়জ, মরিচ, অর্কমূল, শী, রক্তচিতার-মূল, দেবদাক ও রেণুকা সমভাগে সমুদায়ে কুটিত ১ একসের । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক উপযুক্ত ঝাড়ায় পান করিলে স্নীপদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কণকতৈলং ।—

কণকার্ক বলা দূর্বা বাসক বৈজয়ান্তিকা ।
নিষ্ঠু-প্রী পুতিকা ভার্গী নিকোচক পুনর্গবা ।
বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং ব্রহ্মতীন্তণ ।
চিকরক স্ন, হীমলমগ্নিমন্তে' বাডয়কঃ ।
ব্রহ্মতী গোমঠী চ পত্রমারথদমা চ ।
প্রত্যেকং দ্বিপলং চৈষাং গুল্লীয়াস্তৎক্ষণাদপি ।
জলদ্রোণ বিপাক্তবাং শাবৎ পানাবশেনিতং ।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলম্য পচেত্তেনৈব বারিণা ।
পূর্বোক্তং ভেদং কল্কং দেয়কান্তপলাস্থিতং ।
চক্ষুশূলং শিরঃশূলং স্নীপদং মাংসরক্তজং ।
আমবাতং দন্তশূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকং ।
শ্লেষ্মাণাং নাশকোহসৌ চ হন্যাংদেব ন সংশয়ঃ ।
দৃকায়ং পতিতেবিন্দো শুকতাং যাতি তৎক্ষণাৎ
মগ্নিপাতজ্বরস্যান্তে তৈলমেতচ্ছুরজ্জিদং ।
কণকং নাশতৈলং মগ্নিপাতহরং পরং ।
তৈলমেতং প্রশংসন্তি জীর্ণজ্বরবিনাশনং ॥

তিলতৈল ৮ চারিসের, কাষার্থ ধূতুরা, আকন্দ, দুর্বা, বাসক, জয়ন্তীপত্র, নিম্বা, বনপুতিকা, বায়নহাটী, ধলাজাকড়া, পুনর্গবা, বদরী, সিদ্ধিপত্র, বেল-মূল, ব্রহ্মতী, রক্তচিতা, সীজেরমল, গণিয়ারী, বাডয়ক (এবং) মূল, ব্রহ্মতী (মঞ্জিষ্ঠা), গো (ঋষভক অভাবে বংশলোচন), শী ও সোণালুরপাতা ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ১৬ ষোলতোলা, পার্কার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ পূর্বোক্ত ধূতুরা ইহাতে সোণালুরপাতা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি কুটিত সমভাগে সমস্ত ১ একসের মাত্র । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, স্নীপদ, আমবাত, বৃদ্ধিরোগ ও মগ্নিপাত জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ আবোগ্য হয় ।

মহাকণকতৈলং ।—

শ্লেষ্মপ্রকোপে পুরুষে সদা অবগনাসিকে ।

যঃ কফা বৎসরশতং নম্নাত পুরুষাধমঃ ।

এভিরভাঞ্জে গাঢ়ং ভবেম্মারুতবিক্রমঃ ।

সন্নিপাতেগতে দূরে ইন্দিয়াগাং বিশুদ্ধয়ে ।

বলাধানার্থ মপ্যেতদীয়তে ভিষজ্যঃশরৈঃ ।

অর্কক্ষীরং সমরিচং হরিণাখ্য বিষমুখা ।

যদ্যেতদীয়তে তৈল মহাকণকমুচ্যতে ॥

পূৰ্ণোক্ত কণকতৈলের কল্কস্রবোর মধ্যে অধিকন্তু আকন্দের ক্ষীর, মরিচ ও হরিণাখ্য বিষ প্রদান পূৰ্ব্বক তৈল পাক করিলে তাহাকে মহাকণকতৈল বলা যায়। এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গাদি করিলে কফাধিক্য সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয়। ইন্দিয়গণের বিশুদ্ধি এবং শরীর বলাধান হইয়া থাকে।

বৃহৎ কণকতৈলং । —

কণকং চার্বাটালং দুৰ্দ্ধাহূলং সবাদকং ।

জয়ন্তী গণিকারীচ পৃথিকং ব্রহ্মবক্ষিক।

কুঠারকা চ বর্ষাতু বদরীপত্রমেবচ ।

ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং শ্রীকলম্য চ বল্কলং ।

বৃহতী চিত্রকং মীজমূল নিগুণ্ডীপত্রকং ।

এরুণ্ডমূলং ভগ্নীশ্চ বরী বার্তাকুমূলকং ।

শ্যোনাকপত্রমেতেষাং দ্বিপলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

গৃহীত্বা পাসরেদ্ভোগে জলে তৎপাদশেষিতে ।

তিলতৈলঞ্চ তেনৈবমেতেষাং কল্কপাদিকং ।

পক্ত্বা চৈতদ্বিধানেন সিদ্ধকৈব প্রকীর্তিতং ।

যাবন্তোপি শিরোরোগাঃ স্পন্দনাদি চ সম্ভবা ।

তে সর্বে নাশমায়ান্তি তৈলসাম্য নিবেবনাং ।

শোথং শূলং তথানাহ জীর্ণজ্বরমরোচকং ।

গাত্রবেদনমালস্যং নাশমায়ান্তি সেবনাং ।

কণকং নামতৈলকু শিরোরোগিং কফানুগং ।

হন্যাং শ্লেষ্মাবিকারাণাং ত্রুক্ষণাচ্চ ন সংশয়ঃ ॥

তিলতৈল ৪ চারিসের ; কাথার্থ ধুতুরা, আকন্দমূল, বেড়োলা, দুৰ্দ্ধাহূল, বাসক, জয়ন্তী, গণিকারী, লাটাকরঞ্জ, বামনছাটী, কুঠারকা (কোদালে কুড়লে লতা), পুনর্নবা, কুলপাতা, সিদ্ধিপাতা, বেলহাল, বৃহতী, রক্ত-

চিতার মূল, নীজের মূল, নিসিন্দার পাতা, এরণ্ডমূল, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, বার্ডাকুর মূল এবং শোণারপাতা ; এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ১৬ ঘোল-ডোলা, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ক্রাথ ১৬ ঘোলমের এবং পূর্বোক্ত ধুতুরা হইতে সোণার পাতা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি কুটিত সমভাগে সমস্তে ১ একমের মাত্র । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে বিবিধ শিরোরোগ, শোথ ও স্ৰীপদাদি নানাপ্রকার রোগ নিনষ্ট হইয়া থাকে ।

হিঙ্গুলমস্তুষং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকং ।

চিত্রকং দন্তীনী জঙ্ পিপ্পলী হবুমা বচা ।

নৈকবনৈব জৈপালং চূর্ণয়েৎ সমভাগতঃ ।

হরীতকী জলে নৈব বটিকা স্থাপয়েদ্ভিষক ।

द्विगुण्य परिमाणेन क्षीपदं हविर्-। गार्ग्य । ।

আনাহু গুল্মরোগঞ্চ প্লীহানমগ্নিমান্যতাং ।

শ্রীমଦ୍‌আহନনাথেন রসসুদন ভৈরବঃ ।

अनुपानं प्रयोज्यं भोजने विश्वं हृद्यम् ॥

‘চিক্‌লোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, রক্তচিতার মল, দৈহীবিজ, পিপ্পলী,
=বুগ’ বচ, মৈত্রবলবণ ও জ্বরপাল ; এই মকুল দ্রব্য এতদ্ব্যতীত গমান পরি-
মাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া হরীতকীর দ্বাথে মর্দনপূর্বক দুইরতি
নান্নাশ্রয় বটীনা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহা একটী বরিয়া বটীকা শুষ্ক
চূর্ণ ও তিতলাটে অনুপান সহ সেবন করিলে শ্লীপদ, আনাহ, গুল্ম, হীহা ও
অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধবোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রী পদ গজকেশরীরমঃ ।—

ব্যোধান্নতঃ যমানি চ মৃতানি গন্ধকঃ শিলা ।

•ମୋ ଡା. ୧୨ ଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଡର୍ଗମେକତ୍ର କାରରେ ।

১৩৩ গোপীনাথ জয়ীনাথ কৈবর্তের বিবরণ ১৩৩ ।

ଅନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାମୟ ଖାନେନ୍ଦ୍ରକତୋୟାତୁପାନତଃ ।

ଶ୍ରୀମଦଂ ଦୁଷ୍ଟଂ ହସ୍ତି ଶ୍ରୀହୀନଂ ହସ୍ତି ମେଧିତଃ ॥

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, যমানী, পারদ, রক্তচিতার মূল, গন্ধক, মনঃশিলা, মোহাগার থৈ এবং জয়পাল। এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে এহণপূর্বক উক্তরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে উহা ভৃঙ্গরাজ, গোক্ষুর, জখীর ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একদিন ভাবনা দিয়া ২ ঘাইরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া বটীকা উত্তম অল্পান সহ সেবন করিলে স্ত্রীপদ ও স্ত্রীজান্নি-রোগ নষ্ট হয়।

নিত্যানন্দ রসঃ ।—

হিসুলমস্তবং স্মৃতং গন্ধকং যুততাত্ত্বকং ।
 কাংসাং বঙ্গং হরিতালং তুথং শঙ্খং বরাটকং ।
 ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকং ।
 চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুযা চ বচা তথা ।
 শঠী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধানারকং ।
 এতানি সমভাগানি মক্ষৃণ্য বটিকাস্কন্ধে ।
 হরীতকীরসং দত্ত্বা পঞ্চগুণান্নিত্যং শুভাং ।
 একৈক্যাং ভক্ষয়েদ্ভোগী শীতকানুজলং পিবেৎ ।
 শ্লীপদং কফবাতোথং রক্তমাংসপ্রিতঞ্চ যৎ ।
 মেদোগতং ধাতুগতং হস্তি সর্কান্ন সংশয়ঃ ।
 গলগণ্ড গণ্ডমালামস্তুরন্ধিং চিরন্তনং ।
 একজং দ্বন্দ্বজপৈব শুদরোগং ক্রিমিস্তথা ।
 অগ্নিরন্ধিং করতোষ বলবর্ণঞ্চ সুস্বতাং ।
 ত্রীমদাহন্যাপেন নির্মিতো বিশ্বমস্পদি ।
 নিত্যানন্দ রসো নাম বুদ্ধি শ্লীপদঘাতকঃ ।
 রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদনু ।
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিদ্যাতে শ্লীপদে গদে ।
 প্রাণবল্লভো রসঃ গুল্মাধিকারেনোক্তঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শ্লীপদাধিকারঃ ।

পাবদ, গন্ধক, তাত্ত্বতস্ম, কাংসভস্ম, বঙ্গভস্ম, হরিতাল, তুতেভস্ম, শঙ্খভস্ম, কডিভস্ম, শঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, মৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সচলান্দবণ, শান্তরীলবণ, কবচচলবণ, ই, পিপুলমূল, হবুযা, বচ, শঠী, আকনাদি দেবদারু, এলাচি এবং বিস্তারিত কবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ হরীতকীর কাথসহ মর্দনপূর্বক ৫ পাঁচবতি মাত্রায় বটীকা স্তুত করবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটী শীতল জলসহ সেবন রিলে শ্লীপদ, গলগণ্ড, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বোগ বিনষ্ট হইয়াকৈ।

গুল্মবোঁগাধিকাবে কথিত “প্রাণবল্লভবস” ঔষধ দ্বারাও শ্লীপদরোগ নষ্ট হয় জানিবে।

ইতি শ্লীপদরোগের চিন্তামা সমাপ্ত ।

অথ বিদ্রব্যধিকারঃ ।

জলৌকঃ পাতনং শস্তং সৰ্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রব্যে ।

মুহুৰ্বিরেকো লঘুন্নং শ্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা ।

ইষ্টকো মিকতা লৌহ গোমক্কভূষপাংশুভিঃ ।

মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং শ্বেদয়েৎ শ্লেষ্মাবিদ্রব্যিৎ ।

দশমূলী কষায়েন সন্নেহেন রসেন বা ।

শোথং ত্রণং বা কোফেন মশূলং পরিষেচয়েৎ ।

ত্রিফলা শিগ্ৰু বরুণ দশমূলান্ত্রসা পিবেৎ ।

গুগ্গলুং মূত্রযুক্তং বা বিদ্রব্যে কফসম্ভবে ॥

সকল প্রকার বিদ্রব্যধিরোগে জলৌক দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মুহুৰ্বিরেচন, লঘুপথ্য এবং (পৈত্তিক বিদ্রব্য ব্যতীত) শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ।

শ্লেষ্মিক বিদ্রব্যধিরোগে ইষ্টক, বালুকা, লৌহ, গোময়, তুষ অথবা ধূলা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ পেয়পূৰ্বক উষ্ণ করিয়া তদ্বারা শ্বেদ প্রদান করিবে ।

বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাস্তারী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং অবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । এই কাথে তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ অথবা মাংসরসের সহিত তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ শূলবৎ বেদনা সংযুক্ত শোথ ও ত্রণস্থানে সেচন করিবে ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনাছাল, বরুণছাল এবং দশমূল ; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় শোধিত গুগ্গলু অথবা গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ্ঞাত বিদ্রব্যধিরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পৈত্তিকে শর্করা লাজ্য মধুকৈঃ শারিবা যুতৈঃ ।

প্রদিহাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীর চন্দনৈঃ ।

পিবেদ্ভা ত্রিফলা কাথং ত্রিঘ্নং কল্কাক্ষসংযুতং ।

পঞ্চবল্কল কল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনং ।

যক্ষ্মাং শারিবা দুৰ্বা নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ ।

ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্ত পিত্তবিদ্রব্যধিশান্তয়ে ॥

পিত্তজ্ঞাত বিদ্রব্যধিরোগে শর্করা, খৈ, যক্ষ্মধু ও জ্বামালতা ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূৰ্বক দুগ্ধসহ পেয় করতঃ প্রলেপ দিবে । অথবা

শিরকাকোলী, বেণারমূল ও রক্তচন্দন সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ পেয়ণপূর্বক প্রলেপ দিবে ।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । এই কাথে উপযুক্ত পরিমাণে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ককজ বিদ্রধিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বট, অশ্বথ, যজ্ঞভূমুর, পাকুড় ও বকুল । এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল পেয়ণ-করতঃ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ষপি বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বক্টিমধু, আমলতা, দুর্ধ্ব, রক্তচিত্তারমল এবং বক্তচন্দন ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক দুগ্ধসহ পেয়ণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে পিণ্ডজ্বর বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বাতত্বমূলকলৈক্যস্ত বসাতৈলমুতাপ্লুতৈঃ ।

সুখোক্ষো বহুলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ।

স্বেদোপনাহাঃ কর্তব্যাস্তাঃ শিগ্ধমূলসমস্থিতাঃ ।

যবগোধূমমুদৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ।

বিলীয়তে ক্ষণেনৈব অপকৃষ্টৈশ্চ বিদ্রধিঃ ।

পুনর্নবা দারু বিশ্ব দশমূলভয়াত্তমা ।

গুগ্গলুং রুবুতৈলয়া পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ ॥

বাতজ্বর বিদ্রধিরোগে বাতত্ব দশমূলের বাল্ক উপযুক্ত পরিমাণে বস, তৈল ও সুতাপ্লুত করিয়া জ্বলন্ত করতঃ তদ্বারা স্থল (পুরু) প্রলেপ দিবে ।

সজ্জিনারমূল সহযোগে বেশবারাদি দ্বারা স্বেদ ও উপনাহ প্রদান করিলে অথবা যব, গোধূম ও মুগ ; এই দ্রব্যত্রয় অল্প সিদ্ধ করিয়া পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অপকৃষ্টবিদ্রধি তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায় ।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্ঠী ও দশমূল ; এই সকল দ্রব্য কুড়িত সমান মাত্রায় সমস্তে ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকার্থশিষ্ট কাথ ৮ তোলা । এই কাথ উপযুক্ত পরিমাণে শোধিত গুগ্গলু অথবা ভেবেণ্ডার তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিদ্রধিবোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পিণ্ডবিদ্রধিবৎ সর্বত্র্যং ক্রিয়াঞ্চ নিরবশেষিতঃ ।

বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্যাদ্রক্তাশস্ত নিষিদ্ধয়োঃ ।

শোভাঞ্জনক নির্যুহো হিঙ্গু মৈন্ধবসংযুতঃ ।

অচিরাদ্বিদ্রধীন্ হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ ।

শিগ্ধমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ ।

তদ্রসং মধুনা পীত্বা হস্তান্ত্র বিদ্রধিং নবঃ ।

শ্বেতবর্ণাভূবোমূলং মূলদ্বা বরুণমাচ ।
 জলেন কথিতং পীতমপকং বিদ্রধিৎ জয়েৎ ।
 শময়তি পাঠামূলং কৌজয়ুতং তণ্ডুলাস্তনা পীতং ।
 অন্তভূতং বিদ্রধিমুন্নতমাশ্বেব মনুজস্য ।
 অপকে ত্বেতদ্ভুদ্বিষ্টং পকে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া ।
 সুতেপ্যর্কমধৈশ্চব মৈরৈয়ান্ন সুরাসনৈঃ ।
 পেয়ো বরুণকাদিস্ত মধু শিগ্গ রসোহথবা ।
 প্রিয়ঙ্গু ধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্ৰুচং ।
 এতিষ্ঠন্তলং বিপক্তব্যং বিদ্রদৌ রোপণং পরং ॥

চিকিৎসা কুশল বৈদ্য রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিরোগে, পৈতিক বিদ্রধি-
 রোগে কথিত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবেন ।

মজিনার ছাল ১ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট ক্রাথ
 ৮ তোলা । এই ক্রাথে উপযুক্ত মাত্রায় হিঙ্গু ও গৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা
 প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে সর্বপ্রকার বিদ্রধিরোগ নিবারিত হইয়া
 থাকে ।

মজিনার ছাল জলদ্বারা ধৌত করিয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্বক বস্ত্র-
 দ্বারা তাহা ছাঁকিয়া লইবে । এই রস মধুসহ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধিরোগ
 নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া যায় ।

শ্বেত পুনর্ণবার মূল ২ তোলা অথবা বরুণরক্ষের মূলের ছাল ২ তোলা,
 পাকার্থ জল ১১০ অর্দ্ধসের, শেষ ৮০ অর্দ্ধপোয়া । এই ক্রাথ পান করিলে
 অপর বিদ্রধি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

আকনাদিরগুল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্বক মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান
 করিলে অতি প্রবল অন্তভূত বিদ্রধি অতি সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অপর বিদ্রধিরোগে পূর্বোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু অন্তর্গত
 বিদ্রধি পক হইলে তাহাতে ব্রণরূপ চিকিৎসা করা কর্তব্য । আর যখন বিদ্র-
 ধির উর্দ্ধক অধোদেশ দিয়া পুষ্ট রক্তাদি আবিত হইবে, তখন উহাতে
 পৌষ্টিক সুরা, কাঙ্কিক, অথবা আসব সহযোগে বরুণাদিগণের ক্রাথ বা রক্ত-
 মজিনার ক্রাথ রোগীকে পান করিতে দিবে । এবং বিদ্রধির ক্ষত পূরণার্থে
 প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্ফল ও তিনিশের ছাল সহযোগে সূত পাক
 করিয়া তাহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে ।

• পারদম্য ত্রয়োভাগাস্তাত্রকট্যৈক বিংশতিঃ ।

নবভির্গন্ধকস্যাংশৈঃ শৃঙ্গবেরেণ মর্দয়েৎ ।

সপ্তাহমাত্রে তীত্রে ভাবিতঃ শস্ত্রবল্লিখেৎ ।

গন্ধশাহিফেং তুলাং ত্রাহং জমীরমর্দিতং ।

কুমারী। নরমূত্রং চিত্তকেন চ সিদ্ধুনা ।

সৌবর্চলেন চ পৃথক্ যুক্তাচ বিধিবৎ ক্রমাৎ ।

কাশীশ মৈন্ধব শিলাজতু হিঙ্গুচূর্ণৈ

র্মিত্রিকৃতো বরুণবল্কলজঃ কষায়ঃ ॥

অভ্যন্তরোপিত মপদ্ধমতি প্রমাণ

ত্রণায়ং জয়তি বিদ্রুশিষোফাঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিত্তামণো বিদ্রুশিষোফাঃ ।

পারঃ ৩ ভাগ, তাত্র ১১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করতঃ দার রসে মর্দনপূর্বক তীব্র সূর্যাতপে ৭ সাতদিবস ভাবনা দিয়া তদ্বারা লেপ দিলে বিদ্রুশির ত্রণস্থলে শস্ত্রের ছায়া লেখন (আঁচড়ান) করিলে এবং রক্ত, পারদ ও অহিফেং প্রত্যেক সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্বক জমীরলেবু, কুমারী, নরমূত্র, রক্তচিতার কাথ, মৈন্ধবলবণের জল ও মচললবণের জল এদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ দিন করিয়া পৃথকরূপে মর্দনপূর্বক তদ্বারা লেপ দিবে ; এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষতের উপর উপযুক্ত পরিমাণে কাশীশ (হিরাকম্) মৈন্ধবলবণ, শিলাজতু ও হিঙ্গুচূর্ণ প্রক্ষেপিত বরুণরসের ছালের খি পরিসেচন করিবে। ইহাতে অভ্যন্তরগত অতি রহং অগ্নি বিদ্রুশি জন্তু ণ ও শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি বিদ্রুশিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শারীরত্রণসদ্যোত্রণাধিকারঃ ।

আদৌ বিস্ফাপনং কুর্য্যাৎ দ্বিতীয়মবসেচনং ।

তৃতীয়মুপনাহক চতুর্থীং পাটন ক্রিয়াং ।

পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষাতে ।

এতে ক্রিয়া ত্রণমোক্তা মগ্ধমো বৈকৃতাপহঃ ॥

ত্রণশোথরোগে প্রথমতঃ বিস্ফাপন (শোথাদি বিনাশার্থে প্রলেপ, পরিষক ও অভ্যঙ্গাদি প্রয়োগ), দ্বিতীয়ে অবসেচন (বিস্রচন, বমন ও রক্ত-মাফাদি ক্রিয়া প্রয়োগ), তৃতীয়ে উপনাহ (স্নেহ, প্রলেপাদি প্রয়োগ), চতুর্থী পাটনক্রিয়া (অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন করা), পঞ্চমে শোধন (আবৃতায়, রক্তাদি দূরীভূত করিয়া পরিষ্কার রাখা) এবং ষষ্ঠে লেপনক্রিয়া (ঘাহাতে ত্রণ সস্থর পুরিয়া উঠে) প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ।

অজগদ্ধাখগদ্ধা চ কালা সরলয়া সহ ।

ত্রৈকেশীকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষশোথহা ।

দূর্ব্বাচ নলমূলঞ্চ যক্ষ্মকং চন্দনন্তুথা ।

শীতলাশচগণাঃ সর্ব্বৈ প্রলেপঃ পিত্তশোথহা ।

ন্যাগ্রোধোড়ু যরাশ্বথ প্রক্ষবেতসবল্কলৈঃ ।

সসর্পির্দৈঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছেথা নিকর্ষাপনঃ স্মৃতঃ ।

আগন্তৌ শোণিতোথৈ চ এষ এব বিধীয়তে ॥

বনযমানী, অজগদ্ধা, কালা (কুলেখাড়া), সরলকাষ্ঠ, একেশিকা (তেউড়ীমূল) ও অজশৃঙ্গী (মেঘশৃঙ্গী) এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেয়ণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে শ্লেষজনিত ত্রণশোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

দূর্ব্বা, নলমূল, যক্ষ্মধু, রক্তচন্দন এবং সূক্ষ্মতোক্ত কাকোল্যাদিগণ, উৎপলাদিগণ ও ত্র্যগ্রোধাদিগণ প্রভৃতি শীতল গণ সমূহের প্রলেপ দিলে পিত্তজ ত্রণশোথ নিবারিত হইয়া থাকে । কাকোল্যাদিগণ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, বুগানী, মাষাণী, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কঁকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিকাকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও যক্ষ্মধু । উৎপলাদিগণ—উৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ, মৌগন্ধিক (বহুলার), কুবলয় ও পুণ্ডরীক । ত্র্যগ্রোধাদিগণ—বট, যজ্ঞভূমুর, অশ্বথ, পাকুড়, মৌলপুষ্প, আমড়া, অর্জুনবৃক্ষ, আত্র, কেওড়া, চোরক, ভেজপত্র, জম্বু, বহুজম্বু, পিয়াল, যক্ষ্মধু, কটকী, বকুল, কদম্ব, বদরী, গাঁব, শালবৃক্ষ, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ ।

বট, যজ্ঞভূমুর, অশ্বথ, পাকুড়, ও বেতস ; এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল পেয়ণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রণশোথ নিবারিত হইয়া থাকে ।

আগন্তুক এবং রক্তজ ত্রণশোথরোগে পৈত্তিক ত্রণশোথের ত্রাস চিকিৎসা করিবে ।

মাতুলুঙ্গাগ্নিস্বহ্নৌ চ ভূদ্রদারু মহৌষধং ।

অহিংশ্রা চৈব রাশ্মা চ প্রলেপো বাতশোথহা ।

কল্কঃ কাঞ্জিক সংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ ।

সুপঠৈব নাগানাম্ বাতশোথবিনাশনঃ ।

পুনর্গবা শিগু দারু দশমূল মহৌষধৈঃ ।

কফবাতরূতে শোথে লেপঃ কোষণে বিধীয়তে ॥

ছালঙ্গলেবুর মূল, গণিয়ারী, দেবদারু, শুষ্ঠী, কালিয়াওকড়া এবং রাশ্মা ; এই সকল দ্রব্য পেয়ণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বাতজ ত্রণশোথ দূরীভূত হইয়া থাকে ।

শেওড়ারহাল কাঁজির সহিত পেশনপূর্বক হৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গরুড় কর্তৃক বিষকট সর্পের ভার বাতজর ত্রণশোথ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পুনর্বা, সজ্জিনাছাল, মেবরাক, দশমূল এবং শুষ্ঠী উক করিয়া ইহাদের প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ জর ত্রণশোথ নিশ্চয়ই বিষকট হইয়া থাকে।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদন্তঞ্চ পতিতস্তথা ।

ন চ পর্য্যুষিতং তুষামানত্রেবাবধারয়েৎ ।

রক্তাবসেচনং কুর্য়াদাদাবেব বিচক্ষণঃ ।

শোথে মহতिसংবদ্ধে বেদनावতিচত্রেণ ।

যো নযাতিশয়ং লেপ শ্বেদসেকাপতপণৈঃ ।

মোপিনাশং ব্রজত্যাগু শোথঃ শোণিতমোক্ষণঃ ।

বালরুদ্ধকৃশক্লীণ ভীকুণাং যোষিতামপি ।

মর্ষোপরি তু যাতে চ পক্ষে শোথে সুদারুণে ।

গবাং দন্তুং জলেদ্বয়ং বিন্দুমাत्रাং প্রলেপয়েৎ ।

অত্যন্ত কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনং ।

কটুতৈলাদ্বিতৈ লেপাং সর্পনির্মোকভক্ষ্যভিঃ ।

চয়ঃ শায়্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ ক্ষু টিতি ক্রতং ॥

রাত্রিকালে কদাচ প্রলেপ দিবেন। এবং প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলে তদ্বারা পুনরায় প্রলেপ দিবে না। আর প্রলেপ দ্রব্য পর্য্যুষিত (বাসী) বা শুষ্ক হইলে তাহা প্রলেপার্থে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

যে ত্রণ অত্যন্ত শোথ ও বেদনা সংযুক্ত ; বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাতে প্রথমেই রক্তমোক্ষণ কার্য্য করিবেন।

যে ত্রণশোথ প্রলেপ, শ্বেদ, সেক ও অপতর্পণ (লজ্জন) প্রভৃতি দ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহা রক্তমোক্ষণ দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

বালক, রুদ্ধ, কৃশ, ক্লীণ, ভীক ও স্ত্রীলোক ইহাদের মর্মস্থানের উপরিস্থ অত্যন্ত শোথ সংযুক্ত ত্রণ পক্ষ হইলে তাহা এবং অত্যন্ত কঠিন ত্রণশোথ কদাচ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে না। (উহা ঔষধাদি দ্বারা ছেদন করাই কর্তব্য) উহাতে গোদন্ত জলসহ ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলেই উহা পাকিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সর্পনির্মোক (সাপের খোলস) দক্ষ করিয়া সেই তস্ম সর্বপ তৈল সহ-মিশ্রণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে ত্রণশোথ বর্জিত হইতে পারে না এবং স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া (কাটিয়া) পুন্নরক্তাদি দোষ সকল অতি সহজ বহির্গত হইয়া থাকে।

তিলাটকঃ ।—

তিলকঙ্কঃ সলবণে দে হরিজে ত্রিহৃদ্ব্যতং ।

মধুকং নিষপত্রাণি লেপঃ স্যাৎপ্রণশোধনঃ ॥

তিলকঙ্ক (তিলের খৈল), সৈন্ধবলবণ, হরিজা, দাকহরিজা, তেউড়ী, যক্ষিমধু ও নিমপাতা ; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্বক একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ত্রণশোধিত হইয়া থাকে ।

নিষপত্রং তিলা দন্তী ত্রিহৃৎ সৈন্ধব মাঞ্চিকং ।

দ্রুতত্রণপ্রশমনে লেপঃ শোধনকেশরী ।

একত্র শারিবাযূলং সর্বত্রণ বিশোধনং ।

নিষপত্রতিলৈঃ কঙ্কে মধুনা ক্ষতশোধনঃ ।

রোপণঃ সর্পিষাযুক্তো যবকঙ্কেহপায়ং বিধিঃ ।

নিষপত্র স্নাতকোদ্র দাক্ষী মধুকসংযুতা ।

বর্তিস্তিলানাত কঙ্কে বা শোধয়েদ্রোপযেদ্বনং ।

নিষপত্রং স্নাতং যুক্তং প্রলেপাত ক্ষতনাশনং ।

করঞ্জারিষ্ট নিশুণ্ডী রসোহন্যাঙ্গণ ক্রিমীনু ।

লশুনেনাথ বা দদ্যাৎপ্রলেপনং ক্রিমিনাশনং ॥

নিষপত্র, তিল, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও মধু ; এই সকল দ্রব্য একত্র অথবা কেবল মাত্র অনন্তমূল পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে দ্রুতত্রণ বিশোধিত হইয়া প্রশমিত হইয়া থাকে ।

নিমপাতা ও তিল একত্র অথবা কেবলমাত্র যব মধুসহ পেষণপূর্বক প্রয়োগ করিলে ক্ষত বিশোধিত হয় এবং স্নাতমহ প্রয়োগ করিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে ।

নিমপাতা, স্নাত, মধু, দাকহরিজা ও যক্ষিমধু ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা অথবা কেবলমাত্র তিলের খৈল পেষণ করিয়া তাহার বর্তি প্রয়োগ করিলে ত্রণ শোধিত হয় এবং পুরিয়া উঠে ।

কেবলমাত্র নিমপাতা স্নাত সহযোগে পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নাটাকরঞ্জ, নিমপাতা ও নিসিন্দাপাতা, ইহাদের রস অথবা বসুনের রস প্রয়োগ করিলে ত্রণগত ক্রিমি (পোকা) সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ।

ত্রিকলা গুগ্গুলুঃ ।—

যে ক্লেদপাক স্তুতিগন্ধবন্তো ত্রণা মহান্তঃ সন্নজঃ সশোধাঃ ।

প্রযান্তি তে গুগ্গুলুমিঞ্জিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিকলারসেন ॥

ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; এই ত্রব্যাক্ষর সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ক্রাধ ৮ তোলা । এই ক্রাধ গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রন্দ, পাক, পূয়াদিভ্রাব, দুর্গন্ধ ও অত্যন্ত বেদনাসংযুক্ত অতি বৃহৎ ব্রণশোথ সকল নিবারিত হইয়া থাকে ।

বটিকা গুগ্গুলুঃ ।—

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোম চূর্ণং গুগ্গুলুনামনং ।

সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা হিতভোজনঃ ।

দুষ্কত্রণাপচী মেহ কুষ্ঠ নাড়ীত্রণাপহঃ ॥

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ; এই সকল ত্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমানভাগে এবং সর্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গুগ্গুলু লইয়া পেয়ণপূর্বক ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । সুপাখ্যভোজী হইয়া এই বটিকা সেবন করিলে দুষ্কত্রণ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নাড়ীত্রণ (যাহাকে নালী ঘা বলা যায়) রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতং ।—

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ ।

সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিস্কয়োস্তথা ।

দ্বৈ হরিদ্রে মধুচ্ছিক্তং মধুকং তিক্তরোহিণী ।

মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিহুং ।

এতেষাং কাষিকৈর্ভাগৈঃ স্তম্ভিতং প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

দুষ্কত্রণং প্রশমনং তথা নাড়ীবিশোধনং ।

সদ্যচ্ছিন্ন ত্রণানাস্ত করঞ্জাদ্যমিদং ঘৃতং ॥

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের এবং ক্রাধার্থ ডহরকরণের কোমলপত্র ও ফল, জাতীপত্র, পলতা, নিমপাতা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, মোম, যক্ষিমধু, কটকী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণারমূল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্রামালতা এবং তৈউড়ীমূল এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা । যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক প্রয়োগ করিলে দুষ্কত্রণ প্রশমিত এবং নাড়ী-ত্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই “করঞ্জাদ্যঘৃত” সদ্যচ্ছিন্ন ত্রণেও অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

জাতিকাদ্যং ঘৃতং ।—

জাতীনিয় পটোলপত্র কটুকা দাক্ষী নিশা শারিবা ।

মঞ্জিষ্ঠাভয় সিঞ্চতুল্য মধুকৈর্নক্তমালবীজৈঃ সঠৈঃ ।

সপিং সিদ্ধমনেম সূক্ষ্মবদনা মর্মাশ্রিতা আবিণা ।

গভীরঃ সরজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুশান্তি রোহন্তি চ ॥

স্বত ১/৪ চারিসের, কল্কার্ধ জাতীপত্র, নিষপত্র, পলতা, কটকী, দাক-
হরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণারগুল, মোম, তুঁতে, যক্তিমধু ও
করঞ্জবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে সমস্তে ১ একসের ।
যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্মমুখ মর্মান্বহানগত
আবসংযুক্ত গভীর ও বেদনাম্বিত নাড়ীত্রণ সকল বিশুদ্ধ ও রূঢ় হইয়া
থাকে ।

গৌরাদ্যং স্বতং ।—

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেবচ ।

প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনং ।

জাতীনিষপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী ।

মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈবচ ।

পঞ্চবল্কলতোয়েন স্বত প্রস্তুং বিপাচয়েৎ ।

এষ গৌরো মহাবীর্যোঃ সর্বত্রণবিশোধনঃ ।

আগন্তু সহজ্জৈশ্চব সূচিরোখাশ্চ যে ব্রণাঃ ।

বিষমামপি নাড়ীন্তু শোধয়েচ্ছীঘ্র মেবচ ।

গৌরাদ্যং জীরকাদ্যঞ্চ তৈলমেতৎ প্রসাধ্যতে ।

তৈলং সূক্ষ্মাননে দৃষ্টে ব্রণে গভীর এবচ ॥

উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ১/৪ চারিসের, অথবা উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১/৪ চারিসের,
কাথার্ধ বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল সমভাগে সমস্তে
১/৮ সের, জল ৬৪ সের এবং অবশিষ্ট কাথ ১৬ ঘোলসের । কল্কার্ধ হরিদ্রা,
দাকহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মৌলপুষ্প, পুণ্ডরিকাকার, বালা, মুখা,
ব্রহ্মচন্দন, জাতীফল, নিষপত্র, পলতা, ডহরকরঞ্জের ছাল, কটকী, মোম,
যক্তিমধু এবং মহামেদা (অভাবে শ্রামালতা) এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে
সমস্তে ১ একসের । যথাবিধানে এই স্বত বা তৈল পাকপূর্বক প্রয়োগ
করিলে আগন্তক, সহজ, চিরকালোখ, সূক্ষ্মমুখ, দ্রুত, গভীর প্রভৃতি সর্ব-
প্রকার ব্রণ ও নাড়ীত্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ।

চন্দনাদ্যং যমকং ।—

চন্দনং বটশুঙ্গঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা মধুকন্তথা ।

প্রপৌণ্ডরীকং দুর্বাচ পল্লবং ধাতকী তথা ।

এভিষ্টেলং বিপক্তবাং সর্পিঃ কীরসমস্থিতং ।

অগ্নিদগ্ধ ত্রণশ্বেষ্ঠমুক্ষগাদ্রোপণং পরং ॥

উৎকৃষ্ট গব্যমৃত ২ হুইসের, উৎকৃষ্ট তিলতৈল ২ হুইসের ; জল ১৫ বোলসের ; এবং কল্কার্ধ চন্দন, বটের ফুরি, মঞ্জিষ্ঠা, যক্তিযধু, পুওরিসাকার্ক দুর্বা, পতঙ্গ (রক্তচন্দন) ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ১ একসের এবং হুক্ষ ১৬ বোলসের । যথানিয়মে এই চন্দনাদি যমক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে (ত্রক্ষণ করিলে) অগ্নিদগ্ধ-জ্বলিত ত্রণ সকল রূ হইয়া থাকে ।

দুর্বাদ্যং তৈলং স্নাতকং ।—

দুর্বা স্বরসসিদ্ধয়া তৈলং কম্পিলকেন বা ।

দার্বীত্বেচ্চ কল্কেন প্রধানং ত্রণরোপণং ।

যেনৈব বিধিনা তৈলং স্নাতং তেনৈব সাধয়েৎ ।

রক্তপিষ্টোত্তরং জাত্বা সর্পিংসেবাবচারণেৎ ॥

উৎকৃষ্ট গব্যমৃত ৪ চারিসের অথবা তিলতৈল ৪ চারিসের ; দুর্বার-স্বরস ১৬ বোলসের এবং কল্কার্ধ কমলাশুড়ী ১০ অর্কসের ও দাকহরিজার ছাল ১০ অর্কসের । যথাবিধানে এই তৈল ও স্নাত পাক করিবে । এই দুর্বাদ্য তৈল সর্ববিধ ত্রণরোপক এবং এই দুর্বাদ্য স্নাত রক্তপিত্ত জ্ঞাত ত্রণ-রোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে ।

কুঠারাদ্যং তৈলং ।—

কুঠারকাং পলশতং কাথয়েল্ললনেঃস্তমি ।

ততঃ পানাবশেষেণ তৈলপ্রস্হং বিপাচয়েৎ ।

কল্কৈঃ কুঠারাপামার্গ প্রোক্তিকা মাকিকাস্থ চ

এতং কুঠারকং তৈলং ত্রণশোধন রোপণং ।

নাড়ীসু পরমোঃভ্যঙ্গে নিজাস্বাগন্তুকীষু চ ॥

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ৪ চারিসের ; কাথার্থ কুরালিয়া (কোদালে কুড়ুলে) লতা ১২ ১০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের এবং পাকাবশিষ্ট কাথ ১৬ বোলসের ও কল্কার্ধ কুরালিয়া, অপামার্গ, প্রোক্তিক (পুঁটিমাছ) এবং মাকিকা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক অভ্যাঙ্গে প্রয়োগ করিলে সর্ববিধ নাড়ীত্রণ আগন্তুকত্রণ ও শারীরত্রণ বিশুদ্ধ ও প্রসূত হইয়া থাকে ।

বিপরীত মল্লতৈলং ।—

সিন্দূরকুষ্ঠ বিষহিষ্টু রসোনচিত্র

বাণাজি লাদলিক কল্ক বিপক্ত তৈলং

প্রাসাদমদ্রযুতকং কৃতত্বফেণঃ
 ক্লিন্নত্রং প্রশমনো বিপরীতমল্লঃ ।
 খজ্জাভিঘাত গুরুগণ্ড মহোপদংশং
 নাড়ীত্রং ত্রংবিচর্জিকা কুষ্ঠপামা ।
 এতান্নিহন্তি বিপরীতকমল্ল নাম
 তৈলং যথেষ্ট শয়নাশন ভোজনস্য ।
 চিত্রকো রক্তচিত্রকঃ বাণাজি শরপুঙ্খরা
 মূলং জলঞ্চ চতুর্গুণং তৈলঞ্চ সার্বপং
 প্রাসাদামন্তো মাহেশ্বরমন্ত্রঃ ॥
 ওঁ ই হীঁ হ্রীঁ হেঁ হৌঁ শিবায় স্বাহা ।
 ইতি পঠিত্বা ফুৎকারেণ ফেণমালোচ্যং ॥

উৎকৃষ্ট সর্বপতৈল ৮ চারিসের ; জল ১৬ ঘোলসের এবং কল্কার্প সিদ্ধুর,
 কুড়, বিষ, হিন্দু, রসোন, রক্তচিত্রমূল, শরপুঙ্খারমূল ও বিষলাঙ্গলিয়া ;
 এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাক-
 পূর্বক “ওঁ ই হীঁ ক্রীঁ হেঁ হৌঁ শিবায় স্বাহা” এই মাহেশ্বর মন্ত্রপাঠ করিয়া
 ফুৎকার দিয়া ফেণ আলোড়নপূর্বক তৈল সিদ্ধ করিয়া লইবে । যথেষ্ট শয়ন
 আসন ও ভোজনকারী ব্যক্তি এই বিপরীত মল্লতৈল ব্যবহার করিলে
 খজ্জাভিঘাত-জনিত ক্ষত, গুরুতর শোথ, উপদংশ, নাড়ীত্রং, ত্রং, বিচর্জিকা,
 কুষ্ঠ ও পামা প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গুণবতী বর্তিঃ ।—

তুলাং সজ্জরসং লোপ্তং সিন্দূরাতিবিষে নিশা ।
 অক্ষকং পিল্লত্ৰীবাসো গুগ্গুলু স্নাততৈলকৈঃ ।
 তুলাংশং পেষয়েৎ পিণ্ডং তত্তুলাং সিক্ধকং ভবেৎ ।
 যুদ্বগ্নিনা পিণ্ডে পাত্রৈ মিশ্রিতং তৎসমুদ্বরেৎ ।
 বর্তিগুণবতী নাম যুক্তা শীতজলান্বিতা ।
 দুঃসাধ্য ত্রংগণ্ডেষু তিহা নাড়ীত্রংগেষু চ ।
 শোধনে রোপণে চৈব স্বাস্থ্যমুৎপাদয়ত্যলং ॥

ধূনা, লোধ, সিদ্ধুর, অতৈব, হরিদ্রা, তিনিশরক্ষেরছাল, বোলনামক
 গন্ধদ্রব্য, শিলারস, গুগ্গুলু, স্নাত এবং তৈল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে
 সমানভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান মোম লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া
 যুদ্ব অগ্নিসংযোগে পাকপূর্বক শীতলজলসহ বর্তি প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ
 করিলে দুঃসাধ্য, ত্রংগণ্ড ও নাড়ীত্রংরোগ বিশুদ্ধ ও রূঢ় হইয়া থাকে ।

অমৃতগুড়িকা গুগ্গুলুঃ ।—

অমৃত পটোলমূল ত্রিফলা ত্রিকটু ক্রিমিয়ানাং ।

সমভাগানাং চূর্ণং সর্বসমো গুগ্গুলোভাগঃ ।

প্রতিবাসরমেকৈকাং গুড়িকাং খাদেদক্ষ পরিমাণক ।

জেতুং ব্রণবাতাসৃগ্গল্লাদরঃ শ্বয়থু পাণ্ডুরোগান্ ॥

গুলঞ্চ, পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান শোধিত গুগ্গুলু গ্রহণপূর্বক উত্তম প্রকার চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া গুড়িকা সেবন করিলে সর্ববিধ ব্রণ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর, পাণ্ডু এবং শোথ প্রভৃতি বিবিধ-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদিবটিকা গুগ্গুলুঃ ।—

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা বোম্বচূর্ণং গুগ্গুলুনা সহ ।

সপির্বা বটিকাং খাদেজজ্ঞাত্বা চ হিতভোজনং ।

দুষ্কত্রণাপচী মেহ দুষ্টনাড়ী বিশোধনঃ ॥

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে এক ভাগ এবং গুগ্গুলু সর্বসমষ্টির সমান মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করতঃ ঘৃতসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। সুপথ্য সেবা হইয়া এই বটিকা সেবন করিলে দুষ্ক-ত্রণ, অপচী ও মেহ বিনষ্ট হয় এবং দুষ্ট নাড়ীত্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অমৃত গুগ্গুলুঃ ।—

অমৃতায়ঃ পলশতং দশমূলপলনুত্ৰা ।

পাঠা মূৰ্বা বলে দ্বৈ চ দার্বী গন্ধর্বহস্তীনী ।

পৃথক্ দশপলান্ ভাগান্ শতকাপি হরীতকী ।

বিভীতকী শতে দ্বৈ চ চত্বার্বাণমলকানি চ ।

গুগ্গুলুগ্রহ সংযুক্তো দ্রোণেহপামুষিতং নিশি ।

পূৰ্ব্বাহ্নে কাথয়েজ্জীমান্ চতুৰ্ভাগাবশেষিতং ।

উদ্ধৃত্য স্বাদুবিপচেদ্যাবল্লহ ক্রমাৎ সনং ।

শীতৈত্রে তানি মধুনঃ প্রক্ষিপেৎ পলিকানি চ ।

ত্রিফলা ত্রিহতা বোম্ব দন্তী ছিন্নাশ্বগন্ধকাং ।

ক্রিমিশত্রদলং চোচং সূক্ষ্মলা নাগকেশরং ।

স্বচ্ছন্দা হাবচেষ্ঠাস্য শীতাত্তো বৃষ্যভোজনং ।

অমৃতাতুগ্গুণানাম সর্বত্রণবিশোধনঃ ।

কুটুকৃষ্ট বিসর্পাশ্চ হিঙ্কামোহগরোদরং ।

শ্লীহানং বক্ষ্যহ্রদ্রোগং মুখশুদ্ধিকরং পরং ॥

গুলঞ্চ ১২।০ সের, দশমূল ১২।০ সের, আকনাদী, সূচমুখী, বেড়েলা, খেত-বেড়েলা, দাকহরিদ্রা ও এরশমূল, প্রত্যেকে দশপল, হরীতকী ১০০ একশত, বহেড়া ২০০ দুইশত; আমলকী ৪০০ চারিশত এবং শোধিত গুগ্গুণলু ১/২ দুই সের; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুড়িত করিয়া পূর্বদিন রাত্রে ৬৪ চৌষটি-সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পাকপূর্বক ১৬ বোলসের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ ক্কাথ গ্রহণ করিবে। তদ-নন্তর মূত্র অগ্নি মন্তাপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামা-ইবে; এবং শীতল হইলে উহাতে ১ একসের মধু এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলা, তৈউড়ীমূল, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, দাকচিনি, ছোটএলাচি ও নাগকেশর ইহাদের মিলিতচূর্ণ ১ এক-সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। যথেষ্ট আহার বিহার, শীতল জল ও বলকর দ্রব্য সেবী হইয়া এই অমৃতাতুগ্গুণলু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব-বিধ ত্রণ বিশোধিত হয় এবং কৃষ্ট ও বীসর্পাদি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ত্রণরোগঃ ।—

পারদম্য ত্রয়োভাগাঃ সাত্ত্বিকমৈক বিংশতিঃ ।

জয়ীরাস্নেন তৎপিষ্টং মাণিমন্ত্রনা সপ্তভিঃ ।

নবভির্গন্ধমাংশৈঃ শৃঙ্গবেরেন মর্দয়েৎ ।

সপ্তাহমাত্রে তীত্রে ভাবিতঃ শস্ত্রবল্লিখেৎ ।

গন্ধেশাহিকেনং ত্বলাং ত্রাহং জয়ীরমর্দিতং ।

কুমার্মা নরমুত্রেন চিত্রকেন চ সিন্ধুনা ।

মৌবর্চলেন চ পৃথৃক্ যুক্ত্যাচ বিধিবৎ ক্রমাৎ ।

ত্রণরোগেষু সর্বেষু সদ্যোজাত ত্রণেষু চ ।

তথাহি ভগন্দরে গণ্ডমালাশ্চ নিযোজয়েৎ ।

ক্ষৌদ্রেণ বা যথায়োগং ত্রিবল্লং পুরমেবিতং ॥

পারদ ৩ ভাগ ও তাত্র ২১ ভাগ জয়ীর রসে পেষণ করিবে; এবং সৈন্ধব-লবণ ৭ ভাগ ও গন্ধক ৯ ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দন করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া ৭ সাতদিন তীব্র সূর্য্যাতপে ভাবিত করতঃ তদ্বারা ত্রণ শস্ত্রের লেখন এবং গন্ধক, পারদ ও অহিফেন প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্বক জয়ীরনেবুর রস, স্বতকুমারীর রস, নরমুত্র, রক্তচিটার ক্কাথ, সৈন্ধবলবণের

জল ও সৌবৰ্দ্ধল লবণের জল এই সকল দ্বারা ৩ দিন করিয়া পৃথক পৃথক মর্দনপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার ত্রণরোগ, ভগন্দর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন শোধিত গুগ্গলু ৩ রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিলেও ত্রণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যশচ চন্দ্রপ্রভালৌহশ্চিরোথৈ মর্ষগে ত্রণে।

ত্রণে গলতি গন্তীরে কুষ্ঠোক্তোদয়ভাস্করঃ।

গলৎকুষ্ঠহরশৈব যোগঃ কার্যো বিজানতা ॥

“চন্দ্রপ্রভা লৌহ” এবং কুষ্ঠ অধিকারে কথিত “উদয় ভাস্কর” ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে চিরকালজাত, মর্ষগত পুয়াদি আবসংযুক্ত গন্তীর ত্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং এই ঔষধ গলৎকুষ্ঠরোগের পক্ষে মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

ইতি ত্রণশোধ চিকিৎসা।

লবণান্ন কটুফানি বিদাহীনি গুরুণিচ।

বর্জ্জয়েদন্নপানানি ত্রণীমৈথুনমেবচ।

নবং ধান্যং মাষতিল গুড়কুলথমুদাকুসরাঃ।

কলারানিপ্পাব হরীতকী জলানুপপিণিতং।

হিমান্নো বল্লুরং লবণকটুকং পিষ্টবিকৃতির্দধি

ক্ষীরং তক্রং ত্রণেষু সকলং দোষজনকং ॥

ইতি শারীরত্রণসদ্যোত্রণাধ্যায়ঃ।

লবণ রসায়ক, অন্নরসযুক্ত, কটু, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরুদ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত অন্নপান এবং মৈথুন এই সকল ত্রণরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। নূতন ধান্য, মাষকলায়, তিল, গুড়, কুলথকলায় ও মুগ সহযোগে প্রস্তুত কুসরা (খিচুড়ী), কলায়, রাজমাষ, হরীতকী, আনুপজল, আনুপ-মাংস, শীতলদ্রব্য, অন্নদ্রব্য, বল্লুর (বৃক্ষমাংস), লবণ রসায়কদ্রব্য, কটুদ্রব্য, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ ও তক্র এই সকল ত্রণরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

ইতি শরীরত্রণ ও সদ্যোত্রণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাড়ীত্রণাধিকারঃ।

নাড়ীনাং গতিমস্থিষ্য শস্ত্রেণোৎপাট্যকর্মবিৎ।

সর্বত্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছেদনং রোপণাদিকং।

শ্লৈষ্মিকি তিলষষ্ঠ্যাহ্ন নিকুস্তারিকটমৈদ্ধবৈঃ।

শূলাজাং তিলমধ্বাটৈজালৈপয়েচ্ছিন্ন শোধিতাং ।
 পৈত্তিকীন্তিলমঞ্জিষ্ঠা নাগদন্তী নিশাযুগৈঃ ।
 নাড়ীং বাতকৃতাং সাধুপাচিতাং লেপয়েদ্ভিষক্ ।
 প্রত্যক্পুষ্পীকলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ।
 পুরাতনগুড়ৈস্তলাং টঙ্কণং সূক্ষ্মপেষিতং ।
 তদ্বর্জ্যাপূরয়েন্নাড়ীত্রণং শীঘ্রতরং ব্রজেৎ ।
 আরথুধো নিশাকাল চূর্ণাজ্য ক্ষৌদ্রসংযুতা ।
 মূত্রবর্তি ত্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী ॥

নাড়ীত্রণ (ক্ষতশোষ বা নালী ঘা) হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক নালীর গতি অনুসন্ধানপূর্বক অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন (বিদারণ) করিয়া দিবেন এবং তৎপরে ত্রণরোগের চিকিৎসার প্রণালী অনুসারে শোধন ও রোপণাদি চিকিৎসার বিধান করিবেন ।

স্নৈষ্মিক নাড়ীত্রণে তিল, যক্ষিমাধু, নিকুন্ত (দস্তীমূল), নিমপাতা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

শলাজ্ঞস্ত নাড়ীত্রণরোগে প্রথমতঃ ত্রণ বিদীর্ণ করিয়া তৎপরে তিল, মধু ও ঘৃত এই তিনদ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণপূর্বক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

পিত্তজ্ঞস্ত নাড়ীত্রণে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, নাগদন্তী, হরিত্রা ও দাধুহরিত্রা এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্বক পেষণ করতঃ তদ্বারা প্রলেপ দিবে ।

বাতাস্রক নাড়ীত্রণে প্রথমতঃ ত্রণ অস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে । পুরাতন গুড় এবং মোহাগার খে একত্র পেষণপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করিয়া ক্ষত পূরণ করিলে নাড়ীত্রণ শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

সোণালুর পাতা, হরিত্রা ও কালাকড়া এই তিনদ্রব্য চূর্ণ করিয়া গোমুত্র সহ পাকপূর্বক ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে । এই বর্তি ত্রণমধ্যে প্রয়োগ করিলে ত্রণমধ্যগত দূষিত পুয়রক্তাদি নির্গত হইয়া ত্রণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পুনরায় নাড়ী (শোয) আর বর্ধিত হইতে পারে না ।

বর্ধিকৃতং যাক্ষিকসংযুক্তং নাড়ীম্মুক্তং লবণোত্তমং বা ।

ভূষ্টত্রণে ষড়্বিহিতস্ত তৈলং তৎসেব্যমানং গতিমাশু হন্তি ॥

সৈন্ধবলবণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করিলেও নাড়ীত্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

হুই ত্রয়োগে যে সকল তৈল কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তৈল প্রয়োগ করিলেও নাড়ীত্ৰণ প্রশমিত হইতে থাকে, কদাচ বন্ধিত হইতে পারে না ।

কৃশদ্রবলভীরুগাং গতিমক্ষাশ্রিতাচয়া ।

ক্ষারমুত্রোৎপত্তাং ছিন্নান্নশস্ত্রেণ কদাচন ।

এষণাগতিমবিষা ক্ষারসূত্রানুসারিণীং ।

সূচীং নিদধাদ্গত্যন্তে চোন্নম্যাশু চ নিহ্নরেৎ ।

সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধনমাচরেৎ ।

ততঃ ক্ষীণবলংবীক্ষ্য সূত্রমন্যং প্রবেশয়েৎ ।

ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্নছিদ্যতে গতিঃ ।

ভগন্দরেপ্যেষ বিধিঃ কার্যেণ বৈদ্যেন জানতা ।

অৰ্কুদাদিষু চোৎক্ষীপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ ।

সূচীভর্ষববক্রাভি বাঁচিহঁতং বা সমন্ততঃ ।

মুত্রে সূত্রো বধ্নীয়াচ্ছিন্বে চোপাচরেদ্বগৎ ॥

কৃশ, হ্রস্বল ও ভীক ব্যক্তিদিগের নাড়ীত্ৰণ এবং যে সকল নাড়ীত্ৰণ মর্মান্বনজাত, তাহা কদাচ অত্র প্রয়োগ দ্বারা বিদীর্ণ না করিয়া, ক্ষারসূত্র বন্ধন দ্বারাই ছেদন করিবে । ক্ষারসূত্র প্রয়োগ প্রণালী—প্রথমতঃ এয়ণী-নামক শলাকা দ্বারা নালীর গতি অনুসন্ধানপূর্বক ক্ষারসূত্রাত্মবর্তি সূচী নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নালীর অপর প্রান্ত বিদ্ধ করিয়া সূচী বাহির করিয়া লইবে এবং পশ্চাৎ নালীর মধ্যে প্রবিষ্ট সেই সূত্রের প্রান্তদ্বয় ধরিয়া একত্র দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে । কিন্তু ঐ সূত্র ক্ষীণবল হইলে (পচিয়া শক্ত না থাকিলে) পুনর্ব্বার অত্র ক্ষারসূত্র সূচীদ্বারা নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া, পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বন্ধন করিয়া রাখিবে । যাবৎকাল পর্য্যন্ত নালী ছিন্ন না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নাড়ী এবং প্রকার সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে এবং সূত্র ক্ষীণবল হইলে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিয়া দিবে । বিচক্ষণ চিকিৎসক ভগ-ন্দর রোগের ত্ৰণও এইরূপে ক্ষারসূত্রদ্বারা ছেদন করিবেন । আর সূক্ষ্ম-মূল অর্কুদাদিরোগে অর্কুদ উৎগিষ্ট করিয়া মূলদেশে সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন ; কিন্তু অর্কুদমূল মূল হইলে যববৎ মধ্যস্থল অথচ সূক্ষ্মমূল ধর এমন সূচীদ্বারা চতুর্দিক বিদ্ধ করতঃ মূলদেশে ক্ষারসূত্র বন্ধন করিয়া ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সূত্রবন্ধন করিয়া রাখিবে ; এবং ছিন্ন হইলে ত্ৰণ চিকিৎসার আয় চিকিৎসা বিধান প্রয়োগ করিবেন ।

সর্জিকাদ্য তৈলং ।—

সর্জিকা সিদ্ধদন্ত্যগ্নি রূপিকামলনীলিকা ।

খরমঞ্জরীবীজেষু তৈলং গোমূত্রপাচিতং ।

দ্রুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহং ॥

তৈল /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ স্বর্জ্জিকাকার, সৈন্ধবলবণ, দস্তীমূল, রক্তচিটারমূল, শ্বেত আকন্দেরমূল, নল, নীলিকা ও খরমঞ্জরীর (অপামার্গের) বীজ এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের এবং গোমূত্র ১৬ বোলসের ৮ যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক প্রয়োগ করিলে দ্রুষ্ট ব্রণ এবং কফজ নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কার্পাস তৈলং ।—

কার্পাসমূল রজনীকল্কং দত্ত্বা জলে শূতং তৈলং ।

পূরণ মাত্রাচ্চিরজা নাড়ীব্রণমাশু বিনাশয়তি ॥

তৈল /৪ চারিসের, জল চৌষট্টিসের এবং কল্কার্থ কার্পাসমূল /১০ অর্দ্ধসের ও হরিদ্রা /১০ অর্দ্ধসের । যথাবিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে । এই তৈলদ্বারা ক্ষতপূরণ করিলে অতিসত্ত্বর নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভল্লাতকাদ্যং তৈলং ।—

ভল্লাতকার্ক মরিচৈলবণোভমেন

সিদ্ধং বিড়ঙ্গ রজনীদ্বয় চিত্রকৈশ্চ ।

স্যাগ্ন্যার্কবম্যচ রসেন নিহন্তি তৈলং

নাড়ীং কফানিলক্লতামপচীং ব্রণাংশ্চ ॥

তৈল /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ১৬ বোলসের ; কল্কার্থ ভেলাবীজ, আকন্দেরমূল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং রক্তচিটারমূল, এই সকল দ্রব্য কুটিত সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক প্রয়োগ করিলে কফবাতজ নাড়ীব্রণ, অপচী ও ব্রণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

* কুষ্ঠীকর্ষ্যং তৈলং ।—

কুষ্ঠীক খর্জুর কপিথ বিল্ব বনস্পতীনাশ্ত শলাটুবর্ণে ।

কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈলং প্রাপ্যামুস্তা সরলা প্রিয়ঙ্গু ।

সৌগন্ধিকা মোচরসাহিপুষ্প লোধানি দত্ত্বা খলু ধাতকীক ।

এতেন শল্য প্রভবাহি নীড়ীরোহেদ্রুণোবৈ সুখমাপ্নুয়াচ্চ ॥

তৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ কুমারিমালাতা, খর্জুর, কয়েদবেল, বেলমূলেরছাল, এবং বট, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি পুষ্পহীনরন্ধের অপক (কাঁচা) কল সমভাগে সমস্তে /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ বোলসের ; এবং কল্কার্থ মুখা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, লোধ ও ধাইফুল এই সকল কুটিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র । যথাবিধানে

এই তৈল পাকপূর্বক প্ররোগ করিলে শলাজনিত নাড়ীত্রণ অতি নীত্ৰই প্রকট হয় এবং রোগী হৃৎকাত লাভ করিয়া থাকে ।

সপ্তাঙ্গগুণ্ডলুঃ ।—

গুণ্ডলুস্ত্রিকলাবোঠৈঃ সযাঃশৈরাজ্যোজিতৈঃ ।

নাড়ীদ্রুস্ত্রণং শূলং ভগন্দরবিনাশনং ।

সর্বসমো গুণ্ডলুঃ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুল্কী, পিপ্পল ও মবিচ এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে এবং সর্বসমাক্তির সমান গুণ্ডলু এইগুণ্ডক চূর্ণ করিয়া দ্রুতসহ
মিশ্রিত করতঃ উপদ্রুত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে
নাড়ীত্রণ, দ্রুস্ত্রণ, শূল ও ভগন্দরবোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নাড়ীত্রণগজাস্কুশঃ ।—

দরদঃ পার্শ্বতীপুষ্প কুনটী পুরুষোঃসঃ ।

শোণিতং গন্ধকোদৈত্যঃ সৈন্ধবাত্তিবিষা চবী ।

শরপুষ্ণা বিড়ঙ্গাশ্চ যমানী গজপিপ্পলী ।

মরিচাক্ষর বরুণাক্ষরূপকক্ষ হরীতকী ।

মর্দিতং কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদিহঃ ।

নাড়ীত্রণপ্রবাহঃ গণ্ডমালাং বিচর্চিকাং ।

চিরং ত্রণ দক্ষকুষ্ঠ পুতিকর্ণ শিরোগদং ।

পাদস্ফোটং তথা কুষ্ঠং বিচর্চিৎ বহুকীটজং ।

দরদো হিঙ্গুল পার্শ্বতি গৈরিকং পুষ্পং রসাজ্ঞনং ।

কুনটী মনঃশিলা পুরুষো গুণ্ডলুঃ ।

শোণিতং দৈত্যঃ লৌহং অন্যন্তু ব্যক্তং ॥

ইতি নাড়ীত্রণাধিকারঃ ।

দরদ (হিঙ্গুল), পার্শ্বতী (গৈরিক), পুষ্প (রসাজ্ঞন), কুনটী (মনঃ-
শিলা), পুরুষ (গুণ্ডলু), রস (পারদ), শোণিত (কুসুম), গন্ধক, দৈত্য
(লৌহ), সৈন্ধবলবণ, আতইস, চই, শরপুল, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পল,
মরিচ, আকন্দমূল, বরুণরসেরছাল এবং হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে
এইগুণ্ডক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সর্ষপতৈলসহ মিশ্রিত করতঃ যত্রামাত্রায়
গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই গুড়িকা অম্লপান বিবেচনার প্ররোগ করিলে
নাড়ীত্রণ (ত্রণ শোষ বা নালী ঘা) গণ্ডমালা, বিচর্চিকা, চিরত্রণ, দক্ষ, কুষ্ঠ,
পুতিকর্ণ (কাণ দিয়া রক্তপূরাদি পতিত হওয়া), শিরোরোগ ও পাদ-
স্ফোটক, প্রভৃতি বিবিধব্যাধি বিনষ্ট হয় ।

ইতি নাড়ীত্রণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ ভগন্দরাধিকারঃ ।

লজ্জনশ্বেদনালেপ বিল্লাপনবিরেচনৈঃ ।

রক্তমোক্ষাদিভিঃ শীত্ৰং শুদস্য ঋয়থুঞ্জয়েৎ ।

শুদস্য ঋয়থুং দৃষ্টা বিশেষ্য শোধয়েত্ততঃ ।

রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথাপাকং নগচ্ছতি ॥

ঔহদেশে শোথ লক্ষিত হইলে, তাহা লজ্জন, শ্বেদ, অলেপ, বিল্লাপন ও বিরেচন প্রয়োগদ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ রক্তমোক্ষণ করিবে; যেন ঐ শোথ কোন প্রকারে পাকিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে ।

বটপত্রৈক্যেণ শুষ্ঠী গুড়ুচ্যঃ সপুনর্গবাঃ ।

তুপিষ্ঠাঃ পিড়কারস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ।

পিড়কা নাম পক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকং ।

কর্ম্ম কুর্ঘ্যাদ্বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়া ॥

বটপত্র, জলের নীচের ইট, শুষ্ঠী, গুলঞ্চ ও পুনর্গবা এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্বারা পীড়কাবস্থায় অলেপ দিলে ভগন্দররোগ প্রশমিত হয় ।

ভগন্দররোগে অপক পীড়কাবস্থায় রোগীকে অপতর্পণ (লজ্জন) হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশ প্রকার চিকিৎসা করিবে এবং পীড়কা বিদীর্ণ হইলে যে প্রকারে চিকিৎসা করা কর্তব্য, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে ।

এষণী পাটনক্ষার বহির্দাহাদিকং ক্রমং ।

বিধায় ত্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং তথাদোষং ।

ত্রিরতিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা ।

তৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধব ক্ষৌদ্রসংযুতং ।

রসাঞ্জলং হরিদ্রে দ্বৈ গঞ্জিষ্ঠা নিষপল্লবাঃ ।

ত্রিভুজোবতী দন্তী লেপো হস্তি ভগন্দরং ।

কুষ্ঠং ত্রিরতিলা দন্তী মাগধঃ সৈন্ধবং যধু ।

রজনী ত্রিফলা তুথং হিতং ত্রণবিশোধনং ।

স্মৃ শূকরুদ্রুদাক্ষীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ।

ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পুরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ ।

এষা সর্ব্বশরীরস্থান্ নাভীং হন্যান্নসংশয়ঃ ॥

ভগন্দররোগে প্রথমতঃ এষণী নামক শলাকা দ্বারা ছেদন, ক্ষার প্রয়োগ, ঔষিধ দ্বারা দন্ধকরণ প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে চিকিৎসা করিয়া পশ্চাৎ ত্রণবৎ চিকিৎসা করিবে ।

ভগন্দররোগে শোধনার্থে তেউড়ী, তিল, নাগদস্তী, নৈকবলবণ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল উপযুক্ত মাত্রায় সমানভাগে গ্রহণপূর্বক পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধু-সহ মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা প্রলেপ দিবে।

রসাজ্ঞন, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিষপত্র, তেউড়ী, তেজোবতী (চই অথবা জ্যোতিষ্মতীলতা) ও দস্তী এই সকল সমভাগে লইয়া পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুড়, তেউড়ী, তিল, দস্তীগূল, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, মধু, হরিত্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তুঁতে এই সকল একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে ত্রণ বিশোধিত হয়।

মনসাসীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর ও দাকহরিত্রা এই দ্রব্যত্রয় একত্র পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে। ভগন্দরের নালী অল্পসন্ধান করিয়া তাহাতে এই বর্তি প্রবিষ্ট করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা শরীরস্থ অশ্রাশ্র নাড়ীত্রণও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালান্ধি প্রলেপনং।

ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টত্রণহরং পরং।

লেপঞ্চ কুর্ঘাণ্দিবতিন্দুবীজং বলিঞ্চ ধুস্তররসেন পিষ্টা।

নরান্ধি তৈলেন বিপাচয়েচ্চ সর্কে ত্রণা যান্তি বিনাশমাশু।

পলাশবীজস্য রসেন গন্ধং স্নতেন যুক্তং পরিপাচয়েত্তু।

তল্লিপনাংদ্বাণ পলাশবীজ তৈলাস্ত লেপাং ত্রণনাশনং স্যাৎ।

পঞ্চতিক্তঘৃতং শস্তং পঞ্চতিক্তচ গুগ্গলুঃ।

ন্যাগ্রোধাদিগণে যস্ত হিতঃ শোধনরোপণঃ।

তৈলং স্নতয়া তৎ পক্ণং ভগন্দরবিনাশনং ॥

বিড়ালের অস্থি (হাড়) চূর্ণ ত্রিফলার রসসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্ট ত্রণসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

মাকড়াগাবেরবীজ এবং গন্ধক ধূতুরার রসে পেষণপূর্বক মহুষ্যের হাড়ের তৈলে পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে সর্কবিধ ত্রণরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গন্ধক পলাশবীজের রসে পেষণপূর্বক ঘৃতসহ পাক করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা পলাশবীজ ঘৃতসহ পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে সর্কপ্রকার ত্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

“পঞ্চতিক্তঘৃত”, “পঞ্চতিক্ত গুগ্গলু” এবং “ন্যাগ্রোধাদিগণ” ভগন্দর ও অশ্রাশ্র ত্রণরোগের শোধন ও রোপণ (পুরণ) কার্যে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

উক্ত ন্যাগ্রোধাদিগণের সহিত পাক করা ঘৃত ও তৈল ভগন্দররোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে।

বিষ্যন্দনং তৈলং ।—

ত্ৰিকাকৌ ত্ৰিৱং পাঠে মলপ্ হয়মারকৌ ।

• সুধাং বচাং লাঙ্গলিকাং হরিভালং সুবৰ্জিকাং ।

জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংস্কৃতা তৈলং ধীৰৌ বিপাচয়েৎ ।

এতদ্বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে ।

শোষণং রোপণঞ্চৈব সৰ্বণকরমুত্তমং ॥

তিলতৈল ৪ চারিসের, জল ৬ বোলসের এবং কল্কার্থ রক্তচিতারমূল, আকন্দেরমূল, ডেউড়ীগূল, আকনাদী, মলপ্ (কাকডুগর), হয়মারক (কর-বীর), মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিভাল, সুবৰ্জিকা (স্বৰ্জিকাকার) ও জ্যোতিষ্মতীলা এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ১ একসের। এই বিষ্যন্দননামক তৈল পাকপূৰ্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয় এবং ইহা ব্রণশোধক, রোপক ও সৰ্বণকারক।

করবীরাদ্যং তৈলং ।—

করবীর নিশাদন্তী লাঙ্গলী লবণাশ্লিভিঃ ।

মাতুলুঙ্গাকৰ্বৎসাইহ্বঃ পচেৎ তৈলং ভগন্দরে ॥

তৈল ৪ সের, জল ৬ বোলসের এবং কল্কার্থ করবীর, হরিদ্রা, দস্তী-মূল, বিষলাঙ্গলিয়া, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, ছোলঙ্গলেবুর মূল, আক-ন্দের মূল ও কুড়চিছাল ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ১ এক-সের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূৰ্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিশাদ্যং তৈলং ।—

নিশার্কক্ষীরসিকুণ্ডি পুরাশ্বহন বৎসকৈঃ ।

• সিদ্ধমভ্যঞ্জে তৈলং ভগন্দরবিনাশনং ॥

তৈল ৪ চারিসের, জল ৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, অশ্বহন (করবীর) ও কুড়চিছাল সমভাগে সমস্তে ১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূৰ্বক মর্দন করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়।

নবকারিকো গুণ্ণগুলুঃ ।—

ত্রিফলাপুষ্করুণাং ত্রিপৈকাংশযোজিতা ।

গুড়িকা শোথগুল্মার্শো ভগন্দরবতাং হিতা ॥

হরীতকী, ১ ভাগ, বহেড়া ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, শোধিত গুণ্ণগুলু ৫ ভাগ এবং পিপুল ১ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায়

শাড়কা প্রস্তুত করবে। বহু সেবন করিলে শুষ্ক, অর্শঃ ও ভগন্দররোগ
বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ ।—

ত্রিকটু ত্রিকলামুস্তং বিড়ঙ্গায়তচিত্রকং ।
শটোলা পিপ্পলীমূল হবুশা সুরদারু চ ।
ভৃগুরুং পুষ্করং চবাং বিশালা রজনীদ্বয়ং ।
বিড়ং মোবর্জলং ক্ষারো মৈন্ধবং গজপিপ্পলী
ষাবন্তোভানি চূর্ণানি তাবদ্বিগুণ গুগ্‌গুলুঃ ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ ।
কাসং শ্বাসং তথাশোথমর্শাংসি চ ভগন্দরং ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি শিরোরুজং ।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্তরদ্ধিং তথা ক্রিমীন ।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়াণাং হতচেতমাং ।
আনাহঞ্চ তথোন্মানং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ ।
নাড়ীদ্রুতব্রণান্ সর্বান্ প্রমেহং শ্লীপদন্তুথা ।
সপ্তবিংশতিকোহ্যেব সর্বরোগানিসূদনং ॥

শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুগা, বিড়ঙ্গ,
গুলঞ্চ, রক্তচিতারমূল, শটী, এলাচি, পিপুলমূল, হবুশা, দেবদারু, তিল্লাউ,
পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চই, রাখালশামারমূল, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, বিট-
লবণ, যবক্ষার, মাচিফার, মৈন্ধবলবণ ও গর্জাপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে
এক এক ভাগ এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া
লইবে। এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অর্শঃ,
ভগন্দর, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সর্বপ্রকাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রাবিতাণ্ডবঃ ।—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দিতং ।
ত্ৰ্যহান্তে গোলকং কৃত্বা হণ্ডিকান্তনিরোধয়েৎ ।
দ্বয়োঃ সমং তাত্র পাত্রং সংশুদ্ধে সন্ধিলেপিতে ।
তৎভাণ্ড ভস্মনাপূর্য্য চুল্ল্যাং তীত্রাগ্নিনা পচেৎ ।
দ্বিষামান্তে তদ্রুদ্রত্য চূর্ণয়েৎ স্বাক্ষশীতলং ।
জ্বরীষ্য জ্বৈঃ পিত্তা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ ।

শুষ্ককং মধুনা জ্যৈষ্ম লিহেদ্ধন্তি ভগন্দরং ।

• মূষলী লবণঞ্চানু আরনামমুতং পিপ্পলং ॥

পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ স্বতকুমারীর রসে ৩ দিবস মর্দনপূর্বক উভয়ের তুল্য তাত্র মিশ্রিত করিবে এবং একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া অন্তঃ-সারাবে বদ্ধ করতঃ ৩ তাম্রদ্বারা উর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া তীব্র অগ্নি সন্তাপে ২ প্রহর কাল পাক করিবে । তদনন্তর শীতল হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া জম্বীর নেবুর রসে মর্দন পূর্বক ৭ সাতবার পুটপাক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে মধু সহযোগে লেহন করিয়া তালমুলী, লবণ ও কাঁজি অম্লপান করিবে ।

রবিতাণ্ডবঃ ।—

সমভাগং রসং নাগং সংযোজ্যাক বিমর্দয়েৎ ।

গন্ধকেন চ সংযোজ্য দদ্যাদ্ভ্রম সমাং কণাং ।

সর্বমেকত্র মৃদীয়াং ত্রিদিনং জম্বীররসৈঃ ।

কুমার্যা চ তথা জাত্যা ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

সিদ্ধে শর্করয়া দদ্যাদ্ভ্রমপ্তাহন্তিবল্লকং ।

শীতঞ্চ চুল্লকাদস্তো গোমূত্রং নচ ভোজয়েৎ ।

ভগন্দরার্কুদানু কোষ্ঠি ত্রণ বিষত্রণানপি ।

সর্বদীপকরমোহরতায়ং সূর্যাদাসকৃতি বিনির্গ্মিতাঃ ॥

পারদ এবং তাত্র একত্র মর্দন পূর্বক তৎসহ গন্ধক ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ জম্বীর নেবু, স্বতকুমারী ও জাতীপত্র ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে । এই ঔষধ ৪৫ রতি মাত্রায় ইক্ষু-চিনি সহ সেবন করিলে ২১ একবিংশতি দিবসের মধ্যে ভগন্দর, অর্কুদ, বগাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবন করিয়া কদাচ শীতলজল, গাখলাই ভিজান জল ও গোমূত্র পান করিবে না ।

জম্বুকমাংসং ভক্ষয়েৎ প্রকারৈর্বাঞ্ছনাদিভিঃ ।

অজীর্ণবল্লিষাসেন মুচ্যাতে তু ভগন্দরাং ।

ব্যায়ামং যৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরুণি চ ।

সমৎসরং পরিহরেৎ উপরুঢ় ত্রণো নরঃ ॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ ।

শৃঙ্গালের মাংসে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণবৎ তিন মাসের মধ্যেই ভগন্দররোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

ভগম্বর বোগীর ব্রণ প্রকট হইলে (পুরিরা উঠিলে) এক বৎসর পর্য্যন্ত ,
ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, যুদ্ধ, বস্ত্রী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠে সমন ও শুকনো স্বেদনাদি
পরিভোগ করিবে ।

ইতি ভগম্বররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ উপদংশাধিকারঃ ।

পটোলনিয় ত্রিফল। শুভ্র চীহাথং পিবেদ্বা খনিরাশনাভ্যাং ।

সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলযুতং বা সর্কোপদংশাপহরঃ প্রমেষ্য ।

ত্রিফলায়াঃ কষায়ণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা ।

ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্ঘ্যাট্রপদংশ প্রশান্তয়ে ।

জায়াজাত্যশ্বমারাক শম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্ ।

কৃতং প্রক্ষালনে ক্কাথং মেট্রপাকে প্রযোজয়েৎ ।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলা সারঙ্গী মধুসংযুতা ।

উপদংশে প্রলেপোহয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণং ॥

পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ অথবা খনিবকাষ্ঠ ও পীতশাল
২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ গুগ্গুলু বা ত্রিফলাচূর্ণ
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ববিধ উপদংশ বোগ বিনষ্ট হয় ।

ত্রিফলার কাথ, ভৃঙ্গবাজ্রব বস, অথবা জরন্তীপত্র, জাতীপত্র, করবীপত্র
ও আকন্দপত্র ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ব্রণ ও ক্ষত প্রক্ষালন করিলে
উপদংশরোগ নিবারিত হইয়া থাকে এবং ত্রিফলা লোহকটাহে অমৃতধূমে
দগ্ধ করিয়া তাহা চূর্ণ করতঃ মধু সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে
উপদংশের ব্রণ প্রকট হয় ।

রমাঞ্জলং শিরীষেণ পথ্যয়াবা সমদ্বিতং ।

সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপেন সর্কলিঙ্গ গদাপহং ।

কুমারীরস সংপিষ্ট জীরকং লেপয়েদ্ভিষক্ ।

তেন দাহশ্চ পাকশ্চ শয়্যাপ্নোতি নিশ্চয়ং ।

মহাশঙ্খং জলৈল্লুপ্তং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ ।

খদিরৈস্ত্রিফলৈর্বাপি তায়ঃ প্রক্ষালনং হিতং ।

ত্রিফলৈর্বা জলৈঃ সারং খদিরং লেপয়েত্তথা ।

সগন্ধক স্ত্রুতৈর্লেপঃ পকলিঙ্গে সুখাবহঃ ॥

রসাজ্ঞান ও শিরীষরসের ছাল অথবা রসাজ্ঞান ও হরীতকী একত্র চূর্ণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে উপদংশাদি সর্ববিধ লিঙ্গবোগ আরোগ্য হয় ।

জীরক স্নাতকুমারীররসে পেষণপূর্বক প্রলেপাদিলে উপদংশ জন্ম দাহ ও পাক নিবারিত হইয়া থাকে ।

মল্লষোর কপ্‌লাস্থি জলে সর্ষপপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা খদি-
রেব কাথ ও ত্রিকলার কাথে প্রক্ষালন করিলে কিম্বা খদিরসার ত্রিকলার জল-
সহ বা গন্ধক স্নাতকমিশ্রিত করতঃ তদ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ জনিত
লিঙ্গপাক আরোগ্য হইয়া থাকে ।

গন্ধকং দরদং তুথং খদিরং যাবশুকজং ।

সমভাগানি চৈতানি কারয়েৎ কুশলোভিষক্ ।

তেষাঞ্চতুর্গং গ্রাহং বদরাজারসস্তবং ।

মর্দয়েৎ খলুমধ্যে ভূ বহু জয়ীরবারিণা ।

রক্তিদ্রয় প্রমাণস্ত বদরাজার বহিনা ।

ত্রিসন্ধাঞ্চ পিবেদ্ধুমং গুড়িকগ্রহসংজ্ঞকং ।

পথ্যং মসুরযূষঞ্চ লবণামিষবর্জিতং ।

উপদংশং মহাঘোরং নাশয়েৎ সপ্তরাত্রিতঃ ।

ভাণ্ডমধ্যে বদরাজারবহিং সংস্থাপ্য তদুপরি

একৈকাং বটিকাং দত্ত্বা শরাবেণাচ্ছাদ্য ছিদ্রং

কৃত্বা নাসিকাবন্ধেণ ধূমং পিবেৎ ।

ত্রিসন্ধাভ্যাং প্রত্যহং গ্রহসংজ্ঞকং বটিকাং খাদেৎ ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, তুঁতে, খদির ও যবক্ষার এই সকল প্রত্যেকে এক এক ভাগ
এবং কুলকাঠের অঙ্গার ২০ কুড়ি ভাগ একত্র জয়ীররসে মর্দনপূর্বক ২ হুই
রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এবং একটী ভাণ্ড মধ্যে কুলকাঠের অগ্নি
রাখিয়া তদুপরি এক একটী বটিকা স্থাপনপূর্বক শরীর দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বন্ধ
করিবে । এবং একটী ছিদ্র কাঁবিয়া নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবে । প্রতিদিন
এবপ্রকারে ধূম পান ও মসুরের পথ্য করিবে । কদাচ আমিষ ও লবণ ভক্ষণ
করিবে না । ইহা দ্বারা ৭ রাত্রির মধ্যে উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

উপদংশারি ধূমং ।—

মনঃশীল্য হিঙ্গুল গন্ধকঃ খবশ্বেতর্ক যবক্ষার

জয়ীরনীরেণ পরিমর্দ্য বদরীকাঠোদ্ভব বহিনা

স্বেদঞ্চ কার্য্য ত্রিদিন ক্রমেণ সর্বোপদংশ বিষ

বিস্ফোটঞ্চ নাশয়েৎ সর্বকুষ্ঠঞ্চ ॥

মনঃশিলা, হিঙ্গুল, গন্ধক, খব (কুজলতা বিশেষ), যেত আকন্ডেরমূল ও ববকার একত্র জয়ীরসে মর্দনপূর্বক কুলকাঠের অগ্নি সংযোগে স্বেদ প্রয়োগ করিলে ৩ দিবসের মধ্যে সর্ববিধ উপদংশ, বিষদোষ, বিস্ফোট ও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভূনিষাদ্যং স্মৃতং ।—

ভূনিষন্নিষত্রিকলাপটোল করঞ্জজাতী খদিরাণনানাং ।

মতোন্নককৈষ্কস্মৃতমাণ্ড পঞ্চং সর্বোপদংশাপহরং প্রদিক্তং ॥

ঘৃত ৪ চারিসের, কাপাৰ্ণ চিরতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পলতা, ডুবকরঞ্জের ছাল, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল সমভাগে সমস্তে ৮ সেব, পাকার্ণ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্ণ পূৰ্ণোক্ত চিরতা হইতে পীতপাল পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি সমস্তে ১ একসের । যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক সেবন করিলে সর্ববিধ উপদংশ বিনষ্ট হয় ।

আগারধূমান্যং তৈলং ।—

আগারধূমো রজনী সুরা ক্লিষ্টক তৈস্ত্রিভিঃ ।

ভাগোভরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডুশোথরুজাপহং ।

জলং চতুর্গুণং ॥

তৈল ৪ চারিসের, জল ১৬ বোলসেব এবং কল্কার্ণ বুল ১ ভাগ হরিদ্রা, ২ ভাগ এবং সুরাবীজ ৩ ভাগ সমুদারে মোট ১ একসের । যথাবিধানে তৈল পাকপূর্বক মর্দন করিলে উপদংশ জর্জীত কণ্ডু, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ।

দৈত্যোক্ত্র দৈত্যহারক্ তৃথচূর্ণং সমাক্ষিপেৎ ।

বরাটিকা দৈত্যরক্ত পৃগক্ষার মথাপিবা ।

শেষত্রয়ং ক্ষারং । দৈত্যরক্ত হিঙ্গুলং । দৈত্যহা-

রক্তং গন্ধকং । পৃগং পুরাতন চিকীষুপারি ॥

গন্ধক ; গন্ধক ও তুঁতে অথবা কড়িভস্ম, গন্ধক ও পুরাতন চিকিষুপারী ভস্ম যতমহ পেয়পূর্বক প্রলেপ দিলে উপদংশ বিনষ্ট হয় ।

রসশেখরঃ ।—

পারদক্ষাঙ্কিগকু দ্বিদ্वादশক রক্তিকং ।

অরঃপাত্রে নিষকাক্ষে মর্দয়েত্তুলনীজবৈঃ ।

তস্মিন্ সূক্ষ্মচিহ্নে দদ্যাদ্ধরগং রসসম্মিতং ।

মর্দয়েচ্চতুলসৈব ততশ্চেমানি নিক্ষিপেৎ ।

জাতীকোষফলে চৈব পারঙ্গীয় সমানিকাং ।

আকাবকমুতৈকৈব দ্বাত্রিংশজ্জটিকা প্রতি ।
 চুর্দয়েৎ তুলসীতোয়ৈ রেতেষাং দ্বিগুণং শুভং ।
 দদ্যাৎ খদিরসারঞ্চ বটিকা চণকপ্রভা ।
 সায়াং দ্বৈ দ্বৈ পুরাদদ্যাশ্লবণাশ্লব বজ্জয়েৎ ।
 গলৎকুষ্ঠং তথাস্ফোটান্ দ্রুষ্ঠান্ গর্দভকানপি ।
 যেষ্মাত্রাণা নৃণামন্যে উপদংশ পুরঃসরাঃ ।
 তান্ সর্বান্নাশয়তাশু সিদ্ধোহয়ং রসশেখরঃ ॥

ইতি উপদংশাধিকারঃ ।

প্রথমতঃ পাবন ও অহিনেন প্রত্যেকে ২৪ রতি মাত্রায় লইয়া তুলসীর-
 রস সহ দৌহপাত্রে নিমকার্থের দণ্ডদ্বাৰা মর্দনপূর্বক তৎসহ ১২ রতি হিজুল
 মিশ্রিত কবতঃ পুনৰায় তুলসীররস দিয়া মর্দন করিবে। তৎপরে উহার
 সহিত জৈহ্রী, জারফল, পারসীয় যমানী, ও আকরকোবা চূর্ণ প্রত্যেকে ৩২
 রতি পরিমাণে এবং খদিরসাব ৬৪ বতি মিশ্রিত কবিয়া তুলসীরসে মর্দন-
 পূর্বক চণকপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে
 সেবন করিবে। কদাচ লবণ ও তন্নদ্রব্য ভোজন করিবে না। ইহা দ্বারা গলৎ-
 কুষ্ঠ, স্ফোটক, দ্রুষ্টব্রণ, গর্দভরোগ ও সর্ববিধ উপদংশবোগ আরোগ্য হইয়া
 থাকে।

ইতি উপদংশ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শূকদোষাধিকারঃ

শূকদোষেষু সর্বেষু বিষয়া কারয়েৎ ক্রিয়া ।
 হিতঞ্চ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনং ।
 হিতঃ শোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘুভোজনং ॥

সর্ববিধ শূকদোষবোগে বিষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এবং
 ইহাতে পঞ্চতিকাদি দ্রুত পান, বিবেচক আহার, রক্তমোক্ষণ ও লঘুভোজন
 হতকর বলিয়া জানিবে।

সর্বসীং লিখিতাং সুতৈক্ষ্ণঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ ।
 তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্রুণয়োপনং ।
 ক্রিয়েয়মধিমশ্লেপি রক্তং শ্রাব্যং ততোভয়োঃ ।
 অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মা গ্রন্থিবদাচরেৎ ।
 কুস্তিকায়াম্ হরেদ্রক্তং পক্ষায়াম্ শোধিতে ব্রণে ।

তিন্দুক ত্রিকলা লোঠৈলৈপঠৈলক রোপণং ।
 অলজ্জাং হতরক্তারামরমেব ক্রিয়া ক্রমঃ ।
 শ্বেদয়েদ্যুধিতং শিল্পং নাড়ীশ্বেদেন বুদ্ধিমান্ ।
 সুখোঠৈরুপনাইহচ্চ সুশ্লৈষ্টৈরুপনাহয়েৎ ।
 উত্তমাখ্যাস্তু পীড়কাং সংছিন্য বড়িশোদ্ধৃতাং ।
 কঠৈক্শচূর্ণৈঃ কষায়ানাং ক্ষৌদ্রযুতৈরুপাচরেৎ ।
 ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করী মূঢ়য়োহিতঃ ।
 ত্বকপাকে স্পর্শহন্যাক মেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ ।
 বলাঠিতলেন কোকেন মধুরৈশ্চোপনাহয়েৎ ।
 রসক্রিয়া বিধাতবা লিখিতে শতপোনকে ।
 পৃথক্ পর্ণাদি সিদ্ধক তৈলং দেয়মসত্ত্বং ।
 রক্তবিদ্রুধিবচ্চাপি ক্রিয়াশোণিতজ্জৈর্বুদে ।
 কষায়কল্কসর্পিংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াং ।
 শোধনে রোপণেঠৈব বীক্ষ্যবীক্ষ্যাবতারয়েৎ ।
 অর্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রুধিং তিলকালকং ।
 প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ষীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াং ॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ ।

যে ব্যক্তি লিঙ্গনাল বহির্গত করিবার ইচ্ছায় উহাতে অবিধিপূর্বক শূক নামক কাঁচ প্রয়োগ করে, তাহার লিঙ্গে শূককাঁচ প্রয়োগ জনিত যে নানা-বিধ রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকেই শূকদোষরোগ বলা যায়। এই শূকদোষ-রোগে লিঙ্গাঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দোষ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট সর্ষপী, অক্ষী-লিকা, এথিতা, কুস্তিকা, অলজ্জী, মৃদিত, সংগৃঢ়, অধিমম্ব, পুষ্করিকা, শোণিত, উত্তমা, শতপোনক, ত্বকপাক, শোণিতার্কুদ, মাংসার্কুদ, মাংসপাক, বিদ্রুধি ও তিলকালক নামক এই ১৮ অষ্টাদশ প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয়। নিম্নে এই সকল পীড়কার পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

সর্ষপীনাম্নী পীড়কা কর্কশ (খসখসে) পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণপূর্বক তদুপরি হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের চূর্ণ প্রদান করিবে। এবং উক্ত হরীতকী আদি দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ত্রণরোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। অধিমম্বনামক পীড়কায় উক্তপ্রকার ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সর্ষপী ও অধিমম্ব এই উভয় পীড়কাতে রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে। অষ্ঠিলানামক পীড়কাতে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শৈথিল্যক গ্রন্থিরোগের দ্বায় চিকিৎসা করিবে।

হুতিক্কা ও অলজী নামী পীড়কাতেও রক্তমোক্ষণ করিবে ; এবং পক্ষ হইলে ত্রণশোধক ঔষধ দ্বারা ত্রণশোধন করিয়া পাশ্চাত্য গাঁব, ত্রিকলা ও লোম্বাই এই সকল দ্রব্য পেয়ণপূৰ্বক তদ্বারা অলেপ দিবে, এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য অৰ্দ্ধযোগে তৈল পাক করিয়া ত্রণশোধনার্থে প্রয়োগ করিবে । বুদ্ধিমান চিকিৎসক অধিতনামক পীড়কায় প্রথমে লিঙ্গাশ্রেণে বোণারমূল, গুলঞ্চ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নাড়িকাশ্বেদ প্রদান করিয়া ঘৃত বা তৈল সংযুক্ত কফনাশক দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ উপনৈহ অলেপ প্রয়োগ করিবে । উত্তমানামক পীড়কা বড়িশা দ্বাৰা ধরিয়া হেঁদন করিয়া দিবে এবং হবীতকী প্রভৃতি বা বট প্রভৃতি কষায়বস বিশিষ্ট চূর্ণ অথবা উহাদেব কল্ক মৃদুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা অলেপ দিবে । পুষ্করী, সংঘট, ব্রুপাক ও স্পৰ্শহানীতে পৈত্তিক বিসৰ্প-রোগের আয় চিকিৎসা করিবে । মৃদিত পীড়কায় “বলাতৈল” ঈষদুষ্ণ করিয়া অবসেচন করিবে এবং কাকোল্যাদি বা জীবনীয়াদি মধুরগণীয় দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ উপনৈহ (অলেপ বিশেষ) প্রয়োগ করিবে ।

শত পোনকনামক পীড়কাতে লেখন করিয়া শোধক ও রোপক রসক্রিয়ার বধান করিবে । এবং পুশ্চিপর্ণী (চাকুলে), শালপর্ণী (শালগানী) প্রভৃতি গণীগণ সহ যথাবিধিগাম্যসাবে তৈল পাক করিয়া পীড়কাতে প্রদান করিবে ।

শোণিতার্জুদ বোগে রক্তবিস্রবির আয় চিকিৎসাবিধান ; এবং দ্বিত্বগী-রাক্ত অবস্থা বিবেচনাপূৰ্বক শোধন বা বোপণার্থে কষায়, কল্ক, ঘৃত, তৈল চূর্ণাদি কিম্বা রসক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ।

অৰ্জুদ, মাংসপাক, বিব্রুধি ও তিলকালক এই পীড়কাচতুষ্টয় প্রায়ই সাধা, একাঘণ বুদ্ধিমান চিকিৎসক উহা “অসাধা” এ কথা না বলিয়া সাধা যাপ্য ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যান (অপলাপ আৰ্থাৎ মিথ্যাকথন) পূৰ্বক ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । কারণ রোগের স্বভাব অতীব ভ্রান্তের ষাৎ কুটিল, হরত চিকিৎসা করিতে করিতে অসাধালক্ষণাপন্ন ব্যাধি ও ঝগুগা হইতে প রে । অতবাং চিকিৎসক সম্পূর্ণ অসাধা লক্ষণ দেখিলেও যাদি অসাধা” এ কথা কদাচ বলিবেন না । সাধা বা যাপ্য ইত্যাদি রূপ ললে মিথ্যা কথন জ্ঞাত পাপ হয় না ; বরঞ্চ অসাধা নির্দেশ করিলে, গী নিরাশ হইয়া কদাচ চিকিৎসা করায় না, অতরাং আবোগ্যের যোগ্য লেও (যদ্যপি প্রাক্তন কর্মফলে কোনপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া ।) চিকিৎসকের “অসাধা” কথনের দোষে রোগী অকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়, এহেতু তজ্জ্ঞাত পাপ চিকিৎসকে বর্তে । অসাধা রোগকে সাধা যাপ্য বলিলে, যাহারা চিকিৎসককে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা ঐ গুণ মৰ্ম্ম অজ্ঞাত নিশ্চয় জানিবে ।

ইতি শূকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ ভগ্নাধিকারঃ ।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা ।

পঙ্কেনা লেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশাস্বিতং ।

সুশ্রুতোক্তস্ত ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ ॥

প্রথমতঃ ভগ্নস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক তত্পরি জল সেচন ও কর্কষ দ্বারা লেপন করতঃ তৎপরে বস্ত্রদ্বারা উত্তম প্রকারে বেষ্টনপূর্ব্বক কুশা (কদম্ব, অশ্বথ প্রভৃতির স্কন্ধ বাল্কল) দ্বারা এবং সুশ্রুতোক্ত নিয়মানুসারেও ভগ্নস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে । ইহাতে ভগ্নস্থান সংহিত হয় অর্থাৎ ষোড়া লাগিয়া যায় ।

অবনামিতমুন্নহে দুন্নতকাবনাময়েৎ ।

আঞ্জেদভিক্ষিপ্তমধোগতক্ষে পরিবর্তয়েৎ ।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুককাম্পেষিতং ।

শতধৌত স্নতোন্নিশ্রং শালিপিষ্টক কারয়েৎ ॥

অবনত (কর্কটাকা ও বজ্র) ভগ্নকে উত্তোলন এবং উন্নত (অশ্বকর্ণাদি) ভগ্নকে অধোনয়ন করা কর্তব্য । আর অবিক্ষিপ্ত (উর্দ্ধ বা অধোদিকে অতিনির্গত) ভগ্নকে প্রসারিত (আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাস্থানে সংবদ্ধ) করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা ও যক্ষিমধু কঁাজির সহিত পেয়ণপূর্ব্বক শতধৌত স্নত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা অথবা শালিতুল পেয়ণ করিয়া শতধৌত স্নতসহ মিশ্রিত করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে ।

সপ্তরাত্রাং সপ্তরাং সৌম্যর্তু যুঁচ মোক্ষণং ।

কর্তব্যং স্তাং ত্রিরাত্রাচ্চ তথা ভগ্নেষু জানতা ।

কালেচ সমশীতোষ্ণৈঃ পঞ্চরাত্রাং বিমোক্ষয়েৎ ।

ন্যগ্রোধাদি কষায়স্ত স্নশীতং পরিসেচনে ।

পঞ্চমূলী বিপক্কঞ্চ ক্ষীরন্দদ্যাং সবেদনে ।

সুখোক্ষমবচার্য্যয়া চক্রতৈলং বিজানতা ।

মাংসং মাংসরসঃ সর্পিঃ ক্ষীরং ঘূষং সতীনজঃ ।

বৃংহণকানুপানং স্যাজেজ্জয়ং ভগ্নায় জানতা ॥

গ্রীষ্মকালে ৭ সাতদিবস অন্তর অথবা ৩ তিনদিন অন্তর এবং সম-শীতোষ্ণকালে প্রতি ৫ পাঁচ দিবস পরে বন্ধন উন্মোচন করা (খোলা) কর্তব্য ।

ভগ্নরোগে স্তগ্রোধাদিগণের কাথ শীতল করিয়া ভগ্নস্থানে অবসেচন করিবে এবং অধিক বেদনা থাকিলে শালপাণী আদি অল্পপঞ্চমূলের সত্তিত

দুগ্ধ পাক করিয়া ভগ্নস্থানে সেচন ও ঈষদুষ্ণ চক্রেতল (সদ্যোজাত তৈল অথবা সুশুক্লতৈল) বাতব্যাধির চিকিৎসার বিধানানুসারে প্রস্তুত তৈল) মর্দন করিবে ।

ভগ্নরোগে মাংস, মাংসের ঘূষ, ঘৃত, দুগ্ধ, বর্তূল কলায়ের (মটরের) ঘূষ এবং বলজনক অন্নপানীয় বিধান করিবে ।

গৃষ্ঠীক্ষীরং সমর্পিঞ্চ মধুরৌষধ সাধিতং ।

শীতলং লাক্ষয়াযুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ ।

সন্নতেনাস্তিসংহারং লাক্ষা গোধূমমজ্জু নং ।

সন্ধিমুক্তেহস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ ।

রসোন মধুলাক্ষাজ্য মিতা কল্কং সমশ্লতাং ।

ছিন্নভিন্ন চ্যুতাস্থিনাং সন্ধানমচিরাদ্রুবেৎ ॥

কাকোলাদি দ্রব্য সকল ২ তোলা, জল ১/১০ দেড়পোয়া এবং গৃষ্ঠীক্ষীর (একবার প্রস্তুত গাভীর দুগ্ধ) ১/১০ অর্দ্ধপোয়া যথানিয়মে এই দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃত ও লাক্ষা মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃকালে ভগ্নরোগীকে পান করিতে দিবে ।

সন্ধিযুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়বোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জুনরন্ধের ছাল সমভাগে পেষণপূর্বক ঘৃত ও দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে ।

রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও শর্করা এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্বক পান করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি সংলগ্ন হইয়া যায় ।

পীতং বরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকং ।

অপক্ক ক্ষীরং পীতং স্যানস্থিভগ্ন প্ররোহণং ।

ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সমর্পিঃ স্যাৎ জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ ।

ভগ্নঃ পিবেত্ত্বক্ পয়মার্জ্জুন্য গোধূমচূর্ণং সন্নতেন বাথ ।

সব্রণস্য তু ভগ্নস্য স্রণং সর্পিমধুভট্টৈঃ ।

প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ ।

ভগ্নং নৈতি যথাপাকং প্রযত্তে তথা ভিষক্ ॥

•কড়িভস্ম ২৩ রতি পরিমাণে অথবা কাঁচা দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি সকল সংরূঢ় হইয়া থাকে ।

লাক্ষা, যক্ষিধু ও জীবনীয়গণ দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্বক ঘৃতসহ পান করিলে অথবা অর্জুনছালের সহিত পাককরা দুগ্ধ, ঘৃত ও গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করিলে ভগ্নরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ব্রণাদির ক্ষতযুক্ত ভগ্নে কষায় রস প্রধান দ্রব্য সমূহের কল্ক ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিবে । এবং তৎপরে ভগ্নবৎ অস্ত্রাঙ্ক

চিকিৎসার বিধান করিবে। আর ভয়হীন থাকিতে না পারিতে পারে;
চিকিৎসক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, কারণ পাকিলে অমিষ্ট ঘটিবার
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

গন্ধতৈলং ।—

কাকল্যাদিং সযষ্ঠাংসং মঞ্জিষ্ঠাং শারির্বাস্তথা ।

কুষ্ঠং সজ্জরসং মাংসী মুরদারু সচন্দনং ।

শতপুষ্পাঞ্চ সঞ্চূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ ।

পীড়নার্থঞ্চ কর্তব্যং সর্বগন্ধৈঃ শূতং পরঃ ।

চতুর্গুণেন পরমা তৈলং বিপচেৎ পুনঃ ।

এলাচাংশুমতীপত্রং জীরকং তগরন্তথা ।

লোথ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুশারিবাং ।

শৈলৈয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধুলিকাং ।

পৃষ্ঠাশৃঙ্গাটকৈষ্ব প্রাণ্ডক্তান্যোষধানি চ ।

এতিস্তদ্বিপচেতৈলং শাস্ত্রবিন্দুনাগ্নিনা ।

এতৈলং সদাপথ্যং ভগ্নানাং সর্বকর্ষমু ।

আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে চাক্ষশোষে তথাদ্বিতে ।

মন্যাস্তস্তে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে ।

বাধির্ঘ্যে তিমিরেটৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ ।

পথ্যং পানে তথাভ্যঞ্জে নস্য বস্তিসু ভোজনে ।

ঐষাঙ্ককোরমাং রুদ্ধি বলেনৈবোপজায়তে ।

মুখঞ্চ পদপ্রতিমং সুখগন্ধি সমীরণং ।

গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ববাতবিকারনুৎ ।

রাজাহমেতৎ কর্তব্যং রাক্তাংমেব বিচক্ষণঃ ।

তিলচূর্ণশচতুর্থস্তু মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে ॥

কাকোল্যাদিগণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটাশাংসী,
দেবদাক, রক্তচন্দন এবং শলুকা এই দ্রব্য সমষ্টির যত, তাহার চতুর্গুণ
তিলচূর্ণ লইয়া উহা, এলাচি প্রভৃতি সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যসহ পকুদ্দ দ্বারা
আর্দ্র করতঃ পীড়নপূর্বক তৈল বাহির করিবে। এবিধ তৈল ১৪ চারি
সের, দুগ্ধ ১৬ সের এবং কল্কার্ধ—এলাচি, শালপানী, ভেজপাতা, জীরক,
তগর, লোধ, পুণ্ডরিকাকঠ, তগরপাতকা, শৈলজ, ক্ষীরশুক্লা (ভূমি-
কুয়াণ্ড), অনন্তমূল, মধুলিক (গোধূমবিঃ), পানীকল, কাকোল্যাদিগণ,
গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটাশাংসী, রক্তচন্দন ও দেবদাক ;

এই সকল ত্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ একসের যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ববিধ ভগ্ন, সর্বপ্রকার বাতব্যাদি, তিমির বধিরতা প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

লাক্ষাগুগুণ্ডলুঃ —

লাক্ষাস্তিসংহত ককুভাশ্বগন্ধাশ্চ নীক্রতা নাগবলাপুরশ্চ ।

সভগ্নমুক্তাশ্বি রুজং নিহন্যাৎকানি কুর্যাৎ কুলিশোপমানি ।

অত্রান্যতো দৃষ্টিবলাতুল্যশ্চূর্ণেন গুগুণ্ডলুঃ ॥

ইতি ভগ্নাধিকারঃ ।

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান এবং গুগুণ্ডলু সর্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে ভগ্নাশ্বি সংলগ্ন, বেদনা দূরীভূত এবং শরীর বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে ।

ইতি ভগ্ন-চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ কুষ্ঠাধিকা

গবাং কোটি প্রদানেন গয়ায়াং পিতৃতপ্ণে ।

বিশেষখরপুরী বাসে তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে ॥

কোটি গকদানে, গয়ায় পিতৃতপ্ণে এবং বিশেষখরপুরী (কানী) বাস করিলে যত পুণ্য সঞ্চয় হয়, কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিলে সেই পরিমাণে পুণ্য উপার্জিত হইয়া থাকে ।

বাণ্ডোত্তরেষু সর্পির্কমলং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু ।

পিণ্ডোত্তরেষু মোক্ষোরক্তস্য বিরেচনকাণ্ডে ।

পুচ্ছনমপ্পে কুষ্ঠে মহতিচ শস্তং শিরাবাধনং ।

বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠীবহুশোহনুরক্ষতা প্রাণান্ ॥

বাতপ্রধান কুষ্ঠরোগে প্রথমে স্নাত ও তৈলাদি প্রয়োগ, শ্লেষ্মাজাত কুষ্ঠ-রোগে বমন প্রয়োগ এবং পৈত্তিক কুষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্তব্য । এবং অম্পকুষ্ঠে পুচ্ছন করা (অস্ত্রদ্বারা কত চিরিয়া দেওয়া) ও মহাকুষ্ঠে শিরাবেধ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া জানিবে । আর দোষসংযুক্ত কুষ্ঠরোগীর যাহাতে বলক্ষয় না হয়, এমতভাবে পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিবে ।

পঞ্চকষায়ঃ ।—

বচাবামা পটোলানাং নিম্নস্য ফলীনীত্বচ ।

কষায়ো যধুমা পীতো বাস্তি কৃষ্ণদনাস্থিতঃ ॥

বিরেচনং প্রয়োক্তব্যং ত্রিফলান্তি ফলত্রিকৈঃ ।

যে লেপা কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাব্রিদোষণাং ।

সংশোধিতাশয়ানাং সদাঃ সিদ্ধির্ভবতি তেষাং ॥

বচ, বাসক, পলতা, নিমছাল ও ফলিনী (প্রিয়ঙ্গু) এই সংকল দ্রব্য সমস্তে /১০ অর্কমের, পার্কার্ণ জল /৮ আর্টমের শেষ /২মের। এই ক্কাথ ১ তোলা যধু ১ তোলা ও মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। এবং বিরেচনার্থে ত্রিফলার ক্কাথ উপযুক্ত মাত্রায় দস্তী-মূল চূর্ণ ও তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

কুষ্ঠরোগে প্রথমতঃ দূষিত রক্ত নির্গত করিয়া বমন বা বিরেচন প্রদান-পূর্ব্বক দেহ বিশুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সদ্যই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবকষায়ঃ ।—

ত্রিফলা পটোল রজনী মঞ্জিষ্ঠা রোহিণী বচানিষৈঃ ।

এষকষায়োহভ্যন্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠং ॥

ত্রিফলা, পলতা, হরিত্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও নিমছাল মোট ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। এই ক্কাথ পান করিলে কফপৈতিক কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ং ।

পিবেন্নর কামচারী কচ্ছু পামা বিনাশনং ।

শোথপাণ্ডাময়হরা গুল্মমেহকফপহা ।

কচ্ছু পামাহরীচৈব পথ্যং গোমূত্র সাধিতা ।

ধাত্রী খদিরয়োঃ ক্কাথং পীত্বানন্তজসংযুতং ।

শাঞ্ছেন্দু ধবলং স্থিতং চূর্ণং হস্তি নৃ সংশয়ঃ ।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রদেহঃ ।

করঞ্জবীজৈড়গজং স্কুষ্ঠং গোমূত্রপিচ্চহর প্রদেহঃ ॥

২পল গোমূত্রসহ হরিত্রা বা হরীতকী পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে কচ্ছু পামা প্রভৃতি বিবিধ কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। আমলকী ও খদিরের ক্কাথে সোমরাজী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লিত্র (ধবল) কুষ্ঠ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ ও সর্ষপতৈল আকন্দের ক্ষীরসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা লাটাকরঞ্জের বীজ, সোমরাজীবীজ ও কুড় গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শিবা শশিরেখা করঞ্জ সর্বপ রজনীভিঃ ।

গোজ্ঞপিন্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথ সমঃ ।

দূর্বীভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ কুষ্ঠেরকাঃ কাণ্ডিক তক্রপিন্টাঃ ।

এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলং দক্রঞ্চ কণ্ডুংচ বিনাশয়ন্তি ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, শশিরেখা (সোমরাজী) বীজ, নাটাকর-
ঞ্জেরবীজ, সর্বপ ও হরিত্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক গৌমুত্রসহ
পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

দূর্বী, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দে ও বাবুই তুলসী এই সকল দ্রব্য
কাঁজি অথবা তক্রসহ পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে দক্র ও কণ্ডু বিনষ্ট হয় ।

দক্রগজেন্দ্রসিংহঃ ।—

তুল্যোরসঃ শালতরোস্ববেণ সচক্রমর্দোইপ্যভয়াবিমিশ্রঃ ।

পানীয়ভক্তেন তদমু পিন্টো লেপঃ ক্রতো দক্র গজেন্দ্রসিংহ ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দে, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পান্যভাত) এই সকল
দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানীয়ভক্তের সহিত প্রলেপ দিলে দক্র বিনষ্ট হয় ।

স্নু ক্কাণ্ড শুবিরে দধ্ন গৃহধূমং সসৈন্ধবং ।

অন্তধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্বিত্তি বিচর্চিকাং ।

এড়গজা তিলসর্বপকুষ্ঠং মাগধিকা লবণত্রয়মস্ত ।

পৃথীকৃতং দিবসত্রয়েতদ্ধন্তি বিচর্চিক দক্রসকুষ্ঠং ॥

মনসাসীজের কাণ্ড মধো গর্ত করিয়া তদ্বাধো ঝুল ও সৈন্ধবলবণ পুরিয়া
অন্তধূমে দধ্ন করতঃ তাহা সর্বপ তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে
বিচর্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ।

চাকুন্দে, তিল, সর্বপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিটলবণ
এইসকল দ্রব্য দধির মাতসহ পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে বিচর্চি, দক্র ও
কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

শিত্র-দক্রংপাটন লেপঃ ।—

অশ্বহা রজনীহেম প্রতাক্পুঙ্গী প্রদহতে ।

চূর্ণঞ্চ স্বর্জ্জিকাক্ষারং নীরং দত্ত্বা প্রপচ্যতে ।

স প্রচ্ছয়িত্বা ততোঃ স্থান মণ্ডলান্ তান্ বিলিপ্য চ ।

পাটলান্নিপিতভ্যঙ্গে বিস্ফোটাং শ্চাতিদারুণান্ ।

সস্তবন্তি তিলাবত্না কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তিতে ।

নিমিলন্তি স্বশরীরেণ প্রকৃতাঙ্গা ভবন্তিতে ॥

করবীর, হরিত্রা, ধুতুরাবীজ এবং অপামার্গেরবীজ এই সকল দ্রব্য দধ্ন

করিয়া তৎসহ চূর্ণ ও মাচিকার মিশ্রিত করতঃ জলসহ পেষণ করিবে। ইহা
যদি প্রলেপ দিলে শিতকূট ও তক্ষাদির বিস্ফোটাৎ বিঘট হয়।

শিত্রাবলেপঃ ।—

সৈন্ধবঃ রবিভূঞ্জন লেপয়িত্বা ক্ষতবগুলাং ।

প্রস্থয়িত্বা প্রলেপোহয়ং শিত্রকূটবিনাশমঃ ॥

সৈন্ধবলবণ আকন্দের দ্বন্ধে পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে শ্ববলকূট
রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কূটশিত্রনাশনো লেপঃ ।—

মুখোশ্বেতে চ সংজ্ঞাতে কুর্ঘাদেনাং প্রতিক্রিয়াং ।

গন্ধকং চিত্রকানীশং হরিতালং কলত্রয়ং ।

মুখে লিপ্তা দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি ॥

গন্ধক, চিত্র (রক্তচিতারমূল) কানীশ (হিরাকস), হরিতাল ও ত্রিকল
একত্র পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে মুখজাত শিত্রকূট দূরীভূত হইয়া যায়।

শিত্রলেপঃ ।—

গুণ্ডাকলাগ্নিচূর্ণক লেপেন শ্বেতকূটনুং ।

নিশাপামার্গভস্মানি লিপ্ত্বা শিত্রবিনাশয়েৎ ॥

গুণ্ডাকল ও রক্তচিতারমূল চূর্ণ অথবা হরিদ্রা ও অপামার্গ তস্মৈ পেষণ
পূর্বক প্রলেপ দিলে শিচয়ই শিত্রকূট (শ্বেতকূট) বিনষ্ট হয়।

হিলায়াঃ স্বরমো বাপি সেব্যমানং যথাবলং ।

জীর্ণস্বতেন ভৃঞ্জীত মুদগযূষোদকেন তু ।

অতিপৃতি শরীরোপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন গুলঞ্চের স্বরস উপযুক্ত মাত্রায় পান করে এবং
উহা জীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগের যুগ্মসহ অন্ন ভোজন করে ; সে অত্যন্ত গলৎ-
কূট সংযুক্ত হইলেও রোগ-মুক্তিলাভপূর্বক দিব্যরূপ ধারণ করিতে পারে।

ভল্লাতকাটীপি সুধার্কমূলং গুণ্ডাকল ভ্রূষণ শঙ্খচূর্ণং ।

তুথং সকুষ্ঠং লবণানি পঞ্চ ক্ষারদ্বয়ং লাজ্জলিকাক পত্না ।

সুহৃকদ্বন্ধে ঘনমায়সহং শলাকয়া তং বিদধীত লেপং ।

কুষ্ঠে কিলাসে তিলকালকে চ অশেষ দুর্মায সুচক্ষুর্নয়ী ॥

ভেলারবীজ অথবা মূল, রক্তচিতারমূল, মনসাসীম্ভেরমূল, আকন্দমূল,
গুণ্ডাকল (রতি), শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শঙ্খচূর্ণ, তুতিয়া, কুড়, সৈন্ধবলবণ,
মচললবণ, বিটলবণ, শান্তরীলবণ, কলকচলবণ, যবক্ষার, মাচিকার ও বিঘ-
লাঙ্গলিয়ারমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চতুর্গণ সীজেরক্ষীর ও
আকন্দের দ্বন্ধসহ লৌহপাত্রে করিয়া পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে, তাহা

নলাকা দ্বারা ঐহণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, কিলাস, তিলকালক
দুর্গাঃ ও চর্মকীরোগ আরোগ্য হয় ।

বিষবরুণ হরিদ্রা চিত্রকাগারধুম
মনল মরিচ দুর্বা ক্ষীরমর্কসু হীভাং ।
দংহতি পতিতমাত্রাং কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষা চ্ছক্ৰহাস্তাদ্বিযুক্তং ॥

স্বাবরবিষ, বকগরুকেরছাল, হরিদ্রা, রক্তচিটা, বুল, ভেলা, মরিচ, দুর্বা,
আকন্দেরক্ষীর, ও মনসাসীজেরক্ষীর ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ-
পাত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে তদ্বারা প্রলেপ দিলে বিবিধ কুষ্ঠ আরোগ্য
হইয়া থাকে ।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পিষ্টং পীতঞ্চ গব্যসর্পিষেব ।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ।
ইন্দ্রাশনং সমাদায় প্রহস্তেহহনিচোদ্ধতং ।
তচ্চূর্ণং মধুসর্পিভ্যাং লিহেৎ ক্ষীরমৃত্যশনঃ ।
হত্বাচ সর্বকুষ্ঠানি জীবেদ্বমশতং সুখী ।
যঃ খাদেদভয়াসিষ্টে মরিচামলকং বারিণা ।
স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি মাসাদুর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

শ্বেতজয়ন্তীরমূল গব্যমৃত সহ পেয়ণপূর্বক রবিবারে সেবন করিলে ।
শ্বিত্রকুষ্ঠ আরোগ্য হয় । এবং শ্বেতকুঁচেমূল শুভদিনে উত্তোলনপূর্বক চূর্ণ
করতঃ মধু ও মৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবা-
রিত হইয়া থাকে ।

হরীতকী, নিম, মরিচ ও আমলকী সমভাগে ঐহণপূর্বক জলসহ পেয়ণ
করিয়া সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া
যায় ।

পঞ্চতিক্তকং মৃতং ।—

নিম্বং পটোলং ব্যাস্রীকং গুড়ুচী বাসকন্তুখা ।
কুর্ঘাদশপলান্ ভাগ্যান্ একৈকস্যা স্তুকুটিতান্ ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতং ।
মৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিকলাগর্ভসংযুতং ।
পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিকুষ্ঠ বিনাশনং ।
অশীতির্বাতজ্ঞানোগাং স্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্ ।

বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশৈশ্চব পানাদেবা পকরতি ।

দ্রুতত্রগক্রিমিনশঃ পঞ্চকাসাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

উৎকৃষ্ট গব্যমূত্র ১৪ চারিসের ; কাথার্থ—নিম্বছাল, পলতা, কটকারী, গুলঞ্চ, বাসক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশপল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে ১১ একসের। যথানিয়মে এই দ্রুত পাকপূর্বক সেবন করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠ, বাত-ব্যাধি, শৈশ্বিকরোগ, পৈত্তিক রোগসমূহ ও পঞ্চপ্রকার কালরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহাখদিরাদ্যং দ্রুতং ।—

খদিরম্য তুলাঃ পঞ্চশিংশপাশনয়োস্তলে ।

তুলার্কী সর্বত্রবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতমাঃ ।

পর্পটং কুটজশ্চৈব রযঃ ক্রিমিহরন্তথা ।

হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ুচী ত্রিকলা ত্রিরং ।

সপ্তচুদশ সংস্কৃতান্ দশদ্রোণে চ বারিণা ।

অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ ।

ধাত্রীরমঞ্চ তুলাংশং সর্পিষশ্চাটকং পচেৎ ।

মহাতিক্তক কলৈকশ্চ যথোক্তৈঃ পলসন্মিতৈঃ ।

নিহন্তি সর্বকুষ্ঠানি পানাত্যজ্ঞ নিষেবনাৎ ।

খদিরমিত্যেতৎ মহাপরং কুষ্ঠবিনাশনং ॥

উৎকৃষ্ট গব্যমূত্র ১৬ ষোলসের ; আমলকীরস ১৬ সের এবং কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ সাড়ে বায়টি সের, শিংশপা (শিশু) ও অশনরুক্ষেরছাল ১২ সের, ডহরকরঞ্জেরছাল, নিম্বছাল, বেতস, ক্ষেতপাপড়া, কুড়চি, বাসক, খিড়ঙ্গ, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, সোণালু, গুলঞ্চ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, তেউড়ী ও ছাতিমছাল, প্রত্যেক ১৬০ সয়াছরসের, জল ৬৪০ ছয় শত চল্লিশসের, শেষ ৮০ আশীসের এবং কল্কার্থ—মহাতিক্তক দ্রুত কথিত দ্রব্য সকল অর্থাৎ ছাতিম, অটৈব, সোণালু, কটকী, আকনাদী, বেণারমূল, ত্রিকলা পলতা, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, তুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, যব, রাখালশমা, শ্রামালতা, শতমূলী, অম্বস্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বল্লালতা প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই দ্রুত যথাবিধানে পাকপূর্বক পান অথবা অভ্যঞ্জন করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্রকং দ্রুতং ।—

বাসাগুড়ুচীত্রিকলাপটোল করঞ্জনিষাশন কৃষবেত্রং ।

তৎক্ৰাথ কল্কেন স্নাতং বিপকং তদ্বজ্জকং কুষ্ঠহরং প্রদিক্তং ।
 বিশীগীর্ণাজুলী হস্তপাদঃ ক্রিয়াদ্বিতো ভিন্নগলোপিমর্ত্যঃ ।
 পৌরাণিকীং কান্তিমাৰ্য্যাপ্য জীবেনব্যাহতে বর্ষশতঞ্চ কুষ্ঠী ॥

উৎকৃষ্ট গব্যস্নাত /৪ চারিসের, ক্ৰাথার্থ বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিকলা, পলতা, করঞ্জ, নিম্ব, অশন ও কৃষ্ণবেত (কালিয়ালতা) সমভাগে সমস্তে /৮ সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ক্ৰাথ ১৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ— উক্ত বাসকাদি দ্রব্য সমস্তে /১ একসের মাত্র । যথানিয়মে এই স্নাত পাকপূর্বক সেচন করিলে কুষ্ঠাদি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

গুগ্গুলু পঞ্চতিক্তকং স্নাতং ।—

নিষাহস্নাতারব পটোলনিদিক্ধিকানাং
 ভাগান্ পৃথক্ দশপলান্ বিপচেৎ ঘটেহপাং ।
 অষ্টাংশ শেষিত রসেন স্নানিশ্চিতেন প্রস্নং
 স্নাতঞ্চ বিপচেৎ পিচুভাগকল্কেঃ ।
 পাঠা বিড়ঙ্গ সুরদারু গজোপকুল্যা
 দ্বিষ্কার নাগরনিগামিসি চব্য কুষ্ঠেঃ ।
 তেজোবতী মরিচ বৎসক দীপ্যকাগ্নি
 রোহিণ্যংকরুরবচাকগমূলযুট্টৈঃ ।
 মঞ্জিষ্ঠায়াতিবিনয়া ররয়া যমান্যা
 সংশুদ্ধ গুগ্গুলুপলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ ।
 তৎসেবিতং বিষমতি প্রবলং সমীরং
 সন্ধিস্থি মজ্জগত মপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্ ।
 নার্দীত্রণার্কবুদভগন্দর গণ্ডমালা যতুর্দ্ধ
 সর্বগদগুণ্মদোষোথ মেহান্ ।
 যক্ষ্মারুচি শ্বসন পীনস কামশোষান্
 হৃৎপাণ্ডুরোগমদ বিদ্রুধি বাতরক্তং ॥

উৎকৃষ্ট গব্যস্নাত /৪ চারিসের, ক্ৰাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসক, পলতা ও কণ্টকারী, প্রত্যেকে ১০ দশপল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের ; কল্কার্থ আকরাদী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপুল, যবক্ষার, মাচিষ্কার, শুঠ, হরিদ্রা, শলুফা, চই, কুড়, জ্যোতিষ্মতী, (লতাকটকী), কুড়চি, জীরক, রক্তচিতা, কটকী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অটৈষ, ত্রিকলা ও যমানী প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ৫ পল অর্থাৎ ৪০ তোলা । যথানিয়মে পাক-

পূৰ্বক এই বৃত্ত উপযুক্ত দ্বাৰায় সেৱন কৰিলে সৰ্ব্বপ্রকাৰ কুষ্ঠৰোগ, মাংসী-
ত্ৰণ, ভগন্দর, বক্ষা, বাতরক্ত আভূতি বিবিধৰোগ আৰোগ্য হয় ।

মরিচাদ্যং তৈলং ।—

মরিচালশিলাকাক পয়োখারি জটা ত্ৰিহং ।

শকুদ্ৰমবিষালার্ক নিশাযুগদারুচন্দনং ।

কটুতৈলাং পচেৎ প্রস্থং দ্ব্যষ্টকবিষপলাহিষ্টং ।

গগোমূত্ৰং তদভান্নাদ্রুতকুষ্ঠ বিনাশনং ।

সৰ্ব্বেষপিচ কুৰ্চিভু তৈলমেতৎ প্রশস্ততে ॥

কটুতৈল অৰ্থাৎ মষপতৈল ১৪ চাবিসের, গোমূত্ৰ ১৬ ষোলসের এবং
দল্ভাৰ্থ—মৰিচ, হৰিতাল, মন শিলা, আৰুন্দের গাঁব, মুখা, বাল্য, কববীৰ, জটামাংসী, তৈউডী, গোময়রম রাখালশমা, কুড, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, দেব-
দাক ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং মিঠাবিষ
৮ তোলা । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূৰ্বক মৰ্দন কৰিলে দ্রুদ আদি
সকল প্রকাৰ কুষ্ঠৰোগ আৰোগ্য হইয়া থাকে ।

রুহমরিচাদ্যং তৈলং ।—

মরিচং ত্ৰিহতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকুদ্ৰমঃ ।

দেবদারু হরিদ্রে দ্বৈ মাংসী কুষ্ঠং মচন্দনং ।

বিণালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা ।

চিত্রকো লাক্সলাভ্যাঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ ক্রমর্দকং ।

শিরীষঃ কুটজো নিয়ং সপ্তপর্ণ সুহায়তা ।

শম্পাকোনক্ত মালাকঃ খদিরং পিপ্পলী বচা ।

জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষম্য দ্বিপলং ভবেৎ ।

আচকং কটুতৈলস্য গোমূত্ৰস্য চতুর্ভুগং ।

সুতপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈশ্চ দ্বয়িমা পচেৎ ।

পক্ত্বা তৈলবরং হেত নুক্ষয়েৎ কোষ্ঠিকান্ ত্ৰণান্ ।

পামা বিচৰ্চিকা দ্রুদ কণ্ডু বিষ্ফোটকানিচ ।

বলয়ঃ পলিতং ছায়া নীলী ব্যঙ্গ তথৈবচ ।

অভ্যঞ্জন প্রণশ্চান্তি সৌকুমার্যাঞ্চ জায়তে ।

প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যাস্ত দীয়তে ।

পরামপি জরাং প্রাপ্য নস্তনা যান্তি নত্ৰতাং ।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদগণঃ ।

বলীবর্দ্ধকরকো বা গমো বা বাহুশক্তিজনক ঐতিরত্যৈর্গাঢ় ভবেদানকবিজ্ঞান

সর্বপতৈল ১৬ বোলসের, গোদুত ৬৩ লের এবং
তৈউতীমূল, পতীমূল, আকশের কীর, গোদরহস, বেনমাক, হরিজা, মাংসী, কুড়, বক্রচন্দন, রাখালশসা, করবীর, কহিডাল, বনঃশিলা, চিত্তারমূল, বিয়লাজলিয়াবমূল, বিচক, চাকুন্ডে, শিরীষফাল, কুচি, নিছাল, তাতিমছাল, আদমশাব, গুলঞ্চ, সোণ'লু, করঞ্জ, দুধা, খদিরকাঁপিপুল, ৭১ ও লতাস্ত্রী, এই সকল ত্রয়া প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মিঠাদি-১৬ তোলা। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া অভঙ্গ (মর্দন) করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠ, কুষ্ঠজনিত ব্রণ ও বিক্ষোভাদি বিবিধ বোগ আবোগ্য হইয়া থাকে।

উন্মত্ততৈলং ।—

উন্মত্তকস্যবীজেন মানকক্ষারবারিণা ।

কটুতৈলং বিপক্তবাৎ শীত্ৰং হস্তি বিপাদিকং ॥

কটুতৈল ৮ চারিসের, মানকচুড়াবা প্রস্তুত ফাব জল ১৬ বোলসের এবং কল্কার্থ—ধূতাব বীজ কুটিত ১১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক কবতঃ মর্দনাদি দ্বাৰা বিপাদিকা কুষ্ঠবোগ আবোগ্য হইয়া থাকে।

মহাসিন্দুরান্য তৈলং ।—

সিন্দূরং চন্দনং মাংসী বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ং ।

প্রিয়ঙ্গু পদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচং ।

জাত্যক ত্রিয়তা নিম্ব করঞ্জং বিষমেবচ ।

কৃষ্ণবেত্রক লোধক প্রপুহ্লাড়ক সংহরেৎ ।

শ্লক্ষুপিষ্টানি সর্বানি যোজয়েতৈলমাত্রয়া ।

অভ্যঙ্গেন প্রযুক্তীত সর্বকুষ্ঠবিনাশনঃ ।

পাশাবিচর্জিকা কণ্ডু বিসর্পাদি বিনাশনং ।

রক্তপিষ্টোখিতান্ হস্তি রোগানেব বিধান্ বহুন্ ॥

সর্বপতৈল ৮ চারিসের, জল ১৬ বোলসের এবং কল্কার্থ—সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হবিজা, দাকহরিজা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দ্রপাতা, নিমছাল, করঞ্জ, বিষ, কৃষ্ণবেত্র, লোধ ও চাকুন্ডে এই সকল ত্রয়া সমান পরিমাণে সমুদায়ে ১১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক মর্দনদ্বারা পাশা ও বিচর্জিকা প্রভৃতি সর্ববিধ কুষ্ঠ ও অস্ত্রাভ্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভানুতৈলং ।—

অর্কক্ষীরং স্ন হীক্ষীরং ভ্রূহং বহুং বাহুশক্তিজনকং ।

দ্রবং জয়ীর গোমূত্রং প্রত্যেকং পলবিশতিঃ ।

তিলতৈলং পল্যত্রিশং সর্বষেকত্র পাচয়েৎ ।

তৈলাবশেষমুভাষ্য তত্র চূর্ণমিদং কিপেৎ ।

কাঞ্চনী ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী ।

গন্ধকং পঞ্চলবণং দ্বিনিশা বৎসনাভকং ।

প্রতিচার্দ্ধপলং যোজ্যং একীকৃত্য বিমর্দয়েৎ ।

মর্ষস্থ সর্বকুষ্ঠানি ভানুতৈলং নিহন্ত্যালং ॥

তৈল ৩০ ত্রিশ পল, আকন্দের ক্ষীর, মনসাক্ষীর, ভৃঙ্গরাজের রস, ধূতুরার রস, জয়ীরনেবুর রস, ও গোমূত্র প্রত্যেকে ২০ পল । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক চূর্ণী হইতে নামাইবে । তৎপরে হরিদ্রা, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জললবণ, বিটলবণ, দাকহরিদ্রা, গোরোচনা ও অমৃতবিষ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় ঐ তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে । এই তৈল মর্দনদ্বারা মর্ষস্থানজাত সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বিষতৈলং ।—

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বৈ অর্কং তগরমেবচ ।

করবীরং বচা কুষ্ঠ মাংস্ফাটা রক্তচন্দনং ।

মালতী সপ্তপর্ণক মঞ্জিষ্ঠা গিঙ্গুবারকং ।

এষামর্দ্ধ পলান্ ভাগান্ বিষম্য দ্বিপলং ভবেৎ ।

চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

শ্বিত্র বিস্ফোট কিটীম কীটলতা বিচর্জিকাঃ ।

কণ্ডু কচ্ছু বিকারাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ ।

বিষ তৈলমিদং নাম্না সর্বব্রণবিশোধনং ॥

তৈল ১৪ চারিসের ; গোমূত্র ১৬ ষোলসের এবং কল্মার্থ—করঞ্জ, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাত্রকা, করবীমূল, বচ, কুড়, বনমল্লিকা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র, ছাতিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও নিসিন্দাপত্র প্রত্যেকে ৪ চারি-তোলা এবং মিঠাবিষ ১৬ তোলা । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক অভ্যঞ্জনদ্বারা শ্বিত্র, বিস্ফোট প্রভৃতি কুষ্ঠাদিরোগ আরোগ্য হয় ।

বামারুদ্রতৈলং ।—

ত্রিফলা নিম্ব ভণ্টাকী রহত্যৌ সপুনর্ণবা ।

হরিদ্রে রুষ নিগুণ্ডো পটোল কনকাস্বয়ৌ ।

হরিতালং শিলাকুষ্ঠৌ লাক্ষলী দাড়িমাংসয়ো ।

ঐক্য জয়ন্তী পুতিকটকলো ।

●ষাং কর্ণদ্বয়েঃ কল্কৈস্তলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

চতুর্গুণে শুভ্রচ্যাশ্চ রসেবৈদ্যঃ সমাহিতঃ ।

চতুর্গুণস্ত গোক্ষীরং রূষপত্র রসন্তথা ।

দত্তাবতারয়েৎ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রং সমাজপেৎ ।

দক্ষকুষ্ঠং দুষ্কৃত্রণং বিসর্পং বিদ্রুধিৎ তথা ।

নাড়ীত্রণং ত্রণং ঘোরং বাতরক্তং সুদুর্জয়ং ।

সন্নিপাতজ্বরঐক্য শিরোরোগং সুদারুণং ।

শোথঞ্চ গলগণ্ডঞ্চ শ্লীপদন্তুর্ক্বদং তথা ।

বাতরোগানশেষাংশ্চ অন্তরুদ্রিৎ সুদারুণং ।

পীনস শ্বাসকাসঞ্চ সুদারুণ ভগন্দরং ।

উপদংশ মহাঘোরং চক্ষুঃশূলঞ্চ নাশয়েৎ ।

চর্যোথান্ সর্বরোগাংশ্চ তৈলমেতৎ বিনাশকং ।

রুদ্রতৈলমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতং ॥

তৈল /৪ চারিসের, গুলঞ্চের স্বরস, গব্যাহুজ ও বাসকপাতার স্বরস
প্রত্যেকে ১৬ বোলসের এবং কল্কার্থ—ত্রিফলা, নিমছাল, তালমূলী, বৃহতী,
কণ্টকারী, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দাধহরিদ্রা, বাসক, নিমিন্দা, পলতা, কনকধূতু-
রারমূল, হরিভাল, মনঃশিলা, কুড়, বিষলাঙ্গলিয়া, দাড়িমফলেরছাল, অপা-
মার্গ, বিষ, জয়ন্তীপত্র, লাটারমূল ও কটফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২
তোলা । যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক ক্রমশঃ জপ করিয়া তদ্বারা গাত্রাদি
মর্দন করিলে দক্ষকুষ্ঠ, দুষ্কৃত্রণ, বিসর্প, বিদ্রুধি, বাতরোগ, সন্নিপাতজ্বর,
শিরোরোগ ও শোথ প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

• মহারুদ্রতৈলং ।—

দশমূলী তুলা গ্রাহী তুলাং নিগুণ্ডীকা তথা ।

তুলাক্কিং বিজয়াপত্রং ভার্গী ধুস্তুরয়োস্তথা ।

অর্কচিত্রকয়ৌশ্চৈব স্নুহাশ্চিমন্ত্রয়োস্তথা ।

কুষ্ঠারৈরগু বর্ষাভু জয়ন্তী শতপুতিকা ।

তুলা তুরীয়ভাগেন পচেদযুগুণে জলে ।

পানশেষং পরিশ্রাব্য পচেত্তৈলাটকং ভিষক্ ।

কার্ষিকৈঃ কল্কদ্রব্য্যাণাং রাস্না মৈন্ধবয়োস্তথা ।

পারদীয় যমানী চ যমানীচাজমোদজা ।

অজাজী গজরুক্ষাচ মরিচং হিঙ্গুগন্ধকং ।
 এতেবাং কারিটকৈঃ কলৈকধু ত্ববীজসমম্বিতৈঃ ।
 প্রস্থমানং তৈলম্ভুং পকমেনং ভজেন্নরঃ ।
 পানাত্যয়ে সন্নিপাতে মহাশোথে মহাত্রণে ।
 আমবাতে মহাঘোরে বিসে সর্পাদিসম্ভবে ।
 বাতাত্মিক পিত্তভসে মহাল্লোম্মসমুদ্ভবে ।
 সন্নিপাতেন সম্ভাপে রোগশঙ্করণে হিতঃ ।
 যাতি পাণ্ডুময়ী রোগী লোহবদ্ধেহধারকঃ ।
 ত্রিমাस परिমাণেন কুর্য়াদক্ষীগধাত্বতঃ ।
 ব্যাধয়ঃ কিং করিযান্তি দেহশুদ্ধিচ্চ জায়তে
 এতদ্রাজকুমারাণাং বীরাণাং পরিকীর্তিতং ।
 রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং ব্যাধিনাং শমনং মহৎ ।
 যে দুট কুষ্ঠাত্ত্ব শোধদুষ্ঠাভগন্দরাট্যোগর দুষিতাশ্চ ।
 মহারুদ্রমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতং ।
 রুদ্রমন্ত্র পঠিত্বা তু যক্ষয়েৎ কোষ্ঠিকান্ ত্রণান্ ।
 নাশয়েত্তৎক্ষণাদেব বৃক্ষমিত্তাশনির্যথা ॥

সর্বপটৈল ১৬ ষোলসের, এবণ্ডতৈল ১৪ সের, কাথার্থ—দশমূল ১২½, নিসিন্দা ১২½, সিদ্ধিপত্র, বামনহাটী, বড়বা, আকন্দ, রক্তচিটা, মনসাগীজ ও গনিয়ারী প্রত্যেকে ৬০ সয়াছহসেব এবং কুঠারিয়া, এরণ্ড, পুনর্নবা, জয়ন্তী ও গিরিমল্লিকা প্রত্যেকে ৩০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, পাকার্থ জল ৮ গুণ, চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। এবং কল্কার্থ—রাস্না, সৈন্ধবলবণ, পারসীয়যমানী, যমানী, বনযমানী, জীরক, গজপিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও ধুতুরার বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক রুদ্র মন্ত্র জপ করিয়া গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, পানাত্যয়, ত্রণবোগ, আমবাত, সন্নিপাতজ্বর, পাণ্ডু ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ৷৮৬

বৃহৎ সোমরাজী তৈলং ।—

সোমরাজ্যাস্তলা কাথে তথা দক্ষস্বকম্যচ ।
 বিপচেৎ পলিকৈর্ভাগৈঃ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্ ।
 চিত্রকং লাদ্রলী লোদ্রং নাগরং কুষ্ঠমেষচ ।
 হরিদ্রানক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা ।

তৈলেন্নেয়ং করবীরক সপ্তপদীক গোময়ং ।
 খলিরো নিমপত্রক মরিচং কাসমর্দকং ৬
 সুপিষ্টং মিক্টিপেং সর্বং গোমূত্রাক্ষমেব চ ।
 এতানি স্নানপিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ ।
 নিহন্তি সর্বকুষ্ঠানি ক্রিমিভুযং ত্রণানি চ ।
 কিটিমং দদ্রুজাতক গাত্রবৈবৰ্ণমেব চ ।
 বিশীর্ণ কৰ্ণনাসাক্ষি হস্তপাদাঙ্গুলীষু চ ।
 পাণ্ডুরোগ তথা কণ্ডুং বিসৰ্পং হন্তি দারুণং ।
 যে চাস্য ত্বগ্গতে রোগান্তাংশ্চ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ ॥

কটু তৈল । ৬ যোলসেব, কাথার্থ—গোমবাজী । ১০ সেব, পাকার্থ জল
 ৬৪ সেব, শেষ । ৬ সেব এবং চাকুন্দে । ১০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ । ৬ যোল-
 সের । বন্ধার্থ—বক্তচিতা, বিষলাঙ্গলিয়া, লোধ, শুঠী, কুড়, হবিজ্রা, লাট-
 কবজ, হবিভাল, মনঃশিলা, গৈঠেলা, কববীৰ, ছাতিমছাল, অ্যাকন্দেব ক্ষীব,
 গোময়বস, খদিব, নিমপত্র মরিচ ও কালকাসুন্দে, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে
 ৮ তোলা এবং গোমূত্র । ৬ যোলসেব । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক
 গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্ববিধকুষ্ঠ, ত্রণ, পাণ্ডু ও বিসৰ্প প্রভৃতি বোগ
 আবোগ্য হইয়া থাকে ।

কন্দপমার তৈলং ।—

সপ্তচ্ছদ জয়ানিহ শিরীষ বন্ধলং নবং ।
 মহাকালফলং রাএী তিত্তালাবু গুড়ুটীকাঃ ।
 মহাতিক্তং তিত্তফল প্রত্যেকং পলিকাং হরেৎ ।
 জলদ্রোণে বিপক্তবাং যাবৎ পাদাবশেষিতং ।
 গোমূত্রমাচকং দত্ত্বা কটুগ্রহং পচেৎ ততঃ ।
 আরথ্ব ধ জয়াভৃঙ্গ বিজ্জয়ার্ক দলানি চ ।
 সংপীড্য বসমাদায় স্নুহী ধুস্তুরয়োস্তথা ।
 গোবিটমং তালমূলীচ রসং চিত্রকসম্ভবং ।
 প্রস্বাদীকৈব প্রত্যেকং ক্ষিপ্তা পাকং প্রকম্পয়েৎ ।
 মহাকালং বচা ব্রহ্মী তিত্তালাবুশ্চ সাবদী ।
 চিত্রকং গৃহধুমক মেঘনাদ বলা শঠী ।
 অন্ধোষ্ঠ শাল্মলীং স্নুহিক্ষীরমাদিত্যসম্ভবং ।
 কাসমর্দং তথা বিণ্টী মহাতিক্তং কুঠেরকা ।
 বন্যকর্কটিকামূলং মূলক পুতিকেশরং ।

মন্থানিষদলং ব্যাধিঃ সোমরাজী চ দক্ষহা ।
 আক্ষোতা ত্রিভুতা ভৃঙ্গ যক্তিবাশাচ তিত্তকা ।
 সুৰ্বাশ্চামাকটীপদ্ব কট্‌কলা গুরুমাংসীকা ।
 পচম্পাচা হৈমবতী পিপ্পলীমূল কপূরং ।
 এতেষাং কৰ্মাদার প্রত্যেকং কল্কমাচরেন্ ।
 কুষ্ঠং হস্তি মহাবোরং ত্রিদোষ দ্বন্দ্বজৈকজং ।
 বাতরক্তং তথাজাডাং উপদংশ ভগন্দরং ।
 বিপাদিকাং দক্ষ পামাং কণ্ডু বিক্ষোটকাপটীং ।
 জীর্ণজ্বরং চামবাতং কণরোগং হলীমকং ।
 শীতপিত্তং তথাকোষ্ঠমল্লপিত্তমুদর্দকং ।
 ভ্রমিদাহং তথাশূলং শিরোরোগঞ্চ ক্ৰীবিকাং ।
 কন্দর্পসারথ্যমিদং নাম্না তৈলং প্রকীৰ্ত্তিতং ।
 অতিশুদ্ধং বপুঃ কুর্যাৎ কন্দর্পসদৃশং ভৃশং ॥

তৈল ১৪ চারিসের, সোণালু, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দপত্র, মনসাসীজ, খুতুরা, গোময়, তালমূলী ও রক্তচিটা ইহাদের প্রত্যেকের রস ১২ হইসের ; গোমূত্র ১৬ বোলসের, কাথার্থ - ছাতিমছাল, জয়ন্তীপত্র, নিমছাল, শিরীষ-ছাল, মাকালফল, হরিদ্রা, তিতলাউ, গুলঞ্চ, মহানিষদ্রক ও মহাতিক্তমূলতা (যবেটী) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ বোল । এবং কল্কার্থ—মাকালফল, বাণ্টী, মহানিষ, কুঠারিয়া, বনকাঁকড়েরমূল, গন্ধতৃণ, নাগকেশর, থানকুড়ী, কুড়, সোমরাজী, চাকুন্দে, গিরিকর্ণিকা, তেউড়ী, ভৃঙ্গরাজ, যক্তিমধু, বাসক, কট্‌কী, হুচমুখী, শ্চামালতা, কট্‌কী (লতাবিশেষ) কট্‌কল, অণ্ডকাকঠ, জটামাংসী, পচম্পাচা (দাকহরিদ্রা), বচ, পিপ্পলমূল ও কপূর এই সকল দ্রব্য স্ফুটিত প্রত্যেকে ২ তোলা, যথা-বিধানে এই তৈল পাকপূর্বক গাত্রাদিতে বর্ধন করিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উপদংশ, ভগন্দর, বিপাদিকা, দক্ষ, পামা, কণ্ডু, বিক্ষোটক, অপচী, জীর্ণজ্বর, আমবাত, কণরোগ, হলীমক, শীতপিত্ত কোষ্ঠ, অল্লপিত্ত, উদর্দক, জম, দাহ, শূল, শিরোরোগ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দূরীভূত হইয়া থাকে ।

নিষাদি চূর্ণং ।—

নিষাভয়া যুতা ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোদ্রিতং ।
 সোমরাজীফলং শুষ্ঠী বিড়ঙ্গলা গজকণা ।
 যমানী চাখগন্ধাচ জীরকং কুটজন্তথা ।
 খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বৈ হরিদ্রে সমুত্তকং ।

দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষক দাপয়েৎ ।
 সর্ষং সঞ্চূর্ণিতং কৃত্বা সূক্ষ্মবস্ত্রেণ পালয়েৎ ।
 ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রস্তু ছিত্বা কাথং পিবেদনু ।
 মাসমাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ ।
 বাচশোণিতমত্যাং শ্বিত্রমৌড়মরতুথা ।
 কোষ্ঠং চর্মদলভ্যাক সিদ্ধালসবিপাদিকা ।
 দন্ডবিচর্চিকাকণ্ডু ক্রিমিমণ্ডলকিট্রিৎ ।
 সর্ষান্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিদ্ভাশনির্ঘথা ।
 আমবাতং কৃতং দোষমুদরং সর্ষরূপিণং ।
 গ্রহণীণ্ডল্যরোগক পাণ্ডুরোগং সকাশলং ।
 সর্ষান্যকৃত্রণাংশৈশ্চ হরতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 এতন্নিহাদিকং চূর্ণং গ্রাহুর্নাগার্জ্জুনো মুনি ॥

নিম্ব, হরীতকী, গুলঞ্চ ও আমলকী প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং সোম-
 রাজীরফল, শুষ্ঠী, বিড়ঙ্গ, এলাচি, গজপিপুল, যমানী, অশ্বগন্ধা, জীরক,
 কুড়চি, খদির, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুখা, দেবদারু ও
 কুড় প্রত্যেকে ২ তোলা । এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা
 ছাকিয়া লইবে । এই নিষাদি চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পূর্বক
 গুলঞ্চের কাথ অল্পপান করিবে । এই ঔষধ একমাসমাত্র সেবন করিলেই
 বাতরক্ত, শিত্রাদি বহুবিধ কুষ্ঠ, আমবাত ও গ্রহণীপ্রভৃতি বিবিধরোগ হইতে
 মুক্ত হইয়া কাঞ্চন সদৃশ আভাবিশিষ্ট হয় ।

একবিংশতিকে। গুগ্গুলুঃ ।—

চিত্রকং ত্রিফলা বোম্বঃ অজাজীং কারবীং বচাং ।
 সৈন্ধবাতিবিষা কুষ্ঠং ছবোলা যাবশুকজং ।
 বিড়ঙ্গান্যজমোদাচ মুস্তান্যমরদারু চ ।
 যাবস্ত্যেতানি সর্ষানি তাবমাত্রস্ত গুগ্গুলুঃ ।
 সংস্কৃদ্য সর্পিষা সার্কীং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
 প্রাতর্ভোজনকালে চ ন্তক্ষয়েত্তু যথাবলং ।
 হস্ত্যাক্ষানশকুষ্ঠানি ক্রিমিদ্রুক্ষত্রণানপি ।
 গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময় গলগ্রহান্ ।
 গৃধ্রসীমথগুন্ধ্যক ভগ্নকাশু নিষচ্ছতি ।
 ব্যাধীন কুষ্ঠগতান্ স্যাঞ্জয়েদ্বিকুরিষামুরান্ ॥

মুক্তচিতারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপ্পল, মরিচ, জীরা, মৌরী, বচ, সৈন্ধবলবণ, আউষ, কুড়, চই, এলাচি, যবদার, বিড়ঙ্গ, বদ-
যমানী, মুখা ও দেবদাক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সর্ব-
সমষ্টির সমান গুণগুলু গ্রহণপূর্বক যথাবিধানে উপযুক্ত মাত্রায় শুড়িকা
প্রস্তুত করিবে। এই শুড়িকা প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠ, ক্রিমি,
ত্রণ, অর্শঃ ও গৃহ্মণী প্রভৃতি বিবিধরোগ নষ্ট হয়।

উদয়ভাস্করঃ ।—

গন্ধকেন হতং তাত্ৰং দশভাগং সমুদ্বরেৎ ।

উষণং পঞ্চভাগং স্ৰাৎ অমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকং ।

দাতব্যং কুষ্ঠিনে সমাগল্পপানস্ত যোগতঃ ।

গলিতে ক্ষুটিতে চৈব বিমুচ্যাত্ মণ্ডলে তথা ।

বিচর্জিকাদক্রপামা সর্বকুষ্ঠ প্রশান্তয়ে ॥

গন্ধক দ্বারা মৃত তাত্ৰ ১০ দশভাগ, মরিচ ৫ ভাগ এবং মিঠাবিষ ২ ভাগ
এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ ১ রতি পরিমাণে অম্লপান বিবেচনায় সেবন
করিলে ইহা দ্বারা সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাস্করং লৌহং ।—

হতাশমুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্ত চ ।

পলং লৌহস্য তাত্ৰস্য পলং ভল্লাতকস্য চ ।

অভ্রকস্য পলকৈকং গন্ধকস্য চ শুগ্ধলোঃ ।

হরীতকী বিভীতকোশ্চূর্ণং কর্ণদ্বয়ং দ্বয়োঃ ।

অষ্টমাসাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্ ।

স্নতমষ্টপলং লৌহাদ্বাদ্বিংশৎ ত্রিকলা জলং ।

একীকৃত্য পচেৎ পাত্রে লৌহেচ বিধিপূর্বকং ।

রক্তিকাদি ক্রমেনৈব স্নত জামরমর্দিতং ।

অনুপানং প্রকুর্কীত নারিকেলোদকং পয়ঃ ।

সর্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনং ।

পাণ্ডু বৈহামবাতঞ্চ বাতরক্ত রুজাপহং ।

ক্রিমিশোথশ্মশ্রীশূল দুর্গাম বাতরোগজিৎ ।

হস্তিকর মহাশ্বাসমতথং শুক্রবর্দ্ধনং ।

বলপুষ্তিকরং হৃদ্যং কাণ্ড্যায়ুরগ্নিবর্দ্ধকং ।

বিবৰ্জ্য শাকান্নমপিস্ত্রিয়ঞ্চ সেব্যং সদা জাজ্বললাবকানাং ।

শাল্যোদনং বক্ষিক মুদামাজ্যং ক্ষৌদ্রং সিতাকীরমিহক্রিয়ায়াং ।

ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপঃ ।

রসসিদ্ধি র. লৌহ, তাত্র, ভেলা, অজ, গব্বক ও গুণ্ডুলি ১০ তোলা, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ২ তোলা, আমলকী ১০ তোলা, ৮ পল, ত্রিফলার কাথ ৩২ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাঁচ পাক করিবে এবং পাকশেষে উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিফলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ইহা একরতি ক্রমে ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিবে । এবং পশ্চাৎ বারীকেলের জল ও দুগ্ধ পান করিবে । ইহা মল প্রকার কুষ্ঠরোগ বিনাশক । এই ঔষধ সেবন করী কদাচ শাক ও অন্ন দ্রব্য ভোজন ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিবে না । ইহাতে জ্বাল জন্তু এবং লাবকাদি পক্ষীর মাংস রস, শালি ও বহুকি ধাত্বের অন্ন, যুগ্ম, ঘৃত, মধু, শর্করা ও দুগ্ধ অতীব প্রযোজ্য ।

যোগরাজঃ ।—

ত্রিফলা বাণ্ডজীবীজ ভৃঙ্গরাজ কটুত্রয়ং ।
অমৃত্যু কেশরাজহবা চক্রমর্দ পয়োধরং ।
খদিরামল সিদ্ধুখং যমানী জীরকদ্বয়ং ।
কাস্তুরুম বিড়ঙ্গানি শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
যোজয়েদয়সামোহয়ং যোগরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥

ত্রিফলা, সোমরাজীবীজ, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, কেশুর, চাকুন্দে, মুখা, আমলা, মৈন্ধব, যমানী, জীরা, কুম্ভজীরা, ভদ্রমুখা, এবং বিড়ঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কুষ্ঠকুষ্ঠারো রসঃ ।—

ভস্মসূত্রো সমো, গন্ধো যুতায়স্তাত্রগুণ্ডলুঃ ।
ত্রিফলা বিষমুক্তিশ্চ শিলাজতু ভিষগ্বরঃ ।
ইত্যেবং চূর্ণিতং কুষ্ঠ্যাং প্রত্যেকং নিষ্ক ষোড়শ ।
চত্বঃষষ্ঠি করঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ।
চত্বঃষষ্ঠি ঘৃতং চোত্রং মধ্বাজ্যভ্যাং চোলোড়য়েৎ ।
স্নিগ্ধভাণ্ডগতং খাদেদ্বিনিষ্কং গলিতং পৃথক্ ।
রসঃ কুষ্ঠকুষ্ঠারোহয়ং গলৎকুষ্ঠ কুলান্তকঃ ।
পথ্যং ত্রিমধুরৈর্দেয়ং দত্ত ভোজনলেপনং ।
পঞ্চাঙ্গুলগুলীমূলং মধুপুষ্পাচ ধান্যকং ।

মিতয়া ভক্ষয়েৎ কর্ণমতিতাপ প্রশান্তয়ে ।

লিহা দ্বগরোথমূল মধ্বাটৈজ্যবীতিতাপনুৎ ॥

রসসিন্দূর, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, শুগণ্ডল, ত্রিফলা, কুচিলা ও শিলাজতু প্রত্যেকে ৩২ তোলা করঞ্জবীজ ও অভ্র প্রত্যেকে ১২৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া একটা স্নিগ্ধ ভাণ্ডে মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। এবং অত্যধিক সন্তাপ নিবারণার্থে সোণালু ও চাপানটেরমূল, ধনে ও মৌরী একত্র পেয়গপূর্বক চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এবং বায়ু জনিত তাপ নিবারণ জন্ত নাগমুখারমূল, মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রণপূর্বক সেবন করিবে।

তালকেশ্বরঃ ।—

কুম্বাণ্ড ত্রিফলাতৈল কন্যা কাঞ্জিক ভাবিতং ।

তালকং গন্ধতুলাংশমর্দ্য পারদমর্দিতং ।

অজাক্ষীরেণ নিম্বক কন্যাভোয়ে দিনত্রয়ং ।

প্রহরং ভাবয়েৎ শুষ্কং চক্রিকা কারতাং গত্যাং ।

বিপচেৎ হৃদিকামধ্যে পলাশক্ষার মধ্যগং ।

যামানু দ্বাদশশীতেহস্মিনু প্রযোজ্যাং রক্তিকাদ্বয়ং ।

হস্তাষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা ।

গলংকুষ্ঠং মহাকুষ্ঠং শুষ্কঞ্চ স্ফুটিতন্তুণা ।

স্যাৎতালকেশ্বরাস্থ্য প্রয়োগে তক্রমাংসঞ্চ বিবর্জ্যনীয়ং ।

পথ্যং হি মুদোদাননমত্র যোজ্যাং গব্যং পয়ঃ সর্বমনস্প তীক্ষ্ণং ॥

কুম্বাণ্ডেররস, ত্রিফলার কাথ, তৈল, ঘৃতকুমারীররস ও কাঁজি দ্বারা ভাবিত হরিতাল, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দনপূর্বক ছাগছক্ষ, কাগজীনেবু ও ঘৃত কুমারীররসে একপ্রহর করিয়া ৩ দিন শুষ্ক করতঃ চক্রিকা করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে পলাশক্ষার সহযোগে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনকারী কদাচ তক্র ও মাংস সেবন করিবে না। ইহাতে, মুগের যূষসহ অন্ন ও গোহৃক্ষ এবং ঈষৎ তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য হিতকর পথ্য বলিয়া জানিবে।

মহাতালেশ্বরঃ ।—

তালতাপ্যশিলাযুক্তং শুদ্ধং টঙ্কণসৈন্ধবং ।

সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লৈ স্নুত দ্বিগুণ গন্ধকঃ ।

গন্ধতুলাং যুতং তাত্রং লৌহভস্মাপি তৎসমং ।
 জহীরাস্নেন তৎসর্বং দিনং মর্দ্যং পুটেল্পম্বু ।
 ত্রিংশদংশং বিষং চাম্য ক্ষিপ্তা সর্বং বিচূর্ণয়েৎ ।
 মহিষাজ্যেন সংমিশ্র নিষ্কার্দ্দং ভক্ষয়েৎ সদা ।
 মধ্বাঈজ্যাবাণ্ডীচূর্ণং লিহেৎ কৰ্ব্বপ্রমাণতঃ ।
 সূৰ্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু মহাতালেখরৌ রসঃ ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, মরিচ, টঙ্গণ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক, তাত্র ও লৌহ প্রত্যেকে ২ ভাগ ; সমস্ত দ্রব্য একদিন জহীর-
 নেবুররসে মর্দনপূর্বক পুটপাক দিবে । তৎপরে উহার সহিত ত্রিংশভাগ বিষ
 মিশ্রণপূর্বক চূর্ণ করতঃ মহিষ যুতসহ পেষণ করিয়া লইবে । এই ঔষধ উপ-
 যুক্ত মাত্রায় সেবনপূর্বক পশ্চাৎ সোমরাজীরীজ চূর্ণ যুত ও মধুসহ লেহন
 করিবে । ইহা সর্ববিধ কুষ্ঠনাশক ।

মহাতালকেষরৌ রসঃ ।—

প্রপৌণ্ডরীক দল্যভাষং শ্বেতং রক্তং ঘনং গুরু ।
 গদকং সুরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং বলাধিকে ।
 তালং তাপ্যং শিলাযুতং শুদ্ধ টঙ্গণসৈন্ধবং ।
 সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লৈ সূতাদ্বিগুণ গন্ধকং ।
 গন্ধতুলা যুতং তাত্রং জহীরৈর্দিনপঞ্চকং ।
 মর্দ্যং বড়্ভিঃ পুটেঃ পাচ্যং ভূধরে সংপুটোদরে ।
 পুটে পুটে দ্রবৈর্ষাদ্যং সর্বমেতচ্চ ষট্পলং ।
 দ্বিপলং মরিচং তাত্রং লৌহভস্ম চতুঃপলং ।
 জহীরাস্নৈ পতৎ সর্বং দিনং মর্দ্যং পুটেল্পম্বু ।
 ত্রিংশদংশং বিষং চাম্যাক্ষেপ্যং সর্বং বিচূর্ণয়েৎ ।
 অনুপানং পূর্ববৎ ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, মরিচ, মোহাগার খৈ ও সৈন্ধব-
 লবণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গন্ধক, তাত্র প্রত্যেকে ২ ভাগ ; সমস্ত দ্রব্য
 একত্র করিয়া জহীরনেবুররসে মর্দনপূর্বক পুটপাক ছয়বার দিবে ও ছয়বার
 জহীররসে মর্দন করিবে । তৎপরে এই সকল দ্রব্য সমস্তে ছয়পল, মরিচ
 ২ পল, তাত্র ও লৌহ ৪ পল একত্র করিয়া জহীররসে সমস্ত দিন মর্দনপূর্বক
 পুনরায় পুটপাক দিয়া উহার সহিত ৩০ ভাগ বিষ মিশ্রিত করতঃ চূর্ণ করিয়া
 লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে । অনুপান মহাতালেখর ঔষধের স্থায় ।
 ইহা সর্ববিধ কুষ্ঠনাশক ।

যোষিমাংস সুরাত্যাগঃ শালিমুদাঘবানয়ঃ ।

পুরাণাস্তিক্তশাকঞ্চ জাঙ্গলং কুষ্ঠিনাং হিতং ॥

ইতি কুষ্ঠাধিকারঃ ।

স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মাংস ভোজন ও সুরাপান এই সকল পরিত্যাগ এবং পুরাতন, শালিধান্য, ঘব, মুগ প্রভৃতি ও জাঙ্গল দেশোদ্ভূত শাক ; 'এই সকল কুষ্ঠ-রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ।

ইতি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শীতপিত্তোদর্দকোষ্ঠাধিকারঃ

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোক্ষামুভিস্ততঃ ।

উদর্দকৈ বমনং কার্য্যং পটোলারিস্তবারিণা ।

ত্রিফলা পুরকুক্ষাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে ।

ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসহিতাং পিবেদ্বা নবকার্ষিকং ।

বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ ।

সিদ্ধার্থ রজনীকল্কৈঃ প্রপূনাড়িতিলৈঃ সহ ।

কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্তনং হিতং ।

দুর্বা নিশাযুতোলেপঃ কচ্ছু পামাবিনাশনঃ ।

ক্রিমিদঙ্গহরকৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ ।

অগ্নিসম্ভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা ।

শীতপিত্তোদর্দকোষ্ঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ।

কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্ধ্যাৎ অগ্নিপিত্তম্বেবচ ।

উদর্দকোক্তাং ক্রিয়াং বাপি কেষ্টরোগসমানতঃ ।

সর্পি পিত্তা পঞ্চতিক্তং কার্য্যং শোণিতমোক্ষণং ॥

কটুতৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, উষ্ণজল দ্বারা পরিষেক, পলতা ও নিম্বহালের কাথ দ্বারা বমন এবং গুণ্গূল ও পিপুলচূর্ণ সহ ত্রিফলার কাথ দ্বারা বিরেচন এই সকল উদর্দকরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে ।

ত্রিফলার কাথ মধুসহ অথবা বাতরক্তাধিকারোক্ত নবকার্ষিক নামক কাথ, বিসর্পোক্ত অমৃতাদি কাথ উদর্দকরোগে হিতকর বলিয়া জানিবে ।

খেতসর্ষপ, হরিত্রা, চাকুল্মে ও তিল ; এই সকল অথবা কটু তৈলসহ মিশ্রণপূর্বক উদ্বর্তন (বিলেপন) করিলে উদর্দকরোগ, বিসর্প হয় ।

দুর্বা ও কাঁচহরিত্রা বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে, উদর্দক, কচ্ছু, পামা, ক্রিমি, দঙ্গ ও শীতপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

গনিয়ারীমূল য়তমহ পেষণপূর্বক সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই শীতপিত্ত, উদর্ধ ও কোঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা, অন্নপিত্তনাশক ঔষধ সকল, উদর্ধোক্ত ফ্রিয়া সকল এবং কুষ্ঠাধিকারোক্ত পঞ্চতিক্ত য়ত পানপূর্বক রক্তমোক্ষণ; এই সকল কোঠরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

নিষ্ময়া পত্রাণি সদা য়তেন ধাত্রীবিমিশ্রাণ্যথচোপযুজ্যাৎ ।

বিস্ফোটকোষ্ঠ ক্ষতশীতপিত্ত কণ্ডুন্নপিত্তং ত্বক্সাঞ্চযোজ্যাৎ ।

ক্ষারসিদ্ধু থ তৈলৈশ্চ গাত্রাভ্যঙ্গং প্রযোজয়েৎ ।

গাত্রারিকাকলং পক্ণং শুষ্কমুৎসেদিতং পুনঃ ।

ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যাসেবিতা ।

তৈলোদ্বর্তনযোগেন যোজ্যাৎ এলাদিকোগণঃ ।

যমানী গুড়মংযুক্তো ভস্মযুতো দ্বিগুঞ্জকঃ ।

শীতপিত্তং নিহন্ত্যাশু কটুতৈলেন নর্দয়েৎ ।

শুষ্কমূলকযূষেণ কোলথেন রসেন বা ।

ভোজনং সর্বদা কার্য্যং লাবতিভিরিজন বা ।

শীতলান্নপানানি বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্ ।

উষ্ণানি বা যথা দোষঃ শীতপিত্তে প্রজয়েৎ ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্ধকোষ্ঠাধিকারঃ ।

নিষ্পত্র অথবা আমলকী চূর্ণ য়তমহ সেবন করিলে বিস্ফোট, কোষ্ঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডু ও রক্তপিত্তরোগ সহসাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

যবক্ষার, মৈশ্ববলবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করি। গাত্রাদিতে অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে অথবা সুপথ্যাসেবী হইয়া সুপক গাত্রারিকাল শুষ্ক করতঃ দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অথবা এলাদিগণ কটু তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা উদ্বর্তন (প্রলেপ) করিলে কিম্বা যমানীচূর্ণ ও গুড়মহ রস-সিন্দূর ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে ও কটু তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গন করিলে শীতপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

শুষ্কমূলায় যূষ, কুলথ কলায়ের যূষ অথবা লাব ও তিত্তিরপক্ষীর মাংস রসের সহিত অন্নভোজন এবং দোষান্তসারে শীতল বা উষ্ণ অন্নপানীয় সেবন এই সকল শীতপিত্তরোগে সর্বদা প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

ইতি শীতপিত্ত, উদর্ধ ও কোঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ অন্নপিত্তাধিকারঃ ।

বাস্তি কৃত্ত্বান্নপিত্তে তু বিরেকং যুহু কারয়েৎ ।

সমাখ্যাত্ত বিরিক্তস্য স্তম্ভিকস্যানুবাসনং ।

ক্রিয়াশুদ্ধস্য শমনীহনুবদ্ধ ব্যাপেক্ষয়া ।

দোষসংসর্গজৈ কার্য্যৈ ভেষজাহারকম্পনা ।

উর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ ॥

অন্নপিত্তরোগে প্রথমতঃ বমন করাইয়া পরে যুহু বিরেচন প্রয়োগ করিবে । এবং সম্যক্ প্রকার বমন ও বিরেচন হইলে রোগীকে স্তম্ভিক করিয়া পশ্চাৎ অনুবাসন (স্তম্ভিক বিরেচক দ্রব্য দ্বারা পিচকারী) প্রয়োগ করিবে ।

বাতপিত্তিকাদি দ্বন্দ্বজ অন্নপিত্তে অনুবন্ধত্বত বাতান্ধিদোষ প্রশমক ঔষধ ও আহার, কক্ষাধিক উর্দ্ধগ অন্নপিত্তে বমন এবং মলরোধ সংযুক্ত আধোগ অন্নপিত্তে বিরেচন প্রয়োগ করিবে ।

তিক্তভূয়িষ্টমাহারং পানদ্ব্যপি প্রকম্পয়েৎ ।

যবগোধূমবিকৃতি তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জিতাঃ ।

যথাশ্বং লাজশত্বানু বা সিতা মধুযুতানু পিবেৎ ।

নিস্তম্বযবরব ধাত্রীকথ স্তিসুগন্ধি মধুযুতঃ পীতঃ ।

অপনয়ত্যন্নপিত্তং যদিভুঙ্তে মুদাযুষেণ ।

কফবমিকণ্ড জ্বর বিস্ফোটদাহহা ।

ছিন্নাখদিরযক্ষ্যাস্ব দার্ক্যভো বা মধুদ্রবং ।

সদ্রাক্ষামভরাং খাদেৎ সঙ্ক্ষৌদ্রাং সংগুড়াকতাং ।

কটুকাসিতাবলেহ্যপটোল বিশ্বক্ষ মধুসমাযুতং ।

রক্তসূতো চ যুক্তা খণ্ডকুয়াণ্ডকং শ্রেষ্ঠং ॥

অন্নপিত্তরোগে তিক্তরস প্রধান আহার অথবা কটু, অন্ন, লবণাদির সংযোগ রহিত তীক্ষ্ণ সংস্কার বর্জিত যব, গোধূমের পোয়া প্রভৃতি অথবা চিনিসহ খইয়ের ছাতু দোষানুসারে তত্তদোষ বিরোধিদ্রব্যের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

নিস্তম্ব যব, বাসক, আমলকী ইহাদের কাথে ছোটএলাচি, তেজপত্র ও দাকচিনি ইহাদের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া পশ্চাৎ মুদাযুষের সহিত অন্ন আহার করিলে অন্নপিত্ত, কফ, কাস, কণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহ নিবারিত হয় ।

গুলঞ্চ, ধদির, বটিমধু ও দাকহরিজা ইহাদের কাথ মধু এক্কেপ দিয়া অথবা হরীতকী, জাফা বা মধু অথবা গুড়সহ সেবন করিলে অল্পপিত্ত নষ্ট হয় ।

কটকী চিনি সহ অথবা পলতা ও শুষ্ঠীর কাথ মধু সহ পান করিলে এবং রক্তজাব অবস্থায় খণ্ডকুয়াণ্ডক ঔষধ সেবন করিলে অল্পপিত্ত আরোগ্য হয় ।

পটোলনিম্বত্রিকলা শূতং মধুযুতং পিবেৎ ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরহৃদি দাহশূলোপশান্তয়ে ।

সিংহাস্যায়তভণ্ডাকী কাথং কৃত্বা সমাক্ষিকং ।

অল্পপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিৎ ।

জয়ীরস্বরসঃ পীতঃ সাং হস্ত্যল্পপিত্তকং ।

গুড়পিপ্পলী পথ্যাভিস্থল্যাভির্যোদকঃ কৃতঃ ।

পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ পীতো মন্দময়িক দীপয়েৎ ।

বাসায়ুতং তিক্তমুতং পিপ্পলীমুতমেব চ ।

অল্পপিত্তে প্রয়োক্তবাং গুড়কুয়াণ্ডকত্বা ।

পিত্তিশূলাপহা যোগা স্তথা খণ্ডামলক্যপি ॥

পলতা, নিমছাল ও ত্রিকলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পার্কার্বজল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ মধু এক্কেপ দিয়া পান করিলে অল্পপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, হৃদি, দাহ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় ।

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে মধু এক্কেপ দিয়া পান করিলে অল্পপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয় ।

• জয়ীরনেবুর স্বরস পান করিলে অল্পপিত্ত বিনষ্ট হয় । অথবা গুড়, পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে এহণপূর্বক যোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অল্পপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম ও মন্দামি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বাসায়ুত, তিক্তকম্বুত, পিপ্পলীমুত, গুড়কুয়াণ্ড এবং খণ্ডামলকী ঔষধ সেবন করিলে অল্পপিত্ত ও পিত্তিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ।

জাফাদাং যুতং ।—

জাফায়ুতাপত্রপটোলপত্রৈঃ সোশীরধাত্রীঘনচন্দ্রৈঃ চ ।

ত্রায়ন্তিকা পদ্মকিরাতধান্যৈঃ কটৈক্ষঃ পচেৎ সর্পিরাপেতমেতিঃ ।

যুক্তীতমাত্রাং সহভোজনেন সর্বত্রপানেপিভিষয়িদন্যাং ।

বলাশপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধং কাসাশ্বাসানজ্বরমল্পপিত্তং ।

সর্বং নিহন্যাৎসুতমেতদাণ্ড সম্যক্ প্রযুক্তং স্বয়তোপমঞ্চ ॥

গব্যাস্ত ১৪ চারিসের, জল ১৬ বোলসের এবং কল্কার্থ—ত্ৰাণা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পলতা, বেণারমূল, আমলকী, মুখা, রক্তচন্দন, বলালতা, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনিয়া সমভাগে সমস্তে ১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক-পূর্বক সকল কতুতে পান ও আহারীয় ত্রব্যের সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষেমা, পিত্ত, গ্রহণী, কাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অন্নপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

শতাবরী ঘৃতং ।—

শতাবরীমূল কল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমং ।

পচেত্ৰদগ্নিনা সমাক্ষীরং দত্ত্বা চতুষ্ঠং ।

নাশয়েদন্নপিত্তঞ্চ বাতপিত্তভোভরং জয়েৎ ।

রক্তপিত্তং তৃষাং মুচ্ছাং শ্বাসং সন্তপ্ৰণন্তথা ॥

গব্যাস্ত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ সের এবং কল্কার্থ—শতাবরীর মূল ১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতপৈত্তিক ওন্নপিত্ত, রক্তপিত্ত, তৃষা, মুচ্ছা ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু ইহা অতীব সন্তপ্ৰণ কারক।

সিদ্ধার্থকহিতং তৈলং হিমসাগরমুত্তমং ॥

সিদ্ধার্থক তৈল এবং হিমসাগর তৈল ও অন্নপিত্তরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

অবিপত্তিকরং চূর্ণং ।—

ত্রিকটু ত্রিকলা মুস্তং বিড়কৈব বিড়ঙ্গকং ।

এলাপত্রাণি সর্ষাণি ক্লষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ।

যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ ।

সর্ষচূর্ণা দ্বিগুণিতং ত্রিষ্ণুচূর্ণং প্রদাপয়েৎ ।

এতদেকীকৃতং যাবৎ শর্করাভিঃ সমং ভবেৎ ।

পিবৎ সর্ষাণি চূর্ণানি নারিকেলগোদকেন বা ।

ততো যথেষ্টমাহারং কুর্য্যাৎ ক্ষীররসাশিনঃ ।

অন্নপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবদ্ধ মলমূত্রয়োঃ ।

অগ্নিমান্দ্যোদ্ভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকম্পতঃ ।

বলপুষ্তিকরকৈব শূলভ্রূণামনাশনং ।

প্রমেহান্ বিংশতিকৈব মূত্রাঘাতস্তথাশ্মরীং ।

অবিপত্তিকরং চূর্ণং অগস্ত্য মুনিভাষিতং ।

ভবেন্মাবদ্বয়াদুর্দ্ধং চূর্ণানাং হীনবীৰ্য্যতাং ॥

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুখা, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, এলাচি, তেজপত্র, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, লবঙ্গচূর্ণ ১২ ভাগ, তেউড়ীচূর্ণ ৪৪ ভাগ এবং শর্করা ৬৬ ভাগ সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নারীকেলের জলসহ সেবন পূর্বক দুগ্ধ ও মাংসরস সহযোগে অন্ন আহার করিবে। ইহা দ্বারা অল্পপিত্ত, মলমূত্রের অবরোধ, প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

বিশেষকথা—চূর্ণ ঔষধ একেবাবে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পাবে না। কাবণ উহা ১ দুই মাসের পরে হীনবীৰ্য্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহা সেবন করিলে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

এলাদিমোদকঃ ।—

এলাঃ ধাত্রীঃ পঞ্চগণাঃ। যষ্টি সর্বমেতৎ সমাংশং ।

এতৎতুলা দস্তিকাচ ত্রিরংশাঃ সর্বৈস্তুলাঃ শর্করাপানভাগাঃ ।

গোলং রত্না মাস্তিকেনাক্ষমাত্রাঃ প্রাতঃখানেন্দ্রপিত্তং প্রশান্তিভ্যোঃ ॥

• এলাচি, আমলকী, পঞ্চগণ (ভূমিকুশ্মাণ্ড, রহতী, চাকুলে, কন্টকারী ও গোক্ষুর) এবং যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ, দস্তীমূলচূর্ণ ৮ ভাগ, তেউড়ীচূর্ণ ৮ ভাগ এবং শর্করা ৬ ভাগ : এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র কবিতা মধুসহ মিশ্রিত কবিতা উপযুক্ত মানায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অল্পপিত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সুধাবতী গুড়িকা ।—

গগণা দ্বিগলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকং ।

লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্বমেকত্র সংস্থিতং ।

মণ্ডুকপর্ণাংশিরং তালমূলীরসৈঃ পুনঃ ।

বরী ভৃঙ্গকেশরাজ কালমারিষজৈরথ ।

ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্বিচূর্ণিতং ।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ণং প্রত্যেকং গ্রাহমেকতঃ ।

তন্মসুণে শিলাখলে যত্নতঃ কঙ্জলীকৃতং ।

বচাচব্যাং যমানীচ জীরকে শতপুষ্পিকা ।

ব্যোমং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ ঐন্দ্রিকং খরমঞ্জরী ।

ত্রিহতা চিত্রকো দস্তী সূর্য্যাবর্তসিতস্তথা ।

ভৃঙ্গমানক কন্দাখ্য খণ্ডকর্ণক এবচ ।

দণ্ডোপল কেশরাজঃ কালাবক্ড়কোপিচ । .

এষামর্দনং গ্রাহং পটুয়ুৎ সূচুর্নিভং ।
 প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলাদ্ধং পলম্বেবচ ।
 এতৎসর্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে বিভাবয়েৎ ।
 আতপেন গুসংস্কৃতং চাদ্রকস্য রসৈস্তিথি ।
 তদ্রসেন শিলাপিষ্টং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
 বদরাহ্নিনিভাং শুষ্কাং স্বনির্গুপ্তাং নিধাপয়েৎ ।
 ততঃ প্রাতর্ভোজনাদৌ সেবিতং গুড়িকায়াং ।
 অন্নোদকানুপানঞ্চ হিতঞ্চ মধুবর্জিতং ।
 দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্যনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
 ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তান্ন কাঙ্ক্ষিকং ।
 হস্তান্নপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজং ।
 পাণ্ডুরোগঞ্চ সকলং শোথোদর গুদাময়ান্ ।
 যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকং ।
 প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবা তং সুদারুণং ॥

অত্র ১৬তোলা, লৌহ ৮ তোলা এবং মণ্ডুর ৪ তোলা একত্র করিয়া খান-
 কুনী, বশির (গজপিপুল) ও তালমূলী ইহাদের রসে প্রথমবার ; শতমূলী, ভৃঙ্গ-
 রাজ, কেশর ও কালমারিষ (কাটানটে) ইহাদের রসে দ্বিতীয়বার এবং
 ত্রিফলা ও মুখার রসে তৃতীয়বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে ঐ চূর্ণ
 দ্রব্য সকল এবং কজ্জলী, বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শলুক, ত্রিকটু,
 মুখা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, খরমঞ্জরী (অপামার্গ), তেউড়ী, রক্তচিতা, দস্তী,
 সূর্য্যাবর্ত (স্বৈতসুইট) ভৃঙ্গরাজ, মানকন্দ, খণ্ডকর্ণক (খারকোণ) দেণ্ডো-
 পল, কেশর ও কালাবকরক (কাণাকড়ী) চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং
 ত্রিফলাচূর্ণ ১২ তোলা, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রমিশ্রিত করতঃ আদাররসে
 ৩ দিবস ভাবনা দিয়া আদার রস সহ মর্দন পূর্বক কুঠোর আগীপ্রমাণ বটীকা
 প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্বে সেবা। অন্নপান
 কাঙ্ক্ষি। এই ঔষধ সেবনকারী ব্যক্তি কদাচ মধু, দুগ্ধ, নারীকেল জল, যথেষ্ট
 মিষ্ট দ্রব্য সহ অন্ন পানীয় ভোজন করিবে না। ইহা দ্বারা বিবিধ অন্নপিত্ত,
 পরিণাম শূল, পাণ্ডু, শোথ, যক্ষ্ম, কাস প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া
 থাকে।

ভানুরসঃ।—

পারদং গন্ধকং ঘোষং তাত্রং লৌহং বিষর্দয়েৎ ।
 ধাত্র্যক্ষমলিলৈর্ধামং ভানুশুদ্ধং তদম্পকং ।

মুষ্ণং যুদ্মাকবেণ মর্দয়েদস্যাবল্কলং ।

প্রযুক্তাদম্লপিত্তঞ্চ শান্তায় মধুনানি বুধঃ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাত্র, ও লৌহ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে এক প্রহর স্বর্ষ্যপাক করিয়া শুষ্ক হইলে পরে ভৃঙ্গরাজের রস সহ মর্দন পূর্বক ৬ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

লীলাবিলাসোরসঃ ।—

রসোবলির্ব্যোম রবিস্ত লৌহং ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্য ।

তদম্প্রমুষ্ণং যুদ্মনাথবেন সংমর্দয়েদস্য চ বল্লযুগ্মং ।

নিহন্ত্য পিত্তং মধুনাবলীচা লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ ।

দ্রুগ্মং স্কুয়াওরসং সধাত্রীকলং সমেতং সসিতং জয়েদ্বা ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাত্র ও লৌহ এই সকল দ্রব্য অমলকী ও বহেড়া রসে ৩ দিন মর্দনপূর্বক স্বর্ষ্যতাপে শুষ্ক করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দন করতঃ ৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুসহ সেবন পূর্বক পশ্চাত্ত আমলকীকল চূর্ণ দুগ্ম, স্কুয়াওরস ও চিনি সহ সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অম্লপিত্তান্তকোরসঃ ।—

মুতস্মৃত্যর্ক লোহানাং তুল্যং পথ্যা বিমর্দয়েৎ ।

মাষত্রয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রেদ্রম্লপিত্ত প্রশান্তয়ে ॥

ইতি অম্লপিত্তাধিকারঃ ।

‘রসমিন্দ্র, তাত্র ও লৌহ সমভাগে গ্রহণপূর্বক হরীতকীর রসে মর্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ মীষা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।’

ইতি অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ বিসর্পবিস্ফোটস্মায়াধিকারঃ ।

বিরেকবমনালেপ সেচনানুবিমোক্ষণৈঃ ।

উপাচরেদ্যথা দোষং বিসর্পমবিদাহিভিঃ ।

কুটজতৃণগ্ভবো লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসত্তবে ।

ত্রিকলাপলাকাজীব সমস্তা কবচীতকঃ ।

নলমূল মনস্তাচ লেপশ্লেষ্য বিসর্পহা ।

প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকোশীর চন্দনৈঃ ।

সযজ্জীন্দীবরৈঃ পিভে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপনং ।

কুষ্ঠা শতাহ্বা সুরদারু রাস্না বরাহিঙ্গু স্তম্ভুর কৃষ্ণগন্ধা ।

বাতৈহর্কবৎ শর্ত্তগলাশচ যোজ্যা সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু ।

মুস্তারিষ্ট পটোলানাং ক্কাথঃ সর্ববিসর্পনুত্বং ।

ধাত্রীমুস্ত পটোলানাং মথবা ঘৃতসংপ্লুতং ॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপ, সেচন, রক্তমোক্ষণ এবং অবিদাহি অন্ন পানীয় এই সকল দ্বারা বিসর্পরোগের চিকিৎসা করিবে ।

শৈল্পিক বিসর্পে কুড়িচ্ছাল পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিবে । এবং ত্রিফলা, পদ্মকাঠ, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, করবী, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলেও শৈল্পিক বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পুণ্ডুরিয়া কাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলপদ্মের মূল এই সকল দ্রব্য পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব-প্রকার বিসর্পরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কুড়, শলুকা, দেবদারু, রাস্না, বরাহক্রান্তা, ধনিয়া, মজিনাছাল, আকন্দ-মূল, বাঁশের কোঁড় এবং নীলবিষ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা সেক ও প্রলেপ দিলে অথবা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করিলে সর্ববিধ বিসর্পরোগ আরোগ্য হয় ।

মুখা, নিমছাল ও পলতা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ সর্ববিধ বিসর্প নাশক ।

আমলকী, মুখা এবং পলতা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ ঘৃতপ্লুত করিয়া পান করিলে সর্ববিধ বিসর্প বিনষ্ট হয় ।

অম্লতাদি পাচনং ।—

অম্লতরুযপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং ।

খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে ।

বিবিধ বিষবিসর্পানু কুষ্ঠ বিস্ফাটকণ্ডু ।

রপনয়তি মম্বুরীং শীতপিত্তজ্বরকং ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুখা, ছাতিমছাল, খদিরকাঠ, কৃষ্ণবেত, নিম্বপত্র, হরিদ্রা এবং দাকহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ পান করিলে বিবিধ কুষ্ঠ, বিসর্প, মম্বুরী, শীতপিত্তজ্বরক

রুধাদ্যং স্মৃতং ।—

রুধাদিরূপটোলপত্র নিয়ত্বেগম্ভূতামলকী কৃষায়কলৈকঃ ।

স্মৃতমভিনবমেতদা সুপকং জয়তি বিসর্পমদ কুষ্ঠগুণ্মান ॥

উৎকৃষ্ট গব্যাস্বত ১৪ চারিসের, জল ১৬ সের এবং বাসক, খদিরকাষ্ঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ, ও আমলকী সমভাগে সমস্তে ১১ একসের । যথা-নিয়মে এই স্মৃত পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বিসর্প, মদ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও গুল্মরোগ আবোগ্য হইয়া থাকে ।

মহাপদ্মকং স্মৃতং ।—

পদ্মকং মধুকং লোথ্রং নাগপুষ্পম্য কেশরং ।

দ্বৈ হরিজে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মলা তগরং তথা ।

কুষ্ঠং লাক্ষাপত্রকঞ্চ সিক্তকং তুথমেবচ ।

বহুবীরঃ শিরীষশ্চ কপিথফলমেবচ ।

তোয়েনালোডা তৎসর্বং স্মৃতপ্রস্তুং বিপাচয়েৎ ।

যাংশ্চ রোগান্নিহন্ত্যাশু তান্নিবোধ মহানুনে ।

সর্পকীটান্থদংশ্চৈষ লুতামুত্রকৃতেষুচ ।

নিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা দুক্টিবিসর্পেষু ।

নাড়ীষু গণ্ডমালাষু প্রভিন্নাষু বিশেষতঃ ।

অগস্ত্যবিহিতং ধান্যং পদ্মকন্তু মহাস্মৃতং ॥

স্মৃত ১৪ চারিসের, জল ১৬ যোলসের, কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগকেশর হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, তগরপাদিকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, চালিতাবীজ, শিরীষজাল এবং কয়েদ-বেলের শাঁম সমভাগে সমস্তে ১১ একসের । এই স্মৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্পাদিক বিষদোষ বিসর্প, বিস্ফোট, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কালাগ্নিরুদ্রোরসঃ ।—

স্মৃতাল কালজীক্ষানাং ভান্নমাক্ষিকগন্ধকং ।

বন্যাকর্কটকদ্রাবৈস্তল্যং মর্দ্যং দিনাবধি ।

বন্যকর্কটিকা পিষ্টা স্থাপ্যং লেপ্যং সূদাবহিঃ ।

ভূধরাখ্যে পুটিতব্যা দিনৈকং তংবিচূর্ণয়েৎ ।

দশমাংসং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ ।

রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোরসং দশাহেন বিসর্পন্তুৎ ।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তমনুপানং প্রকম্পয়েৎ ॥

পারদ, অত্র, কাস্তলৌহ, গন্ধক এবং স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে
ঐহণপূর্বক বনকাঁকুড়ের রসে ১ একদিবস মর্দন করিবে। তৎপরে বনকাঁকু-
ড়ের মূলপিণ্ডমধ্যে নিহিত করিয়া মুক্তিকা দ্বারা বহির্ভাগ লেপনপূর্বক
ভূধরবস্ত্রে পাক করিবে। তদনন্তর দশমাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা
পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়।

বিসর্পবিক্ষেপট আয়ুকানিদানং ।—

বেগেস্তু আয়ুকাখ্যোহয়ং ক্রিয়াতত্র বিসর্পবৎ ।

গব্যং সর্পিস্রাহ্যং পীত্বা নিশুত্তীষ্মরসংদ্রাহং ।

পিবৎ আয়ুকমভ্যুগ্রং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ ।

শোভাঞ্জনমূলদলৈঃ কাঞ্জিকৈঃ পিষ্টৈঃ সলবণৈর্লেপঃ ।

হন্তিআয়ুকরোগং যদ্বামোত্ত্বচোলেপঃ ।

মোচং কদলীফলং ॥

আয়ুকরোগে বিসর্পরোগের আয় চিকিৎসা করিবে। তিন দিন গব্য-
মূত পান করিয়া তৎপরে ৩ দিবস নিমিন্দার স্বরস পান করিলে নিশ্চয়ই
আয়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনামুলের ছাল কাঁজি ও মৈন্ধবলবণসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা এলেপ
দিলে আয়ুকরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে এবং কলার মোচার ত্বক্ বাটুরা
তদ্বারা এলেপ দিলে বিসর্প, বিক্ষেপট ও আয়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি বিসর্প, বিক্ষেপট ও আয়ুকরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নসূর্য্যাদিকারঃ ।

শর্করা প্রক্ষেপঃ ।—

তত্রাদৌবমনং যুজ্যাৎ তথা লঙ্ঘনপাচনং ।

সর্ব্বাণ্যং বমনং পূর্ব্বং পটোলান্নিষ্টবাসকৈঃ ।

কষায়ৈশ্চ বচা বৎস যষ্ঠ্যাং ফলকল্কৈঃ ।

ফলং মদনফলং ।

দ্রুতালভাপর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীং ।

শ্লেষ্মিকাপিত্তজায়ান্ত পানেনিষ্কাশ্যদাপয়েৎ ।

দ্রাক্ষাকাশর্য্য খজ্জুর পটোলান্নিষ্টবাসকৈঃ ।

লাজামলকদুশ্পর্শঃ সিভামুক্তস্ত পৈত্তিকে ॥

সৰ্ববিধ মসূরীৰোগে প্রথমেই বমন, লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধপ্রয়োগ করিবে । সকল প্রকার মসূরীৰোগীকে পলতা, নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইক্ষরব, যষ্টিমধু ও মদনকলচূর্ণ একত্র দিয়া বমনার্থ পান করিতে দিবে । দুৰালভা, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও কটকী সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে স্নেহপিত্তজ মসূরিকা নিবারিত হয় । আক্ষা, গাঙ্গারী, খজুৰ, পলতা, নিমছাল, লাজ (খৈ), আমলকী ও দুৰালভা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নমিত জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই কাথ শর্করা একত্র দিয়া পান করিলে পৈত্তিক মসূরিকা আরোগ্য হইয়া থাকে । দশমূল, রাস্না, দেবদাক, বেণাবমূল, দুৰালভা, গুলঞ্চ, ধনিয়া ও মুখা সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে বাতজ মসূরিকারোগ আৰোগ্য হইয়া থাকে ।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দারু শীরঃ দুৰালভা ।

সাগ্নতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্বাত সমুখিতাং ।

নিম্বং সপর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীং ।

গামাং দুৰালভাং ধাত্রী মুশীরং চন্দনদ্বয়ং ।

এষনিষাদিকঃ খাতঃ সিতয়া চ সমন্বিতঃ ।

• হস্তি ত্রিদোষমসূরীং বিসর্প জ্বরমস্তবাং ॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদী, পলতা, কটকী, বাসক, দুৰালভা, আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথে উপযুক্ত মাত্রায় চিনি একত্র দিয়া পান করিলে বিসর্প ও জ্বরোন্তৃত ত্রৈদোষিক মসূরিকারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

শ্বেতচন্দন কঙ্কাদিঃ ঝিলমোঢ়ী ভবং রসং ।

পিবামসূরিকারস্তে নৈমম্ব্যাকবলং রসং ।

সূমবীপত্রনির্গামং হরিদ্রা চূর্ণসংযুতং ।

রোমাণ্ডীকরবিষ্ফোট মসূরীশাস্ত্রেপিবেৎ ।

সূমবীকারবেলুশ্চ কঙ্কেশপি পিবেন্নরঃ ।

গুড়চী মধুকং দ্রাক্ষাযোরটং দাড়িধৈঃ সহ ।

কিকালেস্তদাতব্য ভেষজং গুড়সংযুতং ।

তেনপাকং ব্রজতাণ্ড নচবাযুঃ প্রকুপ্যতি ॥

মসূরিকার প্রথম অবস্থায় শ্বেতচন্দনের কঙ্ক হিষ্কাশাকের রস সহ অথবা কেবলমাত্র নিমপাতার রস পান করা কর্তব্য ।

করলাপত্রের রস হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবন করিলে রোমান্তী (হাম) জ্বর বিস্ফোট ও মস্হরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

মস্হরিকার পাককালে ছোট করলা ও বড় করলার কস্কসহ গুলঞ্চ, যক্তি-মধু, দ্রাক্ষা, ধলা-আকড়া ও নাড়িমকলের ছাল ইহাদের কাথ অথবা শুড়সহ শুষ্ঠীচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাদ্বারা মস্হরিকা শীত্র পাকিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুনরায় মস্হরিকা উৎপন্ন হইতে পারে না ।

নিশাদ্বয়োশীরং শিরীষমুত্তকৈঃ সলোধুভদ্র শ্রিয়নাগকেশরৈঃ ।
সঞ্জেদবিস্ফোট বিসর্পকুষ্ঠদোৰ্গন্ধ্য রোমান্তিহরপ্রদেহঃ ।

ভদ্রশ্রিয়ং শ্বেতচন্দন ।

বিষট্মৈঃ সিদ্ধমত্ৰৈশ্চ প্রযুক্তোচ পুনঃ পুনঃ ।

তথাশোণিত সংসৃষ্টাঃ কাশিচৎ শোণিতমোক্ষণৈঃ ।

পঞ্চতিক্ত প্রযুক্তীত পান্যভ্যঞ্জন ভোজনৈঃ ।

কুৰ্ঘ্যাদ্রুণ বিধাঃ ষ্ণ তৈলাদীন্ বর্জয়েচ্চিরং ॥

ইতি মস্হাধিকারঃ ।

হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, বেণারগূল, শিরীষছাল, মুখা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ, দোৰ্গন্ধ্য ও রোমান্তী (হাম) বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মস্হরিকারোগীকে বিষয় সিদ্ধ মস্তৃপাকপূর্বক পুনঃ পুনঃ মার্জন করিবে । রক্তসংস্কট মস্হরিকা রক্তমোক্ষণদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে । মস্হরিকা-রোগীকে কুষ্ঠাধিকারোক্ত পঞ্চতিক্তযুক্ত পান্য ভ্যঞ্জন ও ভোজনার্থে ঔষোগ এবং ত্রণরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে । আর অনেক দিন পর্যন্ত রোগীকে তৈলাদি ব্যবহার করিতে দিবে না ।

ইতি মস্হরী-চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ ক্ষুদ্ররোগাণিকারঃ ।

তত্রাজগল্লিকা মায়াং জলৌকা ভিরুপাণ্ডরেৎ ।

শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাকার কঠৈকশ্চালেপয়েন্মুহুঃ ।

কাচলাং ক্ষারযোগৈশ্চ প্রাবয়েদজগল্লিকাং ॥

অজগল্লিকা (শিশুদের আচলিনামকরোগ) রোগের অপকাবস্থায় জোক-
দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। এবং নিম্নক, সৌরাষ্ট্রস্থিতিকা ও যবক্ষার সম-
ভাগে গ্রহণপূর্বক পেষণ করিবে। তদ্বারা প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকারোগ
অত্যন্ত কঠিন হইলে উহাতে ঘণ্টাপারল্যাদির ক্ষার প্রয়োগ করা কর্তব্য।

শ্লেষ্মাবিদ্ভিকলেপেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্ ।

বিবৃতামিস্ত্ররুদ্ধিঞ্চ গর্দভীং জালগর্দভং ।

ইরিবেল্লীং গন্ধনামাং জয়েৎ পিত্ত বিসর্পবৎ ।

মধুরৌষধিসিদ্ধেন সর্পিষাণময়েদ্ব ॥২॥

রক্তাবশেষকৈবহুভিঃশ্বেদনৈ রপতর্পণৈঃ ।

জয়েদ্বিদারিকাং লেপৈঃ শিশুদেব ক্রমোদ্ভবৈঃ ॥

বৈদ্যগণ স্নৈঘিক বিদ্ভিকরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে অম্মশয়ী
(পাদরোগ বিশেষ) রোগের চিকিৎসা করিবেন।

বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দভী, জালগর্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা এই সকল
রোগের চিকিৎসা করিবে। এবং কাকোল্যাদি মধুরগণের সহিত সিদ্ধমুত-
দ্বারা ত্রণরোগের চিকিৎসা করিবে।

পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, শ্বেদ, অপতর্পণ (লঙ্ঘন) এবং সজিনা ও দেব-
দাক পেষণপূর্বক তদ্বারা বিদারিকারোগের চিকিৎসা করিবে।

পানসিকাং কচ্ছপিকা মূর্খনিবিধিনাভিষক্ ।

সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্যানুধান দোষসমুদ্ভবান্ ।

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষণ গর্দভং ।

সুরদারু শিলাকুট্টৈঃ ক্ষোদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ।

কফমারুতশোথসৌ লেপৈঃ পাষণগর্দভে ॥

পানসিকা কচ্ছপিকা এবং অন্ত্রাল দোষোদ্ভূত শোথরোগ সমূহের
চিকিৎসাও বিদারিকারোগের চিকিৎসা, বিধানানুসারে করিবে।

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা ও পাষণগর্দভরোগে প্রথমতঃ শ্বেদ প্রয়োগ
করিয়া পশ্চাৎ দেবদাক, মনঃশিলা ও কুড় ইহাদের প্রলেপ দিবে। এবং
পাষণগর্দভরোগে কফবাতজ শোথনাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

গোৎ স্ত্যবল্লীকং ক্ষারামিভ্যাং প্রসাধয়েৎ ।

শলালভল্লাতি সূক্ষ্মলাগুরুদনং ।

জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিষতৈলং বিপাচয়েৎ ।

বল্লীকং নাশয়িত্যাশু বহুছিদ্রং বহুব্রগং ॥

বল্লীকরোগে প্রথমতঃ শস্ত্রদ্বারা বল্লীক উৎপাটন করতঃ তৎপরে ক্ষার
ও অম্লি প্রয়োগ করিবে। এবং মনঃশিলা, হরিতাল (ভেল), ছাটী প্রভৃতি

অণুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র এই সকল কঙ্ক সহ নিষতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বহুস্থিঃ ও বহু ব্রণসংযুক্ত বক্ষীক-
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাদদারিষুভিসিরাং বাধয়েত্তলশোধনীং ।

স্নেহখেদোপল্লোচ পাদদোচাপানয়েদ্বুহুঃ ।

মধুচ্ছিষ্টং বসামজ্জ স্নতপ্ণারৈর্কির্মিশ্রিতৈঃ ।

সজ্জাক্ষমিকুন্তুবরোচ্চূর্ণং মধুস্নতাপ্তু তং ।

নির্মথ্যকটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জনং ॥

পাদদারিরোগে পাদতলগামিনী সির। বিদ্ধ করিয়া স্নেহ ও স্নেহ প্রদান-
পূর্বক মোম, বসা, মজ্জা, স্নত ও যবক্ষার ইহাদের প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া
পশ্চাৎ ধুনা, সৈন্ধবলবণ, মধু ও ঘৃত একত্র কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ
পাদমার্জন করিবে।

উপোদিকা সর্ষপনিষ্মোচকক্লার্কৈর্কৈর্বারক ভস্মতোয়ৈঃ ।

তৈলং বিপক্ণং লবণাংশযুক্তং তৎপাদদাক্ষ্যৈঃ বিনিহন্তিলেপাৎ ॥

পুতিকা, সরিষা, নিমছাল, চোচা, কর্কাক (কুয়াণ্ডভেদ), কাঁকড় এই
সকল ভস্ম করিয়া ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। উক্ত ক্ষারজল উপযুক্ত পরি-
মাণে সৈন্ধবলবণ কঙ্ক প্রদান করতঃ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা
প্রলেপ দিলে পাদদারিরোগ বিনষ্ট হয়।

অলমেহম্নৈশ্চিরং মিস্তৌ চাণৌ পরিলেপয়েৎ ।

পাটোল্যারিষ্টকাশীশং ত্রিফলশুভিমুহু হুঃ ।

করঞ্জবীজং রজনীকাশীশং মধুস্কৃতং মধু ।

রোচনাহরিতালক লেপোহরমলং সহিতা ।

লাক্ষাভয়াবসোলোপঃ কাষ্যং ধাতুশ্রমোক্ষ্যৎ ।

বৃহতী রসমিদ্ধেন তৈলেণাভ্যাজ্য বা বর্মান্ ।

শিলারোচনকাশীশ চূর্ণৈর্কা প্রতিমারকৈঃ ॥

অলসকরোগীর পাদদ্বয় অল্পকাজিকমধ্যে বহুক্ষণ নিমগ্ন রাখিয়া পল্লতঃ,
নিমছাল, হিরাকস, ও ত্রিফলা এই সকল একত্র পেয়ণপূর্বক তদ্বারা পুনঃ
পুনঃ প্রলেপ দিবে।

ডহরকরঞ্জবীজ, হারিত্রা, হিরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও চরি-
তাল ইহাদের প্রলেপ কিম্বা লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল ইহাদের প্রলেপ ;
অথবা রক্তমোক্ষণ বা বৃহতীরসের সহিত তৈলপাকপূর্বক তদ্বারা অভ্যাজন
করিয়া মনঃশিলা, গোরোচনা ও হিরাকস এই সকল ত্রব্যের অতি হৃক্ষ চূর্ণ
করিয়া তদ্বারা মর্দন করিলে অলসকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দহেৎকদর মুদ্ধতা তৈলেম দহনে ন বা ।

চিপ্পমুগামুনাশ্বির মুদ্ধতা খজাতং ত্রণং ।

দত্তাসজ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ত্রণ বদাচরেৎ ।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণা রসেভয়াং ।

স্বকৃতাভ্যঞ্জন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং পুনঃ পুনঃ ।

চিপ্পেন টঙ্কনাশ্ফোতা মূললেপন খপ্রদঃ ॥

কদরবোগে অস্ত্রদ্বারা বদন উদ্ধৃত করিয়া তণ্ডুতৈল বা অগ্নিদ্বারা উহা দক্ষ করিয়া দিবে ।

চিপ্পাবোগে প্রথমতঃ উল্লঙ্ঘনদ্বারা শ্বেদ দিয়া পশ্চাৎ উহা ছেদন করতঃ তৈলাভ্যঙ্গ করিবে । চিপ্পাবোগে খুনাচূর্ণ করিয়া তাহা প্রদানপূর্বক ত্রণোক্ত বন্ধনামুগারে ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে, এবং বোগীকে ত্রণরোগোক্ত আত্মা ও ঔষধাদিদ্বারা চিকিৎসা করিবে ।

কৃষ্ণলোহপাত্রের হরিতকী রসের সহিত হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা বারবার প্রলেপ দিলে অথবা সোহাগার ঔষধ ও হাপরমালীরমূল পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে চিপ্পরোগ প্রশান্ত হয় ।

নিষোদকেন বমনং পদ্মিনী কণ্টকেহিতং ।

নিষোদককুতং সর্পিঃ সঙ্কেদ্রং পানমিষাতে ।

পদ্মশালকুতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনী হস্তিলেপতঃ ॥

পদ্মিনীকণ্টকেরোগে নিষোদকের সহিত বমনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে । নিষোদকের কাথ সহ দ্বুত পানপূর্বক মধু-মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা পদ্মশাল দক্ষ করতঃ সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে পদ্মিনীকণ্টকরোগ বিদূষিত হইয়া থাকে ।

নিষারথুধ কল্কৈর্বানুহরম্বর্তনং হিতং ।

নীলীপটোলমৃগাভ্যাং সা ক্ষাভ্যাং লেপনং হিতং ।

জালগর্জ্জর্ভাণীশর্ক মদ্যোহস্তি চ বেদনাং ॥

নিষপাতা ও টুঙ্গোদপাতা পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নীলবুরু ও পটুলমূল পেষণপূর্বক দ্বুত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে জালগর্জ্জর্ভাণীশর্ক এবং তজ্জনিতা বদন। সদাই নিরারিত হয় ।

অহিপ্তনকেধাত্রাঃ পূর্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ

ত্রিফলাখনিরকাঠৈত্র্যনাং ধারণং সদা ।

করঞ্জত্রিফলাতিষ্ঠৈঃ সর্পিঃ সিক্তং শিশোহিত

রসাঙ্কনং বিশোধনং পানলেপনং হারিতং

অহিণুতনকরোগে প্রথমতঃ পিত্তমৈত্র্যনিবারক দ্রব্যাদি দ্বারা ধাত্বীর শুদ্ধ-
বিশুদ্ধ করতঃ পশ্চাৎ খদিরকাষ্ঠ ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা ত্রণধৌত করিবে ।

ডহরকরঞ্জ, ত্রিফলা ও তিক্তকরসবিশিষ্ট দ্রব্য সহযোগে পাক করা স্নাত
সেবন করিবে ; বিশেষতঃ রসান্ন পান বা প্রলেপ রূপে ব্যবহার করিলে
শিশুদিগের অহিণুতনকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গুণভ্রংশে গুদং স্নেহরভ্যজ্যন্ত প্রবেশয়েৎ ।

প্রবিষ্টং খেদয়েচ্চাপিবদ্ধং গোক্ষায়া ভৃশং ।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতং ।

এতন্নিশ্চিতনির্দিষ্টং নতশ্চগুদনির্গমঃ ।

রক্ষান্নানলচাক্ষেরী বিশ্বপাঠা যবাং যজং ।

তক্রেশীলয়েৎ পায়ুভ্রং সার্তোহনলদীপনঃ ।

গুদঞ্চগব্যবসয়া মুক্ষয়েদবিশুদ্ধিতঃ ।

দুশ্প্রবেশো গুদভ্রংশী বিশত্যাগুনশংসয়ঃ ।

মুষিকাং রসাভির্করৈঃ গুদেসম্যাক্ প্রলেপনং ।

শ্বিন্নমুষিকমাংসেন অথবা স্নেদয়েদ্গুদে ॥

গুদভ্রংশরোগীর গুহদ্বার স্নাত লেহনাদি স্নেহদ্বারা পরিলিপ্ত করতঃ উহা
অতিশীঘ্র গুহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও । উহা প্রবিষ্ট হইলে পবে উহাতে
স্নেদ দিয়া সজ্জিত বোপানবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে ।

কোমলপদ্মপত্র চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, গুহ দ্বার
পুনর্বার বহির্গত হইতে পারে না ।

রক্ষান্ন, রক্তচিটা, চাক্ষেরী, আকনাদী, শুষ্ঠী ও যবক্ষার ; এই সকল
দ্রব্য তক্রসহ সেবন করিলে গুদভ্রংশবোগীর গুহ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ।

বহির্গত মলদ্বারে অশুদ্ধিচিহ্নে গোবসাম ন করিলে অতি দুশ্প্রবেশ
গুদভ্রংশ ও স্নেহ গুহমধ্যে নিশ্চয় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।

মুষিকের বসা দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা কাঁজির সহিত সিদ্ধ ও স্নাতভূষ্ট
মুষিকমাংস দ্বারা গুহদেশে স্নেদ প্রদান করিলে গুদভ্রংশরোগ আরোগ্য
হইয়া থাকে ।

চাক্ষেরীস্নাতং ।—

চাক্ষেরীকোলনদ্বালাগর স্ফারসংস্রুতং ।

স্নতমুৎ কথিতং পেয়ং গুদভ্রংশ রক্ষাপহঃ ।

শুষ্ঠীক্ষারাবত্রকল্কৌ শিষ্টস্ত্রুজবমিষ্যতে ॥

স্নত /৪ চারিসের ; আমকলের রস, শুষ্ককুলের কাথ ও অন্নদধি প্রত্যেকে
/৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—শুষ্ঠ /১০ অর্জসের ও যবক্ষার /১০ অর্জসের ।

যথানিয়মে এই তৈল পাকপূৰ্বক উপযুক্ত যাত্ৰায় সেবন কৰিলে বেদনা-
সংযুক্ত গুদভ্ৰংশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মুষিকাদ্যং তৈলং ।—

ক্ষীরেমহৎ পঞ্চমূলং মুষিকা মন্ত্ৰবৰ্জিতং ।

পল্লতস্মিন্ পচৈতৈলং বাতশ্লোষধ সংযুতং ।

ঔষল্লংশমিদং তৈলং পান্যভ্যঙ্গাং প্রসাধয়েৎ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল ১/২ সের ; অস্ত্রাদিবৰ্জিত মুষিক একটী, দুগ্ধ ১/২ ছইগের ও
জল ১/২ সের । এই সকল দ্রব্য একত্ৰ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে
নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে । এই কাথ এবং ভদ্রবার্বাদিগণের কল্কসহ ১/১
একসের তৈল পাক করিবে । এই তৈল অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলে গুদ-
ভ্ৰংশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্বেদোপনাহো পৰিকৰ্ত্তিকার্যাং কৃত্বাসম্যজ্যায়তেন পশ্চাৎ ।

প্রবেশয়েচ্চৰ্ম্মণনৈঃ প্রবিষ্টৈর্গাংসৈঃ সূক্ষ্মৈকরূপনাংহয়েত্তু ।

শ্বেহশ্বেদৈস্তথৈরেনাং চিকিৎসেদবপাটিকাং ।

নিরুদ্ধ প্রকাশেনাভীং দ্বিমুখীণ কনকাদিজাং ।

ক্ষিপ্ত্বাজ্যভ্ৰাং চুল্লকাদি শ্বেহেন পরিবেচয়েৎ ।

তৈলেন বা বচাদারু গঠৈকসিদ্ধেন চ ত্ৰাহাং ।

পুনঃস্থলতরানাভী দেয়া শ্রোতোবিশুদ্ধয়ে ।

শস্ত্ৰেণ সেবনীং বুদ্ধা স্নিগ্ধা ব্রণবদাচরেৎ ।

স্নিগ্ধক ভোজনং কৃদ্ধদেপোষ ক্রমোমতঃ ॥

পৰিকৰ্ত্তিকারোগীকে প্রথমে যত্নভাজ্য করিয়া বাতয়দ্রব্যদ্বারা শ্বেদ
এবং শালুনাদিদ্বারা উপনাহ প্রদান করিবে । ইহাদ্বারা চৰ্ম্ম মুহু হইলে চৰ্ম্ম
সম্যকরূপে আনয়ন করিবে এবং চৰ্ম্ম আনীত হইলে ঈষৎক্ষণ মাংসদ্বারা উপ-
নাহ করিবে ।

অবপাটিকারোগে শ্বেহ, শ্বেদ, উপনাহ ও চৰ্ম্মানয়ন করিয়া চিকিৎসার
বিধান করিবে । নিরুদ্ধপ্রকাশ ও কৃদ্ধগুদরোগে কণকাদি নিম্মিত দ্বিমুখনল
চুল্লকী (শুশুক) বরাহাদির শ্বেহে ভিজাইয়া গুহ্মধ্যে প্রবিষ্ট করিবে । এবং
বচ, দেবদাক প্রভৃতি কল্ক দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তদ্বারা
অবসেচন করিবে । এইরূপে ৩ তিন দিবস অন্তর শ্রোতোবৰ্দ্ধনার্থ স্থলতরনল
গুহ্মদেহে প্রবিষ্ট করিবে এবং রোগীর সেবনীশিরা পরিত্যাগ পূৰ্বক অস্ত্র-
দ্বারা বিদারণ করতঃ ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে ; ও রোগীকে স্নিগ্ধদ্রব্য সমূহ
ভোজন করাইবে ।

চর্মকীলং জন্তুমণিং মসকাং স্ত্রিলকালকান্ ।
 তৎকৃত্যশস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারান্নিভ্যামশেষতঃ । '
 রুবুনালাভু চূর্ণেন ঘর্ষোমসকনাশমঃ ।
 নির্যোকভস্মবর্ষাদ্ব্যমঃ শাম্যতিদারুণঃ ।
 যুবানপিড়কান্যঙ্গনীলিকাব্যঙ্গশর্করাঃ ।
 শিরাব্যবৈধঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঞ্জনৈন স্তথা ।
 লোমপ্রধান্যবচালেপং স্তারুণ্যপিড়কাপহঃ ।
 তদ্ব্যকোরোচন্যযুক্তং মরিচং মুখলেপনং ।
 সিদ্ধার্থকবচাঃ লোমৈশ্চ বৈশ্চ প্রলেপনং ।
 বমনকং নিহন্তু শৃঙ্গীড়কাযোবনোদ্ভবাং ।
 ব্যঞ্জেষু চার্জ্জ্বলন্দ্র্যামঞ্জিষ্ঠাণামগম্যক্ষিকণা ।
 লেপঃ সনবনীতস্বরাশ্চেতাশ্চ খুরজামগী ।
 রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠা কুঠলোমপ্রিয়ঙ্গবঃ ।
 বটাস্কুরমসুরাশ্চ বৃক্ষস্নান মুখকান্তিদা ।
 ব্যঞ্জন্যং লেপনং স্তুতং রুধিরেণ শশম্যচ ॥

চর্মকীল, জন্তুমণি, মসক ও স্ত্রিলকালক অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করতঃ
 ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা নিঃশেষরূপে দহন করিবে । এরও নালদ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ-
 পূর্বক উক্ত চূর্ণদ্বারা অথবা ক্রমসপে ১ খোলস ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ করিলে
 মসকরোগ নিবাবিত হইয়া থাকে ।

যুবান পীড়কা (বয়স ফোড়া), অঙ্গ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে
 শিরাবৈধ, প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

লোম, ধনিয়া ও বচ ইহাদের প্রলেপ দিলে তৎকাল যুবানপীড়কা এবং
 গোবোচনা ও মরিচ একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা মুখ প্রলেপ দিলে সর্ষবিধ,
 যুবানপীড়কা বিনষ্ট হয় । রাইসরিষা, বচ, লোম ও মৃদঙ্গবলবণ ইহাদের দ্বারা
 প্রলেপ ও বমন করাইলে যৌবনজাত পীড়কা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অর্জুনরন্ধের ছাল অথবা মঞ্জিষ্ঠা পেষণপূর্বক মধু, মিশ্রিত করিয়া
 তদ্বারা প্রলেপ দিলে, কিম্বা খেত অপরাঞ্জিতার গুল ও অগ্নেরশুর দ্বারা
 করিয়া সেই ভস্ম নবনীতসহ মিশ্রণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ
 প্রশমিত হইয়া থাকে ।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোম, প্রিয়ঙ্গু, বটাস্কুর ও মসুর একত্র
 একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা শশকের রক্তদ্বারা প্রলেপ
 দিলে ব্যঙ্গরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কেবলান্ পারমা পিষ্টা তীক্ষ্ণান্ শাঙ্খালী কণ্টকান্ ।
 অলিপ্তং দ্রাহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখং ।
 মনুরৈঃ সর্পিষাপিষ্টৈলিপ্তমান্তং পয়োব্রিঠৈঃ ।
 সপ্তরাত্রাত্তবেৎ সদ্যঃ পুণ্ডরীক দলপ্রভং ।
 মাতুলুঙ্গ জটানর্পিঃ শিলাগোশরুতোরমঃ ।
 মুখকান্তি করোলেপ পীড়কাতিলকালজিৎ ।
 নবনীত গুড়ক্ষৌদ্র কোলমজ্জ প্রলেপঃ ।
 ব্যঙ্গজিহ্বুরুদ্ধং বা ছাগক্ষীর প্রপেষিতা ।
 জাতীফল কণ্ঠলেপো নীলীবাস্কাদি নাশনঃ ।
 সায়ং কটুতৈলেনাভ্যঙ্গ বভ্রপ্রশাধনঃ ।
 কানীয়কোৎ পলাময় দধিসরবদরাহ্ন মধ্যফলীনিভিঃ ।
 লিপ্তং ভবতি চ বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রৈণ ।
 ভবরাহিত্য মৃণ যবচূর্ণ সমষ্টমধিক লোপ্রলেপেন ।
 ভবতি মুখং পবিনির্জিত চামীকরচারু মৌভাগ্যং ।
 রক্ষোম্মসর্বরীদ্রয় মঞ্জিষ্ঠাঠৈগির্দাক্যবন্তপয়ঃ ।
 সিদ্ধেন লিপ্তমান্ ন হৃদ্যদ্বিগ্নিদ্বিভাতি ।
 পারিণত দধিসরপুঞ্জে কুণ্ডাসদলচুষ্ঠ চন্দনোশিতৈঃ ।
 মুখকমল শান্তীকরীভ্রকুণ্ডিতিলকালকাঞ্জয়তি ॥

শিশুলের কটক দুগ্ধের সহিত পেয়ণপূর্বক তদ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে
 তদিনের মধ্যে গদ্বের ঝার মুখে কান্তি হয় এবং মস্তুর ঘৃতসহ পেয়ণপূর্বক
 দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ
 আরোগ্য হইয়া পদ্যপত্রের ন্যায় মুখের কান্তি হইয়া থাকে । ছোলঙ্গনেবুবমূল,
 ঘৃত, মনঃশিলা ও গোময় এই সকল একত্র পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ
 দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং পীড়কা ও তিলকালকরোগ বিনষ্ট হইয়া
 থাকে । নবনীত, পুবাশন গুড়, মণু এবং কুলের আর্ঠির শাঁস এই সকল একত্র
 পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা বকণবৃক্ষের ছাল ছাগদুগ্ধসহ
 শোষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে বিস্তা জাতীফলের কল্ক কটু অর্থাৎ
 সর্বপতৈলসহ মিশ্রণপূর্বক তদ্বারা সায়ংকালে মুখে প্রলেপ দিলে মুখের
 কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং নীলী ও ব্যঙ্গাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । কালাকড়া,
 নীলোৎপল, কুড়, দধিসর, কুলের শাঁস এবং প্রিয়ঙ্গু এই সকল একত্র
 পেয়ণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে ৭ রাত্রির মধ্যেই ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া
 চক্ষুর ঝার মুখের কান্তি হইয়া থাকে ।

ভুষরহিত স্বচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ ইহাদের প্রলেপ দিলে অথবা রক্ষোঃ (খেতমর্ষণ), হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, গেরীমাটী, সূত ও ছাগদুগ্ধ এই সকল পেষণপূর্বক তদ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য হইয়া চক্ষুবৎ মুখের কান্তি হয় ।

পুবাংন দধি, শরপুষ্ণা, নীলোৎপলপত্র, কুড়, রক্তচন্দন ও বেণারমূল এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে পদ্বের জ্বালা মুখকান্তি, ললাটবলী শোভিত এবং তিলকালক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

হরিদ্রা দ্বয়ঘটাংহা কালীয় কুষ্ঠচন্দনৈঃ ।

প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্ম পদ্মক কুম্ভুমৈঃ ।

কপিথতিন্দুকপ্লক বটপত্রৈঃ পয়োম্মিতৈঃ ।

লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলং চাভ্যঞ্জনং পচেৎ ।

পিপ্পলবৎ নীলিকাব্যঙ্গাশ্চিলকাল মুখ দূষকান্ ।

নিত্যমেবীজয়েজ্জ্বলি প্রং মুখং কুর্য্যাম্মনোরমং ॥

হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালাকড়া, রক্তচন্দন, পুণ্ডরীকাকঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাকঠ, কুম্ভুম, করেদবেল, গাব, পাকুড় ও বটপত্র, এই সকল দ্রব্য হুঙ্কের সহিত পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা উক্তদ্রব্য সকলের কল্ক এবং চতুর্ভূষণ দুই সহযোগে নিয়মানুসারে তৈল পাকপূর্বক তদ্বারা অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে পিপ্পলবৎ (জটুল), নীলিকা, বাদ্র, তিলকালক ও মুখ দূষিকা প্রভৃতি রোগ মর্দন বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কনকং তৈলং ।—

মধুকম্য কষায়ণ তৈলম্য কুড়বং পচেৎ ।

কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা চন্দ্রোৎপল কেশটৈঃ ।

কনকং নাগতৈলং মুখকান্তিকারং পরং ।

অভিরামীলিকাব্যঙ্গ শোধনং প্যাম্মার্জিতং ॥

তৈল /১ একসের ; যষ্টিমধুর কাথ /৪০০ গ্রাম এবং কল্কার্থ ;—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১০ একপোয়া যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক মর্দন করিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং অভীক (জটুল), নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

মঞ্জিষ্ঠা তৈলং ।—

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গ যষ্টিমধু ।

কর্ম্মমটিনেরৈতস্ত তৈলম্য কুড়বং তথা ।

আঙ্গং পয়স্তদ্বিগুণং শনৈশ্চ দ্বয়িনাপচেৎ ।

নীলীকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেবনাশয়েৎ ।

মুখং প্রসন্নোপচিতং নাত্রকার্য্য বিচরণং ।

সপ্তরাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কনক সন্নিভং ॥

তৈল ১/১ একসের ; ছাগুদ্রব ১/২ সের এবং কল্কার্থ ;—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, ছোলঙ্গনৈবুরমূল ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে ১/১০ একপোয়া । এই তৈল যথানিয়মে পাকপূর্বক মর্দন করিলে নীলিকা, পীড়কা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় এবং চরাত্রির মধ্যে মুখের কান্তি উজ্জ্বল ও বলী-পলিতাদি দূরীভূত হয় ।

কুঙ্কুমান্যং তৈলং ।—

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা ।

কালীয়ক মুশীরক পদ্মকং নীলমুৎপলং ।

ন্যাফোধপাদাঙ্গক্ষম্যশুঙ্গাঃ পদ্মক্য কেশরং ।

দ্বিপঞ্চমূল সহিতৈঃ কষায়ৈশ্চ মুখকপলৈঃ ।

জলাচকং বিপক্তব্যং পাদশেষে মথোদ্ধরেৎ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পদ্মক্য মধুযষ্টিকা ।

কষ্যপ্রমাতৈরৈতৈস্ত তৈলকু কুড়বং তথা ।

অজাকীরং তদ্বিশুণং শূন্যেয় দ্বিগুণা পচেৎ ।

সম্যকপকং পরং ছেতুমুখবর্ণ প্রসাদনং ।

নীলিকা পিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ।

সপ্তরাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কনক সন্নিভং ।

কুঙ্কুমান্যং তৈলং মণ্ডিত্য নির্মিতং পুরা ॥

তৈল ১/১ একসের ; ছাগুদ্রব ১/২ দুইসের । কাথার্থ ;—কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালাকড়া, বেণারমূল, পদ্মকাঠ, নীলোৎপল, বটেশুঙ্গা, পাকুড়ের শুঙ্গা, পদ্মকেশর এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চতুর্ভাগ্য পাকার্থ জল ১৬ ঘোলসের, শেষ ১৪ চারিসের । কল্কার্থ ;—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে ১/১০ একপোয়া । এই তৈল যথাবিধানে পাকপূর্বক অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে সপ্তরাত্রির মধ্যে মুখের উজ্জ্বল শোভা হয় এবং উহা দ্বারা নীলিকা, পীড়কা ও ব্যঙ্গ রোগ আরোগ্য হয় । এই তৈল স্বর্ষকদ্য অশ্বিনীকুমার কর্তৃক নিৰ্মিত জানিবে ।

কুঙ্কুমান্যং তৈলং ।—

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনং ।

কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গমকেশরং ।
 কুসুমং মধুযক্ষী চ ফলিনি মদয়ন্তি চ ।
 নিশেদ্বেরোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা ।
 কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈ রেতৈরক্ষ সমৈর্ভিষক্ ।
 লাক্ষারসপরোভ্যাঞ্চ তৈলগ্রহং বিপাচয়েৎ ।
 কুসুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমং ।
 করোতি বদনং সদাঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদং ।
 সৌভাগ্যলক্ষ্মীজনন বশীকরণমুত্তমং ॥

তিলতৈল /৪ চারিসের ; লাক্ষার কাথ /৮ আটসের ও গবাহুক্ষ /৮ আটসের । কল্কার্থঃ—কুসুম, কিংশুক, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালাকড়া, পদ্মকাঠ, ছোলঙ্গমের মূল ও কেশর, কুসুমফুল, যক্ষিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মল্লিকাপুষ্প, হরিদ্রা, দাকহিঃদ্রা, পদ্মপুষ্প, উৎপলপুষ্প, মনঃশিলা, গোরোচনা এবং কাকোল্যাদিগণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের । যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক অঙ্গে মর্দন করিলে মুখের কান্তি অর্ণের জায় এবং শরীরের পুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তি বর্দ্ধিত হয় । পরন্তু ইহা লক্ষ্মীপ্রদ, সৌভাগ্যজনক ও উত্তম বশীকরণালিয়া জানিবে ।

বর্ণকম্পিতং ।

মধুকং চন্দনং কঙ্কঃ সর্বপং পদ্মকং তথা ।
 কালীয়কং হরিদ্রাচ লোথ্রমৈভিশ্চ কল্কিতৈঃ ।
 বিপাচেদ্বিস্বতং বৈদ্য স্তম্ভপকং বস্ত্রগালিতং ।
 পাদাংশ কুসুমং সিক্তং ক্ষিপ্ত মন্দানলে পচেৎ ।
 তৎ সিদ্ধং শিশিরেনীরে প্রক্ষিপ্য ককর্বয়েভতঃ ।
 তদেববর্ণকং নাম স্বতং বস্ত্র প্রমাণনং ।
 অনেনাভ্যাং সলিপ্তং হি বলীভূতমী ক্রমাৎ ।
 নিফলক্ষেন্দুবিষাভং স্যাদ্বিলাসবতী মুখবৎ ॥

যক্ষিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্ক (কাওনীদান), সর্বপ, পদ্মকাঠ, কালীয়কাঠ, হরিদ্রা ও লোথ্র এই সকল বস্ত্র উত্তমপ্রকার কুটিত করতঃ /৪ শিরিসের স্বত সহ পাক করিবে । অঙ্গপঞ্জল অবশিষ্ট থাকিতে স্বত নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে । তৎপরে উহাতে স্বতের চতুর্থাংশ কুসুম ও মোম প্রদানপূর্বক পাক সমাপ্ত করিয়া লইবে । পরে উক্ত স্বতসহ পাত্রটী শীতলজলর মধ্যে রাখিবে এবং শীতল হইলে স্বত গ্রহণ করিবে । এই বর্ণক স্বত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং উহা মুখে লেপন

করিলে বলীপলিত বিনষ্ট হয়। বদন নিম্নলঙ্ঘ চন্দ্রবিশেষরক্তায় স্নাকান্তি সমন্বিত হয় ।

অরুংষিকার্যাং রুধিরেহবসিস্তে সিরাব্যাধে নাথজলোকসাবা ।

নিষাধুমিস্তে শিরসি প্রলেপো দেয়োহশ্ববর্জোবসং সৈন্ধবাভ্যাং ।

পুরাণমথপিণ্যাকং পুরীষং কুক্কটস্য বা যুত্রপিষ্টিং

প্রলেপোহয়ং শীত্ৰং হন্যাদরুংষিকাং ।

অরুংষিষ্মং ভৃষ্টকুষ্ঠং চূর্ণং তৈলেন সংযুতং ॥

অরুংষিকারোপে শিরাবেধ অথবা জৌকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা বিশেষ এবং নিষের অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্রাথদ্বারা মস্তক ধোত করিয়া, ঘোটকের বিষ্ঠার রস, ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করতঃ মস্তকে প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য ।

পুরাতন তিলের খইল অথবা কুক্কটের বিষ্ঠা গোমূত্রসহ পেয়ণপূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে, অথবা ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণ তৈলময় মিশ্রণপূর্বক মস্তকে মর্দন করিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হয়। থাকে ।

দ্বিহরিদ্রা তৈলং

হরিদ্রাদ্রব্যভূমিষ ত্রিফলারিষ্টেন্দনৈঃ

এততৈল মরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনেনহিতং ॥

তৈল ৪ চারিসের ; জল ১৬ সের এবং কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মছাল ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে ১ একসের ; যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক অভ্যঞ্জন করিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হয় ।

দারুণেতু শিরাং বিদ্যোং স্নিদ্ধভিন্নাং ললাটজাং ।

অবপীড়াশিরোবস্তি নভ্যঙ্গাং শ্চাবতারয়েৎ ।

কোদ্রবাণাং তৃণদ্রাকারপানীয়ং পরিধারণে ।

কার্যোদারুণে মূর্চ্ছি প্রলেপো মধুসংযুতঃ ।

পিরালবীজকুক্কট মাংসৈঃ সসৈন্ধবৈঃ ।

কাঞ্জিকস্তদ্রসপ্তাহং মাষাদারুণকাপহা ।

সহনীলপাংল কেশর যষ্টিমধুতিলৈস্ত সদৃশ মাংসলকং ।

চিঙ্গীতমপিচ শীর্ষে দারুণরোগং শমনং নয়তি ॥

দারুণ (উদ্ধিখকা বা খুফনী) রোগ প্রথমতঃ স্নেহ ও শ্বেদ প্রদানপূর্বক ললাটস্থিত শিরাবেধ করিবে এবং অবপীড়ন নস্ত, পূর্বোক্ত দ্বিহরিদ্রাতৈল দ্বারা শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা বিধান করিবে এবং দোষো ধাত্তের তৃণ দক্ষ করিয়া দারুজল প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা মস্তক ধোত করিবে ।

পিপ্পলবীজ, যষ্টিমধু, কুড় ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা অথবা মাষকলাই কাঁজিতে ৩ সপ্তাহ অর্থাৎ ২১ দিবস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া পেষণপূর্বক তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে দাক্ষণকরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

নীলোৎপলেরকেশর, তিল, যষ্টিমধু ও আমলকী এই সকল ত্রয়া পেষণপূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে বহুকালজাত দাক্ষণক রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রিফলায়া রজোমাংসী মার্কবোৎপলশারিবেঃ ।

সমৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈল মভ্যঙ্গাদ্দুকিথকাং জয়েৎ ॥

তিলতৈল /৪ চারিসের ; জল ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ;—ত্রিফলাচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে সমস্তে /১সের । এই তৈল পাকপূর্বক মস্তকে মর্দন করিলে দাক্ষণকরোগ বিনষ্ট হয় ।

চিত্রকং দন্তিমূলং কোণাতকী সমন্বিতং ।

কল্কং পিষ্টাং পচেত্তৈলং কেশশত্রু বিনাশনং ॥

তৈল /৪ চারিসের ; জল ১৬ সের এবং কল্কার্থ ;—রক্তচিতা, দন্তিমূল ও ঘোষাকল সমভাগে সমস্তে /১ একসের, এই তৈল পাকপূর্বক মস্তকে মর্দন করিলে কেশদ্রব্ধীয় মস্তকে রোগ নিবারিত হয় ।

গুণ্ডাকৈলং ।—

গুণ্ডাকৈলঃ শূতং তৈলং ভৃঙ্গরাজ রমেনতু ।

কণ্ডু দারুণং হৃৎকুষ্ঠ কপালবোধ্যধিনাশনং ॥

তৈল /৪ চারিসের ; ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের এবং গুণ্ডাকলের কল্ক /১ একসের । এই তৈল পাক করিয়া মর্দন দ্বারা কণ্ডু, দাক্ষণক, কুষ্ঠ ও কপাল-কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভৃঙ্গরাজতৈলং ।—

ভৃঙ্গরাজস্ত্রিকলোৎপলশারি লৌহপুমীষ সমন্বিতকান ।

তৈলমিদং পচদারুণং হারিকুঞ্চিকং কেশ-অনুস্থিরকারি ॥

তৈল /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ;—ত্রিফলা, উৎপল, আত্মাশ্বিও মণ্ডুর । যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে দাক্ষণক রোগ বিনষ্ট হয় এবং কেশ কুণ্ঠিত, ঘনত্ব ও স্থিরত্ব জন্মিয়া থাকে ।

প্রপৌণ্ডরীকমধুকং পিপ্পলী চন্দনোৎপলৈঃ ।

কার্ষিকৈস্তৈল কুড়বস্তুদ্বিরামলকীরমঃ ।

মাধ্যঃ সংপ্রতিমর্ষম্যাৎ সর্বশীর্ষগদাপহঃ ॥

তৈল ১ একসের, আমলকীরস ১/২ সের এবং কল্কার্থ—পুণ্ডুরিয়া-
কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও উৎপল প্রত্যেকে ২ তোলা যথাবিধানে
তৈল পাক করিয়া তদ্বারা নষ্ট গ্রহণ করিলে ঈর্ষপ্রকার শিরোরোগ
নিবারিত হইয়া থাকে ।

মালতীকরুবীরাগ্নিনক্তমালবিপাচিতং ।

তৈলমভ্যাঞ্জে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং স্মৃতং ।

ইদং স্মারিতং হস্তি দারুণং নিয়তং নৃণাং ॥

তৈল ১ একসের ; গোমূত্র ১/৪ চারিসের এবং জাতীপত্র, করবীর, রক্ত-
চীতা ও করঞ্জ সমভাগে সমস্তে ১০ একপোয়া । যথাবিধানে তৈল পাক
করিয়া মর্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও দাক্ষণ্য রোগ আরোগ্য হইয়া
থাকে ।

পাত্ৰাত্ম মজ্জলেপাং স্যাৎ হিরোবাশিকেশত !

ইন্দ্রলুপ্তেশিরাং বিদ্ধাশিলাকানীশতুর্ধকৈঃ ।

লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈঃ তৈনং চাভ্যাঞ্জে হিতং ।

কুটুভুচং শিখীজাতী করঞ্জকরবীরজঃ ॥

আমলকী ও আমের আঠির নাম পেয়ণপূর্বক তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ
দিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনষ্ট হয় । কিম্বা ইন্দ্রলুপ্তঃ স্মারিতস্ম শিরা-
বেধ করিয়া মনঃশিলা, হিরাকম ও তুঁতে একত্র পেয়ণপূর্বক তদ্বারা মস্তকে
প্রলেপ দিলে ; অথবা কৈবর্তমূতক, কটুচিটারগুল, জাতীপত্র, করঞ্জ ও
করবীরগুল ইহাদের কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক পূর্বক তদ্বারা অভ্যাঞ্জন
করিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অবগাঢ় পদকৈব প্রচ্ছয়ত্র পুনঃ পুনঃ ।

গুঞ্জাকলৈশ্চিরং লেপে কেশভূমিং সমন্ততঃ ।

হস্তিদন্তমসীংকৃত্রা মুখ্যকৈব রসাজ্জনং ।

রোমান্যানেনজানন্তে নৃণাং পানিতলেষপি ।

ভল্লাতক বৃহতীকলগুঞ্জামূল ফলেভ্যএকৈকেন ।

মধুসহিতৈবিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং নয়তি ।

বৃহতীকলরসপিষ্টং গুঞ্জাকলমূলেন্দ্রলুপ্তম্য ।

কনকানিঘৃষ্য সতো দাতব্যং প্রহিতস্যাদদা ।

ঋতস্যাকর্কশৈঃ পটৈরিন্দ্রলুপ্তম্য গুঞ্চনং ।

চুর্ণিতৈর্মরিচৈঃ কার্যমিন্দ্রলুপ্ত বিনাশনং ।

ছাগক্ষীররসাজ্জনপুটদধগজেন্দ্রদন্তমসীলিপ্তং ।

জায়ন্তেসপ্তরাত্রাৎ খন্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ ।

মধুকেন্দীবরমূর্কীতিলাক্তে গোক্ষীরভৃঙ্গলেপনং ।

অগ্নিরাশ্ত্রবন্তি কেশাঘন দৃঢ়মূল্যতানুজবঃ ॥

ইন্দ্রলুপ্তস্থান স্থী প্রভৃতি দ্বারা বারবার পুচ্ছন (আলেখন) করতঃ ঐ স্থলে রক্তগুণ্ডা ফল পেষণপূর্বক তদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে ; অথবা দক্ষ হস্তিদন্তের মসী (কালী) ও রসাজ্ঞন একত্র মিশ্রণ পূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে, কিম্বা ভেলাররস, বৃহতীফলের রস, গুণ্ডামূল ও গুণ্ডাফল ইহাদের যে কোন একটি মধুসহ মিশ্রণ পূর্বক তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কনকধূতুরাকলের কাটা অথবা অস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রলুপ্ত স্থল পুনঃ পুনঃ পুচ্ছন (বিলেখন) পূর্বক পক্ষ বৃহতীফলের রস গুণ্ডামূল বা গুণ্ডাফল সহ পেষণ পূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে, অথবা ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) স্থান কর্কশ পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ পূর্বক সেইস্থলে মরিচচূর্ণ মর্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

মস্তকের সমস্তকেশ উঠিয়া যাইলেও ছাগছক্ষ, রসাজ্ঞন ও পুটদক্ষ হস্তি-দন্তভষ্ম একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ৭ সাত দিবসের মধ্যেই মস্তকে পুনরায় কুঞ্চিকা কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

যক্ষিমধু, নীলোৎপল, স্থীমুখী, তিল, মৃত, গব্যছক্ষ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্বক তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে অঙ্গকালের মধ্যেই কেশ দৃঢ়মূল, ঘন, আয়ত ও কুঞ্চিকা হইয়া থাকে ।

অু হাদ্যাং তৈলং ।—

অু হীপয়ঃ পয়োহর্কস্য মর্কিবোলাঙ্গলীবিষং ।

মুহুর্মাংসং মগোগুত্রং বক্তিসংসেদবারুণী ।

সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং ত্র্য বিপাচিতা ।

বহ্নিনামুদ্রনা পঞ্চং তৈলং খাণ্ডিত্য নাশনং ।

কুর্গপৃষ্ঠসমানাপি রক্ষাযানোষতঃ পরী ।

দিষ্টদামানেন জায়ন্তে রক্ষাশারীরলোমশা ॥

তৈল ৮ চারিসের ; গোমুত্র ৪ সের, ছাগীমুত্র ১ সের এবং কল্কাস মনসাসীজের ও আকন্দেরক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, বিষলাঙ্গলিয়ার, রাখালশসারমূল, শ্বেতসর্ষপ, লতাকটকী ও গুণ্ডামূল সমভাগে সমস্তে ১১ সের । যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বটাবরোহকেশীনেয়া শূর্ণেনাদিত্য পাচিতং

গুড়ুচীস্বরসে তৈল মভ্যজাৎ কেশরোহনং ॥

বটাকুর ও ভূতকেশী, (কেহ কেহ জটামাংসী ব্যবহার করিতে বলিয়া থাকেন) চূর্ণ এই দুই দ্রব্যের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রার গুলঞ্চের স্বরসের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যাপক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে ইক্ষুলগু ও খালিতা আরোগ্য হইয়া মস্তকে কেশ প্রসূত হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্যং তৈলং । —

চন্দনং মধুকং ঘূৰ্ণা ত্রিফলা নীলমুৎপলং ।
কান্তাবটাবরাহশ্চ গুড়চী বিষমেবচ ।
লৌহচূর্ণং তথাকেশী শারীবে দ্বৈ তথৈবচ ।
মার্কবস্বরসে নৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ।
শিরস্যাং পতিতাঃ কেশা জায়ন্তে কল্ককিতাঃ ।
দুচমূলশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ তথা ভ্রমর সন্নিভাঃ ।
নমোন্মাকালপলিতং নিহন্যাত্তৈল মুত্তমং ॥

তৈল ১৪ চারিসের, ; ভূঙ্গরাজের স্বরস ১৬ ঘোলসের এবং কল্কার্থ—
রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, ঘূৰ্ণা, ত্রিফলা, নীলোৎপলা, প্রিয়ঙ্গু, বটাকুর, গুলঞ্চ,
মুগাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, অনন্তমূল ও শাণালতা যথাবিধানে এই তৈল
পাকপূৰ্ব্বক মস্তকে মর্দন করিলে মস্তকে উৎপন্ন হইয়া ঘন, কুঞ্চিত,
দুচমূল ও ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ইহা নষ্ট গ্রহণ করিলে অকালজাত
পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে।

তৈলং যষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরৈর্ধাত্রীফলৈঃ স্মৃতং ।
নমোদন্তং জনয়তি কেশানাশশাশ্রু নিচাপাশা ।
ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহভঙ্গরজঃ সমং ।
অবিমূত্রৈণ সংযুক্তং ক্ষুণ্ণীকরণ মুত্তমং ।
ত্রিফলা চূর্ণ সংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিষ্কিপেৎ ।
ঈষৎ পক্ নাগ্নিকৈল ভঙ্গরাজ রসান্বিতে ।
মাষমেকস্ত নিষ্কিপ্য সম্যগ্গর্ভাৎ সমুদ্ধরেৎ ।
ততঃ শিরোনুগুণিত্বালেপং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ ।
সংবেষ্ট্য কদলী পট্টৈর্ঘোচয়েৎ সপ্তমেদিনে ।
ক্ষলয়েৎ ত্রিফলাকাঠৈঃ ক্ষীরমাংস রসাননং ।
কপালরঞ্জনকৈব কৃষ্ণীকরণ মুত্তমং ॥

যষ্টিমধুর কল্ক, দুগ্ধ ও আমলকীর রস সহ তৈলপাকপূৰ্ব্বক নষ্ট গ্রহণ
করিলে কেশ ও শাশ্রু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিফলা, নীলবুড়াপত্র, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনের মধ্যে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ত্রিফলাচূর্ণ এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস একত্র করিয়া একটী নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ নারিকেল তুলিয়া উহার মধ্যস্থ ঔষধ সকল গ্রহণপূর্বক মস্তকমুণ্ডন করতঃ তদ্বারা লেপনপূর্বক মস্তকটী কদলীপত্র দ্বারা বেঁটন করিয়া রাখিবে এবং সপ্তাহপরে মস্তকের বন্ধন মোচনপূর্বক ত্রিফলার কাথে মস্তক ধোত করিবে এবং রোগীকে দুগ্ধ ও মাংসরস সহ অন্নপথ্য করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শুক্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কপালে সুরঞ্জিত হইয়া থাকে।

উৎপলং পরমামার্কিঃ মাংসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ ।

কেশানাং বৃদ্ধীকরণং স্নেহনঞ্চ বিশেষতঃ ।

ভৃঙ্গপুষ্পং জই পুষ্পং মেঘদুগ্ধং প্রপেষিতং ।

ভেটনৈবালোড়িতং সমাক্ পাত্রস্বং ভূম্যধঃ কৃতঃ ।

সপ্তাহদুহিতং পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ রসেন তু ।

আলাড্যাভাস চর্শিরো বেক্তরিভা রশেষ্ণিশাং ।

প্রাতস্ত কালনং কার্য্য মেবংসাম্মুর্দ্ধিরঞ্জনং ।

এবং সিনুরবা নাত্র ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া ॥

নীলোৎপল এবং দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করতঃ লৌহপাত্রে রাখিয়া ১ মাস পর্য্যন্ত যুতিকার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে এক মাসান্তে উক্ত ঔষধ তুলিয়া তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শুক্রবর্ণ কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ ও সুরঞ্জিত হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প মেঘদুগ্ধে পেষণপূর্বক উক্ত দুগ্ধদ্বারা আধুত করিয়া, অথবা সিন্দুর, কচি আশ্রের চূর্ণ ও শঙ্খনাভিচূর্ণ একত্র করতঃ ভৃঙ্গরাজের রসে পরিপাক করতঃ লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্বক ৭ দিবস পর্য্যন্ত মার্টির মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তদনন্তর সপ্তাহান্তে উহা উত্তোলনপূর্বক ভৃঙ্গরাজের রসে আলোড়িত করিয়া তদ্বারা মস্তক প্রলিপ্ত করতঃ কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বেঁটন করিয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথ দ্বারা মস্তক ধোত করিয়া কেলিবে। ইহাতে শুক্রবর্ণ কেশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

নরদুগ্ধশঙ্খচূর্ণং কাঞ্জিকসহিত হি সীমকং ঘৃষ্টম্ ।

লেপাৎ কচানকদলোবরুদ্ধান্শুভ্রান্ করোতিং নীলবান্

লৌহমলমেলকৈল্কঃ সজ্জবাকুত্মৈ নরৈঃ সদাস্মরী ।

পলিতানীহনপশ্যতি গজাস্মরীব নরকানি ।

নিষম্যবীজানীহভাবিতানি ভৃঙ্গস্য তোয়েনতথাসমস্য ।
তৈলস্ত তেষাং বিনিহন্তিনস্যং দুষ্কারভোক্তুঃ পলিতং সমূলং ।
নিষম্য তৈলং প্রকৃতিস্বমেব নস্তোনিমিক্তং বিধিনা যথাবৎ ।
মাষেণ গোক্ষীরভূজোনবস্য জরাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি ।

ক্ষীরাৎ সমাবরবমাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে ।

তৈলস্য কুড়বং পঞ্চং তনুমাং পলিতাপহং ॥

নারীভৃঙ্গ, শঙ্খচূর্ণ ও সীসক এই তিনদ্রব্য কাঁজির সহিত মিশ্রণপূর্বক তদ্বারা কেশ প্রলিপ্ত করতঃ আকন্দের পাতা দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে । ইহাতে কেশ নীলবর্ণ হইয়া থাকে ।

মণ্ডুর, আমলকী ও জবাপুষ্প একত্র পেয়ণপূর্বক তদ্বারা মস্তক লেপন করতঃ স্নান করিলে বলীপলিতাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নিষের বীজ ৭ দিন পর্য্যন্ত ভৃঙ্গরাজের রস এবং ৭ দিন পর্য্যন্ত পীত-শালের রসে ভাবনা দিয়া নিষীড়নপূর্বক উহার তৈল গ্রহণ করিবে । দুষ্কার-ভোজী হইয়া উক্ত তৈল দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে পলিতাদি বিনষ্ট হয় । ভাবনা ব্যতিরেকে নিষবীজের তৈল গ্রহণপূর্বক তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে একমাসের মধ্যে জরাগ্রভূত পলিতাদি নিবারিত হয় ।

তৈল /১ সের ; ভৃঙ্গ /৪ সের ; ভৃঙ্গরাজের রস /৪ সের এবং বন্ধার্থ—
যক্ষিমধু চতোলা (/১০ অর্দ্ধপোয়ণ) ; যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক
• তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে অকালপ্ৰলত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মহানীলতৈলং ।—

আদিত্য বলীমূলানি কৃষ্ণীমৌবীরকম্যাচ ।

মার্কবং কাঁকমার্চি চ মধুকং দেবদারু চ ।

পুণ্ড্রদধপলাংগানি শিপ্পল্যাংস্বিকলাঞ্জলং ।

প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোপ্তং কক্যা গুরুংপলাং ।

• আত্মাহ্বিকন্দমঃ কক্যা মূলানি রক্তচন্দনং ।

নীলীভল্লাতকাহীনি কাশীশং মনয়ন্তিকা ।

সোমরাজ্যা শনঃশস্ত্রং কৃকোপিণ্ডিত চিত্রকো ।

পুষ্পান্যর্জুনকাশ্যাকাশ্র জম্বু ফলানিচ ।

পৃথক পঞ্চপটলভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ ।

বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরস চতুর্ভুগং ।

কুর্য়াদাদিত্য পাকং বা যাবচ্ছুষ্মা ভবেদ্ভসঃ ।

লেপনপদ্ধতিঃ —

পানে নস্তক্রিয়াস্বক শিরোভ্যাঙ্গে তথৈবচ ।

এতচ্চ স্ব্যামাযুয্যং শিরসঃ সর্বরোগনুৎ ।

মহানীলমিতিখাতং পলিতম্ব মনুভবং ॥

বহেড়ার তৈল। ৬ ষোলসের, আমলকীর রস ৬৪ চৌকটি সের, এবং কল্কার্শ্ব—সূর্য্যাবর্তমূল, নীলনিষ্ঠামূল, ভৃঙ্গরাজ, কাকশাটী, যক্ষিমধু ও দেবদারু প্রত্যেকে ১০ পল এবং পিপুল, ত্রিফলা, রসায়ণ, পুণ্ড্রিরাকার্ক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাশুক, উৎপল, আমের আঁঠির শাঁস, পদ্মমূলের কর্দম, পদ্মমূল, রক্তচন্দন, নীলবুহা, তেলার বীজ, হিরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোম-রাজীবীজ, পীতশাল, কাললৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্পমদনফল, কৃষ্ণপুষ্পরক্তচিটা, অর্জুনপুষ্প, গাভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেকে ৫ পল। এই তৈল যথানিয়মে অমিসস্তাপে অথবা সূর্য্যাস্তাপে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল দ্বারা নস্ত অথবা মস্তক অভ্যাস করিলে চক্ষুর তেজঃ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং সর্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই “মহানীল” নামক তৈল সর্বোত্তম পলিতমাশক বলিয়া জানিবে।

ভৃঙ্গরাজরসেপক্কং শিথিপিভেন কল্কিতং ।

যুতং নস্যেনপলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ ॥

যুত ১/৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ ষোলসের এবং ময়ূরের পিণ্ড ১/১ একসের, যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্বক তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে পলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঞ্জিকপিষ্টশেলুফলমজ্জনিমজ্জি লৌহগে ।

ষদর্কতাপাৎ পতিতি তৈলং তন্নস্যাক্ষণাৎ ।

কেশানীলানি সঙ্কাগাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধাঃ ভবন্তিচ ।

ময়ন শ্রবণ গ্রীবাভ্যন্তরোগাংশ্চ হন্তদঃ ।

কাশীশং রোচনাভূলাং হরিভালং রসায়ণং ।

অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোহয়ং রষণকচ্ছ হিপ্তরোঃ ॥

শেলু (চালিতা) ফলের মজ্জা কাঞ্জিক সহ পেয়ণপূর্বক একটী সচ্ছিন্ন লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্বক রৌদ্রে রাখিয়া দিলে উহা হইতে লৌহপাত্রের নীচে চুয়াইয়া যে তৈল পতিত হইবে সেই তৈলের সম্য অথবা অভ্যাস করিলে মস্তকের কেশ সকল নীলবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয় ; এবং চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, গ্রীবারোগ ও মস্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিভাল ও রসায়ণ এই সকল কাঞ্জিক সহ পেয়ণপূর্বক প্রলেপ দিলে রষণকচ্ছ ও অহিপ্তনরোগ নিরাসিত হয়।

পটোলপত্রং ত্রিকলা রসাজ্জন বিপাচিভং ।

পীতং স্নাতং বাশয়ন্তি কৃচ্ছ্রামপ্যাহিপূতনাং ॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও রসাজ্জন এই সকল কঙ্ক-
দ্রব্য সহ উপযুক্ত পরিমাণে তৈল পাকপূর্বক তাহা পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য
অহিপূতনকরোগ অতি সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

রজনীমার্কবৎ মূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা ।

ত্বলাং হস্তিবিমর্পং লেপাদ্বরাহদশনাস্বরং যোরং ॥

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ ।

হরিদ্রা এবং ভৃঙ্গরাজের মূল একত্র শীতল জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা
শরীরে প্রলেপ দিলে বিমর্প ও শূকরদংষ্ট্রকরোগ বিনষ্ট হয় ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ মুখরোগাধিকাঃ

শিরোবিরেচনং ধূমঃ শ্বেদঃ কবড্ধধারণং ।

হুতরক্তে প্রয়োক্তব্য মোষ্ঠরোগে কফাত্মকে ।

ত্রি কটু স্বর্জিকাকারঃ ক্ষারশ্চ যাবশুকজঃ ।

ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্য মেতচ্চ প্রতিসারণং ।

বেধং দিরালবণং তিক্তস্যপানং রসভোজনঞ্চ ।

শীতান্ প্রলেপান্ পরিষেচনঞ্চ পিত্তোপসৃষ্টেষধরেষু কুর্য্যাত্ ।

পিত্তরক্তোভি ঘাতোথান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ ।

পিত্তবিদ্রুধিবচ্চাপি ক্রিয়াকুর্য্যাদশেষতঃ ॥

কক্ষজাত ওষ্ঠরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শিরোবি-
চন, ধূমপান, শ্বেদ ও কবলধারণ প্রয়োগ করিবে ।

ত্রিকটু, সারিকার ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক ম-
• সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা প্রলেপ দিলে কক্ষজাত ওষ্ঠরোগ নিবারি
হইয়া থাকে ।

পিত্তাধিক্য ওষ্ঠরোগে শিরোশ্বেদ, বমন, বিরেচন, তিক্তকষ্মত ও মাংস-
শীতল প্রলেপ ও পরিষেচন ব্যবস্থা করিবে ।

পিত্তরক্ত ও অভিজাত নিমিত্তিক ওষ্ঠরোগে জৌকদ্বারা রক্তমো-
করিয়া পৈত্তিক বিদ্রুধিরোগের ভ্রায় চিকিৎসা করিবে ।

ওষ্ঠ প্রকোপে বাতোথৈ শালুনেনোপনাহয়েৎ ।

মস্তিষ্কে চৈবনমোচ তৈলবাত হরেন্নভং ।

স্বেদোভাস্নেহপানং রসায়ন মিহেষ্যতে ।

শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্গুলুং সুরদারু চ ।

যষ্টিমধুক চূর্ণক বিদধ্যাৎ প্রতিসাধনং ॥

বাতজন্ম ওষ্ঠরোগে শালুন স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং ভদ্রদারুদিবাত-নাশক দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া তদ্বারা শিরোবস্তি ও নখ প্রয়োগ করিবে।

সর্ববিধ ওষ্ঠরোগে স্বেদ, তৈলাভাস্ন, স্নেহপান ও রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এবং লোবান বা মোম, ধূনা, গুগ্গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ রোগীর ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে।

মেদোজ্জস্বেদিত্তে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনোহিতঃ ।

প্রিয়ঙ্গুত্রিফলা লোধঃ সফোদ্রং প্রতিসারণং ।

হিতকত্রিফলাচূর্ণং যুযুক্তং প্রলেপয়েৎ ।

তৈলাক্তং সর্জ্জচূর্ণক জলধৌত মনেকধাপিচ ।

লেপতোবহুধা দুষ্টে মোষ্ঠক্ষু টণ নাশনং ।

সর্জ্জকনক গৈরিকধান্যক স্নাত তৈল সিন্ধুসংযুক্তং ।

সিদ্ধং সিক্তক মধুরে ক্ষু টিতোচ্চাটিতং ব্রণং হরতি ॥

মেদোজ ওষ্ঠরোগে স্বেদ, ভেদ, শোধন এবং অগ্নিকর্ম প্রয়োগ করা কর্তব্য।

প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, লোধ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা ত্রিফলাচূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ওষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধূনা চূর্ণ তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া অনেকবার জলদ্বারা ধৌত করতঃ তদ্বারা ওষ্ঠে প্রলেপ দিলে ওষ্ঠক্ষু টণ আরোহিত হয়।

ধূনা, স্বর্ণগৈরিক, ধমিয়া, স্নাত, তৈল, সৈন্ধবলবণ ও মোম এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ওষ্ঠে বা অধরে ক্ষু টিত ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রুহত্যাস্ত ফলং পিষ্টা সর্পিষা সহদাহয়েৎ ।

অম্যধূমো মুখে নৈব কার্ষোদন্ত বজ্রীপহঃ ।

নীলবায়স জংঘাস্ক বজ্রীণাং মূলমৈকৈকং ।

সচব্য দশনং ক্রিমি পাতনং সদ্যঃ ।

দন্তশূল ক্রিমিহরং বাসায়ুলস্য চর্বণং ।

বীজপূরকায়ুলস্ত বাণ্ডজীবীজসংযুতং ।

বভ্রীকৃতং দন্তদন্তং ক্রিমিদন্তক নাশনং ।

!স্নু ইকরোর্ব্বা দুন্ধেন দন্তছিদ্রং প্রপূরয়েৎ ।

ফলান্যাম্লানি শীতাম্লরুক্ষান্নং দন্তধাবনং ।

তথাতি কঠিনাভ্যঙ্গ দন্তরোগং বিবর্জিতং ॥

ব্রহ্মতীর ফল স্তমহ পেষণপূর্ব্বক দন্তমূলে প্রয়োগ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয় ।

নীলবুড়া, কাঁকাজুয়া, মনসাসীজেরমূল এবং হাড়ঘোড়ারমূল ; ইহাদের যে কোন একটী গ্রহণপূর্ব্বক চর্ষণ করতঃ দন্তে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে । বাসকেরমূল চর্ষণ করিলেও দন্তমূলের ক্রিমি-সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ছোলঙ্গনেবুরমূল এবং সোমরাজীবীজ একত্র পেষণপূর্ব্বক বর্ষিত প্রস্তুত করতঃ দন্তমূলে প্রয়োগ করিলে ক্রিমিদন্তরোগ বিনষ্ট হয় । অথবা মনসাসীজের ক্ষীর বা আকন্দের ক্ষীরদ্বারা দন্তমূলের ছিদ্র পূরণ করিলে দন্তের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অন্নফল সকল, শীতলজল, রুক্ষ অন্ন, দন্তধাবন এবং কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল দন্তরোগী পরিত্যাগ করিবে ।

মাক্ষিকং পিপ্পলী মর্পির্ষ্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে ।

দন্তশূলং হরং প্রোক্তং প্রধানমিদমোষধং ।

মরিচাতি বিষাপাঠা বচাকুষ্ঠা ক্ষুদৈদন্তথা ।

ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সন্ধিস্থৈঃ গলশুষ্ঠীঃ প্রঘর্ষয়েৎ ।

উপজিহ্বাং তথাহন্তি গলশুষ্ঠী মণেশতঃ ।

গলশুষ্ঠী হরং তন্তঃ শেফালী মূলচর্ষণং ॥

** মধু, পিপুলচূর্ণ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল শিবারিত হইয়া থাকে । ইহা দন্তশূলরোগের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে ।

মঞ্জিষ্ঠা, অঁতৈস, আকনাদী, বচ, কুড় এবং টৈম্বলবলণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করতঃ গলশুষ্ঠীতে ঘর্ষণ করিলে উপজিহ্বা ও গলশুষ্ঠী-রোগ নিবারিত হয় । অথবা শেফালিকা (শিউলি) মূল চর্ষণ করিলেও গলশুষ্ঠীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সাধ্যানাং ষোহিণীনাস্তি হিতং শোণিত মোক্ষণং ।

ছর্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডুয়োত্রণকর্ষচ ।

বাতিকীন্তু গতেরন্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥

সাধ্যরোহিণীরোগে রক্তষোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডু বধারণ ও ত্রণ-

বিহিত কর্ম প্রযোজ্য । এবং বাতিক রোহিণীরোগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে মৈন্দ্রবলষণ দ্বারা মর্দন করিবে ।

শীতাদেহতরন্ত্রে চ তৌরৈর্নাগর সর্ষপান্ ।

নিষ্কাথ্য ত্রিফলাঐক্যে কুর্যাগণ্ডুষ ধারণং ।

প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তাচ ত্রিফলা চ প্রলেপয়েৎ ॥

শীতাদরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শুষ্ঠী, সর্ষপ ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সহ কাথ প্রস্তুত করতঃ তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিবে; এবং প্রিয়ঙ্গু, মুস্তা ও ত্রিফলা জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিবে ।

কুষ্ঠাদ্যং চূর্ণং ।—

কুষ্ঠং দার্কীলোদ্রমকং সমঙ্গাপাঠাতিক্তাতেজনীপীতিকাচ ।

চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্বিজানাং রক্তশ্রাবং হস্তিকগুরুজাক ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুস্তা, মঞ্জিষ্ঠা, পাঠা, কটকী, মূর্খা ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ দস্তগূলে ঘর্ষণ করিলে দস্তগূলের রক্তশ্রাব, কণ্ডু ও বেদনা বিনষ্ট হয় ।

কাশীশাদ্যং চূর্ণং ।—

কাশীশলোদ্র কৃষ্ণাননঃ শিলাল প্রিয়ঙ্গু চব্যোথং ।

চূর্ণং মধুক সংযুক্তং শীতাদে পৃতিমাংস হরং ॥

হিরাক, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, হরিতাল, প্রিয়ঙ্গু ও চই ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রণপূর্বক প্রলেপ করিলে দস্তগূলের শীতাদরোগ ও দস্তগূলের পৃতিমাংস নিবারিত হইয়া থাকে ।

কাণকচূর্ণং ।—

গৃহধূম যবক্ষার পাঠ্যব্যোষ রসাজ্জনং ।

তেজোহ্রাত্রিফলালৌহং চিত্রকঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ ।

সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতৎ গলরোগ বিনাশনং ।

কাণকং নামতচ্চূর্ণং দন্তাদ্য গলরোগহুৎ ॥

গৃহের বুল, যবক্ষার, আকনাদী, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রসাজ্জন, চই, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, লৌহ ও রক্তচিতা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎপরে উহা মধুসহ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্বপ্রকার গলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পীতকচূর্ণং ।—

মনঃশিলা যবক্ষারং হরিতালং মৈন্দ্রবং ।

দার্কীত্বকোতিতচ্চূর্ণং মাক্ষিকেন সমাযুতং ।

মুর্চ্ছিতং স্নাতভাণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ ।

! মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্তিতং ॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল এই সকল দ্রব্য তুল্যমাত্রায় ঐহণপূর্বক উত্তমপ্রকার চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহা মধুসহ মিশ্রিত একটী স্নাতভাণ্ডে আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে সর্ববিধ মুখরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বপ্নাখদিরাদি গুড়িকা ।—

খদিরম্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচিতং ।

শেষেহষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিভাগং প্রদাপয়েৎ ।

জাতীকপূর পুগানি কক্কোলক ফলানিচ ।

ইত্যেবা গুড়িকা কার্য্য। মুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ।

দন্তোষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বাতালুনায়েষু চ ॥৭৮

খদিরকাষ্ঠ ১২।০ সাড়ে বারমের, পার্কার্ণ জল ৬৪ মের, শেষে ৮ মের। এই কাথে জাতীফল, কপূর, সুপারি, কাঁকলা ও জায়ফল ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া যথানিধি পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে মুখের কান্দি বর্দ্ধিত হয় এবং দন্তরোগ, ওষ্ঠরোগ, মুখরোগ, জিহ্বরোগ ও তালুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম খদিরাদি বটিকা ।—

গায়ত্রী মারভলয়েরিমবল্কলানাং

সার্কন্তলা যুগল মধু ঘটেষ্টচতুর্ভিঃ ।

নিষ্কাথাপাদ মবশেষ্য সুবদ্রপূতং

পয়ঃ পচেদধননৈ য় দ্রুপাবকেন ।

উস্মিন্ ঘনত্ব মুপগচ্ছতি চূর্ণমেবাং

স্নান্নং ফিণ্ডেজ্জ কবড়গ্রহভাগিকানাং ।

এলা মৃগাল মিতচন্দনামু

শ্যামা তমাল বিকসা ঘনলৌহময়ী ।

লজ্জাকলত্রয়রসাজ্জনধাতকীভন্দী

পুষ্পটগরিক কটকটকট ফলানাং ।

পদ্মাহবলোদ্রবটরোহযবাসকানাং

মাংসীনিশাসুরভিবল্কলসংযুতানাং ।

কক্কোলজাতীফলকোষ লবঙ্গকানি

চুর্ণীকৃতানিবিদধীতপলাংশকানি ।

শীতৈবতারাঘনসারচতুষ্পলক ।

ক্ষিপ্তাকলায়সদৃশীণ্ডিকাস্ত্রকুর্ঘ্যাস্ত্র

শুষ্কামুখেবিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি

রোগান্ গলোষ্ঠবসনদ্বিজতালুজাতান্

কুয়ুমুখে সুরভিতাং পটুতাং রুচিক্

স্বৈর্য্যস্পরং দশনগং রসনালঘুত্বং ॥

খদিরসার ১২।০ সাড়ে বারসের ও গুয়েবাবলা ৫ সের, জল ২৫৬ সের শেষ ৬৪ সের । এই কাথ মুহু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে এলাচি, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসায়ন, ধাইফুল, নাগকেশর, পুণ্ডরিকা কাষ্ঠ, গেরীমাটী, দাকহরিদ্রা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটাস্কুর, ছুরালভা, জটাশাংসী, হরিদ্রা ও দাকচিনি ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কাঁকলা, জাতীফল, জৈত্রী ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে ৪ পল পরিমাণ কপূর মিশ্রিত করিয়া কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে । ইহা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ, ওষ্ঠরোগ, দন্তরোগ, জিহ্বরোগ ও তালুগতরোগ অরোগ্য হইয়া থাকে । অধিকন্তু ইহাদ্বারা দন্তসমূহ দৃঢ় ও মুখের জড়তা প্রশান্ত হইয়া থাকে ।

সপ্তাশ্বতরমঃ ।—

স্বতস্বতালুকং তুল্যং স্বতলৌহং শিলাজতু ।

গুগ্গলুক শিলাতাপ্যং সমাংশ মধুনা লিহেৎ ।

মাসমাত্র প্রয়োগেন মুখরোগং বিনাশয়েৎ ॥

ইতি মুখরোগাধিকারঃ ।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্গলু, মনঃশিলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মধুসহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে ১ একমাসের মধ্যে মুখরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ মুখরোগ-চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ ।

কপিথ মাভুলুঙ্গায়ু শৃঙ্গবের রসৈঃ পৃথক ।

সুখোঠৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মধুচ মৈন্ধবং তৈল মেব চ ।

• কদুঞ্চং কর্ণয়োর্দেয় মেতদ্বা বেদনাপহং ।

লশুনাদ্রক শিগুণাং সুবঙ্গ্যামূলকম্য চ ।

কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুঞ্চঃ কর্ণপূরণে ।

অর্কম্যপত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাচ তপ্তা ।

অপীডাতোয়ং অবণে নিষিক্তং নিহন্তিশূলং বহুবেদনঞ্চ ।

তীত্রশূলান্বিতে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনী ।

বস্ত্রমুত্রং ক্ষিপেৎ কোঞ্চং মৈন্ধবেন বিচূর্ণিতং ॥

• কয়েদবেলের শাঁস, মাভুলুঙ্গের কেশর এবং আদা একত্র পেষণপূর্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ।

আদার রস, মৈন্ধবলবণ, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করতঃ ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ।

• রসুন, আদা, শজিনা, রক্তশজিনামূল ও কদলী ইহাদের স্বরস ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পীতবর্ণ পক্ক আকন্দপাতা দ্বত মাখাইয়া অগ্নিসন্তাপে গরম করতঃ নম্পীড়ন করিলে যে রস বাহির হইবে, তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল ও বিবিধ বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

• তীত্রশূল, শব্দ ও ক্লেদ সংযুক্ত (পূরকাদি) কর্ণে ছাগমূত্র ঈষদুষ্ণ করতঃ মৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহযোগে প্রদান করিবে ।

• হিঙ্গাদ্যং তৈলং ।—

হিঙ্গুতুঙ্গুর শৃষ্ঠীভিঃ মাধ্যং তৈলন্তু মার্ষ্যং ।

কর্ণশূলে বিধানঞ্চ পূরণং হিতমুচ্যতে ॥

মর্ষপতৈল ১ একসের, জল ৪ চারিসের এবং কল্কার্ণ;—হিঙ্গু, তিত-লাউ ও শৃষ্ঠী সমভাগে সমস্তে ১০ একপোয়া যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ।

ক্ষারতৈলং ।—

বালমূলক শৃষ্ঠীনাং ক্ষারোহিঙ্গু সনাগরং ।

শতপুষ্পাবচাকুষ্ঠং দারু শিগ রসাজ্জনং ।

মৌবর্জলং যবক্ষার স্বর্জিকোদ্ভিদ মৈন্ধবং ।

ভূর্জগ্রহি বিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গণং ।

মাতুলুঙ্গব শৈচব কদল্যা রস এবচ ।

তৈলমেভিক্ষিপক্তবাং কর্ণশূল হরং পরং ।

বাধির্ঘ্যং কর্ণনাদঞ্চ পূরশ্রাবশ্চ দারুণঃ ।

পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংস্থিতঃ ।

ক্ষিপ্রং প্রণাশং গচ্ছন্তিকৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ ।

ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তামর্যাপহং ॥

তৈল /৪ চারিসের ; মধুকৃত শুক্ল ১৬ সের, ছোলছনেবুর রস ১৬ সের ও কদলীমূলের রস ১৬ ঘোলসের এবং কল্কার্থ ; -বালক, মূলা, শুষ্ঠা ইহাদের ক্ষার, হিন্দু, শুষ্ঠা, শলুকা, বচ, কুড়, দেবদারু, শজিনামূল, রসাজ্জন, মৌবর্জল লবণ, যবক্ষার, মাচিক্ষার, শাস্তরীলবণ, ভূর্জপত্র, পিপুলমূল, বিটলবণ ও মুখা সমভাগে সমস্তে /১ একসের যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল, বাধির্ঘ্য, কর্ণনাদ, পূরশ্রাব ও কর্ণগত ক্রিমি (পোকা) সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মধুপ্রধানং শুক্লকৃত মধুশুক্তং তথা পরং ।

জয়ীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতং ।

মধুভাগে বিনিষ্কিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ ।

মাসেনৈতৈর্জ্জ্বীতরসং মধুশুক্ত মুদাহতং ॥

মধুপ্রধান শুক্লকৃত মধুশুক্ত বলা যায় । তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী— জয়ীরনেবুর রস ও পিপুলমূল একত্রিত করিয়া একটী মধুপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ ধাতুরাশির মধ্যে ১ এক মাস রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিলে তাহাকে মধুশুক্ত বলা যায় ।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষেড়ে কটুতৈলেন পূরণং ।

নাদবাধির্ঘ্যয়োঃ কুর্যাৎ বাতশূলোক্ত মৌবধং ॥

কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষেড় রোগে কটুতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ এবং কর্ণনাদ ও বাধির্ঘ্য রোগে বাতশূলোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

চূর্ণপঞ্চকষায়ানাং কপিথরস সংযুতং ।

কর্ণশ্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনাসহঃ ॥

সুক্রত গ্রন্থে কর্ণশ্রাবোক্ত তিত্তকাদি পঞ্চরসের বন্কলচূর্ণ অর্থাৎ প্রায়ঃ হরীতকী, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও আমলকী এই পঞ্চ দ্রব্যের চূর্ণ কয়েদবেলের রসে মিশ্রিত করতঃ মধু সহযোগে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশ্রাব (কর্ণ হইতে দূষিত পূররক্তাদিশ্রাব) বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শম্বুকমাচ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতং ।

তত্তপূরণে মাংসেণ কর্ণনাড়ী প্রস্ফাভ্যতি ।

শম্বুকমাংসের সহিত কটুতৈল পাকপূর্বক তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাড়ী (কর্ণমধ্যে ক্ষত হইয়া নালী বা শোষ হওয়া) প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কর্ণপাকমা ভৈষজ্যাং কুর্যাৎ ক্ষত বিসর্পবৎ ।

• নাড়ীশ্বেদোথ বমনং ধূমোমূর্চ্ছ বিরেচনং ।

বিধিশ্চকফহাসর্বঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যাপোহতি ।

শ্বেদয়িত্বাত্তু তৈলেন শ্বেদনং প্রবিলাম্ব্যতি ।

শোধয়েৎ কর্ণগৃথস্ত ভিষক্ সম্যক শলাকয়া ॥

কর্ণপাকরোগে ক্ষত বিসর্পোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে ।

নাড়ীশ্বেদ, বমন, ধূম, শিরোবিরেচন এবং কচনাশক ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করিলে কর্ণকণ্ডু প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কর্ণগৃথরোগ হইলে তৈলদ্বারা কর্ণের মধ্যস্থলে ক্রিয় করিয়া শ্বেদ প্রদান-
• পূর্বক শলাকা দ্বারা কর্ণের মল বহির্গত করিয়া ফেলিবে ।

লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যষণেনাবচূর্ণিতং ।

পূরয়েৎ ক্রিমি কর্ণস্ত জন্তুনাং নাশনং পরং ।

ক্রিমিকর্ণবিনাশার্থং ক্রিমিলুং যোজয়েৎ বিধিঃ ॥

বার্তাকুধুমশ্চহিতঃ সর্ষপশ্লেহ এবচ ।

হলিসূর্য্যাবর্তব্যোষ স্বরসে নাত্র পূরিতে ।

কর্ণেপতন্তি সহস্রা সর্বাস্তু ক্রিমিজাতয়ঃ ।

বিদ্রধৌচাপিকুর্বাণী বিদ্রধ্যাক্তস্তমোষধং ॥

• বিষলাঙ্গলিয়ার মূলের রস সহ ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা কর্ণপূরণ করতঃ ক্রিমিনাশক প্রক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিলে কর্ণগত ক্রিমিসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

• বার্তাকুর ধুম এবং সর্ষপতৈল কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্থ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয় । অথবা হলিঙ্গলিয়ার ও সূর্য্যাবর্তের রসে ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণগত ক্রিমিসকল কর্ণ হইতে পতিত হইয়া যায় । কর্ণবিদ্রধিরোগে ত্রিবিধিরোগাধিকার কথিত ঔষধ সকল প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে ।

শতাবরীতৈলং ।—

শতাবরীবাজীগন্ধাপয়সৈর্যণ্ড জীরকৈঃ ।

তৈলং বিপক্কং সক্ষীরঃ পালীনাং পুষ্টিকৃৎ পরং ॥

শতাবরী, অশ্বগন্ধা, কীরকাকোলী, এরওবীজ ও জীরা ; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে /১০ একপোয়া ও দুধ /৪ চারিসের সহযোগে /১ একমেষ্ট তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণপালী (কাণের পাতা) পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাচূর্ণযুতেজাতে মাহীষক্ষীর উদ্ধাতাং ।

নবনীতং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণপালী বিবদ্ধনং ॥

ইতি কর্ণরোগাধিকারঃ ।

গুঞ্জাকল চূর্ণ করিয়া মাহিষ দুগ্ধসহ মিশ্রণপূর্বক দধি পাতিয়া তাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত করতঃ উহা দ্বারা মর্দন করিলে কর্ণপালী (কর্ণের পাতা) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে কর্ণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ নাসারোগাধিকারঃ ।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নরূঢ়ঃ স্নানীতলং ভূবি ।

মলিলং পীনসযুক্তঃ সমুচ্যতে তেন রোগেণ ।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধং দধ্যান্নভোজনং ।

নবপ্রতিষ্ঠায়ং হরং বিশেষাৎ কফপাচনং ।

প্রতিষ্ঠায়েন বেষস্তোযুষশ্চিক্কাছদোদ্ধবঃ ;

ততঃপক্কং কফংজাত্বা হরেচ্ছীর্যবিরেচনৈঃ ।

পঞ্চমূলীশূতং ক্ষীরং স্যাপ্চিক্রক হরিতকী ।

মর্পিগুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যুযঃ পীনসশান্তয়ে ॥

যে ব্যক্তি শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া অধিক পরিমাণে শীতল জল পান-পূর্বক নিদ্রিত হয়, সে সম্বরণই পীনস রোগ হইতে যুক্ত হইতে পারে।

মরিচচূর্ণ ও গুড়সহ অন্নদধি সেবন করিলে নবজাত প্রতিষ্ঠারোগ নিবারিত হইয়া থাকে এবং কফের পরিপাক সাধিত হয়।

তৈলপত্রের যুষ পান করিলে নূতন প্রাতিষ্ঠায় এবং শিরোবিরেচন, শিরোভাঙ্গ, শ্বেদ ও যুতপানাদি দ্বারা পক্ক কফসংযুক্ত প্রাতিষ্ঠায় রোগ বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চমূলীসহযোগে প্রস্তুত দুগ্ধ, চিক্ককহরীতকী, মর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গযুষ সেবন করিলে পীনসরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চিত্রকহরীতকী ।—

চিত্রকম্যাঘলক্যাশ্চ গুড়ুচী দশমূলজং ।

শতং শতং রসং দত্তা পথ্যাচূর্ণাটকং গুড়াং ।

শতং পুচেৎ ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ ।

ব্যোষ ত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাং পলার্দ্ধমপরেহনি ।

প্রস্থার্দ্ধং মধুনোদত্তা যথামাদ্যাদতত্ত্বিতঃ ।

রুদ্ধয়েহগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্ ।

গুল্মোদাবর্ত্তদুর্গাম শ্বাসানু হস্তি রসায়নং ॥

রক্তচিটা, আমলকী, গুলঞ্চ ও দশমূল ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ১২^০ সাড়ে বারসের, হরীতকী চূর্ণ ৮সের এবং গুড় ১২^০ সাড়ে বারসের । যথা-বিধানে ইহা পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আগিলে উহাতে ত্রিকটু ও ত্রিজাতক চূর্ণ মিলিত ১২ পল এবং যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিয়া নামাইবে । তৎপরে শীতল হইলে ১২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অশ্বঃ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ব্যাঙ্গ্রীদন্তী বরাশিগু স্বরস ব্যোষ সৈন্ধবৈঃ ।

পাচিতং লবণং তৈলং পুতিনাশগদগ্গয়েৎ ॥

কণ্টকারী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, শজিনাছাল, ছুলসী ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ উপযুক্ত মাত্রায় তৈল পাক করিয়া নস্ত্র গ্রহণ করিলে নামাপাক (পুতিনস্ত্র) রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

'নামাপাকেপিস্তস্বং সম্বিধানং কার্যং সর্বং বাহুমভ্যন্তরঞ্চ ।

শুষ্ঠীকুষ্ঠীকণাবিলুঙ্গীক্ষাকল্ককষায়বৎ ।

সাধিতং তৈলমাজিয়া নস্যক্ষবথু রুক্‌প্রণুং ॥

নামাপাকরোগে বাহু-অভ্যন্তরিক পিষ্টনাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে । শুষ্ঠী, কুড়, পিপুল, বেলমূল ও ত্রাক্ষা (কিসমিস) এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল বা ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া তদ্বারা নস্ত্রগ্রহণ করিলে ক্ষবথু (হাঁচি) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভক্ষয়তিভুক্তমাত্রৈ সলবণমুৎ স্নিগ্ধমাবনভ্যুৎ ॥

সজয়তি সর্বসমুখং চিরজাতঞ্চ প্রতিষ্ঠায়ং ॥

আহারান্তে সিদ্ধ মাষকলাই অভ্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় লবণসহ সেবন করিলে বহুকালজাত সর্ববিধ প্রতিষ্ঠায় রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

শিখরীতৈলং ।—

গৃহধূমকর্ণাদারু ক্ষারনক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ ।

সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নামার্শমাংহিতং ॥

গৃহধূম, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও অপামার্গের বীজ এই সকল কল্ক দ্রব্যসহ উপযুক্ত পরিমিত তৈল পাকপূর্বক নস্ত্র গ্রহণ করিলে নামার্শরোগ প্রশমিত হয়। থাকে ।

দূর্ঝাদ্যং তৈলং ।—

দূর্ঝাভব্যফলং মাষকুলথো বংশপত্রিকা ।

জলস্থলোদ্ভবৌ কর্ণ মোরট খরমঞ্জরী ।

দণ্ডোৎপলস্য মূলানি নিক্ষাথ্যাক্তে তুণে জলে ।

তৎপাদ শেযিতং তৈলং তুল্যাং দত্ত্বা বিপাচিতং ।

তত্ভৈলং প্রতিমর্ষেন আহারাভ্যাং জয়েদ্ভুতং ॥

তৈল ১/৪ সের ; কাথার্থ,—দূর্ঝা, চালিতা ফল, মাষকলায়, কুলথকলায়, বংশপত্রিকাভূগ, স্থলজ ও জলজ দ্বিবিধ কর্ণমোরট (নীলপুষ্প দীর্ঘপর্ণ ভূগ, বিঃ) অপামার্গ ও দণ্ডোৎপলের মূল এই সকল কুণ্ডিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১/৪ সের, জল ৮২ সের, শেষ ১/৮ সের, যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক তদ্বারা প্রতিমর্ষ (নস্ত্র) গ্রহণ করিলে বিবিধ প্রকার কর্ণরোগ প্রশমিত হয় ।

ব্যোষাদিচূর্ণং ।—

ব্যোষচিহ্নকতালীশ তিস্তিড়ীকান্নবেতমাং ।

মচব্যাজীতুল্যাং শমেলাত্বকপত্রপাদিকং ।

ব্যোষাদিকঞ্চূর্ণমিদং পুরাণ শুভ্র সংযুতং ।

পীনসস্থাসকাসম্বং রুচি স্বর করং পরং ॥

ইতি নামারোগাধিকারঃ ।

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রক্তচিহ্ন, তালীশপত্র, তিস্তিড়ী, কান্নবেতম, চই ও জীরা প্রত্যেকে একভাগ এবং এলাচি, দারুচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেকে সিকিভাগ, সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পুরাতন শুভ্র সহযোগে সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা কচিকর ও স্বরবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ নামারোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ চক্ষুরোগাধিকার

কফজ্জ লজ্জনং শ্বেদো নস্যং তিত্তান্নভোজনং ।

তীক্ষ্ণঃ প্রথমনং কুর্যাৎ তীক্ষ্ণৈশ্চবোপনাহনং ।

ফণিজকাক্ষোত কপিথ বিলপত্বুরপীলু সুরমার্জ্জভৈঃ ।

শ্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং বহিষ্ঠে শুষ্ঠী সুরদারুকুঠৈঃ ॥

কফজ চক্ষুরোগে লজ্জন, শ্বেদ, নস্য, তিত্তান্নভোজন এবং তীক্ষ্ণচূর্ণ দ্রব্য দ্বারা নস্য ও তীক্ষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

তুলসী, হাকরমালী, কয়েদবেল, শালিঞ্চশাক, পীলু, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেত-তুলসী, এই সকল দ্রব্য দ্বারা যুহ্ন শ্বেদ দিলে অথবা বালা, শুষ্ঠ, দেবদারু ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয় ।

শুষ্ঠী নিম্নদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোঁকৈঃ স্বেদ্যৈশ্চবৈঃ ।

ধার্য চক্ষুবিমংক্ষেপা চ্ছাথকণ্ডু ব্যাপোহতি ।

বন্ধলং পারিজাতক তৈল কাঞ্জিক সৈন্ধবং ।

কফোদ্রু তাক্ষিশূলত্বং তরুত্বং কুলিশং যথা ।

হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ ।

আঞ্জন পরমা শ্রেষ্ঠং অভিষান্দে তদঞ্জনং ।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরক যথোত্তরং ।

পিষ্টং দ্বিরংশতোহুদ্বিৰ্বা শুড়িকাঞ্জন মিষাতে ।

প্রপৌণ্ডরীক যষ্ঠ্যাহ্ন নিশামলক পদ্ব্যকৈঃ ।

শীতৈর্মধুসমায়ুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ ॥

শুষ্ঠ, নিমপাতা এবং কীৰ্ত্তি সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণপূর্বক জম্বুত্বককরুতঃ পিণ্ডাকৃতি করিয়া চক্ষুর উপরি ধারণ করিলে শীত্ৰই চক্ষুগত শোথ, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয় ।

পালিদামাদারেরছাল, তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাত্রপাত্রে ঘূর্ণণপূর্বক চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কফজ্জ চক্ষুশূল বিনষ্ট হয় ।

হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কিস্মিস্ ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্বক তদ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত অভিষান্দ-রোগ (চক্ষুদিয়া জল পড়া) নিবৃত্ত হয় ।

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, শিপুল ৩ ভাগ এবং তগরপাহুকা ৮ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ অথবা জলসহ পেষণপূর্বক শুড়িকা প্রস্তুত করতঃ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ।

পুণ্ডরিকাকার্ত্ত, যষ্টিমধু, হরিত্রা, আমলকী ও পদ্মাকার্ত্ত ; এই সকল দ্রব্যের কাথ শীতল হইলে মধু সহযোগে সেক দিলে পিত্তজনিত চক্ষুরোগ নিবারিত হয় ।

ধাত্রীকলনির্যাসো নবদূকেকাপং হস্তি পূরণতঃ ।

সক্ষৌদ্র সৈন্ধবোবাশিগৃহ্তব পত্রগেকঃ ।

দাক্ষীরনাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণং ।

নিহস্তি শীত্ৰং দাহাত্ম বেদনামান্দ সম্ভবাঃ ।

করবীর কিসলয় ছেদোদ্ভব বহুমলিল সম্পূর্ণং ।

নয়নযুগং ভবতিদৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতং ।

শিখরিমূলং তাম্রভাজনে স্তোক সৈন্ধবোম্মিশ্রং ।

মস্তনিঘৃষ্ট ভরণাঙ্করতিং নবলোচনাৎ কোপং ॥

আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা মধু ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত শজিনাপাতা রস দ্বারা চক্ষুতে সেক দিলে নবজাত চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

দাক্ষহরিত্রার কাথকৃত রসোঞ্জন শুনদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে নেত্রাভিব্যাদজনিত দাহ, অশ্রুশ্রাব ও বেদনা সমূহ নিবারিত হয় ।

করবীরের নূতন পল্লবেররস চক্ষুতে প্রদান করিলে অথবা অপামার্গেরমূল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দ্বিগুণ মাতের সহিত মিশ্রিত করতঃ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুগত অভিনব প্রকোপ সমূহ প্রশমিত হয় ।

সৈন্ধবদাক্ষহরিত্রা গৈরিকপথ্যা রসোঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ ।

দন্তোবহিঃ প্রলেপোভবত্য শেযাঙ্কিরোগহরঃ ।

তথ্যশাবরকং লোদ্রং ঘৃতভৃকং বিড়ালকং ।

কার্য্যাহরীতকী তদ্বদঘৃত ভৃকং বিড়ালকং ।

শালাক্যোক্ষৌর্বহিলেপো বিড়ালক তদাকৃতঃ ॥

সৈন্ধবলবণ, দাক্ষহরিত্রা, গৈরিক, হরীতকী ও রসোঞ্জন ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে সকলপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

শাবরলোধ, অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বাহিরে বিড়ালক (চক্ষুর বহির্ভাগে শালাকাদ্বারা যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে) প্রদান করিলে সর্ববিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

গিরিমুচ্চন্দনং নাগরখটিকা যোজিতো লেপঃ ।

কুরুতে বচয়ামিশ্রো লোচন মগদং ন মন্দেহঃ ।

ভূম্যামলকীমূল্যং স্বর্ভসৈন্ধব গৃহবারি যোজিতাতাশ্রে ।

বান্দনত্ব মল্লোজ্জয়তি বহিলেপক পীড়াং ।

গৈরিক, রক্তচন্দন, শুষ্ঠী, খড়ী এবং বচ ; এই সকল দ্রব্য সমভাবে পেষণপূর্বক চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে অথবা ভূম্যামলকীরমূল, সৈন্ধবলবণ এবং গৃহবারি (কাঁজি) একত্র তাত্রপাত্রে ঘর্ষণপূর্বক ঘনীভূত হইলে তদ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুগত পীড়া সমূহ নিবারিত হয় ।

অশ্চেত্যাতনং মারুতজ্জেক্ষাথে বিল্বাদিভি হিতং ।

কাঞ্চ মৈরগুরহতী তর্কারী যধুশিগ্ৰভিঃ ।

এরওপল্লবে মূলে তুচিচাক্ষং পরঃ শৃতং ।

কণ্টকার্যাশ্চ মূলেষু তুখোক্ষং মেচমেহিতং ।

সংপক্ষেহপি গদেকার্যা অঞ্জনাদিক শ্লিষ্যতে ।

প্রশস্তবর্ততাচাক্ষোঃ সংরক্তাশ্চ প্রশান্ততা ।

মন্দবেদনতা কণ্ডুঃ পক্ষাঙ্কিগদলক্ষণং ।

অঞ্জনাদি বিধিশৃঙ্গো নিখিলেন বিধায়তে ।

রহতৌরগমূল ত্রুপিশৃঙ্গো মূলং সসৈন্ধবং ।

অজাকীরেণ পিষ্টং স্যাৎ বর্তিবাতাকি রোগনুৎ ॥

বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূল, এরওমূল, রহতী, জয়ন্তী ও রক্তশজিনা, ইহাদের উষ্ণ কাথ অথবা ভেরেণ্ডারপত্র, মূল ও ছাল এবং কণ্টকারীমূল, ইহাদের ছাগ-
দুগ্ধ সহ প্রস্তুত কাথ ঈষদুষ্ণাবস্থায় আশ্চেত্যাতন (চক্ষুতে মেচন) করিলে সর্ব-
বিধ বায়ুজন্য নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় ।

চক্ষুরোগের পক্ষাবস্থায় অঞ্জনাদি বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিবে ।
চক্ষুবস্ত্রের প্রশস্ততা, শোথের হ্রাসতা, অম্পাশ্রুপাত, বেদনারঅম্পতা ও
কণ্ডু ; এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চক্ষুরোগের পরিপক্বাবস্থা জানা যায় । এই
অবস্থায় প্রার্থ্যতঃ বিবিধ অঞ্জনাদি প্রযোজ্য ।

রহতী, ভেরেণ্ডামূলেরছাল, শজিনারমূল ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য
ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে
বায়ুজন্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভীক্ষুরক্ষোঞ্চ বিষদৈঃ প্রশম্যতি কফাত্মকে ।

পিত্তজো যুদ্রশীতৈশ্চ স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতজঃ ।

ভীক্ষাঞ্চ যুদ্রশীতানাং ব্যত্যাসাং সন্নিপাতকঃ ॥

ভীক্ষ, রক্ষ, উষ্ণ ও বিষদ প্রক্রিয়া দ্বারা কফজ, যুদ্র ও শীতল ক্রিয়া
দ্বারা পিত্তজ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা বাতজ এবং ভীক্ষ, উষ্ণ, যুদ্র ও শীতল
ক্রিয়ার পরস্পর বিপর্যয়ে ত্রিদোষজ চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিবে ।

তীরীট ত্রিকলা যক্ষী শর্করা ভজ মুস্তকৈঃ ।

পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষান্দ নাশনঃ ।

কশেরু মধুকান্নাঞ্চ চূর্ণমধু রসংযুতং ।

নাস্তমপ্সান্তুরীক্ষাযু হিত মাশ্চেচ্যাতনং ভবেৎ ॥

পাটিয়ালোধ, ত্রিকলা, যক্ষিমধু, ইক্ষুচিনি ও মুখা ; এই সকল দ্রব্য শীতল জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা সেক দিলে চক্ষুগত রক্তাভাব নষ্ট হয় !

কেশর ও যক্ষিমধুচূর্ণ বস্ত্রে বাঁধিয়া পুটলী করতঃ রক্তির জ্বলে রাখিয়া তদ্বারা সেচন করিলে চক্ষুরোগ নষ্ট হয় !

বাসকাদি ।—

আটরুবাংভয়ানিষ ধাত্রীমুস্তাক কুলকৈঃ ।

রক্তাভাবং ককং হন্তি চক্ষুযাং বাসকাংদিকং ॥

বাসক, হরীতকী, নিম্ব, আমলকী, মুখা, বহেড়া ও পল্লভা, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত রক্তাভাব নষ্ট হয় ।

কণা ছাগশকুন্যে পক্তবাং দ্রুপেপেথিতা ।

অচিরাক্তি নক্তাক্তং তদ্বৎ সক্ষৌদ্র মুষণং ।

দধ্মানিঘ্নস্তং মরিচং রাত্র্যাক্তাঞ্জন মুভমং ।

তাম্বুলযুক্তং খদ্যোতং ভক্ষণঞ্চ তদর্থকং ॥

পিপুল অথবা মরিচ ছাগশকুণ্ড মধ্যে স্থাপনপূর্বক পাক করিয়া সেই পিপুল অথবা মধু সংযুক্ত সেই মরিচ চক্ষুতে প্রদান করিলে অথবা মরিচ দধ্মসহ ঘর্ষণপূর্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কিম্বা খদ্যোত (জোনাকী) তাম্বুলসহ ভক্ষণ করিলে রাত্র্যাক্ততা (রাতকানা) হ্রীভূত হইয়া থাকে ।

রহদ্বাগকাদি ।—

বাসাবনং নিষপটোলপত্রং তিক্তাম্বুতা চন্দনবৎসকত্বক্ ।

কলিঙ্গদার্বাদহনং সবিশ্বং ভুনিষ ধাত্র্যাবভয়া বিভীতং ।

তথ্যবন্ধাথ মথ্যষ্টভাগং পিবেদিমং পূর্বদিনে কষায়ং ।

তৈমির্ধ্যাকণ্ডুং পটলার্কবুদঞ্চ শুক্লং সদাহরণ মব্রণঞ্চ ।

কাচঞ্চ শৈলঞ্চ মহারুজাঞ্চ নক্তাক্তরাগং শয়থুং সমূলং ।

বাসাদিরেষ প্রথিত প্রভাবোনিহন্তি সর্বান্নয়নায়াংশ্চ ॥

বাসক, মুখা, নিম্বছাল, পল্লভা, কটকী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়ি, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, রক্তচিতা, শুষ্ঠী, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এবং যব ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা । এই কাথ বাসি করিয়া পান করিলে তিমির, কণ্, পটল, অর্ধুদ প্রভৃতি সর্ববিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

গুড়ুচী ত্রিফলা কাথ মধুনা সহ যোজয়েৎ ।
১ পীতঃ সর্বাক্ষিরোগঘ্নঃ কৃষ্ণচূর্ণাব চূর্ণিতঃ ॥

গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে সর্ববিধ চক্ষু-
রোগ নষ্ট হয় ।

বড়ঙ্গ গুগ্গুলুন্নৃতং ।—

বিভীতক শিবাধাত্রী পটোলারিস্ক বাসকৈঃ ।
কাথো গুগ্গুলুনাপেয়ঃ শোথোশূলান্ধি পাকনুৎ ।
সপিণ্ডং সত্রণং শুক্রং রোগানীংশ্চ বিনাশয়েৎ ।
এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাংশ্চাংশ্চ ব্যাপোহতি ।
ঘৃতপাকে বিভীতানাং কাথোপি গুগ্গুলুঃ কল্কঃ ॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পলতা, নিমছাল ও বাসক ; এই সকল
দ্রব্যের কাথ গুগ্গুলু সহ পান করিলে অথবা বহেড়া প্রভৃতির কাথ ও গুগ্গু-
লুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে চক্ষুগত শোথ, শূল,
পাক প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতং ।—

ত্রিফলাকাথ কল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং ।
তিমিরাখ্য চিরাদ্বন্যাং পীতমেতন্নিশামুখে ॥

ঘৃত ৮ সের, ত্রিফলার কাথ ৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের এবং কল্কার্থ
ত্রিফলা ১ সের । যথা বিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সন্ধ্যা-
কালে সেবন করিলে তিমিররোগ নষ্ট হয় ।

মহাত্রিফলাঘৃতং ।—

ত্রিফলারসঃ প্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরাজস্য চ ।
বার্শকস্যরসঃ প্রস্থং শতাবর্য্য চ তৎসমং ।
অজাকীরং গুড়ুচ্যাংশ্চ আমলক্যা রসস্তথা ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাস্তত্য সর্বৈরেতি ঘৃতং পচেৎ ।
কল্ককণাসিতাদ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলং ।
মধুকং ক্ষীরকাকৌলী মধুপর্ণী নিদিত্তিকা ।
তৎ সাধ্যংসংবিজ্ঞায় শুভেভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
উর্দ্ধপান মধ্যপানং মধ্যপানঞ্চ শম্যতে ।
যাবন্তোনেত্রজারোগা স্তানুপানাদপকর্ষতি ।
সরন্তেরন্তদ্রুষ্টে চ রন্তে চাতিশ্রুতেইপি চ ।

রক্তাক্ষে তিমিরেকাচে নীলিকা পটলার্কবুদা ।

অভিষান্ধেহধিমন্ত্বেচ পক্ষ্মকোপেষু দারুণে ।

মেত্রোরোগেষু সর্বেষু বাতপিত্ত কফেষু চ ।

অদৃষ্টি মন্দদৃষ্টিঃ কফবাত প্রদূষিতানু ।

অবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ঠাস্তুরদৃকং ।

গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনং ।

সর্বমেনত্রায়ং হন্যাং ত্রিফলাদ্যাং মহদ্ব্যতং ॥

ঘৃত ৮ সের ; ত্রিফলার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, বাসকের রস, শতাবরীর রস, ছাগদুগ্ধ, গুলঞ্চের রস ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ৮ সের । কল্কার্থ পিপুল, ইক্ষুচিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যক্ষ্মিধু, ক্ষীরকাকোলী, গাঙ্ধারী ও কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে সমস্তে ৮ সের । যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে রাত্র্যন্ধতা, তিমির প্রভৃতি বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ভৃঙ্গরাজাদ্যাং তৈলং ।—

ভৃঙ্গরাজরসঃ প্রস্থে যক্ষ্মিধু পলেন চ ।

তৈলস্য কুড়বং পঞ্চং সদ্যোদৃষ্টি প্রসাদয়েৎ ।

নস্যাংবলী পলীত্বং মাসেনৈতৎ ন শংসয়ঃ ॥

তৈল ৮০ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ৮ সের এবং কল্কার্থ কুটিত যক্ষ্মিধু ৮ তোলা । যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অঙ্গাদিতে মর্দন করিলে দৃষ্টি প্রশন্ন হয় এবং ইহার ন্যস্ত প্রদান করিলে একমাসের মধ্যে বলীপালিত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নৃপবল্লভতৈলং ঘৃতঞ্চ ।—

জীবকর্ষভকোমেদে দ্রাক্ষাংশুমতি নিদ্রিক্কা বৃহতী ।

মধুকং বলাবিড়ঙ্গে যজ্ঞিষ্ঠা রান্না শর্করা ।

নীলোৎপলং শ্বেদংক্টা প্রপৌণ্ডরীকং পুমনর্বা লবণং ।

পিপ্পল্যাঃ সর্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ ।

সপিষ্টৈস্তলং যদিবাদত্মা ক্ষীরঞ্চ চতুর্গুণং পঞ্চং ।

আত্রেয় নির্মিত মিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধং ।

তিমিরং পটলং কাচং রক্তাক্ষকাক্ষবুদন্তা ।

শ্বেতকলিঙ্গনাশং নাশয়তি নীলিকাষাঙ্গং ।

মুখনাশাদৌর্গন্ধা পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তত্তং ।

কাসং শ্বাসং শোথং হিক্কাং স্তম্ভংতথা নেত্রে ।

মুখজেক্ষমর্দভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরস্তন্তং ।

রোগানর্থোদ্ধজাত্রাঃ সর্বান্ চিরেণ নাশয়তি ॥

তিলতৈল অথবা গব্যঘৃত ৮ সের, গব্যদুগ্ধ ৬ সের । কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, দ্রাক্ষা, শালপানী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, চিনি, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরিকাক্ষ, পুনর্গবা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল ; এই সকল কুটিত ত্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা । যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ এবং নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয় ।

বৈদেহীশ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমং ।

মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিক্ত মঞ্জুনং পিড়কাপহং ॥

পিপুল, মজ্জিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুষ্ঠী ; এই সকল ত্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক ছোলদ্বনেবুর রসমহ মর্দন করিয়া তদ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর পীড়া নষ্ট হয় ।

চূর্ণাঞ্জনং ।—

মঞ্জিষ্ঠা মধুকোৎপলো দধিকফলত্বক্ সেব্যগোরোচনা ।

মাংসীচন্দন শঙ্খপত্র গিরিস্থভালীশপুষ্পাঞ্জনৈঃ ।

সর্বৈব্রেবসমাংশমঞ্জুনমিদং শস্তৃসদাচক্ষুষোঃ ।

কণ্ডু ক্রেন্দমলাশ্র শোণিতরুজা পিত্তার্শুশুক্রাপহং ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, উৎপল, কদবেলের ছাল, দাফচিনি, বেগুনমূল, গোরোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, শঙ্খ, ভেজপত্র, গেরিমাটী, তালীশপত্র ও পুষ্পাঞ্জন ; এই সকল ত্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর কণ্ডু, ক্রেন্দাদি নষ্ট হয় ।

সিন্ধুধিপিপ্পলীকুষ্ঠং পর্ণিনী ত্রিফলারসৈঃ ।

সুরামণ্ডেন বর্তিস্যাৎ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশিনী ।

শোথকীরাত্যাপরোধ ক্রিমিগ্রন্থি কুলোদ্ভবঃ ।

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, কুষ্ঠ ; এই ত্রব্যত্রয় সমভাগে লইয়া যুগানী, মাঝানী, শালপানী, চাকুলে ও ত্রিফলা রসে পেষণ করিয়া সুরামণ্ড সহ বর্তি প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত শ্লেষ্মিক অভিস্যন্দ শোথ প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

চন্দ্রপ্রভাবর্তিঃ ।—

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলীমধুমক্ষিকা ।

বিভীতকশ্চ মজ্জাচ শঙ্খনাভির্ঘনঃশিলা ॥

এতানিসমভাগানি ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।

ছায়াশুককৃতোবর্তী নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ ।

অৰ্কুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাং ।

অধিমাংস সমন্বৈব যশচ রাত্রৌ ন পশ্যতি ।

বর্তিশচন্দ্রপ্রভানাং জাতান্ধ মপি সাধয়েৎ ॥

সজিনাবীজ, পিপুল, যক্ষিমধু, বহেড়ারশাস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ছাগদুগ্ধ সহ পেয়ণপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ নেত্রে প্রয়োগ করিলে অৰ্কুদ, পটল, কাচ প্রভৃতি বিবিধ চক্ষুরোগ যিনষ্ট হয় ।

চন্দ্রোদয়াবর্তিঃ ।—

হরীতকী বচাকুঠং পিপ্পলী মরিচানি চ ।

বিভীতকস্যমজ্জাচ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা ।

সর্বমেতৎ সমং কৃত্বা ছাগীগীরেণ পেবয়েৎ ।

বর্তিশচন্দ্রোদয়ানাং নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদিনী ।

নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডু পটলান্যৰ্কুদানিচ ।

অধিকানিচ মাংসানি যশচরাত্রৌ ন পশ্যতি ।

অপিদ্বিবারিকং পুষ্পং মাসেঠৈনকেন সাধয়েৎ ॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ারশাস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ছাগদুগ্ধ সহ পেয়ণপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমির, কণ্ডু আদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

গজকেশরীবর্তিঃ ।—

মনঃশিলাহতং নাগাদ্বিগুণরূপ্যকং ।

কিক্কিৎকপূরং মংগদ্য জোণপুষ্পরসৈর্দিনং ।

বর্তিবেষাজ্যতিব্যাদি নাশয় গজকেশরী ॥

মনঃশিলা দ্বারা মৃত মীসক ১ ভাগ, রূপা ২ ভাগ ও কিক্কিৎকপূর একত্র ছলকমার পুষ্পরসে ১ দিন মর্দনপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অভিব্যন্দরোগ দূরীভূত হয় ।

তারকাদ্যাবর্তিঃ ।—

তারং তাম্রং রসং নাগং কপূরং খর্পরন্তুখা ।

রসাজ্জনং কাংস্যং শঙ্খং হংসপান্যাদবেদ্বিনং ।

বর্তিৎ কৃত্বাজ্জনাঙ্কন্তি সমস্তং নেত্রজাময়ং ॥

রূপা, তাম্র, পারা, মীসা, কপূর, খর্পর, রসাজ্জন, কাঁসা ও শঙ্খ ; এই

সকল ঔষ্য সমভাগে হংসপাদীর রসে মর্দনপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে
প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সপ্তাষ্টতলৌহং ।—

ত্রিফলা ত্রুচমায়মং চূর্ণং সযক্ষীমধুকং সমাংশযুক্তং ।

মধুনা সমহমর্পিষাদিনাস্তে পুরুষোনিষ্পরিহারমাদদীত ।

তিমিরার্কু দরাজি কণ্ডু ক্ষণাক্ষ্যার্কু দতোদাহশূলান্ ।

পটলং মৈহরক্তকাচপিভং শময়েত্যেবনিষেবিতঃ প্রয়োগঃ ।

পলিতানিবিনাশয়েৎ তথাগ্নিচিরনষ্টং কুরুতে প্রচণ্ডঃ ।

নচকেবলমেবলোচননাং বিহিতোরোগ নিবহ্নায় পুংসাং ।

দশনপ্রবণৌর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমহেতুবয়ং মহাভাগদানাং ।

অর্শাংসিভগন্দরমেহপ্লীহ কুষ্ঠানিহলীমক পাণ্ডুকিলামং ।

মুখেননীলৌৎপলচারু গন্ধিনাশিবোরুহৈরঞ্জনমেচকঃ প্রভৈঃ ।

ভবেচ্চগৃধ্রম্যসমানলোচনঃশ্রুতং নবোবর্ষশতঞ্চজীবতি ।

• অত্রযক্ষীমধুত্রিফলাত্রুচ চূর্ণং লৌহচূর্ণসমানমেব ।

অনুপানং প্রকুরীত গব্যাজয়াজলন্তথা ॥

ইতি চক্ষুরোগাধিকারঃ ।

ত্রিফলা ১ ভাগ, যক্ষীমধু ১ ভাগ ও লৌহচূর্ণ ২ ভাগ ; এই সকল ঔষ্য
[অথবা স্তম্ভসহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ গব্যাজ্জল অথবা ছাগজ্জল
পান করিলে তিমির অর্দ্ধদাদি বিবিধ চক্ষুরোগ এবং কর্ণরোগ, অর্শঃ, ভগ-
ন্দরাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয় ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে চক্ষুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ ।

কফজেলজ্জনং শ্বেদোরুক্ষোঠৈকঃ পাচনাভুতৈকঃ ।

তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়াহিতাঃ ।

অচ্ছকপায়য়েৎ সর্পিঃ পুরাণং শ্বেদয়েত্ততঃ ।

মধুকমাব্লেগশিবস্বিন্নকাম্য বিরেচয়েৎ ॥

কফজ শিরোরোগে লজ্জন, শ্বেদ, রুক্ষ ও উষ্ণবীৰ্য্য পাচনাদি সেবন, তীক্ষ্ণ,
নম্র ও ধূম এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ কবল হিতকর । কফজ শিরোরোগীকে প্রথ-
মতঃ স্তম্ভপান করাইয়া শ্বেদ প্রদান করিবে । তদনন্তর যক্ষীমধু চূর্ণ উষ্ণ জল-
সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শিরোবিরেচনার্থে নম্র প্রদান করিবে ।

কৃষ্ণাভ্রশুষ্ঠীমধুক শতাহ্বোৎপলপাকলৈঃ ।

জলপিঠৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যশূল নিবারণঃ ।

দেবদারুদ্রবতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজং ।

লেপঃকাঙ্কিকঃসংপিষ্টশৈলমুক্তঃ শিরোভির্নুৎ ।

পিপুল, মুখা, শুষ্ঠ, ষষ্টিমধু, শলুকা, নীলোৎপল এবং কুড়

দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেষণপূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে সদ্যই শূল নষ্ট হয় ।

দেবদারু, তগরপাহুকা, কুড়, জটীমাংসী, শুষ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে কাঁজীসহ পেষণপূর্বক তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ
দিলে শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

সন্নিপাতভেষ্যকার্যোদোষত্রয় হরীক্ৰিয়া ।

সর্পিঃপানঃ বিশেষেণ পুরাণান্তুদিশান্তিহি ॥

সান্নিপাতিক শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষ নাশক ঔষধাদি এবং পুরাতন
ঘৃত প্রয়োগ করিবে ।

ত্রিকটুক পুষ্কররজনীরাস্না সুরদারু তুরঙ্গগন্ধানাং ।

কাথশিরোভির্জ্বালং নামাপীতোনিবারয়তি ॥

ত্রিকটু, পুষ্করমূল, হরিত্রা, রাস্না, দেবদারু ও অশ্বগন্ধা ; এই সকল
দ্রব্যের কাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে নানা দোষজনিত শিরোরোগ সমূহ
বিনষ্ট হয় ।

পৈত্তেষ্মতং পয়ঃ সেকাঃ শীতালেপাঃ সনাবনাঃ ।

জীবনীয়ানি সর্পিংষি পানান্নৃক্ষাপিপিত্তক ।

পিভাত্মকেশিরোরোগে স্নিগ্ধসম্যগ্বিরেচনং ।

মৃদ্বীকাত্রিফলেক্ষুনাং রসৈঃক্ষীরৈরু তৈরপি ॥

পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃত, দুগ্ধ, শীতল সেক, শীতল প্রলেপ, নস্ত্র, জীব-
নীয়গণ সাদ্রিত ঘৃত এবং পিত্তনাশক অহপান হিতকর বলিয়া জানিবে ।

পৈত্তিক শিরোরোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ জাক্ষার-
রস ও ইক্ষুরসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অথবা ত্রিফলার কাথ কিম্বা ঘৃতে বা
দুগ্ধে তেউড়ীচূর্ণ মিশ্র করিয়া বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে ।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ শীতোবাতাদি সেবনং ।

মৃণালবিষশালুক চন্দ্রনোৎপল কেশরৈঃ ।

স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরোদিষ্টান্তদ্বদামলকোৎপলৈঃ ।

ষষ্ঠ্যাহ্ৰচন্দনানন্তাকীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতং ।

নাবনং শর্করাড্রাক্ষা মধুকৈরপিপিত্তজে ।

শতধৌত স্নাত মস্তকে মর্দন করিলে অথবা শীতল বাতাদি সেবন করিলে শিরোগাত্ত দাহ নিবারিত হয় ।

মৃগাল, পদ্মশালুক, রক্তচন্দন ও উৎপল কেশর অথবা আমলকী ও নীলোৎপল একত্র স্নাতমহ পেষণপূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবারিত হয় ।

যক্ষিমধু, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল অথবা চিনি, ত্রাফা, যক্ষিমধু, এবং ঃ গুণ দুইসহ স্নাত পাক করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ নিবারিত হয় ।

ত্বকপত্রশর্করাপিষ্টানাবনং তণ্ডুলাঘুনা ।

ক্ষীরমপিহিতং তস্য রসাবাজাঙ্গলাঃ শুভাঃ ।

রক্তজৈপিভবৎ সর্বং ভোজনালেপ সেচনং ।

শীতোষ্ণয়োশ্চ ব্যত্যামোবিশেষোরক্তমোক্ষণং ॥

দাকচিনি, তেজপত্র ও শর্করা সমভাগে তণ্ডুলৌদক সহ পেষণ করিয়া তদ্বারা অথবা দুগ্ধ সহিত স্নাতের নস্ত গ্রহণ করিয়া জ্বাঙ্গল পশু মাংস রস পান করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

রক্তজ শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোগোক্ত ভোজন, প্রলেপ ও সেকাদি প্রয়োগ করিবে । কিন্তু তদ্বাধ্যে উহাতে শীত ক্রিয়ার পর উষ্ণ ক্রিয়া এবং উষ্ণ ক্রিয়ার পর শীতল ক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য ।

বাতিকেশিরমোরোগে স্নেহস্বেদানু সলবণানু ।

পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্যাদাতাময়াপহানু ।

বাতিক শিরোরোগে সৈন্ধবসংযুক্ত স্নেহ, স্বেদ প্রভৃতি ক্রিয়া এবং বাত-নাশক পান আহার প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে ।

কুষ্ঠমেরুগুমূলক লেপাৎকাঞ্জিক পেষিতং ।

শিরোভিঃ নাশয়ত্যাশু পুষ্পাঘ্রুচুন্দ্রজং ।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং নস্যং দদ্যাচ্ছিরোগদে ।

জ্বাশিরোব্যায়তং চর্ম্মকৃত্রাষ্টাঙ্গু লমুচ্ছিতং ।

তেনাবেষ্টাশিরৌধস্তাশ্মাষকল্লেখন লেপয়েৎ ।

নিশ্চলমোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ।

ধারয়েদারুজঃ শাঠৈর্দ্যামং ষামাঙ্কমেববা ।

শিরোবস্তির্জ্বরত্যেবশিরোরোগং সমুদ্ভবং ।

হনুমন্মাক্ষিকর্ণাতিমর্দিতং শিরঃকম্পনং ।

তৈলেনাপূর্য্যমূর্দ্ধানং পঞ্চরাত্রাশতানিচ ।

তিষ্ঠেৎ শ্লেষ্মাগপিভেহকৌ দশবাতো শিরোগদী ।

এষএববিধিকার্য্য স্তয়াকর্ণাক্ষিপূরণে ॥

কুড়, এরণ্ডমূল অথবা মুচুকুন্দমূল, কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয় ।

স্বপ্পপঞ্চমূলের সহিত দুধ পাক করিয়া নস্তগ্রহণ করিলে বাতৈপৈতিক শিরোরোগ এবং মহৎপঞ্চমূলের সহিত দুধ পাক করিয়া নস্তগ্রহণ করিলে বাতশ্লেষ্মিক শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ।

আট অঙ্গুল প্রশস্ত মস্তকের বেটন যোগ্য লব্ধমান একটি চর্ম্মদ্বারা মস্তক বেটন করিয়া রাখিবে এবং মস্তকের অধোদেশে মাষকলাই পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । তৎপরে রোগীকে স্থিরভাবে উপবিষ্ট করাইয়া স্থাবিধানে পক্ষ সুখোষ্ণ তৈলদ্বারা ঐ চর্ম্ম বেটনটী পূর্ণ করিয়া (ভিজাইয়া) রাখিবে । এবং প্রকারে বাতজ শিরোরোগে ১ প্রহর ও পৈতিক শিরোরোগে অর্দ্ধ প্রহর রাখিবে । যে পর্য্যন্ত শিরোবেদনার শাস্তি না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ চর্ম্ম বেটনটি ধারণ করিয়া রাখিবে এবং বিধি বস্তি দ্বারা বাতিক শিরঃপীড়া, হুহু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় । কেহ কেহ বলেন পূর্কোক্ত তৈল শ্লেষ্মিক শিরোরোগে ১০৫ মাত্রা (একবার অঙ্গুলি ফোটান অর্থাৎ ভুড়ী দেওয়ার একমাত্রা বলে,) পৈতিক শিরোরোগে ১০৮ মাত্রা এবং বাতিক শিরোরোগে ১১০ মাত্রা কাল পর্য্যন্ত ধারণ করা কর্তব্য । কর্ণ এবং চক্ষু পূরণেও এই তৈল ব্যবহৃত হয় ।

পুংসাং নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোজাং হস্তিতীত্রতরাং ।

নাগরকল্কবিমিশ্রং ক্ষীরং নমোন যোজিতং ।

নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং শিরোরুজায়াং সমুতপ্রদেহঃ ।

প্রপৌণ্ড্রীকং সুরদারুকুষ্ঠং যষ্ঠাঙ্কমেলোকমলোৎপলেন ।

শিরোরুজায়াং সমুতঃ প্রদেহোলোহৈরকা পদ্মকচোরকৈশ্চ ॥

গব্যদুগ্ধ ৮ তোলা এবং শুষ্ঠীচূর্ণ ৩ মাষা একত্র পেষণপূর্বক নাসিকা দ্বারা পান করিলে বিবিধ দোষজাত শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ।

তগরপাছকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কুড় অথবা পুণ্ডুরিকাঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাচ, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, অঙ্কুরিকাঠ, হোগল, পদ্মকাঠ ও চোরপুস্পী, সমভাবে একত্র মৃত সহিত পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ।

নাবনং সগুড়ং বিলুং শিপ্পলীয়াসমৈক্কাবা ।

ভুজস্তম্ভাদিরোগেষু সর্কেষুর্ধ্বগদেষু চ ।

সূর্য্যাবর্তে বিধাতবাং নস্তকর্ষাদিভেষজং ।

পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পিষ্মতপুরান্নভক্ষয়েৎ ।

সূর্য্যাবর্তেশিরাবেধোনাবনং ক্ষীরসর্পিষা ।

হিতং কীর স্বভাভ্যাসস্তাভ্যাঐক্যব বিরোচনং ।

কীরৈঃপিঠৈস্তিলৈঃ শ্বেদোজীবনীষশ্চ শস্যতে ॥

ভূজস্তম্বাদিরোগে এবং সর্বপ্রকার উদ্ধাদ গতিরোগে শুভ্রমহ শুষ্ঠীচূর্ণের নস্ত্র অথবা সৈন্ধবসহ পিপুলচূর্ণের নস্ত্র প্রয়োগ করিবে ।

সূর্য্যাবর্ত শিরোরোগে নস্ত্র কন্দাদিরূপ ঔষধ প্রযোজ্য ।

শুভ্রমহ স্বতপান ও স্বতপূর (হৃক্ষ, নারিকেল, স্বত, চিনি প্রভৃতি সহযোগে পাক করা ভক্ষ্যদ্রব্য) ভক্ষণ করিলে সূর্য্যাবর্তরোগ প্রশমিত হয় । গুরুোক্ত ক্রিয়াদির দ্বারা সূর্য্যাবর্ত রোগ প্রশমিত না হইলে, শিরাবেধ করতঃ হৃক্ষো-
খিত স্বতদ্বারা নস্ত্র এবং হৃক্ষ ও স্বত পান অথবা হৃক্ষ ও স্বতের সহিত বিরো-
চক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা চিরেচনার্থে কিম্বা হৃক্ষমহ তিল বা জীবনীষ-
গণোক্ত ঔষধ সকল পেষণপূর্ব্বক তদ্বারা শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভৃষ্টং নস্যং বিধেয়ং পবনামৃগুথে ।

ভ্রাশঙ্খফণাফিশিরোদ্ধিশূলাদিনাভির্দ্বিঃ প্রভবেচ্চরোগে ।

কৃতমালপলবরমে খরমঞ্জরিকল্কসিদ্ধং নবনীতং ।

নস্যেন জয়তিনিয়তং সূর্য্যাবর্তং সুদুর্ব্বারং ॥

শর্করা ও কুঙ্কুম স্বতে ভাজিয়া তাহার নস্ত্র প্রয়োগ করিলে বাতজ ও রক্তজ জ্ব, শঙ্খদেশ, কণ, চক্ষু ও অর্দ্ধশিরোবেদনা এবং সূর্য্যাবর্তরোগ বিনষ্ট হয় ।

• সোণালুপাতার রস ও অপামার্গেরবীজ, নবনীত (মাখন) সহ পাক করিয়া নস্ত্র গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্তরোগ বিনষ্ট হয় ।

দশমূলীকষায়ন্তু সর্পিঃ সৈন্ধব সংযুতং ।

নস্যামর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্তশিরোভিঃ ।

শিরীষমূলককলৈরবপীড়ক যোজয়েৎ ।

অরুপীড়োহিতোবাসীয়াদ্যাপিপ্পলীভিঃ কৃতঃ ॥

দশমূলের ক্রাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া নামিকা দ্বারা পান করিলে অর্দ্ধাবভেদ ও সূর্য্যাবর্ত শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

• শিরীষছাল ও মূলবাজের রসদ্বারা অথবা বচ ও পিপুলচূর্ণ দ্বারা নস্ত্র গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত ও শিরোরোগ সকল নষ্ট হয় ।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহনং ।

তেনাস্যশীমাতিব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্তঃ সুদারুণঃ ।

এষ এববিধিকৃৎস্নঃ কার্য্যাষ্টাধিভেদকে ।

সাবিরোংপলকুষ্ঠানি মধুকশ্যাপপিতং ।

সর্পিষ্টুলযুতোলেপঃ সূর্য্যাবর্তাধিভেদনয়ঃ ॥

বাতনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ জাঙ্গল পত্রের মাংস দ্বারা অথবা অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু একত্র কাঁজীসহ পেষণপূর্বক তৈজ্য ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধশিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয় ।

পিবেৎ শর্করং ক্ষীরং নীরয়ানারিকেলজং ।

সুশীতয়াপিপানীয়ং সর্পির্বানন্ততন্তয়োঃ ॥

দ্রুক্ষ, নারিকেল জল, শীতল জল অথবা ঘৃত, শর্করাসহ নীমিকা দ্বারা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধ শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয় ।

অনন্তবাতেকর্তব্যঃ সূর্য্যাবর্তহিতোবিধিঃ ।

শিরাবেধশ্চ কূর্তব্যোহনন্তবাত প্রশান্তয়ে ।

আহারশ্চবিধাতবো বাতপিভবিনাশনঃ ।

মধুমস্তকসংযাব হবিঃ পূরৈশ্চষঃ ক্রমঃ ॥

সূর্য্যাবর্তোক্ত হিতকর বিধি সকল, শিরাবেধ এবং মধু মস্তক (ভক্ষ্য বিশেষ) সংযাব (খণ্ড, এলাচী, মরিচাদি সহ প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ) ও ঘৃতপূর, এই সকল আহারীয় দ্রব্য প্রয়োগ করিলে অনন্ত বাতনামক শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় ।

সূর্য্যাবর্তেহিতং যন্তচ্ছত্বেশ্বেদবর্জিতং ।

ক্ষীরমপিঃ প্রশংসন্তি নন্তপানকশঙ্কে ।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলং ।

দূর্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধুবতারয়েৎ ।

শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্ ।

কঠৈশ্চক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খকমুপ্রলেপনং ।

ক্রৌঞ্চকাদম্বহংমানাং শরার্যাঃ কৃচ্ছপস্য চ ।

রসৈঃ সংরুহীতমাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ ।

উর্দ্ধং তিঅঃ শিরাপ্রাভো ভিন্যাদেবাবতারয়েৎ ॥

শ্বেদ ব্যতীত সূর্য্যাবর্ত বিহিত হিতকর বিধি সকল, দ্রুক্ষজাত ঘূতের মস্ত ; শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্বা ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রলেপ, শীতল জল বা শীতল দ্রুক্ষ দ্বারা সেক ; ও ক্ষীরীক্ষেরহাল দ্বারা প্রলেপ দিলে শঙ্খক শিরোরোগ নষ্ট হয় । অপিচ, বক, কলহংস, হিংস, শরারিপক্ষী ও কচ্ছপ ; এই সকল প্রাণীর মাংসরস পান করিয়া মাংস বর্দ্ধিত হইলে শঙ্খসন্ধিগত শিরাতন্ত্র ভেদ করিলে (কিন্তু উক্ত বিদ্ধ শিরাপীড়ন করিবে না) শঙ্খক শিবোরোগ বিনষ্ট হয় ।

শিরঃ কল্পেঃ স্নাত্ত্বা রাশ্মাবল্যঃ স্নেহ স্নুগন্ধিভিঃ ।

স্নেহস্নেহানিবাঃ স্নেহঃ শিরোবস্ত্রিচ্চ শস্যতে ॥

গুলফ, বাহ্য, বেড়েল, স্নাত ও অণ্ডক প্রভৃতি স্নুগন্ধি দ্রব্য একত্র পেয়ণ-পূর্বক শ্লেপ দিলে অথবা বাতস্নাত্ত্ব তৈলাদি স্নেহ, বেদ ও শিরোবস্ত্রি-প্রয়োগ করিলে শিরঃকল্প রোগ বিনষ্ট হয় ।

যষ্ঠাদ্যং স্নাতং ।—

যষ্ঠীমধুবল্যারাম্ম দশমূলান্যু সাধিতং ।

মধুরৈশ্চ স্নাতং সিদ্ধিঃ কুর্কজত্রগদ্যাপহং ॥

উৎকৃষ্ট গদ্যস্নাত ১/৪ সেব ; যষ্ঠীমধু বেড়েল, বাহ্য ও দশমূল ইহাদের ক্রাপ ১৬ সেব এবং কল্কার্থ দাবোল্যানাদ মধুগদ্যের ত্রয়োদশ সর্বল সমভাগে সমস্তে ১/৪ সেব । যথানিধানে এই স্নাত পাক করিয়া স্নেহ করিলে উর্দ্ধজত্র-গত্ররোগ সকল বিনষ্ট হয় ।

ময়ূরাদ্যং স্নাতং ।—

দশমূলবল্যারাম্ম মধুতৈস্ত্রিফলৈঃ সহ ।

ময়ূরপক্ষিপিত্তা ব্রশকঃ পাদান্য বর্জিতং ।

জলেপিত্তাস্নাত প্রস্তুং তস্মিনক্ষীর সমং পচেৎ ।

মধুরৈঃ কাষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগাদিত্যপহং ।

কর্ণনাশাক্ষিজিহ্বাসা গলরোগাবিনাশনং ।

ময়ূরাদ্যমিহ খাত কুর্কজত্রগদ্যাপহং ।

আখুভিঃ কুকুটৈঃ ২২ৈঃ শর্করৈশ্চাপিবুদ্ধিমান্ ।

কল্কেনানেনবিপচেৎ সর্পির্কুর্ক গদ্যাপহং ।

দশমূলানিনাতুল্যো ময়ূরইহগৃহ্যতে ।

অন্যত্রাকৃতিমানেন ময়ূর গ্রহ ২২ সিদ্ধিঃ ॥

স্নাত ১/৪ সেব । কাষার্থ দশমূল, বেড়েল, বাহ্য ও যষ্ঠীমধু প্রত্যেকে ২৪ তোলা এবং পক্ষ, পিত্ত, অস্ত্র, বিষ্ঠ, পাদ ও ত্র্যাদি পিত্তাক্ত মধু বগ্যাস ৩২ পল, জল ১৬ সেব, শেষ ১/২ সেব । কল্কার্থ জাম্বায়গণ ১/৪ সেব, এবং কুর্ক ১/৪ সেব । যথানিধানে এই স্নাত পাক করিয়া সেবন করিলে শিরোরোগ, অঙ্গিতরোগ কর্ণনাশিকা, চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও গলবোগ এবং উর্দ্ধ জত্রগত্ররোগ সকল নষ্ট হয় । একপ্রকারে ইন্দ্রব, কুকুট, হংস, অশ্বক প্রভৃতি বক্রাণ্ড ও জাম্বায়গণের কল্কসহ স্নাত পাক করিয়া সেবন করিলেও উর্দ্ধ জত্রগত্ররোগ সকল নষ্ট হয় । ময়ূর মাংস দশমূলদির সমান গ্রহ্যতব্য । কেহ কেহ বলেন যথ্য সন্তব্য আকৃতি বিশিষ্ট একটা ময়ূরের মাংস গ্রহণ করিলেও ইহতে পারে ।

সুহৃৎসুহৃৎসুহৃৎ ।—

শতং যমূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাং ।
 দ্রোণেহস্তসঃপচেৎ ক্ষুত্ৰা তন্মিন্ পানস্থিতে ততঃ ।
 নিষিচ্যপয়সোদ্রোণং পচেৎ তত্র স্নাতকং ।
 প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈর্জীবনীয়েশ্চ ভেষজৈঃ ।
 মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরমূর্দ্ধজক্রগদাপহং ।
 যমূরমেতন্নিদ্রিষ্টং সর্বানিল হরং পরং ।
 মন্যাকর্ণশিরোনৈত্রক্ৰজাপস্মারনাশনং ।
 বিষবাতাময়খালবিষমহুরকাসনুৎ ॥

স্বত ১৬ সের, কাথার্থ ময়ূর মাংস ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ও বেড়েলা সমভাগে ১২০ সের, জল, ৬৪ সের এবং শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেধ, মহামেধ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টি-মধু, ঋদ্ধি ও রুদ্ধি সমভাগে সমস্তে ১৪ সের, এবং দুগ্ধ ৬৪ সের। যথাবিধানে এই স্বত পাক করিয়া সেবন করিলে মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয়। অপিত ইহা উর্দ্ধজক্রগতবোগ সর্ববিধ বাতরোগ এবং মত্তা, কর্ণ, শিরঃ, চক্ষুরোগ ও অপস্মার প্রভৃতি বিবিধরোগ নাশক।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলং ।—

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পিপ্পলী চন্দ্রনোৎপলৈঃ ।
 সিদ্ধং ধাত্রিরসেতৈলং নস্যোন্মাতাঞ্জনেনবা ।
 সর্বানূর্দ্ধগদান্হন্তি পলিতানিচীতলং ॥

তিলতৈল ১৪ সের; আমলকীর রস ১৬ সের; কল্কার্থ পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, যষ্টি-মধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও উৎপল সমভাগে সমস্তে ১০ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া নস্ত্র ও অভাঞ্জে প্রয়োগ করিলে শরীরের উর্দ্ধগতরোগ এবং বলিপলিতাদি নষ্ট হয়।

জীবকাদ্যং তৈলং ।—

জীবকর্বভকৌদ্ৰাক্ষা নিতায়ক্ষী যনোৎপলৈঃ ।
 তৈলং নস্যং ধ্রুগ্গসিদ্ধং বাতপিত্ত শিরোরোগদে ॥

তিলতৈল ১৪ সের, দুগ্ধ বোলমেয় এবং কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, ক্রাক্ষা, চিনি, বেড়েলা ও উৎপল সমভাগে সমস্তে ১০ সের যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া নস্ত্র প্রয়োগ করিলে বাতপিত্তিক শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

শতাহ্বাদাং তৈলং ।—

শতাহ্বৈরগুমুলো গ্রাবক্র ব্যাস্ত্রীফলৈঃ শতং ।

তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্মাতিমিরোর্দ্ধগদাপহং ॥

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ শলুফা, ভেরেণ্ডারমল, তগর-পাদ্রকা, বচ ও কণ্টকারীব ফল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক কুরিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে বাতশ্লেষ্মিক, তিমিবরোগ ও উর্দ্ধগত-রোগ সকল নষ্ট হয়।

দশমূলং তৈলং ।—

দশমূলত্বলাকাথে তৈলং গ্রহং বিপাচয়েৎ ।

মাতুলুঙ্গরমঠৈব গ্রহং দদ্যাদ্ভিষথুরঃ ।

দশমূলীবলারাস্না মৈন্ধবং মদনং তথা ।

হরিদ্রে পিপ্পলীমূলং শতাহ্বাকুষ্ঠমেব চ ।

মঞ্জিষ্ঠা মুস্তকং ধান্যং ভাগাস্থাঃ কার্ষিকাঃ পৃথক্ ।

এততৈলং বরং শ্রেষ্ঠং বাতশ্লেষ্মা বিনাশনং ।

অভ্যঙ্গেন শিরোরোগং দন্তরোগং জ্বররূপা ॥

তৈল /৪ সের ; দশমূলেব কাথ ১৬ সের, ছোলজনবর রস /৪ সের এবং কল্কার্থ বেডেলা, দশমূল, বাস্মা, মৈন্ধব, জটামাংসী, হরিদ্রা, দাক-হবিদ্রা, পিপ্পলমূল, শলুফা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, মুখা ও ধনিয়া প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মিক শিরো-রোগ, দন্তরোগ ও জ্বর নষ্ট হয়।

মহাদশমূলতৈলং ।—

দশমূলীকষায়েণ পচেৎ তৈলন্তু সার্ষপং ।

কল্কং কণা বচাশুষ্ঠী পিপ্পলী চ বরীশষ্ঠী ।

কট্ফলং মরিচং চব্যাং জীরকং শতপুষ্পিকা ।

পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু ঘনাবলা ।

শুষ্কমূলক রাস্না চ জীরকং কৃষ্ণজীরকং ।

এষামর্দ্ধপলৈর্ভাগৈস্তৈলগ্রহং বিপাচয়েৎ ।

অভ্যঙ্গাদ্ভিষ্মি শ্লেষ্মাণাং পান্যং কাসং ব্যাপোহতি ।

শ্বস্বথুক্ষোদরঠৈব শিরোরোগমরুদ্ভবং ।

জীর্ণজ্বরং সামবাংতং নিদ্রালস্য মরোচকং ।

পীনসং স্রীপদং বৃদ্ধিং ভগন্দর বিনাশনং ॥

সার্বপটেল /৪ সের; কাথার্থ দশমূল ১২১০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কর্থ পিপুল ১৮, শর্কী, পিপুল, শতগলী, শর্কী, কটুকল, মরিচ, চই, জীরা, মলু, পুনর্নবা, বেন্দাক, বেড়েনা, শুকমূল, জীরক, কঞ্চজীরা ও মাষানী প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মিকরোগ, পান করিলে কাস এবং শোথ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহদশমূলং তৈলং ।—

দশমূলং করঞ্জক নিগুণ্ডী চ জয়ন্তিকা ।
 মুস্তুরং ষটপলান্ ভাগান্ জলজোনে বিপাচয়েৎ ।
 পানশেষেরসেতৈলং কটুপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
 তৎকল্কং সহিতং শ্রেষ্ঠং ভাগান্ ষটপলকান্ পুনঃ ।
 বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং সন্নিপাত জ্বরাপহং ।
 কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং জীর্ণজ্বর বিনাশনং ।
 তৃষ্ণার্তিদাহশমনং পিত্তশ্লেষ্ম বিনাশনং ।
 শিরোরোগং কণ্ঠশোথ মন্যাস্তস্ত বিনাশনং ।
 রক্তিত্রয় হরকৈব অশ্বিভাং পরিকীৰ্তিতং ।
 দশমূলমিহং তৈলং স্বাথকল্ক সমীরিতং ॥

কটুটৈল /৪ সের; দশমূল, করঞ্জ, নিগুণ্ডা, জয়ন্তী ও মুস্তুরা, ইহাদের ক্রাপ ১৬ সের এবং কল্কর্থ পূর্বোক্ত দশমূলাদি প্রত্যেকে /১০ পোয়া। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিলে বাত-শ্লেষ্মিকরোগ, সন্নিপাতিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

সর্কাদমুন্দরঃ ।—

গগণং শোধিতং গ্রাহং পলৈকমিষ্টক সমং ।
 টঙ্কনস্যচতুর্থংশং যাবাক্তিত্রিযুগন্ধিকং ।
 কপূরং লবংকৈব জাতীকোষ ফলং ঘনং ।
 নাকেশ্বরলবঙ্গক কুঠকং ত্রিফলা তথা ।
 জলেণ বটিকা কার্ঘ্য চারায়্যং শোধয়েত্তথা ।
 প্রদরং নাশয়ত্যাশু সর্বদোহান্ ভগানপি ।
 অশীতিবীজান্ রোগান্ শিরঃশূলাতিদারকঃ ।
 জ্বরঞ্চ গ্রহণীদোষং রক্তপিত্ত মরোচকং ।
 এদরস্যাপি নাশায় সুকঃ সর্কাদমুন্দরঃ ॥

অজ ৮ আটতোলা, ইষ্টক ৮ তোলা, টকন ২ তোলা, তেজপত্র, এলাচী, দাকচিনি, কপূর, সৈন্ধবলবণ, জাতীফল, জৈত্রী, মুখা, নাগেশ্বর, কুড়, লবঙ্গ, এবং ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক জলসহ বাটিয়া তিন চারি রতি প্রামাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ার শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রমদ, প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

শিরঃশূলাদি বজ্রিকা ।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলঞ্চাভ্রং ।

গুণ্ণুলুঃ কোলচত্বারিতদর্দ্ধং ত্রিফলারজঃ ।

কুঠমধুকণাশুষ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমি নাশনং ।

প্রত্যেকং দশমূলকং তোলকং বস্ত্রশোধিতং ।

স্বতযোগাৎ প্রকর্তব্যং মাইষকা বটিকা শুভা ।

ছাগীভৃদ্ধানপানেন মধুনা পয়সাথবা ।

ক্কাথেন দশমূল্যাশ্চ যথা স্বং তং বিভাবয়েৎ ।

শিরঃশূলাদিবজ্রোহয়ং চন্দ্রনাগেন ভাষিতং ।

কফজং দ্বন্দ্বজঠৈব ত্রিদোষজনিতস্তথা ।

বাতিকং পৈশ্তিকং সর্বং শিরোরোগং বিনাশনং ।

এষাং নেত্রগদং হন্যাৎ ক্রিমিকুঠং হলীমকং ।

ত্রণানিগুমালানাং মূত্ররুদ্ধকং বিদ্রুধিৎ ।

উপদংশং বাতরক্তং ভগন্ধর মসুরিকাং ।

গীড়কাং জলদোষোথং সংগ্রহয়হীং জয়েৎ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও ভজ্র প্রত্যেকে ৮ তোলা । গুণ্ণুলু ৪ তোলা, ত্রিফলা ২ তোলা এবং কুড়, যক্ষিধূ, পিপ্পল, শুষ্ঠী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল, প্রত্যেক ১ তোলা । এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ একত্রে স্তম্ভমহ পেষণপূর্বক এক মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ৪ এটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন ছাগীভৃদ্ধ, মধু, গবাদুগ্ধ অথবা দশমূলের ক্কাথসহ সেবন করিলে সর্ববিধ শিরঃশূলাদরোগ আরোগ্য হয়।

সূর্যোদয়োরসঃ —

স্বতসুতাত্রীক্ষকং গন্ধকং তাত্রকং সমং ।

সুহীক্ষীরৈর্দ্বিঃ মর্দ্য ভক্ষয়েৎ মাষমাত্রকং ।

সপ্তাহাৎ সূর্যাবর্তানীন্ শিরোরোগান্নিবারয়েৎ ।

সূর্যোদয়োরসোনান্না সর্বদুর্দগদাপহঃ ॥

ইতি শিরোরোগাধিকারঃ ।

অজ, লৌহ, গন্ধক ও তাম্র। প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্বক মনসাসিঞ্জে-
র-কীর সহ বাটিয়া এক মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে
সূর্য্যাবর্তাদি শিরোরোগ সকল আরোগ্য হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তাবিধিঃ শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রদররোগাধিকারঃ ।

রৌহিতকামূলকল্কং পাণ্ডুরহসুগদরেপিবৎ ।

জলেনামলকাবীজ কল্কম্বাসংমিতামধু ।

ধাতকাশ্চাক্ষমাশ্চাশ্চামলকামধুদ্রবং ।

কাকজানুকমূলম্বা মূলং কাপাঁস মেববা ।

পাণ্ডু প্রদরশ্চ ন্ত্যর্থং পিবেত্তগুলবারিণা ॥

রৌহিতক (রয়না) রক্তেরমূল অথবা আমলকীর বীজ চিনি ও মধুসহ কিম্বা
ধাইফুল বা আমলকী মধুসহ অথবা কাকজজ্বারমূল বা কাপাঁসমূল তগুলো-
দক সহ পান করিলে পাণ্ডুপ্রদররোগ প্রশমিত হয়।

পিবেদৈদণেরকং রক্তং শর্করা মধুসংযুতং ।

বাসকস্বরসং পৈত্তেণ্ডুচ্য রসমেববা ।

দধ্বাসৌবর্জলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলং ।

পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতানরী বাতানুগদর পীড়িতা ॥

হরিণের রক্ত শর্করা ও মধুসহ পান করিলে সর্ববিধ প্রদররোগ বিনষ্ট
হয়।

বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনি ও মধুসহ পান করিলে পৈত্তিক
প্রদররোগ নষ্ট হয়।

দধি সৌবর্জল লবণ, কুম্ভজীরা, যক্ষিমধু ও নীলোৎপল একত্র মধুসহ
পেষণপূর্বক পান করিলে বাতজ প্রদররোগ নষ্ট হয়।

দাশৈরসাজ্জন রসান্নকিরাত বিলুভল্লা-

তকৈরবকুতোমধুনা কষায়ঃ ।

পীতোজয়ত্যাতিবলং প্রদরংসশূলং ।

পীতানীতারগলোহিতনীলশুক্লং ।

রসাজ্জনং তগুলীয়স্যমূলং

ক্ষৌদ্রাষিত তগুলতোরপীতং

অসৃগদরং সর্বভবং নিহন্তি

শ্বাসকৃভার্গীসহনাগরেণ ।

দশমূলসমুদ্ভূতা পেষয়েত্তণ্ডুলামুনা ।

এতৎ পীত্বা ত্র্যহাংনারী প্রদরাং পরিমুচ্যতে ।

ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসং কাষ্ঠৌড়ুম্বরজং পিবেৎ ।

অসৃগদরবিনাশায় সশর্করপয়োনভুক্ ।

রক্তপিভ বিধানেন প্রদরাংশ্চাপুপাচরেৎ ।

অসৃগদর বিশেষণে কুটজাফকমাচরেৎ ॥

দাকহরিদ্রা, রসাজ্জন, বাসক, মুখা, চিরতা, বেলশুঠ, ভেলা, মফুল, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে পীত, খেত, অকণ্ঠ, লোহিত, কৃষ্ণ এবং মশূল আতি প্রবল প্রদররোগ সকল বিনষ্ট হয় ।

রসাজ্জন ও চূপানটের মূল পেষণপূর্বক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে সর্বপ্রকার প্রদররোগ নষ্ট হয় ।

বামনহাটী ও শুষ্ঠীচূর্ণ একত্র সেবন করিলে প্রদর ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয় ।

• কুশমূল, তণ্ডুলোদকসহ পেষণপূর্বক ৩ দিবস সেবন করিলে অথবা কাঠ ডুমুর ফলেররস মধুসহ পান করিয়া শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্নাহার করিলে সর্ববিধ অসৃগদর (প্রদর) রোগ সকল প্রশান্ত হয় ।

রক্তপিভাধিকারোক্ত ঔষধাদি, বিশেষতঃ কুটজাফক প্রয়োগ দ্বারা প্রদররোগের চিকিৎসা করা অতীব কর্তব্য ।

মুদগাদাং স্নতং ।—

মুদগমাষস্যানিযুগেহে রাস্মা চিত্রক নাগরৈঃ ।

সিদ্ধং সপিপ্পলীবিটলৈঃ সর্পিশ্রেষ্ঠমসৃগদরে ॥

• স্বত ৮/৪ সের, জল ১৬ সের, মুগ ও মাষকলাইয়ের কাথ ১৬ সের । কল্কার্থ রাস্মা, রক্তচিতা, শুষ্ঠী, পিপ্পল ও বেলশুঠ সমভাগে সমস্তে ১১ সের । যথাবিধানে এই স্বত পাক করিয়া পান করিলে প্রদররোগ নষ্ট হয় ।

শীতকল্যাণকং স্নতং ।—

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ ।

মুদগপর্ণীপয়স্য চ কাথরী-মধুযুক্তিকা ।

বলাতিবুলয়োর্যুলী মুৎপলং তালমুস্তকং ।

বিদারীণতমূলী চ শালপর্ণীসজীরকা ।

ফলত্রিপুরবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীকলং ।

এষাষর্জপলান্ ভাগান্ গব্যাক্ষীরং চতুর্গুণং ।

পানীয়ং বিগুণং দত্ত্বা স্নাত প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

প্রদরে রক্তপিত্তে চ রক্তগুণ্ডেন্দ্র্যে হলীমকে ।

বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলাবাতশোণিতে ।

অরোচকেজ্বরেজীর্ণে পাণ্ডুরোগে যদেভ্রমে ।

তরুণীচান্দ্রপুষ্ণা চ ষাচগর্ভং নবিন্দতি ।

অহনাহনিচ স্থীণাং পরং প্রীতিবিবর্দ্ধনং ॥

স্বত ১/৩ সের, জল ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সেব । বন্ধার্ঘ্য রক্তকুণ্ডল, পদ্মকাক্ষি, বেণারদল, গোধূম (গম), রক্তশালি ধানোরমূল, মুগাণি, ক্ষৌরকাকোলী, গাভারোকল, যষ্টিমধু, মেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল, নীলোৎপল, তাল-মস্তক, ভূঁইকুমুড়, শতগুনী, শালপর্ণী, ফিল, শশারবাজ ও অপকদলী কল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা । যথানিয়মে এই স্বত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রদর, রক্তপিত্ত ও রক্তগুণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় ।

অশোকাদ্যং স্বতং ।

অশোকবল্কলং প্রস্থং তোয়াটকে বিপাচিভং ।

তেষাং দাবণেশেষেণ জীরকেন তথৈব চ ।

স্বত প্রস্থং পচেদেতৎ প্রক্ষিপ্য চ তথা স্নং ।

তণ্ডুলামুত্ৰজাক্ষীরং প্রস্থং প্রহং পৃথক্ পৃথক্ ।

কেশরাজরসম্যাপি প্রস্থমেকং ভিষগুরঃ ।

জীবনীষৈঃ পিয়ালৈশ্চ পরুষৈঃ সরসাজ্জনৈঃ ।

যট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ যুদ্ধীকাচ শতাবরী ।

তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরৈভিঃ পলাঙ্কিকৈঃ ।

শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ গর্ভং দত্ত্বাসূচুণিতং ।

পুষ্যাযোগেন তৎপীতং নিহন্যাৎ সর্বদোষকং ।

যেতং কৃষ্ণং তথানীলং প্রদ্রবং হস্তিদ্রবরং ।

কুক্ষিশূলং কটীগূলং যোনিশূলঞ্চ সর্বগং ।

মন্দাগ্নি মরুচিং পাণ্ডুং ক্লেশতাং শ্বাসকাসিনাং ।

আত্মপুষ্কিকরং বলাৎ বলবর্ণ প্রসাদনং ।

দেয়মেত্বরং সর্পির্কিষ্কুন্য পরিকীৰ্ত্তিতং ।

জীবনীষৈর্জীবনীষ দশকৈঃ ॥

স্বত ১/৪ সের, তণ্ডুলোদক ১/৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১/৪ সের, কেশরায় রস, ১/৪ সের ও অশোকহালের কাথ ১/৪ সের এবং কন্ধার্ঘ্য জীবনীষগণ পিঙ্গল-

বীজ, পঞ্চফল, রসায়ন, যষ্টিমধু, অশোকমূলেরছাল, কিসমিস, শতমূলী ও চাপানটেবুল প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ১/২ সের। যথাবিধানে এই স্নাত পাক করিয়া পুষ্যানকুর যোগে পান করিলে সর্বদোষজ হেত, নীলাদি প্রদররোগ সকল ও অত্রাত্ত্রিবিধরোগ আরোগ্য হয় ।

অশোকবল্লকলক্কাথশূতং দুগ্ধং সুশীতলং ।

যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীত্রাসৃগদর নাশনং ।

প্রদরং হস্তিবলারামূলং দুগ্ধেন মধুযুতং পীতং ।

কুশবাট্যাণকমূলং তণ্ডুল সলিলেন রক্তনাথং ॥

অশোকছাল ২ তোলা, জল ১০ সের, দুগ্ধ ৮০ পোয়া। এই দুগ্ধা-
বশিষ্ট ক্কাথ প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার প্রদররোগ নষ্ট হয় ।

বেড়েলারমূল দুগ্ধসহ বাটিয়া মধুসহিত পান করিলে অথবা কুশমূল
ও বেড়েলারমূল একত্র চাউলেব জলসহ পান করিলে রক্তপ্রদররোগ নষ্ট
হয় ।

পুষ্যানুগং চূর্ণং ।—

পাঠাজ্জ্বাত্রয়োর্মধ্যং শিলোদ্ভেদ রসায়নং ।

কটুজ্বৎসকানন্তাপাতকী মধুকাজ্জনং ।

পুষোনোদ্ধত্যভুলানি ক্লক্কচূর্ণানি কারয়েৎ ।

তানিক্শৌদ্রেণসংযোজ্য পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা ।

অর্শঃশুচাতিসারেণু রক্তষচোপবেশ্যতে ।

দোমাগন্তুকতাষে চ.বালানাং তাংশচনাশয়েৎ ।

যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতনীলং সপীতকং ।

স্ত্রীণাং শ্চাবারুণং যচ্চতং প্রমহ্মনিবর্তয়েৎ ।

চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রয় পৃজিতং ॥

আকনাদি, জামেরফলেবআঙ্গী, আঁরেআঙ্গী, পাষণভেদী, গোনাছাল,
কুড়চী, অনন্তগুল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জুনছাল, এই সকল ত্রয় পুষ্যা-
নকুরে আহরণ পূর্বক সমভাবে একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ
প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ববিধ প্রদর
ও অভিসারাদি রোগ আবোগ্য হইয়া থাকে ।

যষ্টিমধু নিশাচূর্ণং তোলকৈকং সমন্বিতং ।

বঙ্গভস্মার্কপত্রস্য রসেনাপ্রাব্যদীয়তে ।

প্রাতঃ প্রাতঃ প্রতিদিনং প্রদরং হস্তিনিশিতং ।

বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রযোজিতং ।

প্রদরং হস্তিবেগেন বলাকৌদ্রেণ যোজিতং ।

রসভঙ্গবিনাশত্রু কথ্যতে সহিতৌক্রমঃ ।

অনুক্রমপিতঃ জজ্ঞয়ং সর্বরোগ প্রশান্তয়ে ॥

ইতি প্রদরচিকিৎসা ।

যষ্টিমধু ও হরিদ্রাচূর্ণ এবং বঙ্গভঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগে ।
পাতারসে মর্দন করিয়া । প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে অথবা রস-
সিন্দুর বাসকেব ক্কাথসহ কিম্বা বেডেলাচূর্ণ মধু সহিত সেবন করিলে সর্ব-
বিধ প্রদরবোগ নষ্ট হয় ।

রক্তাতিসারে কথিত ঔষধাদি প্রদররোগে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য ।

রসসিন্দুর, কোম যোগ মধ্যে কথিত না হইলেও যে তাহা দ্বারা সর্বপ্রকার
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ প্রস্থে প্রদররোগর চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ সোমরোগাধিকারঃ ।

কনলীনাং ফলং পকং ধাত্রীফল রসোমধু ।

শর্করাপর্যাপ্যেয়ং সোমধারণমুত্তমং ।

মায়চূর্ণকমধুরং বিদারীমধুশর্করা ।

পর্যাপ্যেয়ং প্রাতস্তপাং ধারণমুত্তমং ।

তালপুষ্পমধুকং খর্জুরীকদলীফলং ।

পর্যাপ্যেয়ং প্রাতস্তপাং ধারণমুত্তমং ॥

পক কদলীফল, আমলকীরবস, মধু ও ইকুচিনি দুগ্ধসহ কিম্বা মায়চূর্ণই
চূর্ণ, মধুরগণার স্রাব, সুমধুকমাণ্ড, মধু ও শর্করা, দুগ্ধসহ অথবা তালপুষ্প
যষ্টিমধু পিষ্টেজ্ঞেয় ও পক কদলীফল দুগ্ধসহ প্রাতঃকালে প্রতিদিন সেবন
করিলে নারীদিগের সোম ধাতুর ক্ষয় নিবারিত হয় । (স্ত্রীদিগের সর্বশরীরে
বাপ্ত জলময় পদার্থে সোমধাতু বলা যায় । ইহা বক্ষ হইলে নারীদিগের
শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং ইহাতে স্ত্রীদিগের প্রদরাদি বিবিধরোগ
সমুদ্ভূত হয়) ।

ধাত্রীস্নাতং ।—

ধাত্রীফলরসপ্রস্থে বিদর্যাঃ স্বরসেতথ ।

তৃণপক্করসপ্রস্থে স্নাতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

ক্ষীরস্যাপি শতানর্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসম্যচ ।

দত্বামৃদ্ধগ্নিনািবৈদ্যঃ পাকসিদ্ধং বিধানতঃ ।

সুশীতেপ্রাক্রিপেচূর্ণ মেধাকাপি পৃথক্ পলং ।
 মধুকং ত্রিভুতাকৈব কারক বৃদ্ধদারকং ।
 শর্করায়াঃ পলান্যাকৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকং ।
 চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধেভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
 সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহ মরোচকং ।
 মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বিবিধং বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ ।
 পিত্তজান্ বিবিধান্ বাধিন্ বাতজাংশ্চান্যাস্তবান্ ।
 করোতিশুক্লোপচয়ং মর্পি রেতদনুত্তমং ॥

ঘৃত /৪ সের, ; আমলকীর রস /৪ সের, ছ'ম কুম্ভাগের রস /৩ সের,
 তৃণপঞ্চমূলেব রস /৪ সের, শতগুলীর বস /৪ সের, ও ভৃঙ্গ /৪ সের এবং
 কল্কার্থ যক্ষিমধু, তেউড়'মূল, যবক্ষার ও শিস্তাডল'জ প্রত্যেক ৮ তোলা
 শর্করা ও মধু প্রত্যেকে /১ সের । যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত
 মাত্রায় সেবন করিলে সোমরোগ, হৃৎ, দাহ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য
 হয় ।

গগণানিলৌহং ।—

গগণং ত্রিফলালৌহং কুটজং কটুকত্রয়ং ।
 পারদং গন্ধককৈব বিট্লেবলং সৈন্ধব-
 ত্বেগলাপত্রকং চোরং বজ্রং জীরক যুগ্মকং ।
 এতানিগমভাগানি শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ।
 তদর্দ্ধং দীপ্যকং চূর্ণং কঠৈকং মধুনা লিহেৎ ।
 অবশ্যং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রাতিসারসোমগং ॥

ইতি সোমরোগচিকিৎসা ।

অজ্র, ত্রিফলা, লৌহ, কুর্জট, ত্রিকটু, পারা, গন্ধক, বিটলবল, সৈন্ধব-
 লবণ, সাতিকার, দাক্ষিণি, ছোট্টগলাচি, তেজপত্র, বজ্র, জীবা, কৃষ্ণজীরা
 ও চোরনামক গন্ধ দ্রব্য । এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির আর্দ্রক
 যম্যনী গ্রহণপূর্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ।
 এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ লেহনপূর্বক সেবন করিলে স্রীদিগের
 মূত্রাতিসার গত সোমরোগ নিশ্চয়ই বিবর্ত্তি হইয়া থাকে ।

ইতি প্রয়োগ-চিকিৎসানিগ্রহে সোমরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ যোনিব্যাপদাধিকারঃ।

যোনিব্যাপৎ সুভূয়িষ্ঠং শস্ত্রে কৰ্মবাতজিৎ।

বস্ত্যভাজপরিষেক প্রলেপাঃ পিচুধারণং ।

কদম্বমূলকল্কঞ্চ খদিরাক্ষারমিশ্রিতং ।

যামং নারীপিবৎ কালে যোনিশূলনিপীড়িতা

বচোপকুঞ্চিকাজাজীকৃষ্ণাশ্বকসৈন্ধবং ।

অজোমোদা যবক্ষার চিত্রকং শর্করাশ্লিতং ।

পিষ্টাশ্রমন্নয়ালোডা খাদেত্তদ্ব্যতভজ্জিতং ।

যোনিপার্শ্বার্তি হ্রদ্রোগ ঔল্মার্শো বিনিবর্তয়েৎ ॥

যোনিব্যাপদরোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া, উত্তর বস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেব
প্রলেপ ও পিচু (বস্ত্রখণ্ড) ধারণ প্রভৃতি প্রযোজ্য।

কদলীমূলের কল্ক, খদিরকাষ্ঠের অক্ষারসহ একমাস সেবন করিলে
যোনিশূল নিবারিত হয়।

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিপুল, বাসক, সৈন্ধবলবণ, যমানী, যবক্ষার, রক্ত-
চিটা ও শর্করা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে শ্রমন্ন (যদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছ-
ভাগ) সহ আলোড়নপূর্বক ঘূতে সম্বলন করিয়া সেবন করিলে যোনিব্যাপদ
প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী বচা রাস্না চ চিত্রকং ।

যমানী সৈন্ধবং ক্ষারং পিষ্টাভৃষ্টা যুতেন তু ।

যোনিজং কৰ্মশূলঘ্নং পৈয়মুঞ্চদকাদিভিঃ ।

উপকুঞ্চাকৃষ্ণজীরা ইতি ॥

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, রাস্না, চিটা, যমানী ও যবক্ষার ; এই সকল
দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক ঘূতে সম্বলন করতঃ উষেদকাদির সহিত পান
করিলে যোনিশূল নষ্ট হয়।

পিষ্টাশয়ূকজং যামং পদ্ধতিত্তিড়ী সংযুতং ।

লেপমাত্রেণ নারীণাং যোনিকন্দ হরং পরং ।

ঘোষাক্ষপুষ্পলেপেন কন্দশান্তিত্রজেদ্রবং ।

রক্তঘোণ্যাং যথাদোষং প্রদরদ্রোহিতোবিধিঃ ।

শতাবরীঘ্নতং শস্ত্রং যোনিপিত্ত বিকারনুৎ ॥

শায়কের মাংস ও পাকাঠেঁতুল একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা অথবা

যোষাকলা, বহেড়া ও পুষ্পাঙ্গন একত্র পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে
যোনিকন্দরোগ আরোগ্য হয় ।

রক্তদূষিত যোনিরোগে প্রদরনাশক ক্রিয়া প্রযোজ্য । অপিচ শতাবরী
স্বত দ্বারা যোনিবিকার নষ্ট হয় ।

ফলস্বতং ।—

মঞ্জিষ্ঠামধুকং কুঠং ত্রিফলাশর্করা বলা ।
মেদা পয়স্য কাকোলী মূলকৈবাস্বগন্ধজং ।
অজমোদা হরিদ্রেদে হিঙ্গু কটুকরোহিণী ।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যো চন্দন দ্বয়ং ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈশ্চ তপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
শতাবরী রসক্ষীরং স্বতং দেয়ং চতুর্গুণং ।
সর্পিৱেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু রযাতে ।
পুত্রান্ জনয়তে নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্ ।
যা চৈব হি রগর্ভাস্যাং যা বা জনয়তে স্বতং ।
অম্পাঘ্নুযাং বা জনয়েৎ যাচকন্যাং প্রসূয়তে ।
যোনিদোষেরজোদোষে পরিশ্রাবেচ শাস্ততে ।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুযাং সর্বগ্রহে নিবারণং ।
নাস্মাফলস্বতহেতুং অশিভ্যাং পরিকীৰ্ত্তিতং ।
অনুভূতং লক্ষণামূলং কিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ ।
জীবেদ্বৈতৈকবর্ণায়া স্বতমত্রভৃগুহতে ।
আরগ্যগোময়ে নৈব বহিষ্কৃত্য প্রদীয়তে ॥

স্বত ৮/৪ সের ; শতাবরীর রস ও হুঙ্গ প্রত্যেকে ১৬ সের, কঙ্কার মঞ্জিষ্ঠা,
যক্ষ্মিধু, কুড়, শর্করা, রেড়েল, মেদ, হুঙ্গলিয়া, কাকোলী, অশ্বগন্ধা, যমানী,
হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটুকী, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা,
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন ও সারচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা । যথা-
বিধানে এই স্বত পাক করিয়া পান করিলে নারিদেগের যোনিরোগ ও অস্ত্র-
রোগ আরোগ্য হয় ।

ফলস্বতং ।—

সহচরদে ত্রিফলাং গুড়ুচীং সপুনর্নবাং ।
শুকনাসাং হরিদ্রেদে নাস্মাং মেদাং শতাবরীং ।
কঙ্কীকৃত্যস্বতং প্রস্থং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণং ।
তৎ সিদ্ধং প্রপিবেন্নারী যোনিরোগে নষ্টকরং ॥

পিণ্ডিতা চলিতা যাচ নিঃসৃত্য বিরূতা চ যা ।

পিণ্ডোনিবৃত্ত বিস্রস্তা ষণ্ডোনিবৃত্ত য স্মৃতা ।

প্রপদান্তে তু তা স্থানং গর্ভং গৃহস্থি চামক্লং ।

একত্রফলদ্ব্যুতং নাম যোনিদোষ হরং পরং ॥

ঘৃত /৪ সেব, দুগ্ধ ১৬ সেব, কল্কার্থ নীলবিষ্ঠী, পীতবিষ্ঠী, ত্রিকলা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, কেউরাঠেঙ্গা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতাবরী সমভাগে সমস্তে /১ সেব। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে যোনিশূলাদি বিবিধ স্ত্রীযোগ আরোগ্য হয়।

নীলোৎপলান্যং ঘৃতং ।—

নীলোৎপলেশীর মধুকষটী দ্রাক্ষা বিনারীকুশপঞ্চমূলৈঃ ।

স্বাজ্জীবনীশৈশচ ঘৃতং বিপক্লং শতাবরীকারণদ্রুগ্মিশ্রং ।

তচ্ছকরা পানঘৃতং প্রশস্ত মনুগদরে মারুতরক্তপিণ্ডে ।

ক্ষীণেবলে তসি সং পন্যষ্টকচ্ছ চ পিত্তপ্রভবে চ গুণ্যে ॥

ঘৃত /৪ সেব, শতাবরী বস ও দুগ্ধ প্রত্যেকে /৪ সেব; কল্কার্থ নীলোৎপল, বেগারমূল, যক্ষিষধু দ্রাক্ষা, ভূমিকুয়াণ্ড, কুশাদিপঞ্চমূল এবং জীবনীশয়গ সমভাগে সমস্তে /১ সেব। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উহার সহিত /১ সো ইক্ষু চনি মিশ্রিত করিয় লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে প্রদরাদি বিবিধ স্ত্রীযোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষারতৈলং ।—

শুক্টিশম্বুকশঙ্খাণ্যং দীর্ঘস্ত্যং সমুস্কবাং ।

দধ্মাকারং সমানায় খরযুত্রৈণ গালয়েৎ ।

ক্ষারোটভাগং বিশেষে তৈলং সার্বপকং বুধঃ ।

ইদমন্তঃপুরেনেয়ং তৈলমাত্রৈ যঃ পূজিতং ।

বিন্দুরকঃ পতেদ্যত্র তত্রায়াম ন জায়তে ।

মনানিভ্রুণে তৈল অশ্বিভাণ্যমেব নির্ধিতাং ।

অর্শমাং কুষ্ঠরোগানাং পামানত্র বিচর্চিকাং ।

ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্বক্লেশ হরং পরং ॥

কটুতৈল /৪ সেব, বিষ্ণুক, শামুক, শঙ্খ, সোনাছাল ও ঘণ্টাপাকল গর্ভত গৃহ আবিত ইহাদের ফার জল ৮০ সেব এবং জল ১৬ সেব। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উপদংশাদিরোগ আরোগ্য হয়। অপিচ এই তৈলের একবিন্দু শরীরের যেস্থলে পতিত হয়, তথায় আর লোম উৎ-

ভগবদ্বাক্যে ।—

সমস্তং বাতজিৎ কর্মযোনিব্যাপংনু শাস্ততে ।
 সর্ববিধ বাতনাশক ক্রিয়া যোনিব্যাপদুরোগে প্রয়োগ করা কর্তব্য ।
 যোনিনাং শ্বেদলেপাস্ত বরানীরেণ কারয়েৎ ।
 প্রক্ষালয়েৎভগং নিতাং পুত্রামলকবল্কলৈঃ ।
 হৃদ্ধাপিকামিনীকামং বালবৎ কুরুতেরতিং ।

ইতি যোনিব্যাপদাধিকারঃ ।

ত্রিকলার কাথ দ্বারা যোনি প্রক্ষালন পূর্বক আমলকীরছাল দ্বারা শ্বেদ
 ও প্রলেপ দিলে রক্ত নারিগণেরও যোনি এতাদৃশ সঙ্কচিত হয় যে, তাহারা
 বাল্যাদিগের স্তায় মৈথুনে সমর্থ হইয়া থাকে ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে যোনিব্যাপদুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ ।

প্রসঙ্গতঃ প্রবক্ষ্যামি বাধকঃ প্রক্রিয়াবিধিং ।
 ততো গর্ভচিকিৎসাঞ্চ বালকাময় মেব চ ।
 রক্তমাদ্রীচ ষষ্ঠীচ ডাক্কুরো জলকুমারকঃ ।
 চতুর্বিধো বাধকনাং মুনিভিঃ শ্রুতঃ যথোদিতঃ ।
 তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি যথাশাস্ত্রং নিশ্চয়াতঃ ।
 এতেষাং পূজনং কার্যং জর্জনং সন্তৃতিকার্যমিতি ।
 নিঃসরণং স্থপনঞ্চ বলিদানং বিশেষতঃ ।
 কুর্ভবাং শুকবাক্যেনৈধ্যাত্বা শাস্ত্রমালক্ষণং ।
 চতুর্বিধা বাধকাঃ স্মৃতিবিজ্ঞেয়া ঋতুকালতঃ ।
 ব্যাথাং কটাস্থথানাভে রপঃ পার্শ্বেষ্টুনেতথা ।
 রক্তমাদ্রী প্রদোষেণ জায়তে বাধকস্ত্রিয়ঃ ।
 নৈত্রেহস্তেতথাজ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ ।
 লালয়াৎ সংযুতং রক্তং ষষ্ঠীনাং বাধকঃ স্মৃতঃ ।
 উদ্বোগো গুরুতাদেহে রক্তশ্রাবো ভবেদ্বহঃ ।
 নাভেরধো ভবেচ্ছূলং ডাক্কুরস্য চ বাধকঃ ।
 সশূলস্যোদগর্ভাচ সূক্ষ্মদেহা পরিক্রিয়া ।

স্বাস্থ্যকামস্যোদগর্ভাচ সূক্ষ্মদেহা পরিক্রিয়া

মাষমেকং দ্বয়মপি ঋতুহীনা ভবেদ্যদি ।
 রক্তমাদ্রী প্রদোষণে ফলহানিশ্চ জায়তে ।
 মাইকভবেদ্যম্যা ঋতুস্নানদ্বয়ং তথা ।
 মলিনং যোনিরুক্তং স্যাৎ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ ।
 মাষত্রয়ং চতুর্থং বা ঋতুহীনা ভবেদ্যদি ।
 কৃষ্ণাজী করপাদেম্যা জ্বালডাক্সুর দূষণং ।
 সদাক্রুদ্ভা ভবেৎ শূল্য বহুকালেঋতু শুখা ।
 গুরুস্তনীষ্পরক্তা দোষৈর্জলকুমারজৈঃ ।

অত্রোপায়ঃ ।

ত্রিকোণমথষট্‌কোণং নবকোণ মণ্ডলাকৃতিং ।
 মন্ত্রানি তানিচ লিখ্যাবাহয়েন্নত্নপূর্বকং ।

মন্ত্রং যথা ।

ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ফট্‌ স্বাহা । ওঁ হ্রীঁ বজ্রযোগিনি স্বাহা ।
 ওঁ হ্রীঁ ওঁ ক্রীঁ ফট্‌ স্বাহা । ওঁ শূল্যবজ্রহস্তায় স্বাহা ॥

অথ তদেবতাধ্যানং যথা ।

রক্তমাদ্রীং দ্বিভুজাং রক্তালঙ্কারভূষিতাং ।
 রক্তায়রধরাং দিব্যাং রক্তনেত্রাং সুশোভনাং ।
 বরদাং ব্যগ্রহস্তাঞ্চ নমামি রক্তমত্রিকাং ।
 ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং পীতায়রধরাং সর্বলক্ষণে গুণোপেতাং ।
 নানালঙ্কারভূষিতাং দ্বিভুজাং ক্রোড়পুত্রিকাং ।
 ওঁ ডাক্সুরঃ সমহাগোমনুষ্যানাং শুভপ্রদঃ ।
 গঙ্গাপুত্রোহি বিখ্যাতঃ সর্বাপং শান্তিকারকঃ ।
 জলকুমারো মহাভাগো জলস্থলনিবাসকঃ ।
 দ্বিভুজোহপি জটাভার ধরণ্যাং ধ্যায়য়েৎ সদা ॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীদিগের বাধক প্রক্রিয়া, গর্ভ চিকিৎসা ও বালক রক্ষা বিধি বলাযাইতেছে। রক্তমাদ্রী, ষষ্ঠী, ডাক্সুর ও জলকুমারক ভেদে স্ত্রীদিগের বাধক চারি প্রকার। এই চতুর্বিধ বাধক স্ত্রীদিগের ঋতুকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সন্তানার্থী ব্যক্তিগণ এই বাধক নিবারণার্থে নিঃসারণ, স্থাপন ও বলিহানাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন।

রক্তমাদ্রী বাধক কর্তৃক স্ত্রীদিগের কটীদেশে, নাভির অধঃপার্শ্বে ও স্তন-
 দেশে বেদনা জন্মে। ষষ্ঠীবাধক কর্তৃক স্ত্রীদিগের নেত্রে, হস্তে ও যোনিতে

জ্বালা হয় এবং লাল। সংযুক্ত রক্তজ্বাব হইয়া থাকে। ডাক্তর বাধক কর্তৃক নারীদিগের উদ্বিগ্ন, দেহের শুষ্কতা, রক্তজ্বাব ও নাভির অধোদেশে বেদনা সমুদ্ভূত হয়। এবং কুমারক বাধক কর্তৃক স্ত্রীদিগের বেদনা সংযুক্ত গর্ভপীড়া, দেহের শুষ্কতা ও অস্পন্দরক্তজ্বাব হয়। ইহাতে গর্ভ নিষ্কল হইয়া থাকে।

যদ্যপি রক্তমাত্রীবাধক দোষে স্ত্রীদিগের একমাস অথবা দুই মাস অন্তর ঋতু হয়, তবে তাহাতে গর্ভ নিষ্কল হইয়া থাকে।

যদ্যপি বর্ষীবাধক হেতু স্ত্রীদিগের একমাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হয় ও যদি সেই ঔর্ধ্ব-রক্ত মলিন হয়, তবে তাহারও গর্ভ নিষ্কল বলিয়া জানিবে। ডাক্তরবাধক দোষে স্ত্রীদিগের তিনমাস অথবা চারিমাস অন্তর ঋতু হয়, এবং শরীরের কৃষ্ণবর্ণতা ও হস্তপাদে জ্বালা হইয়া থাকে। এবং জল-কুমারবাধক কর্তৃক নারীগণ সর্বদা ক্রোধশীলা, অত্যন্ত স্থূল দেহা, বহুকালে ঋতুমতী, স্থূলস্তনী ও অস্পন্দরক্তো বিশিষ্টা হইয়া থাকে। এই চতুর্বিধ বাধক নিবারণার্থ ত্রিকোণ, যটকোণ অথবা নবকোণ বিশিষ্ট একটা মণ্ডলাকৃতি প্রস্তুত করিয়া পঁচাত্তর “ওং হ্রীং স্বাঃ” ধ্যায়য়েৎ সদা” পর্য্যন্ত মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

অথ নষ্টপুষ্পিতায়াং ।

পারাবত পুরীষক মধুনায়। পিবেত্ততঃ ।

রজস্বলাভবেন্দ্রারী মূলদেবেনভাবিতং ।

জ্যোতিস্বতি কোমলপত্রমৌভৃষ্টং ষবায়াঃ কুসুমকপিষ্টং ।

গৃহাঘনাপীতমিদং যুবত্যাঃ করোতিপুষ্পং স্বরমন্দিরম্য ।

স্নানকালে সমুৎপত্তে দেয়মৌষধ মুচ্যতে ।

রক্তকার্পাসমূলঞ্চ নাগদানান্তুথৈব চ ।

পিষ্টাবল্যায়ামূলঞ্চ মরিচেন সমন্বিতং ।

দ্বয়ং দিনত্রয়ং তরুদশুচিঃ স্যাৎ বরাদ্ধনা ।

স্নানো পরিশ্চপাতবাৎ বার্তক্যাঃ কীটমুক্তমং ।

একবিংশদিনং যাবদুদ্ভেদন সহ মেথিকাং ।

মেথীতোলকমেকঞ্চ খণ্ডতোলত্রয়ন্তথা ।

স্বতঞ্চতোলকমিদং দুদ্ভেদন মিশ্রিতং পিবেৎ ।

স্বতবৎসা স্বতগর্ভা কাকবক্ষ্যা তথৈব চ ।

পুত্রহীমাচ বক্ষ্যাচ পারমাণিঙ্গকৃত্যতা ।

সংহরেৎ সর্বদোষানি মেথীলক্ষণ মুত্তমং ।

নাভিস্তক্তানাং স্ত্রীণামপর্যন্তস্নানকালে দেয়মিদমৌষধং ।

অশ্বগন্ধাবটব্যাল লক্ষণামূলকন্তুখা ।

ভক্ষয়েৎ সপ্তরাত্রন্তু দুধৈঃ পিষ্টা পুনঃ পুনঃ ।

অবশ্যং সম্ভুতিং তস্যাঃ পুত্রীমা গর্ভধারিণী ।

বটব্যালো বটাক্কুরঃ অন্যেভু বটাবরোহঃ ।

কেচিদ্ধটব্যালোহনন্তুমূলং ।

দুগ্ধম্নুপানং ।

অনুজ্ঞাং ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধেন সহ ভক্ষয়েৎ ।

পুষ্পহীনাচ বা নারী ভক্ষয়েদিদমৌষধং ॥

ওঁ হ্রাঁ হ্ৰং জং লং সাং সিদ্ধিং ।

ক্লীং স্বাহা হ্রাং ক্লীং হ্রং ।

পূর্বমন্ত্রং বন্ধ্যারো মৃতবৎসার্য নাভৌ প্রজপ্তব্যং । এবং
বাঁবদীয়োঃ পাতিকবেদনার্য জলমাত্র কঞ্চ দেয়মভি মন্ত্রিত
মিতি । পরন্তু সর্পদন্তে মুখায়তং দত্তা ফুৎকারং দদ্যাৎ
নাস্তীতি ব্যক্তব্যঞ্চ পতিকোপিত বালায়ামপি সিদ্ধুরাভি
মন্ত্রিতং দদ্যাৎ ॥

কবুতরের বিষ্ঠা মধুসহ অথবা জ্যোতিষ্মতী লতার কোমল পত্র অগ্নিতে
ভস্কনপূর্বক তাহা অথবা জবাফুল কাঁজীমহ পেয়ণপূর্বক সেবন করিলে
স্ত্রীদিগের নষ্টপুষ্প (রক্তঅদৃশ্য হওয়া) পুনরুদ্ধৃত হয় ।

রক্তকাপাসেরগূল, নাগদানা অথবা বেড়েলামূল ও মরিচ কিংবা বেগুণের
কাঁট বা দুগ্ধমহ মেথী ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩ তোলা ও মৃত ১ তোলা একত্র
মিশ্রিত করতঃ ঋতুস্নান কালে সেবন করিলে মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা, কাকবন্ধ্য
প্রভৃতি নারীদিগের সর্ববিশ্ব দোষ দূরীভূত হয় ।

অশ্বগন্ধা, বটাক্কুর ও লক্ষণামূল, দুগ্ধমহ অথবা ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধমহ
পেয়ণপূর্বক সেবন করাইয়া পশ্চাৎ “ওঁ, হ্রাঁ হ্ৰং জং লং সাং সিদ্ধিং ক্লীং
স্বাহা, হ্রাং হ্রাং হ্রং” এই মন্ত্রটী বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীর নাভিতে জপ
করিয়া জল ও আদা প্রদানপূর্বক পরে সর্পদন্তে মুখায়ত (খু খু) প্রদান করতঃ
ফুৎকার দিয়া “নাস্তি” এই কথা বলিবে এবং পশ্চাৎ সেই নারীর ললাটে
সিদ্ধুরের ফোটা প্রদান করিবে । ইহা দ্বারা স্ত্রীদিগের নষ্ট পুষ্পতা, বন্ধ্যাত্ত
প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ।

শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খকমূলকং ।

কর্ষং পীত্বা লভেদগর্ভং পূর্ববৎ ক্রমযোগতঃ ।

মুত্ৰা প্রিয়ঙ্গু সৌবীর লাক্ষা ক্ষৌদ্রসমং পিবেৎ ।

কৰং তণ্ডুলতৌয়েণ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ।
 সমূলাং মহদেবীঞ্চ সংগ্রাহ্য পুৰাভাস্করে ।
 ছায়াশুদ্ধঞ্চ চূর্ণ একবর্ণ গবাং পয়ঃ ।
 পূরয়েদ্বা পিবেন্নারী বন্ধ্যা ভবতি গর্তিণী ।
 কলমীং শর্করাং দুৰ্ব্বাং প্রক্ষাল্য ব্যাধিতাম্বনা ।
 তদন্তঃ পানমাত্রেন হন্তি শূলসমুদ্ভবং ।
 তদ্বদেব চিরোদ্ভূতস্তু থপীতমসংশয়ঃ ।
 স্ত্রীণাং স্নাত্যসমুৎকঞ্চ শূলং নীলকুরুটকং ।
 আত্মজমুত্ৰুচ কাথং লেহয়েন্নাজশক্তু ভিঃ ।
 অনেন লীচমাত্রেন গর্তিণী গ্রহণীং জয়েৎ ॥

শরপুষ্কা মূল ২ তোলা শীতল জল সহ পেয়ণ করিয়া অথবা মুখা, গ্রিয়ঙ্গু, কাঁজী, লাক্ষা ও মধু সমভাগে সমস্তে ২ তোলা তণ্ডুলোদক সহ পেয়ণপূর্বক কিম্বা বেড়েলারমূল স্বর্ষ্যসংযুক্ত পুৰ্যানক্ষত্রযোগে উত্তোলন-পূর্বক চূর্ণ করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করতঃ হৃদয়সহ সেবন করিলে স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাজ্বর-রোগ বিনষ্ট হয় ।

কল্মীশাক, শর্করা ও দুৰ্ব্বা এই সকল ত্রব্য বাসি জলসহ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করিলে অথবা নীল নিষ্ঠীরমূল বাসি জলসহ বাটীয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের সর্ষবিধ শূলরোগ আরোগ্য হয় ।

আত্ম ও জ্বামের ছালের কাথ খৈ চূর্ণসহ লেহন করিলে গর্তিণীদিগের গ্রহণীরোগ নষ্ট হয় ।

সহচরংকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ ।

দীপনো জ্বরশোথশ্চ স্মৃতিকাতঙ্কনাশনঃ ।

চন্দনং শারিবা, লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করাশ্লিতা ।

কাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্তিণ্যা জ্বরনাশনং ।

হ্রীবেয়ারুণ রক্তচন্দন বলা ধন্যাক বৎসাদনী ।

মুস্তাশীর যবাম পপট বিয়া কাথং পিবেদগর্তিণী ।

নানাবর্ণ রুজ্জাতি সারক গদে রক্তশ্রুতো বা জ্বরে ।

যোগোহয়ং মুন্নিভিঃ পুরা নিগদিতঃ স্মৃত্যামরেষুভয়ঃ ॥

নিষ্ঠীর কাথ, পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে স্ত্রীদিগের শোথ, জ্বর ও স্মৃতিকারোগ আরোগ্য হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ।

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও কিসমিস, ইহাদের কাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্তিণীর জ্বর নষ্ট হয় ।

বালা, ব্রহ্মচন্দন, পুমাগপুষ্প, বেড়েলা, খনিয়া, গুলঞ্চ, মুখা, বেণারমূল, হ্রালভা, ক্ষেতপাপড়া ও অটৈস, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে গর্ভিনীদিগের নানাবর্ণ বিশিষ্ট অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বর নষ্ট হয় ।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্তা তুরদারু চ ।

অশ্মান্তকং কৃষ্ণতিলা স্ত্যাব্রবল্লী শতাবরী ।

রক্ষাদনী পয়স্তা চ তথৈবোৎপলশারিবা ।

অনন্তা শারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ ।

বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্য ক্ষীরীশুল্কা স্বচো যুতং ।

পৃথক্পর্ণী বলা শিগু শ্বদংক্রো মধুযষ্টিকা ।

শৃঙ্গাটকং বিষ্ণু দ্রাক্ষা কসেরু মধুকং সিতা ।

মাসেষু সপ্তযোগান্য রুদ্ধল্লোকাস্ত সপ্তশু ।

যথাক্রমং প্রযোক্তব্য গর্ভস্রাবে পয়োযুতা ॥

গর্ভিনীকে প্রথম মাসে যষ্টিমধু, শাকবীজ, কাকোলী ও দেবদারু ; দ্বিতীয় মাসে অশ্মান্তক (আমকল), কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী ; তৃতী 'য় মাসে, পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল ; চতুর্থ মাসে, অনন্ত-মূল, শ্রামলতা, রাস্না, বামনহাটি ও যষ্টিমধু ; পঞ্চম মাসে, বৃহতী, কণ্ট-কারী, গাভারী এবং বট, অশ্বথ, যজ্ঞদুমুর, পাকুড় ও মনসামীজ, এই পঞ্চ ক্ষীরী বৃক্ষেরকঁ ডী ও ছাল এবং যুত ; ষষ্ঠ মাসে, চাকুলে, বেড়েলা, মজিনা-মূলের ছাল ও যষ্টিমধু এবং সপ্তম মাসে, পানীফল, মৃগাল, দ্রাক্ষা কেশর যষ্টিমধু ও ইক্ষু চিনি, এই সকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে দুইসপ্তাহ পেষণপূর্ব্বক অথবা দুইসপ্তাহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে । ইহাতে গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ।

কপিথ বিলু বৃহতী পটোলেক্ষু নিদিদ্ধিকাঃ ।

মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্রিষণক্টমং ।

নবমমধুকানন্তা পয়স্তা শারিবা পিবেৎ ।

পয়স্ত দশমে শুষ্ঠ্যা শূতশীতং প্রশস্ততে ।

সক্ষীরা বা হিতা শুষ্ঠী মধুকং দেবদারু চ ।

এবমাপ্যর্য্যতে গর্ভ স্তীত্ররুক্ গোপশাম্যতি ।

কুশকামোরুবুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকণ্ড চ ।

শূতং দুগ্ধং সিতা যুতা গর্ভিণ্যাঃ শূলঞ্চ পরং ॥

গর্ভিনীর গর্ভস্রাবের সম্ভব হইলে গর্ভিনীকে অষ্টম মাসে কয়েদবেল, বেলমূল, বৃহতী, পটোল (অথবা পলতা) ইক্ষু ও কণ্টকারীমূল, দুইসপ্তাহ পাক করিয়া পান করিতে দিবে । নবম মাসে, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীর-

কাঁকোলী ও অনন্তমূল ; দশম মাসে, শুষ্ঠী অথবা শুষ্ঠী ও যষ্টিমধু দুজসহ পাক করিয়া পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের পোষণ ও তীব্র-বেদনাদির শান্তি হয় । কুশমূল, কাশমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর দুজসহ পাক করিয়া ইক্ষুচিনির সহিত পান করাইলে গর্ভিণীদিগের শূলবৎ বেদনা উপ-শান্ত হয় ।

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরু শতাবরীভিঃ ।

সিদ্ধং পরঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদগর্ভ মুদীর্ণমূলং ।

কশেরু শৃঙ্গাটক পদ্মকোৎপলং সমুদগপর্ণীং মধুকং শর্করং ।

মশূলগর্ভমুতি পীড়িতাঙ্গনা পয়োমিশ্রং পরমানন্তক পিবেৎ ॥

কেশর, পানীফল, জীবনীয়গণ, পদ্ম, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূল এই সকল দ্রব্য দুজসহ পাক করিয়া ইক্ষুচিনির সহ সেবন করাইলে গর্ভিণী-দিগের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ও শূলবৎ বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কেশর, পানীফল, পদ্ম, উৎপল, মুগানী, যষ্টিমধু ও শর্করা দুজসহ সেবন-পূর্বক, শুদ্ধার সহ ভোজন করিলে গর্ভিণীদিগের শূলবৎ বেদনা ও গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ।

গর্ভে শুষ্কেতু বাতেন বালানাকাপি শুষাতাং ।

সিতা মধুক কাণ্ডার্থ্যহিত মুখাপনে পরঃ ।

গর্ভশোষে ত্বাগর্ভা প্রমহাশ্চ সদা হিতা ।

পাঠালঙ্গানি সিংহাস্য ময়ূরজটোঃ পৃথক্ ।

নাভিবন্তি ভগা লেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে ॥

বায়ুকর্ক গর্ভশুষ্ক হইয়া গর্ভিণীকে শুষ্ক করিলে তাহার পুষ্টির নিমিত্ত যষ্টিমধু, শর্করা ও গান্তারী, দুজসহ পাক করিয়া তাহা এবং হংস, কচ্ছ-পাদির ডিম্ব ও কুকুটাদির মাংস সেবন করিতে দিবে ।

আকনাড়ি, বিষলাঙ্গলিয়া, বাসক ও অশামাগমূল, ইহাদের যে কোন একটি পেষণপূর্বক তদ্বারী নাভি, বন্তি (তলপেট) ও ষোনিতে প্রলেপ দিলে স্ত্রীদিগের সুখে প্রমব হইয়া থাকে ।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনী ।

উচ্চৈঃশ্রবাস্চ তুরগো মন্দিরে শিবসম্বতে ।

ইদমমৃতমপাং সমুদ্রতং বৈভব লঘুগর্ভমিমং বিমুক্ততু স্ত্রী ।

তদনল পবনাক বাসবাস্তে সহ লবণামুধৈর্দিনন্ত শান্তিৎ ।

মুক্তাশাসাবিপাশাশ্চ যুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ ।

মুক্তঃ ভয়াদগর্ভত্রহে দশহি মারিচ স্বাহা ।

জলং চ্যবনমস্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্তিতং ।

পীত্বা প্রসূরতে নারী দৃষ্টা চোভয় ত্রিংশকং ।
 তথোভয় পঞ্চদশ দর্শনং সুখসূতিকৃৎ ।
 নারী ঋতু বসুভিঃ সহ পক্ষ দিগন্ত দশভিরেবাচ ।
 অর্কভুবনাক্তি নহি তৈরুভয় ত্রিংশ কিমিব ধাশ্চর্য্যং ।
 বসুগুণাবেব্যাক বাণ নবষট্শপ্তষোড়শৈঃ ক্রমাৎ ।
 সর্ব্বং দশদিক্শু ত্রিংশকং নবকোষ্ঠকে ॥

“ইহামৃত মারিচ স্নাহা” পর্য্যন্ত চাবন মন্ত্রটী দ্বারা ৭ সপ্তবার জল আভি-
 মন্ত্রিত করিয়া সেইজল গর্তিণীকে পান করাইয়া, ৩০ ত্রিংশৎ অঙ্কে পূরিত
 কোষ্ঠী অথবা ১৫ পঞ্চদশ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী দর্শন করাইলে গর্তিণীদিগের
 সুখে প্রসব হইয়া থাকে । নিম্নে ত্রিংশদঙ্কে পূরিত কোষ্ঠীর একটী প্রতিকৃতি
 ও পঞ্চদশাঙ্কে পূরিত কোষ্ঠীর একটী প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল ।

ত্রিংশদঙ্কিত কোষ্ঠী ।

পঞ্চদশাঙ্কিত কোষ্ঠী ।

৩০	৩০	৩০	১৫	১৫	১৫
৩০	১৬	২	১২	৩০	১৫
৩০	৬	১০	১৪	৩০	১৫
৩০	৮	১৮	৪	৩০	১৫
৩০	৩০	৩০	১৫	১৫	১৫

কটুতুয়াহি নির্ঘোজ কৃতবেধন সর্ব্বৈপঃ ।

কটুতৈলাস্বিতৈধুঁমো যোনেঃ পাতয়তেহমরাং ।

কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে সুখং পততামরাং ।

মূলেন লাল্ললাক্যাসংলিপ্তে পাণি পাদে চ ।

অমরাপাতনং মর্দ্যোঃ পিপ্পল্যাদি রজঃ পিবেৎ ॥

তিংলাউ, সর্পেরখোলস, ঘোষাকল, দ্বৈতমর্ষপ ও কটুতৈল, ইহাদের
 ধূম বেদনাতে প্রদান করিলে অথবা অঙ্গুলিতে কেশ বেটনপূর্ব্বক সেই অঙ্গু-
 র্তিণীর কণ্ঠদেশে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা বিষলাঙ্গলিয়রমূল গর্তিণীর হস্তে ও
 পাদে লেপনপূর্ব্বক মর্দ্যের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ সেবন করাইলে
 গর্তিণীর অতি সহজে শীত্র অমরা (কুল) পতিত হয় ।

পারাবত শকুৎ পীত সিততণ্ডুলবারিণা ।

গর্তপাতানন্তরোখং রক্তশ্রাবনিবারণং ।

জলপিষ্ট বরুণপট্টৈঃ সঘৃতে রুদ্রর্তনা লেপো ।

লক্কিশরোগং হরতো গোময় স্রষাদর্থো বিহিতো ॥

কবুতরের বিষ্ঠা, শালিতণ্ডুলের জলের সহিত পান করিলে প্রসবজনিত রক্তপ্রাবাহিক্য নিবারিত হয় । সমস্ত শরীরে গোময় ঘর্ষণপূর্বক তদুপরি বরুণরক্ষেরছাল জলসহ পেষণ করিয়া স্রুত মিশ্রিত করতঃ উদ্বর্তন ও লেপন করিলে কিক্কিশরোগ (গর্ভোৎপীড়ন হেতু বাস্তি প্রভৃতির চর্ম্ম অগ্নি অগ্নি বিদীর্ণ হওয়া) নিবারিত হয় ।

অমৃতং নাগর সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূল জলদজলং ।

শীতং মধুস্রুতং নিবারয়তি স্মৃতিকাতঙ্কং ।

সহচর পুষ্কর বেতসমূলং বৈকঙ্কত দারু কুলথসমং ।

জলমভয় সৈন্ধব হিঙ্গুস্রুতং সদ্যোজ্বর স্মৃতিকা শূলহরং ।

দশমূলীকৃত কাথ সদ্যঃ স্মৃতিরুজাপহঃ ॥

গুলঞ্চ, শুঠ, গিলন্তী, ভদ্রমুখা, ইকড় নামক ভূগেরমূল, স্বপ্প, পঞ্চমূল ও মুখা, ইহাদের শীতল কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা গিলন্তী, পুষ্করমূল, বেতসমূল, বঁইচুরক্ষেরমূল, দেবদারু ও কুলথিকলাই, ইহাদের কাথে সৈন্ধব-লবণ ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কিম্বা দশমূলের কাথ পান করিলে স্মৃতিকা জ্বর শীঘ্রই নিবারিত হয় ।

বজ্রকাঞ্জিকং ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্য শুষ্ঠী যমানিকা ।

জীরকে দ্বৈ হরিদ্রে দ্বৈ বিড়ং সৌবর্জলং তথা ॥

এতৈ রেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনাং বিপাচিতং ।

আমবাতং হরং রুমাং কফত্বং বহ্নিদীপনং ।

কাঞ্জিকং বজ্রকং নশম স্ত্রীগাময়িবিরুদ্ধনং ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুষ্ঠী, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, শবটলবণ ও মচললবণ ; এই সকল দ্রব্য মিলিত ৬ তোলা কাঁজী ১০ সের, যথাবিধানে ইহা পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা আমবাত প্রভৃতি বিবিধরোগ নষ্ট হয় ।

অশ্বগন্ধা স্রুতং ।—

ক্বাথেন হ্রয়গন্ধানাং সাধিতং স্রুতং পয়ঃ ।

ঋতুস্রাতাবতী পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ ॥

স্রুত ১৪ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের । যথাবিধানে এই স্রুত পাক করিয়া ঋতুমতী স্ত্রী সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয় ।

রহদশগন্ধা য়তং ।—

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশে সমুদ্ভবং ।
 পুণ্যেহনি সমাকৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষুকুট্টিতং ।
 দ্রোণেহস্তসি শনৈস্তাবৎ যাবৎ পাদাবশেষিত
 সর্পিঃ প্রহং পচেত্তেন গব্যাকীরং চতুর্গুণং ।
 স্বয়ং গুপ্তার্বভক্ষণাং যক্ষিমধুকমেবচ ।
 যুদ্বীকা মুদাপর্ণো চ জীবন্তী চপলাং বলাং ।
 নারায়ণীং বিদারীক দত্তা সম্যগ্ৰিপাচয়েৎ ।
 সিতা মাক্ষিকয়োঃ শীতে মাক্ষিকং প্রক্ষিপেদ্বধুঃ ।
 লিঢ়া পাণিতলং যুজ্জাৎ পূর্বাহ্নার বিবর্জিতং ।
 ক্ষীর্ণেন্দ্রিয়াং ক্ষতক্ষীণা রুদ্ধা বালা তথাবল্য ।
 হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রশ্চেদং মাত্রয়া য়তং ।
 ওজস্তেজোহথ সৌখ্যক প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ ।
 লভতে সূর্যাসক্কাশো নিত্যং স্ত্রীষু রযায়তে ।
 রুদ্ধো রযায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শ বর্ষবৎ ।
 নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেৎ নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ।
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধা সমন্বিতং ।
 মাষমাত্র প্রয়োগেণ বলীপলিতনাশনং ।
 খাদেন্নিত্যং তিমিরক সর্ববাত গদন্তথা ।
 পঞ্চকামানু ক্ষয়ং শ্বাসং হিষ্কাঞ্চ বিষমজ্বরান্ ।
 হন্তি সর্বানু প্রয়োগোহরমশ্চিভ্যাং নির্মিতং পুরাঃ ॥

য়ত /৪ সের, হুন্ধ ১৬ সের ; কাথার্থ অশ্বগন্ধা ২১০ সের, জল ১১৪ সের, শেষ ১৬ সের । কল্কার্থ আলকুশী, ঋষভক, যক্ষিমধু, এলাচি, ত্রাক্ষা, মুগানী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুস্মাণ্ড, সমভাগে সমস্তে /১ সের । যথাবিধানে এই য়ত পাক করিয়া শীতল হইলে চিনি ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে ক্ষীর্ণেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

শ্রীপর্ণী তৈলং ।—

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং তিলোদ্ভবং ।
 তুলকেনৈব তৈলং স্তনম্যোপরি ধারয়েৎ ।
 পতিতাবুখিতৌ স্ত্রীণাং ভবেয়াতাং পরোধরৌ ॥

তৈল ৮ সের, গাভারীছালের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ গাভারীছাল
কুড়িত ১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তুলিকা দ্বারা শুণো-
পরি প্রয়োগ করিলে বৃদ্ধানারীদিগেরও স্তন পুনঃবর্ধিত হয়।

কাশীশাদ্যং তৈলং ।—

কাশীশ তুরগন্ধা সাবরী গজপিপ্পলী বিপক্কে ।

তৈলেন যান্তিরুদ্ধিং স্তনকর্ণবরাজ্জনানি ॥

তৈল ৮ সের, কল্কার্থ হিরাকম, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল, সম-
ভাগে সমস্তে ১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্বারা মর্দন
করিলে স্তন, কর্ণ, যোনি ও লিঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয়।

সৌভাগ্যশুষ্ঠী ।—

নাগরস্য পলান্যকৌ স্নাতস্য পলবিংশতিঃ ।

ক্ষীরাক্ষকেন সংযুক্তং ঋণ্ডমার্কি শতন্তুথা ।

শতাহ্বা জীবক ব্যাধ ত্রিশুগন্ধি যমানিকা ।

কারবী মিষি চব্যাগ্নিং মুস্তানাক পলং পলং ।

লেহীভূত মিদং সিদ্ধং স্নাতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।

তদযথাগ্নিবলং খাদেৎ প্রসূতায়্য বিশেষতঃ ।

বল্যং বর্ণদমায়ুন্যং বলীপলিতনাশনং ।

বয়সঃ স্থাপনং হৃদয়মগ্নিরুদ্ধিকরং পরং ।

আমবাৎ প্রশমনং সৌভাগ্যকরমুত্তমং ।

মুকত্ব শূলশৃমনং স্মৃতিকারোগনাশনং ॥

চূর্ণ ১ সের, গব্যস্নাত ২১০ সের, হুঙ্গ ৬ সের, চিনি ৬১ সের এবং
শলুফা, জীবক, ত্রিকটু, তেজপাতা, ছোটএলাচি, দারুচিনি, যমানী, কৃষ্ণ-
জীরা, মৌরী, চৈ, রক্তচিতা ও মুস্তা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল। যথা-
নিয়মে পাক করতঃ ঘন হইলে একটী স্নাত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই অব-
লেহ প্রসূতা নারীর সেব্য। অশিচ ইহাদ্বারা আমবাৎ প্রভৃতি বিবিধরোগ
বিনষ্ট হইয়া শরীরের বল, বর্ণাদি পরিবর্দ্ধিত হয়।

মহাসৌভাগ্যশুষ্ঠী ।—

শুষ্ঠ্যাশ্চ কুড়বং গ্রাহং স্নাতত্বাং সমাফিকং ।

ত্রিকটু ত্রিকলানাক ত্রিশুগন্ধি বিভড়কং ।

লবঙ্গং জাতিপত্রক জাতিফল মুরা তথা ।

মুস্তকং বালকং রাস্না অত্র জম্বু পিয়ালকং ।

মাদ্রিগুম্বং শঠী গ্রহী বাস্পকো মধুরিতিচ ।

লোধস্য বকলকৈব ধাত্রীবল্কলমেবচ ।
 সর্জ্জরসং তথ্য বিলং শাল্মলী ধাতকীতিচ ।
 যমানি চাজ্জমোদাচ মরিচং মাগধীত্বচং ।
 কেশরং বারিপিপ্পল্যো বারুণী গোক্ষুরীতিচ ।
 কোকিলাক্ষা মশ্বগন্ধাং বাট্যালক শতাবরীং ।
 বিদারী মুষলী চৈব পিচুভাগং সমাহরেৎ ।
 যবন্ত্যোতানি চূর্ণানি তাবম্মাত্রস্তু মেথীকাং ।
 সর্বশ্চ দ্বিগুণোদেয়া মিতা মস্তণ্ডিকস্তথা ।
 সর্বমেকীকৃতং চূর্ণং মোদকং পরিকম্পয়েৎ ।
 ভক্ষয়েদনুপানঞ্চ ছাগীদুক্ষানুপানতঃ ।
 স্মৃতিকাং হস্তি বিবিধাং এইণীঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
 অতিসারং মহাঘোরং জ্বরাতীসারনাশনং ।
 অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং শূলং অর্শাংশিচ ভগন্দরং ।
 অল্পপিত্তঞ্চ বিবিধং বিস্ফোটং শীতপিত্তনুৎ ।
 সৌভাগ্য মোদকং হেব মুনিনা পরিভাষিতা ॥

শুষ্ঠীচূর্ণ ১/১০ সের, হৃত ও মধু মিলিত ২/২১০ সের এবং ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, লবঙ্গ, জাতিপত্র, জাতিফল, মুরামাংসী, মুখা, বাল্লা, রাস্না, আঁবের আঁঠির শাঁস, জামের আঁঠির শাঁস, পিয়ালবীজ আতইচ, শুষ্ঠী, গোক্ষুরমূল, শ্বেতবচ, নটেশাক, লোধ, বাবলারছাল, আমলকী, ধূনা, বেল-শুষ্ঠী, শিমুলছাল, যক্ষ্মিধু, ধাইফুল, যমানী, বনযমানী, মরিচ, পিপুল, দারু-চিনি, নাগকেশর, পিপুল, রাখালশশারমূল, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমকুন্ডাশু ও তালমূলী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং এই সকল চূর্ণ সমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ এবং সমস্ত ঔষ্যের দ্বিগুণ ইক্ষু-চিনি ও মিছরি । যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক উপযুক্ত যাত্রায় ছাগ দুগ্ধসহ পান করিলে স্মৃতিকা, এইণী প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয় ।

ব্রহ্ম সৌভাগ্য শুষ্ঠী ।—

ব্রহ্ম শুষ্ঠীং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিধানতঃ ।
 পলষোড়শিকাং গ্রাহং ক্ষীরেদশগুণেপটুচং ।
 ক্রমেণ পাকশুদ্ধিঃ স্যাৎ হৃতপ্রস্থে চ ভজ্জয়েৎ ।
 লঘুপাকং প্রকর্ষ্যো নখবো মোদকেষপি ।
 শতাবরী বিদারীচ মুষলীগোক্ষুরোবলা ।

ছিত্রাসত্ত্বং শতাহ্ৰচ জীরকৌ বোষচিহ্নকৌ ।
 ত্রিষুগন্ধি যমানী চ তালীশং কারবীমিষি ।
 রাস্না পুষ্করমূলঞ্চ বাশীদারু শতাহ্ৰয়ং ।
 শঠীমাংসী বচামোচতক্পত্রং নাগকেশরং ।
 জীবন্তি মেথিকা যষ্টি চন্দনং রক্তচন্দনং ।
 ক্রিমিস্থং তোরসিংহাস্য ধন্যাকং কট্ফলং ঘনং ।
 কষদ্রয়মিদং ভাগং প্রত্যেকং পট্টি ঘর্ষিতং ।
 সর্বচূর্ণাদ্বিগুণিতা প্রদেয়াসিত শর্করা ।
 যুক্ত্যাপাক বিধানত্তো মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।
 শুদ্ধেভাণ্ডে নিধায়াথ ঋদেন্নিত্যং যথাবলং ।
 বীক্ষ্যাগ্নি বলকোষ্ঠঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
 ক্ষৌদ্রাত্বপানতঃ প্রাতঃ গুরুদেবানু সমাচরেৎ ।
 তদ্ব্যং বল্যমায়ুষ্য বলীপলিত নাশনং ।
 বয়সস্থাপনং প্রোক্তমগ্নি দীপকরং পরং ।
 রষণানামতি রষাঞ্চ রসায়নমিদং শুভং ।
 বিবেশাৎ স্ত্রীগদেপ্রোক্তং প্রসূতানাং যথামৃতং ।
 বিংশতির্ব্যাপদোষোনিঃ প্রদরং পঞ্চধামপি ।
 ষোনিদোষহর স্ত্রীণাং রজোদোষ হরোপি চ ।
 পাপ সংসর্গজোদোষ নাশয়েন্নাত্রশংসয়ঃ ।
 আমবাত হরকৈব শিরঃশূল নিবারণঃ ।
 সর্বশূল হরকৈব বিশেষাৎ কটীশূলনুৎ ।
 বীৰ্য্যবৃদ্ধিং করং পুংসাং স্মৃতিকাতঙ্কনাশনঃ ।
 বাতপিভুক্কোদ্রুতানু দ্বন্দ্বজানু সন্নিপাতিকানু ।
 হস্তিসর্ব গদানেষা শুষ্ঠী সৌভাগ্যদায়িনী ।
 সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রীণামতঃ সৌভাগ্য শুষ্ঠীকা ।

শুষ্ঠীচূর্ণ/২৥সের ১/১/একমণ ভুক্ষসহ পাক করিয়া /৪সের স্বত দ্বারা ভাজিয়া
 ৩২সহ শতমুলী, ভুক্ষিস্মাণ্ড, তালমুলী, গোহুর, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বিন্টী,
 শলুকা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, রক্তচিতা, ত্রিষুগন্ধি, যমানী, তালীসপত্র,
 মৌরী, রাস্না, বনযমানী, পুষ্করমূল, বংশলোচন, দেবদাক, শঠী, জটামাংসী,
 বচ, মোচরস, শলুকা, দাকচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথী, যষ্টি-
 ৫, রক্তচন্দন, সারচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, বাসক, ধনে, কট্ফল ও মুখা, ইহা-

দেয় চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং এই সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি যথা-
বিধানে এই মোদক পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে
বলি পলিতাদি নষ্ট হইয়া বল, বর্ণাদি বর্দ্ধিত হয় এবং প্রসূতা নারী প্রভৃতির
বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় ।

জাতীফলাদ্যা বটিকা ।—

বিশুদ্ধ সূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ন্তু ।
বিধায় শুদ্ধোপলমাত্রমাধ্যে সূকজ্জলীং বৈদ্যবর প্রযত্নাৎ ।
জাতীফলং শান্মলী বেষ্টমুস্তং সটঙ্কণং সাত্তিবিষং সজীবং ।
প্রত্যেক যেতন্মরিচস্যশানং প্রমাণমেকং বিষমাষককৃ ।
বিচূর্ণ্য সর্কৈবাবচূর্ণ্য পশ্চাৎ বিভাষয়েৎ পত্রসেরমীষাং ।
বাসাত্র ভদ্রোৎকট কঞ্চটানাং ইন্দ্রানিকেন্দ্রাশনকঞ্চজম্বু ।
মবিলুকং দাড়িম কেশরাজ মবিদ্ধ কর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজং ।
বিভাষ্য সম্যগ্ভটিকা বিধেয়া কোলাস্থিমানাথ যথান্নপানং ।
সেয়ং নিহন্ত্যত্রবহুপ্রকারান্ স্মৃতিবিকারং শ্বয়থুং সমগ্রং ।
কাসঞ্চ পঞ্চানক মল্লপিত্তানয়ং নিহন্তি গ্রহণী বিকারান্ ।
অভ্যাস্য জীরাদৃগুদজান্ সাধ্যানাংমাত্ৰ বদ্ধস্বতিসারমুগ্রং ।
শ্বাসং তথা পাণ্ডুগদং নিহন্তি চিরোদ্ভবাঞ্চ গ্রহণী প্রভৃষ্টাং ।
জীবৈদ্ভৃশং ষোগশতৈরসাধ্যাং বিবর্জ্জনীয়া ইহ ইষ্ট মৎস্যঃ ।
মৎস্য স্তুথী পাণ্ডব বর্ণকাশচ রক্তাফলমূল দলঞ্চ বর্জ্জং ।
বুদ্ধির্বিধেয়ান কদাচিদত্র জাতীফলাদ্যা বটিকা প্রশস্তা ॥

কজ্জলী, চমাষা, জাতীফল, মোচরস, মুথা, টঙ্কন, আতৈস, জীরা ও মরিচ।
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং বিষচূর্ণ একমাষা । এই সমস্ত চূর্ণ
যথাক্রমে বাসক, আত্র, গন্ধত্বণ, কঞ্চট, নিমিন্দা, সিদ্ধি, জাম, বৈল, দাড়িম,
ছাল, কেশরিয়া, ভীমরাজ ও আকনাদি, ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া ফুল প্রমাণ
বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে স্মৃতিকানি বিবিধ প্রকার রোগ
আরোগ্য হয় ।

গর্ভকিলাসোরমঃ ।—

রসগন্ধক তুল্যঞ্চ ত্র্যহং জম্বীর মর্দ্ধিতং ।
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনং দেয়ং শুষ্কা চতুষ্টয়ং ।
গর্ভিণ্যাঃ শূল বিষ্টন্ত জ্বরাজীর্ণেষু কেবলং ॥

ইতি স্ত্রীরোগাধিকারঃ ।

রস, গন্ধক ও তুঁতে, জ্বরীর রসে মর্দন করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ককরতঃ ত্রিকটু কাথ দ্বারা তিন বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল, বিকটজ্বর ও অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণি-গ্রন্থে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ বালরোগাধিকারঃ ।

কুষ্ঠাভয়াবচা ত্রক্ষীকট্ফলং ক্ষৌদ্র মর্পিষা ।
বর্ণায়ুঃ কান্তিজননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ ।
ব্যোমশিবোত্রা রজনীকল্কং বা পীত মথবা পয়সা ।
উল্লংনিঃশেষাং কুরুতে পটুতাং বালস্যচাত্যন্তং ।
মুৎ পিণ্ডেনাগ্নি তপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোণ্যতা ।
শ্বেদয়েদুখিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ।
নভিপাকে মিশালোত্র প্রিয়ঙ্গু মধুকৈঃ শূতং ।
তৈল মভ্যঞ্জনেশস্ত মেভির্ব্বাপ্যবচর্ণিতং ।

তুঁড়, হরীতকী, বচ, ত্রক্ষীশাক ও কট্ফল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেয়ণ-পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকের বর্ণ ; আয়ুঃ ও কান্তি বর্দ্ধিত হয় ।

ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কল্ক দুগ্ধসহ সেবন করাইলে বালকদিগের স্নেহা নষ্ট হয় এবং শরীরের পটুতা জন্মিয়া থাকে ।

একটী মুৎপিণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তত্ক্ষণাৎ দুগ্ধ সেবন করিলে যে উন্মাদ নির্গত হয়, তদ্বারা শ্বেদ দিলে বালকের উখিত নাভী ও শোথ উপশমিত হয় ।

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও মধুকৈঃ, এই সকল দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া তদ্বারা নাভীতে প্রলেপ দিলে অথবা উহাদের চূর্ণ নাভীতে প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের নাভীপাক নিবারিত হয় ।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকি শিখামূলং মুদ্ধতং বদ্ধং ।

জঘনেহথ কন্দুরায়াং ক্ষপীয়ত্যহিণ্ডিকাং নিয়তং ।

জম্বুকনানা বায়সজিহ্বা নাভির্ব্বপ্যাহ সন্তুতা ।

কাংশ্য রসোথগরলং প্রাপ্তবভেক বামজজ্যাহি ।

ইত্যেক শোথ মিলিতং বিরতং ঐশ্বাদি কটীদেশে ।

অহিণ্ডিকা প্রশমন মভ্যঞ্জনোনাতি পথ্যবিধিঃ ।

চক্ষুগ্রহণ সময়ে ময়ূরশিখার মূল উত্তোলনপূর্বক বালকের কটীদেশে অথবা গলদেশে বন্ধন করিয়া দিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনষ্ট হয় ।

শৃংগালের নামিকা, কাকের জিহ্বা, শূকরের নাভী, কাংশ্চ, পারদ, বিষ ও বর্ষাকালীন ভেকের বাম জঙ্ঘার অস্থি, বালকের ঐবাদেরে অথবা কটীদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনষ্ট হয় । ইহাতে অভ্যঙ্গ ও পথ্যাদির বিচার নিষ্প্রয়োজন ।

অনামকে ঘূষু রিকাবুদ্ধি মরিচ রোচনা ।

নবনীতঞ্চ সন্নিপ্রাখাদেভু দ্রোগনাশনং ।

তৈলাক্তং শিরস্তানুনি সপ্তদলার্কম্মুহী ক্ষীরং ।

দত্বাচ রজনীচূর্ণে দন্তেনম্যোশ্চদনামকাখ্যং ।

লেহয়চ্চশুনা বালং নবনীতেন লেপিতং ।

পুটক পত্রজরমেনোদ্বর্তনঞ্চতদ্বিতং ॥

ঘূষুঘু পোকের বুদ্ধি, মরিচ, গোরচনা ও ননী একত্র সেবন করাইলে অথবা বালকের মস্তকের তালুদেশে তৈলঅক্ষণ করিয়া তত্পরি ছাতিম, আকন্দ ও মনসা সিঞ্ছের দ্রব প্রক্ষেপপূর্বক হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিলে শিশুদিগের অনামক (পুষ্টিকা) রোগ আরোগ্য হয় ।

বালকের সর্বগাত্রে নবনীত লেপনপূর্বক কুকুর দ্বারা লেহন করাইয়া পুটকী পত্রের রসে উদ্বর্তন করিলে, শিশুদিগের অনামক রোগ বিনষ্ট হয় ।

চালনিকা তলসংস্থিতপোতং সংপ্লাব্য গব্যমুত্ত্রেণ ।

ওকোদশালিকায়াম্ রজকক্ষারোদক স্নানং ।

দামক্রয়ণ শ্রাবণ বটিকা রসেন্দ্র পূরিতাপ্ততা কণ্ঠে ।

নলিনীদলেচ শয়নং দৃষ্ট মনামকাখ্য রোগঘ্নং ॥

চালনীর নিম্নে বালককে শয়ন করাইয়া গোমূত্র সেচনপূর্বক স্নান করাইয়া পশ্চাৎ রজকের ক্ষারজল দ্বারা স্নান করাইলে বালকদিগের ওকোদশালিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

কণ্ঠ বেষধারী পাষণ্ড যোগীর নিকট হইতে ভূতা দ্বারা কড়ী ক্রমপূর্বক তাহাতে পারদ পূর্ণ করিয়া বালকের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দিলে এবং পদ্মপত্রে বালককে শয়ন করাইলে অতি কষ্টদায়ক অনামক রোগও প্রশমিত হয়

ভৈবজ্যং পূর্বমুদ্ভিষ্টং নরাগাংযদ্বজ্রাদিষু ।

কার্য্যস্তুদেব বালানাং যাত্রাতস্য কণীয়সী ।

সহানুগীতিকোদিচ্যাক্কাঠিঃ স্নানং গ্রহাপহং ।

বলিশান্তীষ কৰ্ম্মাণি কার্য্যানিগ্রহ শান্তয়ে ।

নব্রশ্চায়ং প্রযোক্তব্যং তত্রাদৌ সার্বকর্ষিকঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে গড়ুরায় ত্রায়াকায় সদ্যস্তবস্ততং স্বাহা ।

ওঁ কং টং পং সং বৈনতেয়ায় নমঃ ।

ওঁ হ্রং স্বীং ক্ষঃ ।

বালদেহ প্রমাণেন পুষ্পমালাস্তু সর্বতঃ ।

প্রগৃহ মুচ্চিকাভক্তং বলিদেহুস্ত শান্তিকঃ ।

ওঁ কারীস্বর্ণ পক্ষীবক্ষবক্ষবালকং স্বাহা ॥

ওঁ নমো বিরেচনায় ।

এভিমন্ত্ররনৈশ্চ রাবণতন্ত্রোক্ত মাতৃকাপূজা কর্তব্যা ॥

পূর্বে জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে যে সকল ঔষধাদি কথিত হইয়াছে, শিশুদিগের জ্বর, অতিসারাদি রোগেও সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অম্প মাত্রায় ঔষধ শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবে ।

ঝিণ্টী, মুগুরি ও বাল্য, ইহাদের ক্কাথ দ্বারা বালকদিগকে স্নান করাইলে অথবা “ওঁ নমোঃ ভগবতে—হ্রীং ক্ষঃ” এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া বলী কৰ্ম্মাদি আচরণ করিলে কিম্বা বালকের দেহ প্রমাণ পুষ্পমালা প্রস্তুত করতঃ রাবণ তন্ত্রোক্ত “ওঁ কারী—নমঃ বিরেচনায়” এই মন্ত্রটী দ্বারা মাতৃকা পূজা করিয়া অন্নাদির বলীপ্রদান রূপ শান্তিকৰ্ম্ম করিলে বালকদিগের এইদোষ দূরীভূত হয় ।

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোঃভেষজ রক্তিকা ।

অবলেহাতু কর্তব্য মধু ক্ষীর সিতান্নতৈঃ ।

এতৈকাতং বর্দ্ধয়েত্তাবৎ যাবৎ সংবৎসরোভবেৎ ।

তদূর্দ্ধ মাসরুদ্ধিঃ স্যাদযাবদা যোড়শাব্দিকাঃ ॥

• একমাস বয়স্ক বালকের কোন রোগ হইলে, তাহাকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ মধু, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনিমধু লেহন করিতে দিবে । তদনন্তর ১ মাসের পর দুই মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১ রতি প্রমাণ রুদ্ধি করিয়া ঔষধ দিবে । তৎপরে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাষা করিয়া ঔষধের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে ।

হরিদাদ্বয় যাক্ষ্যাহ সিংহীশক্রযবৈকৃতঃ ।

শিশোজ্বরাতিসারপ্লঃ কষার স্তন্যদোষহৎ ।

অশ্বথজ্জদলং ক্ষৌদ্রের্মুখ পাকেতুলপনং ।

দার্বীষক্যভয়া জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রেস্তথাপনং ।

সজঘীর রসেন স্তদলরস ঘর্ষণং সদাঃ ।

কৃতমপহরন্তিপাকং মুখজং বালস্যচাশ্বেব ॥

হরিত্রা, দাকহরিত্রা, চাকুলে, যক্ষিমধু ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথ দ্বারা শিশুদিগের জ্বরাতিসার ও প্রসূতিদিগের স্তন্যদোষ দূরীভূত হয় ।

অথথ রক্তের ছাল অথবা পত্র কিসা দাকহরিত্রা, যক্ষিমধু, হরীতকী ও জাতিপত্র মধুসহ পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে বালকদিগের মুখপাক আরোগ্য হয় ।

পুটপাক বিধানে গৃহীত জ্বরীর রস ও মনসা সীজের পাতার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের মুখপাক বিনষ্ট হয় ।

লাবতিভিরিবল্লুররজঃ পুষ্পরসমম্বিতং ।

ক্রতং করোতি বালানাং দন্তকেশরবৎ মুখং ।

দন্তোদ্রবোথরোগেষু ন বালমভিষন্ত্রয়েৎ ।

স্বরমেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ ।

মায়ূরপক্ষভস্ম ব্যাধিতজলন্তেন ভাবিতং পেরং ।

তৃণাশ্লং বটকাষ্ঠঞ্চ ভস্মজলং বক্ত্রশোধজিদ্ভুতং বক্ত্রে ।

পিষ্টৈঃ ছাগেন ভুঞ্জন দার্কীমুস্তক গৈরিকৈঃ ।

বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রাময়্যার্তিজিৎ ॥

লাব ও তিভিরি পক্ষীর শুষ্ক মাংস চূর্ণ মধুসহ বালকের দন্তে ঘর্ষণ করিলে দন্ত পঙ্ক্তি কেশর বৎ সূদৃশ হয় ।

বালকদিগের দন্ত উৎখিত হইবার সময়ে যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে তাহা নিবারণার্থ কোন প্রকার কষ্টদায়ক ঔষধাদি বালকদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবে না । কারণ দন্ত উৎপন্ন হইলে সেই সকল রোগ স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম পূর্বদিবসীয় বাসি জল সহ পান করাইলে বালকদিগের তৃণা নিবারিত হয় । উক্ত প্রকারে বটরক্তের কাষ্ঠভস্ম জলে প্রাবিত করিয়া সেই জল পান করাইলে শিশুদিগের মুখশোষণ নিবৃত্ত হয় ।

দাকহরিত্রা, মুখা ও গেরামাটী ছাগছত্রসহ পেষণপূর্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে শিশুদিগের চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

নাগরাতিবিষামুস্তং বালকেন্দ্র যবৈঃশূতং ।

কুমারং পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্বাতিসার নাশনং ।

বিলুঘূল কষায়ৈণ লাজাঃ স মধুশর্করা ।

আলোড়্যপায়য়েদ্বালং ছর্দ্যাতিসার নাশনং ।

লাজা স যক্ষিমধুকং শর্করা ক্ষৌদ্রমেবচ ।

তণ্ডুলোদক সংযুক্তং ক্ষিপ্ৰং হস্তিপ্রবাহিকাং ।

অক্টোঠকমূল মথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজম্বুদলয়া ।

শীতং হস্ত্যভীসারং গ্রহণীরোগক দুর্বারং ॥

শুষ্ঠী, আতইচ, মুখা, বালা ও ইজ্রবব ইহাদের কাথ পান করাইলে শিশুদিগের সর্ববিধ অতিসার প্রশমিত হয় ।

বিলম্বুলের কাথে খৈ চূর্ণ মধু ও শর্করা আয়োজিত করতঃ পান করাইলে বালকদিগের বমি ও অতিসার নষ্ট হয় ।

খৈ চূর্ণ, ঋষ্টিমধু, শর্করা ও মধু একত্র তণ্ডুলোদক সহ সেবন করাইলে বালকদিগের প্রবাহিকা রোগ দূরীভূত হয় ।

অক্টোঠমূল অথবা বটের ও জামের পত্র তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া পান করাইলে শিশুদিগের সর্ববিধ অতিসার ও গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

অশ্বগন্ধায়ুতং ।—

পাদকল্লেখঃ অশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরেদশগুণেপচেৎ ।

যুতং পেরং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বল বর্দ্ধনং ॥

যুত ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ মণ এবং কল্কার্ব ১/১ সের যথাবিধানে এই যুত পাক করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয় ।

কুমারকল্যাণযুতং ।—

শঙ্খপুষ্পীবচা ব্রহ্মী কুষ্ঠত্রিকলয়াসহ ।

দ্রাক্ষা শর্করয়া শুষ্ঠী জীবন্তী মধুকং বলা ।

শঠী ভ্রূরালভা বিলুং দাড়িমং সুরমহিরা ।

মুস্ত পুষ্কর মূলক শূক্কেলাগজপিপ্পলী ।

এবাং কৰ্ষমেভাগৈঃ স্বতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।

কর্ষারাকণ্টকার্যাস্ত ক্ষীরেতস্যাক্ততুণে ।

এতং কুমার কল্যাণং যুতমেতং সুখপ্রদং ।

বলবর্ধকরং মদ্য পুষ্ট্যাগ্নি বলবর্দ্ধনং ।

ছারা সর্বগ্রাহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তুগদাপহং ।

সর্বরাসাময়হরং দন্তোদ্ভেদবিশেষতঃ ॥

যুত ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের, কণ্টকারীর কাথ ১/৪ সের কল্কার্ব :—শঙ্খ পুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড়, ত্রিকলা, দ্রাক্ষা, শর্করা, শুষ্ঠী, জীবন্তী, ঋষ্টিমধু, বেড়োলা, শঠী, ভ্রূরালভা, বেলগুঁঠ, দাড়িমকলের ছাল, তুলসী, শালপানী, মুখা, পুষ্করমূল, ছোটএলাচী ও গজপিপুল, প্রত্যেকে ২ তোলা যথা-

বিধানে তৈলপাক করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের বল, বর্ণ, অগ্নি প্রভৃতি বর্ধিত হয় এবং দন্তরোগাদি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

লাক্ষাদি তৈলঃ ।

লাক্ষারস সমং সিদ্ধং তৈলমস্ত চতুঃপাণ্ড ৭২ ।

রাশ্মা চন্দন কৃষ্ণক বাজিগন্ধানিশাযুগৈঃ ।

শতাহ্বানারু যক্ষাঙ্ক মূৰ্দ্ধাতিক্তাহরেণুভিঃ ।

বাল্যে জ্বর বিনাশায় মভ্যঙ্গাদ্বল বর্ণকং ।

তৈল ৮ সের, লাক্ষার কাথ ৮ সের, দধিরমাত ৬ সের । কক্ষার্থঃ—
রাশ্মা, রক্তচন্দন, পিপুল, মুখা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, শলুকা, দেবদাক, যক্ষিমধু,
হৃদয়মুখী, কটুকী ও 'রেণুক', এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ সের ।
যথাবিধানে এই তৈল পাক করিবে, অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে বালকদিগের
জ্বর বিনষ্ট হয় এবং বলবর্ণাদি বর্ধিত হইয়া থাকে ।

বিন্দুশক্রাণু মোচাস্থাঙ্গিদ্ধমাজং পয়ঃ শিলা ।

সামং সংযুতাং গ্রহণীং পীতং হন্যাং ত্রিরাত্রতঃ ॥

বেলশুঠ, ইম্বরব, বালা, মোচরস ও শিলাজতু, এই সকল দ্রব্য ছাপহুস্ত
সহ কাণের বিধি অনুসারে পাক করিয়া পান করাইলে তিনরাত্রি মধ্যেই
শিশুদিগের আমশংযুক্ত গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

শিশু চাতুর্থকং ।—

ঘনকৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণসংযুতং ।

শিশোজ্বরাসারস্বং কাস শ্বাস বমিস্থরং ॥

মুখা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের সমভাগে চূর্ণ মধুসহ
যোগে লেহন করাইলে শিশুদিগের জ্বরাসার, কাস, শ্বাস ও বমি নিবৃত্ত
হয় ।

রজন্যাঙ্গিচূর্ণং ।—

রজনী দারুসরল শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ং ।

পৃথ্বীপর্ণীশতাহ্বা চ লীড়ং মাক্ষিক সর্পিষা ।

গ্রহণী দীপনং চৈষমারুতাক্তি নকামলাং ।

জ্বরাতিসার পাণ্ডু স্বং বালানাং সর্বশোথহা ॥

হরিদ্রা, দেবদাক, সরলকাষ্ঠ, পিপ্পলী, বৃহতী, কটকারী, চাকুলে ও
শলুকা, এই সকল দ্রব্যের সমভাগে চূর্ণ ও ঘৃতসহ লেহন করাইলে বালক-
দিগের গ্রহণীজনিত নিষেজ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং বায়ু, কামলারোগ,
জ্বরাসার, পাণ্ডু ও সর্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সুশুদ্ধাং পিপ্পলীনাঙ্গচূর্ণং সমধুশর্করং ।
 মেনে মাড়লুঙ্গস্য হিষ্কা ছর্দি নিবারণং ।
 সিত জীরকমর্জচূর্ণং বিলদলে খাম্বুবিমিশ্রং পীতং ।
 হন্যামরক্তং শূলং গুড় সহিতং শ্বेतসর্জোবা ।
 গৃঙ্গীমুস্তাবিবাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদ্যাৎ মধুনাশিশুনাং ।
 কাসজ্বর ছর্দিভির্ভক্তিতানাং সমাফিক্কাং বাতিবিহামথৈকাং ।
 আত্মাহ্নিজা মিন্দু থৈর্লেহ ক্ষৌদ্রেণ বাস্তিজিৎ ॥

পিপুলচূর্ণ, মধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে ছোলঙ্গনেবুর রসসহ সেবন করা-
 ইলে শিশুদিগের হিষ্কা ও বমি নিবারিত হয় ।

শ্বेतজীরা ও ধূনা চূর্ণ বেলপাতার রসসহ অথবা শ্বेत ধূনা চূর্ণ ইক্ষুগুড়-
 সহ সেবন করাইলে শিশুদিগের আমরক্ত ও শূল বিনষ্ট হয় ।

কাকড়াগৃঙ্গী, মুখা ও আতাইচ, ইহার চূর্ণ একত্র অথবা কেবলমাত্র আত-
 ইচ চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে শিশুদিগের কাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য
 হয় ।

আমের অঁটীর শাঁস, থৈচু ও মৈন্ধবলবণ একত্র মধুসহ লেহন করিতে
 দিলে শিশুদিগের বমি নিবারিত হয় ।

মহাগন্ধকঃ ।—

গন্ধকং পারদং শুদ্ধং কর্ষ গ্রাহ্যং পৃথক্ পৃথক্ ।
 ততঃ কজ্জলিকাং রুত্না যুত্পাকেন সাধয়েৎ ।
 জাতীফলং তথাকোবং লবঙ্গারিষ্টপত্রকং ।
 সিন্ধুবারদলশৈব এলাবীজং তথৈব চ ।
 এতেষাং কষমাংত্রৈর্ন পর্গেন সহযর্দয়েৎ ।
 নুস্তাগৃহে পুনঃস্থাপ্যং রস্তাপত্রৈর্ন বেষ্ঠয়েৎ ।
 ঘনপক্ষে বহির্লিপ্তা পুটমাত্রং প্রযোজয়েৎ ।
 গুঞ্জা ষট্ক প্রমাণেন প্রত্যহং খাদয়েত্ততঃ ।
 ততঃ প্রযোজ্যং কুমারানাং রক্ষণায় মহৌষধং ।
 অর্শোন্মঃ দীপনশৈব বলবর্ণ ওদাদনং ।
 দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব এবাহিকা ।
 গ্রহণী দুষিতং রক্তং অর্শোরক্ত সমুদ্ভবং ।
 স্মৃতিরোগ জয়েদেতদপি বৈদ্য বিবর্জিতং ।

কাস শ্বাসাতিসারস্বঃ বাজিকরণ মুত্তমং ।
 বালরোগং নিহন্ত্যাশু সর্বোপদ্রবসংযুতং ।
 পিশাচা দানবান্দৈত্যা বালানাং বিষকারকাঃ
 যত্রৌষধি বরন্তিষ্ঠেত্তত্র সীমাং ন যান্তিতে ! .
 বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাকৈব বিশেষতঃ ।
 এতদেবৌষধং শ্রেষ্ঠ মশ্বিভ্যাং নির্মিতং পুরা ।
 মহাগন্ধক নামেতি সর্বব্যাদি নিসৃদনং ।
 অত্র জাতীফলাদীনাং প্রত্যেকং রসতুল্যতা ।
 বিনা পাকেন সর্বাঙ্গ সুন্দরঃ পরিকীৰ্তিতঃ ॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিষপত্র
 নিসিন্দাপত্র ও ছোটএলাচী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা । এই সকল
 দ্রব্য জলমহ পেষণপূর্বক গিহুকের মধ্যে পুটপাক দিয়া ২৩ রতি প্রমাণ
 বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে । এই ঔষধ অমৃপান বিবেচনায় সেবন করাইলে
 শিশুদিগের অশঃ, গ্রহণী ও অতিসারাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় । এই
 ঔষধকে পুটপাক না দিলে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায় ।

বালকুমারোরসঃ ।—

নাগং শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্য চ তৎ সমং ।
 সুবর্ণ মাক্ষিকস্যাপি ভাগাৰ্দ্ধং সম্প্রকম্পয়েৎ ।
 ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েদ্রসসংযুতং ।
 কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নিগুণ্ডাঃ পত্রমত্তবং ।
 শুভেশিলাময়েপাত্র লোহদণ্ডেন মর্দয়েৎ ।
 দেয়ং রস দ্বিভাগেন চূর্ণং মরিচ, সস্তবং ।
 শুদ্ধমাতপ সংযোগাদ্ গুড়িকা মৰ্ফপোষিতা ।
 হন্যাদোষ ত্রয়কৈব কাসকৈব সুদারুণং ।
 চির জ্বরঞ্চ কাসঞ্চ শূলমষ্টবিধন্তথা ।
 শিশুনাং জ্বরনাশায় রসৌহয়ং শিবনির্মিতঃ ॥

ইতি বালকুমারোরসঃ ।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দন-
 পূর্বক কেশরাজ, ভীষরাজ ও নিসিন্দা, ইহাদের পাতায় রসে মর্দনপূর্বক

তৎসহ ২তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সর্বপ্ৰাণাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।
• ইহা অগ্নিমান বিবেচনায় সেবন করিলে শিউরিগের সর্ববিধ কাস, পুরাতন
জ্বর ও অসুখবিধ শূল আরোগ্য হয় ।

ইতি প্রয়োগ-চিকিৎসাগিণীষু বায়ুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ বিষাধিকারঃ ।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগৃথস্য বায়ানাংমিকয়া কৃতঃ ।
লেপোহন্যাধিষং যোরং নৃমূত্রৈঃ সেচনস্তথা ।
শিরীষ পুষ্প স্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতং ।
সপ্তাহং সর্প দংষ্ট্রানাং নস্যপানাজ্ঞনোহিতং ।
দ্বিপলং নত কুর্চাভ্যাং স্নাত কোদ্রং চতুঃপলং ।
অপি তক্ষক দংষ্ট্রানাং পানমেতৎ সুখপ্রদং ।
গৃহধূমো হরিদ্রে ছে সমূলং তণ্ডুলীয়কং ।
অপি বায়ুকীনাংদষ্টাঃ পিবেদধি স্নাতপ্লুতং ॥

বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা সর্পদন্ট স্থানে মুখস্থিত শ্লেষ্মা অথবা
কর্ণমল লেপন করিলে কিম্বা দংশনমাত্র তৎক্ষণাৎ দন্টস্থানে বহুযোর মূত্র
সেবন করিলে বিষ বিনষ্ট হয় ।

শিরীষ পুষ্পের রসে ৭ দিবস শুভসরিষা ভাবনা দিয়া তদ্বারা সর্পদন্ট
ব্যক্তিকে নস্ত্র, পান ও অঞ্জনার্থে প্রয়োগ করিবে ।

কুড় ১ পল, তগরপাদ্রব্য ১পল, স্নাত ৪পল ও মধু ৪ পল এই সকল দ্রব্য
একত্র পেয়ণপূর্বক সেবন করিলে তক্ষকদন্ট ব্যক্তিরও বিষবিনষ্ট হয় ।

গৃহধূম, হরিদ্রা, দাক্ষায়িত্রা ও চাপানটের মূল একত্র পেয়ণপূর্বক মধি ও
স্নাতপ্লুত করিয়া সেবন করিলে বায়ুকির বিষও নষ্ট হয় ।

কালশৈলাশনিঃ ।—

সুতকং গন্ধকং তুলাং টঙ্কণং রজনীসমং ।
দেবদাল্যা চ বৈমর্দ্যাং দিনং নিক্শ্বস্তস্তথা ।
কালশৈলাশনির্নামরসঃ সর্বা বিষাপহঃ ॥

ইতি বিষাধিকারঃ ।

পাৰা, গন্ধক, তৈতে, টকণ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘোষাকলের পীতার রস সহ
 এক দিবস মর্দনপূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ববিধ বিধ নষ্ট
 হয় ।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ বিধরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ইতি ত্রিরাশমণিক্য মেন কবিভূষণ বিরচিত রোগ পরীক্ষাস্বর
 ঔষধ প্রকরণ বিষয়ঃ প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ
 চতুর্বিংশতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত ।
 সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
জীবিত কালের	জীবিত কালের	৩	২
তত্রাদৌ	তত্রাদৌ	ঐ	৪
পিষ্টৈশ্চ	পিষ্টৈশ্চ		২৮
পিষ্ট দ্বারা	পিষ্টাভাষণ দ্বারা		৪
স্মৃতি	স্মৃতি		১৬
স্মরণ	স্মরণ		৮
পাশ্চাত্ত	পাশ্চাত্ত		২৭
বামে	বামে	ঐ	ঐ
চক্রেণমিশ্র	চক্রেণমিশ্র	২৪	১১
চৈত্রিকটজন	চৈত্রিকটজন	ঐ	১২
১২	১২ এবং নিকটস্থজনসংখ্যা	ঐ	২৪
জানিবে ।	জানিবে । ৭ জন নিকটে		
	থাকায় যোগভাগ দেও		
	রার আবশ্যক হইল না ।	ঐ	৩৪
অনেন	এতেন	২৪	২
সংজ্ঞায়তেনার্য্যাঃ	সংজ্ঞায়তেনার্য্যাঃ	২৮	৮
ক্ষীণীল অথচ	অব্যয় এবং	ঐ	২১
ক্ষীরাত্ত বর্তকঃ	ক্ষীরাত্তবর্তক	৩১	১৪
পুগমর্পিঃপ্রপূরৈঃ	পুগমর্পিঃপ্রপূরৈঃ	ঐ	২৬
পুগ (সুপারী)	পুগ (পিটা)	৩১	৩১
(মদ)	মদ, শুজ (কাঁজিবি :)	৩২	৭
মুদর্দধ	মুদর্দধ	৩৪	২
উদার্ক্য	উদার্ক্য	ঐ	১৬
কথিনিশ্চয়	কথিনিশ্চয়	ঐ	২০
নির্গন্ধো	নির্গন্ধা	ঐ	৩০
মুখ	মুখ	ঐ	৩২
বিশোধনম্	বিশোধনম্	৩৪	১
কিঙ্ক	কিঙ্ক	৩৬	৮
অর্শঃ	অর্শঃ	৩৮	২৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
বুদ্ধা	বুদ্ধা	৩৮
উচ্চিৎ	উচ্চিত	৩৯
প্রোভমাং	প্রোভমাং	৪০
আমলক বাসক)	আমলক আমলকী)	৪১
বাসক	আমলকী	৪২
১৪ গুণ জলে	১২ গুণ জাল	৪৩
৬ গুণ জলে	১১ গুণ জাল	৪৪
৪ গুণ	৯ গুণ	৪৫
১৪ গুণ	১২ গুণ	৪৬
৬ গুণ	১১ গুণ	৪৭
৪ গুণ	৯ গুণ	৪৮
শোধনঃ	মোষণঃ	৪৯
প্লীহনঃ	প্লীহানঃ	৫০
নিম্ন লিখিত	পশ্চালিখিত	৫১
ব্রহ্মাদলী বন্দা	ব্রহ্মাদলী বন্ধা	৫২
নিষ	ভূনিষ	৫৩
নিষ (নিমহাল)	ভূনিষ (চিরতা)	৫৪
বাসক	আমলকী	৫৫
বজ্রী (হাড়ভাঙ্গা)	বজ্র (মনমাসিঙ্গ)	৫৬
সিংহা	সিংহী	৫৭
জ্বরথঃ	জ্বরমুৎ	৫৮
মৈত্রেয়'তঃ	মৈত্রেয়'তঃ	৫৯
মাকহারিজী	মাকহারিজা	৬০
বিনির্দেশ্তা	বিনির্দেশ্তা	৬১
স্বাদিশীতল মুদ্ধতা	স্বাদিশীতল মুদ্ধতা	৬২
বালাপয়য়	বালাপচয়	৬৩
সর্ব্বাঙ্গমাশ্রয়ঃ	সর্ব্বাঙ্গযঃশ্রয়ঃ	৬৪
বিমর্দিতঃ	বিমর্দিতঃ	৬৫
বরাঙ্গ	বিদঙ্গ	৬৬
বরাঙ্গকল্কল	কল্কল	৬৭
বহেড়া ১ তোলা	বহেড়া ১তোলা,বিড়ঙ্গ ১তোলা	৬৮
সংমর্দ্য	সংমর্দ্য	৬৯
ভক্ষয়েন্ন তলে	ভক্ষয়েন্ন তলে	৭০
মুণ্ডী	মুণ্ডী	৭১
ববদুতঃ নিরাবতকঃ	ববদুতনিবারণকঃ	৭২

শব্দ	শব্দ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
বিলু	বিলু	১৪৪	৩০
শুভচ্যুতিবধা	শুভচ্যুতিবধা	১৪৫	৬
প্রৌক্তয়িত্বা	প্রৌক্তয়িত্বা	১৫১	৩২
রক্তসুতিং	রক্তসুতিং	১৫২	৩২
নির্ঘূহঃ	নির্ঘূহঃ	১৬৫	১৮
যদ্যং	যদ্যং	১৮৫	৯
ইত্যাতিসারা	ইত্যাতিসারা	ঐ	১৪
গ্রাহণ্যাবিকারঃ	গ্রাহণ্যাবিকারঃ	১৮৬	২
অগ্নিধিষ্ঠান	অগ্নিধিষ্ঠান	ঐ	৮
বিশেষকথা	বিশেষকথা	১৮৭	৩৩
কুর্য্যাদ্ভুতাং	কুর্য্যাদ্ভুতাং	১৯৩	১৮
শুভযোগাদ্	শুভযোগাদ্	১৯৯	১৯
গজেন্দ্র বটীকা	গজেন্দ্র বটীকা	২২৮	১৫
বান্ধঃ শীতলতা	বান্ধঃ শীতলতাং	২২৯	২১
ইতি.	ইত্যত্রতোলিকা	২৩১	২৯
কাঞ্চা	কাঞ্চা	২৩২	৪
চূর্ণসিদ্ধারস	সিদ্ধারসে	ঐ	১৯
পাতন্তি	গন্তি	২৫২	১৯
চ শুদা	গা	২৫৩	১
মুণ্ডরুণ্ড	রুণ্ড	২৬০	১৫
আধ্বান	ধ্বানং	২৬৪	৫
স্তমোহরো	ইবো	২৬৫	৯
রসমর্দয়ে	মর্দয়ে	২৬৬	১০
(নেবুর)	পাতীলেবুর)	২৬৯	২৭
কৌষ্ঠগতং	কৌষ্ঠগতং	২৭০	৫
পলাশযোগ	পাশযোগঃ	ঐ	২২
মণ্ডুযোগ	মণ্ডুযোগঃ	২৭৮	৩১
ত্রিভুগাদি চূর্ণং	ত্রিভুগাদি চূর্ণং	২৭৯	২০
মদংবস্ত্যাদিষু	মদংবস্ত্যাদিষু	২৮৪	১৯
চূর্ণানি।	চূর্ণ সকল।	২৮৫	৭
চল্যোপদ্রব	সর্বোপদ্রব	২৮৭	৫
বিংশত্যা	বিংশত্যা	২৯৬	৩১
বিশুদ্ধঃ স্ত্রাং	স্ববিশুদ্ধা	২৯৭	১৭
শান্তরী বটী	শান্তরী বটী	ঐ	২৪
কিতবানসমো	কিতবানসমো	ঐ	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
শান্তরী	শান্তধ	২২৭
শান্তরী বটী	শান্তরী বটী	ঐ
জরকবীজ	সিদ্ধবীজ	ঐ
দণ্ডযন্ত্র	দণ্ডযন্ত্র	২২৮
নশাঞ্জন	নশাভ্যান	৩৩৩
নশ্র	নশ্র	ঐ
তৈল দ্বারা	তৈল দ্বারা বা তালশাখার	
	রস দ্বারা	ঐ
শিবাঘৃতম্	শিবাঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ	৩৩৪
গবাঘৃত /৪	গবাঘৃত /৪ অথবা তৈল /৪	
	কিষা ঘৃত তৈল মিশ্রিত /৪	৩৩৫
শিবাকৃত	শিবাঘৃত শিবাতৈল ও	
	শিবাযমক	৩৩৫
এই ঘৃত	এই ঘৃত তৈল বা যমক	ঐ
শিবাবৃত	শিবাঘৃত, শিবাতৈল ও	
	শিবাযমক	ঐ
ক্ষীরচতুর্গুণং	ক্ষীরচতুর্গুণে	৩৪৫
পিচৈৎ	পিবৈৎ	ঐ
ক্ষণগর্ভে	ক্ষণগর্ভ	৩৪৬
ক্ষণগর্ভতা	ক্ষণগর্ভতা	৩৪৭
মালতী ।	মালতী	৩৪২
ক তালকেথরনামা	তালকেথরনামা	৩৬২
ি মুণ্ডিতিকা চূর্ণং ।	মুণ্ডিতিকা চূর্ণং ।	৩৬৫
খ মুণ্ডিতিকা	মুণ্ডিতিকা	ঐ
ব বর্ষাভমৃত	বর্ষাভমৃত	৩৭৩
সং ও পীনস	পীনস ও কুষ্ঠ,	৩৮২
বি লঘুনং	লঘুনং	৩৯৫
বরা তল্লাতক ঘৃতং ।	তল্লাতক ঘৃতং ।	৪০২
বরা মূত্রাঘাতাধিকারঃ ।	মূত্রাঘাতাধিকারঃ ।	৪০৮
বধে উষকাদিগণঃ ।	উষকাদিগণঃ ।	৪১৫
সং উষকং	উষকঃ	ঐ
তক্ষা (হাড়মুচা)	(বড়খুলকুড়ী)	৪৩৩
মুণ্ডী তাত্রং ।	তাত্রঃ ।	৪৪০
যমদু বৃদ্ধিত্রাধিকারঃ ।	বৃদ্ধিত্রাধিকারঃ ।	৪৫২
	মুণ্ডীর	৪৬৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
দোস্তাপল	দোস্তাপল	৪৬৮	২০
লেপনং	লেপনাং	৪৭১	২
ষেদং	ষেদাদ্	ঐ	ঐ
মাষকলার	মাষকলার	৪৭২	২৪
কণকতৈলং ।	কনকতৈলং	৪৭৩	৫
কণকাকৃ	কনকাকৃ	ঐ	৬
কণকং	কনকং	ঐ	২০
মহাকলক	মহাকনক	ঐ	৩১
মহাকণক	মহাকনক	৪৭৪	৬
কণক তৈলের	কনক তৈলের	ঐ	৭
কণক তৈলং ।	কনক তৈলং	ঐ	১২
লেপনক্রিয়া	রোপনক্রিয়া	৪৮০	২২
উঠে)	উঠে) আর মণ্ডমে বৈকৃত		
স্বপ্নৈব	স্বপ্নইব	ঐ	৩০
ত্রণরোগঃ ।	ত্রণশোথাদৌ	৪৮১	২৮
লৌপ্তিকি	লৌপ্তিকে	৪৮২	১৮
ফতস্থানে	ফতস্থানে আপাংবীজ	৪৮০	৩১
	ও তিল একত্রে বাটিয়া		
	তদ্বারা	৪২১	২৩
ছিদ্রায়	ছিদ্রায়	৪২২	৫
মহুযের হাড়ের	কিষা মহুযের হার	৪২৬	২৫
মূল,	মূল, গুণ্ণুলু	৪২৭	২৫
বিনিম্বিতাঃ	বিনিম্বিতঃ	৪২২	১৮
জয়া	জয়া	৫০০	১০
পত্র	পত্র এবং শোণালু পাতা	ঐ	১৮
শমরাম্পোতি	শমরাম্পোতি	ঐ	২০
নামিকাবান্ধন	নামিকারাক্ষণ	৫০১	১২
ত্রিসন্ধ্যাতাং	ত্রিসন্ধ্যাতাং	ঐ	২০
আকাবক	আকারক	৫০১	১
প্রত্যান	প্রত্যাখ্যান	৫০৫	২২
মওরাং	মণ্ডরাজাং	৫০৬	১২
মধুলিক	মধুলিকা	৫০৮	৩১
ফলিনীত্বচঃ	ফলিনীত্বচঃ	৫০২	৩১
মজ্জৎপাটন	মজ্জৎপাটন	৫১১	২৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ
বুখোস্তেচ	বুখোস্তেচ	৫১২	৩
মুকোদন	মুকোদন	৫২৬	
পিত্তোদক	পিত্তোদক	৫২৮	
উদক	উদক	৫২৯	
স্বাধিকারঃ।	স্বাধিকারঃ।	৫৩৫	
দ্বিপদমূলঃ	ইকর অম্বাহ পূর্বের তিন লইন	৫৩২	
রোগের	রোগের পিত্তবিমর্পতঃ	৫৪১	
তুমিরাং	তুমিরাং	৫৪২	
মুদ্রতা	মুদ্রতা	৫৪৩	
মূষিকা	মূষিক	৫৪৫	
অভ্যঙ্গ	পান ও অভ্যঙ্গ	ঐ	
চুল্লকাদি	চুল্লকাদি	ঐ	
কণকাদি	কনকাদি	ঐ	
জন্তুমাণি	জন্তুমাণি	৫৪৬	
ব্রজ	ব্রজ	ঐ	
চার্জুনন্দক।	চার্জুনন্দক।	ঐ	
পায়সা	পায়সা	৫৪৭	
দ্রবদ্রবঃ	দ্রবদ্রবঃ	ঐ	
কঠালাপা	কল্কালাপা	ঐ	
কালাকড়া,	কালাকড়া, কুড়.	৫৪৮	
মিষাব্যাধে	মিষাব্যাধ	৫৫১	
বসঃ	বসঃ	ঐ	
খুকনী) রোগ	খুকনী) রোগে	ঐ	
বিদ্ধা	বিদ্ধা	৫৫৩	
কুটমটঃ	কুটমটঃ	ঐ	
গুঞ্জামূল	গুঞ্জামূল	৫৫৪	
কপালে	কপাল	৫৫৬	
চূর্ণাঃ	চূর্ণা	ঐ	
সহিত	সহিতঃ	ঐ	
তুলাং	তুলাং	৫৫৮	
তৈল	স্বত	৫৫৯	
মার্কং মূলঃ	মার্কং মূলঃ	ঐ	
তৈল বাতহারঃ শূতঃ	তৈল বাতহারঃ শূতঃ	৫৬০	
প্রতি সাধনং	প্রতি সাধনং	ঐ	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
স্বক	স্বক	৫৬০	৩০
মচব্য	মচব্য	ঐ	৩১
বীজপূরক	বীজপূরক	ঐ	৩৩
পূর্বক	পূর্বক তৎপ্রস্তুতধূম	৫৬১	৫
নাভ্যদ্বন্দ্বরোগং	নভব্যং দন্তরোগে	৫৬১	৪
শূলং	শূলহরং	ঐ	১৮
মরিচাতি	মঞ্জিচাতি	ঐ	২০
গণ্ডুরো	গণ্ডুরো	ঐ	৩০
কাণকচূর্ণং	কানকচূর্ণং	৫৬২	২২
মারতুলয়ে	মাবতুলয়ে	৫৬৪	১৯
সমাপ্তঃ	সমাপ্ত।	৫৬৪	৩০
স্ববজ্জা	স্ববজ্জা	৫৬৫	৬
মাহীষ	মাহিষ	৫৬৮	৫
উদ্ধৃতাঃ	উদ্ধৃতঃ	ঐ	ঐ
প্রতিশ্রাব্যং হরং	প্রতিশ্রাব্য হরং	ঐ	১৬
বৈশান্তা	বৈশান্তা	ঐ	১৭
ছত্রা	দত্বা	৫৬২	৬
কুষ্ঠী	কুষ্ঠ	ঐ	২৩
দুর্বাদ্যং	দুর্বাদ্যং	৫৭০	৭
দুর্বা	দুর্বা	ঐ	৮
কর্ণমোরট	কর্ণমোরটো	ঐ	২
চক্ষুরোগাধিকারঃ	চক্ষুরোগাধিকারঃ	৫৭১	১
সমায়ুক্তে	সমায়ুক্তৈঃ	ঐ	২০
পূরণতঃ	পূরণতঃ	৫৭২	৭
কেষ	কেষ	৫৭৩	৮
সংপক্ষে	সংপক্ষে	ঐ	১১
শিথো	শিথো	ঐ	১৫
শক্লগ্ধ্যো	যক্লগ্ধ্যো	৫৭৪	১৩
পক্তবাৎ	পক্তবাত্	ঐ	ঐ
পলীতস্বং	পলিতস্বং	৫৭৫	১৭
খোদ্বজ্জাঃ	খোদ্বজ্জাঃ	৫৭৭	২
পিষ্ট	পিষ্ট।	ঐ	১০
বর্তিবেষা	বর্তিরেষা	৫৭৮	২২
নাশয়	নাশায়	ঐ	ঐ
বর্জিঃ	বর্জিঃ	৫৮৩	১৩

শুদ্ধ

ভিত্তাদেবা

কর্ণনাশাকি

ব্রহ্মায়কং

যথাবিধানে

দশমূল সমুদ্ভূতা

পুৰোনাঙ্কতা

গগণাদিলোহং

গগণং

যোনিব্যাপদধিকারঃ

ভগশঙ্কোচ

হ্র

হ্র

লাঙ্গানি

ময়ূবজটে:

ইহামৃত

মর্দিতং

গ্রহে

বিরোচনায়

মুণ্ডরি

ওঁকারি

যাক্ষাস্ব

যামং যংযুতাং

ততঃ

বাসুকিনাদক্ষ্যঃ

মৰ্বা

পরীক্ষান্তের

তামা। ধ্যায়

শুদ্ধ

ভিত্তাদেবা

কর্ণনাশাকি

ব্রহ্মায়কং

যথাবিধানে

দশমূলং সমুদ্ভূতা

পুৰোনাঙ্কতা

গগণাদিলোহং

গগণং

যোনিব্যাপদধিকারঃ

ভগশঙ্কোচঃ

হ্র

হ্র

লাঙ্গলী

ময়ূবজাটঃ

ইহামৃত

মর্দিতং

গ্রহে

বিরোচনায়

মণ্ডরী

ওঁকারী

যাক্ষাস্ব

যামং যংযুতাং

ততঃ

বাসুকিনাদক্ষ্যঃ

মৰ্বা

পরীক্ষানন্তর

তম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

৫৮৪

৫৮৫

৫৮৬

ঐ

৫৯১

৫৯৩

৫৯৫

ঐ

৫৯৬

৫৯৯

৬০১

৬০২

৬০৫

ঐ

৬০৬

৬১২

৬১৩

৬১৫

ঐ

ঐ

ঐ

৬১৬

৬১৯

৬২১

ঐ

৬২২

ঐ

শুদ্ধ ১ত্ৰ সমাপ্ত ।

